দেবীভাগবতম্
পঞ্চানন তর্করত্ন
সম্পাদিত
নবভারত
লিশার্স
৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

(মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত

ও

তস্য পুত্র পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রদত্ত ভূমিকা-সম্বলিত

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৭০০০০৯

নবম স্কন্ধ

দশম স্কন্ধ

একাদশ স্কন্ধ

দ্বাদশ স্কন্ধ

নবমঃ স্কন্ধঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী। সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা ॥ ১

নারদ উবাচ—

আবির্ব্বভূব সা কেন কা বা সা জ্ঞানিনাং বর। কিংবা তল্লক্ষণং সাধো বভূব পঞ্চধা কথম্ ॥ ২
সর্ব্বাসাং চরিতং পূজাবিধানং গুণ ঈপ্সিতঃ। অবতারঃ কুত্র কস্যাস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

প্রকৃতের্লক্ষণং বৎস কো বা বক্তুং ক্ষমো ভবেৎ। কিঞ্চিত্তথাপি বক্ষ্যামি যচ্ছ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রতঃ ॥ ৪
প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ। সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫
গুণে সত্ত্বে প্রকৃষ্টে চ প্রশব্দো বর্ত্ততে শ্রুতঃ। মধ্যমে রজসি কৃশ্চ তিশব্দস্তমসি স্মৃতঃ ॥ ৬
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সা চ শক্তিসমন্বিতা। প্রধানা সৃষ্টিকরণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে ॥ ৭
প্রথমে বর্ত্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ। সৃষ্টেরাদৌ চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৮
যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ। পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গো বামার্দ্ধা প্রকৃতিঃ স্মৃতা ॥ ৯
সা চ ব্রহ্মস্বরূপা চ নিত্যা সা চ সনাতনী। যথাত্মা চ তথাশক্তির্যথাগ্নৌ দাহিকা স্থিতা ॥ ১০
অতএব হি যোগীন্দ্রৈঃ স্ত্রীপুংভেদো ন মন্যতে। সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ শশ্বৎসদপি নারদ ॥ ১১
স্বেচ্ছাময়স্যেচ্ছয়া চ শ্রীকৃষ্ণস্য সিসৃক্ষয়া। সাবির্ব্বভূব সহসা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ১২
তদাজ্ঞয়া পঞ্চবিধা সৃষ্টিকর্ম্মবিভেদিকা। অথ ভক্তানুরোধাদ্বা ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা ॥ ১৩
গণেশমাতা দুর্গা যা শিবরূপা শিবপ্রিয়া। নারায়ণী বিষ্ণুমায়া পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ১৪
ব্রহ্মাদিদেবৈর্ম্মুনিভির্মনুভিঃ পূজিতা স্তুতা। সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী দেবী সা শর্ব্বরূপা সনাতনী ॥ ১৫

নারায়ণ বলিলেন, সৃষ্টিকার্য্যে দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী এই পঞ্চপ্রকার প্রকৃতি উক্ত হইয়াছে। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে জ্ঞানীদিগের শ্রেষ্ঠ! হে সাধো! সেই প্রকৃতি আবির্ভূতা হইলেন কেন? তাঁহার লক্ষণ কি? এবং কেনই বা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইলেন? তাঁহাদের চরিত, পূজাবিধান, গুণ ও ইচ্ছা-বিষয়ীভূত কার্য্য এবং তাঁহাদের কে কোথায় অবতীর্ণ হইয়াছেন? তাহা আমাকে সুবিশদরূপে বলুন। ১-৩

নারায়ণ বলিলেন, বৎস নারদ। প্রকৃতির লক্ষণ কোন্ ব্যক্তি বর্ণন করিতে সক্ষম হইবে? তথাপি ধর্ম্মমুখে যাহা শ্রুত হইয়াছি তাহা বলিতেছি;—প্র—শব্দে "প্রকৃষ্টার্থ" বুঝায় এবং কৃতিশব্দের অর্থ "সৃষ্টি", অতএব সৃষ্টিকার্য্যে যিনি প্রকৃষ্টা, তিনিই প্রকৃতি দেবী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ প্র-শব্দে প্রকৃষ্ট সত্ত্বগুণ, কৃ-শব্দে রজোগুণ, তি-শব্দে তমোগুণ—এইরূপই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। তাহা হইলে, যিনি ত্রিগুণাত্মিকা সর্ব্বশক্তিসম্পন্না এবং সৃষ্টিব্যাপারে প্রধানা তাঁহাকেই প্রকৃতি বলে। 'প্র' শব্দের অর্থ প্রথম এবং 'কৃতি' শব্দের অর্থ সৃষ্টি—অতএব যিনি সৃষ্টির আদিভূতা, তিনিই প্রকৃতি। প্রধান পুরুষ পরমাত্মা যোগের দ্বারা স্বয়ং দুইভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহার অঙ্গের দক্ষিণভাগে পুরুষ ও বাম-ভাগ প্রকৃতিস্বরূপ হইল। সেই প্রকৃতি ব্রহ্মস্বরূপা, মায়াময়ী নিত্যা এবং সনাতনী। অনলের দাহিকা শক্তির ন্যায় যে স্থানে আত্মা, প্রকৃতিও সেই স্থানেই বিরাজ করেন। হে নারদ। এই জন্যই যোগিশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি স্ত্রী-পুরুষের ভেদ স্বীকার করেন না। হে ব্রহ্মন্। যোগিজন সমস্ত জগৎ নিরন্তর ব্রহ্মময় দর্শন করিয়া থাকেন। ৪-১১

নিত্যেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের সৃজনে ইচ্ছাবশত সেই ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতি সহসা আবির্ভূতা হইলেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে অথবা ভক্তের অনুরোধে সৃষ্টিকার্য্যে পঞ্চভাগে বিভক্তা হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনিগণ ও মনুগণ—ইঁহারা সেই ভক্তানুগ্রহকারিণী গণেশজননী শিবরূপিণী শিবপত্নী নারায়ণী পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী বিষ্ণুমায়া ব্রহ্মরূপা সনাতনী সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গাকে নিরন্তর পূজা করেন। ১২-১৫

ধর্ম্মসত্যা পুণ্যকীর্ত্তির্যশোমঙ্গলদায়িনী। সুখমোক্ষহর্ষদাত্রী শোকার্ত্তিদুঃখনাশিনী ॥ ১৬
শরণাগতদীনার্ত্ত-পরিত্রাণপরায়ণা। তেজঃস্বরূপা পরমা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ১৭
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা চ শক্তিরীশস্য সন্ততম্। সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধিরূপা সিদ্ধিদা সিদ্ধিরীশ্বরী ॥ ১৮
বুদ্ধির্নিদ্রা ক্ষুৎ পিপাসা ছায়া তন্দ্রা দয়া স্মৃতিঃ। জাতিঃ ক্ষান্তিশ্চ ভ্রান্তিশ্চ শান্তিঃ কান্তিশ্চ চেতনা ॥ ১৯
তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তথা লক্ষ্মীর্ধৃতির্মায়া তথৈব চ। সর্ব্বশক্তিস্বরূপা সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ২০
উক্তঃ শ্রুতৌ শ্রুতিগুণ-শ্চাতিস্বল্পো যথাগমম্। গুণোঽস্ত্যনন্তোঽনন্তায়া অপরাঞ্চ নিশাময় ॥ ২১
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা যা পদ্মা সা পরমাত্মনঃ। সর্ব্বসম্পৎস্বরূপা সা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ২২
কান্তাতিদান্তা শান্তা চ সুশীলা সর্ব্বমঙ্গলা। লোভমোহকামরোষ-মদাহঙ্কারবর্জ্জিতা ॥ ২৩
ভক্তানুরক্তা পত্যুশ্চ সর্ব্বাভ্যশ্চ পতিব্রতা। প্রাণতুল্যা ভগবতঃ প্রেমপাত্রং প্রিয়ংবদা ॥ ২৪
সর্ব্বশস্যাত্মিকা দেবী জীবনোপায়রূপিণী। মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে পতিসেবারতা সতী ॥ ২৫
স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু। গৃহেষু গৃহলক্ষ্মীশ্চ মর্ত্ত্যানাং গৃহিণাং তথা ॥ ২৬
সর্ব্বপ্রাণিষু দ্রব্যেষু শোভারূপা মনোহরা। কীর্ত্তিরূপা পুণ্যবতাং প্রভারূপা নৃপেষু চ ॥ ২৭
বাণিজ্যরূপা বণিজাং পাপিনাং কলহাঙ্কুরা। দয়ারূপা চ কথিতা বেদোক্তা সর্ব্বসম্মতা ॥ ২৮
সর্ব্বপূজ্যা সর্ব্ববন্দ্যা চান্যাং মত্তো নিশাময়। বাগ্‌বুদ্ধিবিদ্যাজ্ঞানা-ধিষ্ঠাত্রী চ পরমাত্মনঃ ॥ ২৯
সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপা যা সা চ দেবী সরস্বতী। সা বুদ্ধিঃ কথিতা মেধা প্রতিভা স্মৃতিদা নৃণাম্ ॥ ৩০
নানাপ্রকারসিদ্ধান্ত-ভেদার্থকল্পনা মতা। ব্যাখ্যাবোধস্বরূপা চ সর্ব্বসন্দেহভঞ্জিনী ॥ ৩১
বিচারকারিণী গ্রন্থ-কারিণী শক্তিরূপিণী। স্বরসঙ্গীতসন্ধান-তালকারণরূপিণী। ৩২
বিষয়জ্ঞানবাগ্‌রূপা প্রতিবিশ্বোপজীবিনী। ব্যাখ্যাবাদকরী শান্তা বীণাপুস্তকধারিণী ॥ ৩৩
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চ সুশীলা শ্রীহরিপ্রিয়া। হিমচন্দনকুন্দেন্দু-কমুদাম্ভোজসন্নিভা।
জপন্তী পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণং রত্নমালয়া ॥ ৩৪

সেই ব্রহ্মরূপিণী দেবী সকল জীবকে ধর্ম্ম, সত্য, পুণ্য, কীর্ত্তি, যশঃ, মঙ্গল এই সমস্ত প্রদান করেন। তিনি সুখ, মুক্তি ও হর্ষ প্রদান করিয়া থাকেন এবং শোক, পীড়া, দুঃখ সমস্তই নাশ করেন। তিনি শরণাগত, দুঃখী ও পীড়িতদিগের পরিত্রাণতৎপরা তেজঃস্বরূপা এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি সকলশক্তিস্বরূপা, ঈশ্বরের বিস্তৃত শক্তিরূপা, সিদ্ধির ঈশ্বরী, সিদ্ধিরূপা ও সিদ্ধিদাতাদিগের ঈশ্বরীস্বরূপা। তিনি বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা, ছায়া, তন্দ্রা, দয়া, স্মৃতি, জাতি, ক্ষান্তি, শান্তি, কান্তি, ভ্রান্তি, চেতনা, তুষ্টি, পুষ্টি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও মায়ারূপা। তিনিই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত শক্তিস্বরূপা। বেদে কথিত যে সমস্ত গুণ শ্রুত হইয়াছি, তাহা অতি অল্প; বস্তুতঃ সেই অনন্তরূপিণীর গুণ অনন্ত। এক্ষণে অপরা শক্তির কথা শ্রবণ কর। ১৬-২১

যিনি শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপা তিনিই পরমাত্মা বিষ্ণুর লক্ষ্মী, তিনি সমস্ত-সম্পত্তিস্বরূপা ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি মনোহারিণী, দাতা, অত্যন্ত-শান্তা, সুশীলা ও সর্ব্ব বিষয়ে মঙ্গলদায়িনী। লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কারাদি দোষ তাঁহার নাই। তিনি স্বীয় পতি ও ভক্তবৃন্দে অনুরক্তা, পতিব্রতাদিগের মধ্যে প্রধানা, ভগবানের প্রাণতুল্যা প্রেমপাত্রী ও প্রিয়ভাষিণী। তিনি সমস্ত শস্যস্বরূপা, অতএব সকল জীবের জীবনরূপিণী এবং মহালক্ষ্মী। তিনি বৈকুণ্ঠধামে সর্ব্বদা পতি-সেবা-পরায়ণা, স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী, রাজভবনে রাজলক্ষ্মী এবং মর্ত্ত্যবাসী গৃহীদিগের গৃহে গৃহলক্ষ্মী-স্বরূপা। ২২-২৬

তিনি সমস্ত প্রাণীতে ও দ্রব্যে মনোহর শোভাস্বরূপা; পুণ্যবান্‌দিগের প্রীতিরূপা, রাজদিগের প্রভাস্বরূপা। তিনি বণিক্‌দিগের বাণিজ্যরূপিণী এবং পাপীদিগের কলহ-উৎপাদিনী। বেদশাস্ত্রে তিনি দয়ারূপিণী বলিয়া কথিতা। সেই সর্ব্বপূজ্যা সকলের বন্দনীয়া সর্ব্বসম্মতা দ্বিতীয় শক্তির বিষয় বলিলাম। এক্ষণে অন্য প্রকৃতির বিষয় শ্রবণ কর। যিনি পরমাত্মার বাক্য, বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান এই সমস্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও সর্ব্ববিদ্যা-স্বরূপা, তিনিই দেবী সরস্বতী। সদ্ব্যক্তিদিগের কবিতারূপিণী এবং সুবুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা-স্মৃতিদায়িনী। তিনি নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত-ভেদে অর্থের কল্পনা প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি ব্যাখ্যারূপিণী, বোধস্বরূপা সকল সন্দেহভঞ্জনকারিণী বিচারকর্ত্রী, গ্রন্থপ্রণয়নকারিণী ও শক্তিস্বরূপিণী। তিনি সকল সঙ্গীতের সন্ধান ও তাল প্রভৃতির কারণরূপিণী। তিনি বিষয়, জ্ঞান ও বাক্যস্বরূপা এবং নিখিল বিশ্বের উপজীবিকা; তিনি শাস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা ও তর্ককারিণী এবং অতিশান্তস্বভাবা ও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা সেই সুশীলাই হরির প্রিয়তমা পত্নী। তিনি হিম, চন্দন, কুন্দপুষ্প, চন্দ্র, কুমুদ ও শ্বেতপদ্ম-সন্নিভ অঙ্গজ্যোতিঃসম্পন্না, রত্নমালিকা দ্বারা নিরন্তর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের জপকারিণী।

তপঃস্বরূপা তপসাং ফলদাত্রী তপস্বিনাম্ ॥ ৩৫
সিদ্ধিবিদ্যাস্বরূপা চ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা সদা। যয়া বিনা তু বিপ্রৌঘো মূকো মৃতসমঃ সদা ॥ ৩৬
দেবী তৃতীয়া গদিতা শ্রুত্যুক্তা জগদম্বিকা। যথাগমং যথাকিঞ্চি-দপরাং ত্বং নিবোধ মে ॥ ৩৭
মাতা চতুর্ণাং বর্ণানাং বেদাঙ্গানাঞ্চ ছন্দসাম্। সন্ধ্যাবন্দনমন্ত্রাণাং তন্ত্রাণাঞ্চ বিচক্ষণা ॥ ৩৮
দ্বিজাতিজাতিরূপা চ জপরূপা তপস্বিনী। ব্রহ্মণ্যতেজোরূপা চ সর্ব্বসংস্কাররূপিণী ॥ ৩৯
পবিত্ররূপা সাবিত্রী গায়ত্রী ব্রহ্মণঃ প্রিয়া। তীর্থানি যস্যাঃ সংস্পর্শং বাঞ্ছন্তি হ্যাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ৪০
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী। পরমানন্দরূপা চ পরমা চ সনাতনী ॥ ৪১
পরব্রহ্মস্বরূপা চ নির্ব্বাণপদদায়িনী। ব্রহ্মতেজোময়ী শক্তি-স্তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ৪২
যৎপাদরজসা পূতং জগৎ সর্ব্বঞ্চ নারদ। দেবী চতুর্থী কথিতা পঞ্চমীং বর্ণয়ামি তে ॥ ৪৩
পঞ্চপ্রাণাধিদেবী যা পঞ্চপ্রাণস্বরূপিণী। প্রাণাধিকপ্রিয়তমা সর্ব্বাভ্যঃ সুন্দরী পরা ॥ ৪৪
সর্ব্বযুক্তা চ সৌভাগ্য-মানিনী গৌরবান্বিতা। বামাঙ্গস্বরূপা চ গুণেন তেজসা সমা ॥ ৪৫
পরাবরা সারভূতা পরমাদ্যা সনাতনী। পরমানন্দরূপা চ ধন্যা মান্যা চ পূজিতা ॥ ৪৬
রাসক্রীড়াধিদেবী শ্রীকৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। রাসমণ্ডলসম্ভূতা রাসমণ্ডলমণ্ডিতা ॥ ৪৭
রাসেশ্বরী সুরসিকা রাসবাসনিবাসিনী। গোলোকবাসিনী দেবী গোপীবেশবিধায়িকা ॥ ৪৮
পরমাহ্লাদরূপা চ সন্তোষহর্ষরূপিণী। নির্গুণা চ নিরাকারা নির্লিপ্তাত্মস্বরূপিণী ॥ ৪৯
নিরীহা নিরহঙ্কারা ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা। বেদানুসারিধ্যানেন বিজ্ঞাতা সা বিচক্ষণৈঃ ॥ ৫০
দৃষ্টিদৃষ্টা ন সা চেশৈঃ সুরেন্দ্রৈর্মুনিপুঙ্গবৈঃ। বহ্নিশুদ্ধাংশুকধরা নানালঙ্কারভূষিতা ॥ ৫১
কোটীচন্দ্রপ্রভাপুষ্ট-সর্ব্বশ্রীযুক্তবিগ্রহা। শ্রীকৃষ্ণভক্তিদাস্যৈক-করা চ সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ৫২
অবতারে চ বারাহে বৃষভানুসুতা চ যা। যৎপাদপদ্মসংস্পর্শ-পবিত্রা চ বসুন্ধরা ॥ ৫৩
ব্রহ্মাদিভিরদৃষ্টা যা সর্ব্বৈর্দৃষ্টা চ ভারতে। স্ত্রীরত্নসারসম্ভূতা কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা[১] ॥ ৫৪

তিনি তপঃস্বরূপা এবং তপস্বীদিগের তপস্যার ফল-দানকারিণী। তিনি সিদ্ধি বিদ্যাস্বরূপা এবং সকল-সিদ্ধিপ্রদায়িনী। শোভাসম্পন্না জগদম্বিকা—তৃতীয়া প্রকৃতি সরস্বতী দেবীর বিষয় আগমানুসারে বলিলাম, অপর প্রকৃতির বিষয় যৎকিঞ্চিৎ অবগত হও। ২৭-৩৭

চতুর্থী প্রকৃতি সাবিত্রী, তিনি চারি বেদ, বেদাঙ্গ ও ছন্দঃসমূহের মাতৃস্বরূপা। সেই বিচক্ষণা দেবী সন্ধ্যা-বন্দনা, ক্রিয়ামন্ত্রের এবং তন্ত্রাদির মাতৃরূপা, তিনি ব্রাহ্মণাদির ব্রাহ্মণত্বাদিজাতিরূপিণী জপরূপা এবং তাপসী। তিনি ব্রহ্মতেজোময়ী ও সর্ব্বসংস্কাররূপিণী। তিনি ব্রহ্মার প্রিয় পবিত্ররূপা সাবিত্রী ও গায়ত্রী, তীর্থগণও আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার স্পর্শ ইচ্ছা করিয়া থাকে। তাঁহার বর্ণ শুদ্ধস্ফটিকের ন্যায়; তিনি শুদ্ধসত্ত্ব ও পরমানন্দরূপিণী মুক্তিপদপ্রদায়িনী সনাতন-পরব্রহ্মস্বরূপা। তিনি পরব্রহ্মের তেজোময়ী শক্তি ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। হে নারদ। যাঁহার পদরজঃ স্পর্শে সমস্ত জগৎ পবিত্র হয়, সেই চতুর্থী দেবী সাবিত্রীর কথা বর্ণন করিলাম। এক্ষণে পঞ্চমী প্রকৃতির বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৮-৪৩

যিনি প্রেম ও প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পঞ্চবিধ প্রাণস্বরূপা, যিনি বিষ্ণুর প্রাণাধিকা প্রিয়তমা, শ্রেষ্ঠ সুন্দরী এবং সকলের আদিভূতা, যিনি সমস্ত-সৌভাগ্যশালিনী, মানিনী ও গৌরবে পরিপূর্ণা, যিনি গুণ ও তেজোগর্ব্বে কৃষ্ণের বামাঙ্গস্বরূপা, যিনি পরাৎপরা, পরমাদ্যা এবং সারভূতা সনাতনী, যিনি পরম-আনন্দ-রূপিণী, ধন্যা, মান্যা ও পূজনীয়া, যিনি পরমাত্মা কৃষ্ণের রাসক্রীড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, রাসমণ্ডলের নিমিত্ত উৎপন্না এবং রাসমণ্ডল দ্বারা ভূষিতা, যিনি রাসের ঈশ্বরী সুরসিকা ও রাসবাসে নিয়ত অবস্থান করেন, যিনি গোলোকবাসিনী ও গোপীবেশ ধারণ করিয়াছেন, যিনি পরমাহ্লাদরূপিণী, যিনি সন্তোষ ও হর্ষরূপিণী, যিনি নির্গুণা নিরকারা অতএব সর্ব্বত্রই নির্লিপ্ত অথচ আত্মস্বরূপা, যিনি চেষ্টাশূন্যা, নিরহঙ্কার এবং ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ শরীর ধারণ-কারিণী, তাঁহাকে পণ্ডিতগণ বেদানুসারে ধ্যানে জানিতে পারেন; কিন্তু তিনি তত্ত্বজ্ঞ সুরেন্দ্র এবং মুনিশ্রেষ্ঠগণেরও দৃষ্টির বিষয় নহেন। তিনি বহ্নির ন্যায় শুদ্ধ-বস্ত্র-পরিধানা ও নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা। তিনি কোটি চন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালিনী, মনোহরশোভাযুক্তা, ভক্তকে কৃষ্ণদাস্য দানে একমাত্র তিনিই সমর্থা এবং তিনিই নিখিল সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি ব্রহ্মাদির দর্শনগোচর নহেন—অথচ সমস্ত জগতের দৃষ্টিবিষয়; হে মুনে। সেই স্ত্রীরত্নের সারভূতা, প্রকৃতি

১। কৃষ্ণবক্ষঃস্থলে স্থিতা।

যথাম্বরে নবঘনে লোলা সৌদামিনী মুনে। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি প্রতপ্তং ব্রহ্মণা পুরা ॥ ৫৫
যৎপাদপদ্মনখর-দৃষ্টয়ে চাত্মশুদ্ধয়ে। ন চ দৃষ্টঞ্চ স্বপ্নেঽপি প্রত্যক্ষস্যাপি কা কথা ॥ ৫৬
তেনৈব তপসা দৃষ্টা ভুবি বৃন্দাবনে বনে। কথিতা পঞ্চমী দেবী সা রাধা চ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫৭
অংশরূপা কালরূপাঃ কলাংশাংশাংশসম্ভবাঃ। প্রকৃতেঃ প্রতিবিশ্বেষু দেব্যশ্চ সর্ববযোষিতঃ ॥ ৫৮
পরিপূর্ণতমাঃ পঞ্চ বিদ্যা দেব্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। যাঃ যাঃ প্রাধানাংশরূপা বর্ণয়ামি নিশাময় ॥ ৫৯
প্রধানাংশস্বরূপা সা গঙ্গা ভুবনপাবনী। বিষ্ণুবিগ্রহসম্ভূতা দ্রবরূপা সনাতনী ॥ ৬০
পাপিপাপেধ্মদাহায় জ্বলদগ্নিস্বরূপিণী। সুখস্পর্শা স্নানপানৈ-র্নির্ব্বাণপদদায়িনী ॥ ৬১
গোলোকস্থানপ্রস্থান-সুখসোপানরূপিণী। পবিত্ররূপা তীর্থানাং সরিতাঞ্চ পরাবরা ॥ ৬২
শম্ভুমৌলিজটামেরু-মুক্তাপঙ্‌ক্তিস্বরূপিণী। তপঃসম্পাদিনী সদ্যো ভারতেষু তপস্বিনাম্ ॥ ৬৩
চন্দ্রপদ্মক্ষীরনিভা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী। নির্ম্মলা নিরহঙ্কারা সাধ্বী নারায়ণপ্রিয়া ॥ ৬৪
প্রধানাংশস্বরূপা চ তুলসী বিষ্ণুকামিনী। বিষ্ণুভূষণরূপা চ বিষ্ণুপাদস্থিতা সতী ॥ ৬৫
তপঃসঙ্কল্পপূজাদি-সদ্যসম্পাদিনী মুনে। সারভূতা চ পুষ্পাণাং পবিত্রা পুণ্যদা সদা ॥ ৬৬
দর্শনস্পর্শনাভ্যাঞ্চ সদ্যো নির্ব্বাণদায়িনী। কলৌ কলুষশুষ্কেধ্ম-দহনায়াগ্নিরূপিণী[১] ॥ ৬৭
যৎপাদপদ্মসংস্পর্শাৎ সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা। যৎস্পর্শদর্শনে চৈবেচ্ছন্তি তীর্থানি শুদ্ধয়ে ॥ ৬৮
যয়া বিনা চ বিশ্বেষু সর্ব্বকর্ম্ম চ নিষ্ফলম্। মোক্ষদা যা মুমুক্ষূণাং কামিনী সর্ব্বকামদা ॥ ৬৯
কল্পবৃক্ষস্বরূপা যা ভারতে বৃক্ষরূপিণী। ভারতীনাং প্রীণনায় জাতা যা পরদেবতা ॥ ৭০
প্রধানাংশস্বরূপা যা মনসা কশ্যপাত্মজা। শঙ্করপ্রিয়শিষ্যা চ মহাজ্ঞানবিশারদা ॥ ৭১
নাগেশ্বরস্যানন্তস্য ভগিনী নাগপূজিতা। নাগেশ্বরী নাগমাতা সুন্দরী নাগবাহিনী ॥ ৭২
নাগেন্দ্রগণসংযুক্তা নাগভূষণভূষিতা। নাগেন্দ্রবন্দিতা সিদ্ধা যোগিনী নাগশায়িনী ॥ ৭৩

নবীন-জলদজালে চঞ্চলা সৌদামিনীর ন্যায় কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন। যাঁহার পাদপদ্মের নখর দর্শন করিবার জন্য এবং নিজের শুদ্ধতার জন্য ব্রহ্মা ষষ্টি-সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াও, প্রত্যক্ষ করা দূরে থাকুক, স্বপ্নেও দর্শন করিতে সক্ষম হন নাই; পরে তপস্যার ফলে বৃন্দাবনে তাঁহাকে দেখিতে পান। এই পঞ্চমী প্রকৃতি দেবী রাধার বিষয় তোমাকে বলিলাম। অখিল জগতে দেবীগণ এবং সমস্ত যোষিদ্গণের মধ্যে কেহ সেই প্রকৃতির অংশ হইতে উৎপন্না, কেই তাঁহার কলা হইতে উৎপন্না, কেহ বা কলাংশের অংশ হইতে উৎপন্না। মূল সেই পাঁচ প্রকার দেবী পূর্ণ-প্রকৃতি। যিনি তাঁহার প্রধান অংশরূপা, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। প্রকৃতির প্রধানাংশস্বরূপা ভুবনপাবনী-গঙ্গা, তিনি বিষ্ণুর দেহ হইতে উদ্ভূতা দ্রবরূপিণী ও নিত্যা। তিনি পাপীদিগের পাপকার্য্য দহন করিতে প্রজ্বলিত অনলরূপিণী। গঙ্গাকে দর্শন, স্পর্শন, তজ্জলে স্নান বা পান করিলে, গঙ্গা নির্ব্বাণ পদ প্রদান করেন। তিনি গোলোকধামে গমন করিবার শ্রেষ্ঠ সোপানরূপিণী। তিনি তীর্থের মধ্যে অতিপবিত্রা ও সকল নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তিনি শম্ভুর মস্তকস্থিত জটা-মেরুর মুক্তাশ্রেণী স্বরূপা। তিনি এই ভারতে তপস্বিগণের তপস্যা সম্পাদন করিয়া থাকেন। ৪৪-৬৩

তিনি শঙ্খ, পদ্ম ও ক্ষীরের ন্যায় শুভ্রা ও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী। তিনি নির্ম্মলা, অহঙ্কারশূন্যা, সাধ্বী এবং নারায়ণের প্রিয়তমা। তুলসীও সেই প্রকৃতির প্রধান অংশস্বরূপা এবং বিষ্ণুর পত্নী। তিনি বিষ্ণুর ভূষণরূপা হইয়া বিষ্ণুপদে নিরন্তর বাস করেন। হে মুনে! তুলসী, তপ, সঙ্কল্প ও পূজাদি সদ্যই সম্পাদন করিয়া থাকেন; তিনি পুষ্পের মধ্যে সারভূতা স্বয়ং পবিত্রা ও সদা পুণ্য-দায়িনী। তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে, তিনি সদ্যই নির্ব্বাণপদ প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি কলিকালে কলুষরূপ শুষ্ক ইন্ধন ভস্ম করিতে একমাত্র অগ্নিস্বরূপা। যাঁহার পাদপদ্ম-স্পর্শে বসুধা নিরন্তর পবিত্র এবং তীর্থসমূহ আত্ম-শুদ্ধির নিমিত্ত যাঁহার দর্শন ও স্পর্শ বাঞ্ছা করিয়া থাকে, যে দেবী ব্যতীত এই জগতে সকল কর্ম্মই নিষ্ফল, যিনি মুমুক্ষুদিগের মুক্তিপ্রদায়িনী, কামীদিগের সকল অভীষ্টদায়িনী; যিনি এই ভারতে কল্পবৃক্ষস্বরূপা এবং জগৎস্বরূপিণী, সেই তুলসীই ভারতস্থিত প্রজাদিগকে ত্রাণ করিতে একমাত্র প্রধান দেবতারূপা। কশ্যপাত্মজা মনসাও প্রকৃতির প্রধানাংশস্বরূপা; তিনি শঙ্করের প্রিয়তমা শিষ্যা ও মহা-জ্ঞানশালিনী। তিনি নাগেশ্বর অনন্তের ভগিনী ও নাগগণের পূজিতা। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী, নাগ তাঁহার বাহন। তিনি স্বয়ং নাগেশ্বরী ও নাগমাতা। তিনি নাগরূপভূষণে বিভূষিতা এবং নাগেন্দ্রগণসংযুক্তা, তিনি সিদ্ধযোগ-শালিনী ও নাগেন্দ্রগণের বন্দনীয়া। নাগগণের মধ্যেই নিরন্তর তাঁহার বাস। ৬৪-৭৩

১। কলুষশুষ্কেধ্মদহনা যাগ্নিরূপিণী।

বিষ্ণুরূপা বিষ্ণুভক্তা বিষ্ণুপূজাপরায়ণা। তপঃস্বরূপা তপসাং ফলদাত্রী তপস্বিনী ॥ ৭৪
দিব্যং ত্রিলক্ষবর্ষঞ্চ তপস্তপ্ত্বা চ যা হরেঃ। তপস্বিনীষু পূজ্যা চ তপস্বিষু চ ভারতে ॥ ৭৫
সর্ব্বমন্ত্রাধিদেবী চ জ্বলন্তী ব্রহ্মতেজসা। ব্রহ্মস্বরূপা পরমা ব্রহ্মভাবনতৎপরা ॥ ৭৬
জরৎকারুমুনেঃ পত্নী কৃষ্ণাংশস্য পতিব্রতা। আস্তিকস্য মুনের্মাতা প্রবরস্য তপস্বিনাম্ ॥ ৭৭
প্রধানাংশস্বরূপা যা দেবসেনা চ নারদ। মাতৃকাসু পূজ্যতমা সা ষষ্ঠী চ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৭৮
পুত্রপৌত্রাদিদাত্রী চ ধাত্রী ত্রিজগতাং সতী। ষষ্ঠাংশরূপা প্রকৃতেস্তেন ষষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৭৯
স্থানে শিশূনাং পরমা বৃদ্ধরূপা চ যোগিনী। পূজা দ্বাদশমাসেষু যস্যা বিশ্বেষু সন্ততম্ ॥ ৮০
পূজা চ সূতিকাগারে পুরা ষষ্ঠদিনে শিশোঃ। একবিংশতিমে চৈব পূজা কল্যাণহেতুকী ॥ ৮১
মুনিভির্নামিতা চৈষা নিত্যকামাপ্যতঃপরা। মাতৃকা চ দয়ারূপা শশ্বদ্রক্ষণকারিণী ॥ ৮২
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে শিশূনাং সদ্মগোচরে। প্রধানাংশস্বরূপা চ দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা ॥ ৮৩
প্রকৃতের্ম্মুখসম্ভূতা সর্ব্বমঙ্গলদা সদা। সৃষ্টৌ মঙ্গলরূপা চ সংহারে কোপরূপিণী ॥ ৮৪
তেন মঙ্গলচণ্ডী সা পণ্ডিতৈঃ পরিকীর্ত্তিতা। প্রতিমঙ্গলবারেষু প্রতিবিশ্বেষু পূজিতা ॥ ৮৫
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্য-যশোমঙ্গলদায়িনী। পরিতুষ্টা সর্ব্ববাঞ্ছা-প্রদাত্রী সর্ব্বযোষিতাম্ ॥ ৮৬
রুষ্টা ক্ষণেন সংহর্ত্তুং শক্তা বিশ্বং মহেশ্বরী। প্রধানাংশস্বরূপা সা কালী কমললোচনা ॥ ৮৭
দুর্গাললাটসম্ভূতা রণে শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ। দুর্গার্দ্ধাংশস্বরূপা সা গুণেন তেজসা সমা ॥ ৮৮
কোটিসূর্য্যসমাজুষ্ট-পুষ্টজ্যোজ্জ্বলবিগ্রহা। প্রধানা সর্ব্বশক্তীনাং বলা বলবতী পরা ॥ ৮৯
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী পরমা যোগরূপিণী। কৃষ্ণভক্তা কৃষ্ণতুল্যা তেজসা বিক্রমৈর্গুণৈঃ ॥ ৯০
কৃষ্ণভাবনয়া শশ্বৎ কৃষ্ণবর্ণা সনাতনী। সংহর্ত্তুং সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডং শক্তা নিঃশ্বাসমাত্রতঃ ॥ ৯১
রণং দৈত্যৈঃ সমং তস্যাঃ ক্রীড়য়া লোকশিক্ষয়া। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ দাতুং শক্তা চ পূজিতা ॥ ৯২

তিনি স্বয়ং বিষ্ণুরূপা, নিরন্তর বিষ্ণুভক্তি-নিরতা ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণা। তিনি তপঃস্বরূপা এবং তপস্যার বাঞ্ছিত ফল দান করেন ও স্বয়ং তপস্বিনী। তিনি দেবমানের ত্রিলক্ষ বৎসর হরির তপস্যা করিয়া, এই ভারতে তপস্বিনীগণের ও তপস্বিগণের মধ্যে পূজিতা হইয়াছেন। তিনি নিখিল মন্ত্রের অধীশ্বরী দেবী ও ব্রহ্ম তেজে নিরন্তর প্রদীপ্তা। তিনি পরব্রহ্মস্বরূপা ও পরমব্রহ্মের চিন্তায় নিরত আসক্তা। তিনি হরিহরসেবিকা পতিপরায়ণা, জরৎকারু মুনির পত্নী এবং তপস্বিশ্রেষ্ঠ আস্তিক মুনির জননী। হে নারদ! দেবসেনাও প্রকৃতির প্রধান অংশরূপা। তিনিই মাতৃকাদিগের মধ্যে পূজ্যতমা ষষ্ঠী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। তিনি সমস্ত জগতের শিশুদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। তিনি তপস্বিনী বিষ্ণুভক্তিতৎপরা ও কার্ত্তিকেয়ের পত্নী। তিনি প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ স্বরূপা, এজন্য তাঁহার নাম ষষ্ঠী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তিনি পুত্র-পৌত্রাদি প্রদান করেন বলিয়া জগতে ধাত্রী বলিয়া বিখ্যাতা। শিশুদিগের সমীপে পরম বৃদ্ধরূপা ও যোগিনীস্বরূপা। জগতে দ্বাদশমাসে যাঁহার পূজা বিহিত, শিশুর জন্ম হইতে ষষ্ঠদিনে সূতিকা গৃহে এবং একবিংশ দিবসে পুত্রের কল্যাণের নিমিত্ত যাঁহার পূজা করা হয়, মুনিগণ সর্ব্বদা যাঁহাকে প্রণাম করেন এবং যিনি শিশুদিগের গৃহে দয়ারূপা ও মাতৃরূপা হইয়া জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষ প্রভৃতি সর্ব্বত্রই তাহাদিগকে রক্ষা করেন, সেই ষষ্ঠীদেবীর কথা বলিলাম। এক্ষণে প্রকৃতির অংশস্বরূপা মঙ্গলচণ্ডিকার কথা বলিতেছি। ৭৪-৮২

সেই মঙ্গলচণ্ডী প্রকৃতির মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন; তিনি সর্ব্বদা মঙ্গল প্রদান করেন। তিনি সৃষ্টিকার্য্যে মঙ্গলরূপা ও সংহার কার্য্যে কোপরূপিণী, সেইজন্য পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে মঙ্গলচণ্ডিকা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রতি মঙ্গলবারে সমস্ত জগতে তাঁহার পূজা হয়। তিনি পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য, যশ ইত্যাদি প্রদান করেন এবং সন্তুষ্টা হইয়া স্ত্রীগণকে সকল বাঞ্ছিত বিষয় প্রদান করেন। তাহার পর মহেশ্বরী কমললোচনা কালীর কথা বলিতেছি। তিনি রুষ্টা হইলে, ক্ষণকালমধ্যে সমস্ত জগৎ সংহার করিতে পারেন। তিনিও প্রকৃতির অংশস্বরূপা। তিনি শুম্ভনিশুম্ভযুদ্ধে দুর্গাদেবীর ললাট হইতে উৎপন্না হইয়াছিলেন। তিনি দুর্গার অর্দ্ধাংশ-স্বরূপ গুণে ও তেজে তাঁহারই সমান; তাঁহার দেহ কোটিসূর্য্য প্রভার ন্যায় অত্যন্ত উজ্জ্বল। তিনি সর্ব্বশক্তির প্রধানভূতা অত্যন্ত-বলবতী; তিনি সর্ব্ব-সিদ্ধি প্রদান করেন এবং পরমা যোগরূপিণী। তিনি কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণা এবং তেজ, গুণ ও বিক্রমে কৃষ্ণের তুল্য। এই সনাতনী নিরন্তর কৃষ্ণের ভাবনাবশত কৃষ্ণবর্ণা হইয়াছেন। তিনি নিঃশ্বাস মাত্রেই সকল ব্রহ্মাণ্ড সংহার করিতে পারেন। ৮৩-৯১

জগৎ রক্ষার নিমিত্ত দৈত্যবর্গের সহিত রণ তাঁহার ক্রীড়ামাত্র, তিনি পূজিতা হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ প্রদান করিতে সক্ষমা। ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনিগণ, মনুগণ ও নরগণ তাঁহাকে স্তব

ব্রহ্মাদিভিঃ স্তূয়মানা মুনিভির্মনুভির্নরৈঃ। প্রধানাংশস্বরূপা সা প্রকৃতেশ্চ বসুন্ধরা ॥ ৯৩
আধাররূপা সর্ব্বেষাং সর্ব্বশস্যা প্রকীর্ত্তিতা। রত্নাকরা রত্নগর্ভা সর্ব্বরত্নাকরাশ্রয়া ॥ ৯৪
প্রজাভিশ্চ প্রজেশৈশ্চ পূজিতা বন্দিতা সদা। সর্ব্বোপজীব্যরূপা চ সর্ব্বসম্পদ্বিধায়িনী ॥ ৯৫
প্রকৃতেশ্চ কলা যা যা-স্তা নিবোধ মুনীশ্বর। যস্য যস্য চ যা পত্নী তৎ সর্ব্বং বর্ণয়ামি তে ॥ ৯৬
স্বাহা দেবী বহ্নিপত্নী প্রতিবিশ্বেষু পূজিতা। যয়া বিনা হবির্দানং ন প্রভীক্তুং সুরাঃ ক্ষমাঃ ॥ ৯৭
দক্ষিণা যজ্ঞপত্নী চ দীক্ষা সর্ব্বত্র পূজিতা। যয়া বিনা হি বিশ্বেষু সর্ব্বকর্ম্ম হি নিষ্ফলম্ ॥ ৯৮
স্বধা পিতৃণাং পত্নী চ মুনিভির্মনুভির্নরৈঃ। পূজিতা পিতৃদানং হি নিষ্ফলঞ্চ যয়া বিনা ॥ ৯৯
স্বস্তি দেবী বায়ুপত্নী প্রতিবিশ্বেষু পূজিতা। আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ নিষ্ফলঞ্চ যয়া বিনা ॥ ১০০
পুষ্টির্গণপতেঃ পত্নী পূজিতা জগতীতলে। যয়া বিনা পরিক্ষীণাঃ পুমাংসো যোষিতোঽপি চ ॥ ১০১
অনন্তপত্নী তুষ্টিশ্চ পূজিতা বন্দিতা ভবেৎ। যয়া বিনা ন সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বলোকাশ্চ সর্ব্বতঃ ॥ ১০২
ঈশানপত্নী সম্পত্তিঃ পূজিতা চ সুরৈর্নরৈঃ। সর্ব্বে লোকা দরিদ্রাশ্চ বিশ্বেষু চ যয়া বিনা ॥ ১০৩
ধৃতিঃ কপিলপত্নী চ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বত্র পূজিতা। সর্ব্বে লোকা অধৈর্য্যাশ্চ জগৎসু চ যয়া বিনা ॥ ১০৪
সত্যপত্নী সতী মুক্তৈঃ পূজিতা জগতীপ্রিয়া। যয়া বিনা ভবেল্লোকো বন্ধুতারহিতঃ সদা ॥ ১০৫
মোহপত্নী দয়া সাধ্বী পূজিতা চ জগৎপ্রিয়া। সর্ব্বে লোকাশ্চ সর্ব্বত্র নিষ্ফলাশ্চ যয়া বিনা ॥ ১০৬
পুণ্যপত্নী প্রতিষ্ঠা সা পূজিতা পুণ্যদা সদা। যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং জীবন্মৃতসমং মুনে ॥ ১০৭
সুকর্ম্মপত্নী সংসিদ্ধা কীর্ত্তির্ধন্যৈশ্চ পূজিতা। যয়া বিনা জগৎসর্ব্বং যশোহীনং মৃতং যথা ॥ ১০৮
ক্রিয়া তূদ্যোগপত্নী চ পূজিতা সর্ব্বসম্মতা। যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং বিধিহীনং চ নারদ ॥ ১০৯
অধর্ম্মপত্নী মিথ্যা সা সর্ব্বধূর্ত্তৈশ্চ পূজিতা। যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বমুচ্ছিন্নং বিধিনির্ম্মিতম্ ॥ ১১০
সত্যে অদর্শনা যা চ ত্রেতায়াং সূক্ষ্মরূপিণী। অর্দ্ধাবয়বরূপা চ দ্বাপরে চৈব সংবৃতা ॥ ১১১
কলৌ মহাপ্রগল্ভা চ সর্ব্বত্র ব্যাপিকা বলাৎ। কপটেন সমং ভ্রাতা ভ্রমতে চ গৃহে গৃহে ॥ ১১২

করিয়া থাকেন। বসুন্ধরাও প্রকৃতির প্রধানাংশস্বরূপা, তিনি জগতের আধাররূপা ও সর্ব্ব শস্যের প্রসূতি। তিনি রত্নসমূহের আকরস্বরূপা অতএব রত্নগর্ভা এবং সকল রত্নাকরের আশ্রয়, প্রজাবর্গ ও প্রজার অধিপতিগণ তাঁহাকে নিরন্তর পূজা ও বন্দনাদি করিয়া থাকে। তিনি সকলের উপজীবিকা-স্বরূপা এবং সমস্ত সম্পদের বিধানকারিণী, ইহাঁ ব্যতীত সমস্ত জগৎ চরাচর নিরাধার হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এতদ্ভিন্ন প্রকৃতির আর যে যে কলা অর্থাৎ অংশ আছেন এবং তাঁহারা যে যে দেবতার পত্নী, তৎসমুদয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্বাহাদেবী বহ্নির পত্নী,—তিনি ত্রিভুবনে পূজিতা, ইহাঁর নাম উচ্চারণ না করিয়া প্রদত্ত হবিঃ দেবতাগণ গ্রহণ করিতে সক্ষম হন না। দক্ষিণা ও দীক্ষা যজ্ঞের পত্নী,—তাঁহারা সকলস্থানে পূজনীয়া। তাঁহারা ব্যতীত জগতের সকল কর্ম্মই নিষ্ফল। স্বধা-দেবী পিতৃগণের পত্নী,—তাঁহাকে মুনিগণ, মনুগণ ও মনুসমূহ নিরন্তর পূজা করেন এবং ইহাঁ ব্যতীত পিতৃবর্গ-উদ্দেশে দান নিষ্ফল হয়। স্বস্তি দেবী বায়ুর পত্নী,—তিনি নিখিল ভুবনে পূজিতা, যে দেবী ব্যতীত প্রদান ও গ্রহণাদি সমস্তই বিফল হয়। ৯৯-১০০

পুষ্টি গণেশের স্ত্রী, তিনি এই জগতীতলে সর্ব্বদা পূজনীয়া; ইনি না থাকিলে স্ত্রী-পুরুষগণ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সমস্ত লোক সকল বিষয়ে যে দেবী ভিন্ন অসন্তুষ্ট হয়, সকলের পূজনীয়া ও বন্দনীয়া সেই তুষ্টি অনন্তদেবের পত্নী। সুর ও নরগণের পূজনীয়া সম্পত্তি ঈশানের পত্নী, এই জগতে ইহাঁ ভিন্ন সকল লোক দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করে। ধৃতি কপিলের পত্নী, তাঁহাকে সকল স্থানে সকলেই পূজা করে এবং ইহাঁর অবলম্বন ব্যতীত সকল লোক অধৈর্য্য হয়। জগতের প্রিয়া দেবী সতী সত্যের পত্নী, মুক্তির নিমিত্ত তিনি পূজিতা হন। ইহাঁর ব্যবহার ভিন্ন লোকসকল বন্ধুতাহীন হয়। জগৎপ্রিয়া সর্ব্বপূজিতা সাধ্বী দয়া মোহের পত্নী, তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন জগতের প্রাণিবর্গ নিষ্ফল হয়। প্রতিষ্ঠা পুণ্যের পত্নী; তিনি স্বয়ং পুণ্যস্বরূপা ও সদা পূজিতা। হে মুনে! তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত সমস্ত জগৎ জীবন্মৃত হয়। জগতে ধন্যা মাননীয়া এবং সকল স্থানে পূজিতা কীর্ত্তি সুকর্ম্মের ভার্য্যা; তিনি ভিন্ন সমস্ত জগৎ যশোহীন ও মৃতপ্রায় হইয়া থাকে। ১০১-১০৮

সর্ব্বত্র বিরাজিতা এবং পূজনীয়া ক্রিয়া উদ্‌যোগের দয়িতা। হে নারদ! তাঁহার আচরণ না করিলে, নিখিল ভুবন বিধিহীন হইয়া থাকে। ধূর্ত্তকুলপূজনীয়া মিথ্যা অধর্ম্মের সহধর্ম্মিণী; তাঁহার প্রভাব না থাকিলে, বিবিধ সৃষ্ট জগৎ উৎসন্নপ্রায় হয়। তিনি সত্যযুগে অদৃশ্য অবস্থায় ও ত্রেতাতে সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করেন। তাঁহার দ্বাপরে অর্দ্ধাবয়ব পরিস্ফুট হয়, তথাপি ছদ্মবেশে অবস্থান করেন এবং কলিতে সর্ব্বব্যাপিনী হইয়া অত্যন্তপ্রগল্ভভাবে কাপট্যরূপ ভ্রাতার সহিত প্রতিগৃহে বিচরণ

শান্তির্লজ্জা চ ভার্য্যে দ্বে সুশীলস্য চ পূজিতে। যাভ্যাং বিনা জগৎ সর্ব্বমুন্মত্তমিব নারদ ॥ ১১৩
জ্ঞানস্য তিস্রো ভার্য্যাশ্চ বুদ্ধির্মেধা ধৃতিস্তথা। যাভির্বিনা জগৎ সর্ব্বং মূঢ়ং মৃতসমং সদা ॥ ১১৪
মূর্ত্তিশ্চ ধর্ম্মপত্নী সা কান্তিরূপা মনোহরা। পরমাত্মা চ বিশ্বৌঘো নিরাধারো যয়া বিনা ॥ ১১৫
সর্ব্বত্র শোভারূপা চ লক্ষ্মীর্মূর্ত্তিমতী সতী। শ্রীরূপা মূর্ত্তিরূপা চ মান্যা ধন্যাতিপূজিতা ॥ ১১৬
কালাগ্নিরুদ্রপত্নী চ নিদ্রা সা সিদ্ধযোগিনী। সর্ব্বে লোকাঃ সমাচ্ছন্না যয়া যোগেন রাত্রিষু ॥ ১১৭
কালস্য তিস্রো ভার্য্যাশ্চ সন্ধ্যারাত্রিদিনানি চ। যাভির্বিনা বিধাত্রা চ সংখ্যাং কর্ত্তুং ন শক্যতে ॥ ১১৮
ক্ষুৎপিপাসে লোভভার্য্যে ধন্যে মান্যে চ পূজিতে। যাভ্যাং ব্যাপ্তং জগৎ সর্ব্বং নিত্যং চিন্তাতুরং ভবেৎ ॥ ১১৯
প্রভা চ দাহিকা চৈব দ্বে ভার্য্যে তেজসস্তথা। যাভ্যাং বিনা জগৎ স্রষ্টুং বিধাতুঞ্চ নহীশ্বরঃ ॥ ১২০
কালকন্যে মৃত্যুজরে প্রজ্বারস্য প্রিয়াপ্রিয়ে। যাভ্যাং জগৎ সমুচ্ছিন্নং বিধাত্রা নির্ম্মিতং বিধৌ ॥ ১২১
নিদ্রাকন্যা চ তন্দ্রা সা প্রীতিরন্যা সুখপ্রিয়ে। যাভ্যাং ব্যাপ্তং জগৎ সর্ব্বং বিধিপুত্রবিধের্বিধৌ। ১২২
বৈরাগ্যস্য চ দ্বে ভার্য্যে শ্রদ্ধা ভক্তিশ্চ পূজিতে। যাভ্যাং শশ্বজ্জগৎ সর্ব্বং যজ্জীবন্মুক্তিমন্মুনে ॥ ১২৩
অদিতির্দেবমাতা চ সুরভী চ গবাং প্রসূঃ ॥ ১২৪
দিতিশ্চ দৈত্যজননী কদ্রুশ্চ বিনতা দনুঃ। উপযুক্তাঃ সৃষ্টিবিধৌ এতাস্ত কীর্ত্তিতাঃ কলাঃ ॥ ১২৫
কলা অন্যাঃ সন্তি বহ্ব্যস্তাসু কাশ্চিন্নিবোধ মে। রোহিণী চন্দ্রপত্নী চ সংজ্ঞা সূর্য্যস্য কামিনী ॥ ১২৬
শতরূপা মনোর্ভার্য্যা শচীন্দ্রস্য চ গেহিনী। তারা বৃহস্পতের্ভার্য্যা বশিষ্ঠস্যাপ্যরুন্ধতী ॥ ১২৭
অহল্যা গৌতমস্ত্রী সাপ্যনসূয়াত্রিকামিনী। দেবহূতী কর্দ্দমস্য প্রসূতির্দক্ষকামিনী ॥ ১২৮
পিতৃণাং মানসী কন্যা মেনকা সাম্বিকাপ্রসূঃ। লোপামুদ্রা তথা কুন্তী কুবেরকামিনী তথা ॥ ১২৯
বরুণানী প্রসিদ্ধা চ বলের্বিন্ধ্যাবলিস্তথা। কান্তা চ দময়ন্তী চ যশোদা দেবকী তথা ॥ ১৩০
গান্ধারী দ্রৌপদী শৈব্যা সা চ সত্যবতী প্রিয়া। বৃষভানুপ্রিয়া সাধ্বী রাধামাতা কুলোদ্বহা ॥ ১৩১
মন্দোদরী চ কৌশল্যা সুভদ্রা কৌরবী তথা। রেবতী সত্যভামা চ কালিন্দী লক্ষ্মণা তথা ॥ ১৩২
জাম্ববতী নাগ্নজিতির্মিত্রবিন্দা তথাপরা। লক্ষ্মণা রুক্মিণী সীতা স্বয়ং লক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৩৩
কালী যোজনগন্ধা চ ব্যাসমাতা মহাসতী। বাণপুত্রী তথোষা চ চিত্রলেখা চ তৎসখী ॥ ১৩৪

করিতেছেন। শান্তি ও লজ্জা সুশীলের বনিতা, তাঁহারা জগতে পূজিতা। হে নারদ। তাঁহারা না থাকিলে, সমস্ত জগৎ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে। জ্ঞানের তিনটী সহধর্ম্মিণী—বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি ; ইহাদের আশ্রয়-ব্যতিরেকে সকল জগৎ মূঢ়প্রায় হইয়া মৃতবৎ হয়। মূর্ত্তি দেবী ধর্ম্মের পত্নী ; তিনি মনোহর কান্তিরূপিণী ; ইহাঁর অভাবে পরমাত্মা এবং সমস্ত জগৎ নিরালম্বন হন। তিনি সকল স্থানে শোভা-রূপিণী লক্ষ্মী-স্বরূপা এবং মূর্ত্তিমতী, ইনি শ্রীরূপা ও মূর্ত্তিরূপা হইয়া জগতে ধন্যা, মান্যা ও পূজনীয়া হইয়াছেন। সিদ্ধযোগিনী শ্রেষ্ঠা নিদ্রা কালাগ্নিরুদ্রদেবের সহধর্ম্মিণী, যাঁহার মায়াবশে রাত্রিকালে সকল লোক আকুলিত হইয়া পড়ে। সন্ধ্যা, রাত্রি ও দিবা এই তিনটী কালের পত্নী, বিধাতা ইহাঁদের ব্যবহার ভিন্ন সংখ্যা করিতে সক্ষম হন না। ১০৯-১১৮

লোভের দুই পত্নী, ক্ষুধা ও পিপাসা ;—ইহাদের প্রভাবে জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া নিরন্তর ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত হয়। তেজের প্রভা ও দাহিকা নামে দুই ভার্য্যা, ইহাদের অবলম্বন ভিন্ন বিধাতা জগৎ সৃজন করিতে সক্ষম হন না। কালের কন্যা মৃত্যু ও জরা, প্রজ্বরের প্রিয়তমা পত্নী,—ইহাঁদের প্রভাবে বিধিনির্ম্মিত জগৎ প্রলয় প্রাপ্ত হয়। নিদ্রার কন্যা প্রীতি ও তন্দ্রা, সুখের সহধর্ম্মিণী, হে বিধিতনয়! ইহাঁরা বিধির নিয়োগবশতঃ সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। পূজনীয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি এই দুইটী বৈরাগ্যের পত্নী ; হে মহামুনে! ইহাঁদের কৃপায় জগৎ নিরন্তর জীবন্মুক্তবৎ হইতে পারে। দেবমাতা অদিতি, গো-প্রসবিনী সুরভী, দৈত্য-জননী দিতি, কদ্রু, বিনতা ও দনু ইহাঁরা প্রকৃতির কলারূপা ও সৃষ্টিকার্য্যে নিতান্ত উপযুক্ত। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রকৃতির কলা অনেক আছে, তাহাদের মধ্যে কোন কোন কলার বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। রোহিণী চন্দ্রপত্নী, সংজ্ঞা সূর্য্যের সহধর্ম্মিণী, শতরূপা মনুর পত্নী, শচী ইন্দ্রের ভার্য্যা, তারা বৃহস্পতির বনিতা, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের পত্নী, অহল্যা গৌতমভার্য্যা, অনসূয়া অত্রিপত্নী, দেবহূতি কর্দ্দমপত্নী, প্রসূতি দক্ষের স্ত্রী। যিনি অম্বিকাকে প্রসব করিয়াছেন, তিনি পিতৃগণের মানস কন্যা মেনকা নামে প্রসিদ্ধ। ১১৯-১২৯

লোপামুদ্রা, কুন্তী, কুবেরপত্নী, বরুণানী, যমের স্ত্রী, বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলী, দময়ন্তী, যশোদা, সতী, দৈবকী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, শৈব্যা, সত্যবতী, বৃষভানুপত্নী সংকুলীনা সাধ্বী রাধা-মাতা, মন্দোদরী, কৌশল্যা, সুভদ্রা, কৌরবী, রেবতী, সত্যভামা, কালিন্দী, লক্ষ্মণা, জাম্ববতী, নাগ্নজিতী, মিত্রবিন্দা,

প্রভাবতী ভানুমতী তথা মায়াবতী সতী। রেণুকা চ ভৃগোর্মাতা রামমাতা চ রোহিণী। ১৩৫
একনন্দা চ দুর্গা সা শ্রীকৃষ্ণভগিনী সতী। বহ্ব্যঃ সন্ত্যঃ কলাশ্চৈব প্রকৃতেরেব ভারতে।
যা যাশ্চ গ্রামদেব্যঃ স্যু-স্তাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতেঃ কলাঃ। ১৩৬
কলাংশাংশসমুদ্ভূতাঃ প্রতিবিশ্বেষু যোষিতঃ। যোষিতামবমানেন প্রকৃতেশ্চ পরাভবঃ। ১৩৭
ব্রাহ্মণী পূজিতা যেন পতিপুত্রবতী সতী। প্রকৃতিঃ পূজিতা তেন বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ। ১৩৮
কুমারী চাষ্টবর্ষা যা বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ। পূজিতা যেন বিপ্রস্য প্রকৃতিস্তেন পূজিতা। ১৩৯
সর্ব্বাঃ প্রকৃতিসম্ভূতা উত্তমাধমমধ্যমাঃ। ১৪০
সত্ত্বাংশাশ্চোত্তমা জ্ঞেয়াঃ সুশীলাশ্চ পতিব্রতাঃ। মধ্যমা রজসশ্চাংশা-স্তাশ্চ ভোগ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ১৪১
সুখসম্ভোগবশ্যাশ্চ স্বকার্য্যতৎপরাঃ সদা। অধমাস্তমসশ্চাংশা অজ্ঞাতকুলসম্ভবাঃ। ১৪২
দুর্ম্মুখাঃ কুলহা ধূর্ত্তাঃ স্বতন্ত্রাঃ কলহপ্রিয়াঃ। পৃথিব্যাং কুলটা যাশ্চ স্বর্গে চাপ্সরসাং গণাঃ। ১৪৩
প্রকৃতেস্তমসশ্চাংশাঃ পুংশ্চল্যঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। এবং নিগদিতং সর্ব্বং প্রকৃতে রূপবর্ণনম্। ১৪৪
তাঃ সর্ব্বাঃ পূজিতাঃ পৃথ্ব্যাং পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে। পূজিতা সুরথেনাদৌ দুর্গা দুর্গার্ত্তিনাশিনী। ১৪৫
ততঃ শ্রীরামচন্দ্রেণ রাবণস্য বধার্থিনা। তৎপশ্চাজ্জগতাং মাতা ত্রিষু লোকেষু পূজিতা। ১৪৬
জাতাদৌ দক্ষকন্যা যা নিহত্য দৈত্যদানবান্। ততো দেহং পরিত্যজ্য যজ্ঞে ভর্ত্তুশ্চ নিন্দয়া। ১৪৭
জজ্ঞে হিমবতঃ পত্ন্যাং লেভে পশুপতিং পতিম্। গণেশশ্চ স্বয়ং কৃষ্ণঃ স্কন্দো বিষ্ণুকলোদ্ভবঃ। ১৪৮
বভূবতুস্তৌ তনয়ৌ পশ্চাত্তস্যাশ্চ নারদ। লক্ষ্মীর্মঙ্গলভূপেন প্রথমং পরিপূজিতা। ১৪৯
ত্রিষু লোকেষু তৎপশ্চাদ্দেবতামুনিমানবৈঃ। ১৫০
সাবিত্রী চাশ্বপতিনা প্রথমং পরিপূজিতা। তৎপশ্চাত্ত্রিষু লোকেষু দেবতামুনিপুঙ্গবৈঃ। ১৫১
আদৌ সরস্বতী দেবী ব্রহ্মণা পরিপূজিতা। তৎপশ্চাত্ত্রিষু লোকেষু দেবতামুনিপুঙ্গবৈঃ। ১৫২
প্রথমং পূজিতা রাধা গোলোকে রাসমণ্ডলে। পৌর্ণমাস্যাং-কার্ত্তিকস্য কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ১৫৩

রুক্মিণী, সীতা, ইঁহারা স্বয়ং লক্ষ্মী। কালী, ব্যাসমাতা, মহাসতী যোজনগন্ধা, বাণতনয়া উষা, তাঁহার সখী চিত্রলেখা, প্রভাবতী, মায়াবতী, ভানুমতী, ভৃগুমাতা রেণুকা, বলরামের মাতা রোহিণী, একনন্দা, শ্রীকৃষ্ণভগিনী দুর্গা এইরূপ ভারতে অনেক প্রকৃতির কলা এবং যত গ্রাম্যদেবতা আছেন, তাঁহারা সমস্তই প্রকৃতির কলাস্বরূপা। ১৩০-১৩৬

এই জগতে স্ত্রীগণ প্রকৃতির কলাংশের অংশ হইতে উৎপন্ন ; অতএব স্ত্রীগণের অপমানে প্রকৃতিই অপমানিতা হন। যদি কেহ পতিপুত্রযুক্তা সতী ব্রাহ্মণস্ত্রীকে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা পূজা করে, তাহাতে প্রকৃতিই স্বয়ং পূজিতা হইয়া থাকেন। যদি কেহ অষ্টবর্ষ-বয়স্কা ব্রাহ্মণ-কুমারীকে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা পূজা করে, তাহা হইলে সে পূজা প্রকৃতিই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উত্তম, মধ্যম, অধম—সকল প্রকার যোষিদ্গণই প্রকৃতি হইতে উৎপন্না ; তাহার মধ্যে যাঁহারা প্রকৃতির সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন, তাঁহারাই উত্তমা সুশীলা ও পতিব্রত্যে নিয়ত আসক্তা। যাঁহারা প্রকৃতির রজোভাগসমুদ্ভূতা, তাঁহারাই মধ্যমা এবং ভোগ্যা বলিয়া কথিত হইয়াছেন, ইঁহারা সর্ব্বদা সুখসম্ভোগশালিনী এবং স্বকার্য্যসাধনে তৎপরা। অধমা, প্রকৃতির তমোভাগ হইতে উৎপন্না ; তাহারা অজ্ঞাতকুলসম্ভবা দুর্ম্মুখা কুলটা ধূর্ত্তা সর্ব্বদা স্বাধীনভাবা ও সর্ব্বদা কলহপ্রিয়া। পৃথিবীতে কুলটাগণ এবং স্বর্গে অপ্সরাসমূহ—ইহারা প্রকৃতির তমোভাগের অংশ হইতে উৎপন্ন এবং বেশ্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতির বিষয় যাহা কথিত হইয়াছিল, সেই সমস্তই বর্ণন করিলাম, তাঁহারা সকলেই এই পৃথিবীতে বিশেষত এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতে পূজনীয়া। দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে প্রথমতঃ সুরথ রাজা পূজা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ রাবণ-বধের জন্য রামচন্দ্র পূজা করিয়াছিলেন। তাহার পর জগৎমাতা সমস্ত ত্রিভুবনেই পূজিতা হন। তিনি প্রথমত দৈত্য-দানবদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত দক্ষপত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পর যজ্ঞে স্বামীর নিন্দাবাক্য শ্রবণে দেহ পরিত্যাগ করত হিমালয়-পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া পশুপতিকে পতিরূপে লাভ করেন। হে নারদ। তৎপরে দুর্গাদেবীর গর্ভে স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ গণেশ এবং বিষ্ণুকলা হইতে উদ্ভূত স্কন্দ এই দুইটী তনয় জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৭-১৪৮

প্রথমত মঙ্গলনামে রাজা লক্ষ্মীকে পূজা করেন, তাহার পর ত্রিভুবনে দেবতা, মুনি ও মানবগণ সকলেই তাঁহাকে পূজা করিয়াছে। অশ্বপতি সাবিত্রীকে প্রথমে পূজা করিয়াছেন, তৎপরে ত্রিভুবনে মুনি, দেবতা ও মানবগণ তাঁহার পূজা করিয়াছেন। ব্রহ্মা প্রথমে সরস্বতী দেবীকে পূজা করিয়াছেন ; তৎপরে ত্রিভুবনে দেবতা ও মুনিগণ তাঁহাকে পূজা করেন। প্রথমতঃ কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে গোলোকে রাসমণ্ডলে

গোপিকাভিশ্চ গোপৈশ্চ বালিকাভিশ্চ বালকৈঃ। গবাং গণৈঃ সুরভ্যা চ তৎপশ্চাদাজ্ঞয়া হরেঃ ॥ ১৫৪
তদা ব্রহ্মাদিভির্দেবৈর্মুনিভিঃ পরয়া মুদা। পুষ্পধূপাদিভির্ভক্ত্যা পূজিতা বন্দিতা সদা ॥ ১৫৫
পৃথিব্যাং প্রথমং দেবী সুযজ্ঞেনৈব পূজিতা। শঙ্করেণোপদিষ্টেন পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ ১৫৬
ত্রিষু লোকেষু তৎপশ্চাদাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ। পুষ্পধূপাদিভির্ভক্ত্যা পূজিতা মুনিভিঃ সদা ॥ ১৫৭
কলা যা যাঃ সমুদ্ভূতাঃ পূজিতাস্তাশ্চ ভারতে। পূজিতা গ্রামদেব্যশ্চ গ্রামে চ নগরে মুনে ॥ ১৫৮
এবং তে কথিতং সর্ব্বং প্রকৃতেশ্চরিতং শুভম্। যথাগমং লক্ষণঞ্চ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৫৯

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে প্রকৃতিবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ—

সমাসেন শ্রুতং সর্ব্বং দেবীনাং চরিতং প্রভো। বিবোধনায় বোধস্য ব্যাসেন বক্তুমর্হসি ॥ ১
সৃষ্টেরাদ্যা সৃষ্টিবিধৌ কথমাবির্ব্বভূব হ। কথং বা পঞ্চধা ভূতা বদ বেদবিদাং বর ॥ ২
ভূতা যা যাংশকলয়া যয়া ত্রিগুণয়া ভবে। ব্যাসেন তাসাং চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্। ৩
তাসাং জন্মানুকথনং পূজাধ্যানবিধিং বুধ। স্তোত্রং কবচমৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং বর্ণয় মঙ্গলম্ ॥ ৪

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

নিত্য আত্মা নভো নিত্যং কালো নিত্যো দিশো যথা।
বিশ্বানাং গোলকং নিত্যং নিত্যো গোলোক এব চ ॥ ৫
তদেকদেশো বৈকুণ্ঠো নম্রভাগানুসারকঃ। তথৈব প্রকৃতির্নিত্যা ব্রহ্মলীলা সনাতনী ॥ ৬
যথাগ্নৌ দাহিকা চন্দ্রে পদ্মে শোভা প্রভা রবৌ। শশ্বদ্যুক্তা ন ভিন্না সা তথা প্রকৃতিরাত্মনি ॥ ৭

পরমাত্মা কৃষ্ণ—রাধাকে পূজা করিয়াছেন; তৎপরে কৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে গোপগণ, গোপিকাগণ, বালক-বালিকাগণ, গোমাতা সুরভি ও অন্যান্য গো-সমূহ এবং স্বর্গ হইতে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মুনিগণ সকলেই পুষ্প ধূপাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা ও বন্দনা করিয়াছেন। পৃথিবীতে পুণ্যক্ষেত্র ভারতে শঙ্করের উপদেশক্রমে সুযজ্ঞ প্রথমত দেবীকে পূজা করিয়াছেন, তাহার পর পরমাত্মার আজ্ঞানুসারে ত্রিভুবনে মুনিগণ সর্ব্বদা পুষ্প ধূপাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিতেছেন। হে মুনে! ভারতে যাঁহারা যাঁহারা প্রকৃতির কলা হইতে উৎপন্না হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পূজিতা হইয়াছেন এবং গ্রাম্য দেবতাগণও গ্রামে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ প্রকৃতির শুভপ্রদ চরিত্র আগম ও লক্ষণানুসারে বর্ণন করিলাম, পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? ১৪৯-১৫৯

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে প্রকৃতিবর্ণন নামক প্রথমোঽধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারদ বলিলেন, হে বিভো! দেবীদিগের চরিত্র সংক্ষেপে শ্রুত হইলাম, পুনরপি জ্ঞানবৃদ্ধির নিমিত্ত বিস্তাররূপে বলুন। হে শ্রেষ্ঠবেদজ্ঞ! সৃষ্টির প্রথমে সেই আদ্যা প্রকৃতি কেন আবির্ভূ‌তা হইলেন? কেনই বা পঞ্চভাগে বিভক্ত হইলেন? সেই ত্রিগুণসম্পন্ন প্রকৃতির মধ্যে যিনি যিনি কলারূপে আবির্ভূ‌তা হইয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহাদের চরিত্র বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। প্রথমত তাঁহাদের জন্ম-বৃত্তান্ত বলুন, তাহার পর ধ্যান, পূজাবিধি, স্তোত্র, কবচ, মঙ্গলদায়ক মহিমা ও শৌর্য্য বর্ণনা করুন। ১-৪

নারায়ণ বলিলেন, পরমাত্মা, আকাশ, কাল, দিক্ যেরূপ নিত্য, গোলোকও সেইরূপ নিত্য, তাহার একদেশ বৈকুণ্ঠধামও সেইরূপ। পরব্রহ্মে সর্ব্বদা লীনা সনাতনী নিদ্রারূপিণী প্রকৃতিও নিত্যা। যেরূপ অগ্নিতে দাহিকা শক্তি, চন্দ্রে ও পদ্মে শোভা এবং সূর্য্যে প্রভা যেরূপ নিয়ত যুক্ত, সেইরূপ প্রকৃতিও

বিনা স্বর্ণং স্বর্ণকারঃ কুণ্ডলং কর্ত্তুমক্ষমঃ। বিনা মৃদা ঘটং কর্ত্তুং কুলালো হি নহীশ্বরঃ। ৮
নহি ক্ষমস্তথাত্মা চ সৃষ্টিং স্রষ্টুং তয়া বিনা। সর্ব্বশক্তিস্বরূপা সা যয়া চ শক্তিমান্ সদা। ৯
ঐশ্বর্য্যবচনঃ শশ্চ ক্তিঃ পরাক্রম এব চ। তৎস্বরূপা তয়োর্দাত্রী সা শক্তিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥ ১০
জ্ঞানং সমৃদ্ধিঃ সম্পত্তির্যশশ্চৈব বলং ভগঃ। তেন শক্তির্ভগবতী ভগরূপা চ সা সদা। ১১
যয়া যুক্তঃ স চাত্মা চ ভগবাংস্তেন কথ্যতে। স চ স্বেচ্ছাময়ো দেবঃ সাকারশ্চ নিরাকৃতিঃ॥ ১২
তেজোরূপং নিরাকারং ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সদা। বদন্তি চ পরং ব্রহ্ম পরমানন্দমীশ্বরম্। ১৩
অদৃশ্যং সর্ব্বদ্রষ্টারং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বকারণম্। সর্ব্বদং সর্ব্বরূপং তং বৈষ্ণবাস্তন্ন মন্বতে। ১৪
বদন্তি চৈব তে কস্য তেজস্তেজস্বিনা বিনা। তেজোমণ্ডলমধ্যস্থং ব্রহ্ম তেজস্বিনং পরম্॥ ১৫
স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্বরূপং সর্ব্বকারণকারণম্। অতীবসুন্দরং রূপং বিভ্রতং সুমনোহরম্। ১৬
কিশোরবয়সং শান্তং সর্ব্বকান্তং পরাৎ পরম্। নবীননীরদাভাস-ধামৈকং শ্যামবিগ্রহম্। ১৭
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মৌঘ-শোভামোচনলোচনম্। মুক্তাচ্ছবিবিনিন্দ্যৈক-দন্তপঙ্‌ক্তিমনোরমম্। ১৮
ময়ূরপিচ্ছচূড়ঞ্চ মালতীমাল্যমণ্ডিতম্। সুনসং সস্মিতং কান্তং ভক্তানুগ্রহকারণম্। ১৯
জ্বলদগ্নিবিশুদ্ধৈক-পীতাংশুক-সুশোভিতম্। দ্বিভুজং মুরলীহস্তং রত্নভূষণ-ভূষিতম্॥ ২০
সর্ব্বাধারঞ্চ সর্ব্বেশং সর্ব্বশক্তিযুতং বিভুম্। সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদং সর্ব্বং স্বতন্ত্রং সর্ব্বমঙ্গলম্। ২১
পরিপূর্ণতমং সিদ্ধং সিদ্ধেশং সিদ্ধিকারকম্। ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ শশ্বদ্দেবদেবং সনাতনম্। ২২
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-শোকভীতিহরং পরম্। ব্রহ্মণো বয়সা যস্য নিমেষ উপচর্য্যতে। ২৩
স চাত্মা স পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে। কৃষিস্তদ্ভক্তিবচনো নশ্চ তদ্দাস্যবাচকঃ। ২৪
ভক্তিদাস্যপ্রদাতা যঃ স চ কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। কৃষিশ্চ সর্ব্ববচনো নকারো বীজমেব চ। ২৫
স কৃষ্ণঃ সর্ব্বস্রষ্টাদৌ সিসৃক্ষন্নেক এব চ। সৃষ্ট্যুন্মুখস্তদংশেন কালেন প্রেরিতঃ প্রভুঃ। ২৬

আত্মার সহিত নিয়ত-সংযুক্তা—এক মুহূর্ত্তও ভিন্না নহেন। যেরূপ স্বর্ণকার স্বর্ণ ভিন্ন কুণ্ডল গঠন করিতে সমর্থ হয় না, কুম্ভকার সেইরূপ মৃত্তিকা ভিন্ন ঘট গঠন করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ পরমব্রহ্ম ঈশ্বর, প্রকৃতি ব্যতীত সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন না। তিনি সকল-শক্তিরূপিণী, তাঁহার দ্বারা সকল লোক শক্তিমান্। "শ" শব্দে ঐশ্বর্য্য বুঝায় এবং "ক্তি" শব্দ পরাক্রম বাচক; যিনি পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্যরূপিণী হইয়া, তাহা প্রদান কারন, তিনিই শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ভগ শব্দ জ্ঞানসমৃদ্ধি, সম্পত্তি যশ ও বল অর্থ প্রকাশ করে, এই কারণে ভগরূপা শক্তি ভগবতী নাম ধারণ করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা ভগরূপিণী, পরমাত্মা সেই ভগরূপিণী-শক্তি-যুক্ত হওয়ায় ভগবান্ বলিয়া সর্ব্বদা কথিত হইয়াছেন। সেই ভগবান্ কৃষ্ণ ইচ্ছাময়, ইচ্ছাবশত, তিনি কখন সাকার, কখনও বা নিরাকার হইয়া থাকেন। ৫-১২

যোগিগণ সর্ব্বদা তেজোরূপ নিরাকারকেই ধ্যান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কৃষ্ণকে পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর, অদৃষ্ট, সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকারণ, সর্ব্বনিদান-কর্ত্তা, সর্ব্বরূপী ও সকলের পোষণ-কর্ত্তা এইরূপ বলিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ তাহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন, তেজস্বী ব্যক্তি ভিন্ন কাহার তেজ সম্ভবযোগ্য? অতএব তিনি তেজো-মণ্ডল-মধ্যস্থিত ব্রহ্ম, তেজঃশালী, স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বরূপ-সম্পন্ন ও সকল কারণের কারণ। তিনি অতি সুন্দর রমণীয়, অত্যন্তমনোহর, কিশোরবয়স্ক, শান্ত, সকলের পক্ষে মনোহর এবং পরাৎপর; তাঁহার নবীননীরদের ন্যায় কান্তি। সেই শ্যামসুন্দর রাসলীলাতে অদ্বিতীয়; তাঁহার লোচনদ্বয় শরৎকালের মাধ্যাহ্ন-সময়ে বিকসিত পদ্মের শোভা হইতেও অধিকতর শোভাসম্পন্ন; তাঁহার দন্তপংক্তি সারভূত মুক্তা-বিনিন্দিত মনোহর; তিনি ময়ূরপুচ্ছের চূড়া ও মালতী-মালায় বিভূষিত; তাঁহার নাসিকা অতি-মনোহর, তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহে নিরন্তর সদয়চিত্ত; জ্বলন্ত-অগ্নি বিশুদ্ধ এক পীতবস্ত্র তাঁহার পরিধান, তাঁহার দুইটী হস্তে মুরলী, ভূষণ রত্নময়, তিনি সকলের আধার-স্বরূপ, সকলের ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং বিভূ; তিনি সকল ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন, সর্ব্বময়, স্বতন্ত্র, সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গলজনক, তিনি পরিপূর্ণ, স্বয়ং সিদ্ধ, সিদ্ধিপ্রদ ও সিদ্ধির কারণ। বৈষ্ণবগণ এই প্রকার জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-শোক- ভয়-নিবারক সনাতন রূপকে নিরন্তর ধ্যান করেন। ব্রহ্মার সম্পূর্ণ বয়ঃক্রম যাঁহার এক নিমেষ, সেই পরমাত্মা পরব্রহ্মই কৃষ্ণ; বৈষ্ণবগণ এই কথা বলিয়া থাকেন। "কৃষি" শব্দের অর্থ ভক্তিবাচক, "ন" শব্দের অর্থ তাঁহার দাসত্ব, সুতরাং যিনি ভক্তি ও দাস্য প্রদান করেন, তিনিই "কৃষ্ণ" এইটী উক্ত হইয়াছে। "কৃষ্ণ" শব্দে সর্ব্ব বুঝায় এবং "ন" শব্দে বীজ বুঝায়, অতএব যিনি সর্ব্ববীজ, তিনিই পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ, তাঁহারা এই কথা বলেন। সেই কৃষ্ণ সৃষ্টির আদিতে সৃজন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তদংশসম্ভূত কাল সেই প্রভুকে সৃষ্টি কার্য্যে উন্মুখ দেখিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৩-২৬

স্বেচ্ছাময়ঃ স্বেচ্ছয়া চ দ্বিধারূপো বভূব হ। স্ত্রীরূপো বামভাগাংশো দক্ষিণাংশঃ পুমান্ স্মৃতঃ ॥ ২৭
তাং দদর্শ মহাকামী কামাধারাং সনাতনঃ। অতীবকমনীয়াঞ্চ চারুপঙ্কজসন্নিভাম্ ॥ ২৮
চন্দ্রবিম্ববিনিন্দ্যৈক-নিতম্বযুগলাং পরাম্। সুচারুকদলীস্তম্ভ-নিন্দিতশ্রোণিসুন্দরীম্ ॥ ২৯
শ্রীযুক্তশ্রীফলাকার-স্তনযুগ্মমনোরমাম্। পুষ্পজুষ্টাং সুবলিতাং মধ্যক্ষীণাং মনোহরাম্ ॥ ৩০
অতীবসুন্দরীং শান্তাং সস্মিতাং বক্রলোচনাম্। বহ্নিশুদ্ধাংশুকধারং রত্নভূষণভূষিতাম্ ॥ ৩১
শশ্বচ্চক্ষুশ্চকোরাভ্যাং পিবন্তীং সততং মুদা। কৃষ্ণস্য মুখচন্দ্রঞ্চ চন্দ্রকোটিবিনিন্দিতম্ ॥ ৩২
কস্তুরীবিন্দুনা সার্দ্ধ-মধশ্চন্দনবিন্দুনা। সমং সিন্দুরবিন্দুঞ্চ ভালমধ্যে চ বিভ্রতীম্ ॥ ৩৩
বক্রিমং কবরীভারং মালতীমাল্যভূষিতম্। রত্নেন্দ্রসারহারঞ্চ দধতীং কান্তকামুকীম্ ॥ ৩৪
কোটিচন্দ্রপ্রভামৃষ্ট-পুষ্টশোভাসমন্বিতাম্। গমনেন রাজহংস-গজগর্ব্ববিনাশিনীম্ ॥ ৩৫
দৃষ্ট্বা তাং তু তয়া সার্দ্ধং রাসেশো রাসমণ্ডলে। রাসোল্লাসেষু রসিকো রাসক্রীড়াং চকার হ ॥ ৩৬
নানাপ্রকারশৃঙ্গারং শৃঙ্গারো মূর্ত্তিমানিব। চকার সুখসম্ভোগং যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো দিনম্ ॥ ৩৭
ততঃ স চ পরিশ্রান্তস্তস্যা যোনৌ জগৎপিতা। চকার বীর্য্যাধানঞ্চ নিত্যানন্দে শুভক্ষণে ॥ ৩৮
গাত্রতো যোষিতস্তস্যাঃ সুরতান্তে চ সুব্রত। নিঃসসার শ্রমজলং শ্রান্তায়াস্তেজসা হরেঃ ॥ ৩৯
মহাক্রমণক্লিষ্টায়া নিঃশ্বাসশ্চ বভূব হ। তদা বব্রে শ্রমজলং তৎ সর্ব্ব বিশ্বগোলকম্ ॥ ৪০
স চ নিঃশ্বাসবায়ুশ্চ সর্ব্বাধারো বভূব হ। নিঃশ্বাসবায়ুঃ সর্ব্বেষাং জীবিনাঞ্চ ভবেষু চ ॥ ৪১
বভূব মূর্ত্তিমদ্বায়োর্বামাঙ্গাৎ প্রাণবল্লভা। তৎপত্নী সা চ তৎপুত্রাঃ প্রাণাঃ পঞ্চ চ জীবিনাম্ ॥ ৪২
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চো-দানব্যানৌ চ বায়বঃ। বভূবুরেষ তৎপুত্রা অধঃপ্রাণাশ্চ পঞ্চ চ ॥ ৪৩
ঘর্ম্মতোয়াধিদেবশ্চ বভূব বরুণো মহান্। তদ্বামাঙ্গাচ্চ তৎপত্নী বরুণানী বভূব সা ॥ ৪৪
অথ সা কৃষ্ণচিচ্ছক্তিঃ কৃষ্ণগর্ভং দধার হ। শতমন্বন্তরং যাবজ্জ্বলন্তী ব্রহ্মতেজসা ॥ ৪৫
কৃষ্ণপ্রাণা হি দেবী সা কৃষ্ণপ্রাণাধিকপ্রিয়া। কৃষ্ণস্য সঙ্গিনী শশ্বৎ-কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা ॥ ৪৬

তখন স্বেচ্ছাময়, ভগবান ইচ্ছাবশত দুইভাগে বিভক্ত হইলেন, তাঁহার বামভাগ স্ত্রীরূপ হইল, দক্ষিণাংশ পুরুষরূপ হইল। মহাকামী সনাতন, সেই কামাধারা স্বকীয়-অংশ-ভূতা স্ত্রীরূপা প্রকৃতিকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—প্রকৃতি অত্যন্ত—কমনীয়া ও মনোহর-পঙ্কজ-সদৃশ-কান্তিমতী; তাঁহার শ্রেষ্ঠ নিতম্বযুগল চন্দ্র-বিম্ববিনিন্দিত; তাঁহার শ্রোণিদ্বয় মনোহর কদলীবৃক্ষ-নিন্দী, তিনি অতি-সুন্দরী; অতিশোভাসম্পন্না; শ্রীফল-সদৃশ স্তনদ্বয়ের শোভাতে অত্যন্ত-মনোহারিণী, তাঁহার মধ্যদেশ ক্ষীণ; শরীর মনোহর, পুষ্টিযুক্ত ও সুললিত। তিনি অতীব সুন্দরী ও শান্তস্বভাবা; তাঁহার বদন নিরন্তর হাস্যযুক্ত; লোচন ঈষদ্বক্র, বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র তাঁহার পরিধান। তিনি রত্নময় ভূষণে বিভূষিতা এবং চক্ষুরূপ চকোর দ্বারা কোটি-চন্দ্রবিনিন্দি-কৃষ্ণ-মুখ-চন্দ্ররশ্মি আনন্দে নিরন্তর পান করিতেছেন। তাঁহার ললাটদেশে কস্তুরীবিন্দু, তাহার অধোভাগে চন্দনবিন্দু এবং তন্নিম্নে সিন্দুরবিন্দু শোভিত। তিনি মালতীমালা-শোভিত বঙ্কিম কবরীভার এবং রত্নেন্দ্র-সারভূত হার ধারণ করিয়াছেন এবং তিনি কান্তসঙ্গমার্থিনী হইয়া কোটি চন্দ্রের ন্যায় অত্যন্ত শোভা-সম্পন্না হইয়াছেন। তিনি গমনে রাজহংস ও গজকে লজ্জা প্রদান করেন। রসিকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ দৃষ্টিমাত্রই তাঁহার সহিত রাসমণ্ডলে নির্জ্জনে রাসোল্লাসোন্মত্ত হইয়া রাসক্রীড়া করিলেন। সেই নিত্যানন্দ-স্বরূপ জগৎপিতা ভগবান্, ব্রহ্মার আয়ুঃপরিমিত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত নানাপ্রকার রতি-সুখ উপভোগ করিলেন। তদনন্তর, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সদানন্দময় শুভক্ষণে তদ্গর্ভে শুক্র নিক্ষেপ করিলেন। ২৭-৩৮

হে সুব্রত! সুরতাবসানে হরি-তেজঃপরিশ্রান্তা সেই স্ত্রীরূপা প্রকৃতির গাত্র হইতে শ্রমজল নিঃসরণ হইতে লাগিল। মহাসুরতক্রীড়াজনিত-ক্লেশপরিভূতা সেই স্ত্রীর নিঃশ্বাস-বায়ু সবেগে নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাঁহার শরীর হইতে যেসমস্ত শ্রমজল অনবরত গোলাকারে পতিত হইল, তাহা হইতেই গোলাকার নিঃশ্বাস-বায়ুই সকলের আধারস্বরূপ হইয়া, এই জগতে সমস্ত জীবগণের নিঃশ্বাস-বায়ুরূপে পরিণত হইল। সেই মূর্ত্তিমান্-বায়ুর বামাঙ্গ হইতে এক স্ত্রীরত্ন জন্মগ্রহণ করে,—সেই স্ত্রী তাহার প্রাণোপমা পত্নী হইল এবং সেই বায়ুর প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হইলে, তাহারাই জীবগণের পঞ্চপ্রাণস্বরূপ হইল। বরুণ—প্রকৃতি-শরীরসম্ভূত স্বেদজলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইলেন। তাঁহার বামাঙ্গ হইতে এক রমণীরত্ন উৎপন্ন হইল, তাঁহার নাম বারুণী; তিনি বরুণের পত্নীরূপে পরিণতা হইলেন। অনন্তর সেই কৃষ্ণশক্তি কৃষ্ণনিহিত ব্রহ্মতেজে প্রজ্জ্বলিত হওত, একশত মন্বন্তরকাল পর্য্যন্ত গর্ভ ধারণ করিলেন। সেই কৃষ্ণের প্রাণাধিকা প্রিয়তমা, নিরন্তর কৃষ্ণসহচারিণী এবং

শতমন্বন্তরান্তে চ কালেঽতীতেঽপি সুন্দরী। সুষাব ডিম্বং স্বর্ণাভং বিশ্বাধারালয়ং পরম্ ॥ ৪৭
দৃষ্ট্বা ডিম্বঞ্চ সা দেবী হৃদয়েন ব্যদূয়ত। উৎসসর্জ্জ চ কোপেন ব্রহ্মাণ্ডগোলকে জলে ॥ ৪৮
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণশ্চ তত্ত্যাগং হাহাকারঞ্চকার হ। শশাপ দেবীং দেবেশস্তৎক্ষণঞ্চ যথোচিতম্ ॥ ৪৯
যতোঽপত্যং ত্বয়া ত্যক্তং কোপশীলে চ নিষ্ঠুরে। ভব ত্বমনপত্যাপি চাদ্যপ্রভৃতি নিশ্চিতম্ ॥ ৫০
যা যাস্ত্বদংশরূপাশ্চ ভবিষ্যন্তি সুরস্ত্রিয়ঃ। অনপত্যাশ্চ তাঃ সর্ব্বাস্ত্বৎসমা নিত্যযৌবনাঃ ॥ ৫১
এতস্মিন্নন্তরে দেবীজিহ্বাগ্রাৎ সহসা ততঃ। আবির্ব্বভূব কন্যৈকা শুক্লবর্ণা মনোহরা ॥ ৫২
শ্বেতবস্ত্রপরীধানা বীণাপুস্তকধারিণী। রত্নভূষণভূষাঢ্যা সর্ব্বশাস্ত্রাধিদেবতা ॥ ৫৩
অথ কালান্তরে সা চ দ্বিধারূপা বভূব হ। বামার্দ্ধাঙ্গাচ্চ কমলা দক্ষিণার্দ্ধাচ্চ রাধিকা ॥ ৫৪
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো দ্বিধারূপো বভূব সঃ। দক্ষিণার্দ্ধশ্চ দ্বিভুজো বামার্দ্ধশ্চ চতুর্ভুজঃ ॥ ৫৫
উবাচ বাণীং কৃষ্ণস্তাং ত্বমস্য কামিনী ভব। অত্রৈব মানিনী রাধা তব ভদ্রং ভবিষ্যতি ॥ ৫৬
এবং লক্ষ্মীঞ্চ প্রদদৌ তুষ্টো নারায়ণায় চ। স জগাম চ বৈকুণ্ঠে তাভ্যাং সার্দ্ধং জগৎপতিঃ ॥ ৫৭
অনপত্যে চ তে দ্বে চ জাতে রাধাংশসম্ভবে। ভূতা নারায়ণাঙ্গাচ্চ পার্ষদাশ্চ চতুর্ভুজাঃ ॥ ৫৮
তেজসা বয়সা রূপ-গুণাঢ্যাশ্চ সমা হরেঃ। বভূবুঃ কমলাঙ্গাচ্চ দাসীকোট্যশ্চ তৎসমাঃ ॥ ৫৯
অথ গোলোকনাথস্য লোম্নাং বিবরতো মুনে। ভূতাশ্চাসংখ্যগোপাশ্চ বয়সা তেজসা সমাঃ ॥ ৬০
রূপেণ চ গুণেনৈব বলেন বিক্রমেণ চ। প্রাণতুল্যপ্রিয়াঃ সর্ব্বে বভূবুঃ পার্ষদা বিভোঃ ॥ ৬১
রাধাঙ্গলোমকূপেভ্যো বভূবুর্গোপকন্যকাঃ। রাধাতুল্যাশ্চ তাঃ সর্ব্বা রাধাদাস্যঃ প্রিয়ংবদাঃ ॥ ৬২
রত্নভূষণভূষাঢ্যাঃ শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাঃ। অনপত্যাশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ পুংসঃ শাপেন সন্ততম্ ॥ ৬৩
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্র সহসা কৃষ্ণদেবতা। আবির্ব্বভূব দুর্গা সা বিষ্ণুমায়া সনাতনী ॥ ৬৪
দেবী নারায়ণীশানা সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী। বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী দেবী সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৬৫
দেবীনাং বীজরূপা চ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী। পরিপূর্ণতমা তেজঃ-স্বরূপা ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৬৬
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা কোটিসূর্য্যসমপ্রভা। ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যা সহস্রভুজসংযুতা ॥ ৬৭

নিয়ত কৃষ্ণ বক্ষঃস্থলসমাশ্রিতা, কৃষ্ণপ্রাণা সুন্দরী শক্তি, শত মন্বন্তরের অধিক কাল অতীত হইলে, বিশ্বাধারের প্রধান আলয়স্বরূপ স্বর্ণসদৃশ উজ্জ্বল একটি ডিম্ব প্রসব করিলেন। ৩৯-৪৭

দেবী সেই প্রসূত-ডিম্ব দর্শন করত কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণা হইয়া, গোলাকার জলরাশিমধ্যে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে ডিম্ব পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, হাহাকার করত কার্য্যোপযুক্ত শাপ দিলেন,—রে কোপশীলে! নিষ্ঠুরে! যেহেতু তুমি অপত্য পরিত্যাগ করিয়াছ, অতএব অদ্য প্রভৃতি নিশ্চয় তুমি অপত্যসুখে বঞ্চিত হইবে এবং সুরস্ত্রীসকলের মধ্যে যিনি যিনি তোমার অংশরূপা, তাঁহারাও অপত্যসুখে বঞ্চিত হইয়া, নিত্য যৌবনাবস্থায় থাকিবেন। এই কথা বলিতে বলিতে কৃষ্ণের জিহ্বাগ্র হইতে সহসা মনোহারিণী শুক্লবর্ণা দেবীরূপা এক কন্যা আবির্ভূ্ত হইলেন, তাঁহার পরিধান পীতবস্ত্র, হস্তে বীণা এবং পুস্তক। তিনি রত্নময় ভূষণে বিভূষিতা ও সকল শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৪৮-৫৩

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, কৃষ্ণপত্নী দুই ভাগে বিভক্তা হইলেন; তাঁহার বামার্দ্ধাঙ্গ কমলা ও দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গ রাধিকাস্বরূপ হইল। ইহার মধ্যে কৃষ্ণও দুইভাগে বিভক্ত হইলেন, তাঁহার দক্ষিণার্দ্ধভাগ দ্বিভুজ ও বামার্দ্ধ চতুর্ভুজ হইল। অনন্তর কৃষ্ণ বাণীকে "তুমি ইহাঁর পত্নী" এই বলিয়া রাধাকে বলিলেন, মানিনি রাধা। আমার পত্নী হও, তোমার মঙ্গল হইবে। এইরূপে সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ লক্ষ্মীকেও নারায়ণহস্তে সমর্পণ করিলেন—জগৎপতি নারায়ণ লক্ষ্মী ও সরস্বতীসহ বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী, রাধার অংশসম্ভূতা বলিয়া তাঁহারাও অনপত্যতাদোষ প্রাপ্ত হইলেন। নারায়ণের দেহ হইতে চতুর্ভুজশালী পারিষদবর্গ উৎপন্ন হইল। তেজ, বয়স, রূপ ও গুণে তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ হইলেন এবং লক্ষ্মীর অঙ্গ হইতেও কোটি কোটি দাসী উদ্ভূতা হইল; তাঁহারাও সকল বিষয়ে লক্ষ্মীর তুল্য। ৪৫-৬০

হে মুনে! অনন্তর গোলোকনাথ কৃষ্ণের লোমকূপ হইতে অসংখ্য গোপ উৎপন্ন হইল। তাহারা তেজ ও বয়সে পরস্পরে পরস্পরের সমান। তাহারা রূপ, গুণ, বেশ ও বিক্রমে কৃষ্ণের প্রাণসম পারিষদ হইল এবং রাধার লোমকূপ হইতেও অসংখ্য গোপকন্যা সম্ভূত হইল। তাহারা রাধাতুল্য রূপ ও গুণসম্পন্না এবং প্রিয়ভাষিণী। তাহারা রত্নময় ভূষণে বিভূষিতা এবং স্থিরযৌবনা; কিন্তু কৃষ্ণ-শাপ-বশত রাধার অনপত্যতাদোষ তাহাদিগকেও আশ্রয় করিল। হে বিপ্র! ইহার মধ্যে সহসা কৃষ্ণদেহ হইতে সেই বিষ্ণুমায়া সনাতনী দুর্গা আবির্ভূ্তা হইলেন। তিনি নারায়ণী, ঈশানী এবং সর্ব্বশক্তিস্বরূপা। তিনিই পরমাত্মা কৃষ্ণের বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি দেবীগণের বীজস্বরূপা ঈশ্বরী ও মূলপ্রকৃতি, তিনি

নানাশস্ত্রাস্ত্রনিকরং বিভ্রতী সা ত্রিলোচনা। বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্নভূষণভূষিতা ॥ ৬৮
যস্যাশ্চাংশাংশকলয়া বভূবুঃ সর্ব্বযোষিতঃ। সর্ব্বে বিশ্বস্থিতা লোকা মোহিতাঃ স্যুশ্চ মায়য়া ॥ ৬৯
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-প্রদাত্রী চ কামিনাং গৃহবাসিনাম্। কৃষ্ণভক্তিপ্রদা যা চ বৈষ্ণবানাঞ্চ বৈষ্ণবী ॥ ৭০
মুমুক্ষূণাং মোক্ষদাত্রী সুখিনাং সুখদায়িনী। স্বর্গেষু স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ গৃহলক্ষ্মীর্গৃহেষু চ ॥ ৭১
তপস্বিষু তপস্যা চ শ্রীরূপা তু নৃপেষু চ। যা বহ্নৌ দাহিকারূপা প্রভারূপা চ ভাস্করে ॥ ৭২
শোভারূপা চ চন্দ্রে চ যা পদ্মেষু চ শোভনা। সর্ব্বশক্তিস্বরূপা যা শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মনি ॥ ৭৩
যয়া চ শক্তিমানাত্মা যয়া চ শক্তিমজ্জগৎ। যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং জীবন্মৃতমিব স্থিতম্ ॥ ৭৪
যা চ সংসারবৃক্ষস্য বীজরূপা সনাতনী। স্থিতিরূপা বুদ্ধিরূপা ফলরূপা চ নারদ ॥ ৭৫
ক্ষুৎপিপাসাদয়ারূপা নিদ্রা তন্দ্রা ক্ষমা ধৃতিঃ। শান্তিলজ্জাতুষ্টিপুষ্টি-ভ্রান্তিকান্ত্যাদিরূপিণী ॥ ৭৬
সা চ সংস্তূয় সর্ব্বেশং তৎপুরঃ সমুবাস হ। রত্নসিংহাসনং তস্যৈ প্রদদৌ রাধিকেশ্বরঃ ॥ ৭৭
এতস্মিন্নন্তরে তত্র সস্ত্রীকশ্চ চতুর্ম্মুখঃ। পদ্মনাভের্নাভিপদ্মা-ন্নিঃসসার মহামুনে ॥ ৭৮
কমণ্ডলুধরঃ শ্রীমাংস্তপস্বী জ্ঞানিনাং বরঃ। চতুর্ম্মুখৈস্তং তুষ্টাব প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ॥ ৭৯
সা তদা সুন্দরী সৃষ্টা শতচন্দ্রসমপ্রভা। বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্নভূষণভূষণা ॥ ৮০
রত্নসিংহাসনে রম্যে সংস্তূয় সর্ব্বকারণম্। উবাস স্বামিনা সার্দ্ধং কৃষ্ণস্য পুরতো মুদা ॥ ৮১
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো দ্বিধারূপো বভূব সঃ। বামার্দ্ধাঙ্গো মহাদেবো দক্ষিণে গোপিকাপতিঃ ॥ ৮২
শুদ্ধস্ফটিক-সঙ্কাশঃ শতকোটি-রবিপ্রভঃ। ত্রিশূলপট্টিশধরো ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরো হরঃ ॥ ৮৩
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ-জটাভারধরঃ পরঃ। ভস্মভূষিতগাত্রশ্চ সস্মিতশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৮৪
দিগম্বরো নীলকণ্ঠঃ সর্পভূষণভূষিতঃ। বিভ্রদ্দক্ষিণহস্তেন রত্নমালাং সুসংস্কৃতাম্ ॥ ৮৫
প্রজপন্ পঞ্চবক্ত্রেণ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্। সত্যস্বরূপং শ্রীকৃষ্ণং পরাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৮৬

পরিপূর্ণা তেজঃস্বরূপা ও ত্রিগুণাত্মিকা। তিনি তপ্তকাঞ্চন বর্ণের ন্যায় শোভাসম্পন্না এবং কোটি-সূর্য্য-সদৃশ প্রভাশালিনী। তাঁহার বদনকমল ঈষৎহাস্যযুক্ত ও প্রসন্ন; তিনি সহস্রভুজা। তিনি নানাশাস্ত্র-পারদর্শিনী এবং নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। তিনি ত্রিলোচনা, বহ্নির ন্যায় বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন এবং রত্নময় ভূষণে বিভূষিতা। তাঁহার অংশের অংশকলা হইতে সমস্ত যোষিদ্বর্গ সমুদ্ভূত হইয়াছে; তাঁহার মায়াতে সর্ব্ববিশ্ব-স্থিত লোকসকল মুগ্ধ। তিনি গৃহবাসী কামীদিগের সকল ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন, তিনি বৈষ্ণবদিগকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করেন এবং স্বয়ং বৈষ্ণবী। ৬১-৭০

তিনি মুমুক্ষুদিগকে মোক্ষ ও সুখীদিগকে সুখ প্রদান করেন। তিনি স্বর্গ-লক্ষ্মী এবং গৃহে গৃহলক্ষ্মী। তিনি তপস্বীদিগের তপস্যারূপিণী এবং রাজাদিগের লক্ষ্মী-রূপা। তিনি অগ্নিতে দাহিকারূপা, সূর্য্যে প্রভারূপা, চন্দ্রে ও পদ্মে মনোহর শোভারূপিণী। তিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সকল শক্তিস্বরূপা। আত্মা ইঁহার দ্বারা শক্তিমান্ এবং জগৎ ইঁহার কৃপায় শক্তিবিশিষ্ট, ইঁহা ব্যতীত সমস্ত জগৎ জীবন্মৃতভাবে অবস্থান করে। ইনি সংসাররূপ মহীরুহের সনাতন বীজস্বরূপা। হে নারদ! ইনি স্থিতিরূপা, বুদ্ধিরূপা এবং ফলরূপিণী। ইনি ক্ষুধা, পিপাসা, দয়া, শ্রদ্ধা, তন্দ্রা, ক্ষমা, ধৃতি, শান্তি, লজ্জা, তুষ্টি, পুষ্টি, ভ্রান্তি ও কান্তি প্রভৃতিরূপে বিরাজমান, সেই দুর্গা সর্ব্বপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করত সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাধিকেশ্বর কৃষ্ণ, তাঁহাকে উপবেশন করিতে রত্নসিংহাসন প্রদান করিলেন। ৭১-৭৭

হে মুনে! ইহার মধ্যে কৃষ্ণের নাভিপদ্ম হইতে সস্ত্রীক চতুর্ম্মুখ পদ্মযোনি নিঃসৃত হইলেন। তিনি কমণ্ডলুধারী শোভাশালী, তপস্বী এবং জ্ঞানীদিগের শ্রেষ্ঠ; তিনি ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত হইয়া চতুর্ম্মুখে কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। সেই চতুর্ম্মুখের সহিত আবির্ভূতা সুন্দরী শতচন্দ্র-সম-শোভাশালিনী, বহ্নির ন্যায় শুদ্ধ-বস্ত্র-পরিধায়িনী এবং রত্নময় অলঙ্কারে বিভূষিতা। সেই সুন্দরী স্ত্রী, রত্ন-সিংহাসনস্থিত সর্ব্বকারণ কৃষ্ণকে স্তব করত হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার পুরোভাগে স্বামীর সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ের মধ্যে কৃষ্ণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী রূপ ধারণ করিলেন; তাঁহার বামাঙ্গ মহাদেব ও দক্ষিণাঙ্গ গোপিকাপতিরূপে পরিণত হইল। মহাদেবের দেহভাগ শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় প্রদীপ্ত ও শতকোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী, তাঁহার হস্তে ত্রিশূল ও পট্টিশ; তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার নাম হর। মস্তকে তপ্ত কাঞ্চন-বর্ণতুল্য ঈষৎ রক্তবর্ণ জটাভার, তাঁহার কলেবর ভস্মবিভূষিত এবং বদন নিরন্তর হাস্যযুক্ত; তিনি চন্দ্রশেখর। তিনি দিগম্বর নীলকণ্ঠ এবং সর্পময় ভূষণে ভূষিত। তিনি দক্ষিণ হস্তে সুন্দররূপে সংস্কৃত রত্নমালা ধারণ করিয়া আছেন। তিনি পঞ্চবক্ত্রে ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময় সত্যস্বরূপ সনাতন পরমাত্মা ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর জপ করিতেছেন। ৭৮-৮৬

কারণং কারণানাঞ্চ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-শোকভীতিহরং পরম্ ॥ ৮৭
সংস্তূয় মৃত্যোর্মৃত্যুং তং যতো মৃত্যুঞ্জয়াভিধঃ। রত্নাসংহাসনে রম্যে সমুবাস হরঃ পুরঃ ॥ ৮৮

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে পঞ্চপ্রকৃতি-তদ্ভর্ত্তৃগণোৎপত্তি-বর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

নারায়ণ উবাচ—

অথ ডিম্বো জলে তিষ্ঠন্ যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ। ততঃ স কালে সহসা দ্বিধাভূতো বভূব হ ॥ ১
তন্মধ্যে শিশুরেকশ্চ শতকোটিরবিপ্রভঃ। ক্ষণং রোরূয়মাণশ্চ স্তনান্ধঃ পীড়িতঃ ক্ষুধা ॥ ২
পিত্রা মাত্রা পরিত্যক্তো জলমধ্যে নিরাশ্রয়ঃ। ব্রহ্মাণ্ডাসঙ্খ্যনাথো যো দদর্শোর্দ্ধমনাথবৎ ॥ ৩
স্থূলাৎ স্থূলতমঃ সোঽপি নাম্না দেবো মহাবিরাট্। পরমাণুর্যথা সূক্ষ্মাৎ পরঃ স্থূলাত্তথাপ্যসৌ ॥ ৪
তেজসা ষোড়শাংশোঽয়ং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। আধারঃ সর্ব্ববিশ্বানাং মহাবিষ্ণুশ্চ প্রাকৃতঃ ॥ ৫
প্রত্যেকং লোমকূপেষু বিশ্বানি নিখিলানি চ। অদ্যাপি তেষাং সঙ্খ্যাঞ্চ কৃষ্ণো বক্তুং ন হি ক্ষমঃ ॥ ৬
সঙ্খ্যা চেদ্রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং তথা সঙ্খ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৭
প্রতিবিশ্বেষু সন্ত্যেবং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। পাতালাদ্ ব্রহ্মলোকান্তং ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮
তত ঊর্দ্ধঞ্চ বৈকুণ্ঠো ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিরেব সঃ। তত ঊর্দ্ধঞ্চ গোলোকঃ পঞ্চাশৎকোটিযোজনম্ ॥ ৯
নিত্যঃ সত্যস্বরূপশ্চ যথা কৃষ্ণস্তথাপ্যয়ম্। সপ্তদ্বীপমিতা পৃথ্বী সপ্তসাগরসংযুতা ॥ ১০
ঊনপঞ্চাশদুপদ্বীপাসঙ্খ্যশৈলবনান্বিতা। ঊর্দ্ধং সপ্ত স্বর্গলোকা ব্রহ্মলোকসমন্বিতাঃ ॥ ১১
পাতালানি চ সপ্তাধশ্চৈবং ব্রহ্মাণ্ডমেব চ। ঊর্দ্ধং ধরায়া ভূর্লোকো ভুবর্লোকস্ততঃ পরম্ ॥ ১২

মঙ্গল এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, ভয়, শোক ইত্যাদি হরণ করিতে সমর্থ ; সেই মৃত্যুর মৃত্যু শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া শঙ্কর মৃত্যুঞ্জয় নাম লাভ করিলেন এবং হরির অগ্রভাগে রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ৭৮-৮৮

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে প্রকৃতি ও পুরুষের উৎপত্তি নামক দ্বিতীয়োঽধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর ডিম্ব ব্রহ্মার সেই আয়ুষ্কাল-পর্য্যন্ত জলে অবস্থান করিয়া কালক্রমে সহসা দুই ভাগে বিভক্ত হইল। সেই ডিম্বমধ্যে শত-কোটি-সূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন একটী শিশু ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া স্তনপানাভিলাষ সিদ্ধ না হওয়ায় অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন। শিশু পিতা-মাতার পরিত্যক্ত হইয়া জলমধ্যে নিরাশ্রয়রূপে অবস্থান করিতেছেন ; যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নাথ, তিনিই অদ্য অনাথের ন্যায় ঊর্দ্ধদেশ অবলোকন করিতেছেন। তিনি স্থূল পদার্থ হইতে স্থূলতম, তাঁহার নাম মহাবিরাট্। পরমাণু যেরূপ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, সেইরূপ বিরাট্ পুরুষও স্থূল হইতেও স্থূলতর। তিনি পরমাত্মা কৃষ্ণের তেজের ষোড়শ-ভাগ-স্বরূপ, তিনি অসংখ্য বিশ্বের আধার এবং প্রাকৃত মহাবিষ্ণু। তাঁহার প্রত্যেক রোমকূপে যে কত বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, কৃষ্ণ অদ্য পর্য্যন্তও তাহার সংখ্যা করিয়া বলিতে সক্ষম নহেন। যদিও রজঃকণার সংখ্যা আছে, তথাপি বিশ্বের সংখ্যা নাই ; সেইরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইহাঁদেরও সংখ্যা নাই। প্রতিবিশ্বেই এইরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব আছেন। পাতাল হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধে বৈকুণ্ঠধাম, সেটী ব্রহ্মাণ্ড হইতে পৃথক্ ; বৈকুণ্ঠও নারায়ণের ন্যায় নিরন্তর সত্যস্বরূপ। বৈকুণ্ঠের পঞ্চাশৎকোটি যোজন ঊর্দ্ধে গোলোক, গোলোকও কৃষ্ণের ন্যায় নিত্য ও সত্যস্বরূপ। এই পৃথিবী সপ্তদ্বীপা সপ্তসাগরসমন্বিতা। ১-১০

উহা ঊনপঞ্চাশৎ উপদ্বীপ, অসংখ্য পর্ব্বত ও অসংখ্য বনে পরিব্যাপ্ত। পৃথিবীর ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক এবং সপ্ত স্বর্গলোক, নিম্নে সপ্ত পাতাল, এই সমস্ত লইয়া ব্রহ্মাণ্ড। ধরার ঊর্দ্ধদেশে ভূর্লোক, তাহার ঊর্দ্ধে

ততঃ পরশ্চ স্বর্লোকো জনলোকস্তথাপরঃ। ততঃ পরস্তপোলোকঃ সত্যলোকস্ততঃ পরঃ। ১৩
ততঃ পরং ব্রহ্মলোকস্তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ। এবং সর্ব্বং কৃত্রিমঞ্চ বাহ্যাভ্যন্তরমেব চ॥ ১৪
তদ্বিনাশে বিনাশশ্চ সর্ব্বেষামেব নারদ। জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্বং বিশ্বসঙ্ঘমনিত্যকম্। ১৫
নিত্যৌ গোলোকবৈকুণ্ঠৌ প্রোক্তৌ শশ্বদকৃত্রিমৌ। প্রত্যেকং লোমকূপেষু ব্রহ্মাণ্ডং পরিনিশ্চিতম্। ১৬
এষাং সংখ্যাং ন জানাতি কৃষ্ণোঽন্যস্যাপি কা কথা। প্রত্যেকং প্রতিব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। ১৭
তিস্রঃ কোট্যঃ সুরাণাঞ্চ সংখ্যা সর্ব্বত্র পুত্রক। দিগীশাশ্চৈব দিক্‌পালা নক্ষত্রাণি গ্রহাদয়ঃ। ১৮
ভুবি বর্ণাশ্চ চত্বারোঽপ্যধো নাগাশ্চরাচরাঃ। অথ কালেঽত্র স বিরাড়ূর্দ্ধং দৃষ্ট্বা পুনঃ পুনঃ। ১৯
ডিম্বান্তরে চ শূন্যঞ্চ ন দ্বিতীয়ঞ্চ কিঞ্চন। চিন্তামবাপ ক্ষুদ্‌যুক্তো রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ। ২০
জ্ঞানং প্রাপ্য তদা দধ্যৌ কৃষ্ণং পরমপুরুষম্। ততো দদর্শ তত্রৈব ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্। ২১
নবীনজলদশ্যামং দ্বিভুজং পীতবাসসম্। সস্মিতং মুরলীহস্তং ভক্তানুগ্রহকাতরম্। ২২
জহাস বালকস্তুষ্টো দৃষ্ট্বা জনকমীশ্বরম্। বরং তদা দদৌ তস্মৈ বরেশঃ সময়োচিতম্। ২৩
মৎসমো জ্ঞানযুক্তশ্চ ক্ষুৎপিপাসাদিবর্জ্জিতঃ। ব্রহ্মাণ্ডাসংখ্যনিলয়ো ভব বৎস লয়াবধি। ২৪
নিষ্কামো নির্ভয়শ্চৈব সর্ব্বেষাং বরদো ভব। জরামৃত্যুরোগশোক-পীড়াদিবর্জ্জিতো ভব। ২৫
ইত্যুক্ত্বা তস্য কর্ণে স মহামন্ত্রং ষড়ক্ষরম্। ত্রিঃকৃত্বশ্চ প্রজজাপ বেদাঙ্গপ্রবরং পরম্। ২৬
প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তং কৃষ্ণ ইত্যক্ষরদ্বয়ম্। বহ্নিজায়ান্তমিষ্টঞ্চ সর্ব্ববিঘ্নহরং পরম্॥ ২৭
মন্ত্রং দত্ত্বা তদাহারং কল্পয়ামাস বৈ বিভুঃ। শ্রূয়তাং তদ্‌ব্রহ্মপুত্র নিবোধ কথয়ামি তে। ২৮
প্রতিবিশ্বং যন্নৈবেদ্যং দদাতি বৈষ্ণবো জনঃ। তৎষোড়শাংশো বিষয়িণো বিষ্ণোঃ পঞ্চদশাস্য বৈ। ২৯
নির্গুণস্যাত্মনশ্চৈব পরিপূর্ণতমস্য চ। নৈবেদ্যেনৈব কৃষ্ণস্য ন হি কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্॥ ৩০
যদ্‌যদ্দদাতি নৈবেদ্যং তস্মৈ দেবায় যো জনঃ। স চ খাদতি তৎসর্ব্বং লক্ষ্মীনাথো বিরাট্ তথা॥ ৩১
তঞ্চ মন্ত্রবরং দত্ত্বা তমুবাচ পুনর্বিভুঃ। বরমন্যং কিমিষ্টং তে তন্মে ব্রূহি দদামি চ॥ ৩২

ভুবর্লোক, তাহার ঊর্দ্ধে স্বর্লোক, তাহার ঊর্দ্ধে জনলোক, তাহার ঊর্দ্ধে তপোলোক, তাহার ঊর্দ্ধে সত্যলোক, তাহার ঊর্দ্ধে তপ্তকাঞ্চনতুল্য ব্রহ্মলোক। হে নারদ! কৃত্রিম ধরার বিনাশ হইলে, এই সমস্তই বিনষ্ট হইবে। এই বিশ্বসমূহ জলবুদ্বুদের ন্যায় অনিত্য, কিন্তু গোলোক এবং বৈকুণ্ঠই নিত্য ও অকৃত্রিম। বৎস নারদ! বিরাটের প্রত্যেক লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে; অন্যের কথা কি, কৃষ্ণ পর্য্যন্তও তাহার সংখ্যা করিতে সমর্থ নহেন। সেই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কোটি-সংখ্যক দেবতা এবং দিগীশ্বর দিক্‌পালগণ, নক্ষত্র এবং গ্রহাদি সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। পৃথিবীতে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ, অধোদেশে নাগসমূহ এবং চরাচরবর্গ অবস্থান করিতেছে। ১১-১৯

অনন্তর কালক্রমে সেই বিরাট্, পুনঃপুনঃ ঊর্দ্ধদেশ অবেক্ষণ করিয়া ডিম্বাভ্যন্তরে দেখিলেন দ্বিতীয় আর কেহই নাই, সমস্ত শূন্যময়। তিনি ক্ষুধায় আকুলিত হইয়া চিন্তা করত পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন; তৎপরে তাঁহার কিঞ্চিৎ জ্ঞানের সঞ্চার হওয়াতে সেই সময়ে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে সেই স্থানেই ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতন নবীন-নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ দ্বিভুজ, পীতবাস-পরিধায়ী, মুরলীহস্ত, সহাস্যবদন, ভক্তানুগ্রহকারক কৃষ্ণরূপ দর্শন করিলেন। বালক, পিতা স্বরং ঈশ্বরকে দেখিয়া অত্যন্ত হাস্য করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সময়োচিত এই বর প্রদান করিলেন, "বৎস! তুমি আমার সমান জ্ঞানসম্পন্ন ও ক্ষুধা-পিপাসা-শূন্য হও এবং লয় অবধি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ হইয়া নিষ্কাম ও নির্ভীকরূপে সকলের বরদাতা হও। জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক ও পীড়াদি কিছুতেই তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না" এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ সেই বিরাট্‌রূপী বালকের দক্ষিণ কর্ণে প্রথমত বেদ ও আগমশ্রেষ্ঠ ষড়ক্ষর মহামন্ত্র তিনবার জপ করিলেন এবং তাহার পর আদিতে প্রণব ও অন্তভাগে চতুর্থী যোগ করত "কৃষ্ণ" এই অক্ষরদ্বয়, তৎপরে "স্বাহা" এই ইষ্ট এবং সর্ব্ববিঘ্ননাশক মন্ত্র প্রদান করিলেন। প্রভু তৎপরে তাঁহার আহারীয় বস্তু নিরূপণ করিয়া বলিলেন, হে ব্রহ্মপুত্র! তোমাকে সে সমস্ত বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রত্যেক বিশ্বে লোকসমূহ নিবেদনের উপযুক্ত যে কোন বস্তু বিষ্ণুকে প্রদান করে, তাহার ষোড়শাংশ পঞ্চদশাংশ, এই উভয় প্রকার ভাগ ভোগাসক্ত বিষ্ণু গ্রহণ করেন, কিন্তু নির্গুণ পরিপূর্ণতম পরমাত্মা কৃষ্ণের সেরূপ কোন বস্তুতেই প্রয়োজন নাই। ২০-৩০

সেই দেবতাকে যে যে নিবেদ্য বস্তু প্রদান করা যায়, তাহা স্বয়ং লক্ষ্মীনাথ বিরাট্ ভক্ষণ করিয়া থাকেন। বিভু কৃষ্ণ, সেই পুরুষকে মন্ত্র এবং বর প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন, আর কোন্

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ বিরাড়্‌বিভুঃ। কৃষ্ণং তং বালকস্তাবদ্বচনং সময়োচিতম্ ॥ ৩৩

বালক উবাচ—

বরো মে ত্বৎপদাম্ভোজে ভক্তির্ভবতু নির্ম্মলা। সততং যাবদায়ুর্মে ক্ষণং বা সুচিরঞ্চ বা ॥ ৩৪
ত্বদ্ভক্তিযুক্তো লোকেঽস্মিন্ জীবন্মুক্তশ্চ সন্ততম্। ত্বদ্ভক্তিহীনো মূর্খশ্চ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥ ৩৫
কিং তজ্জপেন তপসা যজ্ঞেন পূজনেন চ। ব্রতেন চোপবাসেন পুণ্যেন তীর্থসেবয়া ॥ ৩৬
কৃষ্ণভক্তিবিহীনস্য মূর্খস্য জীবনং বৃথা। যেনাত্মনা জীবিতশ্চ তমেব নহি মন্যতে ॥ ৩৭
যাবদাত্মা শরীরেঽস্তি তাবৎ স শক্তিসংযুক্তঃ। পশ্চাদ্‌যান্তি গতে তস্মিন্ স্বতন্ত্রাঃ সর্ব্বশক্তয়ঃ ॥ ৩৮
স চ ত্বঞ্চ মহাভাগ সর্ব্বাত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ। স্বেচ্ছাময়শ্চ সর্ব্বাদ্যো ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনঃ ॥ ৩৯
ইত্যুক্ত্বা বালকস্তত্র বিররাম চ নারদ। উবাচ কৃষ্ণঃ প্রত্যুক্তিং মধুরাং শ্রুতিসুন্দরীম্ ॥ ৪০

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—

সুচিরং সুস্থিরং তিষ্ঠ যথাহং ত্বং তথা ভব। ব্রহ্মণোঽসংখ্যপাতে চ পাতস্তে ন ভবিষ্যতি ॥ ৪১
অংশেন প্রতিব্রহ্মাণ্ডে ত্বঞ্চ ক্ষুদ্রবিরাড়্ ভব। ত্বন্নাভিপদ্মাদ্ ব্রহ্মা চ বিশ্বস্রষ্টা ভবিষ্যতি ॥ ৪২
ললাটে ব্রহ্মণশ্চৈব রুদ্রাশ্চৈকাদশৈব তে। শিবাংশেন ভবিষ্যন্তি সৃষ্টিসংহরণায় বৈ ॥ ৪৩
কালাগ্নিরুদ্রস্তেম্বেকো বিশ্বসংহারকারকঃ। পাতা বিষ্ণুশ্চ বিষয়ী ক্ষুদ্রাংশেন ভবিষ্যতি ॥ ৪৪
মদ্ভক্তিযুক্তং সততং ভবিষ্যসি বরেণ মে। ধ্যানেন কমনীয়ং মাং নিত্যং দ্রক্ষ্যসি নিশ্চিতম্ ॥ ৪৫
মাতরং কমনীয়াঞ্চ মম বক্ষঃস্থলস্থিতাম্। যামি লোকং তিষ্ঠ বৎসেত্যুক্ত্বা সোঽন্তরধীয়ত ॥ ৪৬
গত্বা স্বলোকং ব্রহ্মাণং শঙ্করং সমুবাচ হ। স্রষ্টারং স্রষ্টুমীশঞ্চ সংহর্ত্তুঞ্চৈব তৎক্ষণম্ ॥ ৪৭

শ্রীভগবানুবাচ—

সৃষ্টিং স্রষ্টুং গচ্ছ বৎস নাভিপদ্মোদ্ভবো ভব। মহাবিরাড়্‌লোমকূপে ক্ষুদ্রস্য চ বিধে শৃণু ॥ ৪৮
গচ্ছ বৎস মহাদেব ব্রহ্মভালোদ্ভবো ভব। অংশেন চ মহাভাগ স্বয়ঞ্চ সুচিরং তপঃ ॥ ৪৯

বর তোমার অভিলষিত? তাহা বল,—আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি। সেই বিরাট্‌রূপী বালক কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে সময়োচিত বাক্য বলিলেন, 'ভগবন্। ক্ষণকাল হউক, অথবা বহুকাল হউক, যতদিন আমার পরমায়ু আছে, ততদিন আপনার পাদপদ্মে নিরন্তর নির্ম্মলা ভক্তি 'থাক' এই বর আমার প্রার্থনীয়। এই জগতে যে আপনার ভক্ত, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা জীবন্মুক্ত এবং যে ব্যক্তি আপনার ভক্তিরসে বঞ্চিত, সেই নরাধম মূর্খ এবং জীবন্মৃতবৎ। তাহার জপ, তপস্যা, যজ্ঞ, পূজা, ব্রত, উপবাস, পুণ্য এবং তীর্থপর্য্যটন সমস্তই নিষ্ফল। কৃষ্ণ-ভক্তিবিহীন মূর্খের জীবনও বৃথা ; যেহেতু সেই মূঢ় যে আত্মার বলে জীবন ধারণ করে, সেই পরমাত্মাকেই অবমাননা করে। আত্মা যে অবধি শরীরে অবস্থান করেন, তত কাল পর্য্যন্তই সে ব্যক্তি শক্তিসম্পন্ন থাকে, কিন্তু আত্মা অন্তর্হিত হইলে, নিখিল স্বাধীন শক্তি-সকলও তাঁহার পশ্চাদ্গামী হয় ; অতএব হে মহাভাগ। আপনিই সেই সকলের আত্মস্বরূপ পরমাত্মা, প্রকৃতি হইতে পৃথক্, আপনি স্বেচ্ছাময় সকলের আদিভূত ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সনাতন। হে নারদ। এই কথা বলিয়া বালক বিরত হইলে, কৃষ্ণ, শ্রুতি-সুখকর মধুর প্রত্যুত্তর বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৩১-৪০

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তুমি আমার ন্যায় চিরকাল সুস্থিরভাবে অবস্থান কর, অসংখ্য ব্রহ্মার বিনাশ হইলেও তোমার বিনাশ হইবে না। পুত্র। তুমি অংশরূপে বিরাট্‌রূপ ধারণ করত প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ কর, তোমার নাভিপদ্ম হইতে বিশ্বসৃজনকর্ত্তা ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবেন, সেই ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে সৃষ্টিসংহারের নিমিত্ত শিবাংশসম্ভূত একাদশ রুদ্র উৎপন্ন হইবেন। সেই রুদ্রগণের মধ্যে কালাগ্নিনামক রুদ্র বিশ্বের সংহারকারী হইবেন এবং ভোগাসক্ত বিষ্ণু ক্ষুদ্রাংশরূপে বিশ্বে বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়া রক্ষাকর্ত্তা হইবেন। তোমাকে এই বর প্রদান করিলাম, তুমি আমার বরে আমার প্রতি নিরন্তর ভক্তিসম্পন্ন হইয়া ধ্যানযোগে আমাকে নিশ্চয় নিত্য কমনীয় রূপসম্পন্ন দেখিতে পাইবে এবং আমার বক্ষঃস্থলস্থিতা তোমার জননীকেও কমনীয় দেখিতে পাইবে। তবে বৎস। আমি স্বস্থানে গমন করি, তুমি সুখে অবস্থান কর। এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন এবং স্বর্গধামে গমন করিয়া সৃজনকর্ত্তা ব্রহ্মাকে সৃজন করিতে ও সংহারকর্ত্তা শঙ্করকে সংহার করিতে বলিলেন। ৪১-৪৭

বৎস ব্রহ্মন্। তুমি মহাবিরাটের লোমকূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্ব সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত গমন করিয়া তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হও। বৎস মহাদেব। তুমি অংশরূপে ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে

ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথো বিররাম বিধেঃ সুত। জগাম ব্রহ্মা তং নত্বা শিবশ্চ শিবদায়কঃ ॥ ৫০
মহাবিরাড়্লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডগোলকে জলে। বভূব চ বিরাট্ ক্ষুদ্রো বিরাড়ংশেন সাম্প্রতম্ ॥ ৫১
শ্যামো যুবা পীতবাসাঃ শয়ানো জলতল্পকে। ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যো বিশ্বব্যাপী জনার্দ্দনঃ ॥ ৫২
তন্নাভিকমলে ব্রহ্মা বভূব কমলোদ্ভবঃ। সম্ভূয় পদ্মদণ্ডে চ বভ্রাম যুগলক্ষকম্ ॥ ৫৩
নান্তং জগাম দণ্ডস্য পদ্মনালস্য পদ্মজঃ। নাভিজস্য চ পদ্মস্য চিন্তামাপ পিতা তব ॥ ৫৪
স্বস্থানং পুনরাগম্য দধ্যৌ কৃষ্ণপদাম্বুজম্। ততো দদর্শ ক্ষুদ্রং তং ধ্যানেন দিব্যচক্ষুষা ॥ ৫৫
শয়ানং জলতল্পে চ ব্রহ্মাণ্ডগোলকাপ্লুতে। যল্লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডং তঞ্চ তৎপরমেশ্বরম্ ॥ ৫৬
শ্রীকৃষ্ণঞ্চাপি গোলোকং গোপগোপীসমন্বিতম্। তং সংস্তূয় বরং প্রাপ ততঃ সৃষ্টিং চকার সঃ ॥ ৫৭
বভূবুর্ব্রহ্মণঃ পুত্রা মানসাঃ সনকাদয়ঃ। ততো রুদ্রকলাশ্চাপি শিবস্যৈকাদশা স্মৃতাঃ ॥ ৫৮
বভূব পাতা বিষ্ণুশ্চ ক্ষুদ্রস্য বামপার্শ্বতঃ। চতুর্ভুজশ্চ ভগবান্ শ্বেতদ্বীপে স চাবসৎ ॥ ৫৯
ক্ষুদ্রস্য নাভিপদ্মে চ ব্রহ্মা বিশ্বং সসর্জ্জ হ। স্বর্গং মর্ত্ত্যঞ্চ পাতালং ত্রিলোকীং সচরাচরাম্ ॥ ৬০
এবং সর্ব্বলোমকূপে বিশ্বং প্রত্যেকমেব চ। প্রতিবিশ্বে ক্ষুদ্রবিরাড় ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥ ৬১
ইত্যেবং কথিতং ব্রহ্মন্ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং শুভম্। সুখদং মোক্ষদং ব্রহ্মন্ কিম্ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬২

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাদি-দেবতোৎপত্তি-বর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

বিশ্ব-সংহারের জন্য উদ্ভূত হও এবং স্বয়ং চিরকাল তপস্যা কর। হে বিধিপুত্র! জগন্নাথ এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, মঙ্গলদায়ক শিব ও ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণাম করত গমন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় গোলাকার জলরাশিতে সেই মহাবিরাটের লোমকূপে প্রবেশ করিলেন এবং মহাবিরাট্ ও তাঁহার অংশক্রমে ক্ষুদ্র হইলেন। শ্যাম-বর্ণ, যুবা, পীত বস্ত্র-পরিধান, সস্মিত প্রসন্নবদন, বিশ্বরূপী, জনার্দ্দন, জলশয্যায় শয়ন করিলে, তাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা স্বয়ং উদ্ভূত হইলেন। স্বয়ং সম্ভূত কমলজ ব্রহ্মা সেই পদ্মের নালে লক্ষ যুগ পরিভ্রমণ করিয়াও সেই নাভিপদ্মের নালদণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেন না। পিতামহ তখন নাভিজ পদ্মসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। তাহার পর পুনরায় স্বস্থানে আগমন করত কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে ধ্যানপ্রযুক্ত দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্রমূর্ত্তি দেখিলেন। অনন্তর যিনি ব্রহ্মাণ্ড ও গোলোকব্যাপী জলশয্যায় সুপ্ত, যাঁহার প্রতি লোমকূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ড, সেই মহাত্মা গোপগোপীযুক্ত ঈশ্বর গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণের স্তব করত বর প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৮-৫৭

তৎপরে সনক প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিল, তাহার পরে শিবাংশসম্ভূত একাদশ রুদ্র ব্রহ্মার ললাট হইতে উদ্ভূত হইলেন। সেই ক্ষুদ্রাকার বিরাটের বামপার্শ্ব হইতে শ্বেতদ্বীপনিবাসী চতুর্ভুজ ভগবান্ বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়া পালনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মা সেই ক্ষুদ্ররূপী বিরাটের নাভি-পদ্মাস্থিত বিশ্বে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল, চরাচর ত্রিলোক, সমস্তই সৃজন করিলেন। এইরূপ প্রতি-লোমকূপে প্রত্যেক বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন। সেই প্রত্যেক বিশ্বে এইরূপ ক্ষুদ্র বিরাট্ ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি বিরাজ করিতেছেন। ব্রহ্মন্! সুখ ও মোক্ষপ্রদ সারভূত এইরূপ কৃষ্ণ-গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিলাম, আর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? ৫৮-৬২

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবতার উৎপত্তি বর্ণন নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ—

শ্রুতং সর্ব্বং ময়া পূর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুধোপমম্। অধুনা প্রকৃতীনাঞ্চ ব্যস্তং বর্ণয় পূজনম্॥ ১
কস্যাঃ পূজা কৃতা কেন কথং মর্ত্যে প্রচারিতা। কেন বা পূজিতা কা বা কেন কা বা স্তুতা প্রভো॥ ২
তাসাং স্তোত্রঞ্চ ধ্যানঞ্চ প্রভাবং চরিতং শুভম্। কাভিঃ কেভ্যো বরো দত্তস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥ ৩

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী। সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা॥ ৪
আসাং পূজা প্রসিদ্ধা চ প্রভাবঃ পরমাদ্ভুতঃ। সুধোপমঞ্চ চরিতং সর্ব্বমঙ্গলকারণম্॥ ৫
প্রকৃত্যংশাঃ কলা যাশ্চ তাসাঞ্চ চরিতং শুভম্। সর্ব্বং বক্ষ্যামি তে ব্রহ্মন্ সাবধানো নিশাময়॥ ৬
কালী বসুন্ধরা গঙ্গা ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডিকা। তুলসী মনসা নিদ্রা স্বধা স্বাহা চ দক্ষিণা॥ ৭
সঙ্ক্ষিপ্তমাসাং চরিতং পুণ্যদং শ্রুতিসুন্দরম্। জীবকর্ম্মবিপাকঞ্চ তচ্চ বক্ষ্যামি সুন্দরম্॥ ৮
দুর্গায়াশ্চৈব রাধায়া বিস্তীর্ণং চরিতং মহৎ। তৎপশ্চাৎ প্রবক্ষ্যামি সঙ্ক্ষেপক্রমতঃ শৃণু॥ ৯
আদৌ সরস্বতীপূজা শ্রীকৃষ্ণেন বিনির্ম্মিতা। যৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ॥ ১০
আবির্ভূতা যথা দেবী বক্ত্রতঃ কৃষ্ণযোষিতঃ। ইয়েষ কৃষ্ণং কামেন কামুকী কামরূপিণী॥ ১১
স চ বিজ্ঞায় তদ্ভাবং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমাতরম্। তামুবাচ হিতং সত্যং পরিণামে সুখাবহম্॥ ১২

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—

ভজ নারায়ণং সাধ্বি মদংশঞ্চ চতুর্ভুজম্। যুবানং সুন্দরং সর্ব্ব-গুণযুক্তঞ্চ মৎসমম্॥ ১৩
কামজ্ঞং কামিনীনাঞ্চ তাসাঞ্চ কামপূরকম্। কোটিকন্দর্প লাবণ্য-লীলালঙ্কৃতমীশ্বরম্॥ ১৪
কান্তে কান্তঞ্চ মাং কৃত্বা যদি স্থাতুমিহেচ্ছসি। ত্বত্তো বলবতী রাধা ন ভদ্রং তে ভবিষ্যতি॥ ১৫
যো যস্মাদ্ বলবান্ বাপি ততোঽন্যং রক্ষিতুং ক্ষমঃ। কথং পরান্ সাধয়তি যদি স্বয়মনীশ্বরঃ॥ ১৬
সর্ব্বেশঃ সর্ব্বশাস্তাহং রাধাং বাধিতুমক্ষমঃ। তেজসা মৎসমা সা চ রূপেণ চ গুণেন চ॥ ১৭

নারদ বলিলেন, আপনার প্রসাদে অপূর্ব্ব সুধাতুল্য সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। এইক্ষণে প্রকৃতিগণের পূজা-পদ্ধতি সবিস্তারে বর্ণন করুন। প্রভো নারায়ণ! কে কাহার পূজা করিয়াছিলেন? কে কাহাকে স্তব করিয়াছেন? সেই সমস্ত এবং স্তব, ধ্যান, মন্ত্রপ্রভাব ও শুচি চরিত্র বিশেষরূপে বলুন। কে কাহাকে বর দান করিয়াছেন, সেই সকল বিষয়ই বিশেষরূপে বর্ণন করুন। ১-৩

নারায়ণ বলিলেন, গণেশজননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী—সৃষ্টিকার্য্যে এই পঞ্চপ্রকার প্রকৃতি; ইহাঁদের পূজা প্রসিদ্ধই আছে। ইহাঁদের প্রভাব অত্যন্ত অদ্ভুত, সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের কারণভূত—ইহাঁদের চরিত্র সুধাসদৃশ; যাঁহারা প্রকৃতির কলাসম্ভূত—উঁহাদের চরিত্রও শুভপ্রদ। হে ব্রহ্মন্! সে সমস্তই তোমাকে বলিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। কালী, বসুন্ধরা, গঙ্গা, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডিকা, তুলসী, মনসা, নিদ্রা, স্বাহা, স্বধা এবং দক্ষিণা—ইহাঁদের শ্রুতিমধুর পুণ্যপ্রদ চরিত্র এবং জীবের কর্ম্মবিপাক সমস্ত সংক্ষেপরূপে বলিতেছি। দুর্গা এবং রাধার চরিত্র বিস্তীর্ণ এবং অত্যন্ত মহৎ, তাহা পরে বলিতেছি, সংক্ষেপ-চরিত্র প্রথমে শ্রবণ কর। প্রথমত সরস্বতীর পূজা শ্রীকৃষ্ণ সংস্থাপন করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই সরস্বতীর প্রসাদে মূর্খ ব্যক্তি পণ্ডিত হয়। দেবী সরস্বতী কৃষ্ণের মুখ হইতে আবির্ভূতা হইয়া স্বয়ং কামরূপিণী দেবী কামবশে কামুকী হইয়া কৃষ্ণসমীপে গমন করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণ সেই ভাব অবগত হইয়া জগন্মাতা সেই দেবীকে পরিণামসুখকর হিতজনক সত্যবাক্য বলিলেন। ৪-১২

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সাধ্বি! তুমি আমার অংশস্বরূপ চতুর্ভুজ নারায়ণকে পতিত্বে বরণ কর, তিনি যুবা, অতিসুন্দর এবং সর্ব্বগুণযুক্ত ও আমার সদৃশ। তিনি কামকলাভিজ্ঞ এবং কামিনীদিগের কাম পূর্ণ করেন; তিনি কোটি কন্দর্পের ন্যায় লাবণ্যসম্পন্ন, তিনি লীলাচাতুর্য্যে ঈশ্বরকেও ধিক্কার দিয়াছেন। কান্তে! আমাকে কান্ত করিয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছ বটে কিন্তু তোমা হইতে রাধা আমার সমীপে বলবতী, সুতরাং তাহাতে তোমার কোনরূপ মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। যে যাহা হইতে বলবান্ সে তাহা হইতে হীনবল ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয় কিন্তু যদি স্বয়ং প্রভুতাশূন্য হয়, তাহা

প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবী সা প্রাণাংস্ত্যক্তুঞ্চ কঃ ক্ষমঃ। প্রাণতোঽপি প্রিয়ঃ পুত্রঃ কেষাং যাতি চ কশ্চন। ১৮
ত্বং ভদ্রে গচ্ছ বৈকুণ্ঠং তব ভদ্রং ভবিষ্যতি। পতিং তমীশ্বরং কৃত্বা মোদস্ব সুচিরং সুখম্। ১৯
লোভমোহকামক্রোধ-মানহিংসাবিবর্জ্জিতা। তেজসা ত্বৎসমা লক্ষ্মী রূপেণ চ গুণেন চ। ২০
তয়া সার্দ্ধং তব প্রীত্যা শশ্বৎকালঃ প্রযাস্যতি। গৌরবঞ্চ হরিস্তুল্যং করিষ্যতি দ্বয়োরপি। ২১
প্রতিবিশ্বেষু তাং পূজাং মহতীং গৌরবান্বিতাম্। মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভে চ সুন্দরি। ২২
মানবা মনবো দেবা মুনীন্দ্রাশ্চ মুমুক্ষবঃ। বসবো যোগিনঃ সিদ্ধা নাগা গন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ। ২৩
মদ্বরেণ করিষ্যন্তি কল্পে কল্পে লয়াবধি। ভক্তিযুক্তাশ্চ দত্ত্বা বৈ চোপচারাণি ষোড়শ। ২৪
কাণ্বশাখোক্তবিধিনা[১] ধ্যানেন স্তবনেন চ। জিতেন্দ্রিয়াঃ সংযতাশ্চ ঘটে চ পুস্তকেঽপি চ। ২৫
কৃত্বা সুবর্ণগুটিকাং গন্ধচন্দনচর্চ্চিতাম্। কবচং তে গ্রহীষ্যন্তি কণ্ঠে বা দক্ষিণে ভুজে। ২৬
পঠিষ্যন্তি চ বিদ্বাংসঃ পূজাকালে চ পূজিতে। ইত্যুক্ত্বা পূজয়ামাস তাং দেবীং সর্ব্বপূজিতাম্। ২৭
ততস্তৎপূজনং চক্রু-র্ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। অনন্তশ্চাপি ধর্ম্মশ্চ মুনীন্দ্রাঃ সনকাদয়ঃ। ২৮
সর্ব্বে দেবাশ্চ মুনয়ো নৃপাশ্চ মানবাদয়ঃ। বভূব পূজিতা নিত্যা সর্ব্বলোকৈঃ সরস্বতী। ২৯

নারদ উবাচ—

পূজাবিধানং কবচং ধ্যানঞ্চাপি নিরন্তরম্। পূজোপযুক্তং নৈবেদ্যং পুষ্পঞ্চ চন্দনাদিকম্। ৩০
বদ বেদবিদাং শ্রেষ্ঠ শ্রোতুং কৌতূহলং মম। বর্ত্ততে হৃদয়ে শশ্বৎ কিমিদং শ্রুতিসুন্দরম্। ৩১

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি কাণ্বশাখোক্তপদ্ধতিম্। জগন্মাতুঃ সরস্বত্যাঃ পূজাবিধিসমন্বিতাম্॥ ৩২
মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভে দিনেঽপি চ। পূর্ব্বেঽহ্নি সময়ং কৃত্বা তত্রাহ্নি সংযতঃ শুচিঃ। ৩৩
স্নাত্বা নিত্যক্রিয়াঃ কৃত্বা ঘটং সংস্থাপ্য ভক্তিতঃ। স্বশাখোক্তবিধানেন তান্ত্রিকেণাথবা পুনঃ। ৩৪
গণেশং পূর্ব্বমভ্যর্চ্চ্য ততোঽভীষ্টং প্রপূজয়েৎ। ধ্যানেন বক্ষ্যমাণেন ধ্যাত্বাবাহ্য ঘটে ধ্রুবম্।
ধ্যাত্বা পুনঃ ষোড়শোপচারেণ পূজয়েদ্ ব্রতী॥ ৩৫

হইলে, কিরূপে পরকে শাসন করিবে? আমি সকলের ঈশ্বর, সকলকেই শাসন করিতে পারি, কিন্তু রাধাকে কিছুতেই শাসন করিতে সক্ষম নহি, যেহেতু রাধা তেজে, রূপে ও গুণে সর্ব্ববিষয়েই আমার সমান। রাধা আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; কোন্ ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিতে সমর্থ হয় এবং প্রাণ হইতেই বা কে কোথায় কাহার প্রিয় হইয়া থাকে? হে ভদ্রে! তুমি বৈকুণ্ঠে গমন কর। তোমার শুভ হইবে; সেই ঈশ্বরকে পতিত্বে বরণ করত সুখসম্ভোগে চিরকাল যাপন কর। লোভ-মোহ-কাম-ক্রোধ-মান-হিংসাদিবর্জ্জিতা লক্ষ্মী রূপে ও গুণে তোমার সদৃশী; তাঁহার সহিত প্রীতি করত নিরন্তর কালযাপন করিও। পতি বিষ্ণু তোমাদের উভয়কেই তুল্য গৌরব করিবেন। দয়িতে! প্রতিবিশ্বেই মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে এবং বিদ্যারম্ভে মানবগণ, মনুগণ, দেব, মুনীন্দ্র, মুমুক্ষু, যোগী, সিদ্ধ, নাগ, গন্ধর্ব্ব এবং রাক্ষসগণ আমার বরে প্রলয়কালপর্য্যন্ত কল্পে কল্পে অভিযুক্ত হইয়া তোমাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। ১৩-২৪

জিতেন্দ্রিয় সংযমিগণ, ঘটে ও পুস্তকে কাণ্বশাখোক্ত বিধিমতে ধ্যান ও স্তবের দ্বারা তোমার পূজা করিবেন এবং সুবর্ণময় গুটিকা, গন্ধ ও চন্দন দ্বারা চর্চ্চিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে তোমার কবচ ধারণ করিবে। হে পূজনীয়ে। পণ্ডিতগণ পূজাকালে তোমার স্তব পাঠ করিবে। এই কথা বলিয়া সর্ব্বপূজিত কৃষ্ণ দেবীকে পূজা করিলেন। তাহার পর ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁহার পূজা করিলেন। তৎপরে অনন্ত, ধর্ম, মুনীন্দ্রগণ, নৃপসমূহ এবং মানবগণ সকলেই দেবীকে পূজা করিলেন। এইরূপে নিত্যরূপিণী সরস্বতী সর্ব্বলোকের পূজাপ্রাপ্ত হইলেন। নারদ বলিলেন, হে দেবজ্ঞশ্রেষ্ঠ। তাঁহার পূজাবিধান, স্তব, ধ্যান, কবচ, ঈপ্সিত বস্তু, পূজার উপযুক্ত নিবেদনীয় দ্রব্য, পুষ্প ও চন্দনাদি কিরূপ?—এই সমস্ত শ্রুতিসুখকর বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি বিশেষরূপে বর্ণন করুন। ২৫-৩১

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ। জগন্মাতা সরস্বতীর কাণ্বশাখোক্ত পদ্ধতিমত পূজাবিধি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। মাঘ মাসে শুক্লা পঞ্চমীতে এবং বিদ্যারম্ভদিবসে দেবীর পূজা করিতে হয়। তদর্থে পূর্ব্বদিনে সংযম করিয়া সেই দিন সংযতভাবে শুদ্ধান্তঃকরণ হইতে হইবে এবং স্নান করত নিত্য ক্রিয়া সমাপন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ঘটস্থাপন করিবে, তাহাতে স্বশাখোক্তবিধানে অথবা তান্ত্রিক বিধানে

১। কণ্বশাখোক্তবিধিনা।

পূজোপযুক্তনৈবেদ্যং যচ্চ বেদনিরূপিতম্। বক্ষ্যামি সৌম্য তৎ কিঞ্চিদ্ যথাধীতং যথাগমম্ ॥ ৩৬
নবনীতং দধি ক্ষীরং লাজাংশ্চ তিললড্ডুকম্। ইক্ষুমিক্ষুরসং শুক্ল-বর্ণং পক্বগুড়ং মধু ॥ ৩৭
স্বস্তিকং শর্করা শুক্ল-ধান্যস্যাক্ষতমক্ষতম্ ॥ ৩৮
অস্বিন্নশুক্লধান্যস্য পৃথুকং শুক্লমোদকম্। ঘৃতসৈন্ধবসংযুক্তং হবিষ্যান্নং যথোদিতম্ ॥ ৩৯
যবগোধূমচূর্ণানাং পিষ্টকং ঘৃতসংযুতম্। পিষ্টকং স্বস্তিকস্যাপি পক্বরম্ভাফলস্য চ ॥ ৪০
পরমান্নঞ্চ সঘৃতং মিষ্টান্নঞ্চ সুধোপমম্। নারিকেলং তদুদকং কসেরুং মূলমার্দ্রকম্ ॥ ৪১
পক্বরম্ভাফলং চারু শ্রীফলং বদরীফলম্। কালদেশোদ্ভবং চারু ফলং শুক্লঞ্চ সংস্কৃতম্ ॥ ৪২
সুগন্ধং শুক্লপুষ্পঞ্চ সুগন্ধং শুক্লচন্দনম্। নবীনং শুক্লবস্ত্রঞ্চ শঙ্খঞ্চ সুন্দরং মুনে।
মাল্যঞ্চ শুক্লপুষ্পাণাং শুক্লাকারঞ্চ[১] ভূষণম্ ॥ ৪৩
যাদৃশঞ্চ শ্রুতৌ ধ্যানং প্রশস্যং শ্রুতিসুন্দরম্। তন্নিবোধ মহাভাগ ভ্রমভঞ্জনকারণম্ ॥ ৪৪
"সরস্বতীং শুক্লবর্ণাং সস্মিতাং সুমনোহরাম্ ॥ ৪৫
কোটিচন্দ্রপ্রভামুষ্ট-পুষ্টশ্রীযুক্তবিগ্রহাম্। বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং বীণাপুস্তকধারিণীম্ ॥ ৪৬
রত্নসারেন্দ্রনির্ম্মাণ-নবভূষণভূষিতাম্। সুপূজিতাং সুরগণৈ-র্ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ।
বন্দে ভক্ত্যা বন্দিতাঞ্চ মুনীন্দ্রমনুমানবৈঃ ॥" ৪৭
এবং ধ্যাত্বা চ মূলেন সর্ব্বং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ। সংস্তূয় কবচং ধৃত্বা প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভুবি ॥ ৪৮
যেষাঞ্চেয়মিষ্টদেবী তেষাং নিত্যা ক্রিয়া মুনে ॥ ৪৯
বিদ্যারম্ভে চ বর্ষান্তে সর্ব্বেষাং পঞ্চমীদিনে। সর্ব্বোপযুক্তো মূলঞ্চ বৈদিকাষ্টাক্ষরঃ পরঃ ॥ ৫০
যেষাং যেনোপদেশো বা তেষাং স মূল এব চ। সরস্বতী চতুর্থ্যন্তং বহ্নিজায়ান্তমেব চ।
লক্ষ্মীমায়াদিকঞ্চৈব মন্ত্রোঽয়ং কল্পপাদপঃ ॥ ৫১

প্রথমত নিবেদনোপযুক্ত বস্তু দ্বারা গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, শিবা, এই ছয় দেবতাকে পূজা করিবে। তৎপরে অভীষ্ট দেবতার পূজা করিবে; যে ধ্যান বলিতেছি, সেই ধ্যান দ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি দেবীকে ধ্যান করত ঘটে আবাহন করিবে। তাহার পর উক্ত ব্রতাচারী পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া দেবীকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। পূজার উপযুক্ত নৈবেদ্য যাহা যাহা বেদে নিরূপিত হইয়াছে এবং বেদে যেরূপ অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহাই সম্প্রতি বলিতেছি। ৩২-৩৬

নবনীত, দধি, ক্ষীর, লাজ, তিললড্ডুক, ইক্ষু, ইক্ষুরস-সম্ভূত শুক্লবর্ণ পরিপক্ব গুড়, মধু, স্বস্তিক, শর্করা, আতপতণ্ডুল ও শুক্লবর্ণ ধান্যের আতপ তণ্ডুল, আশ্বিন মাসের শুক্লবর্ণ ধান্যের চিপিটক, শুক্ল মোদক, ঘৃত ও সৈন্ধব দ্বারা সংস্কৃত ব্যঞ্জনযুক্ত হবিষ্যান্ন, যব ও গোধূমচূর্ণের ঘৃতসংস্কৃত পিষ্টক, পক্ব রম্ভাফলের পিষ্টক, সঘৃত পরমান্ন, সুধাসদৃশ মিষ্টান্ন, নারিকেল, নারিকেলোদক, বকুলফল, মূলক, আর্দ্রক, পক্ব রম্ভা ফল, মনোহর শ্রীফল, বদরীফল, তত্তদ্দেশকালসুলভ সুস্বাদু শুক্লবর্ণ পক্ব ফল, সুগন্ধি শুক্ল পুষ্প, সুগন্ধি শুক্লচন্দন, নূতন শুক্লবস্ত্র, মনোহর শঙ্খ, শুক্লবর্ণ পুষ্পের মাল্য, হার এবং শুক্ল ভূষণ, এই সমস্ত বস্তু বেদনিরূপিত নিবেদ্য। ৩৭-৪৩

হে মহাভাগ নারদ! বেদে প্রশংসনীয় শ্রুতিসুখবহ ভ্রমভঞ্জনের হেতুভূত সরস্বতী দেবীর যে ধ্যান আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সরস্বতী শুক্লবর্ণা হাস্যযুক্তা এবং মনোহারিণী। তিনি কোটিচন্দ্রের প্রভার ন্যায় প্রভাসম্পন্না। তিনি বহ্নিসদৃশ শুদ্ধবস্ত্রপরিধানা, তিনি হস্তে বীণা ও পুস্তক ধারণ করিতেছেন এবং সারভূত রত্ননির্ম্মিত শ্রেষ্ঠভূষণে বিভূষিতা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি দেবগণ, তাঁহাকে নিরন্তর স্তব করিয়া থাকেন। তাঁহাকে আমি ভক্তিপূর্ব্বক বন্দনা করি—পণ্ডিত ব্যক্তি এইরূপ ধ্যান করত মূলমন্ত্রে সকল দ্রব্য প্রদান করিবে এবং স্তবপাঠ করিয়া কবচ ধারণ করত ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। মুনে! সরস্বতী যাহার ইষ্টদেবী, এইরূপ পূজা তাহার নিত্যক্রিয়া। অন্যান্য সকলেরও বিদ্যারম্ভদিনে এবং বৎসরান্তে মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে তাঁহাকে পূজা করা কর্ত্তব্য। সকলের ব্যবহারোপযুক্ত বৈদিক ষড়ক্ষর মূলমন্ত্র কীর্ত্তিত হইতেছে, গুরু যাহাকে যে মন্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, সেই তাহার মূলমন্ত্র; সরস্বতী এই শব্দকে চতুর্থ্যন্ত করিয়া তাহার পরে বহ্নিজায়া 'স্বাহা' এই শব্দ যোগ করিলে 'সরস্বত্যৈ স্বাহা' এই মন্ত্র হয়। লক্ষ্মী ও মায়াদি শব্দকে এইরূপ চতুর্থ্যন্ত করিয়া, স্বাহা যোগ করিলে 'লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা' 'মায়ায়ৈ স্বাহা' এই মন্ত্র কল্পবৃক্ষতুল্য হয়। ৪৪-৫১

১। শুক্লহারঞ্চ।

পুরা নারায়ণশ্চেমং বাল্মীকায় কৃপানিধিঃ। প্রদদৌ জাহ্নবীতীরে পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ ৫২
ভৃগুর্দদৌ চ শুক্রায় পুষ্করে সূর্য্যপর্ব্বণি ॥ ৫৩
চন্দ্রপর্ব্বণি মারীচো দদৌ বাক্পতয়ে মুদা। ভৃগোশ্চৈব দদৌ তুষ্টো ব্রহ্মা বদরিকাশ্রমে ॥ ৫৪
আস্তিকস্য জরৎকারুর্দদৌ ক্ষীরোদসন্নিধৌ। বিভাণ্ডকো দদৌ মেরৌ ঋষ্যশৃঙ্গায় ধীমতে ॥ ৫৫
শিবঃ কণাদমুনয়ে গৌতমায় দদৌ মুদা। সূর্য্যশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যায় তথা কাত্যায়নায় চ ॥ ৫৬
শেষঃ পাণিনয়ে চৈব ভারদ্বাজায় ধীমতে। দদৌ শাকটায়নায় সুতলে বলিসংসদি ॥ ৫৭
চতুর্লক্ষজপেনৈব মন্ত্রঃ সিদ্ধো ভবেন্নৃণাম্। যদি স্যান্মন্ত্রসিদ্ধো হি বৃহস্পতিসমো ভবেৎ ॥ ৫৮
কবচং শৃণু বিপ্রেন্দ্র যদ্দত্তং ব্রহ্মণা পুরা। বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বজয়ং ভৃগবে গন্ধমাদনে ॥ ৫৯

ভৃগুরুবাচ—

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানবিশারদ। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বজনক সর্ব্বেশ সর্ব্বপূজিত ॥ ৬০
সরস্বত্যাশ্চ কবচং ব্রূহি বিশ্বজয়ং প্রভো। অযাতযামং মন্ত্রাণাং সমূহসংযুতং পরম্ ॥ ৬১

ব্রহ্মোবাচ—

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্ব্বকামদম্। শ্রুতিসারং শ্রুতিসুখং শ্রুত্যুক্তং শ্রুতিপূজিতম্ ॥ ৬২
উক্তং কৃষ্ণেন গোলোকে মহ্যং বৃন্দাবনে বনে। রাসেশ্বরেণ বিভুনা রাসে বৈ রাসমণ্ডলে ॥ ৬৩
অতীবগোপনীয়ঞ্চ কল্পবৃক্ষসমং পরম্। অশ্রুতাদ্ভুতমন্ত্রাণাং সমূহৈশ্চ সমন্বিতম্ ॥ ৬৪
যদ্ধৃত্বা ভগবান্ শুক্রঃ সর্ব্বদৈত্যেষু পূজিতঃ। যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ ব্রহ্মন্ বুদ্ধিমাংশ্চ বৃহস্পতিঃ ॥ ৬৫
পঠনাদ্ধারণাদ্ বাগ্মী কবীন্দ্রো বাল্মীকো মুনিঃ। স্বায়ম্ভুবো মনুশ্চৈব যদ্ধৃত্বা সর্ব্বপূজিতঃ ॥ ৬৬
কণাদো গৌতমঃ কণ্বঃ পাণিনিঃ শাকটায়নঃ। গ্রন্থং চকার যদ্ধৃত্বা দক্ষঃ কাত্যায়নঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৭
ধৃত্বা বেদবিভাগঞ্চ পুরাণান্যখিলানি চ। চকার লীলামাত্রেণ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৮
শাতাতপশ্চ সংবর্ত্তো বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ। যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ গ্রন্থং যাজ্ঞবল্ক্যশ্চকার সঃ ॥ ৬৯
ঋষ্যশৃঙ্গো ভরদ্বাজশ্চাস্তিকো দেবলস্তথা। জৈগীষব্যো যযাতিশ্চ ধৃত্বা সর্ব্বত্র পূজিতাঃ ॥ ৭০
কবচস্যাস্য বিপ্রেন্দ্র ঋষিরেব প্রজাপতিঃ। স্বয়ং ছন্দশ্চ বৃহতী দেবতা শারদাম্বিকা ॥ ৭১

পূর্ব্বে কৃপানিধি নারায়ণ এই পুণ্যক্ষেত্রে ভারতভূমে জাহ্নবীতীরে বাল্মীকিকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন এবং মারীচ পূর্ণিমাতিথিতে বৃহস্পতিকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া, বদরিকাশ্রমে ভৃগুকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছলেন। জরৎকারু মুনি ক্ষীরোদসাগরের সমীপে আস্তীক মুনিকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। বিভাণ্ডক মুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে পর্ব্বতশৃঙ্গে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। হে মুনে! শিব, কণাদ ও গৌতমকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। সূর্য্য, যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়নকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তদেব পাণিনিকে, ভরদ্বাজকে এবং পাতালে বলির সভায় শাকটায়নকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। মনুষ্যগণ চতুর্লক্ষ জপে এই মন্ত্রে সিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তির মন্ত্র সিদ্ধি হয়, সে সর্ব্ববিষয়ে বৃহস্পতিতুল্য হয়। ৫২-৫৮

গন্ধমাদনপর্ব্বতে ব্রহ্মা ভৃগুকে যে বিশ্ববিজয়ী কবচ প্রদান করিয়াছেন, বিপ্রেন্দ্র! সেই কবচের বিষয় শ্রবণ কর। ভৃগু বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বজনক এবং সর্ব্বপূজিত; অতএব প্রভো! আমার সমীপে বিশ্ববিজয়ী মন্ত্রসমূহসংযুক্ত সরস্বতীর কবচ বিশেষরূপে বর্ণন করুন। ৫৯-৬১

ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস ভৃগো! সর্ব্বকামপ্রদ বেদের সারভূত শ্রুতিসুখকর বেদোক্ত এবং শ্রুতিপূজিত সরস্বতী-কবচ বলিতেছি, শ্রবণ কর। গোলোকধামে বৃন্দাবনমধ্যে রাসমণ্ডলে রাসেশ্বর প্রভু কৃষ্ণ আমাকে এই কবচ বলেন। এই কবচ অতি গোপনীয়, কল্পবৃক্ষসদৃশ এবং অশ্রুত ও অদ্ভুত মন্ত্রসমূহযুক্ত। হে ব্রহ্মন্! যে কবচ ধারণ করত শুক্র দৈত্যমধ্যে পূজিত হইয়াছেন, এবং যাহাকে ধারণ ও পাঠ করত বৃহস্পতি বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, বাল্মীকি মুনি এই কবচ পাঠ এবং ধারণ করত বাগ্মী ও কবীন্দ্র হইয়াছেন; স্বায়ম্ভুব মনুও যে কবচ ধারণ করিয়া পূজিত হইয়াছেন; কণাদি, গৌতম, কণ্ব, পাণিনি, শাকটায়ন, দক্ষ ও কাত্যায়ন প্রভৃতি মুনিগণ যে কবচ ধারণ করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; যে কবচ ধারণ করিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অবলীলাক্রমে বেদের বিভাগ ও অখিল পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াছেন; শাতাতপ সম্বর্ত্ত, বশিষ্ঠ, পারশর ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ যে কবচ ধারণ করিয়া পাঠাদি করত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; ঋষ্যশৃঙ্গ, ভরদ্বাজ, আস্তিক, দেবল, জৈগীষব্য ও জাবালি প্রভৃতি ঋষিশ্রেষ্ঠগণ যাহাকে ধারণ করিয়া সকল স্থানে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! সেই কবচের ঋষি স্বয়ং প্রজাপতি;

সর্ব্বতত্ত্বপরিজ্ঞান-সর্ব্বার্থসাধনেষু চ। কবিতাসু চ সর্ব্বাসু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭২
শ্রীং হ্রীং সরস্বত্যৈ স্বাহা শিরো মে পাতু সর্ব্বতঃ। শ্রীং বাগ্দেবতায়ৈ স্বাহা ভালং মে সর্ব্বদাবতু ॥ ৭৩
ওঁ হ্রীং সরস্বত্যৈ স্বাহেতি শ্রোত্রে পাতু নিরন্তরম্।
ওঁ শ্রীং হ্রীং ভগবত্যৈ সরস্বত্যৈ স্বাহা নেত্রযুগ্মং সদাবতু ॥ ৭৪
ঐং হ্রীং বাগ্বাদিন্যৈ স্বাহা নাসাং মে সর্ব্বদাবতু। ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা চোষ্ঠং সদাবতু ॥ ৭৫
ওঁ শ্রীং হ্রীং ব্রাহ্ম্যৈ স্বাহেতি দন্তপঙ্ক্তিং সদাবতু। ঐমিত্যেকাক্ষরো মন্ত্রো মম কণ্ঠং সদাবতু ॥ ৭৬
ওঁ শ্রীং হ্রীং পাতু মে গ্রীবাং স্কন্ধৌ মে শ্রীং সদাবতু। ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা বক্ষঃ সদাবতু ॥ ৭৭
ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিস্বরূপায়ৈ স্বাহা মে পাতু নাভিকাম্। ওঁ হ্রীং ক্লীং বাণ্যৈ স্বাহেতি মম হস্তৌ সদাবতু ॥ ৭৮
ওঁ সর্ব্ববর্ণাত্মিকায়ৈ পাদযুগ্মং সদাবতু। ওঁ বাগধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা সর্ব্বং সদাবতু ॥ ৭৯
ওঁ সর্ব্বকণ্ঠবাসিন্যৈ স্বাহা প্রাচ্যাং সদাবতু। ওঁ সর্ব্বজিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহাগ্নিদিশি রক্ষতু ॥ ৮০
ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং সরস্বত্যৈ বুধজনন্যৈ স্বাহা। সততং মন্ত্ররাজোঽয়ং দক্ষিণে মাং সদাবতু ॥ ৮১
ঐং হ্রীং শ্রীং ত্র্যক্ষরো মন্ত্রো নৈর্ঋত্যাং সর্ব্বদাবতু। ওঁ ঐং জিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহা মাং বারুণেঽবতু ॥ ৮২
ওঁ সর্ব্বাম্বিকায়ৈ স্বাহা বায়ব্যে মাং সদাবতু। ওঁ ঐং শ্রীং ক্লীং গদ্যবাসিন্যৈ স্বাহা মামুত্তরেঽবতু ॥ ৮৩
ঐং সর্ব্বশাস্ত্রবাসিন্যৈ স্বাহেশান্যাং সদাবতু। ওঁ হ্রীং সর্ব্বপূজিতায়ৈ স্বাহা চোর্দ্ধং সদাবতু ॥ ৮৪
হ্রীং পুস্তকবাসিন্যৈ স্বাহাধো মাং সদাবতু। ওঁ গ্রন্থবীজস্বরূপায়ৈ স্বাহা মাং সর্ব্বতোঽবতু ॥ ৮৫
ইতি তে কথিতং বিপ্র ব্রহ্মমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্। ইদং বিশ্বজয়ং নাম কবচং ব্রহ্মরূপকম্ ॥ ৮৬
পুরা শ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রাৎ পর্ব্বতে গন্ধমাদনে। তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥ ৮৭
গুরুমভ্যর্চ্য বিধিবদ্বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ। প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ কবচং ধারয়েৎ সুধীঃ ॥ ৮৮

বৃহতী ছন্দ, শারদা অম্বিকা দেবী দেবতা, সমস্ত তত্ত্বের পরিজ্ঞান বিষয়ে সমস্ত অভিলষিত বিষয়ের সাধনে ও সমস্ত কবিতাতে তাহার বিনিয়োগ। ৬২-৭২

"ওঁ হ্রীং সরস্বত্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার শিরোদেশ রক্ষা করুন; "শ্রীং বাগ্দেবতায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার ললাটদেশ রক্ষা করুন; "ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র নিরন্তর আমার শ্রবণেন্দ্রিয় রক্ষা করুন; "ওঁ শ্রীং হ্রীং ভারত্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার নেত্রদ্বয় রক্ষা করুন; "ঐং হ্রীং বাগ্বাদিন্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র সকল সময়ে আমার নাসিকাযুগল রক্ষা করুন; "ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবতায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র নিয়ত আমার ওষ্ঠ রক্ষা করুন; "ওঁ শ্রীং হ্রীং ব্রাহ্ম্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার দন্তশ্রেণী সর্ব্বদা রক্ষা করুন; "ঐং" এই একাক্ষর মন্ত্র আমার কণ্ঠদেশ সর্ব্বদা রক্ষা করুন, "ওঁ হ্রীং হ্রীং" এই মন্ত্রাত্মক দেবতা আমার গ্রীবাদেশ সর্ব্বদা রক্ষা করুন; "শ্রীং" এই মন্ত্রস্বরূপ দেবতা আমার স্কন্ধদেশ রক্ষা করুন; "হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন; "ওঁ হ্রীং বিদ্যাস্বরূপায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার নাভিদেশ রক্ষা করুন; "ওঁ হ্রীং হ্রীং বাণ্যৈ স্বাহা", এই মন্ত্র সর্ব্বদা সকল সময়ে আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন। "ওঁ সর্ব্ববর্ণাত্মিকায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার পাদযুগল রক্ষা করুন, "ওঁ বাগধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রক্ষা করুন। "ওঁ সর্ব্বকণ্ঠবাসিন্যৈ স্বাহা", এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার পূর্ব্বদেশ রক্ষা করুন, "ওঁ সর্ব্বজিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহা", এই মন্ত্র অগ্নিকোণে সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন। "ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং সরস্বত্যৈ বুধজনন্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র সকল মন্ত্রের রাজাস্বরূপ। এই মন্ত্র আমাকে দক্ষিণদিকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীং শ্রীং" এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র আমাকে নৈর্ঋতকোণে সকল সময়ে রক্ষা করুন; "ওঁ ঐং জিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমাকে পশ্চিমদিকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ সর্ব্বাম্বিকায়ৈ স্বাহা," এই মন্ত্র আমাকে বায়ুকোণে সর্ব্বদা রক্ষা করুন, "ওঁ গদ্যপদ্যবাসিন্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমাকে উত্তরদিকে সর্ব্বদা পালন করুন। "ওঁ সর্ব্বশাস্ত্রবাসিন্যৈ স্বাহা", এই মন্ত্র আমাকে ঈশানকোণে সকল সময়ে রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীং সর্ব্বপূজিতায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমাকে ঊর্দ্ধদেশে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীং পুস্তকবাসিন্যৈ স্বাহা", এই মন্ত্র আমার অধোদেশে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ গ্রন্থবীজরূপায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। ৭৩-৮৫

হে বিপ্র! এই বিশ্বজয়নামক নিখিলমন্ত্রাত্মক কবচ তোমাকে বলিলাম, এই ব্রহ্মস্বরূপ কবচ পূর্ব্বে গন্ধমাদনপর্ব্বতে, ধর্ম্ম-মুখে শ্রুত হইয়াছি। স্নেহবশত তোমাকে বলিলাম; কিন্তু এই কবচ অন্যের নিকট বলা উচিত নহে। ধীমান্ ব্যক্তি প্রথমতঃ গুরুকে নিয়মানুসারে চন্দন ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পূজা করিবে। তৎপরে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এই কবচ ধারণ করিবে। পঞ্চ লক্ষ জপে এই কবচ

গুরুমন্ত্রজপেনৈব সিদ্ধন্তু কবচং ভবেৎ। যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো বৃহস্পতিসমো ভবেৎ ॥ ৮৯
মহাবাগ্মী কবীন্দ্রশ্চ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ। শক্নোতি সর্ব্বং জেতুঞ্চ কবচস্য প্রসাদতঃ ॥ ৯০
ইদঞ্চ কাণ্বশাখোক্তং কবচং কথিতং মুনে। স্তোত্রপূজাবিধানঞ্চ ধ্যানঞ্চ বন্দনং শৃণু ॥ ৯১

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে নবমস্কন্ধে সরস্বতীস্তোত্র-পূজা-কবচাদি-বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

বাগ্দেবতায়াঃ স্তবনং শ্রূয়তাং সর্ব্বকামদম্। মহামুনির্যাজ্ঞবল্ক্যো যেন তুষ্টাব তাং পুরা ॥ ১
গুরুশাপাচ্চ স মুনির্হতবিদ্যো বভূব হ। তদা জগাম দুঃখার্ত্তো রবিস্থানং সুপুণ্যদম্ ॥ ২
সম্প্রাপ্য তপসা সূর্য্যং লোলার্কে দৃষ্টিগোচরে। তুষ্টাব সূর্য্যং শোকেন রুরোদ চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৩
সূর্য্যস্তং পাঠয়ামাস বেদং বেদাঙ্গমীশ্বরঃ। উবাচ স্তৌহি বাগ্দেবীং ভক্ত্যা চ স্মৃতিহেতবে ॥ ৪
তমিত্যুক্ত্বা দীননাথোঽপ্যন্তর্দ্ধানং চকার সঃ। মুনিঃ স্নাত্বা চ তুষ্টাব ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ৫

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ—

কৃপাং কুরু জগন্মাতর্ম্মামেবং হততেজসম্। গুরুশাপাৎ স্মৃতিভ্রষ্টং বিদ্যাহীনঞ্চ দুঃখিতম্ ॥ ৬
জ্ঞানং দেহি স্মৃতিং বিদ্যাং শক্তিং শিষ্যপ্রবোধিনীম্। গ্রন্থকর্তৃত্বশক্তিঞ্চ সুশিষ্যং সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৭
প্রতিভাং সংসভায়াঞ্চ বিচারক্ষমতাং শুভাম্। লুপ্তং সর্ব্বং দৈবযোগান্নবীভূতং পুনঃ কুরু।
যথাঙ্কুরং ভস্মনি চ করোতি দেবতা পুনঃ ॥ ৮
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী। সর্ব্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ ॥ ৯

সিদ্ধ হইবে। কোন ব্যক্তির কবচ সিদ্ধ হইলে, সে বৃহস্পতিতুল্য হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই, এবং সেই সিদ্ধকবচ মহাপুরুষ, মহাবাগ্মী, কবীন্দ্র ও ত্রৈলোক্যবিজয়ী হইয়া কবচের প্রসাদে সমস্ত জয় করিতে সক্ষম হইবে। মুনে। তোমার নিকট কাণ্বশাখোক্ত কবচ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে স্তোত্র, পূজাবিধান, ধ্যান এবং বন্দনা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮৭-৯১

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে সরস্বতীর স্তোত্র-কবচাদিবর্ণনা নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চম অধ্যায়

নারায়ণ বলিলেন, মুনে! যে স্তব দ্বারা পূর্ব্বে মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য দেবীকে স্তব করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ বাগ্দেবীর স্তব বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাজ্ঞবল্ক্য গুরুশাপ বশত বিদ্যাশূন্য হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি দুঃখার্ত্ত হইয়া পুণ্যধাম সূর্য্যসমীপে গমন করিলেন এবং বিশেষরূপে তপস্যা করত সূর্য্যের দর্শনলাভ করিলেন, তাঁহার দর্শন পাইবামাত্র স্তব করিতে লাগিলেন এবং শোকাভিভূত হইয়া পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ সূর্য্যদেব মুনির প্রতি দয়া করিয়া মুনিকে বেদ ও বেদাঙ্গ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, মুনে। তুমি স্মৃতিলাভের নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক বাগ্দেবীকে স্তব কর,—দিননাথ মুনিকে এই কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। মুনি স্নান করত ভক্তিপূর্ব্বক নতমস্তকে সরস্বতীর স্তব করিতে লাগিলেন। ১-৫

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, জগন্মাতঃ! আমি গুরুশাপবশত তেজোহীন স্মরণশক্তিশূন্য এবং বিদ্যাহীন হইয়া নিতান্ত দুঃখসাগরে পতিত হইয়াছি, এ দাসের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করুন। হে বিদ্যাধিষ্ঠাতৃ-দেবতে! আপনি আমাকে জ্ঞান প্রদান করুন, স্মৃতিশক্তি প্রদান করুন, বিদ্যাদান করুন এবং আমাকে শিষ্যপ্রবোধিনী শক্তি প্রদান করুন। গ্রন্থ-কর্তৃত্বশক্তি, সংশিষ্য লাভ, প্রতিভা এবং সংসভাতে উত্তম বিচারক্ষমতা আমাকে এই সমস্তই কৃপাবলোকনে প্রদান করুন, সমস্তই দৈবদুর্বিপাকে লুপ্ত হইয়াছে। অতএব মাতঃ! কৃপা করিয়া সকলশক্তি পুনর্ব্বার নূতনরূপে আমাকে সংক্রামিত করুন। দেবতাগণ

বিসর্গবিন্দুমাত্রাসু যদধিষ্ঠানমেব চ। তদধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ ১০
ব্যাখ্যাস্বরূপা যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাতৃরূপিণী। যয়া বিনা প্রসংখ্যাবান্ সংখ্যাং কর্ত্তুং ন শক্যতে ॥ ১১
কালসংখ্যাস্বরূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ। ভ্রমসিদ্ধান্তরূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ১২
স্মৃতিশক্তিজ্ঞানশক্তি-বুদ্ধিশক্তিস্বরূপিণী। প্রতিভাকল্পনাশক্তি র্যা চ তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৩
সনৎকুমারো ব্রহ্মাণং জ্ঞানং পপ্রচ্ছ যত্র বৈ। বভূব মূকবৎ সোঽপি সিদ্ধান্তং কর্ত্তুমক্ষমঃ ॥ ১৪
তদাজগাম ভগবানাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরঃ। উবাচ স চ তাং স্তৌহি বাণীমিষ্টাং প্রজাপতে ॥ ১৫
স চ তুষ্টাব তাং ব্রহ্মা চাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ। চকার তৎপ্রসাদেন তদা সিদ্ধান্তমুত্তমম্ ॥ ১৬
যদাপ্যনন্তং পপ্রচ্ছ জ্ঞানমেকং বসুন্ধরা। বভূব মূকবৎ সোঽপি সিদ্ধান্তং কর্ত্তুমক্ষমঃ ॥ ১৭
তদা তাং স চ তুষ্টাব সন্ত্রস্তঃ কশ্যপাজ্ঞয়া। ততশ্চকার সিদ্ধান্তং নির্ম্মলং ভ্রমভঞ্জনম্ ॥ ১৮
ব্যাসঃ পুরাণসূত্রঞ্চ পপ্রচ্ছ বাল্মীকিং যদা। মৌনীভূতশ্চ সস্মার ত্বামেব জগদম্বিকাম্ ॥ ১৯
তদা চকার সিদ্ধান্তং ত্বদ্বরেণ মুনীশ্বরঃ। সম্প্রাপ্য নির্ম্মলং জ্ঞানং ভ্রমান্ধধ্বংসদীপকম্ ॥ ২০
পুরাণসূত্রং শ্রুত্বা চ ব্যাসঃ কৃষ্ণকলোদ্ভবঃ। ত্বাং শিবাং বেদ দধ্যৌ চ শতবর্ষঞ্চ পুষ্করে ॥ ২১
তদা ত্বত্তো বরং প্রাপ্য সৎকবীন্দ্রো বভূব হ। তদা বেদবিভাগঞ্চ পুরাণঞ্চ চকার সঃ ॥ ২২
যদা মহেন্দ্রঃ পপ্রচ্ছ তত্ত্বজ্ঞানং সদাশিবম্। ক্ষণং ত্বামেব সঞ্চিন্ত্য তস্মৈ জ্ঞানং দদৌ বিভুঃ ২৩
পপ্রচ্ছ শব্দশাস্ত্রঞ্চ মহেন্দ্রশ্চ বৃহস্পতিম্। দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ স ত্বাং দধ্যৌ চ পুষ্করে ॥ ২৪
তদা ত্বত্তো বরং প্রাপ্য দিব্যবর্ষসহস্রকম্। উবাচ শব্দশাস্ত্রঞ্চ তদর্থঞ্চ সুরেশ্বরম্ ॥ ২৫
অধ্যাপিতাশ্চ যে শিষ্যা যৈরধীতং মুনীশ্বরৈঃ। তে চ ত্বাং পরিসঞ্চিন্ত্য প্রবর্ত্তন্তে সুরেশ্বরীম্ ॥ ২৬
ত্বং সংস্তুতা পূজিতা চ মুনীন্দ্রৈর্মনুমানবৈঃ। দৈত্যেন্দ্রৈশ্চ সুরৈশ্চাপি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ ॥ ২৭

যেরূপ দ্রব্য ভস্ম হইলে, তাহা হইতে পুনর্ব্বার সৃজন করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনিই আমার লুপ্তা শক্তি পুনর্ব্বার আমাতে সৃষ্টি করুন। যিনি পরমব্রহ্মস্বরূপা জ্যোতির্ম্ময়ী সনাতনী এবং সর্ব্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেই বাণীকে আমি নমস্কার করি। বিসর্গ বিন্দু মাত্রা ইত্যাদিতে যাঁহার অবস্থান, সেই দেবী ভারতীকে আমি প্রণাম করি। যিনি গ্রন্থের ব্যাখ্যাস্বরূপা ও ব্যাখ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যাঁহার ব্যবহার ব্যতিরেকে সংখ্যাকর্ত্তা বস্তুর সংখ্যা করিতে সক্ষম হন না, সেই কাল ও সংখ্যাস্বরূপা দেবীকে করযোড়ে প্রণিপাত করিতেছি। যিনি স্মৃতিশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ও বুদ্ধিশক্তিস্বরূপিণী, যিনি কল্পনাশক্তি ও প্রতিভাশক্তিস্বরূপিণী, তাঁহাকে আমি প্রণাম করিতেছি। ৬-১৩

সনৎকুমার এক সময়ে ব্রহ্মাকে জ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না করিয়া জড়সদৃশ হইলেন, কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সে সময়ে তথায় গমন করত প্রজাপতিকে বলিলেন, "তুমি নিরন্তর বাণীকে স্তব কর" ব্রহ্মা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেই ব্যাক্যানুসারে বাণীকে স্তব করত তাঁহার প্রসাদে সেই প্রশ্নের উত্তমরূপে সিদ্ধান্ত করিলেন। এক সময়ে বসুন্ধরা অনন্তদেবকে জ্ঞান বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু অনন্ত বাক্‌শক্তি-বিহীনের ন্যায় সে বিষয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হইলেন না। তৎপরে অনন্ত ভীত হইয়া কশ্যপের আজ্ঞানুসারে সেই সময়ে বাগ্দেবীকে স্তব করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে সেই বসুন্ধরায় ভ্রমনিরাসক নির্ম্মল সিদ্ধান্ত করিলেন। ১৪-১৮

ব্যাস যখন মহর্ষি বাল্মীকিকে পুরাণসূত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন মুনীশ্বর বাল্মীকি ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করত জগদম্বিকাস্বরূপা তোমাকেই স্মরণ করিয়া তোমার বর-মহিমায় সে বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইলেন। তৎপরে কৃষ্ণ-কলা-সম্ভূত ব্যাসদেব পুরাণসূত্রের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া মঙ্গলময়ী আপনাকে জ্ঞাত হইলেন এবং পুষ্করতীর্থে শত বৎসর পর্য্যন্ত আপনাকে নিরন্তর ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাহার পর ব্যাস তোমা হইতে বরলাভ করত কবিশ্রেষ্ঠ হইয়া বেদবিভাগ ও পুরাণাদি প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে মহেন্দ্র সদা-শিবকে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তখন মহাদেব ক্ষণকাল আপনাকেই চিন্তা করিয়া তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। মহেন্দ্র যখন বৃহস্পতিকে শব্দশাস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বৃহস্পতি উত্তর করিতে অসমর্থ হইয়া পুষ্কর তীর্থে দিব্য সহস্র বৎসর আপনাকে ধ্যান করত বরলাভ করিলেন। তৎপরে দিব্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সুরেশ্বরকে শব্দশাস্ত্র ও তাহার সুবিশদ অর্থ বিশেষরূপে বলিলেন। ১৯-২৫

হে সুরেশ্বরি! যে মুনীন্দ্রবর্গ শিষ্যসমূহকে নিয়ত অধ্যয়ন করান এবং যাঁহারা অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা সকলেই আপনাকে চিন্তা করত অধ্যাপনা ও অধ্যয়নকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। দেবি! আপনাকে মুনিগণ, মানবগণ, মনুবর্গ, দৈত্যেন্দ্রকুল, সুরবর্গ ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সকলেই পূজা ও

জড়ীভূতঃ সহস্রাস্যঃ পঞ্চবক্ত্রশ্চতুর্ম্মুখঃ। যাং স্তোতুং কিমহং স্তৌমি তামেকাস্যেন মানবঃ ॥ ২৮
ইত্যুক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ। প্রণনাম নিরাহারো রুরোদ চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ২৯
জ্যোতীরূপা মহামায়া তেন দৃষ্টাপ্যুবাচ তম্। সুকবীন্দ্রো ভবেত্যুক্ত্বা বৈকুণ্ঠঞ্চ জগাম হ ॥ ৩০
যাজ্ঞবল্ক্যকৃতং বাণী-স্তোত্রমেতত্তু যঃ পঠেৎ। স পণ্ডিতশ্চ মেধাবী সুকবীন্দ্রো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৩১

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে নবমস্কন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যকৃত-সরস্বতীস্তোত্র-বর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

সরস্বতী তু বৈকুণ্ঠে স্বয়ং নারায়ণান্তিকে। গঙ্গাশাপেন কলহাৎ কলয়া ভারতে সরিৎ ॥ ১
পুণ্যদা পুণ্যরূপা চ পুণ্যতীর্থস্বরূপিণী। পুণ্যবদ্ভির্নিষেব্যা চ স্থিতিঃ পুণ্যবতাং মুনে ॥ ২
তপস্বিনাং তপোরূপা তপসঃ ফলরূপিণী। কৃতপাপেধ্মদাহায় জ্বলদগ্নিস্বরূপিণী ॥ ৩
জ্ঞানাৎ সরস্বতীতোয়ে মৃতা যে মানবা ভুবি। তেষাং স্থিতিশ্চ বৈকুণ্ঠে সুচিরং হরিসংসদি ॥ ৪
ভারতে কৃতপাপশ্চ স্নাত্বা তত্র চ লীলয়া। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকে বসেচ্চিরম্ ॥ ৫
চাতুর্ম্মাস্যাং পৌর্ণমাস্যামক্ষয়ায়াং দিনক্ষয়ে। ব্যতীপাতে চ গ্রহণেঽন্যস্মিন্ পুণ্যদিনেঽপি চ ॥ ৬
অনুষঙ্গেণ যঃ স্নাতো হেতুনাশ্রদ্ধয়াপি বা। সারূপ্যং লভতে নূনং বৈকুণ্ঠে স হরেরপি ॥ ৭
সরস্বতীমনুং তত্র মাসমেকঞ্চ যো জপেৎ। মহামূর্খঃ কবীন্দ্রশ্চ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮
নিত্যং সরস্বতীতোয়ে যঃ স্নায়াম্মুণ্ডয়েন্নরঃ[১]। ন গর্ভবাসং কুরুতে পুনরেব স মানবঃ ॥ ৯

স্তব করিয়া থাকেন। সহস্রমুখ, পঞ্চমুখ ও চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি সকলেই যাঁহাকে স্তব করিতে গিয়া জড়ীভূত হইয়াছেন, আমি মানব হইয়া তাঁহাকে এক মুখে কিরূপে স্তব করিব? এই কথা বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য ভক্তিপূর্ব্বক নিরাহারে অবনতমস্তকে দেবীকে প্রণাম করত বারংবার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে জ্যোতিঃস্বরূপা সরস্বতী মুনির অলক্ষিতভাবে মুনিকে বলিলেন, "তুমি কবি-কুল-শ্রেষ্ঠ হও" এই কথা বলিয়া বাণী বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। যে ব্যক্তি সংযত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকৃত সরস্বতীস্তোত্র নিরন্তর পাঠ করে, সেই মহাত্মা বাগ্মী ও কবিকুলশ্রেষ্ঠ হইয়া বৃহস্পতি-সদৃশ সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন হয়। মহামূর্খ ও মেধাশূন্য ব্যক্তি, যদি এক বৎসর পর্য্যন্ত এই স্তব নিয়ত পাঠ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি, নিশ্চয় পণ্ডিত, মেধাবী ও সুকবি বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ২৬-৩১

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে যাজ্ঞ্যবল্ক্যকৃত সরস্বতীস্তোত্র বর্ণন নামক
পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! বৈকুণ্ঠধামে সরস্বতী, গঙ্গাসহ কলহ করাতে,—তৎপ্রদত্ত শাপে কলাংশে নদীরূপ ধারণ করত ভারতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। তিনি পুণ্যদাত্রী, পুণ্যোৎপাদনকারিণী এবং পবিত্র তীর্থস্বরূপা; তাঁহাকে পুণ্যবান্ ব্যক্তিরাই নিরন্তর সেবা করিয়া থাকেন। তিনি পুণ্যাত্মাদিগের স্থিতিরূপিণী, তপস্বিগণের তপোরূপা এবং মূর্তিমতী তপস্যা। তিনি মনুষ্যাচরিত পাপরাশি দহন করিতে অদ্বিতীয় অনলরূপিণী। যে সকল মানব সজ্ঞানে সরস্বতীতোয়ে প্রাণত্যাগ করে তাহাদের চিরকাল বৈকুণ্ঠধামে হরির সভায় নিয়ত বাস হয়। এই ভারতের পাপাচারিগণ, সেই সরস্বতীসলিলে, স্নান করত সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, চিরকাল বিষ্ণুলোকে বাস করে। চাতুর্ম্মাস্য, পূর্ণিমা, অক্ষয়া তিথি, ত্র্যহস্পর্শ, দক্ষিণায়ন, ব্যতীপাতযোগ, গ্রহণ এবং অন্যান্য পুণ্যদিবসে যদি কোন ব্যক্তি অবহেলাতেই হউক অথবা শ্রদ্ধাপূর্ব্বকই হউক আনুষঙ্গিক স্নানও করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বৈকুণ্ঠধামে নিশ্চয় হরির সারূপ্য লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সরস্বতী-মন্ত্র এক মাস পর্য্যন্ত নিয়ত জপ করে, সে মহামূর্খ

১। স্নায়াম্মুণ্ডয়েন্নরঃ।

ইত্যেবং কথিতং কিঞ্চিদ্ভারতে গুণকীর্ত্তনম্। সুখদং কামদং সারং ভূয়ঃ কিং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১০

সূত উবাচ—

নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা নারদো মুনিসত্তমঃ। পুনঃ পপ্রচ্ছ সন্দেহমিমং শৌনক সত্বরম্ ॥ ১১

শ্রীনারদ উবাচ—

কথং সরস্বতী দেবী গঙ্গাশাপেন ভারতে। কলয়া কলহেনৈব বভূব পুণ্যদা সরিৎ ॥ ১২
শ্রবণে শ্রুতিসারাণাং বর্দ্ধতে কৌতুকং মম। কথামৃতেন মে তৃপ্তিঃ কেন শ্রেয়সি তৃপ্যতে ॥ ১৩
কথং শশাপ সা গঙ্গা পূজিতাং তাং সরস্বতীম্। সা তু সত্ত্বস্বরূপা যা পুণ্যদা শুভদা সদা ॥ ১৪
তেজস্বিনোর্দ্বয়োর্বাদ-কারণং শ্রুতিসুন্দরম্। সুদুর্লভং পুরাণেষু তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১৫

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি কথামেতাং পুরাতনীম্। যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৬
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী গঙ্গা তিস্রো ভার্য্যা হরেরপি। প্রেম্ণা সমাস্তাস্তিষ্ঠন্তি সততং হরিসন্নিধৌ ॥ ১৭
চকার সৈকদা গঙ্গা বিষ্ণোর্মুখনিরীক্ষণম্। সস্মিতা চ সকামা চ সকটাক্ষং পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮
বিভুর্জহাস তদ্বক্ত্রং নিরীক্ষ্য চ ক্ষণং তদা। ক্ষমাং চকার তদ্দৃষ্ট্বা লক্ষ্মীর্নৈব সরস্বতী ॥ ১৯
বোধয়ামাস পদ্মা তাং সত্ত্বরূপা চ সস্মিতা। ক্রোধাবিষ্টা চ সা বাণী ন চ শান্তা বভূব হ ॥ ২০
উবাচ বাণী ভর্ত্তারং রক্তাস্যা রক্তলোচনা। কম্পিতা কামবেগেন শশ্বৎ প্রস্ফুরিতাধরা ॥ ২১

সরস্বত্যুবাচ—

সর্ব্বত্র সমতা বুদ্ধিঃ সদ্ভর্ত্তুঃ কামিনীং প্রতি। ধর্ম্মিষ্ঠস্য বরিষ্ঠস্য বিপরীতা খলস্য চ ॥ ২২
জ্ঞাতং সৌভাগ্যমধিকং গঙ্গায়াং তে গদাধর। কমলায়াঞ্চ তত্তুল্যং ন চ কিঞ্চিন্ময়ি প্রভো ॥ ২৩
গঙ্গায়াঃ পদ্ময়া সার্দ্ধং প্রীতিশ্চাস্তি সুসম্মতা। ক্ষমাঞ্চকার তেনেদং বিপরীতং হরিপ্রিয়া ॥ ২৪

হইলেও কবিকুলচূড়ামণি হইবে, তাহার সংশয়মাত্র নাই। যে ব্যক্তি মুণ্ডিত হইয়া সরস্বতী-তোয়ে নিত্য স্নান করে, সে ব্যক্তির পুনর্ব্বার গর্ভবাসঃযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। এইরূপে সুখপ্রদা, মোক্ষপ্রদা এবং সারভূতা ভারতীয় কিঞ্চিৎ গুণকীর্ত্তন করিলাম। পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? সূত কহিলেন, হে শৌনক! নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিসত্তম নারদ সন্দেহ-ভঞ্জনের নিমিত্ত পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। ১-১২

নারদ বলিলেন, দেবী সরস্বতী, কলহবশত গঙ্গাশাপে নিজ অংশে পবিত্রতাদায়িনী নদীরূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণা হইলেন কিরূপে? শ্রুতির সারভূত এই বাক্য শ্রবণ করিতে আমার কৌতূহল বৃদ্ধি হইতেছে; এই অমৃতময় কথা নিরন্তর শ্রবণ করিয়াও আমার তৃপ্তি হইতেছে না, অথবা শ্রেয়োলাভে কে পরিতৃপ্ত হইতে সমর্থ হয়? শান্তস্বভাবা সত্ত্বস্বরূপা পুণ্যদায়িনী সর্ব্বদাত্রী গঙ্গা, জগৎপূজিতা সরস্বতীকে শাপই বা প্রদান করিলেন কেন? এবং সেই তেজস্বিনীদ্বয়ের শ্রুতিসুন্দর পুরাণ-দুর্লভ কলহের কারণ কি? এই সমস্তই আমাকে অনুগ্রহপূর্বক বলুন। ১৩-১৫

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! যাহার স্মরণমাত্রে পাপরাশি দূরীভূত হয়, সেই প্রাচীন কথা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা, হরির এই তিনটী ভার্য্যা; তাঁহারা প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া নিয়ত হরির নিকটে অবস্থান করেন। এক সময়ে গঙ্গা অভিলাষিণী হইয়া সহাস্যবদনে পুনঃপুনঃ হরির মুখপানে সকটাক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু ঐ সময়ে হরিও গঙ্গার মুখ দর্শন করিয়া আনন্দের সহিত কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন, সেই ভাব দর্শন করিয়া দেবী লক্ষ্মী ক্ষমা করিলেও সরস্বতীর তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। সত্ত্বস্বরূপিণী হাস্যবদনা লক্ষ্মী তাঁহাকে বিশেষরূপে প্রবোধ বাক্য বলিলেন বটে, কিন্তু ক্রোধ-পরবশা সরস্বতী তাহাতে শান্তভাব অবলম্বন করিলেন না। ক্ষণকাল মধ্যেই তাঁহার বদন ও নয়ন আরক্ত হইল এবং শরীর ও অধর, কোপের আবেশে নিরন্তর কম্পিত হইতে লাগিল; তিনি ক্রুদ্ধা হইয়া গঙ্গা ও স্বামী হরিকে বলিলেন। ১৬-২১

স্বামী সৎ, ধার্ম্মিক ও শ্রেষ্ঠ হইলে, তাহার সকল স্ত্রীর প্রতিই সমতাবুদ্ধি হয়; কিন্তু খল হইলে তাহার বিপরীত হয়। প্রভো! গদাধর! আমি জানিতে পারিলাম, আপনার গঙ্গার প্রতিই অধিক প্রণয়, লক্ষ্মীর প্রতিও তদ্রূপ, আমাতে আপনার প্রণয়ের লেশমাত্রও নাই; গঙ্গার ও লক্ষ্মীর সহিত অত্যন্ত প্রণয় আছে বলিয়া লক্ষ্মী এইরূপ ভাব দর্শন করিয়াও ক্ষমা করিলেন; আমি নিতান্ত দুর্ভাগিনী, আমার

কিং জীবনেন মেঽত্রৈব দুর্ভগায়াশ্চ সাম্প্রতম্। নিষ্ফলং জীবনং তস্যা যা পত্যুঃ প্রেমবঞ্চিতা। ২৫
ত্বাং সর্ব্বে সত্ত্বরূপঞ্চ যে বদন্তি মনীষিণঃ। তে চ মূর্খা ন বেদজ্ঞা ন জানন্তি মতিং তব। ২৬
সরস্বতীবচঃ শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা তাং কোপসংযুতাম্। মনসা চ সমালোচ্য স জগাম বহিঃসভাম্। ২৭
গতে নারায়ণে গঙ্গামুবাচ নির্ভয়ং রুষা। বাগধিষ্ঠাতৃদেবী সা বাক্যং শ্রবণদুষ্করম্। ২৮
হে নির্লজ্জে হে সকামে স্বামিগর্ব্বং করোষি কিম্। অধিকং স্বামিসৌভাগ্যং বিজ্ঞাপয়িতুমিচ্ছসি। ২৯
মানচূর্ণং করিষ্যামি তবাদ্য হরিসন্নিধৌ। কিং করিষ্যতি তে কান্তো মমৈবং কান্তবল্লভে। ৩০
ইত্যেবমুক্ত্বা গঙ্গায়াঃ কেশং গ্রহীতুমুদ্যতা। বারয়ামাস তাং পদ্মা মধ্যদেশং সমাশ্রিতা। ৩১
শশাপ বাণী তাং পদ্মাং মহাবলবতী সতী। বৃক্ষরূপা সরিদ্রূপা ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ। ৩২
বিপরীতং যতো দৃষ্ট্বা কিঞ্চিন্নো বক্তুমর্হসি। সন্তিষ্ঠসি সভামধ্যে যথা বৃক্ষো যথা সরিৎ। ৩৩
শাপং শ্রুত্বা তু সা দেবী ন শশাপ চুকোপ হ। তত্রৈব দুঃখিতা তস্থৌ বাণীং ধৃত্বা করেণ চ। ৩৪
অত্যুন্নতাং তু তাং দৃষ্ট্বা কোপপ্রস্ফুরিতাধরাম্। উবাচ গঙ্গা তাং দেবীং পদ্মাক্ষারক্তলোচনাম্। ৩৫

শ্রীগঙ্গোবাচ—

ত্বমুৎসৃজ মহোগ্রাঞ্চ পদ্মে কিং মে করিষ্যতি। দুঃশীলা মুখরা নষ্টা নিত্যং বাচালরূপিণী।
বাগধিষ্ঠাত্রী দেবীয়ং সততং কলহপ্রিয়া। ৩৬
যাবতী যোগ্যতা চাস্যা যাবতী শক্তিরেব চ। তথা করোতু বাদঞ্চ ময়া সার্দ্ধঞ্চ দুর্ম্মুখী। ৩৭
স্ববলং মন্মম বলং বিজ্ঞাপয়িতুমিচ্ছতি। জানন্তু সর্ব্বে হ্যুভয়োঃ প্রভাবং বিক্রমং সতি। ৩৮
ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী বাণ্যৈ শাপং দদাবিতি। সরিৎস্বরূপা ভবতু সা যা ত্বাঞ্চ শশাপ হ। ৩৯
অধোমর্ত্ত্যং সা প্রয়াতু সন্তি যত্রৈব পাপিনঃ। কলৌ তেষাঞ্চ পাপানি গ্রহীষ্যতি ন সংশয়ঃ। ৪০
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা তাং শশাপ সরস্বতী। ত্বমেব যাস্যসি মহীং পাপিপাপং লভিষ্যসি। ৪১
এতস্মিন্নন্তরে তত্র ভগবানাজগাম হ। চতুর্ভুজশ্চতুর্ভিশ্চ পার্ষদৈশ্চ চতুর্ভুজৈঃ। ৪২
সরস্বতীং করে ধৃত্বা বাসয়ামাস বক্ষসি। বোধয়ামাস সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞানং পুরাতনম্। ৪৩

জীবনে প্রয়োজন কি? যে স্ত্রী পতির প্রেমে বঞ্চিতা, তাহার জীবনধারণ নিষ্ফল। যে মনীষিগণ তোমাকে সর্ব্বেশ ও সত্ত্বস্বরূপ বলে, তাহারা নিতান্ত মূর্খ, বেদমর্ম্ম ও তোমার বুদ্ধি-বৃত্তি কিছুই তাহারা জানে না। নারায়ণ, সরস্বতীর বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে কুপিতা বোধ করিলেন। তৎপরে মনে মনে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া সভার বহির্ভাগে গমন করিলেন। নারায়ণ গমন করিলে, গঙ্গাদেবীও ক্রোধান্ধা হইয়া নির্ভয়চিত্তে সরস্বতী দেবীর ন্যায় শ্রুতিদুঃসহ বাক্যে ভর্ৎসনা করত বলিতে লাগিলেন, "রে নির্লজ্জে! রে সকামে! তুই কি স্বামী ভালবাসেন বলিয়া গর্ব্ব করিতেছিস্? কিম্বা তোর প্রতি স্বামীর অধিক প্রেম বলিয়া লোকসমাজে জানাইতেছিস? রে কান্তপ্রণয়িনি! হরির নিকটেই অদ্য তোর মান আমি নিশ্চয় চূর্ণ করিব। দেখি তোমার কান্ত আমার কি করিতে পারেন। ২২-৩০

গঙ্গা এই কথা বলিলে সরস্বতী তাঁহার কেশ ধরিতে উদ্যতা হইলে, সতী লক্ষ্মী মধ্যস্থিতা হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। কিন্তু সরস্বতী অত্যন্ত কুপিতা হইয়া পদ্মাকে শাপপ্রদান করিলেন, যেহেতু তুমি এইরূপ বিপরীত ভাব দর্শন করত কাহাকেও কিছু না বলিয়া সভামধ্যে বৃক্ষ ও নদীর ন্যায় নির্ব্বাক্ হইয়া অবস্থান করিতেছ, অতএব তুমি নিশ্চয় বৃক্ষরূপা ও নদীরূপা হইবে। পদ্মাদেবী শাপবাক্য শ্রবণ করিয়াও প্রতিশাপ প্রদান এবং কোপ না করিয়া, বাণীকে হস্ত দ্বারা ধারণ করত, সেই সভামধ্যেই দুঃখিতা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। গঙ্গা, পদ্মলোচনা সরস্বতীকে দর্শন করিয়া ক্রোধে আরক্তনেত্রা হইয়া লক্ষ্মীকে বলিলেন, কমলে! উগ্রস্বভাবা সরস্বতীর হস্ত পরিত্যাগ কর, কলহ-প্রিয়া দুষ্টভাষিণী এই বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার কিছুই করিতে পারিবে না; ঐ দুর্ম্মুখীর যত শক্তি ও যত ক্ষমতা থাকে, আমার সহিত বিবাদ করুক। নিজের বল ও আমার বল লোকদিগকে জানাইতে ইচ্ছা করিতেছে।—সতি! কমলে! অদ্য সকলেই উভয়ের প্রভাব ও পরাক্রম জানুক। এই কথা বলিয়া দেবী গঙ্গা বাণীকে এই অভিশাপ দিলেন।—তোমাকে যে শাপ দিয়াছে, সেই সরস্বতীও স্বয়ং নদীস্বরূপা হইবে; গঙ্গা কমলাকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন। আর বলিলেন, যে স্থানে পাপিগণ নিরন্তর বাস করে, সেই অধোদেশে মর্ত্ত্যে গমন করিয়া নিশ্চয় পাপীদিগের পাপাংশ লাভ করিবে।—এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সরস্বতী, তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন; তুমিও ধরাতলে নদীরূপে গমন করত পাপীদিগের পাপভার লাভ করিবে। এই অবসরে ভগবান্ চতুর্ভুজশালী পরিষদবর্গের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সরস্বতীর কর ধারণ করত স্বীয় বক্ষে স্থাপন করিলেন এবং সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তাঁহাকে পুরাতন ও

শ্রুত্বা রহস্যং তাসাঞ্চ শাপস্য কলহস্য চ। উবাচ দুঃখিতাস্তাশ্চ বাচং সাময়িকীং বিভুঃ ॥ ৪৪

শ্রীভগবানুবাচ—

লক্ষ্মি ত্বং কলয়া গচ্ছ ধর্ম্মধ্বজগৃহং শুভে। অযোনিসম্ভবা ভূমৌ তস্য কন্যা ভবিষ্যসি ॥ ৪৫
তত্রৈব দৈবদোষেণ বৃক্ষত্বঞ্চ লভিষ্যসি ॥ ৪৬
মদংশস্যাসুরস্যৈব শঙ্খচূড়স্য কামিনী। ভূত্বা পশ্চাচ্চ মৎপত্নী ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭
ত্রৈলোক্যপাবনী নাম্না তুলসীতি চ ভারতে। কলয়া চ সরিদ্ভাবং শীঘ্রং গচ্ছ বরাননে।
ভারতং ভারতীশাপান্নাম্না পদ্মাবতী ভব ॥ ৪৮
গঙ্গে যাস্যসি পশ্চাত্ত্বমংশেন বিশ্বপাবনী। ভারতং ভারতীশাপাৎ পাপদাহায় পাপিনাম্ ॥ ৪৯
ভগীরথস্য তপসা তেন নীতা সুকল্পিতে। নাম্না ভাগীরথী পূতা ভবিষ্যসি মহীতলে ॥ ৫০
মদংশস্য সমুদ্রস্য জায়া জায়ে মমাজ্ঞয়া। মৎকলাংশস্য ভূপস্য শান্তনোশ্চ সুরেশ্বরি ॥ ৫১
গঙ্গাশাপেন কলয়া ভারতং গচ্ছ ভারতি। কলহস্য ফলং ভুঙ্‌ক্ষ্ব সপত্নীভ্যাং সহাচ্যুতে ॥ ৫২
স্বয়ঞ্চ ব্রহ্মসদনে ব্রহ্মণঃ কামিনী ভব। গঙ্গা যাতু শিবস্থানমত্র পদ্মৈব তিষ্ঠতু ॥ ৫৩
শান্তা চ ক্রোধরহিতা মদ্ভক্তা সত্ত্বরূপিণী। মহাসাধ্বী মহাভাগা সুশীলা ধর্ম্মচারিণী ॥ ৫৪
যদংশকলা সর্ব্বা ধর্ম্মিষ্ঠাশ্চ পতিব্রতাঃ। শান্তরূপাঃ সুশীলাশ্চ প্রতিবিশ্বেষু পূজিতাঃ ॥ ৫৫
তিস্রো ভার্য্যাস্ত্রিশীলাশ্চ ত্রয়ো ভৃত্যাশ্চ বান্ধবাঃ। ধ্রুবং বেদবিরুদ্ধাশ্চ ন হ্যেতে মঙ্গলপ্রদাঃ ॥ ৫৬
স্ত্রী পুংবচ্চ গৃহে যেষাং গৃহিণাং স্ত্রীবশঃ পুমান্। নিষ্ফলঞ্চ জন্ম তেষামশুভঞ্চ পদে পদে ॥ ৫৭
মুখেদুষ্টা যোনিদুষ্টা যস্য স্ত্রী কলহপ্রিয়া। অরণ্যং তেন গন্তব্যং মহারণ্যং গৃহাদ্বরম্ ॥ ৫৮
জলানাঞ্চ স্থলানাঞ্চ ফলানাং প্রাপ্তিরেব চ। সততং সুলভা তত্র ন তেষাং গৃহ এব চ ॥ ৫৯
বরমগ্নৌ স্থিতির্হিংস্র-জন্তূনাং সন্নিধৌ সুখম্। ততোঽপি দুঃখং পুংসাঞ্চ দুষ্টস্ত্রীসন্নিধৌ ধ্রুবম্ ॥ ৬০
ব্যাধিজ্বালা বিষজ্বালা বরং পুংসাং বরাননে। দুষ্টস্ত্রীণাং মুখজ্বালা মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৬১

সর্ব্বজ্ঞানরাশি-পূর্ণ বাক্যে উপদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহাদের কলহ ও শাপের গূঢ় বিষয় শ্রবণ করিয়া সকলেই দুঃখিত হইলেন এবং ভগবান্ সময়োচিত বাক্যে বলিতে লাগিলেন—শুভে। লক্ষ্মি! তুমি পৃথিবীতে কলারূপে ধর্ম্মধ্বজের গৃহে গমন করত অযোনি-সম্ভবা হইয়া তাহার কন্যারূপে অবতীর্ণা হইবে; সেই ধর্ম্মধ্বজরাজের গৃহেই দৈব-দুর্বিপাকে তুমি বৃক্ষত্ব লাভ করিবে। আমার অংশ-সম্ভূত শঙ্খচূড় নামে অসুরের পত্নী হইয়া পরে নিশ্চয়ই আমার পত্নী হইবে, এই ভারতে তোমার নাম ত্রৈলোক্যপাবনী তুলসী বলিয়া খ্যাত হইবে। বরাননে লক্ষ্মি! তুমি ভারতীর শাপপ্রভাবে অংশে নদীরূপ ধারণ করত শীঘ্র ভারতভূমে গমন করিয়া পদ্মাবতী নামে অবতীর্ণা হও। গঙ্গে! পশ্চাৎ তুমিও ভারতীর শাপবশত অংশরূপে বিশ্বপাবনী হইয়া পাপীদিগের পাপরাশি ভস্মসাৎ করিবার নিমিত্ত ভারতে অবতীর্ণা হইবে। ভগীরথ কঠোর তপস্যাবলে তোমাকে ভূতলে অবতীর্ণা করিবে; সেইজন্য তোমার পবিত্র ভাগীরথী নাম ভূমণ্ডলে খ্যাত হইবে। হে প্রিয়ে। সুরেশ্বরি। তুমি আমার আজ্ঞানুসারে ভূতলে গমন করত আমার অংশভূত সমুদ্রের এবং অংশের অংশসম্ভূত শান্তনুরাজার সহধর্ম্মিণী হইয়া কিছুকাল অবস্থান কর। ৩১-৫১

অসহ্যশীলে। ভারতি! তুমিও গঙ্গার শাপ-বশত অংশরূপে ভারতে গমন করিয়া সপত্নীসহ কলহের ফলভোগ কর এবং স্বয়ং ব্রহ্মার সহিত গমন করত তাঁহার সহধর্ম্মিণী হও। গঙ্গাও শিব-সমীপে গমন করুন। পদ্মা! তুমি এই স্থানেই থাক; কারণ, তুমি শান্তস্বভাবা, ক্রোধরহিতা, আমার প্রতি ভক্তিনিরতা, সত্ত্বরূপিণী, মহাসাধ্বী, মহাভাগ্যশালিনী, সুশীলা ও ধর্ম্মচারিণী। সমস্ত জগতে স্ত্রীসকল তোমার অংশের অংশে উৎপন্ন হইলে, ধর্ম্মিষ্ঠা পতিব্রতা শান্ত-স্বভাবা ও সুশীলা হয়। তিন ভার্য্যা, তিন গৃহ, তিন ভৃত্য ও তিন বান্ধব সর্ব্বত্রই অশুভপ্রদ এবং বেদ-বিরুদ্ধ। যাহাদের গৃহে স্ত্রী পুরুষতুল্য এবং পুরুষ স্ত্রীর বশীভূত, তাহাদের জন্ম নিষ্ফল এবং পদে পদে অমঙ্গল হয়। যাহার স্ত্রী কটুভাষিণী ব্যভিচারিণী ও কলহপ্রিয়া হয়, তাহার পক্ষে অরণ্যবাসই শ্রেয়স্কর; কারণ, তাহার গৃহ মহাঅরণ্য-তুল্য, কিংবা ততোধিক। অরণ্যে বরং জল, আবাস স্থান ও ফল সমস্তই পাওয়া যায়, কিন্তু সেই দুষ্টভাষিণী স্ত্রী-যুক্ত গৃহে কোন বস্তুই পাওয়া যায় না। পুরুষদিগের দুঃখজনক দুষ্টা স্ত্রীর নিকটে বাস অপেক্ষা অগ্নিতে বাস অথবা হিংস্র জন্তুর সমীপে বাসও শ্রেয়ঃ। ৫২-৬০

বরাননে। পুরুষদিগের ব্যাধি-যন্ত্রণা এবং বিষ-যন্ত্রণাও বরং সহ্য হয়, কিন্তু দুষ্টা স্ত্রীর বাক্য-যন্ত্রণা মৃত্যু-যন্ত্রণাকেও অতিক্রম করে। স্ত্রীপরাজিত পুরুষের জীবন-ধারণ নিষ্ফল, কোন কার্য্য যত্নপূর্ব্বক

পুংসাঞ্চ স্ত্রীজিতানাঞ্চ তস্মাত্তং শৌচমধ্রুবম্। যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ॥ ৬২
নিন্দিতোঽত্র পরত্রৈব সর্ব্বত্র নরকং ব্রজেৎ। যশঃকীর্ত্তিবিহীনো যো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥ ৬৩
বহ্বীনাঞ্চ সপত্নীনাং নৈকত্র শ্রেয়সে স্থিতিঃ। একভার্য্যঃ সুখী নৈব বহুভার্য্যঃ কদাচন॥ ৬৪
গচ্ছ গঙ্গে শিবস্থানং ব্রহ্মস্থানং সরস্বতি। অত্র তিষ্ঠতু মদ্গেহে সুশীলা কমলালয়া॥ ৬৫
সুসাধ্যা যস্য পত্নী চ সুশীলা চ পতিব্রতা। ইহ স্বর্গে সুখং তস্য ধর্মো মোক্ষঃ পরত্র চ॥ ৬৬
পতিব্রতা যস্য পত্নী স চ মুক্তঃ শুচিঃ সুখী। জীবন্মৃতোঽশুচির্দুঃখী দুঃশীলা পতিরেব চ॥ ৬৭

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে লক্ষ্মীগঙ্গাসরস্বতীনাং
ভূলোকাবতার-বর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

নারায়ণ উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথো বিররাম চ নারদ। অতীব রুরুদুর্দেব্যঃ সমালিঙ্গ্য পরস্পরম্॥ ১
তাশ্চ সর্ব্বাঃ সমালোক্য ক্রমেণোচুস্তদেশ্বরম্। কম্পিতাঃ সাশ্রুনেত্রাশ্চ শোকেন চ ভয়েন চ॥ ২

সরস্বত্যুবাচ—

বিশাপং দেহি হে নাথ দুষ্টমাজন্মশোচনম্। সৎস্বামিনা পরিত্যক্তাঃ কুতো জীবন্তি তাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৩
দেহত্যাগং করিষ্যামি যোগেন ভারতে ধ্রুবম্। অত্যুন্নতো হি নিয়তং পাতুমর্হতি নিশ্চিতম্॥ ৪

করিলেও তাহার ফলভোগ হয় না, সে ব্যক্তি সকল স্থানেই নিন্দাভাজন হয় এবং পরলোকেও নরকগামী হয়। যশ এবং কীর্ত্তিশূন্য ব্যক্তি জীবনধারণ করিয়াও মৃততুল্য। বহু সপত্নীর একত্রে অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত নহে, যখন এক ভার্য্যা থাকিলেই প্রায় সুখী হওয়া যায় না, তখন বহু পত্নী থাকিলে যে কোন-রূপেই সুখী হইতে পারিবে না, তাহাতে আর সন্দেহ কি? গঙ্গে। তুমি শিবসমীপে গমন কর; সরস্বতি। তুমিও ব্রহ্মার সমীপে গমন কর; কিন্তু সুশীলা কমলা আমার গৃহেই অবস্থান করুন। যাহার পত্নী বশীভূতা, সুশীলা ও পতিব্রতা হয়, ইহলোকেই তাহার স্বর্গ-সুখ ভোগ হয়, এবং পরকালে ধর্ম্ম ও মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। যাহার পত্নী পতিব্রতা, সেই মহাত্মা সর্ব্বদা মুক্ত পবিত্র ও সুখী এবং যে ব্যক্তি দুঃশীলা পত্নীর পতি, সে সর্ব্বদা অপবিত্র ও দুঃখী হইয়া জীবন্মৃতবৎ হয়। ৬১-৬৭

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে লক্ষ্মী, গঙ্গা ও সরস্বতীর ভূলোকে অবতরণ নামক
ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ। জগৎপতি এই কথা বলিয়া বিরত হইলে গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী পরস্পর আলিঙ্গন করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভবিষ্যদ্বিষয়ের আলোচনা করত ভয় এবং শোকে কম্পিত হইয়া সাশ্রুনেত্রে ঈশ্বর নারায়ণকে ক্রমে বলিতে লাগিলেন। সরস্বতী বলিলেন, নাথ। এইরূপ ভাবে অবস্থান আমার পক্ষে আজন্ম ক্লেশকর; অতএব আপনি আমাকে প্রাণত্যাগকর শাপ প্রদান করুন। কোন্ স্ত্রী সৎ স্বামীর ত্যাজ্যা হইয়া কোথায় বাঁচিয়া আছে? আমি ভারতভূমে গমন করিয়া যোগাবলম্বনে নিশ্চয় দেহত্যাগ করিব, যেহেতু অতি উন্নত হইলে, তাহার শীঘ্র পতন হয়। ১-৪

গঙ্গোবাচ—

অহং কেনাপরাধেন ত্বয়া ত্যক্তা জগৎপতে। দেহত্যাগং করিষ্যামি নির্দ্দোষায়া বধং লভ ॥ ৫
নির্দ্দোষকামিনীত্যাগং করোতি যো নরো ভুবি। স যাতি নরকং ঘোরং কিন্তু সর্ব্বেশ্বরোঽপি বা ॥ ৬

পদ্মোবাচ—

নাথ সত্ত্বস্বরূপস্ত্বং কোপঃ কথমহো তব। প্রসাদং কুরু ভার্য্যে দ্বে সদীশস্য ক্ষমা বরা ॥ ৭
ভারতে ভারতীশাপাদ্ যাস্যামি কলয়া হ্যহম্। কিয়ৎকালং স্থিতিস্তত্র কদা দ্রক্ষ্যামি তে পদম্ ॥ ৮
দাস্যন্তি পাপিনঃ পাপং সদ্যঃ স্নানাবগাহনাৎ। কেন তেন বিমুক্তাহমাগমিষ্যামি তে পদম্ ॥ ৯
কলয়া তুলসীরূপং ধর্ম্মধ্বজসুতা সতী। ভূত্বা কদা লভিষ্যামি ত্বৎপাদাম্বুজমচ্যুত ॥ ১০
বৃক্ষরূপা ভবিষ্যামি ত্বদধিষ্ঠাতৃদেবতা। সমুদ্ধরিষ্যসি কদা তন্মে ব্রূহি কৃপানিধে ॥ ১১
গঙ্গা সরস্বতীশাপাৎ যদি যাস্যতি ভারতে। শাপেন মুক্তা পাপাচ্চ কদা ত্বাঞ্চ লভিষ্যতি ॥ ১২
গঙ্গাশাপেন বা বাণী যদি যাস্যতি ভারতম্। কদা শাপাদ্ বিনির্ম্মুচ্য লভিষ্যতি পদং তব ॥ ১৩
তাং বাণীং ব্রহ্মসদনং গঙ্গাং বা শিবমন্দিরম্। গন্তুং বদসি হে নাথ তৎ ক্ষমস্ব চ তে বচঃ ॥ ১৪
ইত্যুক্ত্বা কমলা কান্তপদং ধৃত্বা ননাম সা। স্বকেশৈর্বেষ্টনং কৃত্বা রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৫
"উবাচ পদ্মনাভস্তাং পদ্মাং কৃত্বা স্ববক্ষসি। ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যো ভক্তানুগ্রহকাতরঃ ॥"

শ্রীভগবানুবাচ—

ত্বদ্বাক্যমাচরিষ্যামি স্ববাক্যঞ্চ সুরেশ্বরি। সমতাঞ্চ করিষ্যামি শৃণু ত্বং কমলেক্ষণে ॥ ১৬
ভারতী যাতু কলয়া সরিদ্রূপা চ ভারতে। অর্দ্ধা সা ব্রহ্মসদনং স্বয়ং তিষ্ঠতু মদ্গৃহে ॥ ১৭
ভগীরথেন সা নীতা গঙ্গা যাস্যতি ভারতে। পূতং কর্ত্তুং ত্রিভুবনং স্বয়ং তিষ্ঠতু মদ্গৃহে ॥ ১৮
তত্রৈব চন্দ্রমৌলেশ্চ মৌলিং প্রাপ্স্যতি দুর্ল্লভম্। ততঃ স্বভাবতঃ পূতাপ্যতিপূতা ভবিষ্যতি ॥ ১৯
কলাংশাংশেন গচ্ছ ত্বং ভারতে বামলোচনে। পদ্মাবতীসরিদ্রূপা তুলসীবৃক্ষরূপিণী ॥ ২০

গঙ্গা বলিলেন, হে জগৎপতে! আমাকে কোন্ অপরাধে আপনি পরিত্যাগ করিতেছেন? আমি নিশ্চয় দেহত্যাগ করিব, তাহা হইলে আপনার নিরপরাধিনীর বধভাগী হইতে হইবে। এই সংসারে নির্দ্দোষ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে সর্ব্বেশ্বরকেও কল্পান্তপর্য্যন্ত নরক ভোগ করিতে হয়। পদ্মা বলিলেন, নাথ! আপনি সত্ত্বস্বরূপ; অতএব আপনার ক্রোধের উদ্রেক হওয়া অত্যাশ্চর্য্যের বিষয়, আপনি ভার্য্যাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন; যেহেতু সৎস্বামীর ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য। ভারতীর শাপপ্রভাবে ভারতেই কলারূপে অবতীর্ণা হইব; কিন্তু সেই স্থানে কতকাল থাকিতে হইবে? এবং কোন্ সময়ে পুনর্ব্বার আপনার পাদপদ্ম দেখিতে পাইব? পাপিগণ, স্নান এবং অবগাহন দ্বারা পাপরাশি আমাতেই অর্পণ করিবে, কিন্তু কোন্ উপায়ে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করত আপনার সমীপে আগমন করিতে পারিব? হে অচ্যুত! অংশরূপে তুলসীস্বরূপা হইয়া এবং ধর্ম্মধ্বজরাজের তনয়া হইয়া কোন্ সময়ে আপনার পাদপদ্ম লাভ করিব? ৫-১০

হে কৃপাময়! আমি বৃক্ষরূপে অবতীর্ণা হইয়া তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইব, কিন্তু কোন্ সময়ে আমাকে উদ্ধার করিবেন, তাহাই আমাকে বলুন। গঙ্গা সরস্বতী-শাপে যদি ভারতে গমন করে, তাহা হইলে শাপ ও পাপরাশি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কোন্ সময়ে আপনাকে প্রাপ্ত হইবে? এবং গঙ্গাশাপে বাণী যদি ভারতভূমিতে গমন করে, তবে কোন্ সময়ে সেই শাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আপনার পাদপদ্ম লাভ করিবে? হে নাথ! আপনি বাণীকে ব্রহ্মসমীপে এবং গঙ্গাকে শিবসমীপে গমন করিতে আদেশ করিতেছেন, কিন্তু অনুগ্রহপূর্ব্বক সেইটী ক্ষমা করুন, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। এই কথা বলিয়া কমলা প্রাণকান্তের চরণযুগল ধারণ করত বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন, এবং স্বীয় কেশ দ্বারা তাঁহার চরণ বেষ্টন করত পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তানুগ্রহকাতর পদ্মনাভ পদ্মাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ঈষদ্ধাস্য করত প্রসন্নবদনে বলিলেন। ১১-১৫

হে সুরেশ্বরি! তোমার বাক্য প্রতিপালন করিতে হইবে এবং আমার বাক্যও যাহাতে বিফল না হয়, তাহাও করিতে হইবে; অতএব উভয়ের বাক্যই যাহাতে সমভাবে রক্ষা হয়, ক্রমে তাহার প্রতিবিধান করিতেছি শ্রবণ কর। ভারতী অংশে নদীরূপ ধারণ করত ভারতভূমিতে গমন করুন এবং অর্দ্ধাংশে ব্রহ্মসমীপে গমন করুন, স্বয়ং আমার গৃহেই অবস্থান করুন। গঙ্গা ভগীরথকর্ত্তৃক নীতা হইয়া ত্রিভুবন পবিত্র করিবার নিমিত্ত অংশরূপে ভারতে অবতীর্ণা হউন এবং স্বয়ং আমার গৃহেই অবস্থান করুন। সেই স্থানে চন্দ্রশেখরের দুর্লভ শিরোদেশ লাভ করত স্বভাবতঃ পবিত্রা হইলেও

কলেঃ পঞ্চসহস্রে চ গতে বর্ষে চ মোক্ষণম্। যুষ্মাকং সরিতাঞ্চৈব মদ্গেহে চাগমিষ্যথ ॥ ২১
সম্পদাং হেতুভূতা চ বিপত্তিঃ সর্ব্বদেহিনাম্। বিনা বিপত্তের্মহিমা কেষাং পদ্মভবে ভবে ॥ ২২
মন্মন্ত্রোপাসকানাঞ্চ সত্যং স্নানাবগাহনাৎ। যুষ্মাকং মোক্ষণং পাপাদ্দর্শনাৎ স্পর্শনাত্তথা ॥ ২৩
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সন্ত্যসংখ্যানি সুন্দরি। ভবিষ্যন্তি চ পূতানি মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ২৪
মন্মন্ত্রোপাসকা ভক্তা বিভ্রমন্তি চ ভারতে। পূতং কর্ত্তুং তারিতুঞ্চ সুপবিত্রাং বসুন্ধরাম্ ॥ ২৫
মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি পাদং প্রক্ষালয়ন্তি চ। তৎস্থানঞ্চ মহাতীর্থং সুপবিত্রং ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ২৬
স্ত্রীঘ্নো গোঘ্নঃ কৃতঘ্নশ্চ ব্রহ্মঘ্নো গুরুতল্পগঃ। জীবন্মুক্তো ভবেৎ পূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ২৭
একাদশীবিহীনশ্চ সন্ধ্যাহীনোঽথ নাস্তিকঃ। নরঘাতী ভবেৎ পূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ২৮
অসিজীবী মসীজীবী ধাবকো গ্রামযাচকঃ। বৃষবাহো ভবেৎ পূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ২৯
বিশ্বাসঘাতী মিত্রঘ্নো মিথ্যাসাক্ষ্যস্য দায়কঃ। স্থাপাহারী ভবেৎ পূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৩০
অত্যগ্রবাগ্দূষকশ্চ জারজঃ পুংশ্চলীপতিঃ। পূতশ্চ পুংশ্চলীপুত্রো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৩১
শূদ্রাণাং সূপকারশ্চ দেবলো গ্রামযাজকঃ। অদীক্ষিতো ভবেৎ পূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৩২
পিতরং মাতরং ভার্য্যাং ভ্রাতরং তনয়ং সুতাম্। গুরোঃ কুলঞ্চ ভগিনীং চক্ষুর্হীনঞ্চ বান্ধবম্ ॥ ৩৩
শ্বশ্রূঞ্চ শ্বশুরঞ্চৈব যো ন পুষ্ণাতি সুন্দরি। স মহাপাতকী পূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৩৪
অশ্বত্থ-নাশকশ্চৈব মদ্ভক্তনিন্দকস্তথা। শূদ্রান্নভোজী বিপ্রশ্চ পূতো মদ্ভক্তদর্শনাৎ। ৩৫
দেবদ্রব্যাপহারী চ বিপ্রদ্রব্যাপহারকঃ। লাক্ষালোহরসানাঞ্চ বিক্রেতা দুহিতুস্তথা ॥ ৩৬
মহাপাতকিনশ্চৈব শূদ্রাণাং শবদাহকঃ। ভবেয়ুরেতে পূতাশ্চ মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৩৭

শ্রীমহালক্ষ্মীরুবাচ—

ভক্তানাং লক্ষণং ব্রূহি ভক্তানুগ্রহকাতর। যেষাস্তু দর্শনস্পর্শাৎ সদ্যঃ পূতা নরাধমাঃ ॥ ৩৮
হরিভক্তিবিহীনাশ্চ মহাহঙ্কারসংযুতাঃ। স্বপ্রশংসারতা ধূর্ত্তাঃ শঠাশ্চ সাধুনিন্দকাঃ ॥ ৩৯

অত্যন্ত পবিত্রতা লাভ করিতে পারিবেন। হে বামলোচনে কমলে! তুমিও কলাংশের অংশে পদ্মাবতী নদীরূপা ও তুলসীবৃক্ষরূপা হইয়া ভারতভূমিতে গমন কর! কলির পঞ্চসহস্র বৎসর অতীত হইলে, তোমাদের শাপ মোচন হইবে, তৎপরে আমার গৃহে পুনর্ব্বার আগমন করিবে। পদ্মে। তোমরা প্রাণিমাত্রের সম্পদের কারণ এবং বিপত্তিরও একমাত্র কারণ, তাহা না হইলে এ জগতে বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তি ভিন্ন কাহারা ধর্ম্মের সমাদর করে? আমার মন্ত্রোপাসক ব্যক্তিগণের স্নান এবং অবগাহনে তোমরা পাপি-প্রদত্ত পাপরাশি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। সুন্দরি! পৃথিবীতে যে সমস্ত অসংখ্য তীর্থ আছে, সকলেই আমার ভক্তের স্পর্শন ও দর্শনে পবিত্র হয়। সতি! আমার মন্ত্রোপাসক মনোহর ভক্তবৃন্দ, বসুন্ধরাকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত ভারতভূমিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত যেখানে অবস্থান করে এবং যে স্থানে পাদপ্রক্ষালন করে, সেই স্থান নিশ্চয় পবিত্র হইয়া মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। স্ত্রীঘাতী, গো-হননকারী, কৃতঘ্ন, ব্রহ্মঘাতী ও গুরুদারাপহারী ব্যক্তিগণ আমার ভক্তের স্পর্শ ও দর্শনে পবিত্র হইয়া জীবন্মুক্ত হয়। ১৬-১৭

একাদশীহীন, সন্ধ্যাহীন, নাস্তিক ও নর-হত্যাকারী—সকলেই আমার ভক্তের দর্শন ও স্পর্শে পবিত্রতা লাভ করে। অসিজীবী, মসীজীবী, শূদ্রযাজক ও বৃষবাহনারোহী সকলেই আমার ভক্তের দর্শন ও স্পর্শে পবিত্র হয়। বিশ্বাসঘাতক, মিত্রহত্যাকারী, মিথ্যাসাক্ষ্য-প্রদানকারী ও গচ্ছিতধনহারক ব্যক্তিগণও আমার ভক্তের দর্শন ও স্পর্শে পবিত্রতা লাভ করিবে। ঋণগ্রস্ত, কুসীদজীবী, জারজ, বেশ্যাপতি ও বেশ্যাপুত্র সকলেই আমার ভক্তের দর্শন ও স্পর্শে পবিত্রতা লাভ করে। আমার ভক্তের দর্শন ও স্পর্শে শূদ্রের পাচক, দেবল, গ্রামযাজক ও গুরুমন্ত্রে অদীক্ষিত ব্যক্তিগণও পবিত্র হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, মাতা, পিতা, ভার্য্যা, ভ্রাতা, তনয়, তনয়া, গুরুকুল, ভগিনী, দৃষ্টিহীন, বান্ধব, শ্বশ্রূ এবং শ্বশুর ইহাদিগকে প্রতিপালন না করে, সেই ব্যক্তিই মহাপাতকী—কিন্তু আমার ভক্তের দর্শন ও স্পর্শে তাহার সেই পাতিত্য দূরীভূত হইয়া পবিত্রতা লাভ হয়। অশ্বত্থ-বৃক্ষচ্ছেদক, আমার ভক্তের নিন্দাকারী ও শূদ্রান্নভোজী বিপ্র সকলেই আমার ভক্তের দর্শন ও স্পর্শে পবিত্রতা লাভ করে। দেবদ্রব্যাপহারী, বিপ্রদ্রব্যাপহারক, লাক্ষা-লোহ-পারদ-বিক্রয়ী, কন্যাবিক্রেতা, শূদ্রশবদাহক—ইহারা সকলেই মহাপাতকী,—কিন্তু আমার ভক্তের দর্শন ও স্পর্শে তাহারাও পবিত্র হইবে। ২৮-৩৭

মহালক্ষ্মী বলিলেন, হে ভক্তানুগ্রহতৎপর। যাহাদের দর্শন ও স্পর্শে হরিভক্তি-বিহীন, মহা অহঙ্কারসম্পন্ন, স্বীয়প্রশংসাবাদে রত, সাধুগণের নিন্দাকারী, শঠ, ধূর্ত্ত ও নরাধমগণ সদ্য পবিত্রতা লাভ

পুনন্তি সর্ব্বতীর্থানি যেষাং স্নানাবগাহনাৎ। যেষাঞ্চ পাদরজসা পূতা পাদোদকান্মহী। ৪০
যেষাং সন্দর্শনং স্পর্শং যে বা বাঞ্ছন্তি ভারতে। সর্ব্বেষাং পরমো লাভো বৈষ্ণবানাং সমাগমঃ। ৪১
ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ। তে পুনন্ত্যপি কালেন বিষ্ণুভক্তাঃ ক্ষণাদহো। ৪২

সূত উবাচ—

মহালক্ষ্মীবচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মীকান্তশ্চ সস্মিতঃ। নিগূঢ়তত্ত্বং কথিতুমপি প্রেষ্ঠোপচক্রমে। ৪৩

শ্রীভগবানুবাচ—

ভক্তানাং লক্ষণং লক্ষ্মি গূঢ়ং শ্রুতিপুরাণয়োঃ। পুণ্যস্বরূপং পাপঘ্নং সুখদং ভক্তিমুক্তিদম্। ৪৪
সারভূতং গোপনীয়ং ন বক্তব্যং খলেষু চ। ত্বাং পবিত্রাং প্রাণতুল্যাং কথয়ামি নিশাময়। ৪৫
গুরুবক্ত্রাদ্বিষ্ণুমন্ত্রো যস্য কর্ণে পতিষ্যতি। বদন্তি বেদাস্তস্যাপি পবিত্রঞ্চ নরোত্তম। ৪৬
পুরুষাণাং শতং পূর্ব্বং তথা তজ্জন্মমাত্রতঃ। স্বর্গস্থং নরকস্থং বা মুক্তিমাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ। ৪৭
যৈঃ কৈশ্চিদ্ যত্র বা জন্ম লব্ধং যেষু চ জন্তুষু। জীবন্মুক্তাস্তু তে পূতা যান্তি কালে হরেঃ পদম্। ৪৮
মদ্ভক্তিযুক্তো মর্ত্ত্যশ্চ স মুক্তো মদ্গুণান্বিতঃ। মদ্গুণাধীনবৃত্তির্যঃ কথাবিষ্টশ্চ সন্ততম্। ৪৯
মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ সানন্দঃ পুলকান্বিতঃ। সগদ্গদঃ সাশ্রুনেত্রঃ স্বাত্মবিস্মৃত এব চ। ৫০
ন বাঞ্ছন্তি সুখং মুক্তিং সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্। ব্রহ্মত্বমমরত্বং বা তদ্বাঞ্ছা মম সেবনে। ৫১
ইন্দ্রত্বঞ্চ মনুত্বঞ্চ ব্রহ্মত্বঞ্চ সুদুর্ল্লভম্। স্বর্গরাজ্যাদিভোগঞ্চ স্বপ্নেঽপি চ ন বাঞ্ছতি। ৫২
ভ্রমন্তি ভারতে ভক্তাস্তাদৃগ্জন্ম সুদুর্ল্লভম্। মদ্গুণশ্রবণাঃ শ্রাব্য-গানৈর্নিত্যং মুদান্বিতাঃ। ৫৩
তে যান্তি চ মহীং পূতা পরং তীর্থং মমালয়ম্। ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং পদ্মে কুরু যথোচিতম্।
তদাজ্ঞয়া তাস্তচ্চক্রু-র্হরিস্তস্থৌ সুখাসনে। ৫৪

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে গঙ্গাদীনাং শাপোদ্ধারবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ। ৭।

করে, সেই ভক্তবৃন্দের লক্ষণ কি? আমাকে বিশদরূপে বলুন। যাহাদের স্নান এবং অবগাহনে তীর্থসকল পবিত্র হয় এবং যাহাদের পাদরজঃ ও পাদোদকে পৃথিবী পবিত্রা হয় ও যাহাদের দর্শন ও স্পর্শ দেবতাগণেরও বাঞ্ছনীয়, যে বৈষ্ণবগণের সমাগম সকলের পরম লাভজনক—সেই বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিগণের লক্ষণ কি? জলময় তীর্থসকল এবং মৃন্ময় অথবা শিলাময় দেবগণ বহুকালেও পবিত্রতা করিতে সক্ষম হন না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিরা ক্ষণকালমধ্যেই পবিত্র করিতে সক্ষম হন। ৩৮-৪২

সূত বলিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! লক্ষ্মীকান্ত মহালক্ষ্মীর বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্য বদনে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব বলিতে আরম্ভ করিলেন; লক্ষ্মি! তুমি প্রাণতুল্যা এবং পবিত্রা বলিয়াই তোমার নিকট শ্রুতি ও পুরাণের গূঢ়, পুণ্যস্বরূপ পাপনাশক, সুখ ভক্তি ও মুক্তিদায়ক, সারভূত, গোপনীয় ও খল ব্যক্তির সমীপে অবক্তব্য ভক্তবৃন্দের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। গুরুমুখনির্গত বিষ্ণুমন্ত্র যাহার কর্ণে প্রবেশ করে, বেদ ও বেদাঙ্গ,—তাহাকেই নরশ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র বলিয়া থাকেন। সেই ব্যক্তির জন্মমাত্রেই তাহা হইতে পূর্ব্বতন একশত পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র হয় এবং সেই একশত পুরুষ স্বর্গস্থই হউক অথবা নরকস্থই হউক তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করে। তাহার মধ্যে যে কোন ব্যক্তি যে কোন যোনিতে জন্ম লাভ করুক না কেন, তাহারা জীবন্মুক্ত এবং পবিত্র হইয়া কালক্রমে হরি সমীপে নিশ্চয় গমন করে। ৪৩-৪৮

যাহারা আমার ভক্তিযুক্ত, আমার পূজানিরত, আমার গুণশ্লাঘানিরত, আমাতে নিবিষ্টচিত্ত, আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই সানন্দ, পুলকিত ও সগদ্গদচিত্ত, সাশ্রুনেত্র এবং আত্মবিস্মৃত হয়, তাহারা সালোক্য প্রভৃতি মুক্তিচতুষ্টয়কেও বাঞ্ছা করে না। ব্রহ্মত্ব, কি অমরত্ব কিছুই বাঞ্ছা না করিয়া কেবল আমার সেবাই তাহারা বাঞ্ছা করে। তাহারা ইন্দ্রত্ব, মনুত্ব, দুর্লভ দেবত্ব এবং স্বর্গ-রাজ্যাদি ভোগ স্বপ্নেও অভিলাষ করে না। আমার ভক্ত মানবগণ ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মদীয় গুণশ্রবণ ও শ্রাব্য গান করিয়া পরমানন্দে ভ্রমণ করে, তাহার পর পৃথিবীকে পবিত্র করত আমার পবিত্র বৈকুণ্ঠধামে আগমন করে। পদ্মে! সকল বিষয় তোমাকে বলিলাম, যাহা উচিত হয়, কর। নারায়ণ এই কথা বলিলে, তাঁহার অনুমতিক্রমে লক্ষ্মী প্রভৃতি সকলে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিলেন। হরি স্বীয় আসনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪৯-৫৪

দেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে গঙ্গাদির শাপোদ্ধার বর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

সরস্বতী পুণ্যক্ষেত্রমাজগাম চ ভারতে। গঙ্গাশাপেন কলয়া স্বয়ং তস্থৌ হরেঃ পদে॥ ১
ভারতী ভারতং গত্বা ব্রাহ্মী চ ব্রহ্মণঃ প্রিয়া। বাগধিষ্ঠাতৃদেবী সা তেন বাণী প্রকীর্তিতা॥ ২
সরোবাপ্যাঞ্চ স্রোতঃসু সর্ব্বত্রৈব হি দৃশ্যতে। হরিঃ সরস্বাংস্তস্যেয়ং তেন নাম্না সরস্বতী॥ ৩
সরস্বতী নদী সা চ তীর্থরূপাতিপাবনী। পাপিণাং পাপদাহায় জ্বলদগ্নিস্বরূপিণী॥ ৪
পশ্চাদ্ভাগীরথী নীতা মহীং ভগীরথেন চ। সা বৈ জগাম কলয়া বাণীশাপেন নারদ॥ ৫
তত্রৈব সময়ে তাঞ্চ দধার শিরসা শিবঃ। বেগং সোঢ়ুমশং শক্তো ভুবঃ প্রার্থনয়া বিভুঃ॥ ৬
পদ্মা জগাম কলয়া সা চ পদ্মাবতী নদী। ভারতং ভারতীশাপাৎ স্বয়ং তস্থৌ হরেঃ পদে॥ ৭
ততোঽন্যয়া সা কলয়া লেভে জন্ম চ ভারতে। ধর্ম্মধ্বজসুতা লক্ষ্মীর্বিখ্যাতা তুলসীতি চ॥ ৮
পুরা সরস্বতীশাপাৎ পশ্চাচ্চ হরিশাপতঃ। বভূব বৃক্ষরূপা সা কলয়া বিশ্বপাবনী॥ ৯
কলেঃ পঞ্চসহস্রঞ্চ বর্ষং স্থিত্বা চ ভারতে। জগ্মুস্তাশ্চ সরিদ্রূপং বিহায় শ্রীহরেঃ পদম্॥ ১০
যানি সর্ব্বাণি তীর্থানি কাশীং বৃন্দাবনং বিনা। যাস্যন্তি সার্দ্ধং তাভিশ্চ বৈকুণ্ঠমাজ্ঞয়া হরেঃ॥ ১১
শালগ্রামঃ শক্তিশিবৌ জগন্নাথশ্চ ভারতম্। কলের্দ্দশসহস্রান্তে ত্যক্ত্বা যান্তি নিজং পদম্॥ ১২
সাধবশ্চ পুরাণানি শঙ্খানি শ্রাদ্ধতর্পণে। বেদোক্তানি চ কর্ম্মাণি যযুস্তৈঃ সার্দ্ধমেব চ॥ ১৩
দেবপূজা দেবনাম তৎকীর্ত্তিগুণকীর্ত্তনম্। বেদাঙ্গানি চ শাস্ত্রাণি যযুস্তৈঃ সার্দ্ধমেব চ॥ ১৪
সন্তশ্চ সত্যধর্ম্মশ্চ বেদাশ্চ গ্রামদেবতাঃ। ব্রতং তপশ্চানশনং যযুস্তৈঃ সার্দ্ধমেব চ॥ ১৫
বামাচাররতাঃ সর্ব্বে মিথ্যাকপটসংযুতাঃ। তুলসীরহিতা পূজা ভবিষ্যতি ততঃ পরম্॥ ১৬
শঠাঃ ক্রূরা দাম্ভিকাশ্চ মহাহঙ্কারসংযুতাঃ। চৌরাশ্চ হিংসকাঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি ততঃ পরম্॥ ১৭
পুংসো ভেদশ্চ স্ত্রীভেদো বিবাহো বাপি নির্ণয়ঃ। স্বস্বামিভেদো বস্তূনাং ভবিষ্যতি ততঃ পরম্॥ ১৮
সর্ব্বে স্ত্রীবশগাঃ পুংসঃ পুংশ্চল্যশ্চ গৃহে গৃহে। তর্জ্জনৈর্ভৎসনৈঃ শশ্বৎ স্বামিনং তাড়য়ন্তি চ॥ ১৯

নারায়ণ বলিলেন, সরস্বতী গঙ্গাশাপে অংশরূপে পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতে অবতীর্ণা হইলেন, কিন্তু স্বয়ং হরিসমীপেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভারতী ভারতভূমে গমন করত ব্রহ্মার প্রিয়তমা ব্রাহ্মী হইলেন এবং তিনিই বাগধিষ্ঠাত্রী বাণী বলিয়া কথিত হইলেন। সর্ব্ববিশ্বব্যাপী হরি বহুকাল সমুদ্রে শয়ান ছিলেন, বাণী তাঁহার পত্নী, অতএব তাঁহার নাম সরস্বতী হইয়াছে। অতিপবিত্রা সেই সরস্বতী আমার ইষ্টদেবী ; তিনি তীর্থরূপিণী এবং তিনি পাপিগণের পাপরূপ ইন্ধন দগ্ধ করিতে একমাত্র জ্বলন্ত অগ্নিস্বরূপা। হে নারদ! পরে ভাগীরথী সরস্বতীর শাপে কলারূপে অবতীর্ণা হইলে ভগীরথ তাঁহাকে মহীতলে আনয়ন করিলেন। তৎপরে বেগধারণে অসমর্থা হইয়া পৃথিবী প্রার্থনা করিলে, শিব তাঁহাকে সেই সময়ে শিরোদেশে ধারণ করিলেন। পদ্মাও ভারতী-শাপে স্বীয় অংশে পদ্মাবতী নদীরূপে ভারতে অবতীর্ণ হইলেন এবং স্বয়ং হরি-সমীপেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহার পর লক্ষ্মীর অপর অংশ ভারতে ধর্ম্মধ্বজরাজের তনয়ারূপে অবতীর্ণা হইয়া তুলসী নামে বিখ্যাতা হইলেন। পদ্মা সরস্বতীশাপে এবং হরিবাক্যে অংশরূপে বিশ্বপাবনী বৃক্ষরূপা হইলেন। কলির পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে অবস্থান করিয়া তৎপরে নদীরূপ পরিত্যাগ করত হরির সমীপে গমন করিবেন। ১-১০

কাশী এবং বৃন্দাবন ভিন্ন পৃথিবীতে যে সমস্ত তীর্থ আছে, হরির আজ্ঞানুসারে তাঁহাদের সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবেন। শালগ্রাম ও জগন্নাথ, তাঁহারা শ্রীহরির মূর্ত্তি, কলির দশ সহস্র বৎসর অতীত হইলে, তাঁহারাও ভারতভূমি পরিত্যাগ করত বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। সাধুগণ, পুরাণসকল, শঙ্খসকল ও শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি বেদোক্ত কার্য্যসকল তাঁহারই সহিত গমন করিবে। দেবপূজা, দেবনাম, তাঁহাদের কীর্ত্তি গুণকীর্ত্তন এবং বেদাঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্রসকলও তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে গমন করিবে। সাধুগণ, সত্য, ধর্ম্ম, বেদসমূহ, গ্রাম্য দেবতাগণ, ব্রত তপস্যা, উপবাসাদি সমস্ত কার্য্যই লুপ্ত হইবে। তাহার পর মনুষ্যসকল বামাচারী হইবে এবং মিথ্যা ও কপটতায় পরিপূর্ণ হইবে ও পূজাদি তুলসীবর্জ্জিত হইবে। তাহার পর সমস্ত লোক শঠ, কুটিল, দাম্ভিক, মহা-অহঙ্কারযুক্ত এবং চৌর ও হিংসানিরত হইবে। স্ত্রীভেদ ও পুরুষভেদ এবং রাশিনির্ণয়—বিবাহে এ সমস্ত কিছুই থাকিবে না এবং বস্তুসমূহের স্ব স্ব স্বামিভেদও থাকিবে না। সমস্ত লোক স্ত্রীর বশীভূত হইবে এবং প্রতিগৃহেই স্ত্রীগণ বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করত স্বামীকে তর্জ্জন ও ভর্ৎসনা বাক্যে নিরন্তর তাড়িত করিবে। ১১-১৯

গৃহেশ্বরী চ গৃহিণী গৃহী ভৃত্যাদিকোঽধমঃ । চেটীদাসসমৌ বধ্বাঃ শ্বশ্রূশ্চ শ্বশুরস্তথা ॥ ২০
কর্তারো বলিনো গেহে যোনিসম্বন্ধিবান্ধবাঃ । বিদ্যাসম্বন্ধিভিঃ সার্দ্ধং সম্ভাষাপি ন বিদ্যতে ॥ ২১
যথাপরিচিতা লোকাস্তথা পুংসশ্চ বান্ধবাঃ । সর্ব্বকর্ম্মাক্ষমাঃ পুংসো যোষিতামাজ্ঞয়া বিনা ॥ ২২
ব্রহ্মক্ষত্রবিট্শূদ্রাণাং জাত্যাচারবিবর্জ্জিতাঃ । সন্ধ্যা চ যজ্ঞসূত্রঞ্চ ভবেল্লুপ্তং ন সংশয়ঃ ॥ ২৩
ম্লেচ্ছাচারা ভবিষ্যন্তি বর্ণাশ্চত্বার এব চ । ম্লেচ্ছশাস্ত্রং পঠিষ্যন্তি স্বশাস্ত্রাণি বিহায় চ ॥ ২৪
ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং বংশাঃ শূদ্রাণাং সেবকাঃ কলৌ । সূপকারা ধাবকাশ্চ বৃষবাহাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২৫
সত্যহীনা জনাঃ সর্ব্বে শস্যহীনা চ মেদিনী । ফলহীনাশ্চ তরবোঽপত্যহীনাশ্চ যোষিতঃ ॥ ২৬
ক্ষীরহীনাস্তথা গাবঃ ক্ষীরং সর্পির্বিবর্জ্জিতম্ । দম্পতী প্রীতিহীনৌ চ গৃহিণঃ সত্যবর্জ্জিতাঃ ॥ ২৭
প্রতাপহীনা ভূপাশ্চ প্রজাশ্চ করপীড়িতাঃ । জলহীনা মহানদ্যো দীর্ঘিকা কন্দরাদয়ঃ ॥ ২৮
ধর্ম্মহীনাঃ পুণ্যহীনা বর্ণাশ্চত্বার এব চ । লক্ষেষু পুণ্যবান্ কোঽপি ন তিষ্ঠতি ততঃ পরম্ ॥ ২৯
কুৎসিতা বিকৃতাকারা নরা নার্য্যশ্চ বালকাঃ । কুবার্ত্তা কুৎসিতঃ শব্দো ভবিষ্যতি ততঃ পরম্ ॥ ৩০
কেচিদ্ গ্রামাশ্চ নগরা নরশূন্যা ভয়ানকাঃ । কেচিৎ স্বল্পকুটীরেণ নরেণ চ সমন্বিতাঃ ॥ ৩১
অরণ্যানি ভবিষ্যন্তি গ্রামেষু নগরেষু চ । অরণ্যবাসিনঃ সর্ব্বে জনাশ্চ করপীড়িতাঃ ॥ ৩২
শস্যানি চ ভবিষ্যন্তি তড়াগেষু নদেষু চ । প্রকৃষ্টবংশজা হীনা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৩৩
অলীকবাদিনো ধূর্ত্তা শঠাশ্চাসত্যবাদিনঃ । প্রকৃষ্টানি চ ক্ষেত্রাণি শস্যহীনানি নারদ ॥ ৩৪
হীনাঃ প্রকৃষ্টা ধনিনো দেবভক্তাশ্চ নাস্তিকাঃ । হিংসকাশ্চ দয়াহীনাঃ পৌরাশ্চ নরঘাতিনঃ ॥ ৩৫
বামনা ব্যাধিযুক্তাশ্চ নরা নার্য্যশ্চ সর্ব্বতঃ । স্বল্পায়ুষো গতায়ুষ্কা যৌবনে রহিতাঃ কলৌ ॥ ৩৬
পলিতাঃ ষোড়শে বর্ষে মহাবৃদ্ধাশ্চ বিংশতৌ । অষ্টবর্ষা চ যুবতী রজোযুক্তা চ গর্ভিণী ॥ ৩৭
বৎসরান্তপ্রসূতা স্ত্রী ষোড়শে চ জরান্বিতা । পতিপুত্রবতী কাচিৎ সর্ব্বা বন্ধ্যাঃ কলৌ যুগে ॥ ৩৮

গৃহিণীই গৃহের ঈশ্বরী হইবেন, গৃহী ব্যক্তি ভৃত্য হইতে অধম হইবে এবং বধূর নিকটে শ্বশ্রু ও শ্বশুর দাসী ও ভৃত্যের সমান পরিগণিত হইবে। কর্ত্তা ব্যক্তি গৃহমধ্যেই বলবান্ হইবে। স্ত্রী কন্যাদির সঙ্গে সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত সম্বন্ধ থাকিবে না। সহাধ্যায়িগণের সহিত সম্ভাষণাদিও থাকিবে না। পরিচয়ই লোকের বান্ধবতামাত্র, অন্য কোনরূপ উপকারাদি থাকিবে না। স্ত্রীগণের অনুমতি ভিন্ন পুরুষসকল কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে না। কলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি উত্তমকুলসম্ভূত ব্যক্তিগণ জাতীয় আচার, সন্ধ্যাবন্দন ও যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিবে। চতুর্ব্বর্ণই ম্লেচ্ছাচারী হইয়া স্বকীয় শাস্ত্র পরিত্যাগ করত ম্লেচ্ছদিগের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ শূদ্রের দাসত্ব করিবে এবং তাহারা পাচক, পত্রবাহক ও বৃষবাহক হইয়া নিকৃষ্টভাব অবলম্বন করিবে। মনুষ্যসকল সত্যপথ পরিত্যাগ করিবে, পৃথিবী শস্যহীনা হইবেন। তরুসকল ফলহীন হইবে। স্ত্রীগণ পুত্রহীনা হইবে। গাভীসকল দুগ্ধশূন্য হইবে এবং দুগ্ধও ঘৃতহীন হইবে। দম্পতির পরস্পর প্রীতি থাকিবে না, গৃহস্থসকল সত্যহীন হইবে। মহীপতিগণ প্রতাপ-শূন্য হইবেন এবং প্রজাসকল করগ্রহণ নিমিত্ত নিতান্ত পীড়িত হইবে। নদ, নদী, দীর্ঘিকা ও কন্দরাদি সকল জলশূন্য হইবে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ধর্ম্মহীন ও পুণ্যহীন হইবে। লক্ষজনের মধ্যেও একজন পুণ্যবান্ থাকিবে না। পুরুষ স্ত্রী ও বালক, ইহারা কুৎসিত ও কুৎসিতাচারসম্পন্ন হইবে। লোকমুখে সর্ব্বদা কুবার্ত্তা ও কুৎসিত শব্দাদি অবস্থান করিবে। ২০-৩০

কোন কোন গ্রাম ও নগর জনশূন্য হইবে। কোন কোন গ্রামে অল্পসংখ্যক মনুষ্য অল্পপরিমিত কুটীরাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিবে। গ্রাম ও নগরাদি বহু অরণ্যময় হইবে। বনবাসী মানব জনসমাজে করভার বহন করিতে না পারিয়া নিতান্ত পীড়িত হইবে। তড়াগ ও নদীর উপকূলেই শস্যাদি হইবে। উর্ব্বরক্ষেত্রসকল শস্যহীন হইবে প্রকৃত ধনী সকল—বল, দর্প ও ধনাদিশূন্য হইবে। কলিযুগের প্রভাববশত এইরূপ অনিষ্ট ঘটনা হইবে। দেবভক্তগণ নাস্তিক, পুরবাসিগণ হিংসক, দয়াহীন ও নরঘাতী হইবে। পুরুষ ও স্ত্রীসকল সর্ব্বত্রই নিয়ত ব্যাধিযুক্ত ও খর্ব্বাকৃতি হইবে। এইরূপ কলিযুগপ্রভাবে লোকসকল যৌবনাবস্থায় ব্যাধিযুক্ত বৃদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত ও অল্পায়ু হইবে। ষোড়শবর্ষবয়ঃক্রমেই জরাযুক্ত হইয়া বিংশতি বৎসরেই মহাবৃদ্ধ হইবে। কলিযুগে সহস্র জনের মধ্যে দুই একটি স্ত্রী অষ্ট বৎসর বয়ঃক্রমে ঋতুমতী ও গর্ভিণী হইবে এবং প্রতিবৎসর প্রসব করিয়া ষোড়শ বৎসর বয়সে জীর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, তদ্ভিন্ন সকল স্ত্রীই বন্ধ্যা হইবে। ৩১-৩৮

মাতৃজায়াবধূনাঞ্চ জারোপেতান্নভক্ষকাঃ ॥ ৩৯
কন্যাবিক্রয়িণঃ সর্ব্বে বর্ণাশ্চত্বার এব চ। মাত্‌জায়াবধূনাঞ্চ জারোপেতান্নভক্ষকাঃ। হরের্নামবক্রয়িণো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৪০
কন্যানাং ভগিনীনাং বা জারোপাত্তান্নজীবিনঃ। হরের্নামবক্রয়িণো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৪০
স্বয়মুৎসৃজ্য দানঞ্চ কীর্ত্তিবর্দ্ধনহেতবে। ততঃ পশ্চাৎ স্বদানঞ্চ স্বয়মুল্লঙ্ঘয়িষ্যতি ॥ ৪১
দেববৃত্তিং ব্রহ্মবৃত্তিং বৃত্তিং গুরুকুলস্য চ। স্বদত্তাং পরদত্তাং বা সর্ব্বমুল্লঙ্ঘয়িষ্যতি ॥ ৪২
কন্যকাগামিনঃ কেচিৎ কেচিচ্চ শ্বশ্রূগামিনঃ। কেচিদ্বধূগামিনশ্চ কেচিচ্চ সর্ব্বগামিনঃ ॥ ৪৩
ভগিনীগামিনঃ কেচিৎ সপত্নীমাতৃগামিনঃ। ভ্রাতৃজায়াগামিনশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে। ৪৪
অগম্যাগমনঞ্চৈব করিষ্যন্তি গৃহে গৃহে। মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য বিহরিষ্যন্তি সর্ব্বতঃ ॥ ৪৫
পত্নীনাং নির্ণয়ো নাস্তি ভর্ত্তৄণাঞ্চ কলৌ যুগে। প্রজানাঞ্চৈব গ্রামাণাং বস্তূনাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৪৬
অলীকবাদিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বে চৌরাশ্চ লম্পটাঃ। পরস্পরং হিংসকাশ্চ সর্ব্বে চ নরঘাতিনঃ ॥ ৪৭
ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং বংশা ভবিষ্যন্তি চ পাপিনঃ। লাক্ষালোহরসানাঞ্চ ব্যাপারং লবণস্য চ ॥ ৪৮
বৃষবাহা বিপ্রবংশাঃ শূদ্রাণাং শবদাহিনঃ। শূদ্রান্নভোজিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বে চ বৃষলীরতাঃ ॥ ৪৯
পঞ্চযজ্ঞবিহীনাশ্চ কুহূরাত্রৌ চ ভোজিনঃ। যজ্ঞসূত্রবিহীনাশ্চ সন্ধ্যাশৌচবিহীনকাঃ ॥ ৫০
পুংশ্চলী বার্দ্ধুষাজীবা কুট্টনী চ রজস্বলা। বিপ্রাণাং রন্ধনাগারে ভবিষ্যতি চ পাচিকা ॥ ৫১
অন্নানাং নিয়মো নাস্তি যোনীনাঞ্চ বিশেষতঃ। আশ্রমাণাং জনানাঞ্চ সর্ব্বে ম্লেচ্ছাঃ কলৌ যুগে ॥ ৫২
এবং কলৌ সম্প্রবৃত্তে সর্ব্বং ম্লেচ্ছময়ং ভবেৎ। হস্তপ্রমাণে বৃক্ষে চ অঙ্গুষ্ঠে চৈব মানবে ॥ ৫৩
বিপ্রস্য বিষ্ণুযশসঃ পুত্রঃ কল্কির্ভবিষ্যতি। নারায়ণকলাংশশ্চ ভগবান্ বলিনাং বরঃ ॥ ৫৪
দীর্ঘেণ করবালেন দীর্ঘঘোটকবাহনঃ। ম্লেচ্ছশূন্যাঞ্চ পৃথিবীং ত্রিরাত্রেণ করিষ্যতি ॥ ৫৫
নির্ম্লেচ্ছাং বসুধাং কৃত্বা চান্তর্দ্ধানং করিষ্যতি। অরাজকা চ বসুধা দস্যুগ্রস্তা ভবিষ্যতি ॥ ৫৬
স্থূলাপ্রমাণা ষড্রাত্রং বর্ষধারাপ্লুতা মহী। লোকশূন্যা রক্ষশূন্যা গৃহশূন্যা ভবিষ্যতি ॥ ৫৭
ততশ্চ দ্বাদশাদিত্যাঃ করিষ্যন্ত্যদয়ং মুনে। প্রাপ্নোতি শুষ্কতাং পৃথ্বী সমা তেষাঞ্চ তেজসা ॥ ৫৮

ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণেই কন্যা বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হইবে। মনুষ্যগণ প্রায়শঃ মাতা, পত্নী, পুত্রবধূ, ভগিনী, কন্যা, ইহাদের ব্যভিচারলব্ধ ধন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। কলিযুগে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া ধন গ্রহণ করত হরিনামবিক্রেতারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং সকলেই কীর্ত্তিবর্দ্ধনের নিমিত্তই ধনাদি দান করিবে; কিন্তু তৎপরেই মনে মনে আন্দোলন করত তাহার অন্যথাচরণ করিতে যত্ন করিবে। মানবগণ, দেবতার বৃত্তি, ব্রহ্মবৃত্তি এবং গুরুকুলের বৃত্তি, স্বদত্তই হউক অথবা অপরেই দান করিয়া থাকুক, তাহার অন্যথা করিতে চেষ্টা করিবে। কেহ কন্যাগমন করিবে; কেহ বা শ্বশ্রূগমন করিবে; কোন ব্যক্তি পুত্রবধূগমন করিবে; কেহ বা কন্যা পুত্রবধূ আদি সকলেতেই গমন করিবে; কেহ ভগিনীগমন ও কেহ বিমাতাগমন করিবে। কলিযুগে ভ্রাতৃজায়াগমন প্রভৃতি অগম্যাগমনজনিত দোষ প্রতিগৃহেই ঘটিবে। কলিযুগে কেবল মাতৃযোনি পরিত্যাগ করত সকল স্ত্রীর সহিতই বিহার করিবে এবং পত্নীর নির্ণয় থাকিবে না, পতিরও নির্ণয় থাকিবে না। প্রজার এবং গ্রামের ও বস্তুর কে অধিকারী, কাহার বা ভোগ্য, তাহা স্থির থাকিবে না। মানবগণ, সকলেই মিথ্যাবাদী, শঠ ও লম্পট হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-বংশীয় মানবগণের পরস্পর হিংসাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইবে। তাহারা নরহত্যাদি করিয়া মহাপাপীর অগ্রগণ্য হইবে। তাহারা লাক্ষা লৌহ পারদ লবণ প্রভৃতির ব্যবসায় করিবে। ৩৯-৪৮

বৃষ-পৃষ্ঠে আরোহণ, শূদ্রের শবদাহ, শূদ্রান্ন ভোজন ও শূদ্র-দার-গমন প্রভৃতি নানাবিধ দুষ্কর্ম্ম করিবে; এবং পঞ্চ পর্ব্ব প্রতিপালন না করিয়া অমাবস্যারাত্রিতেও ভোজন করিবে। তাহারা যজ্ঞসূত্র-বিহীন ও সন্ধ্যাশৌচাদি-ক্রিয়া শূন্য হইবে। বেশ্যা, রজস্বলা, বৃদ্ধা ও কুট্টিনী স্ত্রী বিপ্রগণের রন্ধনশালায় পাচিকা হইবে; আহারাদির নির্ণয় এবং যোনিবিচার কিছুই থাকিবে না। আশ্রম এবং জনসমাজের কোনরূপ বিভেদ না থাকাতে কলিযুগে সকল লোক ম্লেচ্ছ হইবে। এইরূপে কলি প্রবৃত্ত হইলে জগৎ ম্লেচ্ছময় হইবে। এবং বৃক্ষ হস্তপ্রমাণ ও মনুষ্য অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হইবে। সেই সময়ে বলবান্‌দিগের অগ্রগণ্য ভগবান্ কল্কি নারায়ণের অংশে বিষ্ণুযশানামক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন। তিনি অত্যুচ্চ ঘোটকে আরোহণ করিয়া দীর্ঘ-করবাল দ্বারা ত্রিরাত্রমধ্যে পৃথিবী ম্লেচ্ছশূন্য করিবেন এবং সেই ম্লেচ্ছ-শূন্য পৃথিবী হইতে স্বয়ং অন্তর্হিত হইবেন; তৎপরে বসুধা অরাজক হইয়া দস্যুহস্তে পতিত হইবে। সেই সময়ে ছয় রাত্রি পর্য্যন্ত স্থূলপ্রমাণ মূষলধারে বৃষ্টি হওয়াতে পৃথিবী জনশূন্য বৃক্ষশূন্য ও গৃহশূন্য হইবে। হে মুনে! তাহার পর দ্বাদশ দিবাকর উদিত হইয়া তেজঃপ্রভাবে পৃথিবীকে সেই বর্ষণসম্ভূত জলরাশির সহিত শুষ্ক করিবে। ৪৯-৫৮

কলৌ গতে চ দুর্দ্ধর্ষে প্রবৃত্তে চ কৃতে যুগে। তপঃসত্ত্বসমাযুক্তো ধর্ম্মঃ পূর্ণো ভবিষ্যতি ॥ ৫৯
তপস্বিনশ্চ ধর্ম্মিষ্ঠা বেদজ্ঞা ব্রাহ্মণা ভুবি। পতিব্রতাশ্চ ধর্ম্মিষ্ঠা যোষিতশ্চ গৃহে গৃহে ॥ ৬০
রাজানঃ ক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্বে বিপ্রভক্তা মনস্বিনঃ। প্রতাপবন্তো ধর্ম্মিষ্ঠাঃ পুণ্যকর্ম্মরতাঃ সদা ॥ ৬১
বৈশ্যা বাণিজ্যনিরতা বিপ্রভক্তাশ্চ ধার্ম্মিকাঃ। শূদ্রাশ্চ পুণ্যশীলাশ্চ ধর্ম্মিষ্ঠা বিপ্রসেবিনঃ ॥ ৬২
বিপ্রক্ষত্রবিশাং বংশা দেবীভক্তিপরায়ণাঃ। দেবীমন্ত্ররতাঃ সর্ব্বে দেবীধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৬৩
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণজ্ঞাঃ পুমাংস ঋতুগামিনঃ। লেশো নাস্তি হ্যধর্ম্মস্য পূর্ণো ধর্ম্মঃ কৃতে যুগে ॥ ৬৪
ধর্ম্মস্ত্রিপাচ্চ ত্রেতায়াং দ্বিপাচ্চ দ্বাপরে ততঃ। কলৌ বৃত্তে চৈকপাচ্চ সর্ব্বলুপ্তস্ততঃ পরম্ ॥ ৬৫
বারাঃ সপ্ত তথা বিপ্র তিথয়ঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ। তথা দ্বাদশমাসাশ্চ ঋতবশ্চ ষড়েব চ ॥ ৬৬
দ্বৌ পক্ষৌ চায়নে দ্বে চ চতুর্ভিঃ প্রহরৈর্দিনম্। চতুর্ভিঃ প্রহরৈ রাত্রির্মাসস্ত্রিংশদ্দিনৈস্তথা ॥ ৬৭
বর্ষং পঞ্চবিধং জ্ঞেয়ং কালসংখ্যাবিধিক্রমে। যথা চায়াস্তি যান্ত্যেব যথা যুগচতুষ্টয়ম্ ॥ ৬৮
বর্ষে পূর্ণে নরাণাঞ্চ দেবানাঞ্চ দিবানিশম্। শতত্রয়ে ষষ্ট্যধিকে নরাণাঞ্চ যুগে গতে ॥ ৬৯
দেবানাঞ্চ যুগং জ্ঞেয়ং কালসংখ্যাবিদাং মতম্। মন্বন্তরন্তু দিব্যানাং যুগানামেকসপ্ততিঃ ॥ ৭০
মন্বন্তর-সমং জ্ঞেয়মায়ুশ্চ শচীপতেঃ। অষ্টাবিংশতিমে চেন্দ্রে গতে ব্রহ্মদিবানিশম্ ॥ ৭১
অষ্টোত্তরশতে বর্ষে গতে পাতশ্চ ব্রহ্মণঃ। প্রলয়ঃ প্রাকৃতো জ্ঞেয়স্তত্রাদৃষ্টা বসুন্ধরা ॥ ৭২
জলপ্লুতানি বিশ্বানি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। ঋষয়ো জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে লীনাঃ সত্যে চিদাত্মনি ॥ ৭৩
তত্রৈব প্রকৃতিলীনা তত্র প্রাকৃতিকো লয়ঃ। লয়ে প্রাকৃতিকে জাতে পাতে চ ব্রহ্মণো মুনে ॥ ৭৪
নিমেষমাত্রং কালশ্চ শ্রীদেব্যাঃ প্রোচ্যতে মুনে। এবং নশ্যন্তি সর্ব্বাণি ব্রহ্মাণ্ডান্যখিলানি চ ॥ ৭৫
নিমেষান্তরকালেন পুনঃ সৃষ্টিক্রমেণ চ। এবং কতিবিধা সৃষ্টির্লয়ঃ কতিবিধোঽপি বা ॥ ৭৬
কতিকল্পা গতায়াতাঃ সংখ্যাং জানাতি কঃ পুমান্। সৃষ্টীনাঞ্চ লয়ানাঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ নারদ ॥ ৭৭
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডে সংখ্যাং জানাতি কঃ পুমান্। ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ সর্ব্বেষামীশ্বরশ্চৈক এব সঃ ॥ ৭৮

এইরূপ দুর্দ্ধর্ষ কলিকাল অতীত হইলে পুনর্ব্বার সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইবে। সেইযুগ তপস্যা ও সত্ত্বযুক্ত হইয়া ধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইবে। জগতে ব্রাহ্মণগণ, তপস্বী ও ধর্ম্মিষ্ঠ হইয়া বেদাঙ্গ প্রভৃতি বিশেষরূপে অবগত হইবেন এবং প্রতিগৃহে স্ত্রীগণ, পতিব্রতা ও ধর্ম্মিষ্ঠা হইবেন। হে মহামুনে। বিপ্রভক্ত ক্ষত্রিয়গণ রাজা হইবেন, তাঁহারা অত্যন্ত প্রতাপশালী এবং ধার্ম্মিক হইয়া পুণ্যকার্য্যে সর্ব্বদা রত হইবেন। বৈশ্য-গণ বাণিজ্য করিবে এবং বিপ্রভক্ত হইয়া ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য হইবেন। শূদ্রগণ, পুণ্যশীল ধর্ম্মিষ্ঠ ও বিপ্র-সেবাপরায়ণ হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবংশীয় ব্যক্তিরা দেবীভক্তিপরায়ণ, যজ্ঞানুষ্ঠানরত হইবেন এবং তাঁহারা সকলেই দেবীমন্ত্রনিরত ও দেবীধ্যানপরায়ণ হইবেন। তাঁহারা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করত ধর্ম্মজ্ঞ হইবেন; এবং ঋতুস্নাতা ভার্য্যাসমীপে গমন করিবেন। ধর্ম্মপূর্ণ সত্যযুগে অধর্ম্মের লেশমাত্র থাকিবে না। ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে তিনপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ, কলিতে একপাদ থাকিবে; কলিশেষে সমস্তই লোপ পাইবে। হে বিপ্র। সপ্ত বার, প্রতিপদাদি ষোড়শ তিথি, দ্বাদশ মাস, ছয় ঋতু, দুই পক্ষ, অয়নদ্বয়, চারি প্রহরে দিবা, চারি প্রহরে রাত্রি এবং তাহার ত্রিংশৎ দিনে মাস, সেই দ্বাদশ মাসে বৎসর। কাল এবং সংখ্যার বিধানক্রমে বৎসর পঞ্চবিধ, সেই বৎসরপরিবর্ত্তনে যুগ-চতুষ্টয় হয়। ৫৯-৬৮

মনুষ্যের সম্পূর্ণ এক বৎসরে দেবতাদিগের দিবারাত্রি,—এইরূপ নরগণের তিন শত ষাট যুগ অতীত হইলে, দেবতাদিগের এক যুগ। এইটী কালসংখ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণের মত। দেবতাদিগের এক-সপ্ততিযুগে এক মন্বন্তর, সেই এক মন্বন্তর কাল এক ইন্দ্রের পরমায়ু বলিয়া কথিত হইয়াছে। তদ্রূপ অষ্টা-বিংশতি ইন্দ্রের পতন হইলে, সেই কাল ব্রহ্মার দিবা ও রাত্রি। সেই ব্রহ্মপরিমিত অষ্টোত্তর একশত বৎসর অতীত হইলে ব্রহ্মার পতন হইয়া থাকে। সেইটীই প্রাকৃত প্রলয়কাল। তখন বসুন্ধরা অদৃশ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ও জগৎ জলপ্লাবিত হয়, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ, ঋষিগণ ও জীবগণ, সত্যরূপী চিন্ময় আত্মায় লীন হন এবং সেই সময় প্রকৃতিও তাঁহাতে লীনা হন; সেই প্রলয়ের নাম প্রাকৃতিক প্রলয়। হে মুনে। এই প্রলয় সেই মায়াযুক্ত ব্রহ্মরূপিণী মূল প্রকৃতির এক নিমেষ। তৎকালে এইরূপে সকল প্রাণী ও অখিল ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হয়। ৬৯-৭৫

সেই নিমেষ মাত্র কালের পরে পুনর্ব্বার ক্রমশঃ সৃষ্টি হইতে থাকে। হে নারদ। এইরূপ কত সৃষ্টি কত প্রলয় এবং কতবার যাতায়াত হয়, তাহা কোন্ ব্যক্তি সংখ্যা করিতে সক্ষম হয়? এই ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিপ্রলয় ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাদির সংখ্যা করিতে কোন্ ব্যক্তি সক্ষম হইবে? একমাত্র পরব্রহ্মই নিখিল

সর্ব্বেষাং পরমাত্মা চ সচ্চিদানন্দরূপধৃক্। ব্রহ্মাদয়শ্চ তস্যাংশাস্তস্যাংশশ্চ মহাবিরাট্ ॥ ৭৯
তস্যাংশশ্চ বিরাট্ ক্ষুদ্রঃ সৈবেয়ং প্রকৃতিঃ পরা। তস্যাঃ সকাশাৎ সঞ্জাতোঽপ্যর্দ্ধনারীশ্বরস্ততঃ ॥ ৮০
সৈব কৃষ্ণো দ্বিধা ভূতো দ্বিভুজশ্চ চতুর্ভুজঃ। চতুর্ভুজশ্চ বৈকুণ্ঠে গোলোকে দ্বিভুজঃ স্বয়ম্ ॥ ৮১
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং সর্ব্বং প্রাকৃতিকং ভবেৎ। যদ্যৎ প্রাকৃতিকং সৃষ্টং সর্ব্বং নশ্বরমেব চ ॥ ৮২
এবংবিধং সৃষ্টিহেতু সত্যং নিত্যং সনাতনম্। স্বেচ্ছাময়ং পরং ব্রহ্ম নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৮৩
নিরুপাধি নিরাকারং ভক্তানুগ্রহকাতরম্। করোতি ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডং যজ্‌জ্ঞানাৎ কমলোদ্ভব ॥ ৮৪
শিবো মৃত্যুঞ্জয়শ্চৈব সংহর্ত্তা সর্ব্বতত্ত্ববিৎ। যজ্‌জ্ঞানাদ্ যস্য তপসা সর্ব্বেশস্তু তপো মহান্ ॥ ৮৫
মহাবিভূতিযুক্তশ্চ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শনঃ। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বপাতা প্রদাতা সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ৮৬
বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীমান্ যদ্ভক্ত্যা তস্য সেবয়া। মহামায়া চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বশক্তিময়ীশ্বরী ॥ ৮৭
সৈব প্রোক্তা ভগবতী সচ্চিদানন্দরূপিণী। যজ্‌জ্ঞানাদ্ যস্য তপসা যদ্ভক্ত্যা যস্য সেবয়া ॥ ৮৮
সাবিত্রী বেদমাতা চ বেদাধিষ্ঠাতৃদেবতা। পূজ্যা দ্বিজানাং বেদজ্ঞা যজ্‌জ্ঞানাদ্ যস্য সেবয়া ॥ ৮৯
সর্ব্ববিদ্যাধিদেবী সা পূজ্যা চ বিদুষাং পরা। যৎসেবয়া যত্তপসা সর্ব্ববিশ্বেষু পূজিতা ॥ ৯০
সর্ব্বগ্রামাধিদেবী সা সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী। সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্ববন্দ্যা সর্ব্বেষাং পুত্রদায়িনী ॥ ৯১
সর্ব্বস্তুতা চ সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বদুর্গতিনাশিনী[১]। কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবতা ॥ ৯২
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা প্রেম্ণা রাধিকা শক্তিসেবয়া। সর্ব্বাধিকঞ্চ রূপঞ্চ সৌভাগ্যং মানগৌরবে ॥ ৯৩
কৃষ্ণবক্ষঃস্থলে স্থানং পত্নীত্বে প্রাপ সেবয়া। তপশ্চকার সা পূর্ব্বং শতশৃঙ্গে চ পর্ব্বতে ॥ ৯৪
দিব্যবর্ষসহস্রঞ্চ পতিপ্রাপ্ত্যর্থমেব চ। জাতে শক্তিপ্রসাদে তু দৃষ্ট্বা চন্দ্রকলোপমাম্ ॥ ৯৫
কৃষ্ণো বক্ষঃস্থলে কৃত্বা রুরোদ কৃপয়া বিভুঃ। বরং তস্যৈ দদৌ সারং সর্ব্বেষামপি দুর্লভম্ ॥ ৯৬

ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ; তিনি সচ্চিদানন্দরূপী ও সকলেরই পরমাত্মা ; ব্রহ্মাদি তাঁহার অংশ, মহাবিরাট্ ও ক্ষুদ্র বিরাট্ সকলই তাঁহার অংশ ; তিনিই পরমা মূল প্রকৃতি ; সেই মূলপ্রকৃতি হইতেই শ্রুত্যুক্ত প্রকারে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তির পর অর্দ্ধনারীশ্বর গোপালসুন্দরী নামক শ্রীকৃষ্ণ উৎপন্ন হইয়া দুইভাগে বিভক্ত—দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ হইয়াছেন, তাহার মধ্যে চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠে এবং দ্বিভুজ স্বয়ং গোলোকেই অবস্থান করিতেছেন। ৭৬-৮১

এই জগতে ব্রহ্মা অবধি তৃণ-পর্য্যন্ত সমস্তই প্রাকৃতিক। যে যে বস্তু প্রাকৃতিক—সৃষ্ট, সে সকলই নশ্বর। এইরূপে সৃষ্টিকারণ সত্যস্বরূপ, নিত্য সনাতন, স্বেচ্ছাময়, নির্লিপ্ত, নির্গুণ পরমব্রহ্মই প্রকৃতির অতীত ; তিনি নিরুপাধি, নিরাকার এবং ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশে তৎপর। যাঁহার জ্ঞানবলে ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন করিয়া থাকেন ও সর্ব্বতত্ত্ববিদ্ মৃত্যুঞ্জয় শিব সংহার করেন এবং শম্ভু, তপোবলে সর্ব্বেশ্বর মহা-ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন। যাঁহার জ্ঞানবশতঃ বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী, সকলের রক্ষাকর্ত্তা, সমস্ত সম্পদের অদ্বিতীয় দাতা ও সর্ব্বেশ্বর হইয়াছেন ; যাঁহার জ্ঞান, তপস্যা, ভক্তি ও সেবা-বলে মহামায়া প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিসম্পন্না ও ঈশ্বরীরূপে খ্যাত হইয়াছেন ; যাঁহার জ্ঞান, তপস্যা, ভক্তি ও সেবাবলে ভগবতী দুর্গা, সচ্চিদানন্দরূপিণী হইয়াছেন, যাঁহার জ্ঞান এবং সেবাপ্রভাবে বেদ-মাতা সাবিত্রী, বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দ্বিজগণের পূজনীয়া ও বেদজ্ঞান-শালিনী হইয়াছেন ; যাঁহার সেবা, তপস্যা এবং জ্ঞানে সরস্বতী, সকল বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং বিদ্বদ্‌গণের পূজনীয়া হইয়াছেন। ৮২-৯০

যাঁহার সেবা এবং তপস্যাবলে নিখিলগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী সর্ব্ব-সম্পৎ-প্রদায়িনী সর্ব্ব-কর্ম্মা সর্ব্বেশ্বরী ও সকলের পুত্রদায়িনী হইয়াছেন এবং যাঁহার সেবা ও তপস্যায় দুর্গা সকলের দুর্গতি-নাশিনী সর্ব্বসম্পত্তিদায়িনী এবং সর্ব্বস্তুতা হইয়াছেন। কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা রাধিকাও শক্তিদেবীর উপাসনায় কৃষ্ণ-প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া কৃষ্ণের প্রাণ হইতেও অধিক হইয়াছেন এবং সেবাবলে সর্ব্বাধিক রূপ, সৌভাগ্য, মান ও গৌরব লাভ করিয়া কৃষ্ণবক্ষঃস্থলে তাঁহার পত্নীরূপে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে রাধিকা শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে পতিপ্রাপ্তির নিমিত্ত সহস্র দৈব বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। তাহার পরে শক্তিরূপিণী মূলপ্রকৃতির অনুগ্রহ হইলে, প্রভু কৃষ্ণ তাঁহাকে চন্দ্রকলার ন্যায় দর্শন করিয়া কৃপা করিয়া স্বীয় বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক রোদন করত তাঁহাকে সারভূত সকলের দুর্লভ এই বরপ্রদান করিলেন। ৯১-৯৬

১। সর্ব্বদুর্গার্ত্তিনাশিনী।

মম বক্ষঃস্থলে তিষ্ঠ মম ভক্ত্যা চ শাশ্বতা। সৌভাগ্যেন চ মানেন প্রেম্ণা চ গৌরবেন চ ॥ ৯৭
ত্বং মে শ্রেষ্ঠা চ জ্যেষ্ঠা চ প্রেয়সী সর্ব্বযোষিতাম্। বরিষ্ঠা চ গরিষ্ঠা চ সংস্তুতা পূজিতা ময়া।
সততং তব সাধ্যোঽহং বশ্যশ্চ প্রাণবল্লভে ॥ ৯৮
ইত্যুক্ত্বা চ জগন্নাথশ্চকার ললনাস্ততঃ। সপত্নীরহিতাং তাঞ্চ চকার প্রাণবল্লভাম্ ॥ ৯৯
অন্যা যা যাশ্চ তা দেব্যঃ পূজিতাঃ শক্তিসেবয়া। তপস্তু যাদৃশং যাসাং তাদৃক্তাদৃক্ ফলং মুনে ॥ ১০০
দিব্যবর্ষসহস্রঞ্চ তপস্তপ্ত্বা হিমাচলে। দুর্গা চ তৎপদং ধ্যাত্বা সর্ব্বপূজ্যা বভূব হ ॥ ১০১
সরস্বতী তপস্তপ্ত্বা পর্ব্বতে গন্ধমাদনে। লক্ষবর্ষঞ্চ দিব্যঞ্চ সর্ব্ববন্দ্যা বভূব সা ॥ ১০২
লক্ষ্মীর্যুগশতং দিব্যং তপস্তপ্ত্বা চ পুষ্করে। সর্ব্বসম্পৎপ্রদাত্রী চ জাতা দেবীনিষেবণাৎ ॥ ১০৩
সাবিত্রী মলয়ে তপ্ত্বা পূজ্যা বন্দ্যা বভূব সা। ষষ্টিবর্ষসহস্রঞ্চ দিব্যং ধ্যাত্বা চ তৎপদম্ ॥ ১০৪
শতমন্বন্তরং তপ্তং শঙ্করেণ পুরা বিভো ॥ ১০৫
শতমন্বন্তরঞ্চৈব ব্রহ্ম শক্তিং জজাপ হ। শতমন্বন্তরং বিষ্ণুস্তপ্ত্বা পাতা বভূব হ ॥ ১০৬
শতমন্বন্তরং তপ্ত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ পরমন্তপঃ। গোলোকং প্রাপ্তবান্ দিব্যং মোদতেঽদ্যাপি যত্র হি ॥ ১০৭
শতমন্বন্তরং ধর্ম্মস্তপ্ত্বা চ ভক্তিসংযুতঃ। সর্ব্বপ্রাণঃ সর্ব্বপূজ্যঃ সর্ব্বাধারো বভূব সঃ ॥ ১০৮
এবং দেব্যশ্চ তপসা সর্ব্বে দেবাশ্চ পূজিতাঃ। মুনয়ো মনবো ভূপা ব্রাহ্মণাশ্চৈব পূজিতাঃ ॥ ১০৯
এবং তে কথিতং সর্ব্বং পুরাণং স যথা পুরা। গুরুবক্ত্রাদ্ যথা জ্ঞাতং কিম্ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১১০

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে কলের্মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

"দেবি! তুমি আমার বক্ষেই সর্ব্বদা অবস্থান কর এবং তোমার ভক্তি আমাতেই অচলা হউক। সৌভাগ্য, মান, প্রেম ও গৌরবে তুমিই আমার শ্রেষ্ঠা, অভিলষিতা; স্ত্রীগণমধ্যে প্রিয়তমা। হে প্রাণ-বল্লভে! তুমি গৌরবযুক্তা শ্রেষ্ঠা ও আমার স্তুতি এবং পূজার একমাত্র দেবী হইবে এবং নিরন্তর আমিও তোমার বশীভূত ও আরাধ্য হইব।" এই কথা বলিয়া জগন্নাথ তাঁহার চৈতন্য উৎপাদন করত তাঁহাকে সপত্নীশূন্য প্রাণবল্লভা করিলেন। মুনে! অন্যান্য যে যে দেবীগণ তাঁহার সেবাবলে জগতে পূজিতা হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার যেরূপ তপস্যা, তিনি সেইরূপই ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৯৭-১০০

দুর্গাদেবী, দৈব সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত হিমালয়ে তপস্যা এবং মূলপ্রকৃতির পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া সকলের পূজনীয়া হইয়াছেন। সরস্বতী গন্ধমাদন পর্বতে দৈব পরিমাণে লক্ষ বৎসর তপস্যা করত সকলের পূজনীয়া হইয়াছেন। লক্ষ্মী পুষ্করতীর্থে দৈব শতযুগ পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া এবং দেবীর সেবাবলে নিখিল সম্পদের প্রদানকারিণী হইয়াছেন। সাবিত্রী মলয় পর্ব্বতে দিব্য ষষ্টিসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা ও তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করত দ্বিজগণের পূজ্যা হইয়াছেন। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ শত মন্বন্তর কঠোর তপস্যা করিয়া দিব্য গোলোক প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাপি তথায় পরমানন্দে অবস্থান করিতেছেন। শত মন্বন্তর পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ভক্তি-ভাবে তাঁহার তপস্যা করিয়া সর্ব্বপূজ্য সর্ব্বপ্রাণ ও সর্ব্বাধার হইয়াছেন। হে নারদ! অনন্তও ভক্তি-সহকারে শত মন্বন্তর পর্য্যন্ত শক্তির উদ্দেশে তপস্যা করিয়াছেন। এইরূপ নিখিল দেবগণ, দেবীগণ, মুনি, মনু, রাজা ও ব্রাহ্মণগণ তপস্যা দ্বারা দেবীর আরাধনা করিয়া সকলেই জগতে পূজিত হইয়াছেন। আমি পুরাণ ও আগমোক্ত সমস্ত বিষয় যেরূপ গুরুমুখে শ্রুত হইয়াছিলাম, সেইরূপ তোমাকে বলিলাম। পুনর্ব্বার তোমার কোন্ বিষয় শুনিতে অভিলাষ হয় বল। ১০১-১১০

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে কলির মাহাত্ম্যবর্ণন নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ—

দেব্যা নিমেষমাত্রেণ ব্রহ্মণঃ পাত এব চ। তস্য পাতঃ প্রাকৃতিকঃ প্রলয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১

প্রলয়ে প্রাকৃতে চোক্তা তত্রাদৃষ্টা বসুন্ধরা। জলপ্লুতানি বিশ্বানি সর্ব্বে লীনাঃ পরাত্মনি ॥ ২

বসুন্ধরা তিরোভূতা কুত্র বা সা চ তিষ্ঠতি। সৃষ্টের্বিধানসময়ে সাবির্ভূতা কথং পুনঃ ॥ ৩

কথং বভূব সা ধন্যা মান্যা সর্ব্বাশ্রয়া জয়া। তস্যাশ্চ জন্ম কথনং বদ মঙ্গলকারণম্ ॥ ৪

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

সর্ব্বাদিসৃষ্টৌ সর্ব্বেষাং জন্ম দেব্যা ইতি শ্রুতিঃ। আবির্ভাবস্তিরোভাবঃ সর্ব্বেষু প্রলয়েষু চ ॥ ৫

শ্রূয়তাং বসুধাজন্ম সর্ব্বমঙ্গলকারণম্। বিঘ্ননিঘ্নকরং পাপনাশনং পুণ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ৬

অহো কেচিদ্বদন্তীতি মধুকৈটভমেদসা। বভূব বসুধা ধন্যা তদ্বিরুদ্ধমতঃ শৃণু ॥ ৭

ঊচতুস্তৌ পুরা বিষ্ণুং তুষ্টৌ যুদ্ধেন তেজসা। আবাং বধো ন যত্রোর্ব্বী পয়সা সংবৃতেতি চ ॥ ৮

তয়োর্জীবনকালে ন প্রত্যক্ষা সাভবৎ স্ফুটম্। ততো বভূব মেদশ্চ মরণানন্তরং তয়োঃ ॥ ৯

মেদিনীতি চ বিখ্যাতেত্যুক্তমেতন্মতং শৃণু। জলধৌতা কৃতা পূর্ব্বং বর্দ্ধিতা মেদসা যতঃ ॥ ১০

কথয়ামি তে তজ্জন্ম সার্থকং সর্ব্বমঙ্গলম্। পুরা শ্রুতং যচ্ছ্রুত্যুক্তং ধর্ম্মবক্ত্রাচ্চ পুষ্করে ॥ ১১

মহাবিরাট্‌শরীরস্য জলস্থস্য চিরং স্ফুটম্। মলো বভূব কালেন সর্ব্বাঙ্গব্যাপকং ধ্রুবম্ ॥ ১২

তচ্চ প্রবিষ্টং সর্ব্বেষাং তল্লোম্নাং বিবরেষু চ। কালেন মহতা পশ্চাদ্ বভূব বসুধা মুনে ॥ ১৩

প্রত্যেকং প্রতিলোম্নাঞ্চ কূপেষু সংস্থিতা সদা। আবির্ভূতা তিরোভূতা সজলা চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৪

আবির্ভূতা সৃষ্টিকালে তজ্জলোপর্য্যুপস্থিতা। প্রলয়ে চ তিরোভূতা জলস্যাভ্যন্তরে স্থিতা ॥ ১৫

প্রতিবিশ্বেষু বসুধা শৈলকাননসংযুতা। সপ্তসাগরসংযুক্তা সপ্তদ্বীপসমন্বিতা ॥ ১৬

নারদ বলিলেন, প্রভো! দেবীর নিমেষমাত্র কালে ব্রহ্মার পতন হয় এবং ব্রহ্মার পতন হইলে, প্রাকৃতিক প্রলয় হয়—এইটী কথিত হইয়াছে। সেই প্রাকৃতপ্রলয়ে বসুন্ধরা অদৃশ্য হইয়া থাকেন; সমস্ত জগৎ জলপ্লাবিত হয় এবং সকলই হরিতে লীন হয়, ইহাও কথিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সময়ে বসুন্ধরা তিরোভূতা হইয়া কোন্ স্থানে অবস্থান করেন? এবং কিরূপেই বা সৃষ্টিসময়ে পুনর্ব্বার আবির্ভূতা হইয়া থাকেন এবং কিরূপে তিনি ধন্যা, মান্যা ও সকলের আশ্রয়ভূতা ও মঙ্গলকারণ হন? এই সব বৃত্তান্ত ও তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত সমস্তই বলুন। ১—৪

নারায়ণ বলিলেন, আদি সৃষ্টিতে দেবী মূলপ্রকৃতি হইতেই সকলের জন্ম হয়, ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ; কিন্তু প্রলয়ে তিরোভাব ও সৃষ্টিতে আবির্ভাব হইয়া থাকে মাত্র। নারদ! সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেরও মঙ্গলজনক, বিঘ্নবিনাশক, পাপরাশিবিনাশকারী পুণ্যবর্দ্ধক বসুধার অদ্ভুত জন্মবিবরণ শ্রবণ কর। কেহ বলিয়া থাকেন যে, মধুকৈটভনামক অসুরের মেদোরাশিতে এই পুণ্যশীলা বসুধার উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের মতে বিশেষ দোষ আছে—শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মধুকৈটভ নামে অসুরদ্বয় বিষ্ণুসহ যুদ্ধে এবং তাঁহার তেজে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্‌কে বলিয়াছিল যে, যে স্থানে পৃথিবী জলমগ্না নহেন, সেই জলশূন্য প্রদেশে আমাদিগকে বধ করুন। অতএব মধুকৈটভের মৃত্যুর পূর্ব্বেও যে পৃথিবী বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা দেখা যাইতেছে। তৎপরে তাহাদের বধসময়ে পৃথিবী প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিতা হইলেন এবং সেই অসুরদ্বয়ের মৃত্যুর পরে বসুন্ধরা তাহাদের মেদোরাশি দ্বারা পরিপুষ্টকলেবরা হইলেন মাত্র; পূর্ব্বে জল দ্বারা ধৌত হইয়া কৃশাঙ্গী হইয়াছিলেন, এখন সেই জল-ধৌতা, কৃশকলেবরা পৃথিবী মধুকৈটভের মেদ দ্বারা পরিপুষ্টা হইলেন বলিয়া তাঁহার নাম মেদিনী হইল। ৫-১০

কিন্তু পূর্ব্বে পুষ্করতীর্থে ধর্ম্মমুখে যাহা শ্রুত হইয়াছি, সেই মতটীই যথার্থ, সর্ব্ব-সম্মত ও শ্রুতি-প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর সেই জন্মবিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে মহাবিরাট্ বহুকাল জলমগ্ন হইয়া থাকেন, তাহার পরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত মলরাশি উৎপন্ন হয়; সেই মলরাশি বিরাট্ পুরুষের প্রতি-লোমবিবরে প্রবিষ্ট হয়। হে মুনে! তাহার পর বহুকাল অতীত হইলে সেই মলরাশি হইতে বসুধার উৎপত্তি হয়। বসুধা মহাবিরাটের লোমকূপে ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছেন। তিনি আবির্ভূতা ও তিরোভূতা হন এবং পুনঃপুনঃ জলমগ্না হইয়া থাকেন। তিনি সৃষ্টিকালে আবির্ভূতা হইয়া জলাভ্যন্তর হইতে উন্মগ্ন হইয়া প্রকাশিত হন এবং প্রলয়কালে তিরোভূতা হইয়া জলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক

হেমাদ্রিমেরুসংযুক্তা গ্রহচন্দ্রার্কসংযুতা। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যৈশ্চ সুরৈর্লোকৈস্তদাজ্ঞয়া ॥ ১৭
পুণ্যতীর্থসমাযুক্তা পুণ্যভারতসংযুতা। কাঞ্চনীভূমিসংযুক্তা সপ্তসর্গসমন্বিতা ॥ ১৮
পাতালসপ্তং তদধস্তদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোককঃ। ধ্রুবলোকশ্চ তত্রৈব সর্ব্বং বিশ্বঞ্চ তত্র বৈ ॥ ১৯
এবং সর্ব্বাণি বিশ্বানি পৃথিব্যাং নির্ম্মিতানি চ। নশ্বরাণি চ বিশ্বানি সর্ব্বাণি কৃত্রিমাণি বৈ ॥ ২০
প্রলয়ে প্রাকৃতে চৈব ব্রহ্মণশ্চ নিপাতনে। মহাবিরাড়াদিসৃষ্টৌ সৃষ্টঃ কৃষ্ণেন চাত্মনা ॥ ২১
নিত্যৌ চ স্থিতিপ্রলয়ৌ কাষ্ঠাকালেশ্বরৈঃ সহ। নিত্যাধিষ্ঠাতৃদেবী সা বারাহে পূজিতা সুরৈঃ ॥ ২২
মুনিভির্মনুভির্বিপ্রৈর্গন্ধর্ব্বাদিভিরেব চ। বিষ্ণোর্ব্বরাহরূপস্য পত্নী সা শ্রুতিসম্মতা ॥ ২৩
তৎপুত্রো মঙ্গলো জ্ঞেয়ো ঘটেশো মঙ্গলাত্মজঃ ॥ ২৪

নারদ উবাচ—

পূজিতা কেন রূপেণ বারাহে চ সুরৈর্মহী ॥ ২৫
বারাহে চৈব বারাহী সর্ব্বৈঃ সর্ব্বাশ্রয়া সতী। মূলপ্রকৃতিসম্ভূতা পঞ্চীকরণমার্গতঃ ॥ ২৬
তস্যাঃ পূজাবিধানঞ্চাপ্যধশ্চোর্দ্ধমনেকশঃ। মঙ্গলং মঙ্গলস্যাপি তন্মে ব্যাসং বদ প্রভো ॥ ২৭

নারায়ণ উবাচ—

বারাহে চ বরাহশ্চ ব্রহ্মণা সংস্তুতঃ পুরা। উদ্দধার মহীং হত্বা হিরণ্যাক্ষং রসাতলাৎ ॥ ২৮
জলে তাং স্থাপয়ামাস পদ্মপত্রং যথা হ্রদে। তত্রৈব নির্ম্মমে ব্রহ্মা বিশ্বং সর্ব্বং মনোহরম্ ॥ ২৯
দৃষ্ট্বা তদধিদেবীঞ্চ সকামাং কামুকো হরিঃ। বরাহরূপী ভগবান্ কোটিসূর্য্যসমপ্রভঃ ॥ ৩০
কৃত্বা রতিকলাং সর্ব্বাং মূর্ত্তিঞ্চ সুমনোহরাম্। ক্রীড়াং চকার রহসি দিব্যবর্ষমহর্নিশম্ ॥ ৩১
সুখসম্ভোগসংস্পর্শান্মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ সুন্দরী। বিদগ্ধয়া বিদগ্ধেন সঙ্গমোঽতিসুখপ্রদঃ ॥ ৩২
বিষ্ণুস্তদঙ্গসংশ্লেষাদ্ বুবুধে ন দিবানিশম্। বর্ষান্তে চেতনাং প্রাপ্য কামী তত্যাজ কামুকীম্ ॥ ৩৩

অবস্থান করেন। বসুধা প্রত্যেক বিশ্বে পর্ব্বতকাননাদিযুক্তা এবং সপ্ত সাগর ও সপ্ত দ্বীপ প্রভৃতি তাহাতে বর্ত্তমান আছে। প্রতি-পৃথিবীতে হিমালয়, মেরু প্রভৃতি পর্ব্বত ও চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ্ নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণও তাহাতে অবস্থান করিতেছেন। পৃথিবী সর্ব্বত্রই কাঞ্চনময় ভূমি-যুক্তা, পুণ্য তীর্থসকল ও পবিত্র ভারতভূমি দ্বারা শোভাশালিনী। ঐ সকল পৃথিবীতেই নানারূপ দুর্গ বর্ত্তমান আছে। পৃথিবীর প্রত্যেকের অধোদেশে পাতাল এবং উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক; তাহাতেই ধ্রুবলোক ও সকল বিশ্ব বিরাজ করিতেছে। এইরূপে সমস্ত বিশ্ব পৃথিবীতে নির্ম্মিত হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন সমস্ত বিশ্ব কৃত্রিম এবং নশ্বর। ১১-২০

প্রাকৃতিক প্রলয়ে ব্রহ্মার পতন হইলে, পরমাত্মরূপী কৃষ্ণ প্রথম সৃষ্টিসময়ে মহাবিরাট্‌কে সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু সৃষ্টি, প্রলয়, কাষ্ঠা, কাল ও ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রবাহরূপে সমস্তই নিত্য। বরাহকল্পে ক্ষিতির অধীশ্বরী দেবী বসুধাকে সুরগণ, মনুগণ, মুনিগণ, বিপ্র ও গন্ধর্ব্বগণ সাদরে পূজা করিয়াছেন; ইনিও প্রবাহরূপে নিত্যা। শ্রুতিতে কথিত আছে—বসুন্ধরা দেবী বরাহরূপী বিষ্ণুর সহধর্ম্মিণী, তাঁহার পুত্র মঙ্গল এবং সেই বিষ্ণুর ঔরসজাত মঙ্গলের তনয়ের নাম ঘটেশ। নারদ বলিলেন, প্রভো! বরাহকল্পে সুরগণপূজিতা সর্ব্বাশ্রয়া বারাহী নামে প্রসিদ্ধা পৃথিবী মূলপ্রকৃতি হইতে পঞ্চীকরণ প্রকারে কিরূপে উৎপন্ন হইলেন? স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে তাঁহার পূজাবিধান এবং মঙ্গলেরও মঙ্গলজনক তাঁহার জন্মবিবরণ সমস্ত বিস্তৃতরূপে আমার নিকট বর্ণনা করুন। ২১-২৬

নারায়ণ বলিলেন, পূর্ব্বে বরাহকল্পে ব্রহ্মা, বরাহরূপী ভগবান্‌কে স্তব করাতে তিনি হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি অসুর বধ করিয়া ধরাকে রসাতল হইতে উদ্ধার করত হ্রদমধ্যে পদ্মপত্রের ন্যায় জল-মধ্যে স্থাপন করিলেন। ব্রহ্মা সেই অপরিমেয় বসুধাতলে মনোহর অখিল বিশ্ব সৃজন করিলেন। কোটি-সূর্য্য সদৃশ প্রভাশালী বরাহরূপী ভগবান্ হরি, পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সকামা দর্শন করিয়া কামপীড়ায় উৎপীড়িত হইলেন, সেই সময়ে তিনি মনোহর মূর্ত্তি ও সুরতোপযুক্ত বেশ ধারণ করত দৈব এক বৎসর পর্য্যন্ত দিবানিশি ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ২৭-৩০

সুন্দরী বসুন্ধরা সেই সুখসম্ভোগ-স্পর্শে মূর্চ্ছিতা হইলেন। বিদগ্ধ নায়িকারা বিদগ্ধনায়কসঙ্গমে বিশেষ সুখানুভব করিয়া থাকেন। বিষ্ণুও নিরন্তর পৃথিবীর অঙ্গসংস্পর্শপূর্ব্বক অবস্থান করত নিরন্তর দিবারাত্রিজ্ঞানশূন্য হইলেন, তাহার পরে দৈব এক বৎসর অতীত হইলে, কামপরায়ণ বিষ্ণু চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া সকামা বসুধাকে পরিত্যাগ করত অবলীলাক্রমে পূর্ব্বের বরাহরূপ পুনর্ব্বার ধারণ করিলেন এবং

পূর্ব্বরূপং বরাহঞ্চ দধার স চ লীলয়া। পূজাঞ্চকার তাং দেবীং ধ্যাত্বা চ ধরণীং সতীম্ ॥ ৩৪
ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সিন্দূরৈরনুলেপনৈঃ। বস্ত্রৈঃ পুষ্পৈশ্চ বলিভিঃ সম্পূজ্যোবাচ তাং হরিঃ ॥ ৩৫

শ্রীভগবানুবাচ—

সর্ব্বাধারা ভব শুভে সর্ব্বৈঃ সম্পূজিতা সুখম্। মুনিভির্মনুভির্দেবৈঃ সিদ্ধৈশ্চ দানবাদিভিঃ ॥ ৩৬
অম্বুবাচীত্যাগদিনে গৃহারম্ভে প্রবেশনে। বাপীতড়াগারম্ভে চ গৃহে চ কৃষিকর্ম্মণি ॥ ৩৭
তব পূজাং কারয়িষ্যন্তি মদ্বরেণ সুরাদয়ঃ। মূঢ়া যে ন করিষ্যন্তি যাস্যন্তি নরকঞ্চ তে ॥ ৩৮

বসুধোবাচ—

বহামি সর্ব্বং বারাহ রূপেণাহং তবাজ্ঞয়া। লীলামাত্রেণ ভগবন্ বিশ্বঞ্চ সচরাচরম্ ॥ ৩৯
মুক্তাং শুক্তিং হরেরর্চ্চাং শিবলিঙ্গং শিবাং তথা। শঙ্খং প্রদীপং যন্ত্রঞ্চ মাণিক্যং হীরকং তথা ॥ ৪০
যজ্ঞসূত্রঞ্চ পুষ্পঞ্চ পুস্তকং তুলসীদলম্। জপমালাং পুষ্পমালাং কর্পূরঞ্চ সুবর্ণকম্ ॥ ৪১
গোরোচনাং চন্দনঞ্চ শালগ্রামজলন্তথা। এতান্ বোঢ়ুমশক্তাহং ক্লিষ্টা চ ভগবন্ শৃণু ॥ ৪২

শ্রীভগবানুবাচ—

দ্রব্যাণ্যেতানি যে মূঢ়া অর্পয়িষ্যন্তি সুন্দরি। যাস্যন্তি কালসূত্রং তে দিব্যং বর্ষশতং ত্বয়ি ॥ ৪৩
ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্ বিররাম চ নারদ। বভূব তেন গর্ভেণ তেজস্বী মঙ্গলগ্রহঃ ॥ ৪৪
পূজাঞ্চক্রুঃ পৃথিব্যাশ্চ তে সর্ব্বে চাজ্ঞয়া হরেঃ। কাণ্বশাখোক্তধ্যানেন তুষ্টুবুশ্চ স্তবেন তে ॥ ৪৫
দদুর্ম্মূলেন মন্ত্রেণ নৈবেদ্যাদিকমেব চ। সংস্তুতা ত্রিষু লোকেষু পূজিতা সা বভূব হ ॥ ৪৬

নারদ উবাচ—

কিং ধ্যানং স্তবনং তস্যা মূলমন্ত্রঞ্চ কিং বদ। গূঢ়ং সর্ব্বপুরাণেষু শ্রোতুং কৌতুহলং মম ॥ ৪৭

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

আদৌ চ পৃথিবী দেবী বরাহেণ চ পূজিতা। ততো হি ব্রহ্মণা পশ্চাৎ পূজিতা পৃথিবী তদা ॥ ৪৮
ততঃ সর্ব্বৈর্মুনীন্দ্রৈশ্চ মনুভির্মানবাদিভিঃ। ধ্যানঞ্চ স্তবনং মন্ত্রং শৃণু বক্ষ্যামি নারদ ॥ ৪৯
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং বসুধায়ৈ স্বাহেত্যনেন মন্ত্রেণ বিষ্ণুনা পূজিতা পুরা।
শ্বেতপঙ্কজবর্ণাভাং শরচ্চন্দ্রনিভাননাম্ ॥ ৫০

ধ্যান করত সতী বসুন্ধরাকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলেন। বরাহরূপী হরি ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, সিন্দূর, অনুলেপন, বস্ত্র, বলি ও পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করত বসুধাকে বলিলেন, শুভে। বসুধে। তুমি সকলের আধারভূতা হও এবং সকল মুনি, মনু, দেব, সিদ্ধ ও মানবগণ—তোমাকে সুখে পূজা করুন। দেবতা প্রভৃতি সকলেই অম্বুবাচীত্যাগদিবসে এবং গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, বাপী, তড়াগারম্ভ, গৃহপ্রতিষ্ঠা ও কৃষিকার্য্যে আমার বরপ্রভাবে তোমার পূজা করিবে, যে মূঢ়গণ তোমার পূজায় বিরত থাকিবে, তাহারা নিশ্চয় নরকগামী হইবে। বসুধা বলিলেন, ভগবন্। আমি আপনার আজ্ঞানুসারে অনায়াসে সচরাচর বিশ্ব সমস্তই ধারণ করিব ; কিন্তু ভগবন্। মুক্তা, শুক্তি, শিবলিঙ্গ, শিলা, শঙ্খ, প্রদীপ, রত্ন, মাণিক্য, হীরা. মণি, যজ্ঞসূত্র, পুষ্প, পুস্তক, তুলসীদল, জপমালা, পুষ্পমালা, কর্পূর, সুবর্ণ, গোরোচনা, চন্দন, শালগ্রামশিলার জল, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই সমস্ত বহন করিতে আমার ক্লেশ হইবে, এই জন্য ঐ সকল বহন করিতে সক্ষম নহি। ৩১-৪১

ভগবান্ বলিলেন, সুন্দরি। যে মূঢ়গণ, এই সমস্ত দ্রব্য তোমাতে নিক্ষেপ করিবে, তাহারা দিব্য শত বর্ষ পর্য্যন্ত কালসূত্রনামক নরকযাতনা ভোগ করিবে। হে নারদ। ভগবান্ এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, ধরার সেই গর্ভ হইতে তেজস্বী মঙ্গলগ্রহ উৎপন্ন হইলেন। দেবগণ সকলেই হরির আজ্ঞানুসারে কাণ্বশাখোক্ত ধ্যানে দেবীর পূজা করিলেন এবং সেই কাণ্বশাখোক্ত স্তবানুসারে দেবীর স্তব করিলেন। তাঁহারা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত নৈবেদ্য প্রভৃতিও নিবেদন করিলেন। এইরূপে দেবী জগৎপূজ্যা ও স্তুতিযোগ্যা হইলেন। ৪২-৪৫

নারদ বলিলেন, ভগবন্। পৃথিবীদেবীর ধ্যান কি? এবং স্তব কি? ও তাহার মূলমন্ত্রই বা কি? পুরাণে গূঢ়রূপে অবস্থিত সেই সমস্ত বিষয় আমাকে বলুন, তাহা শুনিবার নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। নারায়ণ বলিলেন, পূর্বে প্রথমত পৃথিবী দেবীকে বরাহ পূজা করেন, তাহার পরে ব্রহ্মা পূজা করেন, তৎপরে সমস্ত মুনীন্দ্রবর্গ, মনু ও মানবগণ তাহাকে পূজা করিয়াছেন। হে নারদ। তাঁহার ধ্যান স্তব ও মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। "হ্রীং শ্রীং ক্লীং স্বাহা" এই মন্ত্রে পূর্ব্বে বিষ্ণু, পৃথিবীর পূজা করিয়াছেন। শ্বেতচম্পকবর্ণসদৃশ শুভ্রা, শরচ্চন্দ্র-সম শোভা-শালিনী, চন্দন-চর্চ্চিত-কলেবরা,

চন্দনোৎক্ষিপ্ত-সর্ব্বাঙ্গীং রত্নভূষণভূষিতাম্। রত্নাধারাং রত্নগর্ভাং রত্নাকরসমন্বিতাম্ ॥ ৫১
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং সস্মিতাং বন্দিতাং ভজে ॥ ৫২
ধ্যানেনানেন সা দেবী সর্ব্বৈশ্চ পূজিতাভবৎ। স্তবনং শৃণু বিপ্রেন্দ্র কাণ্বশাখোক্তমেব চ ॥ ৫৩

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

জয় জয়ে জলাধারে জলশীলে জয়প্রদে। যজ্ঞশূকরজায়ে চ জয়ং দেহি জয়াবহে ॥ ৫৪
মঙ্গলে মঙ্গলাধারে মাঙ্গল্যে মঙ্গলপ্রদে। মঙ্গলার্থং মঙ্গলেশে মঙ্গলং দেহি মে ভবে ॥ ৫৫
সর্ব্বাধারে চ সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে। সর্ব্বকামপ্রদে দেবি সর্ব্বেষ্টং দেহি মে ভবে ॥ ৫৬
পুণ্যস্বরূপে পুণ্যানাং বীজরূপে সনাতনি। পুণ্যাশ্রয়ে পুণ্যবতামালয়ে পুণ্যদে ভবে ॥ ৫৬
সর্ব্বশস্যালয়ে সর্ব্ব-শস্যাঢ্যে সর্ব্বশস্যদে। সর্ব্বশস্যহরে কালে সর্ব্বশস্যাত্মিকে ভবে ॥ ৫৭
ভূমে ভূমিপসর্ব্বস্বে ভূমিপালপরায়ণে। ভূমিপানাং সুখকরে ভূমিং দেহি চ ভূমিদে ॥ ৫৮
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ। কোটিজন্মসু স ভবেদ্ বলবান্ ভূমিপেশ্বরঃ ॥ ৫৯
ভূমিদানকৃতং পুণ্যং লভ্যতে পঠনাজ্জনৈঃ ॥ ৬০
ভূমিদানহরাৎ পাপাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। অম্বুবাচীভূকরণ-পাপাৎ স মুচ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ৬১
অন্যকূপে কূপখনন-পাপাৎ স মুচ্যতে ধ্রুবম্। পরভূমিহরাৎ পাপাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬২
ভূমৌ বীর্য্যত্যাগপাপাদ্ভূমৌ দীপাদিস্থাপনাৎ। পাপেন মুচ্যতে সোঽপি স্তোত্রস্য পঠনান্মুনে ॥ ৬৩
অশ্বমেধশতং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। ভূমিদেব্যা মহাস্তোত্রং সর্ব্বকল্যাণকারকম্ ॥ ৬৪

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে নবমস্কন্ধে শক্ত্যুৎপত্তিপ্রসঙ্গে ভূমিশক্তেরুৎপত্তিবর্ণনং
নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

বিবিধ-ভূষণে বিভূষিতা, রত্ননিকরের আধারস্বরূপা রত্নগর্ভা, বহুবিধ রত্নাকর-যুক্তা, বহ্নিসদৃশ বিশুদ্ধবস্ত্র পরিধানা, সহাস্যবদনা এবং জগৎপূজ্যা দেবী বসুধাকে আমি ভজনা করিতেছি—এই ধ্যানের দ্বারা দেবী বসুধাকে সকলেই পূজা করিয়া থাকে। হে বিপ্রেন্দ্র! এইক্ষণে তাঁহার কাণ্বশাখোক্ত স্তব বলিতেছি শ্রবণ কর। ৪৬-৫১।

হে জয়শীলে! তুমি জীবের আধারস্বরূপা, জয়প্রদানকারিণী যজ্ঞবরাহের পত্নী এবং তুমি নিরন্তর জয় বহন করিয়া থাক, অতএব আমাকে জয় প্রদান কর। হে মঙ্গলপ্রদে! তুমি নিখিল মঙ্গলের আধারভূতা, মঙ্গলই একমাত্র তোমার প্রয়োজন, তুমি মঙ্গলের অংশরূপিণী, অতএব জগতে আমাকে তুমি মঙ্গল প্রদান কর। দেবি! তুমি একমাত্র সকল বস্তুর আধারস্বরূপা, তুমি সকলের বীজস্বরূপা ও সমস্তশক্তিযুক্তা; তুমি সকলের অভীষ্ট প্রদান কর, অতএব আমাকেও সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রদান কর। হে জীবগণের পুণ্যস্বরূপে! তুমি পবিত্ররূপা ও সনাতনী, তুমি এ জগতে পুণ্যের আশ্রয়ভূতা এবং পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ তোমাতেই নিয়ত বাস করিয়া থাকেন ও তুমিই পুণ্যপ্রদায়িনী। হে রত্নের আধার-রূপিণি! তুমি শস্যসমূহের আধারস্বরূপা, সকল শস্যরূপ সম্পত্তিশালিনী ও সমস্ত শস্য তুমিই প্রদান কর; তুমি সর্ব্বশস্যযুক্তা এবং এ জগতে কালক্রমে নিখিলশস্যাত্মিকা। হে ভূমে! তুমি ভূমিপালগণের নিখিলধনস্বরূপা এবং রাজকুলপরায়ণা, তুমি ভূপালগণের অহঙ্কাররূপিণী, অতএব হে ভূমিপ্রদায়িনি! তুমি আমাকে ভূমি প্রদান কর। ৫২-৫৭

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া, এই মহাপবিত্র স্তব পাঠ করে, সে কোটি কোটি জন্ম পর্য্যন্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই। এই স্তব পাঠ করিলে, মনুষ্যগণ ভূমিদানের পুণ্য লাভ করিবে এবং ভূমি হরণ করিলে, যে পাপরাশি সঞ্চিত হয় এই স্তব পাঠ করিলেই তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহমাত্রও নাই। হে মুনে! এই স্তোত্রপাঠে অম্বুবাচীদিবসে ভূমিখনন-জনিত পাপ হইতে এবং বিনানুমতিতে অপরের কৃত কূপে কূপখননজনিত পাপ হইতে ও অন্যের ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিলে যে পাপ সঞ্চিত হয়, তাহা হইতেও নিশ্চয় মুক্তিলাভ হয়। এই স্তব পাঠে ভূমিতে বীর্য্য-ত্যাগ ও দীপ স্থাপন ইত্যাদি পাপ হইতে—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মুক্ত হইতে পারিবেন, তাহাতে কোনরূপ সংশয় নাই এবং সেই ব্যক্তি শত অশ্বমেধ-সম ফলও লাভ করিবেন। ৫৮-৬৩

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে ভূমিশক্তির উৎপত্তিবর্ণন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ—

ভূমিদানকৃতং পুণ্যং পাপং তদ্ধরণেন চ। পরভূহরণাৎ পাপং কূপে কূপখননে তথা ॥ ১
অম্বুবাচ্যাং ভূখননে বীর্য্যস্য ত্যাগ এব চ। দীপাদিস্থাপনাৎ পাপং শ্রোতুমিচ্ছামি যত্নতঃ ॥ ২
অন্যদ্বা পৃথিবীজন্যং পাপং যৎ পৃচ্ছতে পরম্। যদস্তি তৎপ্রতীকারং বদ বেদবিদাং বর ॥ ৩

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

বিতস্তিমাত্রভূমিঞ্চ যো দদাতি চ ভারতে। সন্ধ্যাপূতায় বিপ্রায় স যাতি শিবমন্দিরম্ ॥ ৪
ভূমিঞ্চ সর্ব্বশস্যাঢ্যং ব্রাহ্মণায় দদাতি চ। ভূমিরেণুপ্রমাণাব্দমন্তে বিষ্ণুপদে স্থিতিঃ ॥ ৫
গ্রামং ভূমিঞ্চ ধান্যঞ্চ ব্রাহ্মণায় দদাতি যঃ। সর্ব্বপাপাদ্বিনির্ম্মুক্তৌ চোভৌ দেবীপুরস্থিতৌ ॥ ৬
ভূমিদানঞ্চ তৎকালে যঃ সাধুশ্চানুমোদতে। স চ প্রযাতি বৈকুণ্ঠে মিত্রগোত্রসমন্বিতঃ ॥ ৭
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেত্তু যঃ। স তিষ্ঠতি কালসূত্রে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৮
তৎপুত্রপৌত্রপ্রভৃতির্ভূমিহীনঃ শ্রিয়া হতঃ। পুত্রহীনো দরিদ্রশ্চ ঘোরং যাতি চ রৌরবম্ ॥ ৯
গবাং মার্গং বিনিষ্কৃষ্য যশ্চ শস্যং দদাতি চ। দিব্যং বর্ষশতঞ্চৈব কুম্ভীপাকে চ তিষ্ঠতি ॥ ১০
গোষ্ঠং তড়াগং নিষ্কৃষ্য মার্গে শস্যং দদাতি যঃ। স চ তিষ্ঠত্যসিপত্রে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১১
পঞ্চপিণ্ডাননুদ্ধৃত্য পরকূপে চ স্নাতি যঃ। প্রাপ্নোতি নরকঞ্চৈব স্নানং নিষ্ফলমেব চ ॥ ১২
কামী ভূমৌ চ রহসি বীর্য্যত্যাগং করোতি যঃ। ভূমিরেণুপ্রমাণঞ্চ বর্ষং তিষ্ঠতি রৌরবে ॥ ১৩
অম্বুবাচ্যাম্ভূকরণং যঃ করোতি চ মানবঃ। স যাতি কৃমিদংশঞ্চ স্থিতিস্তত্র চতুর্যুগম্ ॥ ১৪
পরকীয়ে লুপ্তকূপে কূপং মূঢ়ঃ করোতি যঃ। পুষ্করিণ্যাঞ্চ লুপ্তায়াং পুষ্করিণীং দদাতি যঃ ॥ ১৫
সর্ব্বং ফলং পরস্যৈব তপ্তকুণ্ডং ব্রজেচ্চ সঃ। তত্র তিষ্ঠতি সন্তপ্তো যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১৬

নারদ বলিলেন,—হে শ্রেষ্ঠ-বেদবিৎ। ভূমি দান করিলে যে পুণ্য হয়, ভূমি হরণ করিলে যে পাপ হয়; অন্যের ভূমিতে কূপাদি খনন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলে, অম্বুবাচীতে মৃত্তিকা খনন কিম্বা ভূমিতে রেতঃপাত করিলে, অথবা ভূমির উপর দীপাদিসংস্থাপন করিলে, যে পাপ হয়, তাহা আমি সযত্নে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি এবং আমার প্রশ্নের অতিরিক্ত—পৃথিবীজন্য অন্যান্য যে সকল পাপ সমুদ্ভূত হয় ও তাহার যেটী প্রতিকারের উপায়, তাহাও অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন। ১-৩

নারায়ণ বলিলেন, এই ভারতভূমে যে ব্যক্তি দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত ভূমি সন্ধ্যা-পরায়ণ বিপ্রকে প্রদান করে, সেই পুণ্যাত্মা ব্যক্তি শিবমন্দিরে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নানারূপ শস্য উৎপন্ন হয়,—এরূপ ভূমি ব্রাহ্মণকে প্রদান করে, সে নিশ্চয় ভূমির রজঃকণা-পরিমিত বৎসর পর্য্যন্ত বিষ্ণু-পদে অবস্থান করে। যে গ্রাম, ভূমি, ধান্য ইত্যাদি দান করে, এবং যে গ্রহণ করে, তাহারা উভয়েই সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করত দেবীপুরে নিয়ত বাস করে। সে সাধু ব্যক্তি ভূমিদানে অনুমোদন করেন, তিনি মিত্র ও বন্ধুগণ সহ বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। যে ব্যক্তি স্বদত্ত অথবা পরদত্ত ব্রহ্মস্ব হরণ করে, সে ব্যক্তি চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থান কাল পর্য্যন্ত কালসূত্রনামক নরকমধ্যে নিয়ত অবস্থান করে এবং তাহার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সকলে ভূমিশূন্য শ্রীভ্রষ্ট, পুত্রহীন ও দরিদ্র হইয়া অন্তে ঘোর রৌরব নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি গোসমূহের পথ প্রতিরুদ্ধ করিয়া শস্য প্রদান (বপন) করে, সে দিব্য শত বৎসর পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক-নামক নরকে বাস করে। ৪-১০

যে ব্যক্তি গোষ্ঠ তড়াগ প্রভৃতি স্থান কর্ষণ করিয়া তথায়ও শস্যরোপণ করে, সে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অবস্থান-কাল পর্য্যন্ত অসিপত্রনামক নরকে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি পরকূপে পঞ্চ মৃৎপিণ্ড উত্তোলন না করিয়া স্নান করে, তাহার স্নান নিষ্ফল, পরন্তু সে নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি কামপীড়িত হইয়া নির্জ্জনে ভূতলে রেতঃপাত করে, ভূতলের যতগুলি রেণু, ততকাল সে রৌরবনরকে বাস করে। যে অম্বুবাচীসময়ে ভূখনন করে, সে নরকে কৃমিদষ্ট হইয়া চতুর্দ্দশ যুগ বাস করে। যে ব্যক্তি পরকীয় লুপ্তকূপ অথবা লুপ্ত পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করে, সে ঐ কার্য্যের পুণ্য ফলভাগী হয় না, কূপ ও পুষ্করিণীর অধিকারীই তাহার ফলভোগ করে এবং সে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অবস্থিতি পর্য্যন্ত তপ্তকুণ্ডে বাস করে। ১১-১৬

পরকীয়ে তড়াগে চ পঙ্কমুদ্ধৃত্য চোৎসৃজেৎ। রেণুপ্রমাণবর্ষঞ্চ ব্রহ্মলোকে বসেন্নরঃ। ১৭
পিণ্ডং পিত্রে ভূমিভর্তুর্ন প্রদায় চ মানবঃ। শ্রাদ্ধং করোতি যো মূঢ়ো নরকং যাতি নিশ্চিতম্। ১৮
ভূমৌ দীপং যোঽর্পয়তি স চান্ধঃ সপ্তজন্মসু। ভূমৌ শঙ্খঞ্চ সংস্থাপ্য কুষ্ঠং জন্মান্তরে লভেৎ। ১৯
মুক্তাং মাণিক্যহীরৌ চ সুবর্ণঞ্চ মণিস্তথা। পঞ্চ সংস্থাপয়েদ্‌ভূমৌ স চান্ধঃ সপ্তজন্মসু। ২০
শিবলিঙ্গং শিবার্চ্চাং যশ্চার্পয়তি ভূতলে। শতমন্বন্তরং যাবৎ কৃমিভক্ষঃ স তিষ্ঠতি। ২১
শঙ্খং যন্ত্রং শিলাতোয়ং পুষ্পঞ্চ তুলসীদলম্। যশ্চার্পয়তি ভূমৌ চ স তিষ্ঠেন্নরকে ধ্রুবম্। ২২
জপমালাং পুষ্পমালাং কর্পূরং রোচনং তথা। যো মূঢ়শ্চার্পয়েদ্ ভূমৌ স যাতি নরকং ধ্রুবম্। ২৩
ভূমৌ চন্দনকাষ্ঠঞ্চ রুদ্রাক্ষং কুশমূলকম্। সংস্থাপ্য ভূমৌ নরকে বসেন্মন্বন্তরাবধি। ২৪
পুস্তকং যজ্ঞসূত্রঞ্চ ভূমৌ সংস্থাপয়েন্নরঃ। ন ভবেদ্বিপ্রযোনৌ চ তস্য জন্মান্তরে জনিঃ। ২৫
ব্রহ্মহত্যাসমং পাপমিহ বৈ লভতে ধ্রুবম্। গ্রন্থিযুক্তং যজ্ঞসূত্রং পূজ্যঞ্চ সর্ব্ববর্ণকৈঃ। ২৬
যজ্ঞং কৃত্বা তু যো ভূমিং ক্ষীরেণ নহি সিঞ্চতি। স যাতি তপ্তভূমিঞ্চ সন্তপ্তঃ সপ্তজন্মসু। ২৭
ভূকম্পে গ্রহণে যো হি করোতি খননং ভুবঃ। জন্মান্তরে মহাপাপো হ্যঙ্গহীনো ভবেদ্ধ্রুবম্। ২৮
ভবনং যত্র সর্ব্বেষাং ভূমিস্তেন প্রকীর্ত্তিতা। কাশ্যপী কশ্যপস্যেয়মচলা স্থিররূপতঃ। ২৯
বিশ্বম্ভরা ধারণাচ্চানন্তানন্তস্বরূপতঃ। পৃথিবী পৃথুকন্যাত্বাদ্ বিস্তৃতত্বান্মহামুনে। ৩০

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে পৃথিব্যাং কৃতাপরাধানাং নরকফলপ্রাপ্তি-
বর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ। ১০।

কোন মানব যদি পরকীয় তড়াগের পঙ্কোদ্ধার করত উৎসর্গ করে, সে রজঃকণা-পরিমিত বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করে। যে মূঢ় মানব, ভূস্বামীকে পিণ্ড প্রদান না করিয়া পিতার শ্রাদ্ধ করে, সে নিশ্চয় নরকগামী হয়। যে ব্যক্তি ভূমিতে প্রদীপ স্থাপন করে, সে সপ্তজন্ম পর্যন্ত অন্ধ হয় এবং যদি ভূমিতে শঙ্খস্থাপন করে, তাহা হইলে জন্মান্তরে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়। যে ব্যক্তি মুক্তা, মাণিক্য, হীরা, সুবর্ণ ও মণি ইত্যাদি দ্রব্য ভূমিতে স্থাপন করে, সে সপ্তজন্ম অন্ধ হয়। যে মানব শিবলিঙ্গ, দেবীপ্রতিমা ও শালগ্রাম শিলা ভূতলে স্থাপন করে, সে শত মন্বন্তরপর্য্যন্ত কৃমিভক্ষ্য হইয়া নরকে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি শঙ্খ, যন্ত্র, শিলাতোয়, পুষ্প ও তুলসীদল ভূমিতে অর্পণ করে, সে নিশ্চয়ই নরকে অবস্থান করে। যে মূঢ় জপমালা, পুষ্পমালা, কর্পূর এবং রোচনা ভূমিতে স্থাপন করে, সেই মূঢ় নিশ্চয় নরকগামী হয়। যে ব্যক্তি চন্দনকাষ্ঠ, রুদ্রাক্ষ ও কুশমূল ভূমিতে স্থাপন করে, সে মন্বন্তরকালপর্য্যন্ত নরকে বাস করে। যে ব্যক্তি পুস্তক ও যজ্ঞসূত্র ভূমিতে স্থাপন করে, তাহার জন্মান্তরে বিপ্রযোনিতে জন্ম হয় না এবং ইহলোকে ব্রহ্মহত্যা-তুল্য পাপী হয়; গ্রন্থিযুক্ত যজ্ঞসূত্র ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকল বর্ণের পূজনীয়। ১৭-২৬

যজ্ঞ করিয়া যে ব্যক্তি ভূমিতে ক্ষীর সেচন না করে, সে সর্ব্বজন্মেই সন্তপ্ত হয় এবং তপ্ত নরকের উত্তপ্ত তরঙ্গমালায় বিলোড়িত হইয়া থাকে। ভূমিকম্প ও গ্রহণ সময়ে যে মানব ভূমি খনন করে, সে মহাপাপিমধ্যে পরিগণিত হয় এবং জন্মান্তরে নিশ্চয় বিকলাঙ্গ হয়। যাহাতে জনসমূহের ভবন, তাহাই ভূমি বলিয়া কথিত; পৃথিবী কশ্যপতনয়া, এজন্য তাঁহার নাম কাশ্যপী ও নিশ্চলভাবে অবস্থান করাতে অচলা এবং তিনি বিশ্ব ধারণ করেন বলিয়া বিশ্বম্ভরা ও অসংখ্যরূপ-সম্পন্না এজন্য অনন্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তিনি পৃথুকন্যা ও বিস্তৃতা বলিয়া পৃথিবী নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। ২৭-৩০

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে পৃথিবীতে কৃত অপরাধের নিমিত্ত নরকফলপ্রাপ্তি-
বর্ণন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

দশমোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ—

ভূমিদানকৃতং পুণ্যং পাপং তদ্ধরণেন চ। পরভূহরণাৎ পাপং কূপে কূপখননে তথা ॥ ১
অম্বুবাচ্যাং ভূখননে বীর্যস্য ত্যাগ এব চ। দীপাদিস্থাপনাৎ পাপং শ্রোতুমিচ্ছামি যত্নতঃ ॥ ২
অন্যদ্বা পৃথিবীজন্যং পাপং যৎ পৃচ্ছতে পরম্। যদস্তি তৎপ্রতীকারং বদ বেদবিদাং বর ॥ ৩

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

বিতস্তিমাত্রভূমিঞ্চ যো দদাতি চ ভারতে। সন্ধ্যাপূতায় বিপ্রায় স যাতি শিবমন্দিরম্ ॥ ৪
ভূমিঞ্চ সর্বশস্যাঢ্যাং ব্রাহ্মণায় দদাতি চ। ভূমিরেণুপ্রমাণাব্দমন্তে বিষ্ণুপদে স্থিতিঃ ॥ ৫
গ্রামং ভূমিঞ্চ ধান্যঞ্চ ব্রাহ্মণায় দদাতি যঃ। সর্বপাপাদ্বিনির্মুক্তৌ চোভৌ দেবীপুরস্থিতৌ ॥ ৬
ভূমিদানঞ্চ তৎকালে যঃ সাধুশ্চানুমোদতে। স চ প্রযাতি বৈকুণ্ঠে মিত্রগোত্রসমন্বিতঃ ॥ ৭
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেত্তু যঃ। স তিষ্ঠতি কালসূত্রে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৮
তৎপুত্রপৌত্রপ্রভৃতির্ভূমিহীনঃ শ্রিয়া হতঃ। পুত্রহীনো দরিদ্রশ্চ ঘোরং যাতি চ রৌরবম্ ॥ ৯
গবাং মার্গং বিনিষ্কৃষ্য যশ্চ শস্যং দদাতি চ। দিব্যং বর্ষশতঞ্চৈব কুম্ভীপাকে চ তিষ্ঠতি ॥ ১০
গোষ্ঠং তড়াগং নিকৃষ্য মার্গে শস্যং দদাতি যঃ। স চ তিষ্ঠত্যসিপত্রে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ ॥ ১১
পঞ্চপিণ্ডাননুদ্ধৃত্য পরকূপে চ স্নাতি যঃ। প্রাপ্নোতি নরকঞ্চৈব স্নানং নিষ্ফলমেব চ ॥ ১২
কামী ভূমৌ চ রহসি বীর্যত্যাগং করোতি যঃ। ভূমিরেণুপ্রমাণঞ্চ বর্ষং তিষ্ঠতি রৌরবে ॥ ১৩
অম্বুবাচ্যাং ভূকরণং যঃ করোতি চ মানবঃ। স যাতি কৃমিদংশঞ্চ স্থিতিস্তত্র চতুর্যুগম্ ॥ ১৪
পরকীয়ে লুপ্তকূপে কূপং পুনঃ করোতি যঃ। পুষ্করিণ্যাঞ্চ লুপ্তায়াং পুষ্করিণীং দদাতি যঃ ॥ ১৫
সর্বং ফলং পরস্যৈব তপ্তকুণ্ডং ব্রজেচ্চ সঃ। তত্র তিষ্ঠতি সন্তপ্তো যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ ॥ ১৬

নারদ বলিলেন,—হে শ্রেষ্ঠ-বেদবিৎ! ভূমি দান করিলে যে পুণ্য হয়, ভূমি হরণ করিলে যে পাপ হয়; অপরের ভূমিতে কূপাদি খনন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলে, অম্বুবাচীতে মৃত্তিকা খনন কিম্বা ভূমিতে রেতঃপাত করিলে, অথবা ভূমির উপর দীপাদিসংস্থাপন করিলে, যে পাপ হয়, তাহা আমি সযত্নে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি এবং আমার প্রশ্নের অতিরিক্ত—পৃথিবীজন্য অন্যান্য যে সকল পাপ সমুদ্ভূত হয় ও তাহার যেটী প্রতিকারের উপায়, তাহাও অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন। ১-৩

নারায়ণ বলিলেন, এই ভারতভূমে যে ব্যক্তি দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত ভূমি সন্ধ্যা-পরায়ণ বিপ্রকে প্রদান করে, সেই পুণ্যাত্মা ব্যক্তি শিবমন্দিরে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নানারূপ শস্য উৎপন্ন হয়,—এরূপ ভূমি ব্রাহ্মণকে প্রদান করে, সে নিক্ষয় ভূমির রজঃকণা-পরিমিত বৎসর পর্য্যন্ত বিষ্ণু-পদে অবস্থান করে। যে গ্রাম, ভূমি, ধান্য ইত্যাদি দান করে, এবং যে গ্রহণ করে, তাহারা উভয়েই সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করত দেবীপুরে নিরত বাস করে। যে সাধু ব্যক্তি ভূমিদানে অনুমোদন করেন, তিনি মিত্র ও বন্ধুগণ সহ বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। যে ব্যক্তি স্বদত্ত অথবা পরদত্ত ব্রহ্মস্ব হরণ করে, সে ব্যক্তি চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থান কাল পর্য্যন্ত কালসূত্রনামক নরকমধ্যে নিরত অবস্থান করে এবং তাহার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সকলে ভূমিশূন্য শ্রীভ্রষ্ট, পুত্রহীন ও দরিদ্র হইয়া অন্তে ঘোর রৌরব নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি গোসমূহের পথ প্রতিরুদ্ধ করিয়া শস্য প্রদান (বপন) করে, সে দিব্য শত বৎসর পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক-নামক নরকে বাস করে। ৪-১০

যে ব্যক্তি গোষ্ঠ তড়াগ প্রভৃতি স্থান কর্ষণ করিয়া তথায়ও শস্যরোপণ করে, সে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অবস্থান-কাল পর্য্যন্ত অসিপত্রনামক নরকে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি পরকূপে পঞ্চ মৃৎপিণ্ড উত্তোলন না করিয়া স্নান করে, তাহার স্নান নিষ্ফল, পরন্তু সে নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি কামপীড়িত হইয়া নির্জ্জনে ভূতলে রেতঃপাত করে, ভূতলের যতগুলি রেণু, ততকাল সে রৌরবনরকে বাস করে। যে অম্বুবাচীসময়ে ভূখনন করে, সে নরকে কৃমিদষ্ট হইয়া চতুর্দ্দশ যুগ বাস করে। যে ব্যক্তি পরকীয় লুপ্তকূপ অথবা লুপ্ত পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করে, সে ঐ কার্য্যের পুণ্য ফলভাগী হয় না, কূপ ও পুষ্করিণীর অধিকারীই তাহার ফলভোগ করে এবং সে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অবস্থিতি পর্য্যন্ত তপ্তকুণ্ডে বাস করে। ১১-১৬

পরকীয়ে তড়াগে চ পঙ্কমুদ্ধৃত্য চোৎসৃজেৎ। রেণুপ্রমাণবর্ষঞ্চ ব্রহ্মলোকে বসেন্নরঃ ॥ ১৭
পিণ্ডং পিত্রে ভূমিভর্ত্তুর্ন প্রদায় চ মানবঃ। শ্রাদ্ধং করোতি যো মূঢ়ো নরকং যাতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৮
ভূমৌ দীপং যোঽর্পয়তি স চান্ধঃ সপ্তজন্মসু। ভূমৌ শঙ্খঞ্চ সংস্থাপ্য কুষ্ঠং জন্মান্তরে লভেৎ ॥ ১৯
মুক্তাং মাণিক্যহীরৌ চ সুবর্ণঞ্চ মণিস্তথা। যশ্চ সংস্থাপয়েদ্ভূমৌ স চান্ধঃ সপ্তজন্মসু ॥ ২০
শিবলিঙ্গং শিবার্চ্চাং যশ্চার্পয়তি ভূতলে। শতমন্বন্তরং যাবৎ কৃমিভক্ষঃ স তিষ্ঠতি ॥ ২১
শঙ্খং যন্ত্রং শিলাতোয়ং পুষ্পঞ্চ তুলসীদলম্। যশ্চার্পয়তি ভূমৌ চ স তিষ্ঠেন্নরকে ধ্রুবম্ ॥ ২২
জপমালাং পুষ্পমালাং কর্পূরং রোচনং তথা। যো মূঢ়শ্চার্পয়েদ্ভূমৌ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥ ২৩
ভূমৌ চন্দনকাষ্ঠঞ্চ রুদ্রাক্ষং কুশমূলকম্। সংস্থাপ্য ভূমৌ নরকে বসেন্মন্বন্তরাবধি ॥ ২৪
পুস্তকং যজ্ঞসূত্রঞ্চ ভূমৌ সংস্থাপয়েন্নরঃ। ন ভবেদ্বিপ্রযোনৌ চ তস্য জন্মান্তরে জনিঃ ॥ ২৫
ব্রহ্মহত্যাসমং পাপমিহ বৈ লভতে ধ্রুবম্। গ্রন্থিযুক্তং যজ্ঞসূত্রং পূজ্যঞ্চ সর্ববর্ণকৈঃ ॥ ২৬
যজ্ঞং কৃত্বা তু যো ভূমিং ক্ষীরেণ নহি সিঞ্চতি। স যাতি তপ্তভূমিঞ্চ সন্তপ্তঃ সপ্তজন্মসু ॥ ২৭
ভূকম্পে গ্রহণে যো হি করোতি খননং ভুবঃ। জন্মান্তরে মহাপাপো অঙ্গহীনো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ২৮
ভবনং যত্র সর্ব্বেষাং ভূমিস্তেন প্রকীর্ত্তিতা। কাশ্যপী কশ্যপস্যেয়মচলা স্থিররূপতঃ ॥ ২৯
বিশ্বম্ভরা ধারণাচ্চানন্তানন্তস্বরূপতঃ। পৃথিবী পৃথুকন্যাত্বাদ্ বিস্তৃতত্বান্মহামুনে ॥ ৩০

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে পৃথিব্যাং কৃতাপরাধানাং নরকফলপ্রাপ্তি-
বর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

কোন মানব যদি পরকীয় তড়াগের পঙ্কোদ্ধার করত উৎসর্গ করে, সে রজঃকণা-পরিমিত বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করে। যে মূঢ় মানব, ভূস্বামীকে পিণ্ড প্রদান না করিয়া পিতার শ্রাদ্ধ করে, সে নিশ্চয় নরকগামী হয়। যে ব্যক্তি ভূমিতে প্রদীপ স্থাপন করে, সে সপ্তজন্ম পর্যন্ত অন্ধ হয় এবং যদি ভূমিতে শঙ্খস্থাপন করে, তাহা হইলে জন্মান্তরে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়। যে ব্যক্তি মুক্তা, মাণিক্য, হীরা, সুবর্ণ ও মণি ইত্যাদি দ্রব্য ভূমিতে স্থাপন করে, সে সপ্তজন্ম অন্ধ হয়। যে মানব শিবলিঙ্গ, দেবীপ্রতিমা ও শালগ্রাম শিলা ভূতলে স্থাপন করে, সে শত মন্বন্তরপর্য্যন্ত কৃমিভক্ষ্য হইয়া নরকে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি শঙ্খ, যন্ত্র, শিলাতোয়, পুষ্প ও তুলসীদল ভূমিতে অর্পণ করে, সে নিশ্চয়ই নরকে অবস্থান করে। যে মূঢ় জপমালা, পুষ্পমালা, কর্পূর এবং রোচনা ভূমিতে স্থাপন করে, সেই মূঢ় নিশ্চয় নরকগামী হয়। যে ব্যক্তি চন্দনকাষ্ঠ, রুদ্রাক্ষ ও কুশমূল ভূমিতে স্থাপন করে, সে মন্বন্তরকালপর্য্যন্ত নরকে বাস করে। যে ব্যক্তি পুস্তক ও যজ্ঞসূত্র ভূমিতে স্থাপন করে, তাহার জন্মান্তরে বিপ্রযোনিতে জন্ম হয় না এবং ইহলোকে ব্রহ্মহত্যা-তুল্য পাপী হয়; গ্রন্থিযুক্ত যজ্ঞসূত্র ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকল বর্ণের পূজনীয়। ১৭-২৬

যজ্ঞ করিয়া যে ব্যক্তি ভূমিতে ক্ষীর সেচন না করে, সে সর্ব্বজন্মেই সন্তপ্ত হয় এবং তপ্ত নরকের উত্তপ্ত তরঙ্গমালায় বিলোড়িত হইয়া থাকে। ভূমিকম্প ও গ্রহণ সময়ে যে মানব ভূমি খনন করে, সে মহাপাপিমধ্যে পরিগণিত হয় এবং জন্মান্তরে নিশ্চয় বিকলাঙ্গ হয়। যাহাতে জনসমূহের ভবন, তাহাই ভূমি বলিয়া কথিত; পৃথিবী কশ্যপতনয়া, এজন্য তাঁহার নাম কাশ্যপী ও নিশ্চলভাবে অবস্থান করাতে অচলা এবং তিনি বিশ্ব ধারণ করেন বলিয়া বিশ্বম্ভরা ও অসংখ্যরূপ-সম্পন্না এজন্য অনন্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তিনি পৃথুকন্যা ও বিস্তৃতা বলিয়া পৃথিবী নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। ২৭-৩০

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে পৃথিবীতে কৃত অপরাধের নিমিত্ত নরকফলপ্রাপ্তি-
বর্ণন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ—

শ্রুতং পৃথিব্যুপাখ্যানমতীব সুমনোহরম্। গঙ্গোপাখ্যানমধুনা বদ দেববিদাং বর ॥ ১
ভারতে ভারতীশাপাৎ সা জগাম সুরেশ্বরী। বিষ্ণুস্বরূপা পরমা স্বয়ং বিষ্ণুপদীতি চ ॥ ২
কথং কুত্র যুগে কেন প্রার্থিতা প্রেরিতা পুরা। তৎক্রমং শ্রোতুমিচ্ছামি পাপঘ্নং পুণ্যদং শুভম্ ॥ ৩

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

রাজরাজেশ্বরঃ শ্রীমান্ সগরঃ সূর্য্যবংশজঃ। তস্য ভার্য্যা চ বৈদর্ভী শৈব্যা চ দ্বে মনোহরে ॥ ৪
অসমঞ্জা ইতি খ্যাতঃ শৈব্যায়াং কুলবর্দ্ধনঃ ॥ ৫
অন্যা চারাধয়ামাস শঙ্করং পুত্রকামুকী। বভূব গর্ভস্তস্যাশ্চ হরস্য চ বরেণ হ ॥ ৬
গতে শতাব্দে পূর্ণে চ মাংসপিণ্ডং সুষাব সা। তং দৃষ্ট্বা সা শিবং ধ্যাত্বা রুরোদোচ্চৈঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭
শম্ভুর্ব্রাহ্মণরূপেণ তৎসমীপং জগাম হ। চকার সংবিভক্ত্যৈতৎ পিণ্ডং ষষ্টিসহস্রধা ॥ ৮
সর্ব্বে বভূবুঃ পুত্রাশ্চ মহাবলপরাক্রমাঃ। গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড-প্রভামুষ্টকলেবরাঃ ॥ ৯
কপিলস্য মুনেঃ শাপাদ্ বভূবুর্ভস্মসাচ্চ তে। রাজা রুরোদ তচ্ছ্রুত্বা জগাম গহনে বনে ॥ ১০
তপশ্চকারাসমঞ্জা গঙ্গানয়নকারণাৎ। লক্ষবর্ষং তপস্তপ্ত্বা মমার কালযোগতঃ ॥ ১১
অংশুমাংস্তস্য তনয়ো গঙ্গানয়নকারণাৎ। তপঃ কৃত্বা লক্ষবর্ষং মমার কালযোগতঃ ॥ ১২
ভগীরথস্তস্য পুত্রো মহাভাগবতঃ সুধীঃ। বৈষ্ণবো বিষ্ণুভক্তশ্চ গুণবানজরোঽমরঃ ॥ ১৩
তপঃ কৃত্বা লক্ষবর্ষং গঙ্গানয়নকারণাৎ। দদর্শ কৃষ্ণং গ্রীষ্মস্থ-সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ॥ ১৪
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং কিশোরং গোপবেশিনম্। গোপালসুন্দরীরূপং ভক্তানুগ্রহরূপিণম্ ॥ ১৫
স্বেচ্ছাময়ং পরং ব্রহ্ম পরিপূর্ণতমং প্রভুম্। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যৈশ্চ স্তুতং মুনিগণৈর্নুতম্ ॥ ১৬
নির্লিপ্তং সাক্ষিরূপঞ্চ নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্। ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহকারণম্ ॥ ১৭

নারদ বলিলেন,—হে শ্রেষ্ঠবেদবিৎ। অতিমনোহর পৃথিবীর উপাখ্যান বিশেষরূপে শ্রুত হইলাম, এইক্ষণে গঙ্গাদেবীর উপাখ্যান বিশদরূপে বর্ণন করুন। বিষ্ণুপদস্থিতা স্বয়ং বিষ্ণুস্বরূপা, সতী, সুরেশ্বরী গঙ্গা, সরস্বতীর শাপপ্রভাবে কোন্ যুগে কোন্ ব্যক্তির প্রেরিতা হইয়া এবং কাহার প্রার্থনানুসারে কিজন্য ভারতে অবতীর্ণা হইয়াছেন ? সেই পুণ্যপ্রদ পাপবিনাশক, শুভ আখ্যান শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি, তাহা বর্ণন করত অভিলাষ পূর্ণ করুন। ১-৩

নারায়ণ বলিলেন, সূর্য্যবংশসম্ভূত রাজরাজেশ্বর শ্রীমান্ সগররাজের দুই পত্নী; একটির নাম বৈদর্ভী, অপরটির নাম শৈব্যা; তাঁহারা অত্যন্ত মনোহারিণী ছিলেন। কালক্রমে রাজার শৈব্যা নামে পত্নী এক কুলবর্দ্ধন মনোহর পুত্র প্রসব করিলেন, তাহার নাম অসমঞ্জা। সগররাজের অপর পত্নী বৈদর্ভী, পুত্রকামনায় শঙ্করকে আরাধনা করিতে লাগিলেন। কালক্রমে শিববরে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল। তাহার পরে শতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে অতীত হইলে বৈদর্ভী একটী মাংসপিণ্ড প্রসব করিলেন এবং দর্শন করত শিবকে ধ্যান করিয়া পুনঃপুন উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তৎপরে শম্ভু ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া সেই মাংসপিণ্ড ষষ্টি-সহস্রভাগে বিভক্ত করিলেন; তাহার প্রত্যেক ভাগ হইতে মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এক একটি পুত্র উৎপন্ন হইল। তাহারা সকলেই কপিল মহর্ষির কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া অচিরাৎ ভস্মসাৎ হইল। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া বহু রোদন করত গহন বনে গমন করিলেন। ৪-১০

তাহার পর রাজপুত্র অসমঞ্জা গঙ্গাকে ভূতলে আনয়নের জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। লক্ষ বৎসরে তপস্যা শেষ হইলে, তিনিও কালক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অসমঞ্জার পুত্র অংশুমান; তিনিও গঙ্গা আনয়ন জন্য লক্ষবর্ষ তপস্যা করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার বংশধর মহাভাগ্যশালী বুদ্ধিমান্ বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ গুণবান্ ও অজরামর ভগীরথ, গঙ্গানয়ন জন্য লক্ষবৎসর তপস্যা করিয়া নিদাঘের কোটি-সূর্য্য-সদৃশ-প্রভাশালী, প্রফুল্লবদন গোপাল-সুন্দরীরূপী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার দ্বিভুজ, হস্তে মুরলী এবং কিশোর-গোপবেশ, তিনি পরমাত্মস্বরূপ ঈশ্বর এবং ভক্তের প্রতি অনুগ্রহার্থই তাঁহার শরীর-ধারণ। তিনি স্বেচ্ছাময় পরম ব্রহ্ম পরিপূর্ণরূপ এবং বিভু। তাঁহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও মুনি সকলেই স্তব করিয়া থাকেন। তিনি নির্লিপ্ত, সকল কার্য্যের সাক্ষিস্বরূপ, নির্গুণ

বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানং রত্নভূষণভূষিতম্। তুষ্টাব দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮
লীলয়া চ বরং প্রাপ বাঞ্ছিতং বংশতারণম্। কৃত্বা চ স্তবনং দিব্যং পুলকাঞ্চিতবিগ্রহঃ ॥ ১৯

শ্রীভগবানুবাচ—

ভারতং ভারতীশাপাদ্ গচ্ছ শীঘ্রং সুরেশ্বরি। সগরস্য সুতান্ সর্ব্বান্ পূতান্ কুরু মমাজ্ঞয়া ॥ ২০
ত্বৎস্পর্শবায়ুনা পূতা যাস্যন্তি মম মন্দিরম্। বিভ্রতো মম মূর্ত্তীশ্চ দিব্যস্যন্দনগামিনঃ ॥ ২১
মৎপার্ষদা ভবিষ্যন্তি সর্ব্বকালং নিরাময়াঃ। সমুচ্ছিদ্য কর্ম্মভোগান্ কৃতান্ জন্মনি জন্মনি ॥ ২২
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং ভারতে যৎ কৃতং নৃভিঃ। গঙ্গায়া বাতস্পর্শেন নশ্যতীতি শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥ ২৩
স্পর্শনাদ্দর্শনাদ্দেব্যাঃ পুণ্যং দশগুণং ততঃ। মৌষলস্নানমাত্রেণ সামান্যদিবসে নৃণাম্ ॥ ২৪
শতকোটিজন্মপাপং নশ্যতীতি শ্রুতৌ শ্রুতম্। যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ ॥ ২৫
জন্মসংখ্যার্জ্জিতান্যেব কামতোঽপি কৃতানি চ। তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি মৌষলস্নানতো নৃণাম্ ॥ ২৬
পুণ্যাহস্নানতঃ পুণ্যং বেদা নৈব বদন্তি চ। কিঞ্চিদ্বদন্তি তে বিপ্র ফলমেব যথাগমম্ ॥ ২৭
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যাশ্চ সর্ব্বং নৈব বদন্তি চ। সামান্যদিবসস্নান-সঙ্কল্পং শৃণু সুন্দরি ॥ ২৮
পুণ্যং দশগুণঞ্চৈব মৌষলস্নানতঃ পরম্। ততস্ত্রিংশদ্গুণং পুণ্যং রবিসংক্রমণে দিনে ॥ ২৯
অমায়াঞ্চাপি তত্তুল্যং দ্বিগুণং দক্ষিণায়নে। ততো দশগুণং পুণ্যং নরাণামুত্তরায়ণে ॥ ৩০
চাতুর্ম্মাস্যাং পৌর্ণমাস্যামনন্তং পুণ্যমেব চ। অক্ষয়ায়াঞ্চ তত্তুল্যং চৈতদ্বেদে নিরূপিতম্ ॥ ৩১
অসংখ্যপুণ্যফলদমেতেষু স্নানদানকম্। সামান্যদিবসস্নানা-দ্দানাচ্ছতগুণং ফলম্ ॥ ৩২
মন্বন্তরাদ্যায়াং তিথৌ যুগাদ্যায়াং তথৈব চ। মাঘস্য সিতসপ্তম্যাং ভীমাষ্টম্যাং তথৈব চ ॥ ৩৩
অথাপ্যশোকাষ্টম্যাঞ্চ নবম্যাঞ্চ তথা হরেঃ। ততোঽপি দ্বিগুণং পুণ্যং নন্দায়াং তব দুর্লভম্ ॥ ৩৪
দশহরাদশম্যাস্তু যুগাদ্যাদিসমং ফলম্। নন্দাসমঞ্চ বারুণ্যাং মহৎপূর্ব্বে চতুর্গুণম্ ॥ ৩৫

এবং প্রকৃতি হইতে পৃথক্। তাঁহার বদনমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত; অতএব প্রসন্ন তিনি ভক্তের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। তাঁহার বহ্নির ন্যায় শুদ্ধবস্ত্র পরিধান ও তিনি রত্নময় ভূষণে ভূষিত। নৃপতি তাঁহার অনির্ব্বচনীয় রূপরাশি দর্শন করিয়া পুনঃপুন প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপরে ভগীরথ তাঁহার স্তব করিয়া বংশ নিস্তার হেতু বাঞ্ছিত বর প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন। ভগবান্ কহিলেন;—হে সুরেশ্বরি। ভারতীশাপে ভারতে গমন করিয়া আমার আজ্ঞানুসারে সগরের পুত্রগণকে পবিত্র কর। তোমার স্পর্শে এবং জলকণাবাহী বায়ুযোগে তাহারা পবিত্র হইয়া দিব্য মূর্তি ধারণ করত দিব্য রথারোহণে আমার মন্দিরে গমন করিবে এবং জন্মজন্মকৃত কর্ম্মজনিত ভোগাদি উল্লঙ্ঘন করত চিরকাল নিরাময়রূপে পরিষদ হইয়া আমার সমীপে অবস্থান করিবে। শ্রুতিতে শ্রুত হইয়াছি যে, মানবগণের এই ভারতভূমে কোটিজন্মার্জ্জিত পাপরাশি, গঙ্গা-স্পর্শে ও তাঁহার পবিত্র বাতস্পর্শে বিনষ্ট হয়। গঙ্গাদেবীর দর্শন ও স্পর্শনে পুণ্যচয় দশগুণ বর্দ্ধিত হয়। যে দিন কোনরূপ পবিত্র তিথ্যাদি না থাকে সেই দিনেও গঙ্গাসলিলে অবগাহনস্নান করিলে, মানবগণের শতকোটি জন্মার্জ্জিত পাপরাশি এক সময়ে বিনষ্ট হয়, ইহাও শ্রুতিতে অবগত হইয়াছি। যে কোন পাপ, এমন কি ব্রহ্মহত্যাদি জনিত পাপচয়, যদি ইচ্ছানুসারে সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং অসংখ্য-জন্মার্জিতও হয়, তথাপি সে সমস্তই গঙ্গা-সলিলে অবগাহন-স্নানে বিনষ্ট হয়। ১১-২৬

হে দেবি। তোমার সলিলে পবিত্র দিবসে স্নান করিলে, যে পুণ্যরাশি উৎপন্ন হয়, বেদও তাহা বলিতে সক্ষম হয় না। কেহ কেহ, আগমানুসারে তাহার ফল সামান্যরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণও সকল বলিতে পারেন না। হে সুন্দরি! সামান্য দিবসে স্নান করিতে যে সঙ্কল্প করিতে হয়, তাহা শ্রবণ কর। গঙ্গাসলিলে মোষল স্নান অর্থাৎ অবগাহন-স্নানে, দশগুণ পুণ্য সঞ্চিত হয় এবং সংক্রান্তিতে স্নান করিলে, তাহা হইতে ত্রিশগুণ পুণ্য হয়, অমাবস্যাতে স্নান করিলে সংক্রান্তি স্নানের সমান ফল হয়, দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে তাহা হইতে দ্বিগুণ ফল হয় ও উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে স্নান করিলে, দক্ষিণায়ন স্নান অপেক্ষা মানবগণের দশগুণ পুণ্যসঞ্চিত হয়। চাতুর্মাস্যব্রতে ও পূর্ণিমাতে স্নান করিলে অনন্ত ফল লাভ হয় এবং অক্ষয়াতে স্নান করিলে যে অতুল্য ফল হয়, বেদেও তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সমস্ত দিবসে স্নান ও দান করিলে অসংখ্য ফল ও পুণ্যলাভ হয়। সামান্য দিনে স্নান ও দানাদি করিলে শতগুণ ফল লাভ হয়। হে দেবকুলেশ্বরি! মন্বন্তরা, যুগাদ্যা, মাঘী সপ্তমী, ভীষ্মাষ্টমী, অশোকাষ্টমী ও রামনবমী প্রভৃতি তিথিতে স্নান ও দান করিলেও তদ্রূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। নন্দাতে স্নান ও দান করিলে তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ পুণ্য হয়, এবং দশহরা দশমীতে যুগাদ্যাদি স্নানের সমান ফল হয়,

ততশ্চতুর্গুণং পুণ্যং ত্রিমহৎপূর্ব্বকে সতি। পুণ্যং কোটিগুণঞ্চৈব সামান্যস্নানতোঽপি যৎ ॥ ৩৬
চন্দ্রোপরাগসময়ে সূর্য্যে দশগুণং ততঃ। পুণ্যমর্দ্ধোদয়ে কালে ততঃ শতগুণং ফলম্ ॥ ৩৭
ইত্যেবমুক্ত্বা দেবেশো বিররাম তয়োঃ পুরঃ। তমুবাচ ততো গঙ্গা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরা ॥ ৩৮

গঙ্গোবাচ—

যামি চেত্তারতং নাথ ভারতীশাপতঃ পুরা। তবাজ্ঞয়া চ রাজেন্দ্র-তপসা[1] চৈব সাম্প্রতম্ ॥ ৩৯
দাস্যন্তি পাপিনো মহ্যং পাপানি যানি কানি চ। তানি মে কেন নশ্যন্তি তমুপায়ং বদ প্রভো ॥ ৪০
কতিকালং পরিমিতং স্থিতির্মে তত্র ভারতে। কদা যাস্যামি দেবেশ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৪১
মমান্যদ্বাঞ্ছিতং যদ্যৎ সর্ব্বং জানাসি সর্ব্ববিৎ। সর্ব্বান্তরাত্মন্ সর্ব্বজ্ঞ তদুপায়ং বদ প্রভো ॥ ৪২

শ্রীভগবানুবাচ—

জানামি বাঞ্ছিতং গঙ্গে তব সর্ব্বং সুরেশ্বরি। পতিস্তে দ্রবরূপায়া লবণোদো ভবিষ্যতি ॥ ৪৩
স মমাংশস্বরূপশ্চ ত্বঞ্চ লক্ষ্মীস্বরূপিণী। বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন সঙ্গমো গুণবান্ ভুবি ॥ ৪৪
যাবত্যঃ সন্তি নদ্যশ্চ ভারত্যাদ্যাশ্চ ভারতে। সৌভাগ্যা ত্বঞ্চ তাস্বেব লবণোদস্য সৌরতে ॥ ৪৫
অদ্যপ্রভৃতি দেবেশি কলেঃ পঞ্চসহস্রকম্। বর্ষং স্থিতিস্তে ভারত্যাঃ শাপেন ভারতে ভুবি ॥ ৪৬
নিত্যং ত্বমব্ধিনা সার্দ্ধং করিষ্যসি রহো রতিম্। ত্বমেব রসিকা দেবি রসিকেন্দ্রেণ সংযুতা ॥ ৪৭
ত্বাং স্তোষ্যন্তি চ স্তোত্রেণ ভগীরথকৃতেন চ। ভারতস্থা জনাঃ সর্ব্বে পূজয়িষ্যন্তি ভক্তিতঃ ॥ ৪৮
কাণ্বশাখোক্তধ্যানেন ধ্যাত্বা ত্বাং পূজয়িষ্যতি। যঃ স্তৌতি প্রণমেন্নিত্যং সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৪৯
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি। সহস্রপাপিনাং স্নানাদ্ যৎ পাপং তে ভবিষ্যতি ॥ ৫০
প্রকৃতেভক্তসংস্পর্শাদেব তদ্ধি বিনঙ্ক্ষ্যতি[2] ॥ ৫১
পাপিনাস্তু সহস্রাণাং শবস্পর্শেন যত্ত্বয়ি। তন্মন্ত্রোপাসকস্নানাত্তদঘঞ্চ বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ৫২
তত্রৈব ত্বমধিষ্ঠানং করিষ্যস্যঘমোচনম্। সার্দ্ধং সরিদ্ভিঃ শ্রেষ্ঠাভিঃ সরস্বত্যাদিভিঃ শুভে ॥ ৫৩

বারুণীতে স্নান ও দানাদি করিলেও নন্দার সমান ফল হয়, মহাবারুণীতে স্নান করিলে তাহা হইতে চতুর্গুণ ফল হয়, এবং মহা-মহাবারুণীতে তাহা হইতেও চতুর্গুণ ফললাভ হয়। সামান্যত গঙ্গাস্নানে যেরূপ পুণ্য সঞ্চিত হয়, চন্দ্রগ্রহণকালে স্নান করিলে তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ ফল লাভ হয়। সূর্য্যগ্রহণে তাহা অপেক্ষাও দশগুণ অধিক ফল লাভ হয়। অর্দ্ধোদয়যোগে গঙ্গাস্নান করিলে সূর্য্যগ্রহণে স্নান অপেক্ষা শতগুণ ফল লাভ হয়। ২৭-৩৭

দেবদেব নারায়ণ, গঙ্গা ও ভগীরথ সমীপে এই বলিয়া বিরত হইলে দেবী ত্রিপথগামিনী ভক্তি-বিনম্র-মস্তকে ভগবানকে বলিতে লাগিলেন,— নাথ! ভারতীশাপে এবং তোমার আজ্ঞানুসারে ও রাজকুলতিলক ভগীরথের তপস্যাতে যদি ভারতেই অবতরণ করিতে হয়, তাহা হইলে পাপিগণ, যে কোনরূপ পাপ হউক না কেন, আমাতেই অর্পণ করিবে। কিন্তু আমি তাহা হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করিব? প্রভো! তাহাই আমাকে উপদেশ করুন। হে সর্ব্বেশ! আমাকে কতকাল ভারতে অবস্থান করিতে হইবে? এবং কোন্ সময়ে পুনর্ব্বার পরমপদ দর্শন করিতে পারিব? হে সর্ব্ববিৎ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সকলের অন্তরাত্মস্বরূপ; অতএব আমার বাঞ্ছিত বিষয়সকল আপনি জানেন; প্রভো! এই সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করুন। শ্রীভগবান্ বলিলেন, সুরেশ্বরি গঙ্গে! তোমার বাঞ্ছিত বিষয়সকল আমি জানি, এই লবণসমুদ্র তোমার পতি হইবে। সেই লবণসমুদ্র আমার অংশস্বরূপ, তুমিও লক্ষ্মীস্বরূপা; অতএব বিদগ্ধনায়কসহ বিদগ্ধ নায়িকার সঙ্গম অতি গুণশালী হইবে। ভারতভূমিতে ভারতী প্রভৃতি যে সমস্ত নদী আছে, তাহাদের অপেক্ষা তোমার সহিত সঙ্গমে লবণসমুদ্রের অধিকতর প্রীতি হইবে। দেবেশি! ভারতীশাপে অদ্যাবধি কলির পঞ্চ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারতভূমিতে তোমাকে অবস্থান করিতে হইবে। তুমি, সমুদ্রসহ সুরতক্রীড়ায় নিয়ত রত থাকিবে। তুমি রসিকা, অতএব সেই সুরসিক নাগর সমুদ্রসহ নিয়ত মিলিতা হইবে। ভারতবাসী মানবগণ তোমাকে ভগীরথকৃত স্তব করিবে ও ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। কাণ্বশাখোক্ত ধ্যানের দ্বারা তোমার ধ্যান করত যে ব্যক্তি নিয়ত পূজা, স্তব ও প্রণামাদি করিবে, সেই মহাত্মার অশ্বমেধসদৃশ ফললাভ হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ৩৮-৪৯

কোন ব্যক্তি যদি শতযোজন দূরে অবস্থান করিয়াও 'গঙ্গা গঙ্গা' এই কথা বলে, তাহা হইলে সে নিখিল পাপরাশি হইতে মুক্তিলাভ করত বিষ্ণুলোক গমন করে। সহস্র সহস্র পাপীদিগের স্নানে তোমার যে পাপচয় সঞ্চিত হইবে, তাহা একমাত্র আমার ভক্তের দর্শনেই বিনষ্ট হইবে। সহস্র সহস্র পাপীদিগের

১। রাজেন্দ্র। তপসা। ২। বিনশ্যতি।

তত্তু তীর্থং ভবেৎ সদ্যো যত্র তদ্গুণ-কীর্ত্তনম্। যদ্রেণুস্পর্শমাত্রেণ পূতো ভবতি পাতকী।
রেণুপ্রমাণবর্ষঞ্চ দেবীলোকে বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৫৪
জ্ঞানেন ত্বয়ি যে ভক্ত্যা মন্নামস্মৃতিপূর্ব্বকম্। সমুৎসৃজন্তি প্রাণাংশ্চ তে গচ্ছন্তি হরেঃ পদম্ ॥ ৫৫
পার্ষদপ্রবরাস্তে চ ভবিষ্যন্তি হরেশ্চিরম্। লয়ং প্রাকৃতিকন্তে চ দ্রক্ষ্যন্তি চাপ্যসংখ্যকম্ ॥ ৫৬
মৃতস্য বহুপুণ্যেন তচ্ছবং ত্বয়ি বিন্যসেৎ। প্রয়াতি স চ বৈকুণ্ঠং যাবদস্থ্নঃ স্থিতিস্ত্বয়ি ॥ ৫৭
কায়ব্যূহং ততঃ কৃত্বা ভোজয়িত্বা স্বকর্ম্মকম্। তস্মৈ দদামি সারূপ্যং করোমি তঞ্চ পার্ষদম্ ॥ ৫৮
অজ্ঞানী ত্বজ্জলস্পর্শাদ্ যদি প্রাণান্ সমুৎসৃজেৎ। তস্মৈ দদামি সালোক্যং করোমি তঞ্চ পার্ষদম্ ॥ ৫৯
অন্যত্র বা ত্যজেৎ প্রাণাংস্ত্বন্নামস্মৃতিপূর্ব্বকম্। তস্মৈ দদামি সালোক্যং যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ॥ ৬০
অন্যত্র বা ত্যজেৎ প্রাণাংস্ত্বন্নামস্মৃতিপূর্ব্বকম্। তস্মৈ দদামি সারূপ্যমসংখ্যং প্রাকৃতং লয়ম্ ॥ ৬১
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণ-যানেন সহ পার্ষদৈঃ। সদ্যঃ প্রয়াতি গোলোকং মম তুল্যো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৬২
তীর্থেঽপ্যতীর্থে মরণে বিশেষো নাস্তি কশ্চন। মন্মন্ত্রোপাসকানাস্তু নিত্যং নৈবেদ্যভোজিনাম্ ॥ ৬৩
পূতং কর্ত্তুং স শক্তো হি লীলয়া ভুবনত্রয়ম্। রত্নেন্দ্রসারযানেন গোলোকং সম্প্রয়াতি চ ॥ ৬৪
মদ্ভক্তা বান্ধবা যেষাং তেঽপি পশ্বাদয়োঽপি হি। প্রয়ান্তি রত্নযানেন গোলোকঞ্চাতিদুর্লভম্ ॥ ৬৫
যত্র যত্র মৃতাস্তে চ জ্ঞানেন জ্ঞানিনঃ সতি। জীবন্মুক্তাশ্চ তে পূতা মদ্ভক্তেঃ সংবিধানতঃ ॥ ৬৬
ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরিস্তাঞ্চ প্রত্যুবাচ ভগীরথম্। স্তুহি গঙ্গামিমাং ভক্ত্যা পূজাঞ্চ কুরু সাম্প্রতম্ ॥ ৬৭
ভগীরথস্তাং তুষ্টাব পূজয়ামাস ভক্তিতঃ। কৌথুমোক্তেন ধ্যানেন স্তোত্রেণাপি পুনঃপুনঃ ॥ ৬৮
প্রণনাম চ শ্রীকৃষ্ণং পরমাত্মনমীশ্বরম্। ভগীরথশ্চ গঙ্গা চ সোঽন্তর্ধানং চকার হ ॥ ৬৯

নারদ উবাচ—

কেন ধ্যানেন স্তোত্রেণ কেন পূজাক্রমেণ চ। পূজাং চকার নৃপতির্বদ বেদবিদাং বর ॥ ৭০

শবস্পর্শে তোমার যে পাপ সঞ্চিত হইবে, ভুবনেশ্বরীমন্ত্রোপাসক ব্যক্তিগণের স্নানেই সে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইবে। গঙ্গে! যে যে স্থানে আমার নাম ও গুণকীর্ত্তন হইবে, সেই সেই স্থানেই তুমি পাপ-বিমোচনের নিমিত্ত সরস্বতী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নদীগণসহ নিয়ত অবস্থান করিবে। যে স্থানে আমার গুণকীর্ত্তন হইবে, সে স্থান সদ্যঃ তীর্থরূপে পরিণত হইবে। সেই স্থানের তৎসংস্পৃষ্ট রেণু স্পর্শ করিলে পাপীরা সেই স্থানের রেণু পরিমিত বর্ষ দেবীলোকে অবস্থান করিবে। যাহারা সজ্ঞান অবস্থায় ভক্তিপূর্ব্বক আমার নাম স্মরণ করত তোমাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, তাহারা চিরকাল হরিলোক প্রাপ্ত হইয়া হরির পারিষদ হইবে এবং অসংখ্যপ্রাকৃতিক লয় দর্শন করিবে। বহু পুণ্যবলে তাহার শবদেহ তোমাতে বিন্যস্ত হইবে। যে পর্য্যন্ত তাহার অস্থিচয় তোমার সলিলে থাকিবে, ততকাল সে বৈকুণ্ঠ ধামেই বাস করিবে, তৎপরে আমি কায়ব্যূহ করত তাহাকে স্বকর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করাইয়া সারূপ্য মুক্তি প্রদান এবং আমার পারিষদ করিয়া থাকি। ৫৩-৫৮

যদি কেহ অজ্ঞানেও তোমার সলিল স্পর্শ করত প্রাণত্যাগ করে, তাহাকেও সালোক্য মুক্তি প্রদান করিয়া আমার পারিষদরূপে গ্রহণ করি। যদি কোন ব্যক্তি গঙ্গা-ভিন্ন স্থানেও তোমার নাম স্মরণপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাকে ব্রহ্মার বয়ঃকাল পর্য্যন্ত সালোক্য মুক্তি প্রদান করি। অথবা যদি কেহ অন্যত্রও তোমার নাম স্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহাকে সারূপ্য মুক্তি প্রদান করি এবং সে আমাতে অসংখ্য প্রলয়কাল পর্য্যন্ত লীন থাকে। আমার মন্ত্রোপাসক ও নৈবেদ্যভোজী ব্যক্তিগণের তীর্থ-মৃত্যু বা তীর্থ ভিন্ন স্থানে মৃত্যু,—ইহাতে কোন বিশেষ নাই। তাহারা অবলীলাক্রমে ত্রিভুবন পবিত্র করিতে পারে এবং রত্নেন্দ্রসারভূত দিব্যরথারূঢ় হইয়া গোলোকে গমন করিয়া থাকে। আমার ভক্তের যে সকল বান্ধবগণ, তাহারা অত্যন্ত পুণ্যবান্, অতএব তাহারাও রত্নময় যানে আরোহণ করিয়া দুর্লভ গোলোকধামে গমন করিয়া থাকে। সতি! আমার ভক্তগণ যে কোন স্থানে থাকুক না কেন, তাহারা আমার প্রতি ভক্তিবশে জ্ঞানলাভ করিয়া পবিত্র হইয়া জীবন্মুক্ত হয়। গঙ্গাকে এই বলিয়া শ্রীহরি ভগীরথকে বলিলেন, "তুমি গঙ্গাকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব কর এবং সম্প্রতি বিধিক্রমে পূজাদিও সম্পন্ন কর।" ভগীরথ ভগবানের আজ্ঞানুসারে কৌথুমশাখোক্ত ধ্যান ও স্তোত্র দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গার পূজা ও স্তব করিতে লাগিলেন; তাহার পর ভগীরথ ও গঙ্গা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলে পর কৃষ্ণ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ৫৯-৬৯

নারদ বলিলেন, হে শ্রেষ্ঠবেদবিৎ! রাজা ভগীরথ কোন্ ধ্যান-স্তব ও পূজাবিধি অনুসারে তাঁহার পূজাদি করিলেন, তাহা বিশেষরূপে বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, মানবগণ স্নান করত নিত্যক্রিয়া

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

স্নাত্বা নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী। সম্পূজ্য দেবষট্কঞ্চ সংযতো ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৭১
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্। সম্পূজ্য দেবষট্কঞ্চ সোঽধিকারী চ পূজনে ॥ ৭২
গণেশং বিঘ্ননাশায় আরোগ্যায় দিবাকরম্। বহ্নিং শৌচায় বিষ্ণুঞ্চ লক্ষ্ম্যর্থং পূজয়েন্নরঃ ॥ ৭৩
শিবং জ্ঞানায় জ্ঞানেশং শিবাঞ্চ মুক্তিসিদ্ধয়ে। সম্পূজ্যৈতাল্লঁভেৎ প্রাজ্ঞো বিপরীতমতোঽন্যথা ॥ ৭৪
দধ্যাবনেন ধ্যানেন তদ্ধ্যানং শৃণু নারদ ॥ ৭৫

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে গঙ্গোৎপত্তিবর্ণনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ

ধ্যানঞ্চ কাণ্বশাখোক্তং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। শ্বেতপঙ্কজবর্ণাভাং গঙ্গাং পাপপ্রণাশিনীম্ ॥ ১
কৃষ্ণবিগ্রহসম্ভূতাং কৃষ্ণতুল্যাং পরাং সতীম্। বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং রত্নভূষণ-ভূষিতাম্ ॥ ২
শরৎপূর্ণেন্দুশতক-মৃষ্টশোভাকরাং পরাম্। ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং শশ্বৎসুস্থির-যৌবনাম্ ॥ ৩
নারায়ণপ্রিয়াং শান্তাং তৎসৌভাগ্যসমন্বিতাম্। বিভ্রতীং কবরীভারং মালতীমাল্যসংযুতম্ ॥ ৪
সিন্দুরবিন্দুললিতং সার্দ্ধং চন্দনবিন্দুভিঃ। কস্তূরীপত্রকং গণ্ডে নানাচিত্রসমন্বিতম্ ॥ ৫
পক্কবিম্ব-বিনিন্দ্যাচ্ছ-চার্ব্বোষ্ঠ-পুটমুত্তমম্। মুক্তাপঙ্‌ক্তি-প্রভামৃষ্ট-দন্তপঙ্‌ক্তি-মনোরমম্ ॥ ৬
সুচারুবক্ত্র নয়নং সকটাক্ষং মনোহরম্। কঠিনং শ্রীফলাকারং স্তনযুগ্মঞ্চ বিভ্রতীম্ ॥ ৭
বৃহচ্ছ্রোণিং সুকঠিনাং রম্ভাস্তম্ভ-বিনিন্দিতাম্। স্থলপদ্মপ্রভামৃষ্ট-পাদপদ্মযুগং বরম্ ॥ ৮
রত্নপাদুক-সংযুক্তং কুঙ্কুমাক্তং সযাবকম্। দেবেন্দ্রমৌলিমন্দার-মকরন্দকণাযুতং সদা ॥ ৯

সম্পাদন করিবে, তৎপরে ধৌতবস্ত্র পরিধান করিয়া সংযতভাবে ভক্তিপূর্ব্বক গণেশাদি ছয় দেবতাকে পূজা করিবে। গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, শিবা এই ছয় দেবতার পূজা করিলে, প্রকৃত কার্য্যে অধিকারী হইবে। মানবগণ বিঘ্ননাশের নিমিত্ত গণেশকে, আরোগ্যের নিমিত্ত সূর্য্যকে, আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত অগ্নিকে এবং লক্ষ্মীর নিমিত্ত বিষ্ণুকে পূজা করিয়া থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শিবকে জ্ঞানের নিমিত্ত ও শিবাকে মুক্তিলাভের নিমিত্ত পূজা করিয়া তাহা লাভ করে; কিন্তু তাহার অন্যথা করিলে বিপরীত ফললাভ হয়। হে নারদ! ভগীরথ যে ধ্যান দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ৭০-৭৫

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে গঙ্গোৎপত্তি বর্ণন নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

নারায়ণ কহিলেন, এক্ষণে কাণ্বশাখোক্ত নিখিলপাপনাশী ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেবী গঙ্গা শ্বেতপদ্মবর্ণা পাপনাশিনী, শ্রীকৃষ্ণের শরীর হইতে উদ্ভূতা এবং কৃষ্ণতুল্যা। তিনি পরমা সতী, তাঁহার বহ্নির ন্যায় শুদ্ধবস্ত্র পরিধান। তিনি রত্নময় ভূষণে ভূষিতা, শরৎকালীন শত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার অঙ্গের জ্যোতিঃ। তাঁহার বদনমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত এবং প্রসন্ন। তিনি নিরন্তর স্থিরযৌবনা, নারায়ণের প্রিয়তমা, শান্তস্বভাবা ও সৌভাগ্যশালিনী। তিনি কবরীভারে এবং গলদেশে মালতীমালা ধারণ করিয়াছেন। তিনি চন্দনবিন্দুর সহিত সিন্দুরবিন্দু ধারণ করত অতিমনোহারিণী হইয়াছেন। নানা চিত্রময় কস্তূরীপত্র তাঁহার গণ্ডদেশে শোভা পাইতেছে। তাঁহার ওষ্ঠপুট পক্কবিম্ববিনিন্দী, অতএব মনোহর। দন্তপংক্তি মুক্তাশ্রেণীর ন্যায় মনোহর শোভাসম্পন্ন। তাঁহার সুচারু বক্র নয়নযুগল সকটাক্ষ এবং অতি মনোরম। স্তনদ্বয় কঠিন শ্রীফলসদৃশ। তাঁহার ঊরুযুগল সুগঠন এবং রম্ভা-তরু-বিনিন্দিত। পদযুগল স্থলপদ্মের প্রভার ন্যায় উৎকৃষ্ট শোভাশালী। সেই পদযুগল রক্তবর্ণ পাদুকাযুগল, কুঙ্কুম

সুরসিদ্ধমুনীন্দ্রৈশ্চ দত্তার্ঘ্যসংযুতং সদা। তপস্বিমৌলিনিকর-ভ্রমরশ্রেণিসংযুতম্ ॥ ১০
মুক্তিপ্রদং মুমুক্ষূণাং কামিনাং সর্ব্বভোগদম্। বরাং বরেণ্যাং বরদাং ভক্তানুগ্রহকারিণীম্।
শ্রীবিষ্ণোঃ পদদাত্রীঞ্চ ভজে বিষ্ণুপদীং সতীম্ ॥ ১১
ইত্যনেনৈব ধ্যানেন ধ্যাত্বা ত্রিপথগাং শুভাম্। দত্ত্বা সম্পূজয়েদ্ ব্রহ্মন্ উপচারাণি ষোড়শ ॥ ১২
আসনং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ স্নানীয়ঞ্চানুলেপনম্। ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং তাম্বূলং শীতলং জলম্ ॥ ১৩
বসনং ভূষণং মাল্যং গন্ধমাচমনীয়কম্। মনোহরং সুতল্পঞ্চ দেয়ান্যেতানি ষোড়শ ॥ ১৪
দত্ত্বা ভক্ত্যা চ প্রণমেৎ সংস্তূয় সম্পুটাঞ্জলিঃ। সম্পূজ্যৈবং প্রকারেণ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ১৫

নারদ উবাচ—

শ্রোতুমিচ্ছামি দেবেশ লক্ষ্মীকান্ত জগৎপতে। বিষ্ণোর্বিষ্ণুপদীস্তোত্রং পাপঘ্নং পুণ্যকারকম্ ॥ ১৬

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পাপঘ্নং পুণ্যকারণম্ ॥ ১৭
শিবসঙ্গীতসম্মুগ্ধ-শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসমুদ্ভবাম্। রাধাঙ্গদ্রবসংযুক্তাং তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১৮
যজ্জন্ম সৃষ্টেরাদৌ চ গোলোকে রাসমণ্ডলে। সন্নিধানে শঙ্করস্য তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১৯
গোপৈর্গোপীভিরাকীর্ণে শুভে রাধামহোৎসবে। কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়াঞ্চ তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২০
কোটিযোজনবিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে লক্ষগুণা ততঃ। সমাবৃতা যা গোলোকং তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২১
ষষ্টিলক্ষযোজনা যা ততো দৈর্ঘ্যে চতুর্গুণা। সমাবৃতা যা বৈকুণ্ঠে তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২২
ত্রিংশল্লক্ষযোজনা যা দৈর্ঘ্যে পঞ্চগুণা ততঃ। আবৃতা ব্রহ্মলোকে যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২৩
ত্রিংশল্লক্ষযোজনা যা দৈর্ঘ্যে চতুর্গুণা ততঃ। আবৃতা শিবলোকে যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২৪
লক্ষযোজনবিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে সপ্তগুণা ততঃ। আবৃতা ধ্রুবলোকে যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২৫
লক্ষযোজনবিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে পঞ্চগুণা ততঃ। আবৃতা চন্দ্রলোকে যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২৬
ষষ্টিসহস্রযোজনা যা দৈর্ঘ্যে দশগুণা ততঃ। আবৃতা সূর্য্যলোকে যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২৭

ও অলক্ত দ্বারা বিভূষিত—বোধহয়, যেন তাহা ইন্দ্রের মস্তকস্থিত মন্দারকুসুমের মকরন্দকণা দ্বারা অরুণবর্ণ হইয়াছে। সুর, সিদ্ধ ও মুনীন্দ্রগণের প্রদত্ত অর্ঘ্যযুক্ত, তপস্বিগণের মস্তকরূপ ভ্রমরশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত, দেবীর অমূল্য পদযুগল মুমুক্ষুদিগের মুক্তি প্রদান করে এবং কামীদিগের স্বর্গভোগ প্রদান করে। দেবী স্বয়ং শ্রেষ্ঠা ও বরদান করিয়া থাকেন। তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবশত দয়ার্দ্রচিত্তা। তিনি বিষ্ণুপদ প্রদান করেন ও স্বয়ং বিষ্ণুপাদোদ্ভবা, অতএব তাঁহাকে আমি ভজনা করি। ১-১১

হে ব্রহ্মন্! এই ধ্যান দ্বারা দেবী ত্রিপথগার ধ্যান করত ষোড়শোপচার প্রদান করিয়া পূজা করিতে হয়। আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, অনুলেপন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বুল, শীতল জল, বসন, ভূষণ, মাল্য, গন্ধ, আচমনীয় মনোহর শয্যা এই ষোড়শ উপচার দেবীকে প্রদান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক করযোড়ে প্রণাম করিবে। এইরূপ নিয়মানুসারে ভাগীরথীর পূজা করিলে, মানবগণের অশ্বমেধসম ফল লাভ হয়। নারদ বলিলেন, হে জগৎপ্রভো! লক্ষ্মীকান্ত! পাপবিনাশক পুণ্যের কারণভূত বিষ্ণুপদী গঙ্গার স্তব শুনিতে আমার বাসনা হইয়াছে, অতএব তাহা কীর্ত্তন করুন। নারায়ণ বলিলেন, শিবসংগীত শ্রবণে মুগ্ধ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের এবং রাধিকার অঙ্গ দ্রবীভূত হইয়াছিল; তাহা হইতে উদ্ভূতা গঙ্গাকে আমি করযোড়ে প্রণিপাত করিতেছি। সৃষ্টির আদিতে শিবসমীপে গোলোকে রাসমণ্ডলে যাঁহার জন্ম হইয়াছে সেই গঙ্গাকে আমি প্রণিপাত করি। গোপগোপীগণে পরিব্যাপ্ত মনোহর রাধিকামহোৎসবে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে যাহার আবির্ভাব হয়, আমি সেই গঙ্গাকে প্রণিপাত করি। যিনি কোটি যোজন বিস্তীর্ণ এবং দৈর্ঘ্যে তাহার লক্ষগুণ, এইরূপে গোলোকধাম বেষ্টন করিয়াছেন, আমি সেই গঙ্গাকে প্রণাম করি। যিনি ষষ্টিলক্ষ যোজন বিস্তৃত ও দৈর্ঘ্যে তাহার চতুর্গুণ, এইরূপে বৈকুণ্ঠধামকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছেন, সেই গঙ্গাকে আমি প্রণাম করি। যিনি ত্রিশ লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার পঞ্চগুণ, এইরূপে ব্রহ্মলোক বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম করি। ১২-২৩

যাঁহার বিস্তার ত্রিংশৎ লক্ষ যোজন, দৈর্ঘ্য তাহার চতুর্গুণ, যাঁহার এইরূপ বিস্তারে শিবলোক বেষ্টিত, সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম করি। যিনি লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার সপ্তগুণ, যাঁহার এই বিস্তীর্ণতায় ধ্রুবলোক আবৃত, সেই বিশ্বপাবনী দেবী, গঙ্গাকে আমি প্রণাম করি। যিনি লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার পঞ্চগুণ, যাঁহার এই বিস্তারে চন্দ্রলোক আবৃত, সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণিপাত করি। যিনি ষষ্টিসহস্রযোজনবিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার দশগুণ, যাঁহার এই বিস্তীর্ণতায়

লক্ষযোজনবিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে পঞ্চগুণা ততঃ। আবৃতা যা তপোলোকে তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২৮
সহস্রযোজনায়ামা দৈর্ঘ্যে দশগুণা ততঃ। আবৃতা জনলোকে যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২৯
দশলক্ষযোজনা যা দৈর্ঘ্যে পঞ্চগুণা ততঃ। আবৃতা যা মহর্লোকে তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩০
সহস্রযোজনায়ামা দৈর্ঘ্যে শতগুণা ততঃ। আবৃতা যা চ কৈলাসে তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩১
শতযোজনবিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে দশগুণা ততঃ। মন্দাকিনী যেন্দ্রলোকে তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩২
পাতালে ভোগবতী চৈব বিস্তীর্ণা দশযোজনা। ততো দশগুণা দৈর্ঘ্যে তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩৩
ক্রোশৈকমাত্রবিস্তীর্ণা ততঃ ক্ষীণা চ কুত্রচিৎ। ক্ষিতৌ চালকনন্দা যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩৪
সত্যে যা ক্ষীরবর্ণা চ ত্রেতায়ামিন্দুসন্নিভা। দ্বাপরে চন্দনাভা যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩৫
জলপ্রভা কলৌ যা চ নান্যত্র পৃথিবীতলে। স্বর্গে চ নিত্যং ক্ষীরাভা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩৬
যস্তোয়কণিকাস্পর্শঃ পাপিনাং জ্ঞানসম্ভবম্। ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং কোটিজন্মার্জ্জিতং দহেৎ ॥ ৩৭
ইত্যেবং কথিতা ব্রহ্মন্ গঙ্গাপদ্যৈকবিংশতিঃ। স্তোত্ররূপঞ্চ পরমং পাপঘ্নং পুণ্যজীবনম্ ॥ ৩৮
নিত্যং যো হি পঠেদ্ভক্ত্যা সম্পূজ্য চ সুরেশ্বরীম্। সোঽশ্বমেধফলং নিত্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৯
অপুত্রো লভতে পুত্রং ভার্য্যাহীনো লভেৎ স্ত্রিয়ম্। রোগাৎ প্রমুচ্যতে রোগী বন্ধান্মুক্তো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৪০
অস্পষ্টকীর্ত্তিঃ সুযশা মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ। যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় গঙ্গাস্তোত্রমিদং শুভম্।
শুভং ভবেচ্চ দুঃস্বপ্নে গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৪১

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

স্তোত্রেণানেন গঙ্গাঞ্চ স্তুত্বা চৈব ভগীরথঃ। জগাম তাং গৃহীত্বা চ যত্র নষ্টাশ্চ সাগরাঃ ॥ ৪২
বৈকুণ্ঠং তে যযুস্তূর্ণং গঙ্গায়াঃ স্পর্শবায়ুনা। ভগীরথেন সা নীতা তেন ভাগীরথী স্মৃতা ॥ ৪৩
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং গঙ্গোপাখ্যানমুত্তমম্। পুণ্যদং মোক্ষদং সারং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৪

সূর্য্যলোক আবৃত সেই গঙ্গা দেবীকে আমি প্রণাম করি। যিনি লক্ষ যোজন বিস্তৃত ও দৈর্ঘ্যে তাহার পঞ্চগুণ, যিনি এইরূপে তপোলোক আবরণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই গঙ্গাদেবীকে আমি নমস্কার করি। যিনি সহস্রযোজন বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার দশগুণ, এইরূপে যিনি জনলোক আবৃত করিয়া রহিয়াছেন, সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম করি। দশ লক্ষ যোজন যাঁহার বিস্তার এবং তাহার পঞ্চগুণ যাঁহার দৈর্ঘ্য, সেই মহর্লোকব্যাপিনী গঙ্গাকে নমস্কার। যাহার বিস্তার সহস্র যোজন ও দৈর্ঘ্য তাহার শতগুণ, যাঁহার এইরূপ বিস্তীর্ণতায় কৈলাস পর্ব্বত আবৃত, সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম করি। যিনি শতযোজন বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার দশগুণ, সেই ইন্দ্রলোকবাসিনী মন্দাকিনী গঙ্গাকে প্রণাম করি। যিনি পাতালে ভোগবতী নামে বিখ্যাত এবং দশযোজন বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার দশগুণ, আমি সেই গঙ্গাদেবীকে প্রণিপাত করি। যিনি পৃথিবীতলে ক্রোশৈকমাত্র বিস্তীর্ণা—কোন কোন স্থানে তাহা অপেক্ষা ক্ষীণা এবং অলকনন্দা নামে বিখ্যাত, সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণিপাত করি। যিনি সত্যযুগে ক্ষীরবর্ণা, ত্রেতাতে চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রা, দ্বাপরে চন্দনের ন্যায় আভাযুক্তা, সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম করি। যিনি কলিযুগে পৃথিবীতলে জলপ্রবাহময়ী, অন্যত্র অন্যরূপা, স্বর্গে ক্ষীরের ন্যায় আভাযুক্তা, সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম করি। যাঁহার কণিকামাত্র জলস্পর্শেও পাপীদিগের ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি কোটিজন্মার্জ্জিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়, সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম করি। ২৪-৩৭

হে ব্রহ্মন্। একবিংশতি শ্লোক দ্বারা গঙ্গা স্তব, তোমাকে এই বলিলাম। এই স্তব পুণ্যের উপচয় করে এবং পাপঘ্ন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর অর্চ্চনা করত এই স্তব পাঠ করে, সে নিত্য অশ্বমেধতুল্য ফল লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং অপুত্র ব্যক্তির পুত্র লাভ হয়, ভার্য্যাশূন্য ব্যক্তি মনোরম ভার্য্যা প্রাপ্ত হয়, রোগী রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে ও বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। আর কীর্ত্তিশূন্য জনের কীর্ত্তি বিস্তার হয় এবং মূর্খ পাণ্ডিত্য লাভ করে। যে ব্যক্তি প্রাতরুত্থান সময়ে এই শুভজনক গঙ্গাস্তব পাঠ করে, তাহার দুঃস্বপ্ন শুভ ফল প্রদান করে এবং গঙ্গাস্নানতুল্য ফল লাভ হয়। ৩৮-৪১

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ। ভগীরথ, এই স্তুতি দ্বারা গঙ্গাদেবীর স্তব করত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যে স্থানে সগরসন্তানগণ কপিলশাপানলে ভস্মীভূত হইয়াছে, সেই স্থানে গমন করিলেন। সেই সগরসন্তানগণ গঙ্গার বায়ুস্পর্শেই উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল। দেবী ত্রিপথগাকে ভগীরথ পৃথিবীতলে আনয়ন করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নাম ভাগীরথী হইয়াছে। পুণ্যপ্রদ এবং মোক্ষপ্রদ, এই গঙ্গোপাখ্যান সম্পূর্ণরূপে তোমাকে বলিলাম। পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শুনিতে তোমার

নারদ উবাচ—

কথং গঙ্গা ত্রিপথগা জাতা ভুবনপাবনী। কুত্র বা কেন বিধিনা তৎ সর্ব্বং বদ মে প্রভো। ৪৫
তত্রস্থাশ্চ জনা যে যে তে চ কিং চক্রুরুত্তমম্। এতৎ সর্ব্বঞ্চ বিস্তীর্ণং কৃপয়া বক্তুমিহার্হসি। ৪৬

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

কার্ত্তিক্যাং পূর্ণিমায়াস্তু রাধায়াঃ সুমহোৎসবঃ। কৃষ্ণঃ সম্পূজ্য তাং রাধামুবাস রাসমণ্ডলে। ৪৭
কৃষ্ণেন পূজিতাং তাঞ্চ সম্পূজ্য হৃষ্টমানসাঃ। ঊষুর্ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ। ৪৮
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণসঙ্গীতা চ সরস্বতী। জগৌ সুন্দরতালেন বীণয়া চ মনোহরম্। ৪৯
তুষ্টো ব্রহ্মা দদৌ তস্যৈ রত্নেন্দ্রসারহারকম্। শিবো মণীন্দ্রসারঞ্চ সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডদুর্লভম্। ৫০
কৃষ্ণঃ কৌস্তভরত্নঞ্চ সর্ব্বরত্নাৎ পরং বরম্। অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং হারসারঞ্চ রাধিকা। ৫১
নারায়ণশ্চ ভগবান্ দদৌ মালাং মনোহরাম্। অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং লক্ষ্মীঃ কনককুণ্ডলম্। ৫২
বিষ্ণুমায়া ভগবতী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী। দুর্গা নারায়ণীশানী ব্রহ্মভক্তিং সুদুর্লভাম্। ৫৩
ধর্ম্মবুদ্ধিঞ্চ ধর্ম্মশ্চ যশশ্চ বিপুলং ভবে। বহ্নিশুদ্ধাংশুকং বহ্নির্বায়ুশ্চ মণিনূপুরান্। ৫৪
এতস্মিন্নন্তরে শম্ভুর্ব্রহ্মণা প্রেরিতো মুহুঃ। জগৌ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গীতং রাসোল্লাস-সমন্বিতম্। ৫৫
মূর্চ্ছাং প্রাপুঃ সুরাঃ সর্ব্বে চিত্রপুত্তলিকা যথা। কষ্টেন চেতনাং প্রাপ্য দদৃশু রাসমণ্ডলে। ৫৬
স্থলং সর্ব্বং জলাকীর্ণং রাধাকৃষ্ণবিহীনকম্। অত্যুচ্চৈ রুরুদুঃ সর্ব্বে গোপা গোপ্যঃ সুরা দ্বিজাঃ। ৫৭
ধ্যানেন ব্রহ্মা বুবুধে সর্ব্বং তীর্থমভীপ্সিতম্। গতশ্চ রাধয়া সার্দ্ধং শ্রীকৃষ্ণো দ্রবতামিতি। ৫৮
ততো ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে তুষ্টুবুঃ পরমেশ্বরম্। স্বমূর্ত্তিং দর্শয় বিভো বাঞ্ছিতং বরমেব নঃ। ৫৯
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বাগ্ বভূবাশরীরিণী। তামেব শুশ্রুবুঃ সর্ব্বে সুব্যক্তং মধুরান্বিতাম্। ৬০
সর্ব্বাত্মাহমিয়ং শক্তির্ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা। মমাপ্যস্যাশ্চ দেহেন কর্ত্তব্যঞ্চ কিমাবয়োঃ। ৬১
মনবো মানবাঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চৈব বৈষ্ণবাঃ। মন্মন্ত্রপূতা মাং দ্রষ্টুমাগমিষ্যন্তি মৎপদম্। ৬২

অভিলাষ? নারদ বলিলেন, ভগবন্! গঙ্গা কোথায় কি প্রকারে ত্রিপথগামিনী হইয়া ভুবনপাবনী হইলেন এবং তত্রস্থিত জনগণই বা কিরূপ আচরণ করিয়াছিল, ইহার সমস্ত বিষয় সবিস্তারে আমাকে বলুন। নারায়ণ বলিলেন, কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে রাধা-মহোৎসবে কৃষ্ণ স্বয়ং রাধিকাকে পূজা করত রাসমণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ দেবীকে পূজা করিলে, ব্রহ্মাদিদেবগণ সনকাদি ঋষিগণ সকলেই হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে দেবী সরস্বতী বীণা দ্বারা সুমধুর-তানে মনোহর কৃষ্ণগুণগান করিতে লাগিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা গীতশ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিত শিরঃস্থিত মণীন্দ্রশ্রেষ্ঠ এবং নিখিল ভূমণ্ডলে দুর্লভ হার তাঁহাকে প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ, সকল রত্ন হইতে শ্রেষ্ঠ কৌস্তভ-মণি প্রদান করিলেন। রাধিকা অমূল্য রত্ননির্ম্মিত হার প্রদান করিলেন এবং ভগবান নারায়ণ মনোহর বনমালা ও লক্ষ্মী অমূল্য রত্ননির্ম্মিত মকরাকৃতি কুণ্ডল প্রদান করিলেন। ৪২-৫২

নারায়ণী ঈশানী ভগবতী মূল-প্রকৃতি বিষ্ণুমায়াস্বরূপা দুর্গা সুদুর্লভ বিষ্ণুভক্তি প্রদান করিলেন। ধর্ম্মদেব ধর্ম্ম, যশঃ ও বিপুল ধর্ম্মবুদ্ধি প্রদান করিলেন। অগ্নিদেব, বহ্নির ন্যায় শুদ্ধ বস্ত্র প্রদান ও বায়ু মণি-নূপুর প্রদান করিলেন। এই সময়ে শম্ভু ব্রহ্মার অনুরোধে রাসোল্লাসযুক্ত মনোহর কৃষ্ণসঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সেই সঙ্গীতশ্রবণে সুরগণ মূর্চ্ছিত হইয়া চিত্রিত পুত্তলিকার ন্যায় রহিলেন; পরে অতিকষ্টে চেতনালাভ করত কেবলমাত্র রাসমণ্ডল দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই রাসমণ্ডল স্থান জলাকীর্ণ ও রাধা-কৃষ্ণবিহীন। এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া গোপ-গোপীগণ, সুরগণ ও দ্বিজগণ সকলেই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে, কৃষ্ণ রাধিকাসহ দ্রবীভূত হইয়াছেন,—এবং এই কার্য্য কৃষ্ণের অভিমত। তাহার পর ব্রহ্মাদি দেবগণ, সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করত বলিতে লাগিলেন, প্রভো! আপনি আমাদের অভিমত স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন করান। তাঁহারা এই কথা বলিলে, সে সময়ে একটী আকাশবাণী হইল; সেই মধুর সুব্যক্ত বাক্য তাঁহারা সকলেই শুনিতে পাইলেন। হে দেবগণ, আমি সকলের পরমাত্ম-স্বরূপ এবং এই ভক্তানুগ্রহরূপিণী রাধিকা সকলের শক্তিস্বরূপিণী, অতএব আমাদের শরীর ধারণে প্রয়োজন কি? মনু, মানব, মুনি ও বৈষ্ণব সকলেই আমার মন্ত্রবলে পবিত্র আমার দর্শনের নিমিত্ত মদীয় স্থানে গোলোকে আগমন করিতে পারিবে। ৫৩-৬২

মূর্ত্তিং দ্রষ্টুঞ্চ সুব্যক্তাং যদীচ্ছথ সুরেশ্বরাঃ। করোতু শম্ভুস্তত্রৈবং মদীয়বাক্যপালনম্ ॥ ৬৩
স্বয়ং বিধাতস্ত্বং ব্রহ্মন্নাজ্ঞাং কুরু জগদ্গুরুম্। কর্ত্তুং শাস্ত্রবিশেষঞ্চ বেদাঙ্গসুমনোহরম্ ॥ ৬৪
অপূর্ব্বং মন্ত্রনিকরৈঃ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদৈঃ। স্তোত্রৈশ্চ নিকরৈর্ধ্যানৈর্যুতং পূজাবিধিক্রমৈঃ ॥ ৬৫
মন্মন্ত্রকবচস্তোত্রং কৃত্বা যত্নেন গোপনম্। ভবন্তি বিমুখা যেন জনা মাং তৎ করিষ্যতি ॥ ৬৬
সহস্রেষু শতেষ্বেকো মন্মন্ত্রোপাসকো ভবেৎ। জনা মন্মন্ত্রপূতাশ্চ গমিষ্যন্তি চ মৎপদম্ ॥ ৬৭
অন্যথা ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে গোলোকবাসিনঃ। নিষ্ফলং ভবিতা সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং চৈব ব্রহ্মণঃ ॥ ৬৮
জনাঃ পঞ্চপ্রকারাশ্চ যুক্তাঃ স্রষ্টুং ভবে ভবে। পৃথিবীবাসিনঃ কেচিৎ কেচিৎ স্বর্গনিবাসিনঃ ॥ ৬৯
ইদং কর্ত্তুং মহাদেবঃ করোতি দেবসংসদি। প্রতিজ্ঞাং সুদৃঢ়াং সদ্যস্ততো মূর্ত্তিঞ্চ দ্রক্ষ্যতি ॥ ৭০
ইত্যেবমুক্ত্বা গগনে বিররাম সনাতনঃ। তচ্ছ্রুত্বা জগতাং ধাতা তমুবাচ শিবং মুদা ॥ ৭১
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা জ্ঞানেশো জ্ঞানিনাং বরঃ। গঙ্গাতোয়ং করে কৃত্বা স্বীকারঞ্চ চকার সঃ ॥ ৭২
সংযুক্তং বিষ্ণুমায়ায়া মন্ত্রৌঘৈঃ শাস্ত্রমুত্তমম্। বেদসারং করিষ্যামি প্রতিজ্ঞাপালনায় চ ॥ ৭৩
গঙ্গাতোয়মুপস্পৃশ্য মিথ্যা যদি বদেজ্জনঃ। স যাতি কালসূত্রঞ্চ যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ॥ ৭৪
ইত্যুক্তে শঙ্করে ব্রহ্মন্ গোলোকে সুরসংসদি। আবির্বভূব শ্রীকৃষ্ণো রাধয়া সহিতস্ততঃ ॥ ৭৫
তং সুদৃষ্ট্বা চ সংহৃষ্টা তুষ্টুবুঃ পুরুষোত্তমম্। পরমানন্দপূর্ণাশ্চ চক্রুশ্চ পুনরুৎসবম্ ॥ ৭৬
কালেন শম্ভুর্ভগবান্ মুক্তিদীপং চকার সঃ। ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং সুগোপ্যঞ্চ সুদুর্ল্লভম্ ॥ ৭৭
স এব দ্রবরূপা সা গঙ্গা গোলোকসম্ভবা। রাধাকৃষ্ণাঙ্গসম্ভূতা ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা ॥ ৭৮
স্থানে স্থানে স্থাপিতা সা কৃষ্ণেন পরমাত্মনা। কৃষ্ণস্বরূপা পরমা সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডপূজিতা ॥ ৭৯

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে গোলোকে
গঙ্গোৎপত্তিবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

হে সুরেশ্বরগণ। তোমরা যদি আমার সুব্যক্ত মূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে শম্ভু আমার একটি বাক্য প্রতিপালন করুন। হে বিধাতঃ! তুমি জগদ্গুরু শিবকে বেদাঙ্গসঙ্গত মনোহর শাস্ত্রবিশেষ তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করিতে অনুমতি কর; যেন সেই শাস্ত্র বিবিধ অভিলষিত বস্তু প্রদান করে এবং অপূর্ব্ব-মন্ত্রাদিযুক্ত ও পূজাবিধি ক্রম, স্তব, ধ্যান ও কবচাদিযুক্ত হয়। আমার মন্ত্র, কবচ ও ধ্যান তুমি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে এবং যাহাতে আমার ভক্তবৃন্দ তাহাতে বিমুখ না হয়, তাহাই করিবে। শত কি সহস্র জনের মধ্যে একজন আমার মন্ত্রোপাসক হইবে, সেই ভক্তগণই আমার মন্ত্রবলে পবিত্র হইয়া আমার সমীপে আগমন করিবে। তদ্ভিন্ন যদি সকলেই গোলোকবাসী হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই নিষ্ফল হইবে। এই সংসারে পাঁচ প্রকার লোকের বাস; তাহার মধ্যে কেহ পৃথিবীতলে বাস করে, কেহ বা স্বর্গে বাস করে, কেহ পাতালে এবং কেহ ব্রহ্মলোকে বাস করে, কেহ বা বৈকুণ্ঠ ও কেহ বা মদীয় লোক গোলোকে বাস করে। আমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য বিধান করিবে কি না, তাহাই এই দেবসভায় প্রতিজ্ঞা কর,—তাহা হইলেই আমার মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। ৬৩-৭০

ভগবানের এই আকাশবাণী শ্রবণ করত জগৎপতি ব্রহ্মা হৃষ্টান্তঃকরণে শিবকে বলিলেন। জ্ঞানেশ্বর এবং জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শিব ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া গঙ্গাবারি হস্তে করত তাহাই স্বীকার করিলেন যে, আমি শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত বিষ্ণুমায়াদি এবং মন্ত্রাদিযুক্ত বেদের সারভূত উত্তম শাস্ত্র প্রণয়ন করিব। কোন ব্যক্তি গঙ্গা-সলিল স্পর্শ করিয়া যদি মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে ব্রহ্মার বয়ঃকাল পর্য্যন্ত কালসূত্র নামে নরক ভোগ করে। হে ব্রহ্মন্! শঙ্কর গোলোকে সুর-সভায় এই কথা বলিলে, শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত আবির্ভূত হইলেন। দেবগণ পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পরমানন্দে পুনর্ব্বার উৎসব আরম্ভ করিলেন। কালক্রমে ভগবান্ শম্ভু শাস্ত্রদীপ প্রকাশ করিলেন। এই-রূপে সুগোপ্য দুর্লভ সমস্ত বিষয় বলিলাম, রাধাকৃষ্ণের অঙ্গসম্ভূতা দ্রবরূপা গঙ্গা গোলোক হইতে উৎপন্না হইয়াছেন, তিনি ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী। পরমাত্মা কৃষ্ণ তাঁহাকে স্থানে স্থানে স্থাপন করিয়াছেন; তিনি স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপা ও ব্রহ্মাণ্ডপূজিতা। ৭১-৭৯

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে গোলোকে গঙ্গোৎপত্তি নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ—

কলেঃ পঞ্চসহস্রাব্দে সমতীতে সুরেশ্বর। ক গতা সা মহাভাগ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

নারায়ণ উবাচ—

ভারতং ভারতীশাপাৎ সমাগত্যেশ্বরেচ্ছয়া। জগাম তত্র বৈকুণ্ঠে শাপান্তে পুনরেব সা ॥ ২
ভারতী ভারতং ত্যক্ত্বা জগাম হরেঃ পদম্। পদ্মাবতী চ শাপান্তে গঙ্গা সা চৈব নারদ ॥ ৩
গঙ্গা সরস্বতী লক্ষ্মীশ্চৈতাস্তিস্রঃ প্রিয়া হরেঃ। তুলসীসহিতা ব্রহ্মংশ্চতস্রঃ কীর্ত্তিতাঃ শ্রুতৌ ॥ ৪

নারদ উবাচ—

কেনোপায়েন সা দেবী বিষ্ণুপাদাব্জসম্ভবা। ব্রহ্মকমণ্ডলুস্থা চ শ্রুতা শিবপ্রিয়া চ সা ॥ ৫
বভূব সা মুনিশ্রেষ্ঠ গঙ্গা নারায়ণপ্রিয়া। অহো কেন প্রকারেণ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৬

নারায়ণ উবাচ—

পুরা বভূব গোলোকে সা-গঙ্গা দ্রবরূপিণী। রাধাকৃষ্ণাঙ্গসম্ভূতা তদংশা তৎস্বরূপিণী ॥ ৭
দ্রবাধিষ্ঠাতৃদেবী যা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি। নবযৌবনসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ৮
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মাস্যা সস্মিতা সুমনোহরা। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা শরচ্চন্দ্রসমপ্রভা ॥ ৯
স্নিগ্ধপ্রভাভিসুস্নিগ্ধা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী। সুপীনকঠিনশ্রোণিঃ সুনিতম্বযুগান্বরা ॥ ১০
পীনোন্নতং সুকঠিনং স্তনযুগ্মং সুবর্ত্তুলম্। সুচারুনেত্রযুগলং সকটাক্ষং সুবঙ্কিমম্ ॥ ১১
বঙ্কিমং কবরীভারং মালতীমাল্যসংযুতম্। সিন্দূরবিন্দুললিতং সার্দ্ধং চন্দনবিন্দুভিঃ ॥ ১২
কস্তুরীপত্রিকাযুক্তং গণ্ডযুগ্মং মনোরমম্। বন্ধুককুসুমাকার-মধরোষ্ঠঞ্চ সুন্দরম্ ॥ ১৩
পক্বদাড়িম্ববীজাভ-দন্তপঙ্‌ক্তিসমুজ্জ্বলম্। বাসসী বহ্নিশুদ্ধে চ নীবীযুক্তে চ বিভ্রতী ॥ ১৪
সা সকামা কৃষ্ণপার্শ্বে সমুবাস সুলজ্জিতা। বাসসা মুখমাচ্ছাদ্য লোচনাভ্যাং বিভোর্মুখম্ ॥ ১৫
নিমেষরহিতাভ্যাঞ্চ পিবন্তী সততং মুদা। প্রফুল্লবদনা হর্ষান্নবসঙ্গমলালসা ॥ ১৬

নারদ বলিলেন, হে সুরেশ্বর! কলির পঞ্চ সহস্র বৎসর অতীত হইলে, মহাভাগ্যশালিনী গঙ্গা কোথায় গমন করিবেন? তাহা আমাকে বিশেষরূপে বলুন। নারায়ণ বলিলেন, গঙ্গা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে এবং সরস্বতী-শাপে ভারতে অবতীর্ণা হইয়া শাপান্তে পুনর্ব্বার সেই বৈকুণ্ঠধামেই গমন করিবেন। হে নারদ। ভারতীও শাপাবসানে হরির ভবনে গমন করিবেন। গঙ্গা, পদ্মা—ইঁহারা উভয়েই শাপান্তে হরিধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। হে ব্রহ্মন্। গঙ্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, হরির এই তিন ভার্য্যা; কিন্তু তুলসীও চতুর্থী ভার্য্যা বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। নারদ বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! গঙ্গা বিষ্ণুর চরণকমল হইতে কিরূপে নিঃসৃতা হইলেন? কিরূপেই বা তিনি বিষ্ণুপত্নী হইলেন এবং ব্রহ্মা স্বীয় কমণ্ডলুতে কিরূপেই বা তাঁহাকে স্থাপন করিলেন এবং বিষ্ণুপত্নী হইয়াও তিনি কিরূপে শিবপত্নী হইলেন, আমাকে বিশেষরূপে বলুন। ১-৬

নারায়ণ বলিলেন, গঙ্গা রাধাকৃষ্ণের অঙ্গসম্ভূতা দ্রবরূপিণী। পূর্ব্বে গোলোকে তাঁহার উদ্ভব হয়। তিনি রাধাকৃষ্ণের অংশভূতা; অতএব তাঁহাদের স্বরূপা। যিনি দ্রবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও ভূতলে অনুপমরূপশালিনী, যিনি নবযৌবনসম্পন্না ও রত্নময় ভূষণে বিভূষিতা, যাঁহার শরৎকালীন মধ্যাহ্নবিকসিত পদ্মের ন্যায় বদনমণ্ডল, যিনি অতি মনোহারিণী, যিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা ও শরচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালিনী, যাঁহার প্রভা অতিস্নিগ্ধ, যিনি স্নিগ্ধরূপা ও শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপা, যাঁহার উরুযুগল স্থূল অথচ কঠিন, নিতম্বদ্বয় অতি মনোহর, যাঁহার স্তনদ্বয় ঈষৎ স্থূল, উন্নত এবং কঠিন ও সুবর্ত্তুল; যাঁহার নেত্রযুগল মনোহর-কটাক্ষযুক্ত অতএব কিছু বঙ্কিম। যিনি মালতী-মাল্যযুক্ত বক্র কবরীভার ধারণ করিয়াছেন ও চন্দনবিন্দুর সহিত সিন্দূরবিন্দু ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার গণ্ডযুগল মনোহর কস্তূরীপত্রযুক্ত এবং অধরোষ্ঠ বন্ধুককুসুমের ন্যায় আরক্তিম, অতএব সুন্দর;—যাঁহার দন্তপংক্তি পক্ব দাড়িম্ববীজের আভার ন্যায় সমুজ্জ্বল, যিনি বহ্নির ন্যায় শুদ্ধ ও নীবীযুক্ত বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, সেই দেবী গঙ্গা সকামা হইয়া বস্ত্রদ্বারা নিজ মুখ আচ্ছাদন ও স্বীয় নয়নযুগলে কৃষ্ণমুখ আচ্ছাদন করত তাঁহার বামপার্শ্বে সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি নির্নিমেষ নেত্রযুগলে কৃষ্ণবদনসুধা নিরন্তর পান করিতে লাগিলেন; তিনি নিরন্তর হাস্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার বদনমণ্ডল প্রফুল্ল। অভিনব সঙ্গমাভিলাষে তাঁহার ঐরূপে অবস্থান হইল। তিনি প্রভুর রূপ-

মূর্চ্ছিতা প্রভুরূপেণ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহা। এতস্মিন্নন্তরে তত্র বিদ্যমানা চ রাধিকা ॥ ১৭
গোপীত্রিংশৎকোটিযুক্তা কোটিচন্দ্রসমপ্রভা। কোপেন রক্তপদ্মাস্যা রক্তপঙ্কজলোচনা ॥ ১৮
পীতচম্পকবর্ণাভা গজেন্দ্রমন্দগামিনী। অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-নানাভূষণভূষিতা ॥ ১৯
অমূল্যরত্নখচিত-মমূল্যং বহ্নিশৌচকম্। পীতবস্ত্রস্য যুগলং নীবীযুক্তঞ্চ বিভ্রতী ॥ ২০
স্থলপদ্মপ্রভামুষ্টং কোমলঞ্চ সুরঞ্জিতম্। কৃষ্ণদত্তার্ঘ্যসংযুক্তং বিন্যসন্তী পদাম্বুজম্ ॥ ২১
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণ-বিমানাদবরুহ্য সা। সেব্যমানা চ ঋষিভিঃ শ্বেতচামরবায়ুনা ॥ ২২
কস্তুরীবিন্দুভির্যুক্তং চন্দনেন সমন্বিতম্। দীপ্রদীপপ্রভাকারং[১] সিন্দূরং বিন্দুশোভিতম্।
দধতী ভালমধ্যে চ সীমন্তাধঃস্থলোজ্জ্বলে ॥ ২৩
পারিজাতপ্রসূনানাং মালাযুক্তং সুবঙ্কিমম্। সুচারুকবরীভারং কম্পয়ন্তী সুকম্পিতা ॥ ২৪
সুচারুরাগসংযুক্তমোষ্ঠং কম্পয়তী রুষা ॥ ২৫
গত্বোবাস কৃষ্ণপার্শ্বে রত্নসিংহাসনে শুভে। সখীনাঞ্চ সমূহৈশ্চ পরিপূর্ণা বিভোঃ প্রিয়া ॥ ২৬
তাং দৃষ্ট্বা চ সমুত্তস্থৌ কৃষ্ণঃ সাদরপূর্ব্বকম্। সম্ভাষ্য মধুরালাপৈঃ সস্মিতশ্চ সসম্ভ্রমঃ ॥ ২৭
প্রণেমুরতিসন্ত্রস্তা গোপা নম্রাত্মকন্ধরাঃ। তুষ্টুবুস্তে চ ভক্ত্যা চ তুষ্টাব পরমেশ্বরঃ ॥ ২৮
উত্থায় গঙ্গা সহসা স্তুতিং বহু চকার সা। কুশলং পরিপ্রপচ্ছ ভীতাতিবিনয়েন চ ॥ ২৯
নম্রভাগস্থিতা ত্রস্তা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা। ধ্যানেন শরণাপন্না শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজে ॥ ৩০
তাং হৃৎপদ্মস্থিতাং কৃষ্ণো ভীতায়ৈ চাভয়ং দদৌ। বভূব স্থিরচিত্তা সা সর্ব্বেশ্বরবরেণ চ ॥ ৩১
ঊর্দ্ধং সিংহাসনস্থাঞ্চ রাধাং গঙ্গা দদর্শ সা। সুস্নিগ্ধাং সুখদৃশ্যাঞ্চ জ্বলন্তীং ব্রহ্মতেজসা ॥ ৩২
অসংখ্যব্রহ্মণঃ কর্ত্রীমাদিসৃষ্টেঃ সনাতনীম্। সদা দ্বাদশবর্ষীয়াং কন্যাভিনবযৌবনাম্ ॥ ৩৩
বিশ্ববৃন্দে নিরুপমাং রূপেণ চ গুণেন চ। শান্তাং কান্তামনন্তাং তামাদ্যন্তরহিতাং সতীম্ ॥ ৩৪
শুভাং শুভদ্রাং সুভগাং স্বামিসৌভাগ্যসংযুতাম্। সৌন্দর্য্যসুন্দরীং শ্রেষ্ঠাং সর্ব্বাসু সুন্দরীষু চ ॥ ৩৫

প্রভাবে রোমাঞ্চিত-শরীরে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন; এই অবকাশে রাধিকা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার সঙ্গে ত্রিংশৎকোটি গোপী; তিনি কোটিচন্দ্রসমপ্রভাশালিনী। কোপে তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তপঙ্কের ন্যায় হইল, নয়নযুগল রক্ত-পঙ্কজ-সদৃশ অতি রক্তিমায় পরিপূর্ণ হইল। সেই পীতবর্ণ চম্পকসদৃশ গৌরাঙ্গী গজেন্দ্র-তুল্য মন্দগামিনী রাধিকা, অমূল্যরত্ননির্ম্মিত নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া এবং অমূল্য রত্নখচিত বহ্নিশুদ্ধ নীবীযুক্ত অমূল্য পীতবসনযুগল পরিধান করত স্থলপদ্মপ্রভাহারী কোমল সুরঞ্জিত এবং কৃষ্ণপ্রদত্ত অর্ঘ্যযুক্ত পদাম্বুজ স্বহ বিন্যাসপূর্ব্বক সারভূত রত্ননির্ম্মিত বিমান হইতে অবরোহণ করিলেন। সখীগণ শ্বেতচামরবাজন করত তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। তিনি সীমন্তের অধোভাগে উজ্জ্বল ললাট-মধ্যে কস্তুরী বিন্দুযুক্ত এবং প্রদীপ্ত দীপপ্রভার ন্যায় উজ্জ্বল ও মনোহর সিন্দূরবিন্দু ধারণ করিয়াছিলেন, রোষভরে তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে পারিজাত কুসুমের মাল্যযুক্ত সুবঙ্কিম মনোহর কবরীভার ও মনোহর নাসিকাসহ ওষ্ঠও কম্পিত হইতে লাগিল। ৭-২৪

তিনি যাইয়া কৃষ্ণপার্শ্বে সেই রত্নসিংহাসনেই উপবেশন করিলেন, তাঁহার সখীকুল কৃষ্ণসভা পরিপূর্ণ করিল। কৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন করত আসন হইতে উঠিয়া সাদরে এবং অত্যন্ত সম্ভ্রমচিত্তে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিলেন। গোপগণও ত্রস্ত হইয়া নতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বরও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং গঙ্গাও ভীতা হইয়া আসন হইতে উত্থান করত তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন ও বিনয়পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু ভয়ে তাঁহার কণ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইল; তিনি অতি ত্রস্তভাবে ধ্যানযোগে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণাপন্না হইলেন। গঙ্গা ভীতা হইয়াছেন জানিতে পারিয়া কৃষ্ণ, দেবীর চিন্তাবশে তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করত তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন; তাহার পর জগৎপ্রভুর বরপ্রভাবে তিনি স্থিরচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৫-৩১

ক্ষণকালপরে গঙ্গাদেবী ঊর্দ্ধে সিংহাসনে উপবিষ্টা ব্রহ্মতেজে উজ্জ্বলিতা রাধিকাকে দেখিলেন,— তিনি সুস্নিগ্ধ ও সুখদৃশ্যা হইয়াছেন। তিনি অসংখ্য ব্রহ্মসৃষ্টির আদিভূতা সনাতনী; তিনি দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার ন্যায় নবযৌবনসম্পন্না। দেবী রাধা এই নিখিল বিশ্বে রূপে ও গুণে অনুপমা, শান্তস্বভাবা, কমনীয়া, অনন্তরূপিণী এবং আদি-অন্ত-রহিতা। তিনি মঙ্গলময়ী, সুভদ্রা ও সৌভাগ্যশালিনী এবং পতিসুভগা।

১। দীপ্রা প্রোজ্জ্বলা যা দীপপ্রভা দীপশিখা তস্যা আকার ইব আকারো যস্য তৎ তথোক্তং প্রজ্বলিত-দীপশিখাবৎ দীপ্যমানমিত্যর্থঃ—টীকা।

কৃষ্ণার্দ্ধাঙ্গাং কৃষ্ণসমাং তেজসা বয়সা ত্বিষা। পূজিতাঞ্চ মহালক্ষ্মীং লক্ষ্ম্যা লক্ষ্মীশ্বরেণ চ। ৩৬
প্রচ্ছাদ্যমানাং প্রভয়া সভামীশস্য সুপ্রভাম্। সখীদত্তঞ্চ তাম্বূলং ভুক্তবতীঞ্চ দুর্লভম্॥ ৩৭
অজন্যাং সর্ব্বজননীং ধন্যাং মান্যাঞ্চ মানিনীম্। কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবীঞ্চ প্রাণপ্রিয়তমাং রমাম্॥ ৩৮
দৃষ্ট্বা রাসেশ্বরীং তৃপ্তিং ন জগাম সুরেশ্বরী। নিমেষরহিতাভ্যাঞ্চ লোচনাভ্যাং পপৌ চ তাম্॥ ৩৯
এতস্মিন্নন্তরে রাধা জগদীশমুবাচ সা। বাচা মধুরয়া শান্তা বিনীতা সস্মিতা মুনে॥ ৪০

রাধোবাচ—

কেয়ং প্রাণেশ কল্যাণী সস্মিতা ত্বন্মুখাম্বুজম্। পশ্যন্তী সস্মিতং পার্শ্বে সকামা বক্রলোচনা॥ ৪১
মূর্চ্ছাং প্রাপ্নোতি রূপেণ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহা। বস্ত্রেণ মুখমাচ্ছাদ্য নিরীক্ষন্তী পুনঃপুনঃ॥ ৪২
ত্বঞ্চাপি তাং সন্নিরীক্ষ্য সকামঃ সস্মিতঃ সদা। ময়ি জীবতি গোলোকে ভূতা দুর্বৃত্তিরীদৃশী॥ ৪৩
ত্বমেব চৈব দুর্বৃত্তং বারংবারং করোষি চ। ক্ষমাং করোমি প্রেম্ণা চ স্ত্রীজাতিঃ স্নিগ্ধমানসা॥ ৪৪
সংগৃহ্যেমাং প্রিয়ামিষ্টাং গোলোকাদ্ গচ্ছ লম্পট। অন্যথা ন হি তে ভদ্রং ভবিষ্যতি ব্রজেশ্বর॥ ৪৫
দৃষ্টস্ত্বং বিরজাযুক্তো ময়া চন্দনকাননে। ক্ষমা কৃতা ময়া পূর্ব্বং সখীনাং বচনাদহো॥ ৪৬
ত্বয়া মচ্ছব্দমাত্রেণ তিরোধানং কৃতং পুরা। দেহং তত্যাজ বিরজা নদীরূপা বভূব সা॥ ৪৭
কোটিযোজনবিস্তীর্ণা ততো দৈর্ঘ্যে চতুর্গুণা। অদ্যাপি বিদ্যমানা সা তব সংকীর্ত্তিরূপিণী॥ ৪৮
গৃহং ময়ি গতায়াঞ্চ পুনর্গত্বা তদন্তিকে। উচ্চৈ রুরোদ বিরজে বিরজে চেতি সংস্মরন্॥ ৪৯
তদা তোয়াৎ সমুত্থায় সা যোগাৎ সিদ্ধযোগিনী। সালঙ্কারা মূর্ত্তিমতী দদৌ তুভ্যঞ্চ দর্শনম্॥ ৫০
ততস্তাঞ্চ সমাক্ষিপ্য বীর্য্যাধানং কৃতং ত্বয়া। ততো বভূবুস্তস্যাঞ্চ সমুদ্রাঃ সপ্ত এব চ॥ ৫১
দৃষ্টস্ত্বং শোভয়া গোপ্যা যুক্তশ্চম্পককাননে। সদ্যো মচ্ছব্দমাত্রেণ তিরোধানং কৃতং ত্বয়া॥ ৫২
শোভা দেহং পরিত্যজ্য জগাম চন্দ্রমণ্ডলে। ততস্তস্যাঃ শরীরঞ্চ স্নিগ্ধং তেজো বভূব হ॥ ৫৩
সংবিভজ্য ত্বয়া দত্তং হৃদয়েন বিদূয়তা। রত্নায় কিঞ্চিৎস্বর্ণায় কিঞ্চিন্মণিবরায় চ॥ ৫৪

তিনি সৌন্দর্য্যে সুন্দরীগণের মধ্যে প্রধানা সুন্দরী বলিয়া বিখ্যাতা। তিনি কৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী, তেজে, বয়সে ও লাবণ্যে কৃষ্ণতুল্যা। তাঁহাকে লক্ষ্মীশ্বর মহালক্ষ্মী বলিয়া পূজা করিয়াছেন। তিনি প্রভাশালিনী, অতএব তদীয় প্রভায় ভগবানের সভাস্থল যেন ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হইল। তিনি অন্যের দুষ্প্রাপ্য সখীদত্ত তাম্বূল নিরন্তর ভক্ষণ করিতেছেন। তিনি নিত্যরূপিণী ধন্যা মাননীয়া মানিনী জগজ্জননী। তিনি কৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী ও প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নী ও লক্ষ্মীস্বরূপা। সুরেশ্বরী গঙ্গা এইরূপ রাসেশ্বরীকে দর্শন করত তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া যেন নির্নিমেষ নেত্রযুগলে তাঁহার রূপরাশি পান করিতে লাগিলেন। হে মুনে! এই সময়ে রাধা বিনীতভাবে সস্মিতবদনে মধুর বাক্যে জগদীশকে বলিলেন, প্রাণেশ্বর! তোমার মুখকমল সতত নিরীক্ষণ করত কামপরবশা হইয়া আরক্তলোচনে তোমার পার্শ্বে অবস্থান করিতেছে, এ কল্যাণী কে? তোমার রূপ দর্শন করত রোমাঞ্চিত-কলেবরে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইতেছে এবং বস্ত্রদ্বারা মুখ আচ্ছাদন করত তোমাকেই পুনঃপুন নিরীক্ষণ করিতেছে। ৩২-৪২

তুমিও ইহাকে দর্শন করিয়া সকাম ও সস্মিত হইয়াছ, কিন্তু আমি গোলোকে বিদ্যমান থাকিতেই তোমার দুর্বৃত্ততা হইয়াছে, তুমি বারবার এইরূপ দুর্বৃত্তাচরণ কর, কিন্তু আমি স্ত্রীজাতি, আমার মন অতি সরল, অতএব প্রেমে সব ক্ষমা করি। লম্পট! তুমি এই প্রিয় ভার্য্যা লইয়া গোলোক হইতে দূর হও। ব্রজেশ্বর! তাহা না হইলে কিছুতেই তোমার মঙ্গল নাই। আমি দেখিয়াছি—চন্দনকাননে বিরজার সহিত মিলিত হইয়াছিলে, তাহাও সখীগণের বাক্যে ক্ষমা করিয়াছি; তখন তুমি আমার আগমনশব্দ শ্রবণ করিবামাত্র অন্তর্হিত হইয়াছিলে এবং বিরজাও স্বদেহ পরিত্যাগ করত নদীরূপা হইয়াছিল; সেই বিরজা কোটিযোজনবিস্তীর্ণা ও দৈর্ঘ্যে তাহার চতুর্গুণ; অদ্য পর্য্যন্তও তোমার সংকীর্ত্তিস্বরূপা হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। বিরজা নদীরূপা হইলে আমি গৃহে গমন করিলাম, তাহার পর তুমি তাহার সমীপে গমন করত "বিরজা বিরজা" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলে; তখন সিদ্ধযোগিনী বিরজা অলঙ্কার-মণ্ডিত মূর্ত্তিধারণ করত জল হইতে উত্থিত হইয়া তোমাকে দর্শন দিয়াছিল; তৎপরে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার গর্ভে বীর্য্যাধান করিয়াছিলে। তাহা হইতেই সপ্ত সমুদ্রের উদ্ভব হয়। ৪৩-৫১

আমি ইহাও দেখিয়াছি; চম্পককাননে তুমি শোভানাম্নী গোপিকার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলে;—আমার আগমনশব্দমাত্রেই তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলে, শোভাও দেহত্যাগ করত চন্দ্রমণ্ডলে গমন করিল। তৎপরে তাহার শরীর স্নিগ্ধ তেজঃস্বরূপে পরিণত হইল; তখন তুমি দগ্ধচিত্তে সেই তেজ বিভাগ করত কিঞ্চিৎ রত্নে, কিছু স্বর্ণে ও কিছু শ্রেষ্ঠ মণিতে প্রদান করিলে এবং সেই তেজ কিছু স্ত্রীগণের

কিঞ্চিৎ স্ত্রীণাং মুখাজ্ঞেভ্যঃ কিঞ্চিদ্রাজ্ঞে চ কিঞ্চন। কিঞ্চিৎ কিশলয়েভ্যশ্চ পুষ্পেভ্যশ্চাপি কিঞ্চন।
কিঞ্চিৎ ফলেভ্যঃ পক্কেভ্যঃ শস্যেভ্যশ্চাপি কিঞ্চন ॥ ৫৫
নৃপদেবগৃহেভ্যশ্চ সংস্কৃতেভ্যশ্চ কিঞ্চন। কিঞ্চিন্নূতনপত্রেভ্যো দুগ্ধেভ্যশ্চাপি কিঞ্চন ॥ ৫৬
দৃষ্টস্ত্বং প্রভয়া গোপ্যা যুক্তো বৃন্দাবনে বনে। সদ্যো মচ্ছব্দমাত্রেণ তিরোধানং কৃতং ত্বয়া ॥ ৫৭
প্রভা দেহং পরিত্যজ্য জগাম সূর্য্যমণ্ডলে ॥ ৫৮
ততস্তস্যাঃ শরীরঞ্চ তীব্রং তেজো বভূব হ। সংবিভজ্য ত্বয়া দত্তং প্রেম্ণা প্ররুদতা পুরা ॥ ৫৯
বিসৃষ্টং চক্ষুষোঃ কৃষ্ণ লজ্জয়া মদ্ভয়েন চ। হুতাশনায় চ কিঞ্চিচ্চ যক্ষেভ্যশ্চাপি কিঞ্চন ॥ ৬০
কিঞ্চিৎ পুরুষসিংহেভ্যো দেবেভ্যশ্চাপি কিঞ্চন। কিঞ্চিদ্বিষ্ণুজনেভ্যশ্চ নাগেভ্যোঽপি চ কিঞ্চন ॥ ৬১
ব্রাহ্মণেভ্যো মুনিভ্যশ্চ তপস্বিভ্যশ্চ কিঞ্চন। স্ত্রীভ্যঃ সৌভাগ্যযুক্তাভ্যো যশস্বিভ্যশ্চ কিঞ্চন ॥ ৬২
তত্তু দত্বা চ সর্ব্বেভ্যঃ পূর্ব্বং প্ররুদিতং ত্বয়া। শান্তিগোপ্যা যুতস্ত্বঞ্চ দৃষ্টোঽসি রাসমণ্ডলে ॥ ৬৩
বসন্তে পুষ্পশয্যায়াং মাল্যবাংশ্চন্দনোক্ষিতঃ। রত্নপ্রদীপৈর্যুক্তে চ রত্ননির্ম্মাণমন্দিরে ॥ ৬৪
রত্নভূষণভূষাঢ্যো রত্নভূষিতয়া সহ। ত্বয়া দত্তঞ্চ তাম্বূলং ভুক্তবাংশ্চ পুরা বিভো ॥ ৬৫
সদ্যো মচ্ছব্দমাত্রেণ তিরোধানং কৃতং ত্বয়া। শান্তির্দেহং পরিত্যজ্য ভিয়া লীনা ত্বয়ি প্রভো ॥ ৬৬
ততস্তস্যাঃ শরীরঞ্চ গুণশ্রেষ্ঠং বভূব হ। সংবিভজ্য ত্বয়া দত্তং প্রেম্ণা প্ররুদতা পুরা ॥ ৬৭
বিশ্বে তু বিপিনে কিঞ্চিদ্ ব্রহ্মণে চ ময়ি প্রভো। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়ৈ কিঞ্চিল্লক্ষ্ম্যৈ পুরা বিভো ॥ ৬৮
ত্বন্মন্ত্রোপাসকেভ্যশ্চ শাক্তেভ্যশ্চাপি কিঞ্চন। তপস্বিভ্যশ্চ ধর্ম্মায় ধর্ম্মিষ্ঠেভ্যশ্চ কিঞ্চন ॥ ৬৯
ময়া পূর্ব্বঞ্চ ত্বং দৃষ্টো গোপ্যা চ ক্ষময়া সহ। সুবেশযুক্তো মাল্যবান্ গন্ধচন্দনচর্চ্চিতঃ ॥ ৭০
রত্নভূষিতয়া গন্ধ-চন্দনোক্ষিতয়া সহ। সুখেন মূর্চ্ছিতস্তল্পে পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতে ॥ ৭১
শ্লিষ্টো নিদ্রিতয়া সদ্যঃ সুখেন নবসঙ্গমাৎ। ময়া প্রবোধিতা সা চ ভবাংশ্চ স্মরণং কুরু ॥ ৭২
গৃহীতং পীতবস্ত্রঞ্চ মুরলী চ মনোহরা। বনমালা কৌস্তুভশ্চাপ্যমূল্যং রত্নকুণ্ডলম্ ॥ ৭৩
পশ্চাৎ প্রদত্তং প্রেম্ণা চ সখীনাং বচনাদহো। লজ্জয়া কৃষ্ণবর্ণোঽভূস্তবান্ পাপেন যঃ প্রভো ॥ ৭৪

মুখপদ্মে, কিছু উৎকৃষ্ট বস্ত্রে, কিছু রৌপ্যে, কিছু চন্দনপঙ্কে, কিছু জলসমূহে, কিছু পল্লবে, কিছু পুষ্পে, কিছু নবকিশলয়-শোভিত তরুরাজিতে, কিছু দুগ্ধে, কিছু সুপক্ক ফলে ও শস্যে এবং কিছু সংস্কৃত দেবগৃহে ও রাজপ্রাসাদে প্রদান করিয়াছ। আমি তোমাকে দেখিয়াছি,—বৃন্দাবনে বনমধ্যে প্রভানাম্নী গোপিকাসহ মিলিত হইয়াছিলে,—তুমি আমার আগমনশব্দমাত্রেই অন্তর্হিত হইলে। প্রভা দেহত্যাগ করত সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিল এবং তাহার শরীর তীক্ষ্ণ তেজোরূপে পরিণত হইল, তখন তুমি সেই স্থানে গমন করিয়া তাহার প্রেমে রোদন করত সেই তেজ স্ববক্ষে ধারণ করিয়াছিলে। তৎপরে আমার লজ্জা ও ভয়ে তাহা পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্নরূপে কিছু হুতাশনে, কিছু নৃপগণকে, কিছু পুরুষসমূহে, কিছু দেবতাগণকে, কিছু দস্যুগণকে, কিছু নাগগণকে, কিছু ব্রাহ্মণদিগকে, কিছু মুনিগণকে, কিছু তপস্বীদিগকে, কিছু সৌভাগ্যশালিনী স্ত্রীদিগকে এবং কিছু যশস্বীদিগকে প্রদান করিয়াছ। এরূপে তেজোরাশি বিভাগ করিয়া প্রদান করত স্বয়ং রোদন করিতে উদ্যত হইয়াছিলে। তুমি রাসমণ্ডলে শান্তিনাম্নী গোপিকাসহ সুখমিলনে মিলিত হইয়াছিলে। ৫২-৬৩

বসন্তকালে মনোহরমাল্যযুক্ত ও চন্দনচর্চ্চিত কলেবরে পুষ্পশয্যায় রত্নময় ভূষণে ভূষিত হইয়া, বিবিধ রত্নভূষণে বিভূষিতা সেই শান্তিসহ রত্নপ্রদীপযুক্ত রত্নমন্দিরে বিহার করিয়াছিলে। বিভো! সেই রমণীয়া শান্তি তোমার প্রদত্ত তাম্বূল সাদরে ভক্ষণ করিয়াছিল এবং তুমি তৎপ্রদত্ত তাম্বূলবীটিকা সাদরে ভক্ষণ করিয়াছিলে; তখন তুমি আমার আগমনশব্দ শ্রবণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলে। শান্তিও দেহত্যাগ করত তোমাতেই লীনা হইল। তৎপরে তাহার শরীর শ্রেষ্ঠ গুণরূপে পরিণত হইল। তখন তুমি রোদন করত তাহার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া সেই গুণরাশি বিশ্বমধ্যে কিছু বনে, কিছু ব্রহ্মাকে. কিছু আমাকে, কিছু শুদ্ধসত্ত্বরূপিণী লক্ষ্মীকে, কিছু তোমার মন্ত্রোপাসকদিগকে, কিছু শাক্তদিগকে, তপস্বীদিগকে, ধর্ম্মে ও ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে কিছু কিছু করিয়া প্রদান করিয়াছ। আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি ;—তুমি সুবেশ করত মাল্য গন্ধ চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া চন্দনযুক্ত পুষ্পময় শয্যাতে গন্ধচন্দনচর্চ্চিতা এবং রত্নময় ভূষণে ভূষিতা ক্ষমানাম্নী গোপিকাসহ মিলিত হইয়া সুখে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলে এবং নব সঙ্গম-সুখে নিদ্রিতা সেই ক্ষমাও তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। তখন আমি তাহাকে এবং তোমাকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়াছিলাম। একবার মনে করিয়া দেখ—তোমার পীতবসন, মনোহর মুরলী, বনমালা অমূল্য কৌস্তুভ মণি ও রত্নকুণ্ডল সমস্তই গ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু সখীগণের অনুরোধে ও প্রেমবশতঃ

ক্ষমা দেহং পরিত্যজ্য লজ্জয়া পৃথিবীং গতা। ততস্তস্যাঃ শরীরঞ্চ গুণশ্রেষ্ঠং বভূব হ ॥ ৭৫
সংবিভজ্য ত্বয়া দত্তং প্রেম্ণা প্ররুদতা পুনঃ। কিঞ্চিদ্দত্তং বিষ্ণবে চ বৈষ্ণবেভ্যশ্চ কিঞ্চন ॥ ৭৬
ধার্ম্মিকেভ্যশ্চ ধর্ম্মায় দুর্ব্বলেভ্যশ্চ কিঞ্চন। তপস্বিভ্যোঽপি দেবেভ্যঃ পণ্ডিতেভ্যশ্চ কিঞ্চন ॥ ৭৭
এতত্তে কথিতং সর্ব্বং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি। ত্বদ্গুণৈক্যেব বহুশো ন জানামি পরং প্রভো ॥ ৭৮
ইত্যেবমুক্ত্বা সা রাধা রক্তপঙ্কজলোচনা। গঙ্গাং বক্তুং সমারেভে নম্রাস্যাং লজ্জিতাং সতীম্ ॥ ৭৯
গঙ্গা রহস্যং বিজ্ঞায় যোগেন সিদ্ধযোগিনী। তিরোভূয় সভামধ্যে স্বজলং প্রবিবেশ সা ॥ ৮০
রাধা যোগেন বিজ্ঞায়-সর্ব্বত্রাবস্থিতাঞ্চ তাম্। পানং কর্ত্তুং সমারেভে গণ্ডূষাৎ সিদ্ধযোগিনী ॥ ৮১
গঙ্গা রহস্যং বিজ্ঞায় যোগেন সিদ্ধযোগিনী। শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজে বিবেশ শরণং যযৌ ॥ ৮২
গোলোকে সা বৈকুণ্ঠে ব্রহ্মলোকাদিকে তথা। দদর্শ রাধা সর্ব্বত্র নৈব গঙ্গাং দদর্শ সা ॥ ৮৩
সর্ব্বত্র জলশূন্যঞ্চ শুষ্কপঙ্কঞ্চ গোলকম্। জলজন্তুসমূহৈশ্চ মৃতদেহৈঃ সমন্বিতম্ ॥ ৮৪
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানন্তা ধর্ম্মেন্দ্রেন্দুদিবাকরাঃ। মনবো মুনয়ঃ সর্ব্বে দেবসিদ্ধতপস্বিনঃ ॥ ৮৫
গোলোকঞ্চ সমাজগ্মুঃ শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালুকাঃ। সর্ব্বে প্রণেমুর্গোবিন্দং সর্ব্বেশং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৮৬
বরং বরেণ্যং বরদং বরিষ্ঠং বরকারণম্। গোপিকাগোপবৃন্দানাং সর্ব্বেষাং প্রবরং প্রভুম্ ॥ ৮৭
নিরীহঞ্চ নিরাকারং নির্লিপ্তং চ নিরাশ্রয়ম্। নির্গুণঞ্চ নিরুৎসাহং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্ ॥ ৮৮
স্বেচ্ছাময়ঞ্চ সাকারং ভক্তানুগ্রহকারকম্। সত্ত্বস্বরূপং সত্যেশং সাক্ষিরূপং সনাতনম্ ॥ ৮৯
পরম্পরেশং পরমং পরমাত্মানমীশ্বরম্। প্রণম্য তুষ্টুবুঃ সর্ব্বে ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ ॥ ৯০
সগদ্গদাঃ সাশ্রুনেত্রাঃ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহাঃ। সর্ব্বে সংস্তুয় সর্ব্বেশং ভগবন্তং পরাৎপরম্ ॥ ৯১
জ্যোতির্ম্ময়ং পরং ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্। অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-চিত্রসিংহাসনস্থিতম্ ॥ ৯২
সেব্যমানঞ্চ গোপালৈঃ শ্বেতচামরবায়ুনা। গোপালিকানৃত্যগীতং পশ্যন্তং সস্মিতং মুদা ॥ ৯৩

পুনর্ব্বার প্রদান করিয়াছিলাম। তোমাদিগকে সেই সেই অবস্থায় দেখিয়াছিলাম বলিয়া তুমি লজ্জায় এবং পাপে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিলে। ৬৪-৭৪

তৎপরে ক্ষমা লজ্জাবশত দেহত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে গমন করিলে তাহার শরীর শ্রেষ্ঠগুণরূপে পরিণত হইল; তখন তুমি রোদন করত প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া সেই গুণরাশি বিভিন্নরূপে কিছু বিষ্ণুতে, কিছু বৈষ্ণবদিগকে, কিঞ্চিৎ ধার্ম্মিক ব্যক্তিতে, কিছু ধর্ম্মে, কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলদিগকে, কিছু তপস্বিগণকে, কিছু দেবতাদিগকে ও কিঞ্চিৎ পণ্ডিতদিগকে প্রদান করিয়াছ। হে প্রভো! তোমাকে সমস্তই বলিলাম, পুনর্ব্বার কি তোমার শুনিতে বাসনা হয়? তোমার আরও বহুতর গুণ আমি জানি। রক্তপঙ্কজলোচনা রাধিকা কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া লজ্জানতমুখী গঙ্গাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু সিদ্ধযোগিনী গঙ্গা রাধিকার সেই ভাব যোগে জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ সভা হইতে তিরোহিত রূপে স্বীয় জলরাশিতে প্রবেশ করিলেন; তখন সিদ্ধযোগিনী রাধিকাও যোগবলে তাহা জানিতে পারিয়া সর্ব্বব্যাপিনী গঙ্গাকে গণ্ডূষে পান করিবার উদ্যম করিলেন। সেই রহস্য সিদ্ধযোগিনী গঙ্গাদেবী যোগবলে জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে প্রবেশ করত তাঁহার শরণাপন্না হইলেন। তৎপরে রাধা গোলোক, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সকল স্থানে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু গঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন না। ৭৫-৮৩

এইভাবে সকল স্থান জলশূন্য হওয়াতে গোলোকের পঙ্ক সকল শুষ্ক হইতে লাগিল, জলজন্তুসমূহ মৃতপ্রায় হইল। তৎপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অনন্ত, ধর্ম্ম, ইন্দ্র, দিবাকর প্রভৃতি দেবগণ, মানববর্গ ও সিদ্ধতাপসগণ সকলে জলাভাবে শুষ্ককণ্ঠ, শুষ্কতালু ও শুষ্কোষ্ঠ হইয়া গোলোকে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে ভগবানের সমীপে গমন করিয়া সেই সর্ব্বেশ্বর প্রকৃতি হইতে পৃথক্ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। কৃষ্ণ বরেণ্য, বরপ্রদ ও বরের কারণ। তিনি গোপী এবং গোপবৃন্দ সকলের শ্রেষ্ঠ প্রভু; তিনি নিশ্চেষ্ট, নিরাকার, নির্লিপ্ত ও নিরাশ্রয়; তিনি নির্গুণ, নিরুৎসাহ, নির্ব্বিকার ও নিরঞ্জন। তিনি স্বেচ্ছাময়, সাকার ও ভক্তের প্রতি অনুগ্রহে বিগ্রহধারী। তিনি সত্যস্বরূপ সত্যেশ সকলের সাক্ষিস্বরূপ ও সনাতন। তিনি পরম পরেশ পরমাত্মা ও ঈশ্বর—তাঁহাকে তাঁহারা সকলেই নতমস্তকে প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলেন। ৮৪-৯০

তাঁহারা সকলে সগদ্গদ সাশ্রুনেত্রে ও পুলকাঙ্কিত-কলেবরে সেই ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর হরিকে স্তব করত দেখিলেন; জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম সকল কারণের কারণভূত অমূল্যরত্ননির্ম্মিত বিচিত্র সিংহাসন-স্থিত গোপালগণের প্রদত্ত শ্বেতচামরবায়ু সেবন করিতেছেন এবং সহর্ষে গোপিকাদিগের মনোহর নৃত্য

প্রাণাধিকপ্রিয়তম-রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম্। তয়া প্রদত্তং তাম্বূলং ভুক্তবন্তং সুবাসিতম্।
পরিপূর্ণতমং রাসে দদৃশুশ্চ সুরেশ্বরম্ ॥ ৯৪
মুনয়ো মানবাঃ সিদ্ধাস্তপসা চ তপস্বিনঃ। প্রহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে জগ্মুঃ পরমবিস্ময়ম্ ॥ ৯৫
পরস্পরং সমালোক্য প্রোচুস্তে চ চতুর্ম্মুখম্। নিবেদিতুং জগন্নাথং স্বাভিপ্রায়মভীপ্সিতম্ ॥ ৯৬
ব্রহ্মা তদ্বচনং শ্রুত্বা বিষ্ণুং কৃত্বা স্বদক্ষিণে। বামতো বামদেবঞ্চ জগাম কৃষ্ণসন্নিধিম্ ॥ ৯৭
পরমানন্দযুক্তঞ্চ পরমানন্দরূপিণম্। সর্ব্বং কৃষ্ণময়ং ধাতা দদর্শ রাসমণ্ডলে।
সর্ব্বং সমানবেশঞ্চ সমানাসনসংস্থিতম্ ॥ ৯৮
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং বনমালাবিভূষিতম্। ময়ূরপিচ্ছচূড়ঞ্চ কৌস্তুভেন বিরাজিতম্ ॥ ৯৯
অতীবকমনীয়ঞ্চ সুন্দরং শান্তবিগ্রহম্। গুণভূষণরূপেণ তেজসা বয়সা ত্বিষা ॥ ১০০
পরিপূর্ণতমং সর্ব্বং সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতম্। কিং সেব্যং সেবকং কিংবা দৃষ্ট্বা নির্ব্বক্তুমক্ষমঃ ॥ ১০১
ক্ষণং তেজঃস্বরূপঞ্চ রূপং তত্র স্থিতং ক্ষণম্। নিরাকারঞ্চ সাকারং দদর্শ দ্বিবিধং ক্ষণম্ ॥ ১০২
একমেব ক্ষণং কৃষ্ণং রাধয়া রহিতং পরম্। প্রত্যেকাসনসংস্থঞ্চ তয়া সার্দ্ধঞ্চ তৎক্ষণম্ ॥ ১০৩
রাধারূপধরং কৃষ্ণং কৃষ্ণরূপং কলত্রকম্। কিং স্ত্রীরূপঞ্চ পুরুষং বিধাতা ধ্যাতুমক্ষমঃ ॥ ১০৪
হৃৎপদ্মস্থঞ্চ শ্রীকৃষ্ণং ধ্যাত্বা ধ্যানেন চক্ষুষা। চকার স্তবনং ভক্ত্যা পরিহারমনেকধা ॥ ১০৫
ততঃ স্বচক্ষুরুন্মীল্য পুনশ্চ তদনুজ্ঞয়া। দদর্শ কৃষ্ণমেকঞ্চ রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম্ ॥ ১০৬
স্বপার্ষদৈঃ পরিবৃতং গোপীমণ্ডমণ্ডিতম্। পুনঃ প্রণেমুস্তং দৃষ্ট্বা তুষ্টুবুঃ পরমেশ্বরম্ ॥ ১০৭
তদভিপ্রায়মাজ্ঞায় তানুবাচ রমেশ্বরঃ। সর্ব্বাত্মা স চ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশঃ সর্ব্বভাবনঃ ॥ ১০৮

ভগবানুবাচ—

আগচ্ছ কুশলং ব্রহ্মন্নাগচ্ছ কমলাপতে। ইহাগচ্ছ মহাদেব শশ্বৎ কুশলমস্তু বঃ ॥ ১০৯
আগতা হি মহাভাগা গঙ্গানয়নকারণাৎ। গঙ্গা চ চরণাম্ভোজে ভয়েন শরণং গতা ॥ ১১০
রাধেমাং পাতুমিচ্ছন্তী দৃষ্ট্বা মৎসন্নিধানতঃ। দাস্যামীমাঞ্চ ভবতাং যূয়ং কুরুত নির্ভয়াম্ ॥ ১১১

নিরীক্ষণ করিতেছেন। তিনি প্রাণাধিকা প্রিয়তমা রাধিকার বক্ষে নিয়ত বাস করিতেছেন এবং তৎপ্রদত্ত সুবাসিত তাম্বুলও সাদরে ভক্ষণ করিতেছেন এবং তিনি পরিপূর্ণতম। সুরগণ প্রভুর এইপ্রকার রূপ রাসমণ্ডলে সকল স্থানে দেখিলেন; তৎপরে ঐরূপ দর্শনে মুনিগণ, মানবগণ, সিদ্ধ ও তাপসগণ এবং তপস্বিগণ প্রহৃষ্ট মনে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তাঁহারা পরস্পরে সমালোচনা করত অভিপ্রেত বিষয় জগন্নাথকে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত ভগবান্ চতুরাননকে বলিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় দক্ষিণভাগে বিষ্ণুকে এবং বামভাগে শিবকে লইয়া কৃষ্ণসমীপে গমন করিলেন। তাহার পর রাসমণ্ডলে সেই পরমানন্দরূপ কৃষ্ণরূপ দেখিতে লাগিলেন। সকলেই সমানবেশ ও তুল্য আসনে উপবিষ্ট। সকলেই দ্বিভুজ, হস্তে মুরলী ও বনমালায় বিভূষিত, ময়ূরপুচ্ছ-নিৰ্ম্মিত চূড়া ও কৌস্তুভমণি দ্বারা সকলেই বিরাজিত; সকলেরই কলেবর অতিকমনীয় ও শান্তস্বভাবসম্পন্ন· সকলেই তেজে বয়সে কান্তিতে, জগৎপ্রভুর সমতুল্য, সকলেই পরিপূর্ণতম ও সকল ঐশ্বর্য্যযুক্ত। তাঁহাদিগের কে সেবক, কে সেব্য, তাহা দেখিয়া বলা যায় না। কৃষ্ণ ক্ষণকাল কেবল তেজঃপুঞ্জরূপে এবং ক্ষণকাল সুস্পষ্টরূপ ধারণ করত অবস্থান করিতেছেন। আবার ক্ষণকাল নিরাকার সাকার উভয় ভাবেই অবস্থান করিতে দেখিলেন। ৯১-১০২

ক্ষণকাল এক কৃষ্ণ, এক রাধিকাসহ উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তৎপরক্ষণেই প্রত্যেক আসনে প্রত্যেকটী কৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন রাধিকাসহ উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। কখন কৃষ্ণ রাধারূপ ধারণ করিয়াছেন, কখন বা রাধা, কৃষ্ণরূপিণী হইতেছেন, এইরূপ দর্শন করিয়া বিধাতা ভগবানের স্ত্রীরূপ, কি পুরুষরূপ, কিছুই স্থির করিতে সক্ষম হইলেন না। তৎপরে বিধাতা হৃৎপদ্মস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন এবং বহুবিধ স্বীয় ন্যূনতা জানাইলেন। তাহার পর চতুরানন, তাঁহার আজ্ঞানুসারে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া রাধা-বক্ষঃস্থলস্থিত একমাত্র কৃষ্ণকেই দেখিতে পাইলেন। তিনি পারিষদবর্গের মধ্যে গোপীসমূহে বিভূষিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাহা দর্শন করত বিধাতা প্রভৃতি সকলেই হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে পুনঃপুন প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং পুনঃপুন স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বভাবন সুরেশ্বর, তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে কমলাপতে! হে ব্রহ্মন্! সুখে আগমন করিলে ত? মহাদেব! এইখানে আমার সমীপে আগমন কর, তোমাদিগের নিরন্তর কুশল হউক। হে মহাভাগগণ! তোমরা গঙ্গানয়নের নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ, কিন্তু গঙ্গা ভয়বশত আমার চরণপদ্মে শরণাগতা। রাধা ইহাকে

শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃ শ্রুত্বা সস্মিতঃ কমলোদ্ভবঃ। তুষ্টাব রাধামারাধ্যাং শ্রীকৃষ্ণপরিপূজিতাম্ ॥ ১১২
বক্ত্রৈশ্চতুর্ভিঃ সংস্তূয় ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ। ধাতা চতুর্ণাং বেদানামুবাচ চতুরাননঃ ॥ ১১৩

চতুরানন উবাচ—

গঙ্গা ত্বদঙ্গসম্ভূতা প্রভোশ্চ রাসমণ্ডলে। যুবয়োর্দ্রবরূপা সা মুগ্ধয়োঃ শঙ্করস্বনাৎ ॥ ১১৪
কৃষ্ণাংশা চ ত্বদংশা চ ত্বৎকন্যাসদৃশী প্রিয়া। ত্বন্মন্ত্রগ্রহণং কৃত্বা করোতু তব পূজনম্ ॥ ১১৫
ভবিষ্যতি পতিস্তস্যা বৈকুণ্ঠেশশ্চতুর্ভুজঃ। ভূস্থায়াঃ কলয়া তস্যাঃ পতির্লবণবারিধিঃ ॥ ১১৬
গোলোকস্থা চ যা গঙ্গা সর্ব্বত্রস্থা তথাম্বিকে। তদম্বিকা ত্বং দেবেশি সর্ব্বদা সা ত্বদাত্মজা ॥ ১১৭
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা স্বীচকার চ সস্মিতা। বহির্বভূব সা কৃষ্ণ-পাদাঙ্গুষ্ঠনখাগ্রতঃ ॥ ১১৮
তত্রৈব সংকৃতা শান্তা তস্থৌ তেষাঞ্চ মধ্যতঃ। উবাস তোয়াদুত্থায় তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ১১৯
তত্তোয়ং ব্রহ্মণা কিঞ্চিৎ স্থাপিতঞ্চ কমণ্ডলৌ। কিঞ্চিদ্দধার শিরসি চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরঃ ॥ ১২০
গঙ্গায়ৈ রাধিকামন্ত্রং প্রদদৌ কমলোদ্ভবঃ। তৎস্তোত্রং কবচং পূজা-বিধানং ধ্যানমেব চ ॥ ১২১
সর্ব্বং তৎসামবেদোক্তং পুরশ্চর্য্যাক্রমং তথা। গঙ্গা তামেব সম্পূজ্য বৈকুণ্ঠং প্রযযৌ সহ ॥ ১২২
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী গঙ্গা তুলসী বিশ্বপাবনী। এতা নারায়ণস্যৈব চতস্রো যোষিতো মুনে ॥ ১২৩
অথ তং সস্মিতঃ কৃষ্ণো ব্রহ্মাণং সমুবাচ সঃ। সর্ব্বকালস্য বৃত্তান্তং দুর্ব্বোধ্যমবিপশ্চিতাম্ ॥ ১২৪

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—

গৃহাণ গঙ্গাং হে ব্রহ্মন্ হে বিষ্ণো হে মহেশ্বর। শৃণু কালস্য বৃত্তান্তং মত্তো ব্রহ্মন্নিশাময় ॥ ১২৫
যূয়ঞ্চ যেঽন্যে দেবাশ্চ মুনয়ো মনবস্তথা। সিদ্ধা যশস্বিনশ্চৈব যে যেঽত্রৈব সমাগতাঃ ॥ ১২৬
এতে জীবন্তি গোলোকে কালচক্রবিবর্জ্জিতে। জলপ্লুতং সর্ব্ববিশ্বং জাতং কল্পক্ষয়োঽধুনা ॥ ১২৭
ব্রহ্মাদ্যা যেঽন্যবিশ্বস্থাস্তে বিলীনাধুনা ময়ি। বৈকুণ্ঠঞ্চ বিনা সর্ব্বং জলমগ্নঞ্চ পদ্মজ ॥ ১২৮
গত্বা সৃষ্টিং কুরু পুনর্ব্রহ্মলোকাদিকং ভবম্। স্বং ব্রহ্মাণ্ডং বিরচয় পশ্চাদ্গঙ্গা প্রযাস্যতি ॥ ১২৯
এবমন্যেষু বিশ্বেষু সৃষ্টৌ ব্রহ্মাদিকং পুনঃ। করোম্যহং পুনঃ সৃষ্টিং গচ্ছ শীঘ্রং সুরৈঃ সহ ॥ ১৩০

গণ্ডূষে পান করিতে উদ্যতাহইয়াছিলেন, দেখিয়া আমার সমীপে আগমন করিয়াছেন। আমি ইহাঁকে চরণপদ্ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছি, কিন্তু তোমরা ইহাঁকে অভয় প্রদান কর। কমলোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে সেই সর্ব্বারাধ্যা শ্রীকৃষ্ণপূজিতা রাধিকাকে স্তব করিতে লাগিলেন। চতুর্ব্বেদবিধাতা চতুরানন ভক্তি-বিনম্র-মস্তকে চতুর্ম্মুখে তাঁহাকে স্তব করত বলিতে লাগিলেন, রাসমণ্ডলে যখন শঙ্করস্বরে আপনি ও প্রভু উভয়েই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সময়ে এই দ্রবরূপিণী গঙ্গা আপনাদের শরীর হইতে উদ্ভূতা হইয়াছেন। গঙ্গা, কৃষ্ণ ও আপনার অংশসম্ভূতা; অতএব আপনার কন্যার ন্যায় প্রিয়তমা; এজন্য ইনি আপনার মন্ত্র গ্রহণ করুন, তবেই বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ বিষ্ণু এবং ভূমিতে তাঁহার কলারূপে অবতীর্ণ লবণ সমুদ্র ইহাঁর পতি হইবেন। ১০৩-১১৬

হে দেবেশি! অম্বিকে! গঙ্গা গোলোকে অথবা অন্যত্র যে কোন স্থানেই অবস্থান করুন না কেন, আপনি তাঁহার জননী, তিনি আপনার সর্ব্বদাই কন্যা। রাধিকা ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে গঙ্গার অপরাধ ক্ষমা করিতে স্বীকার করিলেন। তখন গঙ্গা কৃষ্ণপদাঙ্গুষ্ঠ-নখাগ্র হইতে বহির্গতা হইলেন। তৎপরে শান্তস্বভাবা জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তোয় হইতে উত্থিত হইয়া সেই সভাতে তাঁহাদের মধ্যে সংবৃতরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা সেই তোয়রাশি হইতে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করত কমণ্ডলুতে স্থাপন করিলেন এবং চন্দ্রশেখর কিঞ্চিৎ মস্তকস্থিত চন্দ্রার্দ্ধে ধারণ করিলেন। তাহার পর কমলোদ্ভব গঙ্গাকে রাধিকামন্ত্র প্রদান করত স্তোত্র, কবচ, পূজাবিধি, ধ্যান এই সমস্ত এবং সামবেদোক্ত পুরশ্চরণক্রম গঙ্গাকে উপদেশ করিলেন। গঙ্গা রাধিকাকে পূজা করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। হে মুনে! লক্ষ্মী, সরস্বতী, জগৎপাবনী গঙ্গা ও তুলসী ইহাঁরা চারিজনেই নারায়ণের পত্নী। অনন্তর কৃষ্ণ সহাস্যবদনে ব্রহ্মাকে অপণ্ডিতদিগের দুর্ব্বোধ্য কালের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। ১১৭-১২৪

কৃষ্ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে বিষ্ণো! হে মহেশ্বর! তোমরা সকলেই গঙ্গাকে গ্রহণ কর এবং কালের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। তোমরা এবং অন্যান্য দেব, মুনি, মনু, সিদ্ধ ও তাপসগণ যাঁহারা আমার সমীপে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা এই কাল-চক্রবর্জ্জিত গোলোকে আছেন, এইজন্যই জীবিত রহিয়াছেন। এখন কিন্তু প্রকৃতিপ্রলয়ে সমস্ত বিশ্ব জলপ্লাবিত হইয়াছে, সেই বিশ্বস্থিত ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলেই আসিয়া আমাতে লীন হইয়াছে। হে পদ্মযোনে! তুমি দেখ, বৈকুণ্ঠ ভিন্ন সমস্ত বিশ্ব জলময় হইয়াছে, অতএব গমন করত পুনর্ব্বার ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মলোকাদিযুক্ত বিশ্ব সৃজন কর, তাহার পরে গঙ্গা

গতো বহুতরঃ কালো যুষ্মাকঞ্চ চতুর্মুখাঃ। গতাঃ কতিবিধাস্তে চ ভবিষ্যন্তি চ বেধসঃ॥ ১৩১
ইত্যুক্ত্বা রাধিকানাথো জগামান্তঃপুরে মুনে॥ ১৩২
দেবা গত্বা পুনঃসৃষ্টিঞ্চক্রুরেব প্রযত্নতঃ॥ ১৩৩
গোলোকে চ স্থিতা গঙ্গা বৈকুণ্ঠে শিবলোককে। ব্রহ্মলোকে স্থিতাস্বত্র যত্র যত্র পুরা স্থিতা।
তত্রৈব সা গতা গঙ্গা চাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ॥ ১৩৪
নির্গতা বিষ্ণুপাদাব্জাত্তেন বিষ্ণুপদী স্মৃতা॥ ১৩৫
ইত্যেবং কথিতং ব্রহ্মন্ গঙ্গোপাখ্যানমুত্তমম্। সুখদং মোক্ষদং সারং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ১৩৬

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে গঙ্গোপাখ্যানবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ—

লক্ষ্মীঃ সরস্বতী গঙ্গা তুলসী বিশ্বপাবনী। এতা নারায়ণস্যৈব চতস্রশ্চ প্রিয়া ইতি॥ ১
গঙ্গা জগাম বৈকুণ্ঠমিদমেব শ্রুতং ময়া। কথং সা তস্য পত্নী চ বভূবেতি চ ন শ্রুতম্॥ ২

নারায়ণ উবাচ—

গঙ্গা জগাম বৈকুণ্ঠং তৎপশ্চাজ্জগতাং বিধিঃ। গত্বোবাচ তয়া সার্দ্ধং প্রণম্য জগদীশ্বরম্॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ—

রাধাকৃষ্ণাঙ্গসম্ভূতা যা দেবী দ্রবরূপিণী। নবযৌবনসম্পন্না সুশীলা সুন্দরী বরা॥ ৪
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চ ক্রোধাহঙ্কারবর্জ্জিতা। তদঙ্গসম্ভবা নান্যং বৃণোতীয়ঞ্চ তং বিনা॥ ৫
তত্রাতিমানিনী রাধা সা চ তেজস্বিনী বরা। সমুদ্যুক্তা পাতুমিমাং ভীতেয়ং বুদ্ধিপূর্ব্বকম্।
বিবেশ চরণাম্ভোজে কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ ৬
সর্ব্বত্র গোলোকং শুষ্কং দৃষ্ট্বাহমগমং তদা। গোলোকে যত্র কৃষ্ণশ্চ সর্ব্ববৃত্তান্ত-প্রাপ্তয়ে॥ ৭

যাইবেন। এইরূপ অন্যান্য বিশ্বেও ব্রহ্মাদি সৃজন করত পুনর্ব্বার সৃষ্টির অবতারণা করিব, তুমি সুরগণসহ শীঘ্র গমন কর। আমার চক্ষুর এক নিমেষে একটী ব্রহ্মার পতন, এইরূপ কত ব্রহ্মা গিয়াছে এবং কত ব্রহ্মা যাইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। ১২৫-১৩১

হে মুনে! রাধিকানাথ এই কথা বলিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলে দেবগণ যত্নপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। গঙ্গাদেবী, গোলোকে বৈকুণ্ঠে শিবলোকে ও ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং যে যে স্থানে পূর্ব্বে প্রবাহিতা ছিলেন, সেই সেই স্থানে পরমাত্মার আজ্ঞানুসারে গমন করিলেন। তিনি বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে বহির্গতা হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম বিষ্ণুপদী হইল। সুখদ, মোক্ষপ্রদ, সারভূত উত্তম গঙ্গোপাখ্যান বিশেষরূপে তোমাকে বলিলাম। পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর? ১৩২-১৩৬

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে গঙ্গার উপাখ্যান বর্ণন নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

নারদ বলিলেন, প্রভো! লক্ষ্মী, সরস্বতী, লোকপাবনী গঙ্গা ও তুলসী, ইহাঁরা চারিজন নারায়ণের পত্নী, ইহা এবং গঙ্গা বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন, এই উভয় কথামাত্র শ্রুত হইয়াছি; কিন্তু কিরূপে তিনি তাঁহার পত্নী হইলেন, তাহা শুনিতে পাইলাম না। নারায়ণ বলিলেন, গঙ্গা বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন, জগদ্বিধি ব্রহ্মা তাঁর পশ্চাৎ গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক জগদীশ্বরকে বলিতে লাগিলেন, যে দেবী রাধা-কৃষ্ণের অঙ্গ হইতে দ্রবরূপে উৎপন্না হইয়াছেন, ইনি নবযৌবন-সম্পন্না, সুশীলা ও সুন্দরীগণের শ্রেষ্ঠ; ইনি শুদ্ধসত্ত্বরূপিণী ও ক্রোধ-অহঙ্কারাদিশূন্যা; ইনি যাঁহার অঙ্গ হইতে উদ্ভূতা হইয়াছেন, তাঁহাকে ব্যতীত অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিবেন না। কিন্তু তাহাতে রাধা অত্যন্ত-মানিনী ও মহাতেজস্বিনী, তিনি ইহাঁকে পান করিবার নিমিত্ত উদ্যতা হইয়াছিলেন; কিন্তু ইনি ভীতা হইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমি সকল জগৎ শুষ্কপ্রায় দেখিয়া যেখানে কৃষ্ণ আছেন, সেই

সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বেষাং জ্ঞাত্বাভিপ্রায়মেব চ। বহিশ্চকার গঙ্গাঞ্চ পাদাঙ্গুষ্ঠনখাগ্রতঃ। ৮
দত্ত্বাস্যৈ রাধিকামন্ত্রং পূরয়িত্বা চ গোলকান্। ৯
প্রণম্য তাঞ্চ রাধেশং গৃহীত্বাত্রাগমং প্রভো। গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন গৃহাণেমাং সুরেশ্বরীম্। ১০
সুরেশ্বরেষু রসিকে রসিকেয়ং সমাগতা। ত্বং রত্নং পুংসু দেবেশ স্ত্রীরত্নং স্ত্রীষিয়ং সতী।
বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ। ১১
উপস্থিতাং স্বয়ং কন্যাং ন গৃহ্লাতীহ যঃ পুমান্। তং বিহায় মহালক্ষ্মী রুষ্টা যাতি ন সংশয়ঃ। ১২
যো ভবেৎ পণ্ডিতঃ সোঽপি প্রকৃতিং নাবমন্যতে। ১৩
সর্ব্বে প্রাকৃতিকাঃ পুংসঃ কামিন্যঃ প্রকৃতেঃ কলাঃ। ত্বমেব ভগবান্নাথো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। ১৪
অর্দ্ধাঙ্গং দ্বিভুজঃ কৃষ্ণো যোঽর্দ্ধাঙ্গেন চতুর্ভুজঃ। কৃষ্ণবামাঙ্গসম্ভূতা বভূব রাধিকা পুরা। ১৫
দক্ষিণাংশঃ স্বয়ং সা চ বামাংশঃ কমলা তথা। তেনেয়ং ত্বাং বৃণোত্যেব যতস্ত্বদ্দেহসম্ভবা। ১৬
একাঙ্গঞ্চৈব স্ত্রীপুংসোর্যথা প্রকৃতিপুরুষৌ। ইত্যেবমুক্ত্বা ধাতা তাং তং সমর্প্য জগাম সঃ। ১৭
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন তাং জগ্রাহ হরিঃ স্বয়ম্। নারায়ণঃ করং ধৃত্বা পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতম্। ১৮
রেমে রমাপতিস্তত্র গঙ্গয়া সহিতো মুদা। গঙ্গা পৃথ্বীং গতা যা সা স্বস্থানং পুনরাগতা। ১৯
নির্গতা বিষ্ণুপাদাব্জাত্তেন বিষ্ণুপদীতি চ। মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ সা দেবী নবসঙ্গমলীলয়া। ২০
রসিকা সুখসম্ভোগাদ্রসিকেশ্বরসংযুতা। তাং দৃষ্ট্বা দুঃখিতা বাণী পদ্ময়া বজ্জিতাপি চ। ২১
নিত্যমীর্ষ্যতি তাং বাণী ন চ গঙ্গা সরস্বতীম্। গঙ্গা শশাপ কোপেন ভারতে চ হরিপ্রিয়ে। ২২
গঙ্গয়া সহ তস্যৈব তিস্রো ভার্য্যা রমাপতেঃ। সার্দ্ধং তুলস্যা পশ্চাচ্চ চতস্রশ্চাভবন্ মুনে। ২৩

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে নবমস্কন্ধে জাহ্নব্যা নারায়ণপত্নীত্ববর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ। ১৪।

গোলোকধামে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার নিমিত্ত গমন করিলাম। তৎপরে সকলের অন্তরাত্মস্বরূপ কৃষ্ণ আমাদের সকল অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া পদাঙ্গুষ্ঠ-নখের অগ্রভাগ হইতে গঙ্গাকে বহিষ্কৃত করিলেন। তাহার পর হে বিভো! আমি ইঁহাকে রাধিকামন্ত্র প্রদান করত গোলোক পূর্ণ করিয়াছি, এবং রাধাকান্তকে প্রণাম করত ইঁহাকে গ্রহণ করিয়া আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি; হে দেবেশ! আপনি সুরেশ্বর ও অত্যন্ত সুরসিক; অতএব এই রসিকা সুরেশ্বরীকে গান্ধর্ব্ব-বিবাহক্রমে গ্রহণ করুন। ১-১০

আপনি পুরুষ ও দেবতাদিগের মধ্যে রত্নস্বরূপ; ইনিও সতী স্ত্রীগণমধ্যে স্ত্রীরত্ন-স্বরূপিণী; বিদগ্ধা নায়িকা সহ বিদগ্ধনায়কের মিলনই বিশেষ প্রীতিকর। যে ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত কন্যাকে পরিত্যাগ করে, মহালক্ষ্মী তাহার প্রতি রুষ্টা হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করত গমন করিয়া থাকেন, তাহাতে সংশয়মাত্রও নাই। যে ব্যক্তি পণ্ডিত হয়, সে প্রকৃতিকে অবমাননা করে না; কারণ সকল পুরুষ প্রাকৃতিক এবং কামিনীগণও প্রকৃতির কলা হইতে সমুদ্ভূত। আপনিই ভগবান্, অধিভূত, নির্গুণ ও প্রকৃতি হইতে পৃথক্ এবং অর্দ্ধাঙ্গে দ্বিভুজ কৃষ্ণ ও অর্দ্ধাঙ্গে চতুর্ভুজ। পূর্ব্বে কৃষ্ণের বামাংশ হইতে রাধিকার উদ্ভব হইয়াছে; বামাংশ হইতে যেরূপ কমলা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ ইনিও দক্ষিণাংশ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন। আপনার দেহ-সম্ভূতা বলিয়া ইনি আপনাকেই বরণ করিতে ইচ্ছা করেন, প্রকৃতি-পুরুষের ন্যায় স্ত্রী-পুরুষের অঙ্গ অভিন্ন। এই কথা বলিয়া বিধাতা তাঁহাকে সমর্পণ করত গমন করিলেন। ১১-১৭

তৎপরে শ্রীহরি তাঁহাকে গান্ধর্ব্ববিধিমতে বিবাহ করিলেন, তাহার পর রমাপতি, রতিকরী চন্দনচর্চ্চিতশয্যা রচনা করত তাহাতে গঙ্গার সহিত আনন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। গঙ্গাদেবী, পৃথিবীতে গমন করিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে আগমন করিয়াছেন এবং বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে নির্গতা হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম জগতে বিষ্ণুপদী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। রসিকা গঙ্গা সুখ-সম্ভোগের নিমিত্ত রসিকেশ্বর সহ মিলিতা হইয়া নবসঙ্গমমাত্রেই মূর্চ্ছিতা হইলেন। তাহা দর্শন করিয়া বাণী অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন এবং পদ্মা কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সর্ব্বদা তাহার উপর ঈর্ষা করিতে লাগিলেন। গঙ্গাও তাহার প্রতি ঈর্ষা প্রথমে করিতেন না, পরে নিতান্ত অসহ্য হওয়ায়, সরস্বতীকে 'ভারতে জন্মগ্রহণ কর' এইরূপ শাপ দিলেন। হে মুনে! প্রথমত গঙ্গাকে লইয়া রমাপতির তিন ভার্য্যা হয়, তৎপরে তুলসী সহ চারি ভার্য্যা হইল। ১৮-২৩

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে গঙ্গার নারায়ণের পত্নী হইবার কারণ বর্ণন নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ—

নারায়ণপ্রিয়া সাধ্বী কথং সা চ বভূব হ। তুলসী কুত্র সম্ভূতা কা বা সা পূর্ব্বজন্মনি ॥ ১
কস্য বা সা কুলে জাতা কস্য কন্যা কুলে সতী। কেন বা তপসা সা চ সম্প্রাপ্তা প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ২
নির্ব্বিকারং নিরীহঞ্চ সর্ব্ববিশ্বস্বরূপকম্। নারায়ণং পরং ব্রহ্ম পরমেশ্বরমীশ্বরম্ ॥ ৩
সর্ব্বারাধ্যঞ্চ সর্ব্বেশং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বকারণম্। সর্ব্বাধারং সর্ব্বরূপং সর্ব্বেষাং পরিপালকম্ ॥ ৪
কথমেতাদৃশী দেবী বৃক্ষত্বং সমবাপ হ। কথং সাপ্যসুরগ্রস্তা সম্বভূব তপস্বিনী ॥ ৫
সন্দিগ্ধং মে মনো লোলং প্রেরয়ন্ মাং মুহূর্ম্মুহুঃ। ছেত্তুমর্হসি সন্দেহং সর্ব্বসন্দেহভঞ্জন ॥ ৬

নারায়ণ উবাচ—

মনুশ্চ দক্ষসাবর্ণিঃ পুণ্যবান্ বৈষ্ণবঃ শুচিঃ। যশস্বী কীর্ত্তিমাংশ্চৈব বিষ্ণোরংশসমুদ্ভবঃ ॥ ৭
তৎপুত্রো ব্রহ্মসাবর্ণির্ধার্ম্মিকো বৈষ্ণবঃ শুচিঃ। তৎপুত্রো ধর্ম্মসাবর্ণির্বৈষ্ণবশ্চ জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮
তৎপুত্রো রুদ্রসাবর্ণির্ভক্তিমান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। তৎপুত্রো দেবসাবর্ণির্বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ ॥ ৯
তৎপুত্র ইন্দ্রসাবর্ণির্মহাবিষ্ণুপরায়ণঃ। বৃষধ্বজশ্চ তৎপুত্রো বৃষধ্বজপরায়ণঃ ॥ ১০
যস্যাশ্রমে স্বয়ং শম্ভুরাসীদ্দেবযুগত্রয়ম্। পুত্রাদপি পরঃ স্নেহো নৃপে তস্মিন্ শিবস্য চ ॥ ১১
ন চ নারায়ণং মেনে ন লক্ষ্মীং ন সরস্বতীম্। পূজাঞ্চ সর্ব্বদেবানাং দূরীভূতাঞ্চকার সঃ ॥ ১২
ভাদ্রে মাসি মহালক্ষ্মী-পূজাং মত্তো বভঞ্জ হ। তথা মাঘীয়পঞ্চম্যাং বিস্তৃতাং সর্ব্বদৈবতৈঃ ॥ ১৩
পাপঃ সরস্বতীপূজাং দূরীভূতাঞ্চকার সঃ। যজ্ঞঞ্চ বিষ্ণুপূজাঞ্চ নিন্দন্তং তং দিবাকরঃ ॥ ১৪
চুকোপ দেবো ভূপেন্দ্রং শশাপ শিবকারণাৎ। ভ্রষ্টশ্রীস্ত্বঞ্চ ভবেতি তং শশাপ দিবাকরঃ ॥ ১৫
শূলং গৃহীত্বা তং সূর্য্যমধাবচ্ছঙ্করঃ স্বয়ম্। পিত্রা সার্দ্ধং দিনেশশ্চ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥ ১৬
শিবস্ত্রিশূলহস্তশ্চ ব্রহ্মলোকং যযৌ ক্রুধা। ব্রহ্মা সূর্য্যং পুরস্কৃত্য বৈকুণ্ঠঞ্চ যযৌ ভিয়া ॥ ১৭
ব্রহ্মকশ্যপমার্ত্তণ্ডাঃ সন্ত্রস্তাঃ শুষ্কতালুকাঃ। নারায়ণঞ্চ সর্ব্বেশং তে যযুঃ শরণং ভিয়া ॥ ১৮

নারদ বলিলেন, সাধ্বী তুলসী কিরূপে নারায়ণ-পত্নী হইলেন? পূর্ব্বজন্মে তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? এবং তিনি কে? এখনই বা কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? সেই তপস্বিনী কাহার কন্যা? কোন্ তপস্যাবলেই বা প্রকৃতি হইতে পৃথক্ নির্ব্বিকল্প, নিশ্চেষ্ট, সর্ব্বসাক্ষী, পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর, সর্ব্বারাধ্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ, সর্ব্বকারণ, সর্ব্বাধার, সর্ব্বরূপ, সকলের পরিপালক নারায়ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন? কিরূপেই বা দেবী হইয়া এইরূপ তুলসীবৃক্ষরূপা হইয়াছেন? এবং কিরূপেই বা সেই তপস্বিনী অসুরগ্রস্তা হইয়াছিলেন? হে সর্ব্বসন্দেহভঞ্জন। আমার সন্দিগ্ধ মন এইসব শুনিতে লোলুপ হইয়া আমাকে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসার নিমিত্ত প্রেরণ করিতেছে; অতএব আপনি সন্দেহ ভঞ্জন করুন। ১-৬

নারায়ণ বলিলেন, দক্ষসাবর্ণি নামে মনু, বিষ্ণুর অংশসম্ভূত, যশস্বী, কীর্ত্তিশালী, পুণ্যবান্ ও মহাবৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মসাবর্ণি; তিনিও অত্যন্ত ধর্ম্মিষ্ঠ ও বৈষ্ণব ছিলেন। ধর্ম্মসাবর্ণির পুত্র রুদ্রসাবর্ণি; তিনি অত্যন্ত বৈষ্ণব ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তাঁহার পুত্র দেবসাবর্ণি নামে জন্মগ্রহণ করেন, তিনিও অতি বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন। তৎপরে দেবসাবর্ণির পুত্র ইন্দ্রসাবর্ণি জন্মগ্রহণ করেন,—তিনিও উঁহাদের মত মহা বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন এবং সেই ইন্দ্রসাবর্ণির পুত্র বৃষধ্বজপরায়ণ বৃষধ্বজ। এই বৃষধ্বজের আশ্রমে স্বয়ং শম্ভু দৈবপরিমিত যুগত্রয় অবস্থান করিয়াছেন। সেই বৃষধ্বজরাজার প্রতি শিবের—পুত্র হইতেও অধিকতর স্নেহ ছিল। বৃষধ্বজরাজ নারায়ণ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রভৃতি কোন দেবতাকে মানিতেন না এবং সকল দেবতার পূজাই দূরীভূত করিলেন,—এবং সেই পাপিষ্ঠ মত্ত হইয়া ভাদ্র মাসে মহালক্ষ্মীপূজা, মাঘ মাসের পঞ্চমীতে সর্ব্বদেবকৃতা সরস্বতীপূজা ইত্যাদি পরিত্যাগ করিলে, একদা দিবাকর তাহাকে যজ্ঞ ও বিষ্ণুপূজার নিন্দা করিতে দেখিয়া কুপিত হইয়া "শ্রীভ্রষ্ট হও" এই বলিয়া তাহাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। ৭-১৫

তাহাতে মহাদেব শূল গ্রহণ করত ক্রোধে সূর্য্যের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তৎপরে দীনেশ, পিতার সহিত ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। শিব ত্রিশূল হস্তে করিয়া ক্রোধে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিলেন। তখন ভয়ে নিরুপায় হইয়া ব্রহ্মা সূর্য্যকে অগ্রে করত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন, তথাপি শূল গ্রহণ করিয়া স্বয়ং শঙ্কর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তাহাতে ব্রহ্মা, কশ্যপ ও সূর্য্য সকলেরই ভয়ে

মূর্দ্ধ্না প্রণেমুস্তে গত্বা তুষ্টুবুশ্চ পুনঃ পুনঃ। সর্ব্বং নিবেদনঞ্চক্রুর্ভয়স্য কারণং হরৌ ॥ ১৯
নারায়ণশ্চ কৃপয়া তেভ্যশ্চ হ্যভয়ং দদৌ। স্থিরা ভবত হে ভীতা ভয়ং কিঞ্চ ময়ি স্থিতে ॥ ২০
স্মরন্তি যে যত্র তত্র মাং বিপত্তৌ ভয়ান্বিতাঃ। তাংস্তত্র গত্বা রক্ষামি চক্রহস্তস্ত্বরান্বিতঃ ॥ ২১
পাতাহং জগতাং দেবাঃ কর্ত্তা চ সততং সদা। স্রষ্টা চ ব্রহ্মরূপেণ সংহর্ত্তা শিবরূপতঃ ॥ ২২
শিবোঽহং ত্বমহঞ্চাপি সূর্য্যোঽহং ত্রিগুণাত্মকঃ। বিধায় নানারূপঞ্চ করোমি সৃষ্টিপালনম্ ॥ ২৩
যূয়ং গচ্ছত ভদ্রং বো ভবিষ্যতি ভয়ং কুতঃ। অদ্যপ্রভৃতি মদ্বরেণ ভয়ং বো নাস্তি শঙ্করাৎ ॥ ২৪
সর্ব্বেশো বৈ স ভগবান্ শঙ্করশ্চ সতাং পতিঃ। ভক্তাধীনশ্চ ভক্তানাং ভক্তাত্মা ভক্তবৎসলঃ ॥ ২৫
সুদর্শনঃ শিবশ্চৈব মম প্রাণাধিকঃ প্রিয়ঃ। ব্রহ্মাণ্ডেষু ন তেজস্বী হে ব্রহ্মন্নবয়োঃ পরঃ ॥ ২৬
শক্তঃ স্রষ্টুং মহাদেবঃ সূর্য্যকোটিঞ্চ লীলয়া। কোটিঞ্চ ব্রহ্মণামেবং নাসাধ্যং শূলিনঃ প্রভোঃ ॥ ২৭
বাহ্যজ্ঞানং নৈব কিঞ্চিদ্ ধ্যায়তে মাং দিবানিশম্। মন্মন্ত্রান্ মদ্গুণান্ ভক্ত্যা পঞ্চবক্ত্রেণ গায়তি ॥ ২৮
অহমেব চিন্তয়ামি তৎকল্যাণং দিবানিশম্। যথা চ মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ॥ ২৯
শিবস্বরূপো ভগবান্ শিবাধিষ্ঠাতৃদেবতা। শিবং ভবতি তস্মাচ্চ শিবং তেন বিদুর্বুধাঃ ॥ ৩০
এতস্মিন্নন্তরে তত্র জগাম শঙ্করঃ স্থিতঃ। শূলহস্তো বৃষারূঢ়ো রক্তপঙ্কজলোচনঃ ॥ ৩১
অবরুহ্য বৃষাত্তূর্ণঃ ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ। ননাম ভক্ত্যা তং শান্তং লক্ষ্মীকান্তং পরাৎপরম্ ॥ ৩২
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ রত্নালঙ্কারভূষিতম্। কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চক্রিণং বনমালিনম্ ॥ ৩৩
নবীননীরদশ্যামং সুন্দরঞ্চ চতুর্ভুজম্। চতুর্ভুজৈঃ সেবিতঞ্চ শ্বেতচামরবায়ুনা ॥ ৩৪
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং ভূষিতং পীতবাসসম্। লক্ষ্মীপ্রদত্ততাম্বূলং ভুক্তবন্তঞ্চ নারদ ॥ ৩৫
বিদ্যাধরীনৃত্যগীতং পশ্যন্তং সস্মিতং সদা। ঈশ্বরং পরমাত্মানং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥ ৩৬
তং ননাম মহাদেবো ব্রহ্মণা নমিতশ্চ সঃ। ননাম সূর্য্যো ভক্ত্যা চ সন্ত্রস্তশ্চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৩৭
কশ্যপশ্চ মহাভক্ত্যা তুষ্টাব চ ননাম চ। শিবঃ সংস্তূয় সর্ব্বেশং সমুবাস সুখাসনে ॥ ৩৮

কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল। তাঁহারা ভয়ে সর্ব্বেশ্বর নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন; তাঁহাকে প্রণাম করত পুনঃপুনঃ স্তব করিতে লাগিলেন এবং সকলেই হরি-সমীপে ভয়ের কারণ নিবেদন করিলেন। তৎপরে নারায়ণ কৃপাবশত তাঁহদিগকে অভয় প্রদান করিলেন,—হে ভীত মহাত্মগণ! তোমরা স্থির হও। আমি থাকিতে তোমাদের ভয় কি? যাহারা যেখানে থাকিয়াই ভীত-চিত্তে আমাকে স্মরণ করে; আমি চক্রহস্তে সেইখানে গমন করিয়া শীঘ্র সেই বিপন্নদিগকে রক্ষা করি। হে দেবগণ! আমিই জগৎপালক ও জগৎকর্ত্তা এবং ব্রহ্মরূপে সৃজনকর্ত্তা। আমিই শিব ও আমিই এই ত্রিগুণাত্মক সূর্য্যস্বরূপ। আমি নানা রূপ ধারণ করিয়া থাকি। তোমাদের কোন ভয় নাই, সুখে গমন কর, তোমাদের শুভ হইবে। অদ্যাবধি আমার বরে শঙ্কর হইতে তোমাদের কোন ভয় নাই। সেই ভগবান্ শঙ্কর, সদ্ব্যক্তিগণের গতিস্বরূপ এবং আশুতোষ; তিনি ভক্তাধীন, ভক্তের ঈশ্বর, ভক্তাত্মা, ভক্তবৎসল। শিব এবং এই সুদর্শন চক্র, ইহারা উভয়েই আমার প্রাণাধিক প্রিয়; হে ব্রহ্মন্! ইহাদের অপেক্ষা তেজস্বী ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় নাই। মহাদেব, অবলীলাক্রমে কোটি সূর্য্য ও কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতে পারেন। শূলীর অসাধ্য কি আছে! কেবল আমাতে নিরন্তর ধ্যানাসক্ত-চিত্ত বলিয়া তিনি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য। তিনি পঞ্চমুখে কেবল আমার নাম ও গুণ নিরন্তর গান করেন, আমিও এইরূপ দিবানিশি তাঁহার কুশল চিন্তা করি। আমাকে যে, যেরূপে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেইরূপ কৃপা করি। ভগবান্ মঙ্গলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, শিবস্বরূপে আমার আরাধনা করিয়া শিব হইয়াছেন, এই জন্য তাঁহাকে পণ্ডিতগণ শিব বলেন। ১৬-৩০

ভগবান্ এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে বৃষারূঢ়, রক্তপঙ্কজলোচন শঙ্কর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি বৃষ হইতে শীঘ্র অবরোহণ করত ভক্তিবিনম্রমস্তকে সেই শান্ত পরাৎপর রত্ন-সিংহাসনস্থ রত্নালঙ্কার-ভূষিত লক্ষ্মীকান্তকে প্রণাম করিলেন। হে নারদ। যিনি কিরীটী, কুণ্ডলধারী, চক্রী, বনমালা-বিভূষিত এবং নবীননীরদের ন্যায় শ্যাম; যিনি সুন্দর; চতুর্ভুজ এবং শ্বেতচামর বীজন করত চতুর্ভুজ পারিষদগণ যাঁহার সেবা করিতেছেন; যাঁহার চন্দনাঙ্কিত কলেবর পীতবাসে বিভূষিত; যিনি লক্ষ্মীপ্রদত্ত তাম্বূল নিরন্তর ভোজন করেন, যিনি নিয়ত বিদ্যাধরীগণের নৃত্য গীত শ্রবণে সতত আনন্দিত ও সহাস্যবদন, ভক্তানুগ্রহে বিগ্রহধারী, সেই পরমাত্মা ঈশ্বরকে মহাদেব অগ্রে প্রণাম করিলেন। সূর্য্যও ভক্তিপূর্ব্বক ত্রস্ত-ভাবে চন্দ্রশেখরকে প্রণাম করিলেন। ৩১-৩৭

তখন কশ্যপ মহা-ভক্তিপুরঃসর তাঁহাকে প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলেন। শিব, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে স্তব করিয়া সুখে আসনে উপবেশন করিলেন। তখন সুখাসনে উপবিষ্ট বিশ্রান্ত চন্দ্রশেখরকে

সুধাসনে সুখাসীনং বিভ্রান্তং চন্দ্রশেখরম্। শ্বেতচামরবাতেন সেবিতং বিষ্ণুপার্ষদৈঃ।
পীযূষতুল্যং মধুরং বচনং সুমনোহরম্ ॥ ৩৯

বিষ্ণুরুবাচ—

আগতোঽপি কথমত্র বদ কোপস্য কারণম্ ॥ ৪০

মহাদেব উবাচ—

বৃষধ্বজশ্চ মদ্ভক্তং মম প্রাণাধিকপ্রিয়ম্। সূর্য্যঃ শশাপ ইতি মে প্রকোপস্য তু কারণম্ ॥ ৪১
পুত্রবৎসলশোকেন সূর্য্যং হন্তুং সমুদ্যতঃ। স ব্রহ্মাণং প্রপন্নশ্চ সূর্য্যশ্চ সবিধিস্ত্বয়ি ॥ ৪২
ত্বয়ি যে শরণাপন্না ধ্যানেন বচসাপি বা। নিরাপদো বিশঙ্কাস্তে জরা মৃত্যুশ্চ তৈর্জিতঃ ॥ ৪৩
প্রত্যক্ষং শরণাপন্নাস্তৎফলং কিং বদামি ভোঃ। হরিস্মৃতিশ্চাভয়দা সর্ব্বমঙ্গলদা সদা ॥ ৪৪
কিং মে ভক্তস্য ভবিতা তন্মে ব্রূহি জগৎপ্রভো। শ্রীহতস্যাস্য মূঢ়স্য সূর্য্যশাপেন হেতুনা ॥ ৪৫

বিষ্ণুরুবাচ—

কালোঽতিযাতো দৈবেন যুগানামেকবিংশতিঃ। বৈকুণ্ঠে ঘটিকার্দ্ধেন শীঘ্রং গচ্ছ স্বমালয়ম্ ॥ ৪৬
বৃষধ্বজো মৃতঃ কালাদ্দুর্নিবার্য্যাৎ সুদারুণাৎ। রথধ্বজশ্চ তৎপুত্রো মৃতঃ সোঽপি শ্রিয়া হতঃ ॥ ৪৭
তৎপুত্রৌ চ মহাভাগৌ ধর্ম্মধ্বজকুশধ্বজৌ। হতশ্রিয়ৌ সূর্য্যশাপাৎ তৌ পরমবৈষ্ণবৌ ॥ ৪৮
রাজ্যভ্রষ্টৌ শ্রিয়া ভ্রষ্টৌ কমলাতপসা রতৌ। তয়োশ্চ ভার্য্যয়োর্লক্ষ্মীঃ কলয়া চ ভবিষ্যতি ॥ ৪৯
সম্পদ্যুক্তৌ তদা তৌ চ নৃপশ্রেষ্ঠৌ ভবিষ্যতঃ। মৃতস্তে সেবকঃ শম্ভো গচ্ছ যূয়ঞ্চ গচ্ছত ॥ ৫০
ইত্যুক্ত্বা চ সলক্ষ্মীকঃ সভাতোঽভ্যন্তরং গতঃ। দেবা জগ্মুঃ সম্প্রহৃষ্টাঃ স্বাশ্রমং পরমং মুদা।
শিবশ্চ তপসে শীঘ্রং পরিপূর্ণতমো যযৌ ॥ ৫১

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে তুলস্যুপাখ্যানপ্রশ্নো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

বিষ্ণুর পারিষদবর্গ শ্বেতচামর বীজন করত সেবা করিতে লাগিল। তখন নারায়ণ শঙ্করকে অমৃত-তু[ল্য]
মধুর ও মনোহর বাক্য বলিলেন—মহাদেব! তুমি সহসা এস্থানে আসিলে, তোমার ক্রোধের কারণ কি?
তাহা আমাকে বল। ৩৭-৪০

মহাদেব বলিলেন, ভগবন্! রাজা বৃষধ্বজ, আমার প্রাণাধিক প্রিয়ভক্ত; তাহাকে সূর্য্য শাপ
দিয়াছেন। তাহাই আমার ব্যস্ত আগমন ও কোপের কারণ। আমি পুত্রবাৎসল্যবশতঃ শোকার্ত্ত হইয়া
শাপদাতা সূর্য্যকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, সূর্য্য বিধাতার শরণাপন্ন হইলেন, এবং ব্রহ্মা সূর্য্যসহ
আপানার শরণাপন্ন হইয়াছেন। যাহারা বাক্য এবং ধ্যান দ্বারাও আপনার শরণাপন্ন হয়, তাহারা
নিরাপদ্ ও নিঃশঙ্ক হইয়া জরামৃত্যুকেও জয় করে। হে প্রভো! কিন্তু যাহারা সাক্ষাতে আপনার
শরণাগত হয়, তাহাদের যে কি ফল, তাহা আর কি বলিব। হরির স্মরণ—অভয় ও সর্ব্বমঙ্গল প্রদান
করে। হে জগৎপ্রভো! সূর্য্য-শাপে হত-শ্রী আমার এই মূঢ় ভক্তের গতি কি হইবে? ৪১-৪৫

তচ্ছ্রবণে ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন, বৈকুণ্ঠের ঘটিকার্দ্ধ সময়ে দৈব একবিংশতি যুগ অতীত হইয়াছে;
তুমি শীঘ্র নৃপভবনে গমন কর। বৃষধ্বজ দুর্নিবার্য্য সুদারুণ কালক্রমে মৃত হইয়াছে; তাহার রথধ্বজ
নামে পুত্র ছিল, সেও হতশ্রী হইয়া কালক্রমে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। তাহার পুত্র ধর্ম্মধ্বজ ও
কুশধ্বজ; তাহারা পরম বৈষ্ণব; কিন্তু সূর্য্যশাপে তাহারাও হতশ্রী হইল। তাহারা রাজ্যভ্রষ্ট ও শ্রীভ্রষ্ট
হইয়া কমলার উপাসনা করিতে লাগিলে, তাহাদের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মী তাহাদের ভার্য্যাদ্বয়ের গর্ভে
অংশে অবতীর্ণ হইবেন; সেই সময়ে সেই নৃপতিদ্বয় সম্পদ্যুক্ত ও শ্রীযুক্ত হইবে। হে শম্ভো! তুমি গমন
কর, তোমার ভক্ত মৃত হইয়াছে। সূর্য্য! ব্রহ্মন্! তোমরাও গমন কর। এই কথা বলিয়া ভগবান্
লক্ষ্মীসহ সভা হইতে অভ্যন্তরে গমন করিলেন। দেবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে, স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন,
পরিপূর্ণতম মহাদেবও শীঘ্র তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন। ৪৬-৫১

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে তুলসীর উপাখ্যান জিজ্ঞাসা নামক
পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

লক্ষ্মীং তৌ চ সমারাধ্য চোগ্রেণ তপসা মুনে। বরমিষ্টঞ্চ প্রত্যেকং সম্প্রাপতুরভীপ্সিতম্ ॥ ১
মহালক্ষ্মীবরেণৈব তৌ পৃথ্বীশৌ বভূবতুঃ। পুণ্যবন্তৌ পুত্রবন্তৌ ধর্ম্মধ্বজ-কুশধ্বজৌ ॥ ২
কুশধ্বজস্য পত্নী চ দেবী মালাবতী সতী। সা সুষাব চ কালেন কমলাংশাং সুতাং সতীম্ ॥ ৩
সা চ ভূমিষ্ঠকালেন জ্ঞানযুক্তা বভূব হ। কৃত্বা বেদধ্বনিং স্পষ্টমুত্তস্থৌ সূতিকাগৃহাৎ ॥ ৪
বেদধ্বনিং সা চকার জাতমাত্রেণ কন্যকা। তস্মাত্তাঞ্চ বেদবতীং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৫
জাতমাত্রেণ সুস্নাতা জগাম তপসে বনম্। সর্ব্বৈর্নিষিদ্ধা যত্নেন নারায়ণ-পরায়ণা ॥ ৬
একমন্বন্তরঞ্চৈব পুষ্করে চ তপস্বিনী। অত্যুগ্রাঞ্চ তপস্যাঞ্চ লীলয়া হি চকার সা ॥ ৭
তথাপি পুষ্টা ন ক্লিষ্টা নবযৌবনসংযুতা। শুশ্রাব সা চ সহসা সুবাচমশরীরিণীম্ ॥ ৮
জন্মান্তরে চ তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি হরিঃ স্বয়ম্। ব্রহ্মাদিভির্দুরারাধ্যং পতিং লপ্স্যসি সুন্দরি ॥ ৯
ইতি শ্রুত্বা চ সা হৃষ্টা চকার হ পুনস্তপঃ। অতীব নির্জ্জনস্থানে পর্ব্বতে গন্ধমাদনে ॥ ১০
তত্রৈব সুচিরং তপ্ত্বা বিশ্বস্য সমুবাস সা। দদর্শ পুরতস্তত্র রাবণং দুর্নিবারণম্ ॥ ১১
দৃষ্ট্বা সাতিথিভক্ত্যা চ পাদ্যং তস্মৈ দদৌ কিল। সুস্বাদুভুতঞ্চ ফলং জলঞ্চাপি সুশীতলম্ ॥ ১২
তচ্চ ভুক্ত্বা স পাপিষ্ঠশ্চোবাস তৎসমীপতঃ। চকার প্রশ্নমিতি তাং কা ত্বং কল্যাণি বর্ত্তসে ॥ ১৩
তাং দৃষ্ট্বা স বরারোহাং পীনশ্রোণিপয়োধরাম্। শরৎপদ্মোৎসবাস্যাঞ্চ সস্মিতাং সুদতীং সতীম্ ॥ ১৪
মূর্চ্ছামবাপ কৃপণঃ কামবাণপ্রপীড়িতঃ। স করেণ সমাকৃষ্য শৃঙ্গারং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥ ১৫
সতী চুকোপ দৃষ্ট্বা তং স্তম্ভিতঞ্চ চকার হ। স জড়ো হস্তপাদৈশ্চ কিঞ্চিদ্বক্তুং ন চ ক্ষমঃ ॥ ১৬
তুষ্টাব মনসা দেবীং প্রযযৌ পদ্মলোচনাম্। সা তুষ্টা তস্য স্তবনং সুকৃতঞ্চ চকার হ ॥ ১৭
সা শশাপ মদর্থে ত্বং বিনঙ্ক্ষ্যসি সবান্ধবঃ। স্পৃষ্টাহঞ্চ ত্বয়া কামাদ্ বলঞ্চাপ্যবলোকয় ॥ ১৮
ইত্যুক্ত্বা সা চ যোগেন দেহত্যাগং চকার সা। গঙ্গায়াং তাঞ্চ সংন্যস্য স্বগৃহং রাবণো যযৌ ॥ ১৯

নারায়ণ বলিলেন, মুনে। রাজপুত্র ধর্ম্মধ্বজ ও কুশধ্বজ, উগ্র তপস্যায় লক্ষ্মীকে আরাধনা করিয়া প্রত্যেকে ঈপ্সিত বর লাভ করিলেন এবং মহালক্ষ্মীর বরপ্রভাবে তাহারা ধনবান্ পুত্রবান্ ও পৃথিবীপতি হইলেন, তৎপরে কুশধ্বজ-পত্নী মালাবতী কালক্রমে লক্ষ্মীর অংশরূপিণী এক উত্তমাকন্যা প্রসব করিলেন। সেই কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র উত্তমজ্ঞান-সম্পন্না হইয়া সূতিকাগৃহে স্পষ্ট বেদধ্বনি করত গাত্রোত্থান করিলেন। সেই নবপ্রসূত কন্যা জন্মমাত্রেই বেদধ্বনি করিয়াছেন, এজন্য মনীষিগণ তাঁহার নাম বেদবতী রাখিলেন। বালিকা জাতমাত্রেই স্নান করত তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন ; তাহার সহিত অন্যের গমনে নিষেধ করিয়া একাকিনীই নারায়ণপরায়ণা হইয়া বনগমন করিলেন। তপস্বিনী এক মন্বন্তরকাল পুষ্করতীর্থে অবলীলাক্রমে উগ্রতপস্যা করিলেন ; কিন্তু তাহাতে ক্লেশমাত্রও হইল না ; বরং নবযৌবন-সম্পন্ন হইয়া তাঁহার শরীর পুষ্ট হইল, তখন বেদবতী সহসা দৈববাণী শুনিতে পাইলেন। সে দৈববাণী এই—"হে সুন্দরি ! তুমি জন্মান্তরে হরিকে পতি পাইবে, সেই ব্রহ্মাদির দুরারাধ্য পতি লাভ করিয়া সুখে অবস্থান করিবে" এই কথা শ্রুত হইবামাত্র আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার অতি নির্জ্জন স্থানে গন্ধমাদনে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ১-১০

কুশধ্বজকন্যা বেদবতী, গন্ধমাদন পর্ব্বতে বহুকাল তপস্যা করত সেই স্থান বিশ্বাসযোগ্য মনে করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহার সম্মুখে দুর্নিবারণ রাবণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিয়া অতিথিজ্ঞানে পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা সৎকার করত সুস্বাদু ফল মূল ও সুশীতল জল প্রদান করিলেন। পাপিষ্ঠ তাহা ভোজন করিয়া তাঁহার সমীপে অবস্থান করত জিজ্ঞাসা করিল ;— কল্যাণি ! তুমি কে ? কাহার কন্যা ? পাপিষ্ঠ রাবণ, সেই মনোহারিণী পীনোন্নত-পয়োধরা শরৎকালীন পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল-বদনা সুহাসিনী ও সুদর্শনা বেদবতীকে দর্শন করত কামবাণে পীড়িত এবং মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করত বিহার করিতে উদ্যত হইল। তখন সতী বেদবতী কোপময় দৃষ্টিতে তাহাকে স্তম্ভিত করিলেন, পামর হস্ত পদ মুখ সমস্তই জড়ীভূত হওয়াতে তাঁহাকে আর কিছুই বলিতে সক্ষম হইল না ; পাপিষ্ঠ সেই সময়ে পদ্মাংশসম্ভূতা পদ্মলোচনাকে মনে মনে স্তব করিতে লাগিল। দেবী তাহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ করত এই অভিশাপ করিলেন, "তুমি আমার জন্য সবান্ধবে বিনষ্ট হইবে" এই শাপ প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি সকামভাবে আমার শরীর স্পর্শ করিয়াছ, অতএব

অহো কিমদ্ভুতং দৃষ্টং কিং কৃতং বানয়াধুনা। ইতি সঞ্চিন্ত্য সঞ্চিন্ত্য বিললাপ পুনঃ পুনঃ ॥ ২০
স চ কালান্তরে সাধ্বী বভূব জনকাত্মজা। সীতা দেবীতি বিখ্যাতা যদর্থে রাবণো হতঃ ॥ ২১
মহাতপস্বিনী সা চ তপসা পূর্ব্বজন্মতঃ। লেভে রামঞ্চ ভর্ত্তারং পরিপূর্ণতমং হরিম্ ॥ ২২
সম্প্রাপ তপসারাধ্যং দুরারাধ্যং জগৎপতিম্। সা রমা সুচিরং রেমে রামেণ সহ সুন্দরী ॥ ২৩
জাতিস্মরা ন স্মরতি তপসশ্চ ক্লমং পুরা। সুখেন তজ্জহৌ সর্ব্বং দুঃখঞ্চাপি সুখং ফলে ॥ ২৪
নানাপ্রকারবিভবং চকার সুচিরং সতী। সম্প্রাপ্য সুকুমারং তমতীব-নবযৌবনা ॥ ২৫
গুণিনং রসিকং শান্তং কান্তং দেবমনুত্তমম্। স্ত্রীণাং মনোজ্ঞং রুচিরং তথা লেভে যথেপ্সিতম্ ॥ ২৬
পিতুঃ সত্যপালনার্থং সত্যসন্ধো রঘূদ্বহঃ। জগাম কাননং পশ্চাৎ কালেন চ বলীয়সা ॥ ২৭
তস্থৌ সমুদ্রনিকটে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ। দদর্শ তত্র বহ্নিঞ্চ বিপ্ররূপধরং হরিঃ ॥ ২৮
রামঞ্চ দুঃখিতং দৃষ্ট্বা স চ দুঃখী বভূব হ। উবাচ কিঞ্চিৎ সত্যেষ্টং সত্যং সত্যপরায়ণঃ ॥২৯

দ্বিজ উবাচ—

ভগবন্ শ্রূয়তাং রাম কালোঽয়ং যদুপস্থিতঃ। সীতাহরণকালোঽয়ং তবৈব সমুপস্থিতঃ ॥ ৩০
দৈবঞ্চ দুর্নিবার্য্যঞ্চ ন চ দৈবাৎ পরো বলী। জগৎপ্রসূং ময়ি ন্যস্য ছায়াং রক্ষান্তিকেঽধুনা ॥ ৩১
দাস্যামি সীতাং তুভ্যঞ্চ পরীক্ষাসময়ে পুনঃ। দেবৈঃ প্রস্থাপিতোঽহঞ্চ ন চ বিপ্রো হুতাশনঃ ॥ ৩২
রামস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ন প্রকাশ্য চ লক্ষ্মণম্। স্বীকারং বচসশ্চক্রে হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৩৩
বহ্নির্যোগেন সীতায়া মায়াসীতাং চকার হ। তত্তুল্যগুণসর্ব্বাঙ্গাং দদৌ রামায় নারদ ॥ ৩৪
সীতাং গৃহীত্বা স যযৌ গোপ্যং বক্তুং নিষিধ্য চ। লক্ষ্মণো নৈব বুবুধে গোপ্যমন্যস্য কা কথা ॥ ৩৫
এতস্মিন্নন্তরে রামো দদর্শ কনকং মৃগম্। সীতা তং প্রেরয়ামাস তদর্থে যত্নপূর্ব্বকম্ ॥ ৩৬
সংন্যস্য লক্ষ্মণং রামো জানক্যা রক্ষণে বনে। স্বয়ং জগাম তূর্ণং তং বিব্যাধ সায়কেন চ ॥ ৩৭

আমার যোগবল দর্শন কর। এই কথা বলিয়া সতী যোগবলে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাবণ তাঁহাকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করত "অহো! কি অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম এবং আমি কি অন্যায় কাজ করিলাম," এই প্রকার নানারূপ চিন্তা করিয়া বিলাপ করিতে করিতে নিজ মন্দিরে গমন করিল। ১১-২০

সেই সাধ্বী কালান্তরে জনকাত্মজারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সীতা নামে বিখ্যাত হইলেন; যাঁহার জন্য রাবণ বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি জন্মান্তরীয় তপস্যাবলে মহাতপস্বিনী হইয়া পরিপূর্ণতম হরি রামকে পতি লাভ করিলেন। লক্ষ্মীরূপিণী সীতা—তপস্যা দ্বারা আরাধ্য জগৎপতি রামকে স্বামী পাইয়া তাঁহার সহিত চিরকাল ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তিনি জাতিস্মরা ছিলেন বলিয়া পূর্ব্বজন্মকৃত তপস্যার ক্লেশসকল তাঁহার অনুভব হয় নাই, কারণ সুখ-ভোগেই সেই সুখফলদায়ক তপোদুঃখ বিস্মৃতা হইয়াছিলেন। সেই নবযৌবন-সম্পন্ন সুকুমার রামকে স্বামী পাইয়া নানারূপ বিভব ভোগ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র অত্যন্ত গুণবান, রসিক, শান্তস্বভাব, মনোহর-বেশ-সম্পন্ন এবং স্ত্রীদিগের অতি মনোজ্ঞ। অতএব দেবীর অভিলষিত পতিলাভই হইয়াছিল। তাহার পর সত্যসন্ধ রঘুত্তম, বলবত্তর কালপ্রভাবে পিতৃসত্যপালনের নিমিত্ত বনবাসে গমন করিলেন। সমুদ্রনিকটে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবস্থান করিতেছেন, এরূপ সময়ে রঘুনাথ, বিপ্ররূপধারী হুতাশনকে দেখিতে পাইলেন। বহ্নি, রামকে দুঃখিত দেখিয়া স্বয়ং অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তখন সত্য-পরায়ণ বহ্নি, সত্যপ্রিয় রামকে সত্য বাক্য বলিতে লাগিলেন। ২১-২৯

বহ্নি, বলিলেন, ভগবন্! যাহা কালক্রমে উপস্থিত হইবে, সেই বিষয়ে কিছু বলিতেছি শ্রবণ করুন,—আপনার এই সীতাহরণের কাল উপস্থিত হইয়াছে, দৈব দুর্নিবার্য্য; দৈববলের তুল্য বল নাই; অতএব আপনি আমার জননী সীতাকে আমার নিকট অর্পণ করুন; নিজ সমীপে ছায়ারূপিণী সীতাকে রাখুন। পুনর্ব্বার অগ্নিপরীক্ষা সময়ে আপনাকে সীতা প্রদান করিব, এই জন্য দেবগণ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি ব্রাহ্মণ নহি, আমি স্বয়ং অনল; দেব প্রেরিত হইয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। রাম তাহার বাক্য শ্রবণ করত লক্ষ্মণকে কিছু না বলিয়া ব্যথিতহৃদয়ে তাহাই স্বীকার করিলেন। হে নারদ! তখন বহ্নি যোগবলে সীতাতুল্য রূপগুণশালিনী মায়া-সীতা সৃজন করিয়া রামকে প্রদান করিলেন। তৎপরে বহ্নি গোপনীয় বিষয় বলিতে নিষেধ করত সীতাকে গ্রহণ করিয়া গমন করিলেন। এই গোপনীয় বিষয় অন্যের কথা কি, লক্ষ্মণ পর্য্যন্তও বুঝিতে পারিলেন না। এই সময়ে রাম একটী স্বর্ণমৃগ দেখিতে পাইলেন, সীতা সেই মৃগের জন্য রামকে যত্নপূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ গমন করিতে বলিলেন। তখন রাম, লক্ষ্মণকে সেই গহনবনে জানকীর রক্ষার নিমিত্ত নিয়োগ করিয়া স্বয়ং সেই মৃগের

লক্ষ্মণেতি চ শব্দং স কৃত্বা চ মায়য়া মৃগঃ। প্রাণাংস্তত্যাজ সহসা পুরো দৃষ্ট্বা হরিং স্মরন্ ॥ ৩৮
মৃগদেহং পরিত্যজ্য দিব্যরূপং বিধায় চ। রত্ননির্ম্মাণযানেন বৈকুণ্ঠং স জগাম হ ॥ ৩৯
বৈকুণ্ঠলোকদ্বার্য্যাসীৎ কিঙ্করো দ্বারপালয়োঃ। পুনর্জগাম তদ্দ্বারমাদেশাদ্দ্বারপালয়োঃ। ৪০
অথ শব্দঞ্চ সা শ্রুত্বা লক্ষ্মণেতি চ বিক্লবম্। তং হি সা প্রেরয়ামাস লক্ষ্মণং রামসন্নিধৌ ॥ ৪১
গতে চ লক্ষ্মণে রামং রাবণো দুর্নিবারণঃ। সীতাং গৃহীত্বা প্রযযৌ লঙ্কামেব স্বলীলয়া ॥ ৪২
বিষসাদ চ রামশ্চ বনে দৃষ্ট্বা চ লক্ষ্মণম্। তূর্ণঞ্চ স্বাশ্রমং গত্বা সীতাং নৈব দদর্শ সঃ ॥ ৪৩
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ সুচিরং বিললাপ ভৃশং পুনঃ। পুনঃ পুনশ্চ বভ্রাম তদন্বেষণপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৪
কালেন প্রাপ্য তদ্বার্ত্তাং গোদাবরীনদীতটে। সহায়ান্ বানরান্ কৃত্বা ববন্ধ সাগরং হরিঃ ॥ ৪৫
লঙ্কাং গত্বা রঘুশ্রেষ্ঠো জঘান সায়কেন চ। কালেন প্রাপ্য তং হত্বা রাবণং বান্ধবৈঃ সহ ॥ ৪৬
তাঞ্চ বহ্নিপরীক্ষাঞ্চ কারয়ামাস সত্বরম্। হুতাশস্তত্র কালে তু বাস্তবীং জানকীং দদৌ ॥ ৪৭
উবাচ ছায়া বহ্নিঞ্চ রামঞ্চ বিনয়ান্বিতা। করিষ্যামীতি কিমহং তদুপায়ং বদস্ব মে ॥ ৪৮

শ্রীরামাগ্নী উচতুঃ—

ত্বং গচ্ছ তপসে দেবি পুষ্করঞ্চ সুপুণ্যদম্। কৃত্বা তপস্যাং তত্রৈব স্বর্গলক্ষ্মীর্ভবিষ্যসি ॥ ৪৯
সা চ তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রতপ্য পুষ্করে তপঃ। দিব্যং ত্রিলক্ষবর্ষঞ্চ স্বর্গলক্ষ্মীর্বভূব হ ॥ ৫০
সা চ কালেন তপসা যজ্ঞকুণ্ডসমুদ্ভবা। কামিনী পাণ্ডবানাঞ্চ দ্রৌপদী দ্রুপদাত্মজা ॥ ৫১
কৃতে যুগে বেদবতী কুশধ্বজসুতা শুভা। ত্রেতায়াং রামপত্নী চ সীতেতি জনকাত্মজা ॥ ৫২
তচ্ছায়া দ্রৌপদী দেবী দ্বাপরে দ্রুপদাত্মজা। ত্রিহায়ণী চ সা প্রোক্তা বিদ্যমানা যুগত্রয়ে ॥ ৫৩

নারদ উবাচ—

প্রিয়া পঞ্চ কথং তস্যা বভূবুর্ম্মুনিপুঙ্গব। ইতি মচ্চিত্তসন্দেহং ভঞ্জ সন্দেহভঞ্জন ॥ ৫৪

নারায়ণ উবাচ—

লঙ্কায়াং বাস্তবী সীতা রামং সম্প্রাপ নারদ। রূপযৌবনসম্পন্না ছায়া চ বহুচিন্তয়া ॥ ৫৫
রামাগ্ন্যোরাজ্ঞয়া তপ্তুমুপাস্তে শঙ্করং পরম্। কামাতুরা পতিব্যগ্রা প্রার্থয়ন্তি পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৬

পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত নিশিতশর-সন্ধানে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। মৃত্যুসময়ে সেই মায়ামৃগ "লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!" এই শব্দ করত অগ্রভাগে স্বয়ং হরিকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে সহসা প্রাণত্যাগ করিল। সেই মায়াবী রাক্ষস, মৃগরূপ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যদেহে রত্নময় যানে বৈকুণ্ঠে গমন করিল। ৩০-৩৯

সেই রাক্ষস বৈকুণ্ঠের দ্বারপালদ্বয়ের আদেশে পুনর্ব্বার সেই দ্বারে নিযুক্ত হইল। অনন্তর সীতা সেই মায়াবী রাক্ষসের "লক্ষ্মণ।" এইরূপ আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে রামের অনুসরণ করিতে প্রেরণ করিলেন। লক্ষ্মণ রামসমীপে গমন করিলে দুর্ব্বিনীত রাবণ, সীতাকে অপহরণ করত অবলীলাক্রমে লঙ্কাপুরে গমন করিল। রাম, লক্ষ্মণকে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং শীঘ্র আশ্রমাভিমুখে আগমন করিয়া আশ্রমে সীতা দেবীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন রাম সীতার অদর্শনে পুনঃপুন বিলাপ করত মূর্চ্ছিত হইলেন। অতঃপর চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অন্বেষণের নিমিত্ত সমস্ত বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে কালক্রমে গোদাবরী নদীতীরে উপস্থিত হইয়া জটায়ুমুখে সীতার বার্ত্তা শ্রবণ করত রামচন্দ্র বানরগণসহায়ে সাগর বন্ধন করিলেন। রঘুশ্রেষ্ঠ তাহার পর লঙ্কায় গমন করত নিশিত বাণ দ্বারা রাবণকে সবান্ধবে বিনাশ করিয়া দুঃখিনী সীতাকে প্রাপ্ত হইলেন। তাহাকে শীঘ্র অগ্নি দ্বারা পরীক্ষা করিতে উদ্‌যোগ করিলেন; তখন হুতাশন, রামকে প্রকৃত সীতা প্রদান করিলেন। তখন ছায়ারূপিণী সীতা বিনীতা হইয়া রাম এবং বহ্নিকে বলিলেন, ভগবন্! আমি এখন কি করিব? তাহার উপায় আমাকে বলুন। শ্রীরাম এবং বহ্নি উভয়েই বলিলেন, দেবি। তুমি তপস্যার নিমিত্ত পুষ্কর তীর্থে গমন কর; সেই স্থানে তপস্যা করিয়া তুমি স্বর্গলক্ষ্মী হইতে পারিবে। ৪০-৪৯

ছায়াসীতা তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দিব্য তিন লক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত পুষ্কর তীর্থে তপস্যা করিয়া স্বর্গ-লক্ষ্মীরূপিণী হইলেন। তিনিই কালক্রমে তপোবলে যজ্ঞকুণ্ডে উদ্ভূতা হইয়া পাণ্ডবরমণী দ্রুপদাত্মজা দ্রৌপদীরূপে খ্যাত হইয়াছেন। তিনি সত্যযুগে রামপত্নী জনকাত্মজা জানকীরূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন এবং তদীয় ছায়াই দ্বাপরে দ্রুপদাত্মজা দ্রৌপদী হইয়া তিন যুগেই বিদ্যমানা রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পণ্ডিতগণ ত্রিহায়ণী বলিয়া থাকেন। ৫০-৫৩

পতিং দেহি পতিং দেহি পতিং দেহি ত্রিলোচন। পতিং দেহি পতিং দেহি পঞ্চবারং চকার সা ॥ ৫৭
শিবস্তৎপ্রার্থনাং শ্রুত্বা প্রহস্য রসিকেশ্বরঃ। প্রিয়ে তব প্রিয়াঃ পঞ্চ ভবিষ্যন্তি বরং দদৌ ॥ ৫৮
তেন সা পাণ্ডবানাঞ্চ বভূব কামিনী প্রিয়া। ইতি তে কথিতং সর্ব্বং প্রস্তাবং বাস্তবং শৃণু ॥ ৫৯
অথ সম্প্রাপ্য লঙ্কায়াং সীতাং রামো মনোহরাম্। বিভীষণায় তাং লঙ্কাং দত্ত্বাযোধ্যাং যযৌ পুনঃ ॥ ৬০
একাদশসহস্রাব্দং কৃত্বা রাজ্যঞ্চ ভারতে। জগাম সর্ব্বৈর্লোকৈশ্চ সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠমেব চ ॥ ৬১
কমলাংশা বেদবতী কমলায়াং বিবেশ সা। কথিতং পুণ্যমাখ্যানং পুণ্যদং পাপনাশনম্ ॥ ৬২
সততং মূর্ত্তিমন্তশ্চ বেদাশ্চত্বার এব চ। সন্তি যস্যাশ্চ জিহ্বাগ্রে সা চ বেদবতী শ্রুতা ॥ ৬৩
ধর্ম্মধ্বজসুতাখ্যানং নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ৬৪

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে মহালক্ষ্ম্যা বেদবতীরূপেণ রাজগৃহে জন্মবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

ধর্ম্মধ্বজস্য পত্নী চ মাধবীতি চ বিশ্রুতা। নৃপেণ সার্দ্ধং সারামে রেমে চ গন্ধমাদনে ॥ ১
শয্যাং রতিকরীং কৃত্বা পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতাম্। চন্দনালিপ্তসর্ব্বাঙ্গী পুষ্পচন্দনবায়ুনা ॥ ২
স্ত্রীরত্নমতিচার্ব্বঙ্গী সর্ব্বভূষণভূষিতা। কামুকী রসিকা সৃষ্টা রসিকেন চ সংযুতা ॥ ৩
সুরতে বিরতির্নাস্তি তয়োঃ সুরতিবিজ্ঞয়োঃ। গতং দেববর্ষশতং ন জ্ঞাতঞ্চ দিবানিশম্ ॥ ৪

নারদ কহিলেন, হে সন্দেহভঞ্জন মুনিশ্রেষ্ঠ। সেই দ্রুপদাত্মজা কিরূপে পঞ্চ পতি প্রাপ্ত হইলেন, এই বিষয়ে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। নারায়ণ বলিলেন, নারদ! প্রকৃত সীতা লঙ্কাতে রামকে প্রাপ্ত হইলেন। তখন নবযৌবনসম্পন্না ছায়া চিন্তিত হইলেন। তৎপরে অগ্নি এবং রামের আজ্ঞানুসারে শঙ্করকে আরাধনা করত সেই কামাতুরা পতিব্যগ্রা ছায়া বরপ্রার্থিনী হইয়া "হে ত্রিলোচন! আমাকে পতি প্রদান কর", এইরূপে পাঁচবার পতিপ্রার্থনা করিলেন। তখন রসিকেশ্বর শিব, তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সহাস্যান্তঃকরণে এই বর প্রদান করিলেন, "হে প্রীতিপাত্রি! তুমি পঞ্চ পতি প্রাপ্ত হইবে।" সেই বরপ্রভাবে দ্রুপদাত্মজা পঞ্চপাণ্ডবের প্রিয়পত্নী হইয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাব শ্রবণ কর। ৫৪-৫৯

অনন্তর রাম মনোহরা সীতাকে প্রাপ্ত হইয়া বিভীষণকে লঙ্কা দান করত পুনর্ব্বার অযোধ্যায় গমন করিলেন, তৎপরে তিনি ভারতে একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া অবশেষে সবান্ধবে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। কমলার অংশস্বরূপা বেদবতী কমলাতেই লীনা হইলেন। নারদ! এই পুণ্যদ পাপনাশক পবিত্র আখ্যান তোমাকে বলিলাম। মূর্ত্তিমান্ বেদচতুষ্টয় তাঁহার জিহ্বাগ্রে সতত স্ফুরিত হওয়ায়, তিনি বেদবতী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কুশধ্বজতনয়ার কথা এইরূপ সংক্ষেপে বলিলাম, এক্ষণে ধর্ম্মধ্বজতনয়ার কথা বলিতেছি প্রণিধান কর। ৬০-৬৩

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে কুশধ্বজগৃহে মহালক্ষ্মীর বেদবতীরূপে জন্মবর্ণন নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়

নারায়ণ বলিলেন, ধর্ম্মধ্বজরাজের মাধবী নামে পত্নী ছিল। সেই মাধবী গন্ধমাদনপর্ব্বতে পুষ্প-চন্দনযুক্ত রতি-করী শয্যা রচনা করত তাহাতে নৃপতিসহ নিয়ত সুরত ক্রীড়ারত হইয়া কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনসিক্ত এবং পুষ্পচন্দন-বায়ু দ্বারা সদ্‌গন্ধযুক্ত ; তিনি স্ত্রীরত্নস্বরূপা ; তাঁহার অঙ্গ অতি মনোহর এবং রত্নভূষণে ভূষিত। সেই কামুকী রসিকশ্রেষ্ঠা রসিকাদিগের যোগ্য আসনে উপবিষ্টা। মাধবী ও ধর্ম্মধ্বজ ইঁহারা অত্যন্ত সুরতজ্ঞ ছিলেন। ইঁহাদের ক্রীড়া অবিরত চলিতে লাগিল। নিয়ত ক্রীড়াসক্ত হওয়াতে দৈবপরিমিত শত বৎসর অতীত হইল তথাপি তাঁহারা তাহা জানিতে পারিলেন না। ১-৪

ততো রাজা মতিং প্রাপ্য সুরতাদ্বিররাম চ। কামুকী সুন্দরী কিঞ্চিন্ন চ তৃপ্তিং জগাম সা। ৫
দধার গর্ভং সা সদ্যো দৈবাদব্দশতং সতী। শ্রীগর্ভা শ্রীযুতা সা চ সম্বভূব দিনে দিনে। ৬
শুভে ক্ষণে শুভদিনে শুভযোগে চ সংযুতে। শুভলগ্নে শুভাংশে চ শুভস্বামিগ্রহান্বিতে। ৭
কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়াস্ত সিতবারে চ পাদ্মজ। সুষাব সা চ পদ্মাংশাং পদ্মিনী তাং মনোহরাম্। ৮
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যাং শরৎপঙ্কজলোচনাম্। পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠীঞ্চ পশ্যন্তীং সস্মিতাং গৃহম্। ৯
হস্তপাদতলারক্তাং নিম্ননাভিং মনোরমাম্। তদধস্ত্রিবলীযুক্তাং নিতম্বযুগবর্ত্তুলাম্। ১০
শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গীং গ্রীষ্মে চ সুখশীতলাম্। শ্যামাং সুকেশীং রুচিরাং ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলাম্। ১১
পীতচম্পক-বর্ণাভাং সুন্দরীষ্বেব সুন্দরীম্। নরা নার্য্যশ্চ তাং দৃষ্ট্বা তুলনাং দাতুমক্ষমাঃ। ১২
তেন নাম্না চ তুলসীং তাং বদন্তি মনীষিণঃ। সা চ ভূমিষ্ঠমাত্রেণ যোগ্যা স্ত্রী প্রকৃতির্যথা। ১৩
সর্ব্বৈর্নিষিদ্ধা তপসে জগাম বদরীবনম্। তত্র দেবাব্দলক্ষঞ্চ চকার পরমং তপঃ। ১৪
মনসা নারায়ণঃ স্বামী ভবিতেতি চ নিশ্চিতা। গ্রীষ্মে পঞ্চতপাঃ শীতে তোয়বস্ত্রা চ প্রাবৃষি। ১৫
আসনস্থা বৃষ্টিধারাঃ সহন্তীতি দিবানিশম্। বিংশৎসহস্রবর্ষঞ্চ ফলতোয়াশনা চ সা। ১৬
ত্রিংশৎসহস্রবর্ষঞ্চ পত্রাহারা তপস্বিনী। চত্বারিংশৎসহস্রাব্দং বায়ুাহারা কৃশোদরী।
ততো দশসহস্রাব্দং নিরাহারা বভূব সা। ১৭
নির্লক্ষ্যাং চৈকপাদস্থাং দৃষ্ট্বা তাং কমলোদ্ভবঃ। সমাযযৌ বরং দাতুং পরং বদরিকাশ্রমম্। ১৮
চতুর্ম্মুখঞ্চ সা দৃষ্ট্বা ননাম হংসবাহনম্। তামুবাচ জগৎকর্ত্তা বিধাতা জগতামপি। ১৯

ব্রহ্মোবাচ—

বরং বৃণীষ্ব তুলসি যত্তে মনসি বাঞ্ছিতম্। হরিভক্তিং হরের্দ্দাস্যমজরামরতামপি। ২০

তুলস্যুবাচ—

শৃণু তাত প্রবক্ষ্যামি যন্মে মনসি বাঞ্ছিতম্। সর্ব্বজ্ঞস্যাপি পুরতঃ কা লজ্জা মম সাম্প্রতম্। ২১
অহন্তু তুলসী গোপী গোলোকেঽহং স্থিতা পুরা। কৃষ্ণপ্রিয়া কিঙ্করী চ তদংশা তৎসখীপ্রিয়া। ২২

তৎপরে রাজার জ্ঞানের উদয় হওয়াতে সুরত হইতে বিরত হইলেন; কিন্তু সেই কামুকীর কিছুমাত্র তৃপ্তি হইল না। তখন সেই সতী গর্ভবতী হইলেন এবং দৈব শত বৎসর কাল গর্ভ ধারণ করিলেন। শ্রীগর্ভা দেবী দিন দিন শোভাশালিনী হইতে লাগিলেন। তাহার পর ধর্ম্মধ্বজ-পত্নী, শুভক্ষণে শুভ দিনে শুভ-যোগে শুভলগ্নে শুভাংশে মনোহর স্বামিগৃহে কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে শুক্রবারে লক্ষ্মীর অংশরূপিণী মনোহরা এক পদ্মিনী কন্যা প্রসব করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় মনোহর, লোচন শরৎ-কালীন বিকচ কমলসদৃশ; তাঁহার ওষ্ঠ পক্কবিম্বোপম। তিনি সস্মিতা হইয়া সূতিকাগৃহ নিয়ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্ত ও পদতল রক্তবর্ণ এবং নাভি নিম্ন ও মনোহর; তাহার উর্দ্ধভাগে মনোহর ত্রিবলী শোভা পাইতেছে। তাঁহার নিতম্বযুগল বর্ত্তুল। তাঁহার অঙ্গ শীতকালে সুখকর উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে সুখকর শীতল। তিনি "ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলা" এবং তাঁহার জ্যোতি মণ্ডলাকারে চারিদিকে পতিত হইয়াছে। শ্বেত চম্পকবর্ণা শ্যামা সুকেশী মনোহরা সুন্দরীশ্রেষ্ঠাকে দর্শন করিয়া নরনারীগণ তাঁহারা তুলনা দিতে অক্ষম হইল বলিয়া পুরাবিদ্‌গণ তাঁহাকে তুলসী নামে অভিহিত করিলেন। তুলসী ভূমিষ্ঠা হইবামাত্র সমর্থ রমণীর ন্যায়, সকলের নিষেধ অবজ্ঞা করত বদরী-তপোবনে তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন। 'নারায়ণ আমার স্বামী হউন' মনে এই সঙ্কল্প করিয়া দৈবপরিমাণে লক্ষ বৎসর সেই বদরীবনে তপস্যা করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মে পঞ্চতপা, শীতে জলে অবস্থান এবং বর্ষাকালে আসনস্থ হইয়া নিরন্তর বৃষ্টিধারা সহ্য করত তপস্যা করিতে লাগিলেন এবং সেই তপস্বিনী বিংশতি সহস্র বৎসর ফল-তোয় ভক্ষণে, ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর গলিতপত্র ভোজনে, চত্বারিংশৎ-সহস্র বৎসর বায়ুভক্ষণে এবং দশ-সহস্র বৎসর নিরাহারে তপশ্চরণ করিলেন। ৫-১৭

তৎপরে কমলোদ্ভব, তাঁহাকে লক্ষবৎসর একপাদে অবস্থিতা দেখিয়া বর দান করিবার নিমিত্ত সেই বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তখন তপস্বিনী হংসবাহন চতুরাননকে সম্মুখে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। তৎপরে জগৎবিধাতা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"তুলসি! তুমি বর প্রার্থনা কর; হরিভক্তি, হরির দাস্য অথবা অজরামরতা ইহার যেটী তোমার অভিলষিত হয়, সেইটী প্রদান করিব।" তুলসী বলিলেন, তাত! আমার বাঞ্ছিত বিষয় আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আপনার সমক্ষে আমার বলিতে লজ্জা কি? আমি তুলসী, আমি পূর্ব্বে গোলোকে গোপিকা ছিলাম; শ্রীকৃষ্ণের কিঙ্করী হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিতাম। আমি রাধার অংশসম্ভূতা এবং প্রিয়তমা সখী

গোবিন্দরতিসম্ভুক্তামতৃপ্তাং মাঞ্চ মূর্চ্ছিতাম্। রাসেশ্বরী সমাগত্য দদর্শ রাসমণ্ডলে ॥ ২৩
গোবিন্দং ভৎ সয়ামাস মাং শশাপ রুষান্বিতা। যাহি ত্বং মানবীং যোনিমিত্যেবঞ্চ শশাপ হ ॥ ২৪
মামুবাচ স গোবিন্দো মদংশঞ্চ চতুর্ভুজম্। লভিষ্যসি তপস্তপ্ত্বা ভারতে ব্রহ্মণো বরাৎ ॥ ২৫
ইত্যেবমুক্ত্বা দেবেশোঽপ্যন্তর্দ্ধানঞ্চকার সঃ। দেব্যা ভিয়া তনুং ত্যক্ত্বা প্রাপ্তং জন্ম গুরো ভুবি ॥ ২৬
অহং নারায়ণং কান্তং শান্তং সুন্দরবিগ্রহম্। সাম্প্রতং তং পতিং লব্ধুং বরয়ে ত্বঞ্চ দেহি মে ॥ ২৭

ব্রহ্মোবাচ—

সুদামা নাম গোপশ্চ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসমুদ্ভবঃ। তদংশশ্চাতিতেজস্বী লেভে জন্ম চ ভারতে ॥ ২৮
সাম্প্রতং রাধিকাশাপাদ্দনুবংশসমুদ্ভবঃ। শঙ্খচূড়েতি বিখ্যাতস্ত্রৈলোক্যে ন চ তৎসমঃ ॥ ২৯
গোলোকে ত্বাং পুরা দৃষ্ট্বা কামোন্মথিতমানসঃ। বিলম্বিতুং ন শশাক রাধিকায়াঃ প্রভাবতঃ ॥ ৩০
স চ জাতিস্মরস্তস্মাৎ সুদামাভূচ্চ সাগরে। জাতিস্মরা ত্বমপি সা সর্ব্বং জানাসি সুন্দরি ॥ ৩১
অধুনা তস্য পত্নী ত্বং সম্ভবিষ্যসি শোভনে। পশ্চান্নারায়ণং শান্তং কান্তমেব বরিষ্যসি ॥ ৩২
শাপান্নারায়ণস্যৈব কলয়া দৈবযোগতঃ। ভবিষ্যসি বৃক্ষরূপা ত্বং পূতা বিশ্বপাবনী ॥ ৩৩
প্রধানা সর্ব্বপুষ্পেষু বিষ্ণুপ্রাণাধিকা ভবেঃ। ত্বয়া বিনা চ সর্ব্বেষাং পূজা চ বিফলা ভবেৎ ॥ ৩৪
বৃন্দাবনে বৃক্ষরূপা নাম্না বৃন্দাবনীতি চ। তৎপত্রৈর্গোপিগোপাশ্চ পূজয়িষ্যন্তি মাধবম্ ॥ ৩৫
বৃক্ষাধিদেবীরূপেণ সার্দ্ধং কৃষ্ণেন সন্ততম্। বিহরিষ্যসি গোপেন স্বচ্ছন্দং মদ্বরেণ চ ॥ ৩৬
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা সস্মিতা হৃষ্টমানসা। প্রণনাম চ ব্রহ্মাণং তঞ্চ কিঞ্চিদুবাচ সা ॥ ৩৭

তুলস্যুবাচ—

যথা মে দ্বিভুজে কৃষ্ণে বাঞ্ছা চ শ্যামসুন্দরে। সত্যং ব্রবীমি হে তাত ন তথা চ চতুর্ভুজে ॥ ৩৮
অতৃপ্তাহঞ্চ গোবিন্দে দৈবাচ্ছৃঙ্গারভঙ্গতঃ। গোবিন্দস্যৈব বচনাৎ প্রার্থয়ামি চতুর্ভুজম্ ॥ ৩৯
ত্বৎপ্রসাদেন গোবিন্দং পুনরেব সুদুর্ল্লভম্। ধ্রুবমেব লভিষ্যামি রাধাভীতিং প্রমোচয় ॥ ৪০

ব্রহ্মোবাচ—

গৃহাণ রাধিকামন্ত্রং দদামি ষোড়শাক্ষরম্। তস্যাশ্চ প্রাণতুল্যা ত্বং মদ্বরেণ ভবিষ্যসি ॥ ৪১

ছিলাম। এক সময়ে আমি রাসমণ্ডলে গোবিন্দ সহ ক্রীড়া কৌতুক ভোগ করত মূর্চ্ছিতা হইয়া পতিতা হইয়াছিলাম। সেই সময় রাসেশ্বরী রাধিকা হঠাৎ সেই স্থানে আগমন করিয়া আমাকে সেই অবস্থায় দেখিলেন। হে পিতামহ! তখন তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্ধা হইয়া গোবিন্দকে বহু ভৎ'সনা করিলেন এবং আমাকে এই শাপ দিলেন, "পাপিষ্ঠে! তুই মনুষ্যযোনিতে গমন কর।" রাধিকা এইরূপ শাপ প্রদান করিলে, গোবিন্দ আমাকে বলিলেন, গোপিকে! তুমি ভারতে তপস্যা করত ব্রহ্মার বরে আমার অংশস্বরূপ চতুর্ভুজ লাভ করিবে। এই কথা বলিয়া গোবিন্দ অন্তর্হিত হইলেন, আমিও দেবীর ভয়ে দেহত্যাগ করিয়া ভারতে জন্মগ্রহণ করিলাম। হে গুরুদেব। যাহাতে আমি সেই কমনীয়রূপ সুন্দর এবং শান্ত নারায়ণকে লাভ করিতে পারি, সেইরূপ বর আমাকে প্রদান করুন। ১৮-২৭

ব্রহ্মা বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে সমুদ্ভূত এবং তাঁহার অংশস্বরূপ ও অত্যন্ত তেজস্বী সুদামা নামে গোপ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সে সম্প্রতি রাধিকা-শাপে দৈত্যবংশ উদ্ভূত হইয়া ত্রিভুবনে শঙ্খচূড় নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সেই সুদামা পূর্ব্বে গোলোকে তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত কামপীড়িত হইয়াছিল; কিন্তু রাধিকার প্রভাবে ভীত হইয়া তোমাকে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই। সেই সুদামা এক্ষণে রসাতলে জাতিস্মর শঙ্খচূড় হইয়াছে। হে সুন্দরি! তুমিও জাতিস্মরা,—সমস্তই জান; অতএব তুমি তাহারই পত্নী হও। শোভনে! ইহার পরে নারায়ণকে পতিলাভ করিতে পারিবে। তুমি দৈবযোগে নারায়ণ-শাপ-বশত অংশরূপে বিশ্বপাবনী বৃক্ষরূপা হইবে। তুমি জগতে সকল পুষ্পের প্রধানা ও বিষ্ণুর প্রাণাধিকা হইবে এবং তোমা ভিন্ন সকল দেবতার পূজাই বিফল হইবে। বৃন্দাবনে তুমি বৃন্দাবনী নামে বৃক্ষরূপে অবস্থান করিবে। তোমার পত্রের দ্বারা গোপগোপিকাগণ মাধবকে পূজা করিবে। আমার বরে তুমি বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে নিরন্তর গোপ-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করিবে। এই কথা শ্রবণ করত তুলসী সস্মিতা হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে ব্রহ্মাকে প্রণাম করত বলিতে লাগিলেন,—হে তাত। আমি সত্য বলিতেছি, দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণে আমার যেরূপ অভিলাষ, চতুর্ভুজে সেরূপ নহে। ২৮-৩৮

গোবিন্দ সহ সহসা রতিভঙ্গ হওয়াতে আমার আশা পূর্ণ হয় নাই। সেই গোবিন্দের বাক্যানুসারেই আমি চতুর্ভুজকে প্রার্থনা করিতেছি। যদি আপনার প্রসাদে সুদুর্লভ গোবিন্দকে পুনর্ব্বার লাভ করি,

শৃঙ্গারং যুবয়োর্গোপ্যং ন জ্ঞাস্যতি চ রাধিকা। রাধাসমা ত্বং সুভগে গোবিন্দস্য ভবিষ্যসি ॥ ৪২
ইত্যেবমুক্ত্বা দত্ত্বা চ দেব্যা বৈ ষোড়শাক্ষরম্। মন্ত্রঞ্চৈব জগদ্ধাতা স্তোত্রঞ্চ কবচং পরম্ ॥ ৪৩
সর্ব্বং পূজাবিধানঞ্চ পুরশ্চর্য্যাবিধিক্রমম্। পরাং শুভাশিষঞ্চৈব পূজাঞ্চৈব চকার সা ॥ ৪৪
বভূব সিদ্ধা সা দেবী তৎপ্রসাদাদ্রমা যথা। সিদ্ধমন্ত্রেণ তুলসী বরং প্রাপ যথোদিতম্ ॥ ৪৫
বুভুজে চ মহাভোগং যদ্বিশ্বেষু চ দুর্ল্লভম্। প্রসন্নমনসা দেবী তত্যাজ তপসঃ ক্লমম্ ॥ ৪৬
সিদ্ধে ফলে নরাণাঞ্চ দুঃখঞ্চ সুখমুত্তমম্ ॥ ৪৭
ভুক্ত্বা পীত্বা চ সন্তুষ্টা শয়নঞ্চ চকার সা। তল্পে মনোরমে তত্র পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতে ॥ ৪৮

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে নবমস্কন্ধে ধর্ম্মধ্বজসুতায়াস্তুলস্যাঃ কথাবর্ণনং নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

তুলসী পরিতুষ্টা চ সুষ্বাপ হৃষ্টমানসা। নবযৌবনসম্পন্না বৃষধ্বজবরাঙ্গনা ॥ ১
চিক্ষেপ পঞ্চবাণশ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ তাং প্রতি। পুষ্পায়ুধেন সা দগ্ধা পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতা ॥ ২
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গী কম্পিতারক্তলোচনা। ক্ষণং সা শুষ্কতাং প্রাপ ক্ষণং মূর্চ্ছামবাপ হ ॥ ৩
ক্ষণমুদ্বিগ্নতাং প্রাপ ক্ষণং তন্দ্রাং সুখাবহাম্। ক্ষণঞ্চ দহনং প্রাপ ক্ষণং প্রাপ প্রসন্নতাম্ ॥ ৪
ক্ষণং সা চেতনাং প্রাপ ক্ষণং প্রাপ বিষণ্ণতাম্। উত্তিষ্ঠন্তী ক্ষণং তল্পাদ্গচ্ছন্তী নিকটে ক্ষণম্ ॥ ৫
ভ্রমন্তী ক্ষণমুদ্বেগান্নিবসন্তী ক্ষণং পুনঃ। ক্ষণমেব সমুদ্বেগাৎ সুষ্বাপ পুনরেব সা ॥ ৬
পুষ্পচন্দনতল্পঞ্চ তদ্বভূবাতিকণ্টকম্। বিষহারি সুখং দিব্যং সুন্দরঞ্চ ফলং জলম্ ॥ ৭
নিলয়ঞ্চ বিলাকারং সূক্ষ্মবস্ত্রং হুতাশনঃ। সিন্দূরপত্রকঞ্চৈব ব্রণতুল্যঞ্চ দুঃখদম্ ॥ ৮

তাহা হইলে অগ্রে আমার রাধা-ভয় নিবারণ করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, তোমাকে এই ষোড়শাক্ষর রাধিকা-মন্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। আমার বরে তুমি রাধিকার প্রাণতুল্যা হইবে এবং রাধাই স্বয়ং তোমাদের গোপনীয় ক্রীড়া বিষয়ে অনুমতি করিবেন ও তুমি গোবিন্দ-সমীপে রাধিকার ন্যায় আদরণীয়া হইবে। এই কথা বলিয়া জগৎকর্ত্তা, দেবীর ষোড়শাক্ষর মন্ত্র, স্তোত্র কবচ এবং সমস্ত পূজাবিধান ও পুরশ্চরণক্রম তাঁহাকে উপদেশ প্রদান এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন। দেবী সিদ্ধমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পূজাদি করিলেন এবং সেই মন্ত্রফলে তিনি লক্ষ্মীর ন্যায় সিদ্ধিলাভ করত অভিলষিত বর প্রাপ্ত হইলেন এবং বিশ্ব-দুর্লভ মহাভোগ্য ফল ভোগ করিতে লাগিলেন এবং তপঃক্লেশ দূরীভূত হওয়ায় অত্যন্ত প্রসন্ন-চিত্তা হইলেন। নরগণের ফলসিদ্ধির পর পূর্ব্বভুক্ত দুঃখও উত্তম সুখতুল্য হইয়া থাকে। তুলসী তৎপরে সুখে পান ও ভোজন করত সন্তুষ্টা হইয়া পুষ্প-চন্দনচর্চ্চিত মনোহর শয্যায় শয়ন করিলেন। ৩৯-৪৮

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে তুলসীর উপাখ্যান বর্ণন নামক
সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

নারায়ণ বলিলেন,—নবযৌবন-সম্পন্না ধর্ম্মধ্বজনন্দিনী তুলসী হৃষ্টচিত্তে সুরতের নিমিত্ত কৃষ্ণকে অভিলাষ করত নিয়ত সন্তুষ্টা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কামদেব তাঁহার প্রতি পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতা তুলসী পুষ্পবাণে জর্জ্জরিত হইলেন। তাঁহার অঙ্গ পুলকিত হইল, এবং নয়নদ্বয় আরক্ত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। তিনি ক্ষণে শুষ্কতা, ক্ষণে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং ক্ষণে উদ্বিগ্নতা, ক্ষণে সুখাবহ তন্দ্রা, ক্ষণে দাহ, ক্ষণে প্রসন্নতা, ক্ষণে চেতনা এবং ক্ষণে বিষণ্ণতা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। কখন তিনি দুঃসহ যাতনায় শয্যা হইতে উত্থান করিয়া কিয়দ্দূর গমন, কখনও ভ্রমণ, এবং উদ্বেগবশত ক্ষণে উপবেশন, ক্ষণে শয়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার অসুস্থ অবস্থা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তাঁহার নিকট পুষ্পশয্যা কণ্টকতুল্য হইল, সুস্বাদু ফল জল প্রভৃতি বিষবৎ হইল। তিনি বাসস্থান গভীর গহ্বরের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সূক্ষ্মবস্ত্র হুতাশনসদৃশ হইল, ললাটস্থিত সিন্দূরবিন্দু ব্রণতুল্য কষ্ট-দায়ক হইল। ১-৮

ক্ষণং দদর্শ তন্দ্রায়াং সুবেশং পুরুষং সতী। সুন্দরঞ্চ যুবানঞ্চ সস্মিতং রসিকেশ্বরম্ ॥ ৯
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং রত্নভূষণভূষিতম্। আগচ্ছন্তং মাল্যবন্তং পিবন্তং তন্মুখাম্বুজম্ ॥ ১০
কথয়ন্তং রতিকথাং ব্রুবন্তং মধুরং মুহুঃ। সম্ভুক্তবন্তং তল্পে চ সমাশ্লিষ্যন্তমীপ্সিতম্ ॥ ১১
পুনরেব তু গচ্ছন্তমাগচ্ছন্তঞ্চ সন্নিধৌ। যান্তং ক্ব যাসি প্রাণেশ তিষ্ঠেত্যেবমুবাচ সা ॥ ১২
পুনশ্চ চেতনাং প্রাপ্য বিললাপ পুনঃ পুনঃ। এবং সা যৌবনং প্রাপ্য তস্থৌ তত্রৈব নারদ ॥ ১৩
শঙ্খচূড়ো মহাযোগী জৈগীষব্যান্মনোহরম্। কৃষ্ণমন্ত্রঞ্চ সম্প্রাপ্য কৃত্বা সিদ্ধন্ত পুষ্করে ॥ ১৪
কবচঞ্চ গলে বদ্ধ্বা সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্। ব্রহ্মণশ্চ বরং প্রাপ্য যত্তে মনসি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৫
আজ্ঞয়া ব্রহ্মণঃ সোঽপি বদরীঞ্চ সমাযযৌ। আগচ্ছন্তং শঙ্খচূড়ং দদর্শ তুলসী মুনে ॥ ১৬
নবযৌবনসম্পন্নং কামদেব-সমপ্রভম্। শ্বেতচম্পকবর্ণাভং রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ১৭
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যং শরৎপঙ্কজলোচনম্। রত্নসারবিনির্ম্মাণ-বিমানস্থং মনোহরম্ ॥ ১৮
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতম্। পারিজাত-প্রসূনানাং মালাবন্তঞ্চ সুস্মিতম্।
কস্তূরীকুঙ্কুমাযুক্তং সুগন্ধিচন্দনান্বিতম্ ॥ ১৯
সা দৃষ্ট্বা সন্নিধাবেনং মুখমাচ্ছাদ্য বাসসা। সস্মিতা তং নিরীক্ষন্তী সকটাক্ষং পুনঃ পুনঃ ॥ ২০
বভূবাতিনম্রমুখী নবসঙ্গমলজ্জিতা ॥ ২১
শরদিন্দুবিনিন্দ্যেক-স্বমুখেন্দুবিরাজিতা। অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-যাবকাবলিসংযুতা ॥ ২২
মণীন্দ্রসারনির্ম্মাণ-ক্বণন্মঞ্জীররঞ্জিতা। দধতী কবরীভারং মালতীমাল্য-সংযুতম্ ॥ ২৩
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-মকরাকৃতিকুণ্ডলা। চিত্রকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থল-বিরাজিতা ॥ ২৪
রত্নেন্দ্রসারহারেণ স্তনমধ্যস্থলোজ্জ্বলা। রত্নকঙ্কণকেয়ূর-শঙ্খভূষণভূষিতা।
রত্নাঙ্গুলীয়কৈর্দিব্যৈ-রঙ্গুল্যাবলিরাজিতা ॥ ২৫
দৃষ্ট্বা তাং ললিতাং রম্যাং সুশীলাং সুন্দরীং সতীম্। উবাস তৎসমীপে তু মধুরং তামুবাচ সঃ ॥ ২৬

তিনি ক্ষণকাল তন্দ্রা অবস্থাতেই সুবেশধারী এক পুরুষাকৃতি দর্শন করিলেন। সেই পুরুষ অতি-সুন্দর, যুবা, সস্মিত ও রসিকাগ্রগণ্য। তাহার কলেবর চন্দন-চর্চ্চিত ও রত্নময় ভূষণে বিভূষিত। সেই পুরুষ গলে মালা পরিধান করত আগমন করিয়া তাঁহার সহিত মধুর রতি-কথা বলিতেছেন। সেই ঈপ্সিত পুরুষ মনোহর শয্যাতে তাঁহাকে নিয়ত আলিঙ্গন করত উপভোগ করিতেছেন। সেই পুরুষ গমন করত আবার নিকটে প্রত্যাগমন করিতেছেন। গমনকালে স্বপ্নাবস্থায় তিনি তাঁহাকে বলিলেন, কান্ত! প্রাণেশ! কোথায় যাও, ক্ষণকাল অবস্থান কর। তৎপরেই তাঁহার চৈতন্য হইলে তিনি পুনঃপুনঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন। হে নারদ! তুলসী যৌবন-অবস্থায় তপোবনে এইরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৯-১৩

এদিকে মহাযোগী শঙ্খচূড় জৈগীষব্যের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পুষ্করতীর্থে সেই মন্ত্র সিদ্ধ হইলে, গলে সর্ব্বমঙ্গল কবচ ধারণ করিয়া, ব্রহ্মার সমীপে মনোবাঞ্ছিত বর লাভ করত তাঁহার আজ্ঞাক্রমে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। মুনে। তখন তুলসী সেই শঙ্খচূড়কে আগমন করিতে দেখিলেন। তিনি নবযৌবন-সম্পন্ন, কামদেবতুল্য প্রভাশালী, শ্বেতচম্পকবর্ণের ন্যায় রূপসম্পন্ন এবং রত্নময় ভূষণে বিভূষিত। তাঁহার বদনমণ্ডল শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় এবং লোচনদ্বয় শরৎকালে বিকসিত পদ্মের ন্যায় মনোহর। তিনি শ্রেষ্ঠ রত্নবিনির্ম্মিত বিমানে আরূঢ় হইয়াছেন। তাঁহার গণ্ডস্থল রত্নকুণ্ডলে বিরাজিত। তিনি পারিজাত কুসুমের মাল্য ধারণ করিয়াছেন। এবং তাঁহার অঙ্গ,—কস্তুরী ও কুঙ্কুমদ্বারা বিলেপিত, তাঁহার কলেবর,—সুগন্ধি চন্দনযুক্ত ও মনোহর। তাঁহাকে নিকটে দর্শন করিয়া তুলসী বস্ত্র দ্বারা মুখাচ্ছাদন করিলেন এবং সস্মিতা হইয়া কটাক্ষ-নেত্রে শঙ্খচূড়ের মুখমণ্ডল নিরন্তর নিরীক্ষণ করত নবসঙ্গমে লজ্জিতা হইয়া নতমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৪-২১

তাঁহার সুশোভন মুখচন্দ্র শরদিন্দুবিনিন্দী। তিনি অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত যাবকাবলি ধারণ করিয়াছেন। সেই যুবতিশ্রেষ্ঠ মণীন্দ্রনির্ম্মিত মুখের ভূষণে বিভূষিতা হইয়াছেন এবং মালতী-মাল্যযুক্ত কবরীভার ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার গণ্ডস্থল অমূল্য রত্ন-নির্ম্মিত মকরাকৃতি বিচিত্র কুণ্ডলযুগলে বিরাজিত। রত্নশ্রেষ্ঠ-বিনির্ম্মিত হার—স্তনযুগল মধ্যে বিন্যস্ত থাকায় তাঁহার মনোহর শোভা হইয়াছে। তিনি রত্নময় কঙ্কণ, কেয়ুর এবং মনোহর শঙ্খ ধারণ করিয়াছেন। তাহার অঙ্গুলিশ্রেণী সুচারু রত্নাঙ্গুরীয়কে পরিশোভিত হইয়াছে। শঙ্খচূড় সেই সুশীলা মনোহারিণী যুবতীকে দর্শন করিয়া তাঁহার সমীপে উপবেশন করত তাঁহাকে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন। ২২-২৬

শঙ্খচূড় উবাচ—

কা ত্বং কস্য চ কন্যা চ ধন্যা মান্যা চ যোষিতাম্। কা ত্বং মানিনি কল্যাণি সর্ব্বকল্যাণদায়িনি ॥ ২৭
মৌনীভূতে কিঙ্করে মাং সম্ভাষাং কুরু সুন্দরি। ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা সকামা বামলোচনা।
সস্মিতা নম্রবদনা সকামং তমুবাচ সা ॥ ২৮

তুলস্যুবাচ—

ধর্ম্মধ্বজসুতাহঞ্চ তপস্যায়াং তপোবনে। তপস্বিন্যহং তিষ্ঠামি কস্ত্বং গচ্ছ যথাসুখম্ ॥ ২৯
কামিনীং কুলজাতাঞ্চ রহস্যেকাকিনীং সতীম্। ন পৃচ্ছতি কুলে জাত ইত্যেবং মে শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥ ৩০
লম্পটোঽসৎকুলে জাতো ধর্ম্মশাস্ত্রার্থবর্জ্জিতঃ। যেনাশ্রুতঃ শ্রুতেরর্থঃ স কামীচ্ছতি কামিনীম্ ॥ ৩১
আপাতমধুরাং মন্তামন্তকাং পুরুষস্য তাম্। বিষকুম্ভাকাররূপা-মমৃতাস্যাঞ্চ সন্ততম্ ॥ ৩২
হৃদয়ে ক্ষুরধারাভাং শশ্বন্মধুরভাষিণীম্। স্বকার্য্যপরিনিষ্পত্ত্যৈ তৎপরাং সততঞ্চ তাম্ ॥ ৩৩
কার্য্যার্থে স্বামিবশগা-মন্যথৈবাবশাং সদা। স্বান্তর্মলিনরূপাঞ্চ প্রসন্নবদনেক্ষণাম্ ॥ ৩৪
শ্রুতৌ পুরাণে যাসাঞ্চ চরিত্রমতিদূষিতম্। তাসু কো বিশ্বসেৎ প্রাজ্ঞঃ প্রজ্ঞাবাংশ্চ দুরাশয়ঃ ॥ ৩৫
তাসাং কো বা রিপুর্মিত্রং প্রার্থয়ন্তি নবং নবম্। দৃষ্ট্বা সুবেশং পুরুষমিচ্ছন্তী হৃদয়ে সদা ॥ ৩৬
বাহ্যে স্বার্থং সতীত্বঞ্চ জ্ঞাপয়ন্তী প্রযত্নতঃ। শশ্বৎকামা চ রামা চ কামাধারা মনোহরা ॥ ৩৭
বাহ্যে চ্ছলাৎ খেদয়ন্তী স্বান্তর্মৈথুনমানসা। কান্তং হসন্তী রহসি বাহ্যেঽতীব সুলজ্জিতা ॥ ৩৮
মানিনী মৈথুনাভাবে কোপনা কলহাঙ্কুরা। সুপ্রীতা ভূরিসম্ভোগাৎ স্বল্পমৈথুনদুঃখিতা ॥ ৩৯
সুমিষ্টান্নাচ্ছীতভোয়াদাকাঙ্ক্ষন্তী চ মানসে। সুন্দরং রসিকং কান্তং যুবানং গুণিনং সদা ॥ ৪০
সুতাৎ পরমতিস্নেহং কুর্ব্বন্তী রসিকোপরি। প্রাণাধিকং প্রিয়তমং সম্ভোগকুশলং প্রিয়ম্ ॥ ৪১
পশ্যন্তী রিপুতুল্যঞ্চ বৃদ্ধং বা মৈথুনাক্ষমম্। কলহং কুর্ব্বতী শশ্বত্তেন সার্দ্ধং সুকোপনা ॥ ৪২
বাচয়া ভক্ষয়ন্তী তং সর্প আখুমিবোল্বণম্। দুঃসাহসস্বরূপা চ সর্ব্বদোষাশ্রয়া সদা ॥ ৪৩

ধন্যে। তুমি কে? কাহার কন্যা? তুমি স্ত্রীগণের মাননীয়া এবং শ্রেষ্ঠা। হে সর্ব্বকল্যাণদায়িনি মানিনি। হে সুন্দরি। মৌনাবলম্বন করিয়াছ কেন? কৃপাবলোকনে এই কিঙ্করকে সম্ভাষণ কর। এই-রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বামলোচনা তুলসী সকামা হইয়া নতমস্তকে কামোন্মুখ শঙ্খচূড়কে বলিতে লাগিলেন,—"আমি ধর্ম্মধ্বজ-তনয়া, তপস্যার নিমিত্ত তপস্বিনী হইয়া এই তপোবনে অবস্থান করিতেছি; আপনি কে? যথা ইচ্ছা গমন করুন। সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তি সতী কুলকামিনীকে নির্জ্জন স্থানে একাকিনী দেখিলে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না—এইরূপ শ্রুতিতে শ্রুত হইয়াছি। যে ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রে অজ্ঞ, লম্পট, অসৎকুলসম্ভূত এবং শ্রুতির অর্থ কোন কালেই শ্রবণ করে নাই, সেই নরাধম কামীই কামিনীকে অভিলাষ করে। কারণ, স্ত্রীজাতি প্রথমত মধুর; কিন্তু পরিশেষে পুরুষের অন্তকরূপিণী হয়; তাহাদের মুখে সর্ব্বদা অমৃত-বর্ষণ হয়! কিন্তু অন্তর,—বিষপূর্ণ কুম্ভের ন্যায়। তাহারা নিরন্তর মধুরবাক্য প্রয়োগ করে; কিন্তু হৃদয় শাণিত-ক্ষুর-ধারার ন্যায়, নিরন্তর স্বকার্য্যসাধনে তৎপরা। স্ত্রীজাতি স্বকার্য্যের নিমিত্ত স্বামি-বশবর্ত্তিনী, কিন্তু তাহার অন্যথা হইলেই অবশীভূতা হইয়া থাকে। তাহাদের বদন নয়ন প্রফুল্ল; কিন্তু অন্তর সর্ব্বদা মলিন। তাহাদের চরিত্র বেদ এবং পুরাণও নিরূপণ করিতে সক্ষম হয় নাই। কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই দুষ্টমতি স্ত্রীগণকে বিশ্বাস করে? তাহাদের কেহই শত্রু কিম্বা মিত্র নহে। তাহারা নূতন নূতন পুরুষকে প্রার্থনা করে। নারী, সুবেশ পুরুষ দেখিলে হৃদয়ে তাহাকে ইচ্ছা করে; কিন্তু বাহ্য আত্মকার্য্য-সিদ্ধির জন্য সতীত্ব জানায়। স্ত্রীজাতি স্বভাবত-নিরন্তর অভিলাষিণী—কামচারিণী,—কামের আধারস্বরূপা ও মনোহারিণী হইয়া থাকে। তাহার অন্তরের কামলালসা ছলক্রমে গোপন করে। নারী প্রকাশ্যে অতিলজ্জাশীলা, কিন্তু গোপনে কান্তকে পাইলে যেন গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। রমণী কোপশীলা, কলহের অঙ্কুরস্বরূপা ও মৈথুনাভাবে সর্ব্বদা মানিনী এবং বহু সম্ভোগে প্রীতা ও অল্প সম্ভোগে অত্যন্ত দুঃখিতা হয়। স্ত্রীজাতি সুমিষ্টান্ন ও সুশীতল জল অপেক্ষাও সুন্দর সুরসিক গুণবান্ ও মনোহর যুবা পুরুষকে সর্ব্বদা মনে মনে ইচ্ছা করে। তাহারা রতিদাতা পুরুষকে স্বীয় পুত্র হইতেও অধিক স্নেহ করে এবং সম্ভোগপারদর্শী পুরুষই তাহাদের প্রাণাধিক প্রিয়তম। রমণী,—বৃদ্ধ ও মৈথুনাক্ষম ব্যক্তিকে শত্রুতুল্য দর্শন করে এবং কুপিতা হইয়া তাহাদের সহিত সর্ব্বদা কলহে প্রবৃত্ত হয়। যেরূপ সর্প, —দ্রুতগামী মূষিককে ভক্ষণ করে স্ত্রীজাতি সেইরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগে সেই বৃদ্ধ পুরুষকে উদরসাৎ করে। স্ত্রীজাতি মূর্ত্তিমান্ দুঃসাহসস্বরূপা, সকল দোষের আকর এবং অবশীভূতা, মোহময়ী। তাহাদের

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং দুঃসাধ্যা মোহরূপিণী। তপোমার্গার্গলা শশ্বন্মোক্ষদ্বারকপাটিকা ॥ ৪৪
হরের্ভক্তিব্যবহিতা সর্ব্বমায়াকরণ্ডিকা। সংসারকারাগারে চ শশ্বন্নিগড়রূপিণী ॥ ৪৫
ইন্দ্রজালস্বরূপা চ মিথ্যা চ স্বপ্নরূপিণী। বিভ্রতী বাহ্যসৌন্দর্য্যমধোঽঙ্গমতিকুৎসিতম্ ॥ ৪৬
নানাবিণ্মূত্রপূয়ানামাধারং মলসংযুতম্। দুর্গন্ধিদোষসংযুক্তং রক্তাক্তমসংস্কৃতম্ ॥ ৪৭
মায়ারূপা মায়িনাঞ্চ বিধিনা নির্ম্মিতা পুরা। বিষরূপা মুমুক্ষূণামদৃশ্যাপ্যভিবাঞ্ছিতাম্ ॥ ৪৮
ইত্যুক্ত্বা তুলসী তঞ্চ বিররাম চ নারদ। সস্মিতঃ শঙ্খচূড়শ্চ প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ৪৯

শঙ্খচূড় উবাচ—

ত্বয়া যৎ কথিতং দেবি ন চ সর্ব্বমলীককম্। কিঞ্চিৎ সত্যমলীকঞ্চ কিঞ্চিন্মত্তো নিশাময় ॥ ৫০
নির্ম্মিতং দ্বিবিধং ধাত্রা স্ত্রীরূপং সর্ব্বমোহনম্। কৃত্যা রূপং বাস্তবঞ্চ প্রশস্যঞ্চাপ্রশংসিতম্ ॥ ৫১
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রাধিকাদিকা। সৃষ্টিসূত্রস্বরূপা চ আদ্যা সৃষ্টির্বিনির্ম্মিতা ॥ ৫২
এতাসামংশরূপঞ্চ স্ত্রীরূপং বাস্তবং স্মৃতম্। তৎ প্রশস্যং যশোরূপং সর্ব্বমঙ্গলকারকম্ ॥ ৫৩
শতরূপা দেবহূতী স্বধা স্বাহা চ দক্ষিণা। ছায়াবতী রোহিণী চ বরুণানী শচী তথা ॥ ৫৪
কুবেরস্য চ পত্নী যাপ্যদিতিশ্চ দিতিস্তথা। লোপামুদ্রানসূয়া চ কোটভী তুলসী তথা ॥ ৫৫
অহল্যারুন্ধতী মেনা তারা মন্দোদরী তথা। দময়ন্তী বেদবতী গঙ্গা চ মনসা তথা ॥ ৫৬
পুষ্টিস্তুষ্টিঃ স্মৃতির্ম্মেধা কালিকা চ বসুন্ধরা। ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডী চ মূর্ত্তিশ্চ ধর্ম্মকামিনী ॥ ৫৭
স্বস্তি শ্রদ্ধা চ শান্তিশ্চ কান্তিঃ ক্ষান্তিস্তথাপরা। নিদ্রা তন্দ্রা ক্ষুৎ পিপাসা সন্ধ্যারাত্রিদিনানি চ ॥ ৫৮
সম্পত্তির্ধৃতিঃ কীর্ত্তিশ্চ ক্রিয়া শোভা প্রভা শিবা। যৎস্ত্রীরূপঞ্চ সম্ভূতমুত্তমঞ্চ যুগে যুগে ॥ ৫৯
কলাকলাংশরূপঞ্চ স্বর্ব্বেশ্যাদিকমেব চ। তদপ্রশস্যং বিশ্বেষু পুংশ্চলীরূপমেব চ ॥ ৬০
সত্ত্বপ্রধানং যদ্রূপং তদ্যুক্তঞ্চ প্রভাবতঃ। তদুত্তমঞ্চ বিশ্বেষু সাধ্বীরূপং প্রশংসিতম্ ॥ ৬১
তদ্বাস্তবঞ্চ বিজ্ঞেয়ং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। রজোরূপং তমোরূপং কলাসু বিবিধং স্মৃতম্ ॥ ৬২
মধ্যমা রজসশ্চাংশাস্তাস্ত ভোগেষু লোলুপাঃ। সুখসম্ভোগবশ্যাশ্চ স্বকার্য্যে নিরতাঃ সদা ॥ ৬৩
কপটা মোহকারিণ্যো ধর্ম্মার্থবিমুখাঃ সদা। রজোরূপস্য সাধ্বীত্বমতো নৈবোপজায়তে ॥ ৬৪

রূপ অত্যন্ত মোহজনক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তাহারা,—নিরন্তর তপোমার্গের অর্গলস্বরূপা, মুক্তিদ্বারের কপাট-সদৃশী; হরিভক্তির বিঘ্নরূপা, সর্ব্বমায়ার আধার ও সংসার-কারাগারের নিরন্তর শৃঙ্খলস্বরূপা। স্ত্রীজাতি ইন্দ্রজাল-রূপিণী ও মিথ্যা স্বপ্নস্বরূপা। তাহারা বাহ্য সৌন্দর্য্য ধারণ করে, কিন্তু তাহাদের অধোঽঙ্গ অতি-কুৎসিত, নানা-রূপ বিষ্ঠা ও মূত্রের আধার, মলযুক্ত, দুর্গন্ধ দোষে দূষিত ও অসংস্কৃত রক্তযুক্ত। রমণীকে বিধাতা মায়াশীলদিগের মায়ারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মুমুক্ষুদিগের বিষরূপা অদৃশ্যা ও অবাঞ্ছনীয়া করিয়াছেন। হে নারদ! তুলসী এই কথা বলিয়া বিরতা হইলে, শঙ্খচূড় হাস্যপূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন। ২৭-৪৯

দেবি! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সমস্ত অলীক নহে; উহার কিছু সত্য এবং কিয়দংশ অলীক, তাহার বিশেষ বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর। বিধাতা সর্ব্বমোহন স্ত্রীরূপ দুই প্রকার সৃষ্টি করিয়াছেন;—বাস্তব ও কৃত্যা; তাহার মধ্যে বাস্তব—প্রশংসনীয় ও কৃত্যা নিন্দিত। লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী, রাধিকা প্রভৃতি রমণীগণ সৃষ্টির মূল কারণ এবং আদি সৃষ্টিস্বরূপা। ইহাদিগের অংশস্বরূপ স্ত্রীসকল বাস্তব বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেই বাস্তব স্ত্রীরূপই প্রশংসনীয়, যশস্বী ও নিখিল মঙ্গলের কারণ। শতরূপা, দেবহূতি, স্বধা, স্বাহা, দক্ষিণা, ছায়াবতী, রোহিণী, বরুণানী, শচী, কুবের-পত্নী, বায়ুপত্নী, দিতি, অদিতি, লোপামুদ্রা, অনসূয়া, কোটরী, তুলসী, অহল্যা, অরুন্ধতী, মেনকা, তারা, মন্দোদরী, দময়ন্তী, বেদবতী, গঙ্গা, মনসা, পুষ্টি, তুষ্টি, স্মৃতি, মেধা, কালিকা, বসুন্ধরা, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী, ধর্ম্মপত্নী, মূর্ত্তি, স্বস্তি, শ্রদ্ধা, শান্তি, কান্তি, ক্ষান্তি, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা, সন্ধ্যা, রাত্রি, দিবা, সম্পত্তি, ধৃতি, কীর্ত্তি, ক্রিয়া, শোভা, প্রভা, শিবা প্রভৃতি স্ত্রীগণ—বাস্তব স্ত্রীরূপে বিখ্যাত। ইহাঁরা যুগে যুগে উত্তম স্ত্রীরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। ৫০-৫৯

পূর্ব্বোক্ত রমণীগণের অংশাংশরূপ স্বর্গবেশ্যা প্রভৃতি এবং সামান্যত কুলটামূর্ত্তি জগতের মধ্যে অপ্রশস্ত। যে রূপ সত্ত্বগুণপ্রধান—তাহাই জগতে স্বভাবত শুদ্ধ ও উত্তম; সেই নারীই সাধ্বী বলিয়া প্রশংসিত। তাহাকে মনীষিগণ বাস্তব স্ত্রীরূপ বলিয়া থাকেন। অংশাংশ রমণীগণের মধ্যে রজোরূপ ও তমোরূপ বিবিধ প্রকার রমণী আছে। রজোরূপ রমণীগণ মধ্যম বলিয়া গণ্য, তাহারা ভোগলোলুপা, সুখসম্ভোগে আসক্ত, স্বকার্য্যসাধনে তৎপর, কপটাচারিণী, মোহিনী এবং ধর্ম্ম কর্ম্মে সর্ব্বদা বিমুখী। এই

ইদং মধ্যমরূপঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ। তমোরূপং দুর্নিবার্য্যমধমং তদ্বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ৬৫
ন পৃচ্ছতি কুলে জাতঃ পণ্ডিতশ্চ পরস্ত্রিয়ম্। নির্জ্জনেঽনির্জ্জনে বাপি রহস্যপি পরস্ত্রিয়ম্ ॥ ৬৬
আগচ্ছামি ত্বৎসমীপমাজ্ঞয়া ব্রহ্মণোঽধুনা। গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন ত্বাং গ্রহীষ্যামি শোভনে ॥ ৬৭
অহমেব শঙ্খচূড়ো দেববিদ্রাবকারকঃ। দনুবংশো বিশেষেণ সুদামাহং হরেঃ পুরা ॥ ৬৮
অহমষ্টসু গোপেষু গোপোঽপি পার্ষদেষু চ। অধুনা দানবেন্দ্রোঽহং রাধিকায়াশ্চ শাপতঃ ॥ ৬৯
জাতিস্মরোঽহং জানামি কৃষ্ণমন্ত্রপ্রভাবতঃ। জাতিস্মরা ত্বং তুলসী সম্ভুক্তা হরিণা পুরা ॥ ৭০
ত্বমেব রাধিকাকোপাজ্জাতাসি ভারতে ভুবি। ত্বাং সম্ভোক্তুমুৎসুকোঽহং নালং রাধাভয়াত্ততঃ ॥ ৭১
ইত্যেবমুক্ত্বা স পুমান্ বিররাম মহামুনে। সস্মিতং তুলসী তুষ্টা প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ৭২

তুলস্যুবাচ—

এবংবিধো বুধো নিত্যং বিশ্বেষু চ প্রশংসিতঃ। কান্তমেবংবিধং কান্তা শশ্বদিচ্ছতি কামতঃ ॥ ৭৩
ত্বয়াহমধুনা সত্যং বিচারেণ পরাজিতা। স নিন্দিতশ্চাপ্যশুচির্যঃ পুমাংশ্চ স্ত্রিয়া জিতঃ ॥ ৭৪
নিন্দন্তি পিতরো দেবা বান্ধবাঃ স্ত্রীজিতং নরম্। স্ত্রীজিতং মনসা মাতা পিতা ভ্রাতা চ নিন্দতি ॥ ৭৫
শুদ্ধো বিপ্রো দশাহেন জাতকে মৃতকে যথা। ভূমিপো দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহতঃ ॥ ৭৬
শূদ্রো মাসেন বেদেষু মাতৃবদ্বীনসঙ্করঃ। অশুচিঃ স্ত্রীজিতঃ শুদ্ধ্যেচ্চিতাদহনকালতঃ ॥ ৭৭
ন গৃহ্নন্তীচ্ছয়া তস্য পিতরঃ পিণ্ডতর্পণম্। ন গৃহ্নন্তীব দেবাশ্চ তস্য পুষ্পজলাদিকম্ ॥ ৭৮
কিংবা জ্ঞানেন তপসা জপহোমপ্রপূজনৈঃ। কিং বিদ্যয়া চ যশসা স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্ ॥ ৭৯
বিদ্যাপ্রভাবজ্ঞানার্থং ময়া ত্বঞ্চ পরীক্ষিতঃ। কৃত্বা পরীক্ষাং কান্তস্য বৃণোতি কামিনী বরম্ ॥ ৮০
বরায় গুণহীনায় বৃদ্ধায়াজ্ঞানিনে তথা। দরিদ্রায় চ মূর্খায় রোগিণে কুৎসিতায় চ ॥ ৮১
অত্যন্তকোপযুক্তায় বাত্যন্তদুর্ম্মুখায় চ। পঙ্গবে চাঙ্গহীনায় চান্ধায় বধিরায় চ ॥ ৮২
জড়ায় চৈব মূকায় ক্লীবতুল্যায় পাপিনে। ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ সোঽপি স্বকন্যাং প্রদদাতি যঃ ॥ ৮৩

জন্য রজোরূপা রমণীগণের প্রায়ই সতীত্ব হয় না। ইহাদিগকে মনীষিগণ, মধ্যমরূপ বলিয়াছেন। দুর্নিবার্য্য তমোরূপকে তাঁহারা অধম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। নির্জ্জনেই হউক, অথবা অনির্জ্জনেই হউক, কিম্বা সুগুপ্ত স্থানেই হউক, সংকুলোদ্ভব পণ্ডিত ব্যক্তি পরস্ত্রীকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করে না; কিন্তু হে শোভাশালিনি! আমি ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারেই তোমার নিকটে আসিয়াছি, তোমাকে গন্ধর্ব্ব-বিহিত বিবাহক্রমে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। আমিই দনুবংশোদ্ভব দেব-বিজয়ী শঙ্খচূড়। আমি পূর্ব্বে গোপগোপীপরিবৃত গোলোকে পারিষদ অষ্টগোপের মধ্যে সুদাম. নামে বিখ্যাত ছিলাম। বর্ত্তমান সময়ে রাধিকাশাপে আমি দানবেন্দ্র হইয়াছি। কৃষ্ণমন্ত্রপ্রভাবে আমার অজ্ঞাত কিছুই নাই। আমি জাতিস্মর হইয়াছি; তুমিও তুলসী জাতিস্মরা; হরির সহিত সম্ভোগ করিয়া রাধিকা-শাপে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আমিও গোলোকে তোমার সহিত সম্ভোগের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম; কিন্তু রাধার ভয়ে তাহা সফল নাই। হে মুনে! এই কথা বলিয়া সেই মহাত্মা বিরত হইলে, তুলসী সস্মিতা হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বলিতে উপক্রম করিলেন। ৬০-৭২

জগতে এরূপ পণ্ডিত ব্যক্তি প্রশংসিত; কামিনীগণ স্বভাবত এইরূপ কান্তকেই সর্ব্বদা অভিলাষ করিয়া থাকে। তুমি আমাকে সত্যই বিচারে পরাজয় করিয়াছ, কিন্তু যে পুরুষ স্ত্রী-পরাজিত, সে নিন্দিত ও সর্ব্বদা অপবিত্র। স্ত্রী-পরাজিত ব্যক্তিকে পিতৃগণ, দেবগণ ও বান্ধবগণ সকলেই নিন্দা করে এবং পিতা মাতা ও ভ্রাতা ইহারাও স্ত্রী-পরাজিত ব্যক্তিকে বাক্য এবং মনের দ্বারাও নিন্দা করিয়া থাকে। বৈদিক কর্ম্মে দ্বিজগণ,—জনন-মরণাশৌচে দশাহ-অন্তেই শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয়-জাতি দ্বাদশ দিনে, বৈশ্য পঞ্চদশ দিনে এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয়। বর্ণসঙ্করের মাতৃতুল্য অশৌচাদি হইয়া থাকে। কিন্তু, স্ত্রী-পরাজিত মানব সর্ব্বদা অশুচি থাকে, যখন চিতানলে দেহ ভস্মীভূত হয়, তখন শুদ্ধ হইয়া থাকে। পিতৃকুল,—তৎপ্রদত্ত পিণ্ড ও তর্পণ-জল গ্রহণ করেন না এবং দেবগণও ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার পুষ্প-জলাদি গ্রহণ করেন না। স্ত্রীগণ যাহার মনোহরণ করিতে সক্ষম হয়, সেই ব্যক্তির জ্ঞান, তপস্যা, জপ, হোম, পূজা, বিদ্যা ও যশ এ সকলে প্রয়োজন কি? সকলই নিষ্ফলমাত্র। তোমার বিদ্যাপ্রভাব পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমি পরীক্ষা করিলাম; কারণ কুলকামিনী,—কান্তের পরীক্ষা করিয়াই তাহাকে বরণ করিবে। যে ব্যক্তি,—গুণহীন, বৃদ্ধ, অজ্ঞানী, দরিদ্র, মূর্খ, রোগী, কুৎসিত, অত্যন্ত ক্রোধী, অতিদুর্ম্মুখ, পঙ্গু, অঙ্গহীন, অন্ধ, বধির, জড়, মূক, ক্লীবতুল্য ও পাপী—এইরূপ বরকে দান করে, সে ব্রহ্মহত্যা পাপে

শাস্তায় গুণিনে চৈব যমে[১] চ বিদুষেঽপি চ। সাধবে চ সুতাং দত্ত্বা দশযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ৮৪
যঃ কন্যাপালনং কৃত্বা করোতি যদি বিক্রয়ম্। বিক্রেতা ধনলোভেন কুম্ভীপাকং স গচ্ছতি ॥ ৮৫
কন্যামূত্রং পুরীষঞ্চ তত্র ভক্ষতি পাতকী। কৃমিভির্দংশিতঃ কাকৈর্যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ ॥ ৮৬
তদন্তে ব্যাধিসংযুক্তঃ স লভেজ্জন্ম নিশ্চিতম্। বিক্রীণাতি মাংসভারং বহত্যেব দিবানিশম্ ॥ ৮৭
ইত্যেবমুক্ত্বা তুলসী বিররাম তপোনিধে ॥ ৮৮

ব্রহ্মোবাচ—

কিং করোষি শঙ্খচূড় সংবাদমনয়া সহ। গান্ধর্বেণ বিবাহেন ত্বমস্যা গ্রহণং কুরু ॥ ৮৯
ত্বং হি রত্নং পুরুষেষু স্ত্রীষু রত্নং ত্বিয়ং সতী। বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ ॥ ৯০
নির্বিরোধসুখং রাজন্ কো বা ত্যজতি দুর্লভম্। যোঽবিরোধসুখত্যাগী স পশুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯১
কিং পরীক্ষসি ত্বং কান্তমীদৃশং গুণিনং সতি। দেবানামসুরাণাঞ্চ দানবানাং বিমর্দ্দকম্ ॥ ৯২
যথা লক্ষ্মীশ্চ লক্ষ্মীশে যথা কৃষ্ণে চ রাধিকা। যথা ময়ি চ সাবিত্রী ভবানী চ ভবে যথা ॥ ৯৩
যথা ধরা বরাহে চ যথা মেনা হিমালয়ে। যথাত্রেরনসূয়া চ দময়ন্তী যথা নলে ॥ ৯৪
রোহিণী চ যথা চন্দ্রে যথা কামে রতিঃ সতী। যথাদিতিঃ কশ্যপে চ বশিষ্ঠেঽরুন্ধতী সখী ॥ ৯৫
যথাহল্যা গৌতমে চ দেবহূতিশ্চ কর্দ্দমে। যথা বৃহস্পতৌ তারা শতরূপা মনৌ যথা ॥ ৯৬
যথা চ দক্ষিণা যজ্ঞে যথা স্বাহা হুতাশনে। যথা শচী মহেন্দ্রে চ যথা পুষ্টির্গণেশ্বরে ॥ ৯৭
দেবসেনা যথা স্কন্দে ধর্ম্মে মূর্ত্তির্যথা সতী। সৌভাগ্যা সুপ্রিয়া ত্বঞ্চ শঙ্খচূড়ে তথা ভব ॥ ৯৮
অনেন সার্দ্ধং সুচিরং সুন্দরেণ চ সুন্দরি। স্থানে স্থানে বিহারঞ্চ যথেচ্ছং কুরু সন্ততম্ ॥ ৯৯
পশ্চাৎ প্রাপ্স্যসি গোলোকে শ্রীকৃষ্ণং পুনরেব চ। চতুর্ভুজঞ্চ বৈকুণ্ঠে শঙ্খচূড়ে মৃতে সতি ॥ ১০০

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে শঙ্খচূড়েন সহ তুলস্যাঃ সঙ্গতিবর্ণনং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

কলুষিত হয়, এবং যে ব্যক্তি শান্ত, গুণী, সাধু ও পণ্ডিত যুবা পুরুষকে কন্যা প্রদান করে, সেই মহাত্মা দশ অশ্বমেধের ফল লাভ করে। ৭৩-৮৪

যে ব্যক্তি কন্যা পালন করত ধনলোভে সেই কন্যা বিক্রয় করে, সেই পাপিষ্ঠ, নিয়ত কুম্ভীপাক নরক ভোগ করে, এবং সেই নরকে কন্যার বিষ্ঠামূত্র ভক্ষণ করে। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকৃত কাল পর্য্যন্ত কাক ও কৃমি প্রভৃতি তাহাকে নিয়ত দংশন করে। তাহার পর সেই পাপিষ্ঠ ব্যাধিযুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ এবং নিয়ত মাংসভার বহন করত সেই মাংসখণ্ড বিক্রয় করিয়া থাকে। এই কথা বলিয়া তুলসী বিরতা হইলে, ব্রহ্মা তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন;—শঙ্খচূড়! তুমি এই রমণীসহ কি কথোপকথন করিতেছ? গন্ধর্ব্ব-বিবাহক্রমে তুমি ইঁহার পাণিগ্রহণ কর। তুমি পুরুষদিগের মধ্যে রত্নস্বরূপ, তুলসীও স্ত্রীগণের মধ্যে রত্নস্বরূপা; বিদগ্ধ নায়কের সহিত বিদগ্ধা নায়িকার মিলন অত্যন্ত আনন্দকর হইয়া থাকে। হে রাজন্! এই নির্ব্বিবাদ দুর্লভ সুখ কে পরিত্যাগ করে? যে এই নির্ব্বিশেষ সুখ পরিত্যাগ করে, সে যে পশুতুল্য,—তাহাতে সংশয়মাত্রও নাই। সতি! তুমি দেবাসুর ও দানবদিগের বিমর্দ্দনকারী ঈদৃশ গুণবান কান্তকে কি পরীক্ষা করিতেছ? যেরূপ লক্ষ্মীপতিতে লক্ষ্মী, কৃষ্ণের সহিত রাধিকা, আমার সহিত সাবিত্রী, শঙ্করের সহিত ভবানী, যেরূপ বরাহের সহিত ধরা, হিমালয়ের সহিত মেনকা, অত্রির সহিত অনসূয়া, নলের সহিত দময়ন্তী; যেরূপ চন্দ্রের সহিত রোহিণী, কামের সহিত রতি, কশ্যপের সহিত অদিতি, বশিষ্ঠের সহিত অরুন্ধতী, যেরূপ গৌতমের সহিত অহল্যা, কর্দ্দমের সহিত দেবহূতি, বৃহস্পতির সহিত তারা, মনুর সহিত শতরূপা এবং যেরূপ যজ্ঞের সহিত দক্ষিণা, হুতাশনের সহিত স্বাহা, ইন্দ্রের সহিত শচী, গণপতির সহিত পুষ্টি, কার্ত্তিকেয়ের সহিত দেবসেনা ও ধর্ম্মের মূর্ত্তি প্রভৃতি সুখমিলনে আবদ্ধ হইয়াছেন, সেইরূপ তুমিও এই শঙ্খচূড়ের সহিত মিলিতা হইয়া ইঁহার প্রিয়া ও সৌভাগ্যশালিনী হও। সুন্দরি! তুমি এই সুন্দর পুরুষের সহিত চিরকাল স্থানে স্থানে নিরন্তর যথেচ্ছ বিহার কর। পরে শঙ্খচূড় লোকান্তর গমন করিলে পুনর্ব্বার গোলোকে গোবিন্দকে এবং বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজকে প্রাপ্ত হইবে। ৮৫-১০০

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে শঙ্খচূড়ের সঙ্গে তুলসীর সমাগম বর্ণন নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

১। মুনে।

একোনবিংশঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ—

বিচিত্রমিদমাখ্যানং ভবতা সমুদাহৃতম্‌। শ্রুতেন যেন মে তৃপ্তির্ন কদাপি হি জায়তে।
ততঃ পরন্তু যজ্জাতং তত্ত্বং বদ মহামতে ॥ ১

নারায়ণ উবাচ—

ইত্যেবমাশিষং দত্ত্বা স্বালয়ঞ্চ যযৌ বিধিঃ ॥ ২
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন জগৃহে তাঞ্চ দানবঃ। স্বর্গে দুন্দুভিবাদ্যঞ্চ পুষ্পবৃষ্টির্ব্বভূব হ ॥ ৩
স রেমে রাময়া সার্দ্ধং বাসগেহে মনোরমে। মূর্চ্ছাং সা প্রাপ তুলসী নবসঙ্গমসঙ্গতা ॥ ৪
নিমগ্না নির্জ্জনে[১] সাধ্বী সম্ভোগসুখসাগরে। চতুঃষষ্টিকলামানং চতুঃষষ্টিবিধং সুখম্‌ ॥ ৫
কামশাস্ত্রে যন্নিরুক্তং রসিকানাং যথেপ্সিতম্‌। অঙ্গপ্রত্যঙ্গসংশ্লেষ-পূর্ব্বকং স্ত্রীমনোহরম্‌ ॥ ৬
তৎ সর্ব্বং রসশৃঙ্গারং চকার রসিকেশ্বরঃ। অতীবরম্যদেশে চ সর্ব্বজন্তুবিবর্জ্জিতে ॥ ৭
পুষ্পচন্দনতল্পে চ পুষ্পচন্দনবায়ুনা। পুষ্পোদ্যানে নদীতীরে পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতে ॥ ৮
গৃহীত্বা রসিকো রাসে পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতাম্‌। ভূষিতো ভূষণেনৈব রত্নভূষণভূষিতাম্‌ ॥ ৯
সুরতে বিরতির্নাস্তি তয়োঃ সুরতিবিজ্ঞয়োঃ। জহার মানসং ভর্ত্তুর্লোলয়া লীলয়া সতী ॥ ১০
চেতনাং রসিকায়াশ্চ জহার রসভাববিৎ। বক্ষসশ্চন্দনং রাজ্ঞস্তিলকং বিজহার সা ॥ ১১
স চ জহার তস্যাশ্চ সিন্দূরবিন্দুপত্রকম্‌। স তদ্বক্ষস্যুরোজে চ নখরেখাং দদৌ মুদা ॥ ১২
সা দদৌ তদ্বামপার্শ্বে করভূষণলক্ষণম্‌। রাজা তদোষ্ঠপুটকে দদৌ রদনদংশনম্‌ ॥ ১৩
তদ্গণ্ডযুগলে সা চ প্রদদৌ তচ্চতুর্গুণম্‌। আলিঙ্গনং চুম্বনঞ্চ জঙ্ঘাদিমর্দ্দনং তথা।
এবং পরস্পরং ক্রীড়াঞ্চক্রতুস্তৌ বিজ্ঞানতৌ ॥ ১৪
সুরতে বিরতে তৌ চ সমুত্থায় পরস্পরম্‌। সুবেশঞ্চক্রতুস্তত্র যদ্‌যন্মনসি বাঞ্ছিতম্‌ ॥ ১৫
চন্দনৈঃ কুঙ্কুমারক্তৈঃ সা তস্য তিলকং দদৌ ॥ ১৬
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরে রম্যে চকার চানুলেপনম্‌। সুবাসঞ্চৈব তাম্বূলং বহ্নিশুদ্ধে চ বাসসী ॥ ১৭

নারদ কহিলেন,—হে মহামতে। আপনি বিচিত্র উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলেন, ইহা যতবারই শ্রবণ করি না কেন, কখনই আশা মিটে না; তাহার পরে যাহা হইল, তাহা বলুন। নারায়ণ বলিলেন,—এই রূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্রহ্মা নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। তৎপরে শঙ্খচূড় তুলসীকে গান্ধর্ব্ব-বিবাহক্রমে গ্রহণ করিলেন। তখন স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। শঙ্খচূড় রমণী সহ ক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হইলেন। সতী তুলসীও নবসঙ্গমবশে মূর্চ্ছিতা হইয়া সেই নির্জ্জন প্রদেশে সম্ভোগসাগরে নিমগ্না হইলেন। কামশাস্ত্রে চতুঃষষ্টি কলা বিধানে রসিকদিগের ঈপ্সিত চতুঃষষ্টিপ্রকার সুখ সম্ভোগে—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্মিলনপূর্ব্বক রসিকেশ্বর শঙ্খচূড় স্ত্রী-মনোহর সুখশৃঙ্গারে রত হইয়া ভোগ করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে জনপ্রাণিশূন্য রমণীয় প্রদেশে পুষ্প চন্দন বায়ু দ্বারা সুগন্ধি পুষ্পচন্দনরচিত শয্যাতে, কোন সময়ে নদীতীরে পুষ্পচন্দনচর্চ্চিত পুষ্পোদ্যানে শঙ্খচূড় সেই পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতা বিবিধ ভূষণে বিভূষিতা রসিকা তুলসীকে লইয়া সুখে সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। সুরতনিপুণা তুলসী ও শঙ্খচূড়ের সুরতে বিরতি রহিল না,—নিয়ত চলিতে লাগিল। তুলসী সুরত-প্রসঙ্গে প্রাণপতির মন হরণ করিলেন। রসভাববিৎ শঙ্খচূড়ও সেই রসিকার চেতনাহরণ করিলেন। পরস্পর সংশ্লেষক্রমে তুলসী পতির বাহুদ্বয়ের তিলক ও বক্ষের চন্দন গ্রহণ করিলেন। শঙ্খচূড়ও তুলসীর ললাটস্থিত সিন্দূরবিন্দু গ্রহণ করিলেন। শঙ্খচূড় প্রিয়তমার বক্ষোদেশে নখক্ষত করিলেন। তুলসীও সেই রসরাজের বামপার্শ্বে করভূষণের চিহ্ন প্রদান করিলেন। দৈত্যরাজ প্রিয়ার দন্তোষ্ঠ-পুটে দংশন করিলেন। তুলসীও তাঁহার গণ্ডযুগলে তাহার চতুর্গুণ দংশন করিলেন। তাঁহারা এইরূপে পরস্পর ক্রীড়া করিলেন। অনন্তর ক্রীড়াশেষ হইলে তাঁহারা গাত্রোত্থান করিয়া মনোবাঞ্ছিত বেশবিন্যাস করিলেন। ১-১৫

তুলসী পতির রমণীয় সর্ব্বাঙ্গে গন্ধদ্রব্য অনুলেপন করিয়া ললাটে কুঙ্কুমাক্ত চন্দনের দ্বারা তিলক রচনা করিলেন এবং সুবাসিত তাম্বূল, বহ্নির ন্যায় বিশুদ্ধ বস্ত্রযুগল, নানাদুঃখবিনাশন পারিজাতকুসুম,

---

১। নির্জ্জলে।

পারিজাতস্য কুসুমং জরারোগহরং পরম্। অমূল্যরত্ননির্ম্মাণমঙ্গুরীয়কমুত্তমম্।
সুন্দরঞ্চ মণিবরং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্। ১৮
দাসী তবাহমিত্যেবং সমুচ্চার্য্য পুনঃ পুনঃ। ননাম পরয়া ভক্ত্যা স্বামিনং গুণশালিনম্। ১৯
সস্মিতা তন্মুখাম্ভোজং লোচনাভ্যাং পুনঃ পুনঃ। নিমেষরহিতাভ্যাঞ্চাপ্যপশ্যৎ কামসুন্দরম্। ২০
স চ তাঞ্চ সমাকৃষ্য চকার বক্ষসি প্রিয়াম্। ২১
সস্মিতং বাসসাচ্ছন্নং দদর্শ মুখপঙ্কজম্। চুচুম্ব কঠিনে গণ্ডে বিম্বোষ্ঠৌ পুনরেব চ। ২২
দদৌ তস্যৈ বস্ত্রযুগ্মং বরুণাদাহৃতঞ্চ যৎ। তদাহৃতাং রত্নমালাং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভাম্। ২৩
দদৌ মঞ্জীরযুগ্মঞ্চ স্বাহায়া আহৃতঞ্চ যৎ। কেয়ূরযুগ্মং ছায়ায়া রোহিণ্যাশ্চৈব কুণ্ডলম্। ২৪
অঙ্গুরীয়করত্নানি রত্যাশ্চ করভূষণম্। শঙ্খঞ্চ রুচিরং চিত্রং যদ্দত্তং বিশ্বকর্ম্মণা। ২৫
বিচিত্রপদ্মকশ্রেণীং শয্যাঞ্চাপি সুদুর্লভাম্। ভূষণানি চ দত্ত্বা চ ভূপো হাসং চকার হ। ২৬
নির্ম্মমে কবরীভারে তস্যা মাঙ্গল্যভূষণম্। সুচিত্রং পত্রকং গণ্ডমণ্ডলেঽস্যাঃ সমং তথা। ২৭
চন্দ্রলেখাত্রিভির্যুক্তং চন্দনেন সুগন্ধিনা। পরীতং পরিতশ্চিত্রৈঃ সার্দ্ধং কুঙ্কুমবিন্দুভিঃ।
জ্বলৎপ্রদীপাকারঞ্চ সিন্দূরতিলকং দদৌ। ২৮
তৎপাদপদ্মযুগলে স্থলপদ্মবিনিন্দিতে। চিত্রালক্তকরাগঞ্চ নখরেষু দদৌ মুদা। ২৯
স্ববক্ষসি মুহুর্ন্যস্য সরাগং চরণাম্বুজম্। হে দেবি তব দাসোঽহমিত্যুচ্চার্য্য পুনঃ পুনঃ। ৩০
রত্নভূষিতহস্তেন তাঞ্চ কৃত্বা স্ববক্ষসি। তপোবনং পরিত্যজ্য রাজা স্থানান্তরং যযৌ। ৩১
মলয়ে দেবনিলয়ে শৈলে শৈলে তপোবনে। ৩২
স্থানে স্থানেঽতিরম্যে চ পুষ্পোদ্যানে চ নির্জ্জনে। কন্দরে কন্দরে সিন্ধুতীরে চৈবাতিসুন্দরে। ৩৩
পুষ্পভদ্রানদীতীরে নীরবাতমনোহরে। পুলিনে পুলিনে দিব্যে নদ্যাং নদ্যাং নদে নদে। ৩৪
মধৌ মধুকরাণাঞ্চ মধুরধ্বনিনাদিতে। বিস্পন্দনে সুরসনে নন্দনে গন্ধমাদনে। ৩৫
দেবোদ্যানে নন্দনে চ চিত্রচন্দনকাননে। চম্পকানাং কেতকীনাং মাধবীনাঞ্চ মাধবে। ৩৬
কুন্দানাং মালতীনাঞ্চ কুমুদাম্ভোজকাননে। কল্পবৃক্ষে কল্পবৃক্ষে পারিজাতবনে বনে। ৩৭
নির্জ্জনে কাঞ্চনে স্থানে ধন্যে কাঞ্চনপর্ব্বতে। কাঞ্চীবনে কিঞ্জলকে কঞ্চুকে কাঞ্চনাকরে। ৩৮

অমূল্যরত্ননির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক এবং ত্রিলোকদুর্লভ সুন্দর মণি, পতিকে প্রদান করিয়া পুনঃ পুন বলিতে লাগিলেন,—"নাথ! আমি আপনার দাসী", এই বলিয়া গুণশালী স্বামীকে পরম ভক্তির সহিত প্রণাম করত সস্মিতা হইয়া তাঁহার মুখকমল নির্নিমেষ সকটাক্ষ লোচনযুগলে যেন পান করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্খচূড় প্রিয়াকে বক্ষে ধারণ করত সহাস্যমুখে প্রিয়ার বস্ত্রাচ্ছাদিত মুখকমল দর্শন করিয়া কঠিন গণ্ডযুগলে ও বিম্বতুল্য ওষ্ঠপুটে পুনর্ব্বার চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে বরুণ হইতে আহৃত বস্ত্রযুগল, স্বাহা হইতে আহৃত মঞ্জীরযুগল ও ত্রিলোকদুর্লভ রত্নমালা, ছায়ার কেয়ূরদ্বয়, রোহিণীর কুণ্ডল, রতির রত্নময় অঙ্গুরীয়ক ও শ্রেষ্ঠ ভূষণ, বিশ্বকর্ম্ম-প্রদত্ত মনোহর শঙ্খ, বিচিত্র পদ্মকশ্রেণী, সুদুর্লভ শয্যা ও বিবিধ ভূষণ প্রভৃতি প্রদান করত তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিলেন। তৎপরে প্রিয়ার কবরীভার-নির্ম্মাণ করত তাহাতে মাল্য বিন্যাস করিলেন এবং তাঁহার গণ্ডদেশে সুগন্ধি চন্দন দ্বারা তিনটী চন্দ্রলেখাযুক্ত সুচিত্রিত পত্রাবলী রচনা করিলেন। তাহার চারিদিকে কুঙ্কুমবিন্দু বিন্যস্ত করিলেন, প্রিয়তমা তুলসীর ললাটদেশে প্রজ্বলিত প্রদীপ্ত-কলিকার ন্যায় সিন্দূরতিলক প্রদান করিলেন ও তাঁহার স্থলপদ্মবিনিন্দী পদযুগলে এবং নখরশ্রেণীতে চিত্র-অলক্তরাগ বিন্যাস করত সেই রঞ্জিত চরণযুগল স্ববক্ষে ধারণ করিলেন এবং "দেবি! আমি তোমার দাস"—রাজা পুনঃপুনঃ এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করত রত্ননির্ম্মিত যানে সেই তপোবন পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। ১৬-৩১

কোন সময়ে মলয়-পর্ব্বতে, দেবনিলয়ে, শৈলে শৈলে, বনে বনে, কোন সময়ে অতি রম্য স্থানে, নির্জ্জন পুষ্পোদ্যানে, প্রতি-কন্দরে, সিন্ধুতীরে ও মনোহর বনে, কোন সময়ে জল-বায়ুমনোহর পুষ্প-ভদ্রা নদীতীরে, প্রতিপুলিনে, প্রতিনদীতে ও নদে নদে; মধুমাসে মধুকরগণের মধুর ঝঙ্কারে মনোহর নিষ্পন্দনবনে, সুরসনবনে, নন্দনবনে, গন্ধমাদন পর্ব্বতে, কোন সময়ে দেবোদ্যানে, দেববন-বিচিত্র নন্দনকাননে, কোন সময়ে চম্পকবনে, কেতকীবনে ও মাধবীবনে এবং কুন্দ-মালতী-কুমুদপদ্ম প্রভৃতি দ্বারা মনোহর কাননে, কোন সময়ে প্রতি-কল্প-বৃক্ষবনে ও প্রতি-পারিজাত বনে, কোন সময়ে নির্জ্জন কাঞ্চনময়-প্রদেশে কাঞ্চন-পর্ব্বতে, কাঞ্চীবনে এবং কিঞ্জল্ক ও কাঞ্চনাকর কঞ্চুক নামক প্রদেশে এবং

পুষ্পচন্দনতল্পেষু পুংস্কোকিলরুতশ্রুতে। পুষ্পচন্দনসংযুক্তং পুষ্পচন্দনবায়ুনা ॥ ৩৯
কামুক্যা কামুকঃ কামাৎ স রেমে রাময়া সহ। ন হি তৃপ্তো দানবেন্দ্রস্তৃপ্তিং নৈব জগাম সা।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ববৃধে মদনস্তয়োঃ ॥ ৪০
তয়া সহ সমাগত্য স্বাশ্রমং দানবস্ততঃ। রম্যং ক্রীড়ালয়ং গত্বা বিজহার পুনঃ পুনঃ ॥ ৪১
এবং স বভুজে রাজ্যং শঙ্খচূড়ঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪২
একমন্বন্তরং পূর্ণং রাজরাজেশ্বরো মহান্। দেবানামসুরাণাঞ্চ দানবানাঞ্চ সন্ততম্ ॥ ৪৩
গন্ধর্ব্বাণাং কিন্নরাণাং রাক্ষসানাঞ্চ শান্তিদঃ। হৃতাধিকারা দেবাশ্চ চরন্তি ভিক্ষুকা যথা ॥ ৪৪
তে সর্ব্বেঽতিবিষন্নাশ্চ প্রজগ্মুর্ব্রহ্মণঃ সভাম্। বৃত্তান্তং কথয়ামাসূ রুরুদুশ্চ ভৃশং মুহুঃ ॥ ৪৫
তদা ব্রহ্মা সুরৈঃ সার্দ্ধং জগাম শঙ্করালয়ম্। সর্ব্বেশং কথয়ামাস বিধাতা চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৪৬
ব্রহ্মা শিবশ্চ তৈঃ সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠে[১] চ জগাম হ। দুর্ল্লভং পরমং ধাম জরামৃত্যুহরং পরম্ ॥ ৪৭
সম্প্রাপ চ বরং দ্বারমাশ্রমাণাং হরেরহো। দদর্শ দ্বারপালাংশ্চ রত্নসিংহাসনস্থিতান্ ॥ ৪৮
শোভিতান্ পীতবস্ত্রৈশ্চ রত্নভূষণভূষিতান্। বনমালান্বিতান্ সর্ব্বান্ শ্যামসুন্দরবিগ্রহান্ ॥ ৪৯
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধরাংশ্চৈব চতুর্ভুজান্। সস্মিতান্ স্মেরবক্ত্রাস্যান্ পদ্মনেত্রান্ মনোহরান্ ॥ ৫০
ব্রহ্মা তান্ কথয়ামাস বৃত্তান্তং গমনার্থকম্। তেঽনুজ্ঞাঞ্চ দদুস্তস্মৈ প্রবিবেশ তদাজ্ঞয়া ॥ ৫১
এবং ষোড়শদ্বারাণি নিরীক্ষ্য কমলোদ্ভবঃ। দেবৈঃ সার্দ্ধং তানতীত্য প্রবিবেশ হরেঃ সভাম্ ॥ ৫২
দেবর্ষিভিঃ পরিবৃতাং পার্ষদৈশ্চ চতুর্ভুজৈঃ। নারায়ণস্বরূপৈশ্চ সর্ব্বৈঃ কৌস্তুভভূষিতৈঃ ॥ ৫৩
নবেন্দুমণ্ডলাকারাং চতুরস্রাং মনোহরাম্। মণীন্দ্রহারনির্ম্মাণাং হীরাসারসুশোভিতাম্ ॥ ৫৪
অমূল্যরত্নখচিতাং রচিতাং স্বেচ্ছয়া হরেঃ। মাণিক্যমালা-জালাভাং মুক্তাপঙ্ক্তি-বিভূষিতাম্ ॥ ৫৫
মণ্ডিতাং মণ্ডলাকারৈ রত্নদর্পণকোটিভিঃ। বিচিত্রৈশ্চিত্ররেখাভি-র্নানাচিত্রবিচিত্রিতাম্ ॥ ৫৬

কোকিলের কুহূধ্বনিপূর্ণ মধুর রম্য প্রদেশে পুষ্পচন্দনরচিত শয্যায়, কামুক শঙ্খচূড় পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া কামপরায়ণা তুলসীর সহিত ক্রীড়া করিয়াও তুলসী ও শঙ্খচূড়—উভয়েই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের পরস্পরের কামপ্রবৃত্তি-ঘৃত-সংযুক্ত বহ্নির ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ৩২-৪০

তৎপরে মহাপ্রতাপশালী দানব শঙ্খচূড়, ভার্য্যাসহ স্বীয় আশ্রমে আগমন করত রম্য ক্রীড়াভবন নির্ম্মাণ করিলেন। তাহাতে নিয়ত রমণীসহ বিহারে রত থাকিয়া রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। রাজরাজেশ্বর মহাবলশালী শঙ্খচূড়, এক মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত এইরূপ দেব, দানব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, রাক্ষস প্রভৃতির শাসনকর্ত্তা হইয়া শাসনপ্রণালী বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাহাতে দেবগণ স্বীয় অধিকারচ্যুত হইয়া ভিক্ষুকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। শঙ্খচূড় তাঁহাদের পূজা হোম বিষয় আশ্রয় অধিকার অস্ত্র ভূষণাদি সমস্তই বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন। তাহার পর দেবগণ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিরুদ্যম হইয়া বিষন্ন-চিত্তে ব্রহ্মার সমীপে গমন করত রোদনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ৪১-৪৫

ব্রহ্মা সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া দেবগণ-সহ শিবভবনে গমন করিলেন। তৎপরে সমস্ত বিষয় চন্দ্রশেখরকে বলিলে তিনি ও ব্রহ্মা উভয়েই দেবগণসহ সুদুর্ল্লভ জরামৃত্যু-শূন্য পরমধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া হরির আশ্রমের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে দ্বারপালগণ রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে, দেখিতে পাইলেন। তাহারা পীতবসনে শোভিত ও রত্নভূষণে বিভূষিত। তাহাদের গলে বনমালা শোভা পাইতেছে; শরীর শ্যামবর্ণ ও অতিসুন্দর। তাহারা শঙ্খ, চক্র, গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ, তাহারা সস্মিত পদ্মসদৃশ-বদনমণ্ডলে পরিশোভিত ও পদ্মের ন্যায় মনোহর নেত্রদ্বয়যুক্ত। ব্রহ্মা তাহাদিগকে গমনের প্রয়োজন জানাইলেন। তৎপরে তাহাদের অনুমতিক্রমে পুরে প্রবেশ করিলেন। কমলোদ্ভব,—এইরূপে সেই পুরে ষোড়শ দ্বার নিরীক্ষণ করিলেন; সেই দ্বারসকল অতিক্রম করিয়া দেবগণসহ হরির সভায় প্রবেশ করিলেন। ৪৬-৫২

ব্রহ্মা দেখিলেন, সভা,—চতুর্ভুজ পারিষদগণে ও দেবর্ষিসমূহে পরিবৃত; সেই পারিষদগণে সকলেই চতুর্ভুজ,নারায়ণের তুল্য ও কৌস্তুভ মণিতে বিভূষিত। সেই হরির সভা চতুরস্র পূর্ণচন্দ্র-মণ্ডল সদৃশ সুস্নিগ্ধ, সারভূত মণিদ্বারা নির্ম্মিত, উৎকৃষ্ট হীরকশ্রেণী-খচিত, অমূল্যরত্নরাজি-বিরাজিত। হরির ইচ্ছানুসারে সেই সভা রচিত হইয়াছে; সভামণ্ডলের কোন স্থান মাণিক্য-মালা শ্রেণী-যুক্ত, কোন স্থল মুক্তা-পংক্তি বিরাজিত, কোন স্থানে মণ্ডলাকার কোটি রত্ন-দর্পণ শোভা পাইতেছে। কোনও স্থানে বিবিধ মনোহর চিত্র চিত্রিত রহিয়াছে, মণিময় পদ্মে সুশোভিত

১। বৈকুণ্ঠং।

পদ্মরাগেন্দ্ররচিতাং রুচিরাং মণিপঙ্কজৈঃ। সোপানশতকৈর্যুক্তাং স্যমন্তক-বিনির্ম্মিতৈঃ ॥ ৫৭
পট্টসূত্রগ্রন্থিযুক্তৈ-শ্চারুচন্দনপল্লবৈঃ। ইন্দ্রনীলস্তম্ভবর্য্যৈ-র্বেষ্টিতাং সুমনোহরাম্ ॥ ৫৮
সদ্রত্নপূর্ণকুম্ভানাং সমূহৈশ্চ সমন্বিতান্। পারিজাতপ্রসূনানাং মালাজালৈ-র্ব্বিরাজিতাম্ ॥ ৫৯
কস্তূরীকুঙ্কুমারক্তৈঃ সুগন্ধিচন্দনদ্রুমৈঃ। সুসংস্কৃতাঞ্চ সর্ব্বত্র বাসিতাং গন্ধবায়ুনা ॥ ৬০
বিদ্যাধরী-সমূহানাং নৃত্যজালৈ-র্ব্বিরাজিতাম্। সহস্রযোজনায়ামাং পরিপূর্ণাঞ্চ কিঙ্করৈঃ ॥ ৬১
দদর্শ শ্রীহরিং ব্রহ্মা শঙ্করশ্চ সুরৈঃ সহ। বসন্তং তন্মধ্যদেশে যথেন্দুং তারকাবৃতম্ ॥ ৬২
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-চিত্রসিংহাসনে স্থিতম্। কিরীটিনং কুণ্ডলিনং বনমালা-বিভূষিতম্ ॥ ৬৩
চন্দনোক্ষিত-সর্ব্বাঙ্গং বিভ্রতং কেলিপঙ্কজম্। পুরতো নৃত্যগীতঞ্চ পশ্যন্তং সস্মিতং মুদা ॥ ৬৪
শান্তং সরস্বতীকান্তং লক্ষ্মীধৃত-পদাম্বুজম্। লক্ষ্ম্যা প্রদত্ততাম্বূলং ভুক্তবন্তং সুবাসিতম্ ॥ ৬৫
গঙ্গয়া পরয়া ভক্ত্যা সেবিতং শ্বেতচামরৈঃ। সর্ব্বৈশ্চ স্তূয়মানঞ্চ ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরৈঃ ॥ ৬৬
এবং বিশিষ্টং তং দৃষ্ট্বা পরিপূর্ণতমং প্রভুম্। ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে প্রণম্য তুষ্টুবুস্তদা ॥ ৬৭
পুলকাঞ্চিত-সর্ব্বাঙ্গাঃ সাশ্রুনেত্রাঃ সগদ্গদাঃ[১]। ভক্তাশ্চ পরয়া ভক্ত্যা ভীতানম্রাত্ম-কন্ধরাঃ ॥ ৬৮
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বিধাতা জগতামপি। বৃত্তান্তং কথয়ামাস বিনয়েন হরেঃ পুরঃ ॥ ৬৯
হরিস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বভাববিৎ। প্রহস্যোবাচ ব্রহ্মাণং রহস্যঞ্চ মনোহরম্ ॥ ৭০

শ্রীভগবানুবাচ—

শঙ্খচূড়স্য বৃত্তান্তং সর্ব্বং জানামি পদ্মজ। মদ্ভক্তস্য চ গোপস্য মহাতেজস্বিনঃ পুরা ॥ ৭১
শৃণু তং সর্ব্ববৃত্তান্ত-মিতিহাসং পুরাতনম্। গোলোকস্যৈব চরিতং পাপঘ্নং পুণ্যকারণম্ ॥ ৭২
সুদামা নাম গোপশ্চ পার্ষদপ্রবরো মম। স প্রাপ দানবীং যোনিং রাধাশাপাৎ সুদারুণাৎ ॥ ৭৩
তত্রৈকদাহমগমং স্বালয়াদ্রাস-মণ্ডলম্। বিরজামপি নীত্বা চ মম প্রাণাধিকা পরা ॥ ৭৪

সভার শতসংখ্যক সোপানশ্রেণী স্যমন্তক-মণি-নির্ম্মিত তাহাতে পদ্মরাগমণিনির্ম্মিত কৃত্রিম পদ্মপংক্তি দ্বারা সোপানের মনোহর শোভা সম্ভূত হইয়াছে ; সভাগৃহের স্তম্ভসকল ইন্দ্র-নীলমণিনির্ম্মিত ও পদ্মসূত্রের গ্রন্থিযুক্ত মনোহর চন্দনপল্লবে পরিশোভিত। সেই স্তম্ভসকল সভার চারিদিকে সন্নিবেশিত হইয়া সভার অত্যন্ত শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। সভার কোন স্থানে জলপূর্ণ বহু রত্ন-কুম্ভ নিবদ্ধ রহিয়াছে, কোনও প্রদেশ পারিজাতকুসুমের মালা-শ্রেণীতে শোভা পাইতেছে ; সভার অভ্যন্তর—কস্তূরী-কুঙ্কুম-যুক্ত-সুগন্ধি চন্দন প্রভৃতি গন্ধ-দ্রব্য দ্বারা সুসংস্কৃত হইয়াছে। তাহাতে সুগন্ধি সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া, সেই প্রদেশকে মনোহর গন্ধে আমোদিত করিতেছে। বিদ্যাধরীগণের মনোহর বিবিধ নৃত্যে সভা মধুর শোভাসম্পন্ন হইয়াছে। সভার আয়তন সহস্র যোজন—সমস্তই কিঙ্করগণে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মা দেবগণ সহ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ;—শ্রীহরি তারকাপরিবৃত শশধরের ন্যায় সেই সভার মধ্যস্থলে অমূল্য রত্ননির্ম্মিত বিচিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ৫৩-৬২

তিনি কিরীট-কুণ্ডল ও বনমালায় বিভূষিত, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধি চন্দনসিক্ত, তিনি ক্রীড়াপদ্ম ধারণ করিয়াছেন। তিনি সহর্ষে সস্মিতবদনে পুরস্থিত গায়কাদির নৃত্য গীত প্রভৃতি দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন ; তাঁহার আকৃতি অতি-প্রশান্ত। সেই সরস্বতীকান্তের চরণযুগল লক্ষ্মী সাদরে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ভগবান্ অতি-আনন্দের সহিত লক্ষ্মীপ্রদত্ত সুবাসিত তাম্বূল নিরন্তর ভক্ষণ করিতেছেন। গঙ্গাদেবী,—পরম ভক্তি সহকারে শ্বেতচামর দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতেছেন এবং ভক্তবৃন্দ ভক্তিবিনতমস্তকে নিরন্তর তাঁহার স্তবপাঠে নিরত আছেন। এইরূপ পরিপূর্ণতম পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণের কলেবর পুলকাঞ্চিত ও নেত্র হইতে প্রেমাশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল। তখন তাহারা পরম ভক্তিপূর্ব্বক অবনতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন। অনন্তর জগতের বিধানকর্ত্তা ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলি হইয়া সবিনয়ে সমুদয় বৃত্তান্ত হরির নিকটে নিবেদন করিলেন। পরে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বভাববিৎ হরি, ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে মনোহর রহস্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ বলিলেন, হে পদ্মজ। শঙ্খচূড়ের বৃত্তান্ত আমি সমুদয় অবগত আছি, সে আমার পরম ভক্ত এবং পূর্ব্বজন্মে সে মহাতেজস্বী গোপ ছিল। হে দেবগণ। তোমরা সকলে সেই পুরাতন গোলোকের ইতিহাস শ্রবণ কর ; ইহা পাপনাশক ও পুণ্যপ্রদ। ৬৩-৭২

সেই শঙ্খচূড় পূর্ব্বে আমার পার্ষদ-শ্রেষ্ঠ সুদামা নামে গোপ ছিল, রাধিকার দারুণশাপে দানবী-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। একদা আমি গোলোকধামে প্রাণাধিকা মানিনী রাধিকাকে পরিত্যাগ করিয়া

১। সাশ্রুনেত্রাশ্চ গদ্গদাঃ।

সা মাং বিরজয়া সার্দ্ধং বিজ্ঞায় কিঙ্করীমুখাৎ। পশ্চাৎ ক্রুদ্ধা সা জগাম ন দদর্শ চ তত্র মাম্ ॥ ৭৫
বিরজাঞ্চ নদীরূপাং মাং জ্ঞাত্বা চ তিরোহিতম্। পুনর্জগাম সাদৃষ্ট্বা স্বালয়ং সখিভিঃ সহ ॥ ৭৬
মাং দৃষ্ট্বা মন্দিরে দেবী সুদাম্না সহিতং পুরা। ভৃশং সা ভর্ৎসয়ামাস মৌনীভূতঞ্চ সুস্থিরম্ ॥ ৭৭
তচ্ছ্রুত্বাসহমানশ্চ সুদামা তাং চুকোপ হ। স চ তাং ভর্ৎসয়ামাস কোপেন মম সন্নিধৌ ॥ ৭৮
তচ্ছ্রুত্বা কোপযুক্তা সা রক্তপঙ্কজলোচনা। বহিষ্কর্ত্তুং চকারাজ্ঞাং সন্ত্রস্তং মম সংসদি ॥ ৭৯
সখীলক্ষং সমুত্তস্থৌ দুর্ব্বারং তেজসোল্বণম্। বহিশ্চকার তং তূর্ণং জল্পন্তঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৮০
সা চ তত্তাড়নং তাসাং শ্রুত্বা রুষ্টা শশাপ হ। যাহি রে দানবীং যোনিমিত্যেবং দারুণং বচঃ ॥ ৮১
তং গচ্ছন্তং শপন্তঞ্চ রুদন্তং মাং প্রণম্য চ। বারয়ামাস তুষ্টা সা রুদতী কৃপয়া পুনঃ ॥ ৮২
হে বৎস তিষ্ঠ মা গচ্ছ ক যাসীতি পুনঃ পুনঃ। সমুচ্চার্য্য চ তৎপশ্চাজ্জগাম সা চ বিক্লবম্ ॥ ৮৩
গোপাশ্চ রুরুদুঃ সর্ব্বা গোপাশ্চাপি সুদুঃখিতাঃ। তে সর্ব্বে রাধিকা চাপি তৎপশ্চাদ্‌বোধিতা ময়া ॥ ৮৪
আয়াস্যতি ক্ষণার্দ্ধেন চৈকং মন্বন্তরং ভবেৎ। সুদামংস্ত্বমিহাগচ্ছেত্যুক্ত্বা সা চ নিবারিতা ॥ ৮৫
গোলোকস্য ক্ষণার্দ্ধেন চৈকং মন্বন্তরং ভবেৎ। পৃথিব্যা জগতাং ধাতরিত্যেব বচনং ধ্রুবম্ ॥ ৮৬
ইত্যেবং শঙ্খচূড়শ্চ পুনস্তত্রৈব যাস্যতি। মহাবলিষ্ঠো যোগেশঃ সর্ব্বমায়াবিশারদঃ ॥ ৮৭
মম শূলং গৃহীত্বা চ শীঘ্রং গচ্ছত ভারতম্। শিবঃ করোতু সংহারং মম শূলেন রক্ষসঃ ॥ ৮৮
মমৈব কবচং কণ্ঠে সর্ব্বমঙ্গলকারকম্। বিভর্ত্তি দানবঃ শশ্বৎ সংসারে বিজয়ী ততঃ ॥ ৮৯
তস্মিন্ ব্রহ্মন্ স্থিতে চৈব ন কোঽপি হিংসিতুং ক্ষমঃ। তদ্‌যাচনাং করিষ্যামি বিপ্ররূপোঽহমেব চ ॥ ৯০
সতীত্বহানিস্তৎপত্ন্যা যত্র কালে ভবিষ্যতি। তত্রৈব কালে তন্মৃত্যুরিতি দত্তো বরস্ত্বয়া ॥ ৯১
তৎপত্ন্যাশ্চোদরে বীর্য্যমর্পয়িষ্যামি নিশ্চিতম্। তৎক্ষণে চৈব তন্মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৯২
পশ্চাৎ সা দেহমুৎসৃজ্য ভবিষ্যতি মম প্রিয়া। ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথো দদৌ শূলং হরায় চ ॥ ৯৩

নিজ গৃহ হইতে রাসমণ্ডলে গমন করিয়াছিলাম। অনন্তর রাধিকা, দাসীমুখে আমাকে বিরজার সহিত ক্রীড়া করিতে শুনিয়া ক্রোধভরে সেইস্থানে গমনপূর্ব্বক আমাকে দেখিতে পাইলেন না; এবং তৎক্ষণাৎ বিরজাকে নদীরূপা ও আমাকে তিরোহিত জানিয়া সক্রোধে সখীগণের সহিত পুনর্ব্বার গৃহে গমন করিলেন। পরে দেবী রাধিকা, সেই স্থানে মৌনীভূত ও সুস্থির আমাকে সুদামার সহিত অবস্থিত দেখিয়া যথোচিত ভর্ৎসনা করেন। সুদামা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলে, তিনি ক্রুদ্ধা হইয়া আমার সমক্ষেই সুদামাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন এবং সুদামাও সেইরূপ করিলে, রাধিকা তাঁহার উপর অতিশয় ক্রোধ করায় তাঁহার লোচনদ্বয় তখন রক্ত পঙ্কজের ন্যায় শোভা ধারণ করিল ও অতিশয় ব্যস্ত হইয়া আমার সভা হইতে সুদামাকে বহিষ্কৃত করিতে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞা করিবামাত্র দুর্ব্বার তেজস্বিনী লক্ষসখী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বারংবার কটুভাষী সুদামাকে অতিশীঘ্র বহিষ্কৃত করিয়া দিল। সেই সময়ে সুদামা সখীগণকেও তাড়না করিল। তাহা শুনিয়া রাধা ক্রুদ্ধ হইয়া "তুই দানবযোনি প্রাপ্ত হইবি" বলিয়া দারুণ অভিসম্পাত করিলেন। সুদামা এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া সরোদনে আমাকে প্রণামপূর্ব্বক গমনোদ্যত হইলে, রাধা পুনরায় প্রীত হইয়া কৃপাবশত রোদন করিতে করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন—কহিলেন,—"বৎস! কোথায় যাইবে, যাইও না, এই স্থানেই থাক," পুনঃপুনঃ এইরূপ কহিয়া শোকবিহ্বলচিত্তে তাঁহার পশ্চাৎ গমনে উদ্যতা হইলেন। ৭৩-৮৩

তখন তত্রত্য সমুদয় গোপ গোপীগণ অতি দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে আমি—রাধিকা ও তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে রাধিকা সুদামাকে কহিলেন, সুদামন্। তুমি ক্ষণার্দ্ধ-মধ্যে আমার শাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় এই স্থানে আগমন করিবে। কিন্তু হে বিধাতঃ! ইহা নিশ্চয় আছে যে, গোলোকের ক্ষণার্দ্ধকাল পৃথিবীর এক মন্বন্তর হইয়া থাকে। এজন্য সেই সর্ব্বমায়াবিশারদ মহাবলিষ্ঠ যোগীশ্বর শঙ্খচূড় পুনর্বার গোলোক ধামেই গমন করিবে। এক্ষণে হে সুরগণ! তোমরা আমার শূল গ্রহণ করিয়া শীঘ্র গমন কর, মহাদেব এই শূলে সেই দানবকে সংহার করিবেন। সেই দানব নিজকণ্ঠে আমারই সর্ব্বমঙ্গল-কবচ ধারণ করিয়া সংসার-বিজয়ী হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্। সেই কবচ তাহার কণ্ঠে থাকিতে, কেহই তাহাকে হিংসা করিতে পারিবে না; এজন্য আমিও ব্রাহ্মণস্বরূপ ধারণ করিয়া তাহা প্রার্থনা করিয়া লইব; এবং তুমিও তাহাকে বরদান করিয়াছ যে, যখন তাঁহার পত্নীর সতীত্ব বিনষ্ট হইবে, তখনই তাহাকে মৃত্যু অধিকার করিতে পারিবেন। এজন্য নিশ্চয় আমি তাহার পত্নীর সতীত্বহানি করিব এবং অবশ্যই তখন তাহার মৃত্যু হইবে। পরে তাহার পত্নী দেহত্যাগপূর্ব্বক

শূলং দত্ত্বা যযৌ শীঘ্রং হরিরভ্যন্তরে মুদা। ভারতঞ্চ যযুর্দ্দেবা ব্রহ্মরুদ্রপুরোগমাঃ ॥ ৯৪

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম-স্কন্ধে তুলসী-শঙ্খচূড়য়ো-বিবাহানন্তরং দেবানাং বৈকুণ্ঠগমনং নাম একোন-বিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

ব্রহ্মা শিবং সন্নিযোজ্য সংহারে দানবস্য চ। জগাম স্বালয়ং তূর্ণং যথাস্থানং সুরোত্তমাঃ ॥ ১
চন্দ্রভাগা-নদীতীরে বটমূলে মনোহরে। তত্র তস্থৌ মহাদেবো দেবনিস্তার-হেতবে ॥ ২
দূতং কৃত্বা চিত্ররথং গন্ধর্ব্বেশ্বরমীপ্সিতম্। শীঘ্রং প্রস্থাপয়ামাস শঙ্খচূড়ান্তিকং মুদা ॥ ৩
সর্ব্বেশ্বরাজ্ঞয়া শীঘ্রং যযৌ তন্নগরং পরম্। মহেন্দ্রনগরোৎকৃষ্টং কুবেরভবনাধিকম্ ॥ ৪
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণং দৈর্ঘ্যে তদ্দ্বিগুণং ভবেৎ। স্ফটিকাকারমণিভি-র্নিম্মিতং যানবেষ্টিতম্ ॥ ৫
সপ্তভিঃ পরিখাভিশ্চ দুর্গমাভিঃ সমন্বিতম্। জ্বলদগ্নিনিভৈঃ শশ্বৎ কলিতং রত্নকোটিভিঃ ॥ ৬
যুক্তঞ্চ বীথিশতকৈ-র্ম্মণিবেদিবিচিত্রিতৈঃ। পরিতো বণিজাং সৌধৈ-র্নানাবস্তুবিরাজিতৈঃ ॥ ৭
সিন্দূরাকারমণিভি-র্নিম্মিতৈশ্চ বিচিত্রিতৈঃ। ভূষিতং ভূষিতৈর্দিব্যৈরাশ্রমৈঃ শতকোটিভিঃ ॥ ৮
গত্বা দদর্শ তন্মধ্যে শঙ্খচূড়ালয়ং পরম্। অতীব বলয়াকারং যথা পূর্ণেন্দুমণ্ডলম্ ॥ ৯
জ্বলদগ্নিশিখাক্তাভিঃ পারখাভিশ্চতসৃভিঃ। ভদ্দুর্গমঞ্চ শত্রূণামন্যেষাং সুগমং সুখম্ ॥ ১০
অত্যুচ্চৈর্গগনস্পর্শি-মণিশৃঙ্গবিরাজিতম্। রাজিতং দ্বাদশদ্বারৈ-র্দ্বারপাল-সমন্বিতম্ ॥ ১১
মণীন্দ্রসারনির্ম্মাণৈঃ শোভিতং লক্ষমন্দিরৈঃ। শোভিতং রত্নসোপানৈ রত্নস্তম্ভ-বিরাজিতম্ ॥ ১২

আমার প্রিয়া হইবে। জগন্নাথ এইরূপ কহিয়া মহাদেবকে শূল দান করিলেন। হরি শূল-দান করিয়া সহর্ষে অভ্যন্তরে গমন করিলে, ব্রহ্মাদি দেবগণও ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৮৪-৯৪।

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে তুলসীর সহিত শঙ্খচূড়ের বিবাহের পর দেবগণের বৈকুণ্ঠগমন নামক উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৯॥

বিংশ অধ্যায়

নারায়ণ বলিলেন, হে মহামুনে। ব্রহ্মা মহাদেবকে দানব-সংহারে নিয়োগ করিয়া অবিলম্বে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং দেবগণও যথাস্থানে গমন করিলেন। পরে মহাদেব, দেবগণের নিস্তার-নিমিত্ত চন্দ্রভাগা নদীর তীরবর্ত্তী এক মনোহর বটবৃক্ষের মূলদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্বেশ্বর পুষ্পদন্তকে মনোমত দূত করিয়া অতিশীঘ্র শঙ্খচূড়ের নিকটে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর পুষ্পদন্ত, শিবাজ্ঞায় শীঘ্র শঙ্খচূড়ের নগরে গমন করিলেন। সেই নগর মহেন্দ্রভবন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং কুবেরভবন হইতে অধিক সমৃদ্ধ। ঐ নগর প্রস্থে পঞ্চযোজন ও দৈর্ঘ্যে দশ যোজন বিস্তীর্ণ, স্ফটিক এবং স্ফটিকসদৃশ মণিদ্বারা নির্ম্মিত ও বিবিধ যানে বেষ্টিত। তাহাতে অতি দুর্গম সাতটী পরিখা আছে। জ্বলন্ত অগ্নিসদৃশ কোটী রত্নে উহা প্রজ্বলিতের ন্যায় হইয়াছে ও চতুর্দ্দিকে বণিক্‌গণের নানা প্রকার বস্তুতে বিরাজিত শতশত বীথিকা দ্বারা উহা পরিপূর্ণ। ঐ বীথিকাসমূহে মণিনির্ম্মিত বেদিকাসকল শোভা পাইতেছে। সিন্দূরবর্ণ মণিনির্ম্মিত নানারূপ কারুকার্য্যে খচিত ও রমণীয় বস্তুসমূহে বিভূষিত দিব্য শতকোটি আশ্রমে উহার আর শোভার পরিসীমা নাই। গন্ধর্ব্বরাজ ঐ নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া শঙ্খচূড়ের ভবন দেখিতে পাইলেন। ঐ ভবন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মণ্ডলাকার, উহার চতুঃপার্শ্বে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা বিশিষ্ট চারিটী পরিখা আছে এবং উহা অতি উচ্চ গগনস্পর্শী প্রাচীরে বেষ্টিত। উহাতে শত্রুগণ কোনরূপেই গমন করিতে পারে না; কিন্তু অন্যান্যের পক্ষে কোনরূপ বাধা নাই।১-১০

ঐ নগরে অত্যুচ্চ-গগনস্পর্শী মণিময় শৃঙ্গে বিরাজিত এবং উহার দ্বাদশ দ্বারে দ্বারপাল সকল অবস্থান করিতেছে। ঐ নগর মণীন্দ্রসার-নির্ম্মিত লক্ষ মন্দির, রত্নময় সোপান ও রত্নময় স্তম্ভে বিরাজিত।

তদ্দৃষ্ট্বা পুষ্পদন্তোঽপি বরং দ্বারং দদর্শ সঃ। দ্বারে নিযুক্তং পুরুষং শূলহস্তঞ্চ সস্মিতম্ ॥ ১৩
তিষ্ঠন্তং পিঙ্গলাক্ষঞ্চ তাম্রবর্ণং ভয়ঙ্করম্। কথয়ামাস বৃত্তান্তং জগাম তদনুজ্ঞয়া ॥ ১৪
অতিক্রম্য চ তদ্দ্বারং জগামাভ্যন্তরং পুনঃ। ন কোঽপি রক্ষতি শ্রুত্বা দূতরূপং রণস্য চ ॥ ১৫
গত্বা সোঽভ্যন্তরদ্বারং দ্বারপালমুবাচ হ। রণস্য সর্ব্ববৃত্তান্তং বিজ্ঞাপয়ত মা চিরম্।
স চ তং কথয়িত্বা চ দূতো গন্তমুবাচ হ ॥ ১৬
স গত্বা শঙ্খচূড়ং তং দদর্শ সুমনোহরম্। রাজমণ্ডলমধ্যস্থং স্বর্ণসিংহাসনে স্থিতম্ ॥ ১৭
মণীন্দ্ররচিতং দিব্য-রত্নদণ্ডসমন্বিতম্। রত্নকৃত্রিমপুষ্পৈশ্চ প্রশস্তৈঃ শোভিতং সদা ॥ ১৮
ভৃত্যেন মস্তকে ন্যস্তং স্বর্ণচ্ছত্রং মনোহরম্ ॥ ১৯
সেবিতং পার্ষদগণৈ রুচিরৈঃ শ্বেতচামরৈঃ। সুবেশং সুন্দরং রম্যং রত্নভূষণ-ভূষিতম্ ॥ ২০
মাল্যেন লেপনং সূক্ষ্মং সুবস্ত্রং দধতং মুনে। দানবেন্দ্রৈঃ পরিবৃতং সুবেশৈশ্চ ত্রিকোটিভিঃ ॥ ২১
শতকোটিভিরন্যৈশ্চ ভ্রমদ্ভিরস্ত্রপাণিভিঃ। এবম্ভূতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা পুষ্পদন্তঃ সবিস্ময়ঃ ॥ ২২

পুষ্পদন্ত উবাচ—

রাজেন্দ্র শিবভৃত্যোঽহং পুষ্পদন্তাভিধঃ প্রভো। যদুক্তং শঙ্করেণৈব তদ্ব্রবীমি নিশাময় ॥ ২৩
রাজ্যং দেহি চ দেবানা-মধিকারঞ্চ সাম্প্রতম্। দেবাশ্চ শরণাপন্না দেবেশং শ্রীহরিং পরম্ ॥ ২৪
হরির্দত্ত্বাস্য শূলঞ্চ তেন প্রস্থাপিতঃ শিবঃ ॥ ২৫
পুষ্পভদ্রানদীতীরে বটমূলে ত্রিলোচনঃ। বিষয়ং দেহি তেভ্যশ্চ যুদ্ধং বা কুরু নিশ্চিতম্।
গত্বা বক্ষ্যামি কিং শম্ভুমথ তদ্বদ মামপি ॥ ২৬
দূতস্য বচনং শ্রুত্বা শঙ্খচূড়ঃ প্রহস্য চ। প্রভাতেঽহং গমিষ্যামি ত্বঞ্চ গচ্ছেত্যুবাচ হ ॥ ২৭
স গত্বোবাচ তং তূর্ণং বটমূলস্থমীশ্বরম্। শঙ্খচূড়স্য বচনং তদীয়ং তন্মুখোদিতম্ ॥ ২৮
এতস্মিন্নন্তরে স্কন্দ আজগাম শিবান্তিকম্ ॥ ২৯
বীরভদ্রশ্চ নন্দী চ মহাকালঃ সুভদ্রকঃ। বিশালাক্ষশ্চ বাণশ্চ পিঙ্গলাক্ষো বিকম্পনঃ ॥ ৩০
বিরূপো বিকৃতিশ্চৈব মণিভদ্রশ্চ বাষ্কলঃ। কপিলাখ্যো দীর্ঘদংষ্ট্রো বিকটস্তাম্রলোচনঃ ॥ ৩১
কালকণ্ঠো বলীভদ্রঃ কালজিহ্বঃ কুটীচরঃ। বলোন্মত্তো রণশ্লাঘী দুর্জ্জয়ো দুর্গমস্তথা ॥ ৩২

পুষ্পদন্ত ঐ নগর দেখিয়া পরে প্রধান দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন তথায় এক পুরুষ শূল-হস্তে সহাস্যবদনে দ্বার রক্ষা করিতেছে। ঐ ভীষণমূর্ত্তি পিঙ্গলাক্ষ পুরুষের বর্ণ তাম্রতুল্য। পুষ্পদন্ত, তাহাকে বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া তাহার আদেশ প্রাপ্তে সেই দ্বার অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তরে গমন করিলেন। তিনি সাংগ্রামিক দূত বলিয়া কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিল না। তিনি ক্রমে অভ্যন্তর-দ্বারে গমন করিয়া দ্বারপালকে কহিলেন-শীঘ্র রাজাকে যুদ্ধবৃত্তান্ত অবগত করাও। দ্বারপাল শঙ্খচূড়কে বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া তাহার আদেশানুসারে দূত পুষ্পদন্তকে অনুমোদন করিলে পুষ্পদন্ত গমনপূর্ব্বক সুমনোহর শঙ্খচূড়কে দর্শন করিলেন। সেই শঙ্খচূড় তৎকালে সভামণ্ডলের মধ্যভাগে রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এক ভৃত্য, তাঁহার মস্তকের উপর উৎকৃষ্ট মণিখচিত রত্নদণ্ডযুক্ত রত্নপুষ্পে শোভিত মনোহর স্বর্ণচ্ছত্র ধারণ করিয়াছিল। পার্ষদগণ ব্যজন ও শ্বেতচামর দ্বারা সেই সুবেশধারী রত্নভূষণে ভূষিত সুন্দর শঙ্খচূড়ের সেবা করিতেছিল। ১১-২০

হে মুনে। ঐ শঙ্খচূড়ের পরিধান সূক্ষ্ম বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গ মাল্য ও অনুলেপনে শোভিত। সুবেশধারী ত্রিকোটি দানবেন্দ্রসকল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছে ও অন্যান্য অস্ত্রধারী শতকোটি দানব সুশোভিত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। পুষ্পদন্ত দানবরাজকে এইরূপ দেখিয়া সবিস্ময়ে তাঁহাকে (শঙ্করোক্ত রণবৃত্তান্ত) বলিতে লাগিলেন ;—হে রাজেন্দ্র। হে প্রভো। আমি শিবদূত, আমার নাম পুষ্পদন্ত; আমাকে শঙ্কর যাহা বলিয়া দিয়াছেন, তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রাজন্! দেবগণ সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরির শরণাপন্ন হইয়াছেন, অতএব এক্ষণে আপনি তাঁহাদিগের রাজ্য ও অধিকার প্রদান করুন। শ্রীহরি, ত্রিলোচন শিবকে নিজ ত্রিশূল প্রদান করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি এক্ষণে পুষ্পভদ্রা নদীর তীরবর্ত্তী বটমূলে অবস্থান করিতেছেন। আপনি এক্ষণে দেবগণকে রাজ্য দান করুন অথবা যুদ্ধে কৃতোদ্যোগ হউন। আর আমি শম্ভুর নিকটে কি কহিব, ব্যক্ত করুন। ২১-২৬

শঙ্খচূড় শিবদূতের বাক্য শ্রবণে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া তাহাকে কহিলেন যে, তুমি এক্ষণে গমন কর, আমি প্রভাতে সেই স্থানে গমন করিব। অনন্তর পুষ্পদন্ত ত্বরায় গমনপূর্ব্বক সেই বটমূলস্থ মহাদেবকে শঙ্খচূড়ের বাক্য বলিলেন। এমন সময়ে কার্ত্তিকেয়, বীরভদ্র, নন্দী, মহাকাল, সুভদ্র, বিশালাক্ষ, বাণ, পিঙ্গলাক্ষ, বিকম্পন, বিরূপ, বিকৃতি, মণিভদ্র, বাষ্কল, কপিলাক্ষ, দীর্ঘদংষ্ট্র, বিকট, তাম্রলোচন, কালকণ্ঠ,

অষ্টৌ চ ভৈরবা রৌদ্রা রুদ্রাশ্চৈকাদশ স্মৃতাঃ। বসবোঽষ্টৌ বাসবশ্চ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ। ৩৩
হুতাশনশ্চ চন্দ্রশ্চ বিশ্বকর্ম্মাশ্বিনৌ চ তৌ। কুবেরশ্চ যমশ্চৈব জয়ন্তো নলকূবরঃ। ৩৪
বায়ুশ্চ বরুণশ্চৈব বুধশ্চ মঙ্গলস্তথা। ধর্ম্মশ্চ শনিরীশানঃ কামদেবশ্চ বীর্য্যবান্। ৩৫
উগ্রদংষ্ট্রা চোগ্রচণ্ডা কোটরা কৈটভী তথা। স্বয়ং চাষ্টভুজা দেবী ভদ্রকালী ভয়ঙ্করী। ৩৬
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণ-বিমানোপরি সংস্থিতা। রক্তবস্ত্র-পরীধানা রক্তমাল্যানুলেপনা। ৩৭
নৃত্যন্তী চ হসন্তী চ গায়ন্তী সুস্বরং মুদা। অভয়ং দাতি ভক্তেভ্যোঽভয়া সা চ ভয়ং রিপুম্। ৩৮
বিভ্রতী বিকটাং জিহ্বাং সুলোলাং যোজনায়তাম্। শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-খড়্গাচর্ম্মধনুঃশরান্॥ ৩৯
খর্পরং বর্ত্তুলাকারং গম্ভীরং যোজনায়তম্। ত্রিশূলং গগনস্পর্শি শক্তিঞ্চ যোজনায়তাম্॥ ৪০
মুদ্গরং মুষলং বজ্রং খেটং ফলকমুজ্জ্বলম্। বৈষ্ণবাস্ত্রং বারুণাস্ত্রং বাহ্নেয়ং নাগপাশকম্॥ ৪১
নারায়ণাস্ত্রং গান্ধর্ব্বং ব্রহ্মাস্ত্রং গারুড়ং তথা। পর্জ্জন্যাস্ত্রং পাশুপতং জৃম্ভণাস্ত্রঞ্চ পার্ব্বতম্॥ ৪২
মাহেশ্বরাস্ত্রং বায়ব্যং দণ্ডং সম্মোহনং তথা। অব্যর্থমস্ত্রকং দিব্যং দিব্যাস্ত্রশতকং পরম্॥ ৪৩
আগত্য তত্র তস্থৌ চ যোগিনীনাং ত্রিকোটিভিঃ। সার্দ্ধঞ্চ ডাকিনীনাঞ্চ বিকটানাং ত্রিকোটিভিঃ। ৪৪
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ কুষ্মাণ্ডা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ। বেতালা রাক্ষসাশ্চৈব যক্ষাশ্চৈব তু কিন্নরাঃ। ৪৫
তাভিশ্চৈব সহ স্কন্দঃ প্রণম্য চন্দ্রশেখরম্। পিতুঃ পার্শ্বে সহায়ার্থং সমুবাস তদাজ্ঞয়া। ৪৬
অথ দূতে গতে তত্র শঙ্খচূড়ঃ প্রতাপবান্। উবাচ তুলসীং বার্ত্তাং গত্বাভ্যন্তরমেব চ। ৪৭
রণবার্ত্তাঞ্চ সা শ্রুত্বা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা। উবাচ মধুরং সাধ্বী হৃদয়েন বিদূয়তা। ৪৮

তুলস্যুবাচ—

হে প্রাণবন্ধো হে নাথ তিষ্ঠ মে বক্ষসি ক্ষণম্। হে প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেব রক্ষ মে জীবিতং ক্ষণম্॥ ৪৯
ভুঙ্ক্ষ্ব জন্ম সমাসাদ্য যন্মে মনসি বাঞ্ছিতম্। পশ্যামি ত্বাং ক্ষণং কিঞ্চিল্লোচনাভ্যাঞ্চ সাদরম্। ৫০
আন্দোলয়ন্তে প্রাণা মে মনো দগ্ধঞ্চ সন্ততম্। দুঃস্বপ্নশ্চ ময়া দৃষ্টশ্চাদ্যৈব চরমে নিশি। ৫১
তুলসীবচনং শ্রুত্বা ভুক্ত্বা পীত্বা নৃপেশ্বরঃ। উবাচ বচনং প্রাজ্ঞো হিতং সত্যং যথোচিতম্॥ ৫২

বলভদ্র, কালজিহ্বা, কুটীচর, বলোন্মত্ত, রণশ্লাঘা, দুর্জ্জয়, দুর্গম, ভয়ঙ্কর অষ্ট ভৈরব, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, ইন্দ্রাদি দেবগণ, দ্বাদশ আদিত্য, অগ্নি, চন্দ্র, বিশ্বকর্ম্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, কুবের, যম, জয়ন্ত, নলকূবর, বায়ু, বরুণ, বুধ, মঙ্গল, ধর্ম্ম, শনি ও বীর্য্যশালী কামদেব আর উগ্রদংষ্ট্রা, উগ্রচণ্ডা, কোটরা, কৈটভী এবং স্বয়ং অষ্টভুজা ভয়ঙ্করী ভদ্রকালী দেবী, ইঁহারা সকলে শম্ভুনিকটে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ দেবী ভদ্রকালী উৎকৃষ্ট রত্ন নির্ম্মিত বিমানের উপর অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার পরিধান, মাল্য ও অনুলেপনাদি সমস্তই রক্তবর্ণ। তিনি কখন নৃত্য, কখন হাস্য ও কখন সানন্দে মধুর স্বরে গান করিতেছিলেন। সেই অভয়া ভক্তগণকে অভয় ও রিপুগণকে ভয় দান করিয়া থাকেন। ২৭-৩৮

সেই ভয়ঙ্করীর সুলোল বিকট রসনা এবং হস্তস্থিত গভীর বর্ত্তুলাকার খর্পর যোজনায়ত। তাঁহার হস্তসমূহে গগনস্পর্শী ত্রিশূল, যোজনায়ত শক্তি, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শরসমূহ, ভয়ঙ্কর চাপ, মুদ্গর, মুষল, বজ্র, খড়্গ, প্রদীপ্তফলক, বৈষ্ণবাস্ত্র, বারুণাস্ত্র, নাগপাশ, আগ্নেয়াস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, গান্ধর্ব্বাস্ত্র, গারুড়াস্ত্র, পার্জ্জন্যাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র, জৃম্ভণাস্ত্র, পার্ব্বতাস্ত্র, মাহেশ্বরাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, দণ্ড, সম্মোহনাস্ত্র এবং অন্যান্য শত শত অব্যর্থ অস্ত্র ও শত শত দিব্যাস্ত্রসকল বিরাজ করিতেছে। সে ভয়ঙ্করী দেবী, ত্রিকোটি যোগিনী ও ত্রিকোটি বিকটাকৃতি ডাকিনীর সহিত শিবসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তখন কার্ত্তিকেয়,— ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণ এবং সেই সকল ডাকিনী যোগিনীগণের সহিত পিতা চন্দ্রশেখরকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞায় তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ৩৯-৪৬

এদিকে দূত গমন করিলে প্রতাপবান্ শঙ্খচূড় অভ্যন্তরে গমন করিয়া পত্নী তুলসীকে যুদ্ধবৃত্তান্ত জানাইলেন। রণবার্ত্তা-শ্রবণে সাধ্বী তুলসীর কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইল; তখন তিনি দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে প্রাণনাথ, হে বন্ধো। আমার বক্ষঃস্থলে ক্ষণকাল অবস্থান করুন; আপনি আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অতএব ক্ষণকাল আমার জীবন রক্ষা করুন। নাথ। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া জন্মের সাফল্য করুন, আমি চিরপিপাসিতনেত্রে ক্ষণকাল আপনাকে দর্শন করি। জীবিতনাথ। আমার প্রাণ আন্দোলিত ও মুগ্ধ হইতেছে, অদ্য রাত্রিশেষে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি।" প্রাজ্ঞ দানবেশ্বর তুলসীর এই প্রকার বাক্য শ্রবণানন্তর পানভোজন সমাপন করিয়া তাঁহাকে সত্য ও হিতকর যথোচিত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন;—"মহিষি। জীবগণের কর্ম্মভোগের সময় উপস্থিত

শঙ্খচূড় উবাচ—

কালেন যোজিতং সর্ব্বং কর্ম্ম ভোগনিবন্ধনম্। শুভং হর্ষঃ সুখং[১] দুঃখং ভয়ং শোকশ্চ মঙ্গলম্ ॥ ৫৩
কালে ভবন্তি বৃক্ষাশ্চ স্কন্ধবন্তশ্চ কালতঃ। ক্রমেণ পুষ্পবন্তশ্চ ফলবন্তশ্চ কালতঃ ॥ ৫৪
তেষাং ফলানি পক্কানি প্রভবন্ত্যেব কালতঃ। তে সর্ব্বে ফলিতাঃ কালে পাতং যান্তি চ কালতঃ ॥ ৫৫
কালে ভবন্তি বিশ্বানি কালে নশ্যন্তি সুন্দরি। কালাৎ স্রষ্টা চ সৃজতি পাতা পাতি চ কালতঃ ॥ ৫৬
সংহর্ত্তা সংহরেৎ কালে ক্রমেণ সঞ্চরন্তি তে। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনা-মীশ্বরঃ প্রকৃতিঃ পরা ॥ ৫৭
স্রষ্টা পাতা চ সংহর্ত্তা স চাত্মা কালনর্ত্তকঃ। কালে স এব প্রকৃতিং স্বাভিন্নাং স্বেচ্ছয়া প্রভুঃ ॥ ৫৮
নির্ম্মায় কৃতবান্ সর্ব্বান্ বিশ্বস্থাংশ্চ চরাচরান্। সর্ব্বেশঃ সর্ব্বরূপশ্চ সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরঃ ॥ ৫৯
জনং জনেন জনিতা জনং পাতি জনেন যঃ। জনং জনেন হরতে তং দেবং ভজ সাম্প্রতম্ ॥ ৬০
যস্যাজ্ঞয়া বাতি বাতঃ শীঘ্রগামী চ সাম্প্রতম্। যস্যাজ্ঞয়া চ তপন-স্তপত্যেব যথাক্ষণম্ ॥ ৬১
যথাক্ষণং বর্ষতীন্দ্রো মৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু। যথাক্ষণং দহত্যগ্নি-শ্চন্দ্রো ভ্রমতি শীতবান্ ॥ ৬২
মৃত্যোর্ম্মৃত্যুং কালকালং যমস্য চ যমং পরম্। বিভুং স্রষ্টুশ্চ স্রষ্টারং পাতুশ্চ পাতৃকং ভবে।
সংহর্ত্তারঞ্চ সংহর্ত্তু-স্তং দেবং শরণং ব্রজ ॥ ৬৩
কো বা বন্ধুশ্চ কেষাং বা সর্ব্ববন্ধুং ভজ প্রিয়ে ॥ ৬৪
অহং কো বা চ ত্বং কা বা বিধিনা যোজিতঃ পুরা। ত্বয়া সার্দ্ধং কর্ম্মণা চ পুনস্তেন বিযোজিতঃ ॥ ৬৫
অজ্ঞানী কাতরঃ শোকে বিপত্তৌ ন চ পণ্ডিতঃ। সুখে দুঃখে ভ্রমত্যেব কালনেমিক্রমেণ চ ॥ ৬৬
নারায়ণং তং সর্ব্বেশং কান্তং যাস্যসি নিশ্চিতম্। তপঃ কৃতং যদর্থে চ পুরা বদরিকাশ্রমে ॥ ৬৭
ময়া ত্বং তপসা লব্ধা ব্রহ্মণস্তু বরেণ চ। হর্য্যর্থে যত্তব তপো হরিং প্রাপ্স্যসি কামিনি ॥ ৬৮
বৃন্দাবনে চ গোবিন্দং গোলোকে ত্বং লভিষ্যসি। অহং যাস্যামি তল্লোকং তনুং ত্যক্ত্বা চ দানবীম্ ॥ ৬৯
তত্র দ্রক্ষ্যসি মাং ত্বঞ্চ দ্রক্ষ্যামি ত্বাঞ্চ সাম্প্রতম্। আগমং রাধিকাশাপাদ্ভারতঞ্চ সুদুর্ল্লভম্।
পুনর্য্যাস্যামি তত্রৈব কঃ শোকো মে শৃণু প্রিয়ে ॥ ৭০

হইলেই শুভাশুভ, সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক ও অমঙ্গলাদি সমস্তই ঘটিয়া থাকে। দেখ, বৃক্ষসকল সময়ে অঙ্কুর হইয়া সময়েই স্কন্ধবিশিষ্ট হয় এবং কালেই তাহার পুষ্প ও ফল হইয়া থাকে। পরে সেই-সকল ফলবান্ বৃক্ষই যথাকালে বিনষ্ট হয়। এইরূপ সমস্ত বিশ্বই কালে উৎপন্ন হইয়া আবার কালেই বিলীন হয়। হে সুন্দরি! স্রষ্টা কালেই সৃষ্টি, পাতা কালেই পালন ও সংহর্ত্তা কালেই সংহার করেন। ৪৭-৫৬

যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদিরও ঈশ্বর, তিনিই পরা প্রকৃতি, তিনিই স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা; আত্মরূপী, তিনিই কালের নর্ত্তক। সেই প্রভুই স্বীয় ইচ্ছায় আপনার অভিন্ন প্রকৃতিকে সৃজন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বান্তরাত্মা ও সর্ব্বস্বরূপ। তিনি জনদ্বারা জনের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন, সেই পরমাত্মাকেই ভজনা কর। ৫৭-৬০

যাঁহার আজ্ঞায় বায়ুদেব শীঘ্রগামী হইয়া নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন এবং সূর্য্যদেব যাঁহারই আজ্ঞায় যথাসময়ে তাপপ্রদ হইয়া থাকেন, যাঁহার আদেশে যথাকালে ইন্দ্র বর্ষণ, মৃত্যু প্রাণিগণে বিচরণ, অগ্নিদেব দহন, ও চন্দ্র শীতলভাবে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, সেই মৃত্যুর মৃত্যু, কালের কাল, যমের যম, স্রষ্টার স্রষ্টা, পাতার পাতা ও সংহর্ত্তার সংহর্ত্তা পরাৎপর পরমেশ্বর পরমাত্মার শরণাপন্ন হও। প্রিয়ে! কেহই কাহারও বন্ধু নহে, কেবল তিনিই সকলের বন্ধু;—এজন্য তাঁহারই সেবা কর। প্রিয়তমে! আমিই বা কে? আর তুমিই বা কে? কেবল নিজ কর্ম্মবশত বিধাতা আমাদিগকে মিলিত করিয়াছেন, আবার তিনিই বিয়োগ করিবেন। এজন্য অজ্ঞানী ব্যক্তিই শোক বা বিপত্তিতে কাতর হয়, পণ্ডিত কখনই সেরূপ হয় না। লোক-সকল কালচক্রের গত্যনুসারে কখন সুখে কখন দুঃখে ভ্রমণ করিতেছে। প্রিয়ে! তুমি বদরিকাশ্রমে যাঁহার জন্য তপস্যা করিয়াছিলে, নিশ্চয় সেই সর্ব্বেশ্বর নারায়ণকে কান্তরূপে প্রাপ্ত হইবে। হে কামিনি! আমি তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু হরির উদ্দেশেই তুমি তপস্বিনী হইয়াছিলে, এজন্য হরিকেই লাভ করিবে। তুমি অতিশীঘ্র গোলোকধামের বৃন্দাবনে গোবিন্দকে প্রাপ্ত হইবে এবং আমি দানবদেহ ত্যাগ করিয়া সেই স্থানে গমন করিব। সেই স্থানে তুমি আমাকে, আমিও তোমাকে নিরন্তর দেখিতে পাইব; রাধিকার শাপে আমি এই সুদুর্ল্লভ ভারতে

১। হর্ষসুখং।

ত্বঞ্চ দেহং পরিত্যজ্য দিব্যরূপং বিধায় চ। তৎকালং প্রাপ্স্যসি হরিং মা কান্তে কাতরা ভব ॥ ৭১
ইত্যুক্ত্বা চ দিনান্তে চ তয়া সার্দ্ধং মনোহরম্। সুষাপ শোভনে তল্পে পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতে ॥ ৭২
নানাপ্রকারবিভব-ক্রকার রত্নমন্দিরে ॥ ৭৩
রত্নপ্রদীপসংযুক্তে স্ত্রীরত্নং প্রাপ্য সুন্দরীম্। নিনায় রজনীং রাজা ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ ॥ ৭৪
কৃত্বা বক্ষসি তাং কান্তাং রুদতীমতিদুঃখিতাম্। কৃশোদরীং নিরাহারাং নিমগ্নাং শোকসাগরে।
পুনস্তাং বোধয়ামাস দিব্যজ্ঞানেন জ্ঞানবিৎ ॥ ৭৫
পুরা কৃষ্ণেন যদ্দত্তং ভাণ্ডীরে তন্ত্রমুত্তমম্। স চ তস্যৈ দদৌ সর্ব্বং সর্ব্বশোকহরং পরম্ ॥ ৭৬
জ্ঞানং সম্প্রাপ্য সা দেবী প্রসন্নবদনেক্ষণা। ক্রীড়াঞ্চকার হর্ষেণ সর্ব্বং মত্বেতি নশ্বরম্ ॥ ৭৭
তৌ দম্পতী চ ক্রীড়ন্তৌ নিমগ্নৌ সুখসাগরে। পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গৌ মূর্চ্ছিতৌ নির্জ্জনে মুনে ॥ ৭৮
অঙ্গপ্রত্যঙ্গসংযুক্তৌ সুপ্রীতৌ সুরতোৎসুকৌ। একাঙ্গৌ চ তথা তৌ দ্বৌ চার্দ্ধনারীশ্বরো যথা ॥ ৭৯
প্রাণেশ্বরঞ্চ তুলসী মেনে প্রাণাধিকং পরম্। প্রাণাধিকাঞ্চ তাং মেনে রাজা প্রাণেশ্বরীং সতীম্ ॥ ৮০
তৌ স্থিতৌ সুখসুপ্তৌ চ তন্দ্রিতৌ সুন্দরৌ সমৌ। সুবেশৌ সুখসম্ভোগাদচেষ্টৌ সুমনোহরৌ ॥ ৮১
ক্ষণং সুচেতনৌ তৌ চ কথয়ন্তৌ রসাশ্রয়াৎ ॥ ৮২
কথাং মনোরমাং দিব্যাং হসন্তৌ চ ক্ষণং পুনঃ। ক্ষণঞ্চ কেলিসংরক্তৌ রসভাবসমন্বিতৌ ॥ ৮৩
সুরতে বিরতির্নাস্তি তৌ তদ্বিষয়পণ্ডিতৌ। সততং জয়যুক্তৌ দ্বৌ ক্ষণং নৈব পরাজিতৌ ॥ ৮৪

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে শঙ্খচূড়েন সহ দেবানাং সংগ্রামোদ্‌যোগবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

জন্ম লাভ করিয়াছি, আবার সেই স্থানেই গমন করিব; অতএব প্রিয়ে! আমার নিমিত্ত আর শোক কি? এবং তুমিও এই দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্যরূপ ধারণ-পূর্ব্বক আমার গমন সময়েই হরিকে প্রাপ্ত হইবে। অতএব হে কান্তে! বৃথা কাতরা হইও না। ৬১-৭১

শঙ্খচূড় প্রিয়াকে এইরূপে সান্ত্বনা করিয়া পরে রজনী উপস্থিত হইলে, রত্নপ্রদীপযুক্ত রত্নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া পুষ্পচন্দনচর্চ্চিত মনোহর শয্যায় শয়নপূর্ব্বক সুন্দরী স্ত্রীরত্ন লাভে নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুক দ্বারা সুখে যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। পরে শোকসাগরনিমগ্না কৃশোদরী তুলসীকে পুনরায় অতিদুঃখভরে রোদন করিতে দেখিয়া নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক জ্ঞানবিৎ দৈত্যরাজ দিব্যজ্ঞানবলে পুনরায় প্রবোধ দান করিলেন। ঐ উত্তম জ্ঞান পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ভাণ্ডীরবনে তাঁহাকে দান করেন। পরে শঙ্খচূড় সেই উৎকৃষ্ট সর্ব্বশোক-বিনাশন জ্ঞান, তুলসীকে অর্পণ করিলে তাঁহার সেই জ্ঞানলাভহেতু মুখমণ্ডল ও নয়নযুগল প্রসন্ন হইল। তেমন তিনি সমস্ত নশ্বর বিবেচনা করিয়া সানন্দে ক্রীড়া করিলেন। সেই দম্পতি সুখসাগরে নিমগ্ন হওয়ায়, উভয়েই ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। হে মুনে! তখন সেই রোমাঞ্চিতগাত্র প্রীতিযুক্ত সুরতোৎসুক দম্পতি মূর্চ্ছিতের ন্যায় হইলেন, আর তাঁহাদিগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরস্পর এরূপ সুযুক্ত ছিল যে, উভয়কে হরগৌরী-সদৃশ একাঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। ৭২-৭৯।

সেই সময় তুলসী পতিকে প্রাণাধিক ও দৈত্যরাজ পত্নীকে প্রাণাধিকা বলিয়া বিবেচনা করিলেন। সেই সুবেশ সুন্দর যুবক-যুবতী সুখসম্ভোগ জন্য নিশ্চেষ্ট হইয়া কখন তন্দ্রাযুক্ত ও কখন সুখসুপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা ক্ষণেক সচেতন হইয়া রসান্বিত মনোহর দিব্য কথোপকথন, কখনও হাস্য, কখনও বা রসভাবসমন্বিত ক্রীড়ায় নিযুক্ত হইলেন। ফলত উভয়েই সুরতবিষয়ে পণ্ডিত—এজন্য কেহই তাহা হইতে বিরতি বাসনা করিলেন না এবং দুই জনেই নিরন্তর সুরতলীলায় জয়ী হইতে লাগিলেন, কেহ ক্ষণকালের জন্যও পরাজিত হইলেন না। ৮০-৮৪

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে শঙ্খচূড়ের সহিত দেবতাদের সংগ্রামোদ্যোগ নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

শ্রীকৃষ্ণং মনসা ধ্যাত্বা রক্ষঃ কৃষ্ণপরায়ণঃ। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় পুষ্পতল্পাম্মনোহরাৎ ॥ ১
রাত্রিবাসঃ পরিত্যজ্য স্নাত্বা মঙ্গলবারিণা। ধৌতে চ বাসসী ধৃত্বা কৃত্বা তিলকমুজ্জ্বলম্ ॥ ২
চকারাহ্নিকমাবশ্য-মভীষ্টদেববন্দনম্। দধ্যাজ্যমধুলাজাংশ্চ দদর্শ বস্তু মঙ্গলম্ ॥ ৩
রত্নশ্রেষ্ঠং মণিশ্রেষ্ঠং বস্ত্রশ্রেষ্ঠঞ্চ কাঞ্চনম্। ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ ভক্ত্যা যথা নিত্যঞ্চ নারদ ॥ ৪
অমূল্যরত্নং যৎ কিঞ্চিন্মুক্তামাণিক্যহীরকম্। দদৌ বিপ্রায় গুরবে যাত্রামঙ্গলহেতবে ॥ ৫
গজরত্নমশ্বরত্নং ধনরত্নং মনোহরম্। দদৌ সর্ব্বং দরিদ্রায় বিপ্রায় মঙ্গলায় চ ॥ ৬
ভাণ্ডারাণাং সহস্রাণি নগরাণাং দ্বিলক্ষকম্। গ্রামাণাং শতকোটিঞ্চ ব্রাহ্মণায় দদৌ মুদা ॥ ৭
পুত্রং কৃত্বা তু রাজেন্দ্রং সর্ব্বেষু দানবেষু চ। পুত্রে সমর্প্য ভার্য্যাং তাং রাজ্যঞ্চ সর্ব্বসম্পদম্ ॥ ৮
প্রজানুচরসঙ্ঘঞ্চ ভাণ্ডারং বাহনাদিকম্। স্বয়ং সন্নাহযুক্তশ্চ ধনুষ্পাণির্বভূব হ ॥ ৯
ভৃত্যদ্বারা ক্রমেণৈব চকার সৈন্যসঞ্চয়ম্। অশ্বানাঞ্চ ত্রিলক্ষেণ লক্ষেণ বরহস্তিনাম্ ॥ ১০
রথানামযুতেনৈব ধানুষ্কাণাং ত্রিকোটিভিঃ। ত্রিকোটিভির্বর্ম্মিণাঞ্চ শূলিনাঞ্চ ত্রিকোটিভিঃ ॥ ১১
কৃতা সেনাপরিমিতা দানবেন্দ্রেণ নারদ। তস্যাং সেনাপতিশ্চৈব যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ১২
মহারথঃ স বিজ্ঞেয়ো রথিনাং প্রবরো রণে। ত্রিলক্ষাক্ষৌহিণীসেনা-পতিং কৃত্বা নরাধিপঃ ॥ ১৩
ত্রিংশদক্ষৌহিণীবাধং ভাণ্ডৌঘঞ্চ চকার হ। বহির্বভূব শিবিরাদ্মনসা শ্রীহরিং স্মরন্ ॥ ১৪
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণ-বিমানমারুরোহ সঃ। গুরুবর্গান্ পুরস্কৃত্য প্রযযৌ শঙ্করান্তিকম্ ॥ ১৫
পুষ্পভদ্রানদীতীরে যত্রাক্ষয়বটঃ শুভঃ। সিদ্ধাশ্রমঞ্চ সিদ্ধানাং সিদ্ধক্ষেত্রঞ্চ নারদ ॥ ১৬
কপিলস্য তপঃস্থানং পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে। পশ্চিমোদধিপূর্ব্বে চ মলয়স্য চ পশ্চিমে ॥ ১৭
শ্রীশৈলোত্তরভাগে চ গন্ধমাদনদক্ষিণে। পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণ-দৈর্ঘ্যে শতগুণা তথা ॥ ১৮
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশা ভারতে চ সুপুণ্যদা। শাশ্বতীজলপূর্ণা চ পুষ্পভদ্রা নদী শুভা ॥ ১৯
লবণাব্ধিপ্রিয়া ভার্য্যা শশ্বৎ সৌভাগ্যসংযুতা। শরাবতী মিশ্রিতা চ নির্গতা সা হিমালয়াৎ ॥ ২০

নারায়ণ বলিলেন, নারদ! অনন্তর কৃষ্ণপরায়ণ দানবেন্দ্র মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মনোহর কুসুমশয়ন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাত্রিবাস ত্যাগ করিলেন। পরে মঙ্গলবারিতে স্নান করিয়া ধৌতবস্ত্রযুগ্ম পরিধান ও উজ্জ্বল তিলক রচনাপূর্ব্বক অবশ্যকর্ত্তব্য আহ্নিক ও অভীষ্টদেবের বন্দনা করিলেন। দধি, ঘৃত, মধু ও লাজ প্রভৃতি মঙ্গল বস্তু সমুদয় দর্শন করিলেন। পরে ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিপূর্ব্বক অন্যান্য দিবসের ন্যায় উৎকৃষ্ট রত্ন, মণি, বস্ত্র ও কাঞ্চনসকল দান করিলেন। অনন্তর যুদ্ধযাত্রার মঙ্গল নিমিত্ত গুরুদেবকে যৎকিঞ্চিৎ অমূল্য রত্ন, মুক্তা, মাণিক্য ও হীরক দান করিয়া পরিশেষে দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে গজশ্রেষ্ঠ, অশ্ব ও মনোহর ধেনু অর্পণ করিলেন। পরে বহু ব্রাহ্মণকে আনন্দের সহিত সহস্র ভাণ্ডার, দ্বিলক্ষ নগর ও সাতকোটি গ্রাম সমর্পণ করিলেন। পুত্র সুচন্দ্রকে দানবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার উপর ভার্য্যা, রাজ্য, সমস্ত সম্পদ্, প্রজা, অনুচরবর্গ, ভাণ্ডার ও বাহনাদির রক্ষার ভার দিয়া স্বয়ং বর্ম্ম-পরিধানপূর্ব্বক ধনুর্দ্ধারণ করিলেন। ১-৯

নারদ! ক্রমে ভৃত্যদ্বারা সৈন্য-সংগ্রহপূর্ব্বক ত্রিলক্ষ অশ্ব, উৎকৃষ্ট লক্ষ হস্তী, অযুত রথ, ত্রিকোটি বর্ম্ম-ধারী ও ত্রিকোটি শূলধারী পুরুষকে দৈত্যরাজ যুদ্ধার্থে স্থির করিয়া যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদ কোন এক বীরকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। দানবাধিপ,—মহারথ নামে প্রসিদ্ধ রথিশ্রেষ্ঠকে ত্রিলক্ষ অক্ষৌহিণী সেনার নায়ক করিয়া, ত্রিংশৎ অক্ষৌহিণী সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত যুদ্ধোপকরণ-সমূহ সংগ্রহপূর্ব্বক মনে মনে শ্রীহরিকে স্মরণ করত শিবির হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর দৈত্যপতি উৎকৃষ্ট রত্নগঠিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গুরুবর্গকে অগ্রসর করিয়া শিবসমীপে উপস্থিত হইলেন। যে স্থানে পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে শুভপ্রদ অক্ষয় বট বিরাজিত, সেই স্থানে সিদ্ধক্ষেত্র নামে সিদ্ধগণের সিদ্ধাশ্রম বিদ্যমান আছে। তাহা ভারতের পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত ও কপিল-মুনির তপস্যার স্থান। তাহার পশ্চিমসীমা পশ্চিম সাগর, পূর্ব্বসীমা মলয়পর্ব্বত, দক্ষিণসীমা শ্রী-শৈল, উত্তরসীমা গন্ধমাদনপর্ব্বত ;—সেই স্থানে প্রস্থে পঞ্চ যোজন ও দৈর্ঘ্যে শতযোজন বিস্তীর্ণা জলপূর্ণা শাশ্বতী পুষ্পভদ্রানদী প্রবাহিতা। বিশুদ্ধ স্ফটিকবর্ণ সৌভাগ্যযুক্ত

গোমতীং বামতঃ কৃত্বা প্রবিষ্টা পশ্চিমোদধৌ। তত্র গত্বা শঙ্খচূড়ো দদর্শ চন্দ্রশেখরম্ ॥ ২১
বটমূলে সমাসীনং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্। কৃত্বা যোগাসনং দৃষ্ট্বা মুদা যুক্তঞ্চ সস্মিতম্ ॥ ২২
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা। ত্রিশূলপট্টিশধরং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরং বরম্ ॥ ২৩
ভক্তমৃত্যুহরং শান্তং গৌরীকান্তং মনোহরম্। তপসাং ফলদাতারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ২৪
আশুতোষং প্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহকাতরম্। বিশ্বনাথং বিশ্ববীজং বিশ্বরূপঞ্চ বিশ্বজম্ ॥ ২৫
বিশ্বম্ভরং বিশ্ববরং বিশ্বসংহার-কারকম্। কারণং কারণানাঞ্চ নরকার্ণব-তারণম্।
জ্ঞানপ্রদং জ্ঞানবীজং জ্ঞানানন্দং সনাতনম্ ॥ ২৬
অবরুহ্য বিমানাচ্চ তং দৃষ্ট্বা দানবেশ্বরঃ। সর্ব্বৈঃ সার্দ্ধং ভক্তিযুক্তঃ শিরসা প্রণনাম সঃ ॥ ২৭
বামতো ভদ্রকালীঞ্চ স্কন্দঞ্চ তৎপুরঃ স্থিতম্। আশিষঞ্চ দদৌ তস্মৈ কালী স্কন্দশ্চ শঙ্করঃ ॥ ২৮
উত্তস্থুরাগতং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে নন্দীশ্বরাদয়ঃ। পরস্পরঞ্চ ভাষান্তে চক্রুস্তত্র চ সাম্প্রতম্ ॥ ২৯
রাজা কৃত্বা চ সম্ভাষামুবাস শিবসন্নিধৌ। প্রসন্নাত্মা মহাদেবো ভগবাংস্তমুবাচ হ ॥ ৩০

মহাদেব উবাচ—

বিধাতা জগতাং ব্রহ্মা পিতা ধর্ম্মস্য ধর্ম্মবিৎ। মরীচিস্তস্য পুত্রশ্চ বৈষ্ণবশ্চাপি ধার্ম্মিকঃ ॥ ৩১
কশ্যপশ্চাপি তৎপুত্রো ধর্ম্মিষ্ঠশ্চ প্রজাপতিঃ ॥ ৩২
দক্ষঃ প্রীত্যা দদৌ তস্মৈ ভক্ত্যা কন্যাস্ত্রয়োদশ। তাস্বেকা চ দনুঃ সাধ্বী তৎসৌভাগ্য-বিবর্দ্ধিতা ॥ ৩৩
চত্বারিংশদ্দনোঃ পুত্রা দানবাস্তেজসোল্বণাঃ। তেম্বেকো বিপ্রচিত্তিশ্চ মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৩৪
তৎপুত্রো ধার্ম্মিকো দম্ভো বিষ্ণুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ। জজাপ পরমং মন্ত্রং পুষ্করে লক্ষবৎসরম্ ॥ ৩৫
শুক্রাচার্য্যং গুরুং কৃত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। তদা ত্বাং তনয়ং প্রাপ পরং কৃষ্ণপরায়ণম্ ॥ ৩৬
পুরা ত্বং পার্ষদো গোপো গোপেষ্বপি সুধার্ম্মিকঃ। অধুনা রাধিকাশাপাদ্ভারতে দানবেশ্বরঃ ॥ ৩৭
আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্তং তুচ্ছং মেনে চ বৈষ্ণবঃ। সালোক্যসার্ষ্টি-সাযুজ্য-সামীপ্যঞ্চ হরেরপি ॥ ৩৮

ঐ নদী লবণ সমুদ্রের প্রিয়া ভার্য্যা ও ভারতে পুণ্যদায়িনী। ঐ পুষ্পভদ্রা, হিমালয় হইতে নির্গতা এবং শরাবতীর সহিত মিলিত হইয়া গোমতী নদীকে বামভাগে রাখিয়া পশ্চিম সাগরে মিলিত হইয়াছে। শঙ্খচূড় সেই স্থানে গমন করিয়া বটমূলোপবিষ্ট কোটি-সূর্য্য-সদৃশ-প্রভাসম্পন্ন চন্দ্রশেখরকে দর্শন করিলেন। ১০-২১

ব্রহ্মতেজে দীপ্তিমান্ আনন্দযুক্ত সস্মিত সেই চন্দ্রশেখর, যোগাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার বর্ণ বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র। তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। তিনি ত্রিশূল, কুঠার এবং তপ্তকাঞ্চনতুল্য জটাজাল ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মূর্ত্তি শান্ত ও মনোহর, সেই গৌরীকান্ত,—ভক্তগণের মৃত্যুনাশক, তপস্যার ফলদাতা ও সর্ব্বসম্পৎপ্রদানকারী। সেই ভক্তানুগ্রহতৎপর আশুতোষের বদনমণ্ডল প্রসন্ন। তিনি বিশ্বের নাথ, বিশ্বরূপ, বিশ্বের কারণ এবং বিশ্বজ; তাঁহা হইতে সমস্ত বিশ্ব বিনষ্ট হয় এবং জীবগণ নরকার্ণব হইতে নিস্তার পাইয়া থাকে; তিনি বিশ্বম্ভর, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও কারণের কারণ। দানবনাথ সেই জ্ঞানদাতা জ্ঞানের কারণ ও জ্ঞানানন্দস্বরূপ সনাতন শিবকে দেখিবামাত্র বিমান হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে সমুদয় সৈন্যগণের সহিত অবনত-মস্তকে প্রণাম করিয়া পরে তাঁহার বামভাগস্থ ভদ্রকালী ও সম্মুখস্থ কার্ত্তিকেয়কে নমস্কার করিলেন। পরে ভদ্রকালী কার্ত্তিকেয় ও শঙ্কর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন নন্দীশ্বরাদি সমুদয় শিবানুচরগণ দৈত্যরাজকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং পরস্পর তৎকালোপযুক্ত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। দৈত্যরাজও তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া শিবসমীপে উপবিষ্ট হইলে, ভগবান্ মহাদেব প্রসন্ন-চিত্তে তাঁহাকে কহিতে আরম্ভ করিলেন। ২২-৩০।

জগতের বিধানকারী ধর্ম্মের পিতা ধর্ম্মবিৎ ব্রহ্মার ধার্ম্মিক বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মরীচি নামে এক পুত্র হয়। পরে ধার্ম্মিকচূড়ামণি প্রজাপতি কশ্যপ—মরীচি হইতে উৎপন্ন হন। দক্ষ প্রজাপতি,—প্রীতিসহকারে ভক্তিপূর্ব্বক সেই কশ্যপকে ত্রয়োদশ কন্যা প্রদান করেন। সেই কন্যাগণের মধ্যে দনু নামে এক সাধ্বী কন্যাই পরম সৌভাগ্যশালিনী ছিলেন। পরে দনুর মহাপ্রতাপশালী চত্বারিংশৎ পুত্র হয়। তাঁহারাই দানব নামে প্রসিদ্ধ এবং তাঁহাদিগের মধ্যে বিপ্রচিত্তি নামে পুত্রই মহাবল পরাক্রান্ত, জিতেন্দ্রিয়, বিষ্ণুভক্ত ও ধার্ম্মিক। দম্ভ সেই বিপ্রচিত্তির আত্মজ। দম্ভ শুক্রাচার্য্যকে গুরুরূপে লাভ করিয়া পুষ্কর-তীর্থে লক্ষ বৎসর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পরম মন্ত্র জপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বরে কৃষ্ণ-পরায়ণ তোমাকে তনয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে তুমি অষ্ট গোপের মধ্যে ধার্ম্মিক শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ গোপ ছিলে; এক্ষণে এই

দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বৈষ্ণবাঃ সেবনং বিনা। ব্রহ্মত্বমমরত্বং বা তুচ্ছং মেনে চ বৈষ্ণবঃ॥ ৩৯
ইন্দ্রত্বং বা মনুত্বং বা ন মেনে গণনাসু চ। কৃষ্ণভক্তস্য তে কিংবা দেবানাং বিষয়ে ভ্রমে॥ ৪০
দেহি রাজ্যঞ্চ দেবানাং মৎপ্রীতিং রক্ষ ভূমিপ। সুখং স্বরাজ্যে ত্বং তিষ্ঠ দেবাস্তিষ্ঠন্তু বৈ পদে।
অলং ভ্রাতৃবিরোধেন[১] সর্ব্বে কশ্যপবংশজাঃ॥ ৪১
যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ। জ্ঞাতিদ্রোহস্য পাপস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ৪২
স্বসম্পদাঞ্চ হানিঞ্চ যদি রাজেন্দ্র মন্যসে। সর্ব্বাবস্থা চ সমভাং কেষাং যাতি চ সর্ব্বদা॥ ৪৩
ব্রহ্মণশ্চ তিরোভাবো লয়ে প্রাকৃতিকে সদা। আবির্ভাবঃ পুনস্তস্য প্রভাবাদীশ্বরেচ্ছয়া॥ ৪৪
জ্ঞানবৃদ্ধিশ্চ তপসা স্মৃতিলোপশ্চ নিশ্চিতম্। করোতি সৃষ্টিং জ্ঞানেন স্রষ্টা সোঽপি ক্রমেণ চ॥ ৪৫
পরিপূর্ণতমো ধর্ম্মঃ সত্যে সত্যাশ্রয়ে সদা। ত্রিভাগঃ সোঽপি ত্রেতায়াং দ্বিভাগো দ্বাপরে স্মৃতঃ॥ ৪৬
একভাগঃ কলৌ পূর্ব্বং তদংশশ্চ ক্রমেণ চ। কলামাত্রং কলেঃ শেষে কুহ্বাং চন্দ্রকলা যথা॥ ৪৭
যাদৃক্ তেজো রবের্গ্রীষ্মে ন তাদৃক্ শিশিরে পুনঃ। দিনেষু যাদৃঙ্ মধ্যাহ্নে সায়ং প্রাতর্ন তৎসমম্॥ ৪৮
উদয়ং যাতি কালেন বালতাঞ্চ ক্রমেণ চ॥ ৪৯
প্রকাণ্ডতাঞ্চ তৎপশ্চাৎ কালেঽস্তং পুনরেতি সঃ। দিনে প্রচ্ছন্নতাং যাতি কালেন দুর্দ্দিনে ঘনে॥ ৫০
রাহুগ্রস্তে কম্পিতশ্চ পুনরেব প্রসন্নতাম্। পরিপূর্ণতমশ্চন্দ্র পূর্ণিমায়াঞ্চ জায়তে॥ ৫১
তাদৃশো ন ভবেন্নিত্যং ক্ষয়ং যাতি দিনে দিনে। পুনশ্চ পুষ্টিমায়াতি পরং কুহ্বাং দিনে দিনে॥ ৫২
সম্পদ্‌যুক্তঃ শুক্লপক্ষে কৃষ্ণে ম্লানশ্চ যক্ষ্মণা। রাহুগ্রস্তে দিনে ম্লানো দুর্দ্দিনে ন বিরোচতে॥ ৫৩
কালে চন্দ্রো ভবেচ্ছুক্লো ভ্রষ্টশ্রীঃ কালভেদতঃ। ভবিষ্যতি বলিশ্চেন্দ্রো ভ্রষ্টশ্রীঃ সুতলেঽধুনা॥ ৫৪

ভারতক্ষেত্রে রাধিকার শাপে দানবেশ্বর হইয়াছ এবং তুমিও বৈষ্ণব; কিন্তু বৈষ্ণব ব্যক্তি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয়ই তুচ্ছ-বলিয়া জ্ঞান করেন। অধিক কি, তাঁহাদিগকে কেবল হরিসেবা ভিন্ন হরির সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য, সামীপ্য ও ঐক্য পর্য্যন্ত দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণবের নিকটে ইন্দ্রত্ব-কুবেরত্বের কথা দূরে থাক্, ব্রহ্মত্ব-অমরত্ব পর্য্যন্ত সামান্য তুচ্ছ পদার্থ। রাজন্! তবে কি কারণে পরম কৃষ্ণভক্ত তোমারও,—দেবতাদিগের ভ্রমাত্মক বিষয়ে এতাদৃশ আগ্রহ? এক্ষণে তুমি তাঁহাদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া আমার প্রীতি সম্পাদন কর। তুমি সুখে স্বরাজ্য পালন কর; দেবগণও স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠান করুন। তোমরা সকলেই কশ্যপের বংশজ;—সুতরাং পরস্পর ভ্রাতৃবিরোধ কর্ত্তব্য নহে। ৩৯-৪১

দেখ, ব্রহ্মহত্যাদি যত কিছু পাপ আছে, কোন পাপই জ্ঞাতিদ্রোহের ষোড়শ ভাগের একভাগও নহে। রাজেন্দ্র। যদি তাহাতে সম্পদের কিঞ্চিৎ হানি বোধ কর, তবে ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, সকল অবস্থা সমভাবে অতীত হয় না; দেখ, প্রাকৃতিক লয়ে ব্রহ্মারও তিরোভাব এবং পুনরায় ঈশ্বরের ইচ্ছায় আবির্ভাব হইয়া থাকে; পরে তিনি জ্ঞানবলে ক্রমে সমুদয় সৃষ্টি করেন। কিন্তু জীবগণের জ্ঞান, বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি নিশ্চয়ই পূর্ব্বকৃত তপস্যার অধীন হইয়া থাকে। আরও দেখ, সত্যাশ্রয় ধর্ম্ম সত্যযুগে সর্ব্বদা পরিপূর্ণতম, ত্রেতায় সেই ধর্ম্মই ত্রিভাগ, দ্বাপরে দ্বিভাগ ও কলির পূর্ব্বে একভাগ মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। আবার ক্রমে তাহারও হ্রাস হওয়ায় কলির শেষে অমাবস্যায় চন্দ্রকলার ন্যায় তাহার কলামাত্র বিদ্যমান থাকে। আর সূর্য্যের,—গ্রীষ্মকালে যেরূপ তেজ, শিশির কালে সেরূপ থাকে না, এবং মধ্যাহ্নে যে প্রকার—সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে তাহা অপেক্ষা যথেষ্ট হীন হয়। সেই সূর্য্যদেব কালে উদিত হইয়া কালক্রমে বালতা ও প্রকাণ্ডতা লাভ করিয়া আবার কালেই অস্তমিত হন এবং তিনিই কালনিয়মে মেঘান্ধকারদিনে অদৃশ্য ও রাহুগ্রাসে পতিত এবং পুনরায় কালক্রমে প্রসন্ন হইয়া থাকেন। এইরূপ চন্দ্র,—পূর্ণিমার দিন যেরূপ পূর্ণাবয়ব হন, সেইরূপ নিত্য নহেন, প্রত্যুত প্রতিদিনই ক্ষয় প্রাপ্ত হন; আবার অমাবস্যা গত হইলে ঐরূপ দিন দিন পুষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি নিরন্তর এই প্রকার শুক্লপক্ষে সম্পদ্‌যুক্ত ও কৃষ্ণপক্ষে যক্ষ্মারোগ-বশে ম্লান হইতেছেন। আবার সম্পৎসময়েই কালবশত রাহুগ্রাস ও মেঘান্ধকার উপস্থিত হইলে ম্লান হন। এইরূপ ইন্দ্রও কালে সম্পৎশালী ও কালভেদেই পুনর্ব্বার ভ্রষ্টশ্রী হইয়া থাকেন। আর বলিরাজ এক্ষণে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া সুতলে বাস করিতেছেন, আবার তিনিই এককালে ইন্দ্র হইবেন। ৪২-৫৪

১। ভ্রাতাবিরোধেন।

কালেন পৃথ্বী শস্যাঢ্যা সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা। কালে জলে নিমগ্না সা তিরোভূতাম্বু-বিপ্লুতা ॥ ৫৫
কালে নশ্যন্তি বিশ্বানি প্রভবন্ত্যেব কালতঃ। চরাচরাশ্চ কালেন নশ্যন্তি প্রভবন্তি চ ॥ ৫৬
ঈশ্বরস্যৈব সমতা ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। অহং মৃত্যুঞ্জয়ো যস্মাদসংখ্যং প্রাকৃতং লয়ম্ ॥ ৫৭
অদর্শঞ্চাপি দ্রক্ষ্যামি বারংবারং পুনঃ পুনঃ। স চ প্রকৃতিরূপশ্চ স এব পুরুষঃ স্মৃতঃ।
স চাত্মা স চ জীবশ্চ নানারূপধরঃ পরঃ॥ ৫৮
করোতি সততং যো হি তন্নামগুণকীর্ত্তনম্। কালে মৃত্যুং স জয়তি জন্ম রোগং ভয়ং জরাম্ ॥ ৫৯
স্রষ্টা কৃতো বিধিস্তেন পাতা বিষ্ণুঃ কৃতো ভবেৎ। অহং কৃতশ্চ সংহর্ত্তা বয়ং বিষয়িণঃ কৃতাঃ ॥ ৬০
কালাগ্নিরুদ্রং সংহারে নিযোজ্য বিষয়ে নৃপ। অহং করোমি সততং তন্নামগুণকীর্ত্তনম্ ॥ ৬১
তেন মৃত্যুঞ্জয়োঽহঞ্চ জ্ঞানেনানেন নির্ভয়ঃ। মৃত্যুর্ম্মৃত্যুভয়াৎ যাতি বৈনতেয়াদিবোরগাঃ ॥ ৬২
ইত্যুক্ত্বা স চ সর্ব্বেশঃ সর্ব্বভাবনতৎপরঃ। বিররাম চ শম্ভুশ্চ সভামধ্যে চ নারদ ॥ ৬৩
রাজা তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রশশংস পুনঃ পুনঃ। উবাচ মধুরং দেবং পরং বিনয়পূর্ব্বকম্ ॥ ৬৪

শঙ্খচূড় উবাচ—

ত্বয়া যৎ কথিতং দেব নান্যথা বচনং স্মৃতম্। তথাপি কিঞ্চিদ্ যাথার্থ্যং শ্রূয়তাং মন্নিবেদনম্ ॥ ৬৫
জ্ঞাতিদ্রোহে মহৎ পাপং ত্বয়োক্তমধুনা চ যৎ। গৃহীত্বা তস্য সর্ব্বস্বং কৃতঃ প্রস্থাপিতো বলিঃ ॥ ৬৬
ময়া সমুদ্ধৃতং সর্ব্বমৃদ্ধৈশ্বর্য্যমীশ্বর। সুতলাচ্চ সমুদ্ধর্ত্তুং নালং তত্র গদাধরঃ ॥ ৬৭
সভ্রাতৃকো হিরণ্যাক্ষঃ কথং দেবৈশ্চ হিংসিতঃ। শুম্ভাদয়শ্চাসুরাশ্চ কথং দেবৈর্নিপাতিতাঃ ॥ ৬৮
পুরা সমুদ্রমথনে পীযূষং ভক্ষিতং সুরৈঃ। ক্লেশভাজো বয়ং তত্র তে সর্ব্বে ফলভোগিনঃ ॥ ৬৯
ক্রীড়াভাণ্ডমিদং বিশ্বং প্রকৃতেঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৭০
যস্মৈ যত্র স দদাতি তস্যৈশ্বর্য্যং ভবেত্তদা। দেবদানবয়োর্ব্বাদঃ শশ্বন্নৈমিত্তিকঃ সদা ॥ ৭১
পরাজয়ো জয়স্তেষাং কালেঽস্মাকং ক্রমেণ চ। তদাবয়োর্ব্বিরোধে বাগমনং নিষ্ফলং পরম্ ॥ ৭২
সমসম্বন্ধিনো বন্ধোরীশ্বরস্য মহাত্মনঃ। ইয়ং তে মহতী লজ্জা যুদ্ধেঽস্মাভিঃ সহাধুনা।
জয়ে ততোঽধিকা কীর্ত্তির্হানিশ্চৈব পরাজয়ে ॥ ৭৩

এইরূপ, বসুন্ধরা পৃথিবী কালে শস্যপূর্ণা ও সকলের আধার হইয়াও পুনরায় বিপদ্ বশত জলনিমগ্না ও তিরোভূতা হন। সচরাচর সমুদয় বিশ্বই কালে উৎপন্ন ও কালেই বিলীন হয়, কেবল পরমাত্মা ব্রহ্মই সর্ব্বদা সমান অবস্থায় বিদ্যমান। যে ব্রহ্মের প্রসাদে আমি মৃত্যুঞ্জয় হইয়া অসংখ্য প্রাকৃতিক লয় দর্শন করিয়াছি ও বারংবার করিব, সেই ব্রহ্মই নানারূপধারী ; তিনিই প্রকৃতি, তিনিই পুরুষ, তিনিই আত্মা ও তিনিই জীব। যে ব্যক্তি নিরন্তর তাঁহার নাম ও গুণ কীর্ত্তন করেন, তিনি,—মৃত্যু, কাল, জন্ম, রোগ ও জরাভয় জয় করিয়া থাকেন ; তিনিই ব্রহ্মাকে স্রষ্টা, বিষ্ণুকে পালক ও আমাকে সংহর্ত্তা করায়, আমরা বিষয়ী হইয়াছি। কিন্তু রাজন্! আমি কালাগ্নিরুদ্রকে সেই সংহার বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া নিরন্তর তাঁহারই নাম ও গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকি। সেই নিমিত্ত আমি জ্ঞানবলে মৃত্যুঞ্জয় হইয়া নির্ভয় হইয়াছি। অধিক কি, গরুড়কে দেখিয়া উরগের ন্যায়,—মৃত্যু আমাকে দেখিয়া পলায়ন করে। হে নারদ! সেই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বভাবন মহাদেব সভামধ্যে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, দানবরাজ পুনঃপুনঃ তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিয়া দেবাধিদেব মহাদেবকে বিনয়পূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন। ৫৫-৬৪

দেব! আপনি যাহা কহিলেন, সমুদয় সত্য—কিছুই মিথ্যা নহে ; কিন্তু তথাপি আপনার নিকট আমি কিঞ্চিৎ যথার্থ নিবেদন করিব, শ্রবণ করিতে হইবে। আপনি এই মাত্র কহিলেন, যে, জ্ঞাতিদ্রোহ মহাপাপ। ভাল, যদি তাহাই হইবে, তবে কি জন্য সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া বলিরাজকে পাতালে প্রেরণ করা হইল? হে ঈশ্বর! সেই গদাধরও যাহা উদ্ধার করিতে অসমর্থ, আমি সুতল হইতে সেই সমস্ত উত্তম ঐশ্বর্য্য বহুযত্নে উদ্ধার করিয়াছি। আর দেখুন দেখি, দেবগণ কি কারণে সভ্রাতৃক হিরণ্যাক্ষ, ও শুম্ভাদি অসুরগণকে সংহার করিলেন? অধিক কি, পূর্ব্বে সমুদ্র-মন্থন-সময়ে সুরগণ অমৃত ভোজন করিলেন, আর আমরা কেবল ক্লেশের ভাগী হইলাম। দেব! এই বিশ্ব, মূল প্রকৃতিরূপী পরমাত্মার ক্রীড়াভাণ্ড, তিনি যে সময় যাহাকে যে প্রকার ঐশ্বর্য্য দান করেন, তিনি সেই সময় সেইরূপ ঐশ্বর্য্যের ভাগী হন। বারংবার দেব দানবগণের পরস্পর বিবাদ সেই দৈববশতই হইয়া থাকে, কিন্তু উভয়েরই জয়-পরাজয় কালক্রমে ঘটিতেছে। যাহাই হউক, আমাদিগের এই বিরোধে আপনার আগমন নিষ্ফল ; কারণ, আপনি মহাত্মা ঈশ্বর এবং আমার আত্মীয় ও বন্ধু। ইহাই আপনার প্রথমত লজ্জার বিষয় যে,—আপনি এক্ষণে আমাদিগের সহিত স্পর্দ্ধা করেন এবং সমরে পরাজয় ঘটিলে ইহা অপেক্ষা

ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য চ ত্রিলোচনঃ। যথোচিতমুত্তরং তমুবাচ দানবেশ্বরম্ ॥ ৭৪

মহাদেব উবাচ—

যুষ্মাভি র্মহাযুদ্ধে মে ব্রহ্মবংশসমুদ্ভবৈঃ। কা লজ্জা মহতী রাজন্নকীর্ত্তির্ব্বা পরাজয়ে ॥ ৭৫
যুদ্ধমাদৌ হরেরেব মধুনা কৈটভেন চ। হিরণ্যকশিপোশ্চৈব সহ তেনাত্মনা নৃপ।
হিরণ্যাক্ষস্য যুদ্ধঞ্চ পুনস্তেন গদাভৃতা ॥ ৭৬
ত্রিপুরৈঃ সহ যুদ্ধঞ্চ ময়াপি চ পুরা কৃতম্ ॥ ৭৭
সর্ব্বেশ্বর্য্যাঃ সর্ব্বমাতুঃ প্রকৃত্যাশ্চ বভূব হ। সহ শুম্ভাদিভিঃ পূর্ব্বং সমরঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥ ৭৮
পার্ষদপ্রবরস্ত্বঞ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৭৯
যে যে হতাশ্চ দৈতেয়া ন হি কেঽপি ত্বয়া সমাঃ। কা লজ্জা মহতী রাজন্ মম যুদ্ধে ত্বয়া সহ ॥ ৮০
সুরাণাং শরণস্যৈব প্রেষিতশ্চ হরেরহো। দেহি রাজ্যঞ্চ দেবানামিতি মে নিশ্চিতং বচঃ।
যুদ্ধং বা কুরু মৎসার্দ্ধং বাগ্ব্যয়ে কিং প্রয়োজনম্ ॥ ৮১
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করস্তত্র বিররাম চ নারদ। উত্তস্থৌ শঙ্খচূড়শ্চ হ্যমাত্যৈঃ সহ সত্বরম্ ॥ ৮২

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে শঙ্খচূড়-শঙ্কর-সমাগমো নাম
একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

অধিক লজ্জা ও অকীর্ত্তি হইবে। ত্রিলোচন শঙ্খচূড়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক যথোচিত সুমধুর বাক্যে দানবেশ্বরকে কহিলেন। ৬৫-৭৪

রাজন্! তোমরা ব্রহ্মবংশোৎপন্ন—তোমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিলে আমার মহতী লজ্জাই কি? দেখ, সর্ব্বাগ্রে মধুকৈটভ ও পরে হিরণ্যকশিপুর সহিত পরমাত্মা হরিরও যুদ্ধ হইয়াছিল এবং পুনর্ব্বার সেই গদাধরের সহিত হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ হয়। আর আমিও পূর্ব্বে ত্রিপুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম। আরও দেখ, পূর্ব্বে যিনি সকলের ঈশ্বরী ও সকলের মাতা, সেই প্রকৃতিদেবীরও শুম্ভাদির সহিত অতি আশ্চর্য্য সংগ্রাম হইয়াছিল। বিশেষত এই সকল সংগ্রামে যে সকল দৈত্য নিহত হইয়াছে, তাহারা কেহই তোমার সমান নহে; যেহেতু তুমি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ পার্ষদ। তোমার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে আমার লজ্জা কি? হে রাজন্! দেবগণ শরণাপন্ন হওয়ায় আমি হরিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। আমার তোমার ন্যায় মহতের সহিত যুদ্ধে দৈবাৎ পরাজয় হইলে অকীর্ত্তিই বা কি? দেবগণের রক্ষাকর্ত্তা হরি,—আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। সে যাই হউক, এক্ষণে বৃথা বাক্য-ব্যয়ে প্রয়োজন নাই, হয় দেবগণকে রাজ্য দাও, আর না হয় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, ইহাই আমার স্থির বাক্য জানিও। হে নারদ! ভগবান্ শঙ্কর এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, শঙ্খচূড় অতি-শীঘ্র অমাত্যগণের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন। ৭৫-৮২

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে শঙ্কর ও শঙ্খচূড়ের সমাগমবৃত্তান্ত নামক
একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

শিবং প্রণম্য শিরসা দানবেন্দ্রঃ প্রতাপবান্। সমারুরোহ যানঞ্চ সহামাত্যৈঃ স সত্বরঃ ॥ ১
শিবঃ স্বসৈন্যং দেবাংশ্চ প্রেরয়ামাস সত্বরম্। দানবেন্দ্রঃ সসৈন্যশ্চ যুদ্ধারম্ভো[১] বভূব হ ॥ ২
স্বয়ং মহেন্দ্রো যুযুধে সার্দ্ধঞ্চ বৃষপর্ব্বণা। ভাস্করো যুযুধে বিপ্রচিত্তিনা সহ সত্বরঃ ॥ ৩
দম্ভেন সহ চন্দ্রশ্চ চকার পরমং রণম্। কালস্বরেণ কালশ্চ গোকর্ণেন হুতাশনঃ ॥ ৪
কুবেরঃ কালকেয়েন বিশ্বকর্ম্মা ময়েন চ। ভয়ঙ্করেণ মৃত্যুশ্চ সংহারেণ যমস্তথা ॥ ৫
বিকঙ্কণেন বরুণশ্চঞ্চলেন সমীরণঃ। বুধশ্চ ধৃতপৃষ্ঠেন রক্তাক্ষেণ শনৈশ্চরঃ ॥ ৬
জয়ন্তো রত্নসারেণ বসবো বর্চ্চসাং গণৈঃ। অশ্বিনৌ চ দীপ্তিমতা ধূম্রেণ নলকূবরঃ ॥ ৭
ধুরন্ধরেণ ধর্ম্মশ্চ উষাক্ষেণ চ মঙ্গলঃ। শোভাকরেণ বৈ ভানুঃ পিঠরেণ চ মন্মথঃ ॥ ৮
গোধামুখেন চূর্ণেন খড়্গেন চ ধ্বজেন চ। কাঞ্চীমুখেন পিণ্ডেন ধূম্রেণ সহ নন্দিনা ॥ ৯
বিশ্বেন চ পলাশেনাদিত্যাদ্যা যুযুধুঃ পরে। একাদশ চ রুদ্রা বৈ একাদশ ভয়ঙ্করৈঃ ॥ ১০
মহামারী চ যুযুধে চোগ্রচণ্ডাদিভিঃ সহ। নন্দীশ্বরাদয়ঃ সর্ব্বে দানবানাং গণৈঃ সহ ॥ ১১
যুযুধুশ্চ মহাযুদ্ধে প্রলয়েঽপি ভয়ঙ্করে। বটমূলে চ শম্ভুশ্চ তস্থৌ কাল্যা সুতেন চ।
সর্ব্বে চ যুযুধুঃ সৈন্যসমূহাঃ সততং মুনে ॥ ১২
রত্নসিংহাসনে রম্যে কোটিভির্দানবৈঃ সহ। উবাস শঙ্খচূড়শ্চ রত্নভূষণভূষিতঃ ॥ ১৩
শঙ্করস্য চ যে যোধা দানবৈশ্চ পরাজিতাঃ ॥ ১৪
দেবাশ্চ দুদ্রুবুঃ সর্ব্বে ভীতাশ্চ ক্ষতবিগ্রহাঃ। চকার কোপং স্কন্দশ্চ দেবেভ্যশ্চাভয়ং দদৌ ॥ ১৫
বলঞ্চ স্বগণানাঞ্চ বর্দ্ধয়ামাস তেজসা। সোঽয়মেকশ্চ যুযুধে দানবানাং গণৈঃ সহ।
অক্ষৌহিণীনাং শতকং সমরে চ জঘান সঃ ॥ ১৬
অসুরান্ পাতয়ামাস কালী কমললোচনা। পপৌ রক্তং দানবানামতিক্রুদ্ধা ততঃ পরম্ ॥ ১৭

নারায়ণ কহিলেন, অনন্তর প্রতাপবান দানবরাজ, অবনত মস্তকে মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক শীঘ্র অমাত্যগণের সহিত যানারোহণে গমন করিলেন। তখন শিব, সত্বর হইয়া নিজ সৈন্য ও দেবগণকে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলে দানবরাজ সসৈন্যে সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। স্বয়ং দেবরাজ বৃষপর্ব্বার সহিত ও ভাস্কর বিপ্রচিত্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্র দম্ভের সহিত, কাল কালেশ্বরের সহিত, হুতাশন গোকর্ণের সহিত, কুবের কালকেয়ের সহিত, বিশ্বকর্ম্মা ময়ের সহিত, মৃত্যু ভয়ঙ্করের সহিত, যম সংহারের সহিত, বরুণ বিকঙ্কণের সহিত, সমীরণ চঞ্চলের সহিত, বুধ ধৃতপৃষ্ঠের সহিত এবং শনৈশ্চর রক্তাক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে জয়ন্ত রত্নসারের সহিত, বসুগণ বর্চ্চোগণের সহিত, অশ্বিনীকুমারদ্বয় দীপ্তিমানের সহিত, নলকূবের ধূম্রের সহিত, ধর্ম্ম ধুরন্ধরের সহিত, মঙ্গল উষাক্ষের সহিত, ভৌম শোভাকরের সহিত, মন্মথ পীঠরের সহিত, এবং আদিত্যগণ গোধামুখ, চূর্ণ, খড়্গ, ধ্বজ, কাঞ্চীমুখ, পিণ্ড, ধূম্র, নন্দী, বিশ্ব ও পলাশ নামক দৈত্যের সহিত, আর একাদশ মহারুদ্র একাদশ ভয়ঙ্কর দানবের সহিত ভয়ঙ্কর সমর করিতে লাগিলেন। ১-১০

সেই প্রলয়তুল্য ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধে দৈত্যপক্ষীয় মহামারী উগ্রচণ্ডাদি দেবতার সহিত ও নন্দীশ্বরাদি সকলে অন্যান্য দানবের সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন ভগবান শম্ভু—কালিকাদেবী ও পুত্র কার্ত্তিকেয়ের সহিত বটমূলে অবস্থিত রহিলেন। হে মুনে! সেই সময় উভয় পক্ষীয় সৈন্যসমূহই নিরন্তর যুদ্ধ করিতে লাগিল। শঙ্খচূড় রত্নভূষণে ভূষিত হইয়া কোটি দানবগণের সহিত রমণীয় রত্ন-সিংহাসনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে শঙ্করের সমস্ত যোধগণ যুদ্ধে পরাজিত হইল। দেবগণ সকলে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন স্কন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া দেবগণকে অভয় দান করিলেন এবং নিজতেজে স্বীয়গণের বল বৃদ্ধি করিয়া, স্বয়ং অসংখ্য দানবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া একাকী তাহাদিগের শত অক্ষৌহিণী সৈন্য বিনষ্ট করিলেন। কমললোচনা কালিকা দেবী

১। যুদ্ধারম্ভে।

দশলক্ষং গজেন্দ্রাণাং শতলক্ষঞ্চ কোটিশঃ। সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ লীলয়া ॥ ১৮
কবন্ধানাং সহস্রঞ্চ ননর্ত্ত সমরে মুনে ॥ ১৯
স্কন্দস্য শরজালেন দানবাঃ ক্ষতবিগ্রহাঃ। ভীতাশ্চ দুদ্রুবুঃ সর্ব্বে মহারণপরাক্রমাঃ ॥ ২০
বৃষপর্ব্বা বিপ্রচিত্তির্দম্ভশ্চাপি বিকঙ্কণঃ। স্কন্দেন সার্দ্ধং যুযুধুস্তে সর্ব্বে বিক্রমেণ চ ॥ ২১
মহামারী চ যুযুধে ন বভূব পরাঙ্মুখী। বভূবুস্তে চ সংক্ষুব্ধাঃ স্কন্দস্য শক্তিপীড়িতাঃ ॥ ২২
ন দুদ্রুবুর্ভয়াৎ স্বর্গে পুষ্পবৃষ্টির্বভূব হ। স্কন্দস্য সমরং দৃষ্ট্বা মহারুদ্রং সমুল্বণম্ ॥ ২৩
দানবানাং ক্ষয়করং যথা প্রাকৃতিকো লয়ঃ। রাজা বিমানমারুহ্য চকার বাণবর্ষণম্ ॥ ২৪
নৃপস্য শরবৃষ্টিশ্চ ঘনস্য বর্ষণং যথা। মহাঘোরান্ধকারশ্চ বহ্ন্যুত্থানং বভূব চ ॥ ২৫
দেবাঃ প্রদুদ্রুবুঃ সর্ব্বেঽপ্যন্যে নন্দীশ্বরাদয়ঃ। এক এব কার্ত্তিকেয়স্তস্থৌ সমরমূর্দ্ধনি ॥ ২৬
পর্ব্বতানাঞ্চ সর্পাণাং শিলানাং শাখিনাং তথা। নৃপশ্চকার বৃষ্টিঞ্চ দুর্ব্বারাঞ্চ ভয়ঙ্করীম্ ॥ ২৭
নৃপস্য শরবৃষ্ট্যা চ প্রহিতঃ শিবনন্দনঃ। নীহারেণ চ সান্দ্রেণ প্রহিতো ভাস্করো যথা ॥ ২৮
ধনুশ্চিচ্ছেদ স্কন্দস্য দুর্ব্বহঞ্চ ভয়ঙ্করঃ। বভঞ্জ চ রথং দিব্যং চিচ্ছেদ রথপীঠকান্ ॥ ২৯
ময়ূরং জর্জ্জরীভূতং দিব্যাস্ত্রেণ চকার সঃ। শক্তিং চিক্ষেপ সূর্য্যাভাং তস্য বক্ষস্য ঘাতিনীম্ ॥ ৩০
ক্ষণং মূর্চ্ছাঞ্চ সম্প্রাপ বভূব চেতনঃ পুনঃ। গৃহীত্বা তদ্ধনুর্দিব্যং যদ্দত্তং বিষ্ণুনা পুরা ॥ ৩১
রত্নেন্দ্রসার-নির্ম্মাণং যানমারুহ্য কার্ত্তিকঃ। শস্ত্রাস্ত্রঞ্চ গৃহীত্বা চ চকার রণমুল্বণম্ ॥ ৩২
সর্পাংশ্চ পর্ব্বতাংশ্চৈব বৃক্ষাংশ্চ প্রস্তরাংস্তথা। সর্ব্বাংশ্চিচ্ছেদ কোপেন দিব্যাস্ত্রেণ শিবাত্মজঃ ॥ ৩৩
বহ্নিং নির্ব্বাপয়ামাস পার্জ্জন্যেন প্রতাপবান্। রথং ধনুশ্চ চিচ্ছেদ শঙ্খচূড়স্য লীলয়া ॥ ৩৩
সন্নাহং সারথিঞ্চৈব কিরীটং মুকুটোজ্জ্বলম্। চিক্ষেপ শক্তিং শুক্লাভাং দানবেন্দ্রস্য বক্ষসি ॥ ৩৫
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ্য রাজা চ চেতনশ্চ বভূব হ। আরুরোহ যানমন্যদ্ধনুর্জগ্রাহ সত্বরঃ ॥ ৩৬
চকার শরজালঞ্চ মায়য়া মায়িনাং বরঃ। গুহং চচ্ছাদ সমরে শরজালেন নারদ ॥ ৩৭

হস্তস্থিত খর্পর পাতিত করিয়া তাহা দ্বারা দানবগণের রুধির পান করিতে লাগিলেন এবং অতিক্রুদ্ধা হইয়া অবলীলাক্রমে এক হস্ত দ্বারা শত খর্পর, দশ লক্ষ বৃহৎ হস্তী ও শত লক্ষ অশ্ব আকর্ষণপূর্ব্বক আপনার মুখে নিক্ষেপ করিলেন। হে মুনিবর। তখন সহস্র কবন্ধ উঠিয়া সেই সমর-মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিল। ১১-১৯

অনন্তর স্কন্দের শরজালে মহারণ-পরাক্রম দানবসকল ভীত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। পরে বৃষপর্ব্বা, বিপ্রচিত্তি, দম্ভ ও বিকঙ্কণ ইহারা সকলে যথাক্রমে কার্ত্তিকেয়ের সহিত সমরে অবতরণ করিলে, মহামারীও অপরাঙ্মুখী হইয়া সমর করিতে লাগিলেন। তখন বৃষপর্ব্বাদি দানব চতুষ্টয়, কুমারের শক্তিঘাতে সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু কেহই ভয়ে পলায়ন করিল না। তখন সেই ভয়ঙ্কর সমরক্ষেত্রে কুমারের মস্তকোপরি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। তৎপর দানবরাজ, প্রাকৃতিক লয়ের ন্যায় দানব-ক্ষয়কর কুমারের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম দেখিয়া বিমানারোহণপূর্ব্বক শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মেঘের জলবর্ষণের ন্যায় ভূপতির শরবর্ষণে ভয়ঙ্কর অন্ধকার ও অগ্নি উত্থিত হইল। তখন সমুদয় দেবগণ ও নন্দীশ্বরাদি পলায়ন করিলে, কেবল একাকী কার্ত্তিকেয়ই সম্মুখ সমরে অবস্থিত রহিলেন। দানবরাজও নিরন্তর দুর্ব্বার, ভয়ঙ্কর পর্ব্বত, সর্প, শিলা ও বৃক্ষবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। শিবনন্দন দানবরাজের শরবর্ষণে প্রচ্ছন্ন হইয়া ঘন নীহারিকাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শঙ্খচূড় কুমারের রথ ভগ্ন এবং দুর্ব্বহ ভয়ঙ্কর চাপ ও রথপীঠ ছেদনপূর্ব্বক দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাঁহার বাহন ময়ূরকে জর্জ্জরীভূত করিলেন এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে সূর্য্যসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট এক দুর্নিবার শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ২০-৩০

অনন্তর কুমার ক্ষণকাল মূর্চ্ছার পর চেতনা লাভ করিয়া বিষ্ণুদত্ত দিব্য ধনু গ্রহণ করিলেন এবং উৎকৃষ্ট রত্নগঠিত যানে আরোহণ করিয়া, নানাপ্রকার শস্ত্রাস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন শিবাত্মজ ক্রুদ্ধ হইয়া দিব্যাস্ত্র দ্বারা দানব-নিক্ষিপ্ত সর্প, পর্ব্বত, বৃক্ষ ও প্রস্তরাদি সমুদয় অস্ত্র ছেদন করিলেন। প্রতাপবান কুমার পার্জ্জন্যাস্ত্রে বহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া অবলীলাক্রমে শঙ্খচূড়ের ধনুঃ রথ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এবং রত্ন-কিরীট মুকুটোজ্জ্বল বর্ম্মধারী সারথিকে বিনষ্ট করিয়া দানবেন্দ্রের হৃদয়ে উল্কার ন্যায় এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। পরে দানবরাজ মূর্চ্ছান্তে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ত্বরায় অন্য যানারোহণ পূর্ব্বক অপর ধনুঃ গ্রহণ করিলেন। হে নারদ। সেই মায়াবিদগ্রগণ্য দৈত্যনাথ মায়াবলে শরজাল নির্ম্মাণ করিয়া তাহার দ্বারা সমরমধ্যে কুমারকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক শত সূর্য্যের ন্যায়

জগ্রাহ শক্তিমব্যগ্রাং শতসূর্য্যসমপ্রভাম্। প্রলয়াগ্নিশিখারূপাং বিষ্ণোশ্চ তেজসাবৃতাম্ ॥ ৩৮
চিক্ষেপ তাঞ্চ কোপেন মহাবেগেন কার্ত্তিকে। পপাত শক্তিস্তদ্গাত্রে বহ্নিরাশিরিবোজ্জ্বলা ॥ ৩৯
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ শক্ত্যা চ কার্ত্তিকেয়ো মহাবলঃ। কালী গৃহীত্বা ক্রোড়ে তং নিনায় শিবসন্নিধৌ ॥ ৪০
শিবস্তঞ্চাপি জ্ঞানেন জীবয়ামাস লীলয়া। দদৌ বলমনন্তঞ্চ সমুত্তস্থৌ প্রতাপবান্ ॥ ৪১
কালী জগাম সমরং রক্ষিতুং কার্ত্তিকস্য সা। বীরাস্তামনুজগ্মুশ্চ তে চ নন্দীশ্বরাদয়ঃ ॥ ৪২
সর্ব্বে দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসকিন্নরাঃ। বাদ্যভাণ্ডাশ্চ বহুশঃ শতশো মধুবাহকাঃ ॥ ৪৩
সা চ গত্বাথ সংগ্রামং সিংহনাদঞ্চকার চ। দেব্যাশ্চ সিংহনাদেন প্রাপুর্মূর্চ্ছাঞ্চ দানবাঃ ॥ ৪৪
অট্টাট্টহাসমশিবং চকার চ পুনঃ পুনঃ। হৃষ্টা পপৌ চ মাধ্বীকং ননর্ত্ত রণমূর্দ্ধনি ॥ ৪৫
উগ্রদংষ্ট্রা চোগ্রদণ্ডা কোটবী চ পপৌ মধু। যোগিনীডাকিনীনাঞ্চ গণাঃ সুরগণাদয়ঃ ॥ ৪৬
দৃষ্ট্বা কালীং শঙ্খচূড়ঃ শীঘ্রমাজৌ সমাযযৌ। দানবাশ্চ ভয়ং প্রাপু রাজা তেভ্যোঽভয়ং দদৌ ॥ ৪৭
কালী চিক্ষেপ বহ্নিঞ্চ প্রলয়াগ্নিশিখোপমম্। রাজা নির্ব্বাপয়ামাস পার্জ্জন্যেন চ লীলয়া ॥ ৪৮
চিক্ষেপ বারুণং সা চ তীব্রঞ্চ মহদদ্ভুতম্। গান্ধর্ব্বেণ চ চিচ্ছেদ দানবেন্দ্রশ্চ লীলয়া ॥ ৪৯
মাহেশ্বরং প্রচিক্ষেপ কালী বহ্নিশিখোপমম্। রাজা জঘান তং শীঘ্রং বৈষ্ণবেন চ লীলয়া ॥ ৫০
নারায়ণাস্ত্রং সা দেবী চিক্ষেপ মন্ত্রপূর্ব্বকম্। রাজা ননাম তদ্দৃষ্ট্বা চাবরুহ্য রথাদসৌ ॥ ৫১
ঊর্দ্ধং জগাম তচ্চাস্ত্রং প্রলয়াগ্নিশিখোপমম্। পপাত শঙ্খচূড়শ্চ ভক্ত্যা তং দণ্ডবদ্ভুবি ॥ ৫২
ব্রহ্মাস্ত্রং সা চ চিক্ষেপ যত্নতো মন্ত্রপূর্ব্বকম্। ব্রহ্মাস্ত্রেণ মহারাজো নির্ব্বাপঞ্চ চকার সঃ ॥ ৫৩
তদা চিক্ষেপ দিব্যাস্ত্রং সা দেবী মন্ত্রপূর্ব্বকম্। রাজা দিব্যাস্ত্রজালেন তন্নির্ব্বাণং চকার চ ॥ ৫৪
দেবী চিক্ষেপ শক্তিঞ্চ যত্নতো যোজনায়তাম্। রাজা দিব্যাস্ত্রজালেন শতখণ্ডাং চকার হ ॥ ৫৫
জগ্রাহ মন্ত্রপূতঞ্চ দেবী পাশুপতং রুষা। নিক্ষেপণং নিরোদ্ধুঞ্চ বাগ্ বভূবাশরীরিণী ॥ ৫৬
মৃত্যুঃ পাশুপতে নাস্তি নৃপস্য চ মহাত্মনঃ। যাবদস্তি চ মন্ত্রোঽস্য কবচঞ্চ হরেরিতি ॥ ৫৭

প্রভাবিশিষ্ট অপর এক অব্যর্থ শক্তি গ্রহণ করিলেন। ঐ শক্তি, বিষ্ণুতেজে ব্যাপ্ত থাকায় প্রলয়কালীন অগ্নিশিখার তুল্য শোভা পাইতে লাগিল। দৈত্যরাজ, কোপভরে মহাবেগে সেই শক্তি নিক্ষেপ করিবামাত্র কুমারের গাত্রে উজ্জ্বল বহ্নিরাশির ন্যায় পতিত হইল। মহাবল কার্ত্তিকেয়, শক্তি প্রভাবে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলে, কালিকাদেবী তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক শিবসন্নিধানে লইয়া গেলেন। ৩১-৪০

মহাদেব তাঁহাকে জ্ঞানবলে অবলীলাক্রমে জীবিত করিয়া অনন্ত বল দান করিলে, প্রতাপবান কার্ত্তিকেয় গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর স্বয়ং কালী সমরে গমন করিলেন এবং শিব কার্ত্তিককে রক্ষা করিতে লাগিলেন। নন্দীশ্বরাদি বীরগণ, সমুদয় দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, শতসংখ্য মধুবাহক ও বহুবিধ বাদ্যভাণ্ড তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল। দেবী সংগ্রামে গমনপূর্ব্বক সিংহনাদ করিলে দানবগণ সকলে মূর্চ্ছিত হইল। কালিকাদেবী বারংবার অমঙ্গলকর অট্টাট্টহাস্যপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে সমরমধ্যে মাধ্বীক পান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই সময় উগ্রচণ্ডা, উগ্রদংষ্ট্রা, কোটবী, ডাকিনী যোগিনীগণ ও সুরসমূহ সকলেই মধুপানে উন্মত্ত হইলেন। ৪১-৪৬

অনন্তর দানবরাজ ভয়ঙ্করী কালীকে দর্শন করিয়া অতিশীঘ্র সমরাবতরণপূর্ব্বক ভীত দানবগণকে অভয়দান করিলেন। তখন কালী প্রলয়াগ্নি-শিখাতুল্য আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ রাজা অবলীলাক্রমে তাহা পার্জ্জন্য অস্ত্রে নিবারণ করিলেন। তদ্দর্শনে কালী, অদ্ভুত ভয়ানক উগ্র বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে দানবরাজও অবলীলাক্রমে গান্ধর্ব্ব অস্ত্রে তাহা ব্যর্থ করিলেন। পুনরায় কালী অগ্নি-শিখাসদৃশ মাহেশ্বরাস্ত্র-ত্যাগ করিলেন, রাজা তাহাও ত্বরায় অবলীলাক্রমে বৈষ্ণবাস্ত্রে বিনষ্ট করিলে দেবী মন্ত্রপূর্ব্বক নারায়ণাস্ত্র ত্যাগ করিলেন। দানবরাজ তদ্দর্শনে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক নত হইলে, প্রলয়লাগ্নিশিখাসম সেই নারায়ণাস্ত্র ঊর্দ্ধগামী হইল ; তখন শঙ্খচূড় ভক্তিপূর্ব্বক দণ্ডবৎ ভূমিতলে নিপতিত হইলেন ; দেবীও যত্নপূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। পরে মহারাজ ব্রহ্মাস্ত্রবলে তাহা নির্ব্বাণ করিলে, কালিকাদেবী মন্ত্রপূর্ব্বক দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজা দিব্যাস্ত্রজালে তাহাও নির্ব্বাণ করিলে, দেবী যত্নপূর্ব্বক যোজনায়ত এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। তখন রাজাও দিব্য অস্ত্রজালে তাহা শতখণ্ড করিয়া ফেলিলে, দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া মন্ত্রপূত পাশুপতাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। সেই সময় দৈববাণী হইল। ৪৭-৫৬

দেবি ! উহা নিক্ষেপ করিবেন না ; কারণ মহাত্মা নৃপের পাশুপতাস্ত্রে মৃত্যু হইবে না ; যাবৎকাল উহাঁর কণ্ঠে হরিকবচ বিদ্যমান থাকিবে এবং যত দিন ঐ নৃপপত্নীর সতীত্ব বিনষ্ট না হয়, তাবৎকাল

যাবৎ সতীত্বমস্ত্যেব সত্যাশ্চ নৃপযোষিতঃ। তাবদস্য জরা মৃত্যুর্নাস্তীতি ব্রহ্মণো বচঃ ॥ ৫৮
ইত্যাকর্ণ্য ভদ্রকালী ন তচ্চিক্ষেপ শস্ত্রকম্। শতলক্ষং দানবানাং জগ্রাস লীলয়া ক্ষুধা ॥ ৫৯
গ্রস্তুং জগাম বেগেন শঙ্খচূড়ং ভয়ঙ্করী। দিব্যাস্ত্রেণ সুতীক্ষ্ণেন বারয়ামাস দানবঃ ॥ ৬০
খড়্গং চিক্ষেপ সা দেবী গ্রীষ্মসূর্য্যোপমং তথা। দিব্যাস্ত্রেণ দানবেন্দ্রঃ শতখণ্ডং চকার সঃ ॥ ৬১
পুনর্গ্রস্তুং মহাদেবী বেগেন চ জগাম তম্। সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরঃ শ্রীমান্ ববৃধে দানবেশ্বরঃ ॥ ৬২
বেগেন মুষ্টিনা কালী কোপযুক্তা ভয়ঙ্করী। বভঞ্জ চ রথং তস্য জঘান সারথিং সতী ॥ ৬৩
সা চ শূলঞ্চ চিক্ষেপ প্রলয়াগ্নিশিখোপমম্। বামহস্তেন জগ্রাহ শঙ্খচূড়ঃ স্বলীলয়া ॥ ৬৪
মুষ্ট্যা জঘান তং দেবী মহাকোপেন বেগতঃ। বভ্রাম চ তয়া দৈত্যঃ ক্ষণং মূর্চ্ছামবাপ চ ॥ ৬৫
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য সমুত্তস্থৌ প্রতাপবান্। ন চকার বাহুযুদ্ধং দেব্যা সহ ননাম তাম্ ॥ ৬৬
দেব্যাশ্চাস্ত্রং স চিচ্ছেদ জগ্রাহ চ স্বতেজসা। নাস্ত্রং চিক্ষেপ তাং ভক্তো মাতৃভক্ত্যা তু বৈষ্ণবঃ ॥ ৬৭
গৃহীত্বা দানবং দেবী ভ্রাময়িত্বা পুনঃ পুনঃ। ঊর্দ্ধঞ্চ প্রাপয়ামাস মহাবেগেন কোপিতা ॥ ৬৮
ঊর্দ্ধাৎ পপাত বেগেন শঙ্খচূড়ঃ প্রতাপবান্। নিপত্য চ সমুত্তস্থৌ প্রণম্য ভদ্রকালিকাম্ ॥ ৬৯
রত্নেন্দ্রসার-নির্ম্মাণং বিমানং সুমনোহরম্। আরুরোহ হর্ষযুক্তো ন বিশ্রান্তো মহারণে ॥ ৭০
দানবানাঞ্চ ক্ষতজং সা দেবী চ পপৌ ক্ষুধা। পীত্বা ভুক্ত্বা ভদ্রকালী জগাম শঙ্করান্তিকম্ ॥ ৭১
উবাচ রণবৃত্তান্তং পৌর্ব্বাপর্য্যং যথাক্রমম্। শ্রুত্বা জহাস শম্ভুশ্চ দানবানাং বিনাশনম্ ॥ ৭২
লক্ষঞ্চ দানবেন্দ্রাণামবশিষ্টং রণেঽধুনা। ভুঙ্‌ক্ত্যা নির্গতং বক্ত্রাত্তদন্যং ভুক্তমীশ্বর ॥ ৭৩
সংগ্রামে দানবেন্দ্রঞ্চ হন্তুং পাশুপতেন বৈ। অবধ্যস্তব রাজেতি বাগ্‌বভূবাশরীরিণী ॥ ৭৪
রাজেন্দ্রশ্চ মহাজ্ঞানী মহাবলপরাক্রমঃ। ন চ চিক্ষেপ ময্যস্ত্রং চিচ্ছেদ মম সায়কম্ ॥ ৭৫

ইতি দেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে দেবাসুর-পরাক্রম-বর্ণনং নাম
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

দানবেশ্বরের জরা বা মৃত্যু হইবে না, ব্রহ্মা এইরূপ বর দিয়াছেন। সতী ভদ্রকালী এইরূপ দৈববাণীশ্রবণে তাহা আর নিক্ষেপ করিলেন না। কিন্তু তখন ভয়ঙ্করী কালী ক্রোধান্বিতা হইয়া অবলীলায় শতলক্ষ দানবকে গ্রহণ করিয়া পরে শঙ্খচূড়কে গ্রাস করিবার জন্য বেগে ধাবিত হইলেন। দানবেশ্বরও সুতীক্ষ্ণ দিব্যাস্ত্রে তাঁহাকে নিবারণ করিলে, দেবী গ্রীষ্মকালীন-সূর্য্যতুল্য খড়্গ নিক্ষেপ করিলেন। পরে দানবেন্দ্র তাহাও দিব্যাস্ত্রে শত খণ্ড করিলে পুনরায় মহাদেবী তাঁহাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত অতিবেগে প্রধাবিত হইলেন। তখন সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর শ্রীমান্ দানবরাজ অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ভয়ঙ্করী কালিকাও কোপান্বিতা হইয়া অতিবেগে মুষ্টি-প্রহার দ্বারা তাঁহার রথ ভগ্ন ও সারথিকে বিনষ্ট করিয়া প্রলয়াগ্নি-শিখোপম এক শূল নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর শঙ্খচূড় অবলীলাক্রমে তাহা বামহস্ত দ্বারা গ্রহণ করিলে, দেবী মহাক্রোধভরে অতিবেগের সহিত তাঁহাকে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। তখন প্রতাপবান্ দৈত্য আঘাতব্যথায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ক্ষণেক মূর্চ্ছান্তে সংজ্ঞা লাভ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। দৈত্যরাজ দেবীর সহিত বাহুযুদ্ধ না করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক নিজবলে তাঁহার অস্ত্রসকল ছেদন ও গ্রহণ করিলেন এবং বৈষ্ণব শঙ্খচূড় মাতৃজ্ঞানে ভক্তি করিয়া তাঁহার উপর অস্ত্রক্ষেপ করিলেন না। ৫৭-৬৭

পরে দেবী দানবরাজাকে গ্রহণপূর্ব্বক ভ্রামিত করিয়া কোপবশত মহাবেগে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলে প্রতাপশালী শঙ্খচূড় বেগে ঊর্দ্ধ হইতে পতিত হইবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভদ্রকালীকে প্রণাম করিয়া সানন্দে উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত অপর মনোহর বিমানে আরোহণ করিলেন,—কিছুতেই সমর হইতে বিরত হইলেন না। তখন ভদ্রকালী ক্ষুধিত হইয়া দানবগণের বিপুল-মাংস-ভোজন ও রুধির-পান করিয়া শিবসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট যথাক্রমে সমুদয় পূর্ব্বাপর রণবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মহাদেব দানবগণের অদ্ভুত বিনাশনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলে, দেবী পুনরায় কহিলেন, নাথ। এক্ষণে সমর-ক্ষেত্রে ভূপতির সহিত একলক্ষমাত্র দানব অবশিষ্ট আছে, অপর সমস্ত ভোজন করিয়াছি। আমি সমরমধ্যে দানবনাথকে পাশুপতাস্ত্রে বিনষ্ট করিতে উদ্যতা হইলে, "রাজা তোমার বধ্য নহে," এইরূপ দৈববাণী হওয়ায় তাহা ত্যাগ করিলাম, রাজেন্দ্র মহাজ্ঞানী ও মহাবলপরাক্রম ; সে আমার উপর অস্ত্রক্ষেপ না করিয়া কেবল আমার নিক্ষিপ্ত অস্ত্রই ছেদন করিয়াছে। ৬৮-৭৫

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে দেবগণের সহিত শঙ্খচূড়ের পরাক্রম বর্ণন নামক
দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

শিবস্তত্ত্বং সমাকর্ণ্য তত্ত্বজ্ঞানবিশারদঃ। যযৌ স্বয়ঞ্চ সমরে স্বগণৈঃ সহ নারদ ॥ ১
শঙ্খচূড়ঃ শিবং দৃষ্ট্বা বিমানাদবরুহ্য চ। ননাম পরয়া ভক্ত্যা শিরসা দণ্ডবদ্ভুবি ॥ ২
তং প্রণম্য চ বেগেন বিমানমারুরোহ সঃ। তূর্ণং চকার সন্নাহং ধনুর্জ্জগ্রাহ দুর্ব্বহম্ ॥ ৩
শিবদানবয়োর্যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা। ন বভূবতুরন্যোন্যং ব্রহ্মন্ জয়পরাজয়ৌ ॥ ৪
ন্যস্তশস্ত্রশ্চ ভগবান্ ন্যস্তশস্ত্রশ্চ দানবঃ। রথস্থঃ শঙ্খচূড়শ্চ বৃষস্থো বৃষভধ্বজঃ ॥ ৫
দানবানাঞ্চ শতকমুদ্ধৃতঞ্চ বভূব হ। রণে যে যে মৃতাঃ শম্ভুর্জীবয়ামাস তান্ বিভুঃ ॥ ৬
এতস্মিন্নন্তরে বৃদ্ধব্রাহ্মণঃ পরমাতুরঃ। আগত্য চ রণস্থানমুবাচ দানবেশ্বরম্ ॥ ৭

বৃদ্ধব্রাহ্মণ উবাচ—

দেহি ভিক্ষাঞ্চ রাজেন্দ্র মহ্যং বিপ্রায় সাম্প্রতম্। ত্বং সর্ব্বসম্পদাং দাতা যন্মে মনসি বাঞ্ছিতম্ ॥ ৮
নিরীহায় চ বৃদ্ধায় তৃষিতায় চ সাম্প্রতম্। পশ্চাত্ত্বাং কথয়িষ্যামি পুরঃ সত্যঞ্চ কুর্ব্বিতি ॥ ৯
ওমিত্যুবাচ রাজেন্দ্রঃ প্রসন্নবদনেক্ষণঃ। কবচার্থী জনশ্চাহমিত্যুবাচাতিমায়য়া ॥ ১০
তচ্ছ্রুত্বা কবচং দিব্যং জগ্রাহ হরিরেব চ। শঙ্খচূড়স্য রূপেণ জগাম তুলসীং প্রতি ॥ ১১
গত্বা তস্য মায়য়া চ বীর্য্যাধানং চকার চ। অথ শম্ভুর্হরেঃ শূলং জগ্রাহ দানবং প্রতি ॥ ১২
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড-প্রলয়াগ্নিশিখোপমম্। দুর্নিবার্য্যঞ্চ দুর্দ্ধর্ষমব্যর্থং বৈরিঘাতকম্ ॥ ১৩
তেজসা চক্রতুল্যঞ্চ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রসারকম্। শিবকেশবয়োরন্য-দুর্ব্বহঞ্চ ভয়ঙ্করম্ ॥ ১৪
ধনুঃসহস্রং দৈর্ঘ্যেণ প্রস্থেন শতহস্তকম্। সজীবং ব্রহ্মরূপঞ্চ নিত্যরূপমনির্দ্দিশম্ ॥ ১৫
সংহর্ত্তুং সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডমলং যৎ স্বীয়লীলয়া। চিক্ষেপ তোলনং কৃত্বা শঙ্খচূড়ে চ নারদ ॥ ১৬
রাজা চাপং পরিত্যজ্য শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজম্। ধ্যানে চকার ভক্ত্যা চ কৃত্বা যোগাসনং ধিয়া ॥ ১৭

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! পরে তত্ত্বজ্ঞানবিশারদ শিব সমরতত্ত্ব অবগত হইয়া স্বগণের সহিত স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শঙ্খচূড়, শঙ্করকে অবলোকনমাত্র বিমান হইতে অবতরণপূর্ব্বক পরম ভক্তিসহকারে ভূমিতে পতিত হইয়াই বেগে বিমানে আরোহণ করিয়া ত্বরায় যুদ্ধপরিচ্ছদ ও দুর্ব্বহ ধনু ধারণ করিলেন। হে ব্রহ্মন্! অনন্তর পূর্ণ এক বৎসরকাল শিবদানবের যুদ্ধ হইল, তথাপি উভয়ের কাহারও জয় বা পরাজয় হইল না। ভগবান্ শিব ও দানব উভয়েই ন্যস্তশস্ত্র এবং শঙ্খচূড় রথারোহী ও বৃষধ্বজ বৃষারূঢ়। সেই মহারণে দানবগণের শত বীরমাত্র অবশিষ্ট রহিল; আর মহাদেব,—সকলকেই জীবিত করিলেন। অনন্তর বিষ্ণু—মহামায়াবলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণপূর্ব্বক রণস্থলে আগমন করিয়া দানবেশ্বরকে কহিতে লাগিলেন। ১-৭

হে রাজেন্দ্র! আমি ব্রাহ্মণ; এক্ষণে আমাকে ভিক্ষা দিন; প্রার্থনা করিলে আপনি সমুদয় সম্পদ্ দান করিতেও কুণ্ঠিত নহেন, অতএব আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আমি একে বৃদ্ধ, তাহাতে আতুর এবং বহুকাল অনাহারী ও তৃষ্ণার্ত্ত আছি। অগ্রে সত্য করিলে, বিষ্ণু তাঁহাকে মায়ার মুগ্ধ করিয়া, 'আমি কবচপ্রার্থী'—এই বলিলেন। পরে দানবপ্রধান শঙ্খচূড় ঐ বাক্য শ্রবণমাত্র সেই উৎকৃষ্ট কবচ তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। হরিও দিব্য কবচ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ভগবান্ হরি মায়াবলে শঙ্খচূড়রূপে তুলসীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার সতীত্ব অপহরণ করিলেন। এদিকে শম্ভু সেই সময় দানবের সংহারার্থ হরিদত্ত শূল গ্রহণ করিলেন। ঐ উজ্জ্বল শূল গ্রীষ্মমধ্যাহ্নকালীন শত মার্ত্তণ্ডের তুল্য প্রভাসম্পন্ন। তাহার অগ্রভাগে নারায়ণ,মধ্যভাগে ব্রহ্মা, মূলদেশে শিব ও ধারপ্রদেশে কাল অধিষ্ঠান করিতেছেন। সেই শূল এই প্রকার কিরণাবলিসম্পন্ন যে দেখিলে প্রলয়কালীন অগ্নিশিখা বলিয়া বোধ হয়। তাহা দুনিবার ও দুর্দ্ধর্ষ এবং অব্যর্থ রিপুঘাতক। সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ভয়ঙ্কর ঐ শূল তেজোরাশিতে চক্রতুল্য। শিব ও কেশব ভিন্ন কেহই তাহা বহন করিতে পারেন না। সেই নিত্য, অনির্দ্দিষ্ট, ব্রহ্মস্বরূপ শূল—সজীব এবং দীর্ঘে সহস্রধনুঃপ্রমাণ ও প্রস্থে শতহস্ত পরিমিত। হে নারদ! যাহা দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অনায়াসে সংহার করিতে পারা যায়, মহাদেব সেই শূল ঘূর্ণন করত শঙ্খচূড়ের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তখন দানবরাজ নিজবুদ্ধিবলে ধনুর্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগাসন করিয়া পরম ভক্তি সহকারে, শ্রীকৃষ্ণের চরণাম্বুজ ধ্যান করিতে লাগিলেন। ৮-১৭

শূলঞ্চ ভ্রমণং কৃত্বা পপাত দানবোপরি। চকার ভস্মসাত্তঞ্চ সরথঞ্চাথ লীলয়া ॥ ১৮
রাজা ধৃত্বা দিব্যরূপং কিশোরং গোপবেশকম্। দ্বিভুজং মুরলীহস্তং রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ১৯
রত্নেন্দ্রসার-নির্ম্মাণং বেষ্টিতং গোপকোটিভিঃ। গোলোকাদাগতং যানমারুরোহ পুরঃ যযৌ ॥ ২০
গত্বা ননাম শিরসা স রাধাকৃষ্ণয়োর্মুনে। ভক্ত্যা চ চরণাম্ভোজং রাসে বৃন্দাবনে বনে ॥ ২১
সুদামানঞ্চ তৌ দৃষ্ট্বা প্রসন্নবদনেক্ষণৌ। ক্রোড়ে চক্রতুরত্যন্তং প্রেম্ণাতিপরিসংযুতৌ ॥ ২২
অথ শূলঞ্চ বেগেন প্রযযৌ তঞ্চ সাদরম্। অস্থিভিঃ শঙ্খচূড়স্য শঙ্খজাতির্বভূব হ ॥ ২৩
নানাপ্রকাররূপেণ শশ্বৎ পূতা সুরার্চ্চনে। প্রশস্তং শঙ্খতোয়ঞ্চ দেবানাং প্রীতিদং পরম্ ॥ ২৪
তীর্থতোয়স্বরূপঞ্চ পবিত্রং শম্ভুনা বিনা। শঙ্খশব্দো ভবেদ্ যত্র তত্র লক্ষ্মীঃ সুসংস্থিরা ॥ ২৫
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু যঃ স্নাতঃ শঙ্খবারিণা। শঙ্খো হরেরধিষ্ঠানং যত্র শঙ্খস্ততো হরিঃ ॥ ২৬
তত্রৈব বসতে লক্ষ্মীর্দূরীভূতমমঙ্গলম্। স্ত্রীণাঞ্চ শঙ্খধ্বনিভিঃ শূদ্রাণাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ২৭
ভীতা রুষ্টা যাতি লক্ষ্মী-স্তৎস্থলাদন্যদেশতঃ। শিবোঽপি দানবং হত্বা শিবলোকং জগাম হ ॥ ২৮
প্রহৃষ্টো বৃষভারূঢ়ঃ স্বগণৈশ্চ সমাবৃতঃ। সুরাঃ স্ববিষয়ং প্রাপুঃ পরমানন্দসংযুতাঃ ॥ ২৯
নেদুর্দুন্দুভয়ঃ স্বর্গে জগুর্গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ। বভূব পুষ্পবৃষ্টিশ্চ শিবস্যোপরি সন্ততম্।
প্রশশংসুঃ সুরাস্তঞ্চ মুনীন্দ্রপ্রবরাদয়ঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে শঙ্খচূড়বধ-বর্ণনং নাম
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

পরে সেই শূল ভ্রমণ করিতে শঙ্খচূড়ের উপর পতিত হইয়াই তাঁহাকে রথের সহিত অনায়াসে ভস্মসাৎ করিল। তৎক্ষণাৎ দানবরাজ দ্বিভুজ, মুরলীহস্ত, রত্নভূষণে বিভূষিত, দিব্য কিশোর গোপবেশ ধারণ করিয়া গোলোক হইতে আগত উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত,—কোটি গোপগণের বেষ্টিত যানে আরোহণ-পূর্ব্বক গোলোকপুরে গমন করিলেন। হে মুনে! দিব্যরূপী শঙ্খচূড় গোলোকে গমন করিয়া বৃন্দাবন-বনে রাসমণ্ডল মধ্যস্থিত রাধামাধবের চরণারবিন্দে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলে, সুদামাকে দেখিয়া তাঁহাদের বদনমণ্ডল ও নয়নযুগল প্রসন্ন হইল। তখন তাঁহারা উভয়ে প্রেমপরিপ্লুত হইয়া স্নেহভরে সুদামাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। এদিকে সেই শূল শঙ্খচূড়কে বিনাশ করিয়া কৃষ্ণ-করে প্রত্যাগত হইল। অনন্তর শঙ্খচূড়ের সেই অস্থিসমূহ হইতেই দেবতার্চ্চনে প্রশস্ত নানাপ্রকার শঙ্খজাতির উৎপত্তি হইল। ১৮-২৩

সেই শঙ্খের জল অতি-প্রশস্ত ও দেবগণের প্রীতিজনক। শিব ভিন্ন অন্য সকল দেবতার নিকট ঐ শঙ্খের জল তীর্থবারিস্বরূপ ও পবিত্র। অধিক কি, যে স্থানে শঙ্খধ্বনি হইয়া থাকে, তথায় লক্ষ্মী সুস্থির-ভাবে অবস্থান করেন। আর যে ব্যক্তি, শঙ্খবারিতে স্নান করেন, তিনি সমুদয় তীর্থস্নানের ফল লাভ করেন। শঙ্খে হরি নিয়তই অধিষ্ঠিত, অধিক কি, যে স্থানে শঙ্খ, হরিও সেই স্থানে বিদ্যমান; লক্ষ্মীও নিরন্তর সেই স্থানে বাস করেন এবং সেই স্থানে কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে না। কিন্তু স্ত্রীলোক ও শূদ্রকৃত শঙ্খধ্বনিশ্রবণে লক্ষ্মী ভীতা ও রুষ্টা হইয়া সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করেন। এ দিকে শিব, দানবকে বিনাশ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বগণের সহিত বৃষভারোহণপূর্ব্বক শিবলোকে গমন করিলেন। দেবগণও পরমানন্দে স্ব স্ব বিষয় অধিকার করিলেন। তখন স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল ও গন্ধর্ব্ব কিন্নর সকল গান করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং শিবমস্তকে নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মুনীন্দ্রাদি ও দেবগণ শূলপাণির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ২৪-৩০

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে শঙ্খচূড়-বধ বর্ণন নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ—

নারায়ণশ্চ ভগবান্ বীর্য্যাধানঞ্চকার হ। তুলস্যাং কেন রূপেণ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

নারায়ণশ্চ ভগবান্ দেবানাং সাধনেষু চ। শঙ্খচূড়স্য কবচং গৃহীত্বা বিষ্ণুমায়য়া ॥ ২
পুনর্বিধায় তদ্রূপং জগাম তৎসতীগৃহম্। পাতিব্রত্যস্য নাশেন শঙ্খচূড়জিঘাংসয়া ॥ ৩
দুন্দুভিং বাদয়ামাস তুলসীদ্বারসন্নিধৌ। জয়শব্দঞ্চ তদ্দ্বারে বোধয়ামাস সুন্দরীম্ ॥ ৪
তচ্ছ্রুত্বা চ বরং সাধ্বী পরমানন্দসংযুতা। রাজমার্গং গবাক্ষেণ দদর্শ পরমাদরাৎ ॥ ৫
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্ত্বা কারয়ামাস মঙ্গলম্। বন্দিভ্যো ভিক্ষুকেভ্যশ্চ বাচিভ্যশ্চ ধনং দদৌ ॥ ৬
অবরুহ্য রথাদ্দেবো দেব্যাশ্চ ভবনং যযৌ। অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং সুন্দরং সুমনোহরম্ ॥ ৭
দৃষ্ট্বা চ পুরতঃ কান্তং সা তং কান্তং মুদান্বিতা। তৎপাদং ক্ষালয়ামাস ননাম চ রুরোদ চ ॥ ৮
রত্নসিংহাসনে রম্যে বাসয়ামাস কামুকী। তাম্বূলঞ্চ দদৌ তস্মৈ কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ॥ ৯
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবনঞ্চ বভূব হ। রণে গতঞ্চ প্রাণেশং পশ্যন্ত্যাশ্চ পুনর্গৃহে ॥ ১০
সস্মিতা সকটাক্ষঞ্চ সকামা পুলকাঞ্চিতা। পপ্রচ্ছ রণবৃত্তান্তং কান্তং মধুরয়া গিরা ॥ ১১

তুলস্যুবাচ—

অসংখ্যবিশ্বসংহর্ত্রা সার্দ্ধমাজৌ তব প্রভো। কথং বভূব বিজয়স্তন্মে ব্রূহি কৃপানিধে ॥ ১২
তুলসীবচনং শ্রুত্বা প্রহস্য কমলাপতিঃ। শঙ্খচূড়স্য রূপেণ তামুবাচামৃতং বচঃ ॥ ১৩

শ্রীভগবানুবাচ—

আবয়োঃ সমরঃ কান্তে পূর্ণমব্দং বভূব হ। নাশো বভূব সর্ব্বেষাং দানবানাঞ্চ কামিনি ॥ ১৪
প্রীতিঞ্চ কারয়ামাস ব্রহ্মা চ স্বয়মাবয়োঃ। দেবানামাধিকারশ্চ প্রদত্তো ব্রহ্মণাজ্ঞয়া ॥ ১৫
ময়াগতং স্বভবনং শিবলোকং শিবো গতঃ। ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথঃ শয়নঞ্চ চকার হ ॥ ১৬

নারদ কহিলেন, ভগবন্! নারায়ণ তুলসীর গর্ভে কি প্রকারে বীর্য্যাধান করিলেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। নারায়ণ কহিলেন, ভগবান্ হরি দেবগণের কার্য্যসাধন নিমিত্ত বিষ্ণুমায়ায় শঙ্খচূড়ের কবচ গ্রহণপূর্ব্বক তাহার রূপ ধারণ করিয়া তদীয় বধাভিলাষে তুলসীর সতীত্বনাশের জন্য তাহার গৃহে গমন করিলেন। পরে তুলসীর দ্বারসন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দুন্দুভি বাদনপূর্ব্বক "জয় মহারাজের জয়" এইরূপ রব করিয়াই তুলসীকে প্রবোধিত করিলেন। তখন সাধ্বী তুলসী তৎশ্রবণে পরম আনন্দিতা হইয়া গবাক্ষ দ্বারা সমাদরে রাজমার্গ অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করাইতে লাগিলেন এবং বন্দী, ভিক্ষুক ও আশীর্ব্বাদকদিগকে বহুতর ধন বিতরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ হরি রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অমূল্য রত্ননির্ম্মিত মনোহর দেবী-ভবনে গমন করিলেন। তখন তুলসী সানন্দচিত্তে সম্মুখস্থিত শান্তমূর্ত্তি কান্তকে অবলোকন করিয়া, তাঁহার পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে কামুকী তুলসী, রমণীয় রত্নসিংহাসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া কর্পূরাদিসুবাসিত তাম্বুল প্রদানপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন, আজ আমার জন্ম সফল ও কার্য্যসকল সফল হইল; যেহেতু, প্রাণেশ্বরকে রণ হইতে পুনরায় গৃহে প্রত্যাগত দেখিলাম। তখন পুলকাঞ্চিতা সকামা তুলসী ঈষৎ হাস্য সহকারে কটাক্ষ-পাতপূর্ব্বক মধুর বাক্যে কান্তকে রণবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে কৃপাময় প্রভো! যিনি অসংখ্য বিশ্বের সংহারকারী, তাঁহার সহিত যুদ্ধে কি প্রকারে জয়লাভ হইল? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন। ১-১২

তখন শঙ্খচূড়রূপী কমলাপতি তুলসীর বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া মিথ্যা বাক্য বলিতে লাগিলেন,—হে কামিনি! হে কান্তে! পূর্ণ এক বৎসর কাল আমাদের যুদ্ধ হয়, তাহাতে সমুদয় দানবগণই বিনষ্ট হইয়াছে। স্বয়ং ব্রহ্মা সমরক্ষেত্রে আগমন করিয়া আমাদিগের উভয়ের প্রীতি সম্পাদন করেন। পরে তাঁহারই আজ্ঞায় দেবগণের পূর্ব্বাধিকার প্রদান করিয়া আমি স্বভবনে উপস্থিত হইয়াছি, মহাদেবও

রেমে রমাপতিস্তত্র রাময়া সহ নারদ। সা সাধ্বী সুখসম্ভোগাদাকর্ষণব্যতিক্রমাৎ।
সর্ব্বং বিতর্কয়ামাস কস্ত্বমেবেত্যুবাচ সা ॥ ১৭

তুলস্যুবাচ—

কো বা ত্বং বদ মায়েশ ভুক্তাহং মায়য়া ত্বয়া। দূরীকৃতং মৎসতীত্বং যদতস্ত্বাং শপামি হে ॥ ১৮
তুলসীবচনং শ্রুত্বা হরিঃ শাপভয়েন চ। দধার লীলয়া ব্রহ্মন্ স্বমূর্ত্তিং সুমনোহরাম্ ॥ ১৯
দদর্শ পুরতো দেবী দেবদেবং সনাতনম্। নবীননীরদশ্যামং শরৎপঙ্কজলোচনম্ ॥ ২০
কোটিকন্দর্পলীলাভং রত্নভূষণভূষিতম্। ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং শোভিতং পীতবাসসম্ ॥ ২১
তং দৃষ্ট্বা কামিনী কামং মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ লীলয়া। পুনশ্চ চেতনাং প্রাপ্য পুনঃ সা তমুবাচ হ ॥ ২২

তুলস্যুবাচ—

হে নাথ তে দয়া নাস্তি পাষাণসদৃশস্য চ। ছলেন ধর্ম্মভঙ্গেন মম স্বামী ত্বয়া হতঃ ॥ ২৩
পাষাণহৃদয়স্ত্বং হি দয়াহীনো যতঃ প্রভো ॥ ২৪
তস্মাৎ পাষাণরূপস্ত্বং ভবে দেব ভবাধুনা। যে বদন্তি চ সাধুং ত্বাং তে ভ্রান্তা হি ন সংশয়ঃ ॥ ২৫
ভক্তো বিনাপরাধেন পরার্থে চ কথং হতঃ। ভৃশং রুরোদ শোকার্ত্তা বিললাপ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ২৬
ততশ্চ করুণাং দৃষ্ট্বা করুণারসসাগরঃ। নয়েন তাং বোধয়িতুমুবাচ কমলাপতিঃ ॥ ২৭

শ্রীভগবানুবাচ—

তপস্ত্বয়া কৃতং ভদ্রে মদর্থে ভারতে চিরম্। ত্বদর্থে শঙ্খচূড়শ্চ চকার সুচিরং তপঃ ॥ ২৮
কৃত্বা ত্বাং কামিনীং সোঽপি বিজহার চ তৎক্ষণাৎ। অধুনা দাতুমুচিতং তবৈব তপসঃ ফলম্ ॥ ২৯
ইদং শরীরং ত্যক্ত্বা চ দিব্যদেহং বিধায় চ। রামে রম ময়া সার্দ্ধং ত্বং রমাসদৃশী ভব ॥ ৩০
ইয়ং তনুর্নদীরূপা গণ্ডকীতি চ বিশ্রুতা। পূতা সুপুণ্যদা নৃণাং পুণ্যে ভবতু ভারতে ॥ ৩১
তব কেশসমূহশ্চ পুণ্যবৃক্ষো ভবিষ্যতি। তুলসীকেশসম্ভূতা তুলসীতি চ বিশ্রুতা ॥ ৩২
ত্রিষু লোকেষু পুষ্পাণাং পত্রাণাং দেবপূজনে। প্রধানরূপা তুলসী ভবিষ্যতি বরাননে ॥ ৩৩
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে গোলোকে মম সন্নিধৌ। ভব ত্বং তুলসী বৃক্ষ-বরা পুষ্পেষু সুন্দরী ॥ ৩৪

শিবলোকে গমন করিয়াছেন। হে নারদ! পরে রমাপতি সেই রমার সহিত রমণ করিলে সাধ্বী তুলসী সুখসম্ভোগের ও আকর্ষণব্যতিক্রমহেতু সন্দেহান্বিত হইয়া কহিতে লাগিলেন;—হে মায়েশ! তুমি কে? বল, তুমি মায়াবলে আমাকে উপভোগ করিয়া আমার সতীত্বনাশ করিয়াছ। অথবা যে হও তোমাকে অভিসম্পাত করিব। ব্রহ্মন্! ভগবান্ হরি তুলসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শাপভয়ে সুমনোহর স্বমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তখন দেবী তুলসী সম্মুখে সেই নবীন-নীরদ-শ্যাম দেব-দেব সনাতনকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় শরৎপঙ্কজের সদৃশ মনোহর, এবং বদনমণ্ডলে ঈষৎ হাস্যরেখা থাকায় প্রসন্ন, তিনি রত্নভূষণে ভূষিত ও পীতবসনে শোভিত, তাঁহার লাবণ্য কোটি-কন্দর্পের তুল্য। ১৩-২১

সেই কামিনী মনোহরমূর্ত্তি হরিকে দর্শন করিবামাত্র কামাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে চেতনা লাভ করিয়া হরিকে কহিতে লাগিলেন, হে নাথ! আপনার দয়া নাই, আপনি পাষাণহৃদয়, আপনি ছলপূর্ব্বক ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া আমার স্বামীকে নিহত করিলেন। হে প্রভো! যেহেতু আপনি পাষাণসদৃশ দয়াহীন, সেই কারণে দেব! এক্ষণে আপনি সংসারমধ্যে পাষাণরূপী হইবেন। যাঁহারা আপনাকে দয়াসিন্ধু বলিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয় ভ্রান্ত; বলুন দেখি, কি কারণে নিরপরাধ ভক্তকে পরের জন্য বিনষ্ট করিলেন। সেই মহাসাধ্বী তুলসী এই বলিয়া হরির চরণে পতিত হইলেন এবং শোকার্ত্ত হইয়া অতিশয় রোদন ও বারংবার বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন করুণাসাগর কমলাপতি, তুলসীর সকরুণ বিলাপশ্রবণে নীতি-বাক্যদ্বারা সান্ত্বনার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, হে সাধ্বি! তুমি আমার জন্য বহুকাল ভারতে তপস্যা করিয়াছিলে। কামী শঙ্খচূড়ও তোমার নিমিত্ত বহুকাল তপস্যা করিয়া তাহার ফলে তোমাকে কামিনীরূপে লাভ করিয়া বহুদিন বিহার করিয়াছে। এক্ষণে আমারও তোমাকে তপস্যার ফল দান করা কর্ত্তব্য। ২২-২৯

হে রামে! তুমি এই শরীর ত্যাগ করিয়া দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক রমার সদৃশী হইয়া আমার সহিত বিহার কর; এবং তোমার এই শরীর ভারতে গণ্ডকী নামে প্রসিদ্ধা, মনুষ্যগণের পুণ্যপ্রদা পবিত্রা নদীরূপে পরিণত হউক। তোমার কেশকলাপ, তুলসী নামে বিখ্যাত পবিত্র বৃক্ষরূপ ধারণ করুক। বরাননে! ঐ তুলসীই যাবতীয় পুষ্প ও পত্র হইতে দেবপূজায় প্রশস্ত হইবে। হে সুন্দরি! স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, বৈকুণ্ঠ ও আমার সন্নিধানে তুলসীবৃক্ষ, সমুদয় পুষ্প হইতে শ্রেষ্ঠ হইবে। ঐ পুণ্যপ্রদ তুলসী বৃক্ষ,

গোলোকে বিরজাতীরে রাসে বৃন্দাবনে বনে। ভাণ্ডীরে চম্পকবনে রম্যে চন্দনকাননে ॥ ৩৫
মাধবীকেতকীকুন্দ-মাল্লিকামালতীবনে। বাসস্তেঽত্রৈব ভবতু পুণ্যস্থানেষু পুণ্যদঃ ॥ ৩৬
তুলসীতরুমূলেষু পুণ্যদেশেষু পুণ্যদম্। অধিষ্ঠানঞ্চ তীর্থানাং সর্ব্বেষাঞ্চ ভাবষ্যতি ॥ ৩৭
তত্রৈব সর্ব্বদেবানাং মমাধিষ্ঠানমেব চ। তুলসীপত্রপতন-প্রাপ্তয়ে চ বরাননে ॥ ৩৮
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। তুলসীপত্রতোয়েন যোঽভিষেকং সমাচরেৎ ॥ ৩৯
সুধাঘটসহস্রাণাং যা তুষ্টিস্তু ভবেদ্ধরেঃ। সা চ তুষ্টির্ভবেন্নূনং তুলসীপত্রদানতঃ ॥ ৪০
গবাময়ুতদানেন যৎ ফলং লভতে নরঃ। তুলসীপত্রদানেন তৎ ফলং কার্ত্তিকে সতি ॥ ৪১
তুলসীপত্রতোয়ঞ্চ মৃত্যুকালে চ যো লভেৎ। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৪২
নিত্যং যস্তুলসীতোয়ং ভুঙ্‌ক্তে ভক্ত্যা চ মানবঃ। লক্ষাশ্বমেধজং পুণ্যং সম্প্রাপ্নোতি স মানবঃ ॥ ৪৩
তুলসীং স্বকরে কৃত্বা ধৃত্বা দেহে চ মানবঃ। প্রাণাংস্ত্যজতি তীর্থেষু বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪৪
তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মাণ-মালাং গৃহ্লাতি যো নরঃ। পদে পদেঽশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলম্ ॥ ৪৫
তুলসীং স্বকরে কৃত্বা স্বীকারং যো ন রক্ষতি। স যাতি কালসূত্রঞ্চ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৪৬
করোতি মিথ্যাশপথং তুলস্যাং যোঽত্র মানবঃ। স যাতি কুম্ভীপাকঞ্চ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৪৭
তুলসীতোয়কণিকাং মৃত্যুকালে চ যো লভেৎ। রত্নযানং সমারুহ্য বৈকুণ্ঠং প্রাপ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ৪৮
পূর্ণিমায়ামমাযাঞ্চ দ্বাদশ্যাং রবিসংক্রমে। তৈলাভ্যঙ্গঞ্চ কৃত্বা চ মধ্যাহ্নে নিশি সন্ধ্যয়োঃ ॥ ৪৯
অশৌচেঽশুচিকালে যে রাত্রিবাসোঽন্বিতা নরাঃ। তুলসীং যে বিচিন্বন্তি তে ছিন্দন্তি হরেঃ শিরঃ ॥ ৫০
ত্রিরাত্রং তুলসীপত্রং শুদ্ধং পর্য্যুষিতং সতি। শ্রাদ্ধে ব্রতে চ দানে চ প্রতিষ্ঠায়াং সুরার্চ্চনে ॥ ৫১
ভূগতং তোয়পতিতং যদ্দত্তং বিষ্ণবে সতি। শুদ্ধঞ্চ তুলসীপত্রং ক্ষালনাদন্যকর্ম্মণি ॥ ৫২
বৃক্ষাধিষ্ঠাতৃদেবী যা গোলোকে চ নিরাময়ে। কৃষ্ণেন সার্দ্ধং নিত্যঞ্চ নিত্যং ক্রীড়াং করিষ্যসি ॥ ৫৩
নদ্যধিষ্ঠাতৃদেবী যা ভারতে চ সুপুণ্যদা। লবণোদস্য সা পত্নী মদংশস্য ভবিষ্যতি ॥ ৫৪
ত্বঞ্চ স্বয়ং মহাসাধ্বী বৈকুণ্ঠে মম সন্নিধৌ। রমাসমা চ রামা চ ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫
অহঞ্চ শৈলরূপেণ গণ্ডকীতীরসন্নিধৌ। অধিষ্ঠানং করিষ্যামি ভারতে তব শাপতঃ ॥ ৫৬

গোলোকের বিরজাতীরে, রাসমণ্ডলস্থলে, বৃন্দাবনভূমিতে, ভাণ্ডীরবনে, রমণীয় চম্পকবনে, চন্দনকাননে, মাধবী, কেতকী, কুন্দ, ও মালতী বনে এবং অন্যান্য যাবতীয় পুণ্যস্থানে উৎপন্ন হইবে, পুণ্যপ্রদ তুলসী-তরুমূলে সমুদয় তীর্থের অধিষ্ঠান থাকিবে। ৩৫-৩৭

বরাননে! সেই স্থানে সমস্ত দেবগণ পতিত তুলসীপত্রের প্রত্যাশায় অধিষ্ঠান করিবে। যে ব্যক্তি তুলসীপত্র-জলে অভিষিক্ত হইবেন, তিনি সমুদয় তীর্থে স্নান ও সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষার ফল লাভ করিবেন। সুধাপূর্ণ সহস্রঘটদানে হরির যে প্রীতি না হয়, মানবগণ, এক তুলসীপত্র দান করিয়া সেই প্রীতি সম্পাদন করিবে। হে সতি! মনুষ্য অযুত গোদান করিয়া যে ফললাভ করেন, কার্ত্তিক মাসে এক তুলসীপত্র দান করিয়া সেই ফলের অধিকারী হইবেন। যিনি মৃত্যু সময়ে তুলসীপত্রের জল প্রাপ্ত হইবেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন। যে মানব প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক তুলসীপত্রের জলপান করিবেন, নিশ্চয় তাঁহার লক্ষ অশ্বমেধের পুণ্য হইবে। মনুষ্যগণ হস্তে ও দেহে তুলসী ধারণপূর্ব্বক দেহ-ত্যাগ করিলে তীর্থমরণের ফললাভ করে এবং বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। যে নর, তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিত মালা-ধারণ করিবেন, নিশ্চয় তাঁহার পদেপদে অশ্বমেধের ফল হইবে। যে ব্যক্তি হস্তে তুলসী ধারণ করিয়া অঙ্গীকার রক্ষা না করিবে, চন্দ্র-সূর্য্য বিদ্যমান থাকিতে তাহার কালসূত্র নরক হইতে নিষ্কৃতি হইবে না। যে মানব তুলসী স্পর্শ করিয়া মিথ্যা শপথ করিবে, সে চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে বাস করিবে। অধিক কি যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে তুলসীজলের কণামাত্র লাভ করিবেন, তিনি রত্নযানে আরোহণপূর্ব্বক নিশ্চয় বৈকুণ্ঠগামী হইবেন। যাঁহারা পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী ও সংক্রান্তি দিবসে আর তৈলাভ্যঙ্গ হইয়া স্নান করিবার সময়ে এবং মধ্যাহ্ন রাত্রি ও উভয় সন্ধ্যাকালে, অথবা অশৌচ এবং অপবিত্র অবস্থায় ও রাত্রিবাসযুক্ত হইয়া তুলসী চয়ন করিবেন, তাঁহারা হরির শিরশ্ছেদন করিবেন। ৩৮-৫০

হে সতি। ত্রিরাত্র পর্য্যুষিত হইলেও তাহা শ্রাদ্ধ, ব্রত, দান, প্রতিষ্ঠা ও দেবপূজাদি অন্যান্য সমস্ত কার্য্যেই শুদ্ধ হইবে। সতি। বিষ্ণূদ্দেশে প্রদত্ত তুলসীপত্র মৃত্তিকা বা জলে পতিত হইলেও প্রক্ষালন করিলে তাহা অন্য কার্য্যে শুদ্ধ হইবে। যিনি বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রীদেবী হইবেন, তিনি নিরাময় গোলোক-ধামে নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যক্রীড়া করিবেন। আর যিনি ভারতে পুণ্যপ্রদা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনিও মদংশসম্ভূত লবণসমুদ্রের পত্নী হইবেন। আর মহাসাধ্বী স্বয়ং তুমি, বৈকুণ্ঠধামে আমার

কোটিসংখ্যাস্তত্র কীটাস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা বরায়ুধৈঃ। তচ্ছিলাকুহরে চক্রং করিষ্যন্তি মদীয়কম্ ॥ ৫৭
একদ্বারং চতুশ্চক্রং বনমালাবিভূষিতম্। নবীননীরদাকারং লক্ষ্মীনারায়ণাভিধম্ ॥ ৫৮
একদ্বারং চতুশ্চক্রং নবীননীরদোপমম্। লক্ষ্মীজনার্দ্দনো জ্ঞেয়ো রহিতো বনমালয়া ॥ ৫৯
দ্বারদ্বয়ে চতুশ্চক্রং গোষ্পদেন বিরাজিতম্। রঘুনাথাভিধং জ্ঞেয়ং রহিতং বনমালয়া ॥ ৬০
অতিক্ষুদ্রং দ্বিচক্রঞ্চ নবীনজলদপ্রভম্। তদ্বামনাভিধং জ্ঞেয়ং রহিতং বনমালয়া ॥ ৬১
অতিক্ষুদ্রং দ্বিচক্রঞ্চ বনমালাবিভূষিতম্। বিজ্ঞেয়ং শ্রীধরং রূপং শ্রীপ্রদং গৃহিণাং সদা ॥ ৬২
স্থূলঞ্চ বর্ত্তুলাকারং রহিতং বনমালয়া। দ্বিচক্রং স্ফুটমত্যন্তং জ্ঞেয়ং দামোদরাভিধম্ ॥ ৬৩
মধ্যমং বর্ত্তুলাকারং দ্বিচক্রং বাণবিক্ষতম্। রণরামাভিধং জ্ঞেয়ং শরতূণসমন্বিতম্ ॥ ৬৪
মধ্যমং সপ্তচক্রঞ্চ ছত্রভূষণ-ভূষিতম্। রাজরাজেশ্বরং জ্ঞেয়ং রাজসম্পৎপ্রদং নৃণাম্ ॥ ৬৫
দ্বিসপ্তচক্রং স্থূলঞ্চ নবনীরদসুপ্রভম্। অনন্তাখ্যঞ্চ বিজ্ঞেয়ং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ৬৬
চক্রাকারং দ্বিচক্রঞ্চ সশ্রীকং জলদপ্রভম্। সগোষ্পদং মধ্যমঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুসূদনম্ ॥ ৬৭
সুদর্শনৈকচক্রং গুপ্তচক্রং গদাধরম্। দ্বিচক্রং হয়বক্ত্রাভং হয়গ্রীবং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬৮
অতীববিস্তৃতাস্যঞ্চ দ্বিচক্রং বিকটং সতি। নরসিংহং সুবিজ্ঞেয়ং সদ্যো বৈরাগ্যদং নৃণাম্ ॥ ৬৯
দ্বিচক্রং বিস্তৃতাস্যঞ্চ বনমালাসমন্বিতম্। লক্ষ্মীনৃসিংহং বিজ্ঞেয়ং গৃহিণাঞ্চ সুখপ্রদম্ ॥ ৭০
দ্বারদেশে দ্বিচক্রঞ্চ সশ্রীকঞ্চ সমং স্ফুটম্। বাসুদেবং সুবিজ্ঞেয়ং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৭১
প্রদ্যুম্নং সূক্ষ্মচক্রঞ্চ নবীননীরদপ্রভম্। সুষিরচ্ছিদ্রবহুলং গৃহিণাঞ্চ সুখপ্রদম্ ॥ ৭২
দ্বে চক্রে চৈকলগ্নে চ পৃষ্ঠং যত্র তু পুষ্কলম্। সঙ্কর্ষণং সুবিজ্ঞেয়ং সুখদং গৃহিণাং সদা ॥ ৭৩
অনিরুদ্ধন্তু পীতাভং বর্ত্তুলঞ্চাতিশোভনম্। সুখপ্রদং গৃহস্থানাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৭৪
শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ। তত্রৈব লক্ষ্মীর্ব্বসতি সর্ব্বতীর্থসমন্বিতা ॥ ৭৫
যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ। তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি শালগ্রাম-শিলার্চ্চনাৎ ॥ ৭৬

সন্নিধানে নিশ্চয়ই লক্ষ্মীর সমান হইবে। আমিও তোমার শাপহেতু ভারত ক্ষেত্রে গণ্ডকী নদীর তীর-নিকটে শৈলরূপী হইয়া অধিষ্ঠান করিব। সেই স্থানে তীক্ষ্ণদন্ত কীটসকল, সেই শিলার অভ্যন্তরে আমার চক্র রচনা করিবে। যে শিলার এক দ্বারে চক্র-চতুষ্টয় ও যাহা বন-মালা-বিভূষিত এবং নূতন মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ—তাহা লক্ষ্মী-নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। বন-মালা-শূন্য নবীন নীরদোপম সে শিলার এক দ্বারে চক্র-চতুষ্টয় থাকিবে—তাহার নাম লক্ষ্মীজনার্দ্দন। আর যাহার বন-মালা-শূন্য দ্বারদ্বয়ে চারি চক্র ও গোষ্পদ চিহ্ন থাকিবে—তাহার নাম রঘুনাথ হইবে। নবীন-জলদ তুল্য ও দ্বিচক্রবিশিষ্ট গৃহীদিগের সুখদ সেই শিলার নাম বামন। ঐরূপ অতিক্ষুদ্র ও দ্বিচক্র-বিশিষ্ট শিলা বনমালা-বিভূষিত হইলে, শ্রীধর নামে বিখ্যাত হইবে; তাহা গৃহীগণের শ্রীপ্রদ। বনমালাবিবর্জ্জিত, অথচ স্থূল ও বর্ত্তুলাকার যে শিলার দুই চক্র অত্যন্ত পরিস্ফুট তাহার নাম দামোদর। যাহার মধ্যম বর্ত্তুলাকার, এবং যাহা বাণবিক্ষত শরতূণসমন্বিত আর দুইটী-চক্রবিশিষ্ট তাহা রণ-রাম নামে অভিহিত। যে শিলা মধ্যমাকার সপ্তচক্রবিশিষ্ট এবং ছত্র-ভূষণে চিহ্নিত; তাহাই রাজ-রাজেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ ও মনুষ্যগণের রাজ্যসম্পৎ প্রদানকারী। যে শিলা স্থূল অথচ নবীন জলদের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এবং চতুর্দ্দশ চক্রযুক্ত, তাহা অনন্ত আখ্যায় বিখ্যাত; তাহার সেবায় চতুর্ব্বর্গ ফল হইবে। ৫১-৬৬

যে শিলার প্রভা জলদতুল্য ও যাহাতে দুইটী চক্র, যাহা শ্রীযুক্ত চক্রাকার গোষ্পদ-চিহ্নিত ও মধ্যমাকার তিনি মধুসূদন নাম ধারণ করিবেন। যে শিলার একটী চক্র তাহার নাম গদাধর, আর যাহা দুই চক্রবিশিষ্ট ও হয়বক্ত্রাভ, তিনি হয়গ্রীব বলিয়া বিখ্যাত হইবেন। সতি! যে শিলার আস্যদেশ বিস্তৃত দ্বিচক্রবিশিষ্ট ও দেখিতে বিকট মূর্ত্তি তিনি মনুষ্যের বৈরাগ্যজনক নরসিংহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। বন-মালাযুক্ত বিস্তৃতাস্য দ্বিচক্র শিলা গৃহীদিগের সুখকর, উহা লক্ষ্মী-নৃসিংহ নামে জানিবে। যাহার দ্বারদেশে দুইটী চক্র পরিস্ফুট, সম ও সশ্রীক, তিনি সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইবেন। নবীননীরদপ্রভ যে শিলার চক্র সূক্ষ্ম ও দ্বারদেশে বহুল ছিদ্র থাকে, তাহার নাম প্রদ্যুম্ন। সেই শিলার্চ্চনে মনুষ্যগণ সুখলাভে সমর্থ হয়। যে শিলাতে পরস্পর সংলগ্ন দুই চক্র ও যাহার পৃষ্ঠদেশ পুষ্কল, তিনি গৃহিগণের সুখজনক সঙ্কর্ষণ নামে প্রসিদ্ধ হইবেন। দেখিতে সুন্দর বর্ত্তুলাকৃতি পীতবর্ণ শিলা গৃহস্থের সুখপ্রদ—মনীষিগণ তাহাকে অনিরুদ্ধ নামে কীর্ত্তন করিবেন। হে সুন্দরি! এই শালগ্রামশিলা যে স্থানে থাকিবে, হরি ও সমুদয় তীর্থের সহিত লক্ষ্মী সে স্থানে বাস করিবেন। অধিক কি, জগতে ব্রহ্মহত্যাদি যে কিছু পাপ আছে, সমুদয় শালগ্রাম-শিলার্চ্চনে বিনষ্ট হইবে। ঐ শালগ্রামশিলা ছত্রাকার

ছত্রাকারে ভবেদ্রাজ্যং বর্ত্তুলে চ মহাশ্রিয়ঃ। দুঃখঞ্চ শকটাকারে শূলাগ্রে মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৭৭
বিকৃতাস্যে চ দারিদ্র্যং পিঙ্গলে হানিরেব চ। ভগ্নচক্রে ভবেদ্ব্যাধির্বিদীর্ণে মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৭৮
ব্রতং দানং প্রতিষ্ঠা চ শ্রাদ্ধঞ্চ দেবপূজনম্। শালগ্রামস্য সান্নিধ্যাৎ প্রশস্তং তত্ত্ববেদিভিঃ ॥ ৭৯
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। শালগ্রামশিলাতোয়ৈর্যোঽভিষেকং সদা চরেৎ ॥ ৮০
সর্ব্বদানেষু যৎ পুণ্যং প্রদক্ষিণং ভুবো যথা। সর্ব্বযজ্ঞেষু তীর্থেষু ব্রতেষু চ তপঃসু চ ॥ ৮১
পাঠে চতুর্ণাং বেদানাং তপসাং করণে সতি। তৎ পুণ্যং লভতে নূনং শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ ॥ ৮২
শালগ্রামশিলাতোয়ং নিত্যং ভুঙ্‌ক্তে চ যো নরঃ। সুরেপ্সিতং প্রসাদঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৩
তস্য স্পর্শঞ্চ বাঞ্ছন্তি তীর্থানি নিখিলানি চ। জীবন্মুক্তো মহাপূতোঽপ্যন্তে যাতি হরেঃ পদম্ ॥ ৮৪
তত্রৈব হরিণা সার্দ্ধমসংখ্যং প্রাকৃতং লয়ম্। যাস্যত্যেব হি দাস্যে চ নিযুক্তো দাস্যকর্ম্মণি ॥ ৮৫
যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাসমানি চ। তং দৃষ্ট্বা চ পলায়ন্তে বৈনতেয়াদিবোরগাঃ ॥ ৮৬
তৎপাদরজসা দেবী সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা। পুংসাং লক্ষং তৎপিতৄণাং নিস্তরেত্তস্য জন্মতঃ ॥ ৮৭
শালগ্রামশিলাতোয়ং মৃত্যুকালে চ যো লভেৎ। সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৮৮
নির্ব্বাণমুক্তিং লভতে কর্ম্মভোগাৎ প্রমুচ্যতে। বিষ্ণোঃ পদে প্রলীনশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮৯
শালগ্রামশিলাং ধৃত্বা মিথ্যাবাক্যং বদেত্তু যঃ। স যাতি কুম্ভীপাকে চ যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ॥ ৯০
শালগ্রামশিলাং ধৃত্বা স্বীকারং যো ন পালয়েৎ। স প্রয়াত্যসিপত্রঞ্চ লক্ষমন্বন্তরাবধি ॥ ৯১
তুলসীপত্রবিচ্ছেদং শালগ্রামে করোতি যঃ। তস্য জন্মান্তরে কান্তে স্ত্রীবিচ্ছেদো ভবিষ্যতি ॥ ৯২
তুলসীপত্রবিচ্ছেদং শঙ্খে যো হি করোতি চ। ভার্য্যাহীনো ভবেৎ সোঽপি রোগী চ সপ্তজন্মসু ॥ ৯৩
শালগ্রামঞ্চ তুলসীং শঙ্খঞ্চৈকত্র এব চ। যো রক্ষতি মহাজ্ঞানী স ভবেচ্ছ্রীহরেঃ প্রিয়ঃ ॥ ৯৪
সকৃদেব হি যো যস্যাং বীর্য্যাধানং করোতি চ। তদ্বিচ্ছেদে তস্য দুঃখং ভবেদেব পরস্পরম্ ॥ ৯৫
ত্বং প্রিয়া শঙ্খচূড়স্য চৈকমন্বন্তরাবধি। শঙ্খেন সার্দ্ধং ত্বদ্ভেদঃ কেবলং দুঃখদস্তথা ॥ ৯৬

হইলে রাজ্য, বর্ত্তুল হইলে অসীম ঐশ্বর্য্য, শকটাকার হইলে দুঃখ এবং শূলাগ্রসদৃশ হইলে, তাঁহার সেবায় নিশ্চয় মরণ হইবে। আর বিকৃতাস্য হইলে দারিদ্র্য, পিঙ্গলবর্ণ হইলে সুখের হানি এবং ভগ্নচক্র হইলে ব্যাধি ও বিদীর্ণ হইলে নিশ্চয় মরণ হইবে। উক্ত শালগ্রামশিলার অধিষ্ঠানে ব্রত, দান, প্রতিষ্ঠা, শ্রাদ্ধ ও দেবপূজাদি সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। যিনি শালগ্রামশিলার জলদ্বারা অভিষিক্ত হইবেন, তিনি সর্ব্বতীর্থে স্নান ও সমুদয় যজ্ঞে দীক্ষার ফলভাগী হইবেন। সমুদায় দান পৃথিবীপ্রদক্ষিণ, সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান, সর্ব্বতীর্থে গমন, তপস্যা এবং ব্রত সম্পাদনে যে ফল হয়, শালগ্রাম শিলা পূজা করিলে, সেই ফল লাভ হইবে। অধিক কি, নিখিল তীর্থই তাঁহার স্পর্শ বাসনা করিবেন, এবং তিনিও জীবন্মুক্ত ও মহাপবিত্র হইবেন; তাহাতে সংশয় নাই। চারিবেদ পাঠ ও তপসাধনে যে ফল জন্মে, এক শালগ্রাম শিলার্চ্চনেই সেই ফল হইবে। ৬৭-৮২

যে মানব—নিত্য শালগ্রামশিলাজল পান করেন, সুরগণ-বাঞ্ছিত ভগবৎপ্রসাদ লাভ তাঁহার ঘটিয়া থাকে। নিখিল তীর্থই সেই ব্যক্তির স্পর্শ প্রার্থনা করনে। তিনি মহাপূত হইয়া জীবন্মুক্ত হন এবং অন্তে হরিপদ প্রাপ্তি হন। সেই পুণ্যাত্মা গোলোকধামে হরির দাস্যে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত অসংখ্য প্রাকৃতিক লয় দর্শন করিবেন। ব্রহ্মহত্যাদি যত কিছু পাপ আছে, গরুড়কে দর্শন করিয়া উরগগণের ন্যায়, সেই সমস্ত পাপই সেই ভক্তকে দর্শন করিয়া সভয়ে পলায়ন করিবে। বসুন্ধরা দেবীও সেই হরিভক্তের পদরজঃস্পর্শে পবিত্রতা লাভ করিবেন। তাঁহার জন্ম মাত্রেই লক্ষ পিতৃপুরুষ নিস্তার প্রাপ্ত হইবেন। যে জন, মৃত্যুকালে শালগ্রাম-শিলার জল পান করিবেন, তিনি সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু লোকে গমন করিবেন। বস্তুত তিনি কর্ম্মভোগ হইতে মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তিলাভে বিষ্ণুপাদে নিঃসংশয় বিলীন হইবেন। যিনি শালগ্রাম-শিলাধারণপূর্ব্বক মিথ্যা কহিবেন, তিনি ব্রহ্মার পরমায়ু পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে বাস করিবেন। যিনি শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া স্বীকৃত পালন না করিবেন, তাঁহাকে অসিপত্র নরকে লক্ষ মন্বন্তরাধিক কাল বাস করিতে হইবে। হে কান্তে! যিনি শালগ্রাম হইতে তুলসীপত্র বিচ্ছিন্ন করিবেন, জন্ম-জন্মান্তরে তাঁহাকে স্ত্রীবিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। যিনি শঙ্খকেও তুলসী হইতে বিযুক্ত করিবেন, তিনি সপ্তজন্ম ভার্য্যাহীন ও রোগী হইবেন। যে মহাজ্ঞানী পুরুষ, শালগ্রাম, তুলসী ও শঙ্খকে একস্থানে রক্ষা করিবেন, তিনি শ্রীহরির প্রিয় হইবেন। ফলত একবার যিনি যাঁহাকে উপভোগ করিয়াছেন, অবশ্যই তাঁহাদিগের পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটিলে দুঃখ হইয়া থাকে। তাহাতে তুমি এক মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত শঙ্খ-চূড়ের প্রিয়া হইয়াছিলে, সুতরাং তাহার সহিত বিচ্ছেদ, তোমার কেবল দুঃখেরই কারণ হইয়াছে। ৮৩-৯৬

ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরিস্তাঞ্চ বিররাম চ নারদ। সা চ দেহং পরিত্যজ্য দিব্যরূপং বিধায় চ ॥ ৯৭
যথা শ্রীশ্চ তথা সা চাপ্যুবাস হরিবক্ষসি। স জগাম তয়া সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠং কমলাপতিঃ ॥ ৯৮
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী গঙ্গা তুলসী চাপি নারদ। হরেঃ প্রিয়াশ্চতস্রশ্চ বভূবুরীশ্বরস্য চ ॥ ৯৯
সদ্যস্তদ্দেহজাতা চ বভূব গণ্ডকী নদী। ঈশ্বরঃ সোঽপি শৈলশ্চ তত্তীরে পুণ্যদো নৃণাম্ ॥ ১০০
কুর্ব্বন্তি তত্র কীটাশ্চ শিলাং বহুবিধাং মুনে। জলে পতন্তি যা যাশ্চ ফলদাস্তাশ্চ নিশ্চিতম্ ॥ ১০১
স্থলস্থাঃ পিঙ্গলা জ্ঞেয়াশ্চোপতাপাদ্রবেরিতি। ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১০২

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে তুলসীমাহাত্ম্য-কীর্ত্তনং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ—

তুলসী চ যদা পূজ্যা কৃতা নারায়ণপ্রিয়া। অস্যাঃ পূজাবিধানঞ্চ স্তোত্রঞ্চ বদ সাম্প্রতম্ ॥ ১
কেন পূজা কৃতা কেন স্তুতা প্রথমতো মুনে। তত্র পূজ্যা সা বভূব কেন বা বদ মামহো ॥ ২

সূত উবাচ—

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ। কথাং কথিতুমারেভে পুণ্যাং পাপহরাং পরাম্ ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ—

হরিঃ সম্পূজ্য তুলসীং রেমে চ রময়া সহ। রমাসমানসৌভাগ্যাঞ্চকার গৌরবেণ চ ॥ ৪
সেহে চ লক্ষ্মীর্গঙ্গা চ তস্যাশ্চ নবসঙ্গমম্। সৌভাগ্যগৌরবাৎ কোপাত্তং ন সেহে সরস্বতী ॥ ৫

শ্রীহরি তুলসীকে সাদরে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, তুলসীও দেহত্যাগপূর্ব্বক দিব্যরূপধারিণী হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। তুলসী কমলার ন্যায় হরির বক্ষঃস্থলে বাস করিতে লাগিলেন। নারদ! সেই সময় লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা ও তুলসী এই চারিজনই পরমেশ্বর হরির প্রিয়া হইলেন। এদিকে তুলসী দেহত্যাগ করিলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই দেহ, গণ্ডকী নদীরূপে প্রবাহিত হইল এবং তাহার তীরে হরির অংশে মনুষ্যগণের পুণ্যজনক এক পর্ব্বত উৎপন্ন হইল। মুনিবর! সেই পর্ব্বতে সেই অবধি কীটসকল বহুপ্রকার শিলা প্রস্তুত করিতেছে। তাহার মধ্যে যে সকল শিলা জলে পতিত হয়, নিশ্চয় সেই সমুদয় শিলা মেঘের ন্যায় প্রভাযুক্ত হয়; আর স্থলস্থিত শিলাসকল সূর্য্যের উত্তাপহেতু পিঙ্গলবর্ণ হইয়া থাকে। এই আমি তোমার নিকট সমুদয় কহিলাম, এক্ষণে পুনরায় তোমার কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, প্রকাশ কর। ৯৭-১০২

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে তুলসীর মাহাত্ম্যকথন নামক চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

নারদ কহিলেন, ভগবন্! তুলসী যেরূপে নারায়ণের প্রিয়া অতি পবিত্রা ও জগৎপূজ্যা হইলেন, তাহা জানিলাম; কিন্তু তাঁহার পূজা-বিধান বা স্তোত্র শ্রবণ করি নাই! মুনে। পূর্ব্বকালে প্রথমে কে তাঁহার পূজা ও স্তব করিয়াছিল এবং কি প্রকারেই বা তিনি ভবপূজ্যা হইলেন, এই সমুদয় আমার নিকট প্রকাশ করুন। ১-২

সূত কহিলেন, নারায়ণ মুনিপুঙ্গব নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক পুণ্যজনিকা উৎকৃষ্ট কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। হরি তুলসীকে পাইয়া রমার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন এবং তুলসীকেও রমার প্রায় সৌভাগ্যশালিনী ও গৌরবান্বিতা করিলেন। তখন গঙ্গা ও লক্ষ্মী, তুলসীর নবসঙ্গম সহ্য করিলেও সরস্বতী কোপবশত তাঁহার সৌভাগ্য-গৌরব সহ্য করিতে পারিলেন না। একদা মানিনী

সা তাং জঘান কলহে মানিনী হরিসন্নিধৌ। ব্রীড়য়া চাপমানেন সান্তর্দ্ধানঞ্চকার হ। ৬
সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরী দেবী জ্ঞানিনাং সিদ্ধিযোগিনী। জগামাদর্শনং কোপাৎ সর্ব্বত্র চ হরেরহো। ৭
হরির্ন দৃষ্ট্বা তুলসীং বোধয়িত্বা সরস্বতীম্। তদনুজ্ঞাং গৃহীত্বা চ জগাম তুলসীবনম্। ৮
তত্র গত্বা চ সুস্নাতো হরিঃ স তুলসীং সতীম্। পূজয়ামাস তাং ধ্যাত্বা স্তোত্রং ভক্ত্যা চকার হ। ৯
লক্ষ্মীমায়াকামবাণী-বীজপূর্ব্বং দশাক্ষরম্। বৃন্দাবনীতি ঙেন্তঞ্চ বহ্নিজায়ান্তমেব চ। ১০
অনেন কল্পতরুণা মন্ত্ররাজেন নারদ। পূজয়েদ্ যো বিধানেন সর্ব্বসিদ্ধিং লভেদ্ ধ্রুবম্। ১১
ঘৃতদীপেন ধূপেন সিন্দূরচন্দনেন চ। নৈবেদ্যেন চ পুষ্পেণ চোপচারেণ নারদ। ১২
হরিস্তোত্রেণ তুষ্টা সা চাবির্ভূতা মহীরুহাৎ। প্রসন্না চরণাম্ভোজে জগাম শরণং শুভা। ১৩
বরং তস্যৈ দদৌ বিষ্ণুঃ সর্ব্বপূজ্যা ভবেরিতি। অহং ত্বাং ধারয়িষ্যামি স্বরূপাং মূর্দ্ধ্নি বক্ষসি। ১৪
সর্ব্বে ত্বাং ধারয়িষ্যন্তি স্বমূর্দ্ধ্নি চ সুরাদয়ঃ। ইত্যুক্ত্বা তাং গৃহীত্বা চ প্রযযৌ স্বালয়ং বিভুঃ। ১৫

নারদ উবাচ—

কিং ধ্যানং স্তবনং কিং বা কিংবা পূজাবিধানকম্। তুলস্যাশ্চ মহাভাগ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি। ১৬

নারায়ণ উবাচ—

অন্তর্হিতায়াং তস্যাঞ্চ হরির্বৃন্দাবনে তদা। তস্যাশ্চক্রে স্তুতিং গত্বা তুলসীং বিরহাতুরঃ। ১৭

শ্রীভগবানুবাচ—

বৃন্দরূপাশ্চ বৃক্ষাশ্চ যদৈকত্র ভবন্তি চ। বিদুর্বুধাস্তেন বৃন্দাং মৎপ্রিয়াং তাং ভজাম্যহম্। ১৮
পুরা বভূব যা দেবী ত্বাদৌ বৃন্দাবনে বনে। তেন বৃন্দাবনাখ্যাতা সৌভাগ্যাং তাং ভজাম্যহম্। ১৯
অসংখ্যেষু চ বিশ্বেষু পূজিতা যা নিরন্তরম্। তেন বিশ্বপূজিতাখ্যা পূজিতাঞ্চ ভজাম্যহম্। ২০
অসংখ্যানি চ বিশ্বানি পবিত্রাণি ত্বয়া সদা। তাং বিশ্বপাবনীং দেবীং বিরহেণ স্মরাম্যহম্। ২১
দেবা ন তুষ্টাঃ পুষ্পাণাং সমূহেন যয়া বিনা। তাং পুষ্পসারাং শুদ্ধাঞ্চ দ্রষ্টুমিচ্ছামি শোকতঃ। ২২
বিশ্বে যৎপ্রাপ্তিমাত্রেণ ভক্তানন্দো ভবেদ্ধ্রুবম্। নন্দিনী তেন-বিখ্যাতা সা প্রীতা ভবতাদিহ। ২৩

সরস্বতী, হরিসমক্ষে তুলসীর সহিত বৃথা কলহ করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিলে, তুলসী লজ্জা ও অপমান হেতু অন্তর্হিতা হইলেন। তখন সেই সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরী জ্ঞানিগণের সিদ্ধপ্রদায়িনী তুলসী দেবী ক্রোধহেতু সর্ব্বত্র হরিরও অদৃশ্যা হইলেন। পরে হরি তুলসীর অদর্শনে সরস্বতীকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তুলসীবনে গমন করিলেন। সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক স্নানান্তে তুলসীর দ্বারা তুলসীকে ধ্যানপূর্ব্বক পূজা করিয়া লক্ষ্মীবীজ, মায়াবীজ, কামবীজ ও বাণীবীজাদি দশাক্ষর মন্ত্রে ভক্তিসহকারে স্তব করিলেন। হে নারদ। হরি-প্রণীত উক্ত লক্ষ্মীবীজাদি দশাক্ষর মন্ত্রের বীজশেষে চতুর্থ্যন্ত বৃন্দাবনী শব্দ ও সর্ব্বশেষে স্বাহা বিন্যস্ত আছে। এই কল্পতরুস্বরূপ মন্ত্ররাজ পাঠ করত ঘৃতপ্রদীপ, ধূপ, সিন্দূর, চন্দন, পুষ্প, নৈবেদ্য ও অন্যান্য উপহার দ্বারা যে মানব যথাবিধি তুলসীর পূজা করিবেন, তিনি সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিবেন। পরে তুলসী, হরিস্তোত্রে সন্তুষ্টা হইয়া বৃক্ষ হইতে আবির্ভূতা হইলেন এবং প্রসন্নচিত্তে হরিপাদপদ্মে শরণাপন্ন হইলেন। ৩-১৩

হরি তাঁহাকে, "তুমি জগৎপূজ্যা হও" বলিয়া বর দান করিলেন। আর বলিলেন, প্রিয়ে। আমি তোমাকে মস্তকে ও বক্ষে ধারণ করিব। সমুদয় দেবগণও এই জন্য তোমাকে মস্তকে ধারণ করিবেন। ভগবান্ হরি এই কথা বলিয়া তুলসীকে গ্রহণপূর্ব্বক স্বালয়ে গমন করিলেন। নারদ কহিলেন, হে মহাভাগ। তুলসীর ধ্যান ও স্তব কি প্রকার? এবং পূজাবিধি-ক্রমই বা কিরূপ? তাহা আমার নিকট বিশেষরূপে বর্ণন করুন। নারায়ণ কহিলেন, নারদ। তুলসী অন্তর্হিতা হইলে, হরি বিরহাতুর হইয়া তুলসীবনে গমনপূর্ব্বক পূজা সমাপনান্তে পুনরায় এইরূপ স্তব করিলেন; একস্থানে বৃক্ষবৃন্দরূপে উৎপন্না হন বলিয়া পণ্ডিতগণ যাঁহাকে বৃন্দা বলিয়া থাকেন এবং যিনি আমার প্রিয়া, আমি সেই বৃন্দাকে ভজনা করি। পূর্ব্বকালে যিনি প্রথমেই বৃন্দাবনের বনে বৃক্ষরূপে উৎপন্না হইয়া বৃন্দাবনী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন এবং যিনি সৌভাগ্যশালিনী, আমি তাঁহাকে ভজনা করি। ১৪-১৯

যিনি অসংখ্য বিশ্বে নিরন্তর পূজিতা হইয়া বিশ্বপূজিতা নাম ধারণ করিয়াছেন, আমি সেই জগৎ-পূজ্যাকে ভজনা করি। যিনি সর্ব্বদা অসংখ্য বিশ্বকে পবিত্র করিয়া বিশ্বপাবনী আখ্যা লাভ করিয়াছেন, আমি স্মরাতুর হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি। যে তুলসী ব্যতীত দেবগণ প্রচুর পুষ্প লাভেও সন্তুষ্ট নহেন, আমি সেই শুদ্ধা পুষ্পসারা দেবীকে শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে দেখিতে ইচ্ছা করি। বিশ্বসংসারে যাহাকে লাভ করিলে, অবশ্যই ভক্তি ও আনন্দের উদ্রেক হয় বলিয়া যিনি নন্দিনী নামে বিখ্যাতা, সেই

যস্যা দেব্যাস্তুলা নাস্তি বিশ্বেষু নিখিলেষু চ। তুলসী তেন বিখ্যাতা তাং যামি শরণং প্রিয়াম্ ॥ ২৪
কৃষ্ণজীবনরূপা সা শশ্বৎ প্রিয়তমা সতী। তেন কৃষ্ণজীবনী সা সা মে রক্ষতু জীবনম্ ॥ ২৫
ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা তস্থৌ তত্র রমাপতিঃ। দদর্শ তুলসীং সাক্ষাৎ পাদপদ্মানতাং সতীম্ ॥ ২৬
রুদতীমবমানেন মানিনীং মানপূজিতাম্। প্রিয়াং দৃষ্ট্বা প্রিয়ঃ শীঘ্রং বাসয়ামাস বক্ষসি ॥ ২৭
ভারত্যাজ্ঞাং গৃহীত্বা চ স্বালয়ঞ্চ যযৌ হরিঃ। ভারত্যা সহ তৎপ্রীতিং কারয়ামাস সত্বরম্ ॥ ২৮
বরং বিষ্ণুর্দদৌ তস্যৈ সর্ব্বপূজ্যা ভবেরিতি। শিরোধার্য্যা চ সর্ব্বেষাং বন্দ্যা মান্যা মমেতি চ ॥ ২৯
বিষ্ণোর্ব্বরেণ সা দেবী পরিতুষ্টা বভূব চ। সরস্বতী তামাকৃষ্য বাসয়ামাস সন্নিধৌ ॥ ৩০
লক্ষ্মীর্গঙ্গা সস্মিতা চ তাং সমাকৃষ্য নারদ। গৃহং প্রবেশয়ামাস বিনয়েন সতীং সদা ॥ ৩১
বৃন্দা বৃন্দাবনী বিশ্বপূজিতা বিশ্বপাবনী। পুষ্পসারা নন্দিনী চ তুলসী কৃষ্ণজীবনী ॥ ৩২
এতন্নামাষ্টকং চৈব স্তোত্রং নামার্থসংযুতম্। যঃ পঠেত্তাঞ্চ সম্পূজ্য সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৩৩
কার্ত্তিক্যাং পূর্ণিমায়াঞ্চ তুলস্যা জন্মমঙ্গলম্। তত্র তস্যাশ্চ পূজা চ বিহিতা হরিণা পুরা ॥ ৩৪
তস্যাং যঃ পূজয়েত্তাঞ্চ ভক্ত্যা চ বিশ্বপাবনীম্। সর্ব্বপাপাদ্বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৩৫
কার্ত্তিকে তুলসীপত্রং যো দদাতি চ বিষ্ণবে। গবাময়ুতদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩৬
অপুত্রো লভতে পুত্রং প্রিয়াহীনো লভেৎ প্রিয়াম্। বন্ধুহীনো লভেদ্ বন্ধুং স্তোত্রশ্রবণমাত্রতঃ ॥ ৩৭
রোগী প্রমুচ্যতে রোগাদ্ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ। ভয়াৎ মুচ্যেত ভীতস্তু পাপাৎ মুচ্যেত পাতকী ॥ ৩৮
ইত্যেবং কথিতং স্তোত্রং ধ্যানং পূজাবিধিং শৃণু। ত্বমেব বেদে জানাসি কাণ্বশাখোক্তমেব চ ॥ ৩৯
তদ্‌বৃক্ষে পূজয়েত্তাঞ্চ ভক্ত্যা চাবাহনং বিনা। তাং ধ্যাত্বা চোপচারেণ ধ্যানং পাতকনাশনম্ ॥ ৪০
তুলসীং পুষ্পসারাঞ্চ সতীং পূজ্যাং মনোহরাম্। কৃতপাপেধ্মদাহায় জ্বলদগ্নিশিখোপমাম্ ॥ ৪১
পুষ্পেষু তুলনা যস্যা নাস্তি বেদেষু ভাষিতম্। পবিত্ররূপা সর্ব্বাসু তুলসী সা চ কীর্ত্তিতা ॥ ৪২
শিরোধার্য্যা চ সর্ব্বেষামীপ্সিতা বিশ্বপাবনী। জীবন্মুক্তাং মুক্তিদাঞ্চ ভজে তাং হরিভক্তিদাম্ ॥ ৪৩

দেবী আমার প্রতি প্রীতা হউন। সমুদয় বিশ্বমধ্যে তুলনা নাই বলিয়া যিনি তুলসী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন, আমি সেই প্রিয়ার শরণাগত হইলাম। আর যে সতী কৃষ্ণের জীবন-স্বরূপ প্রিয়তমা বলিয়া কৃষ্ণজীবনী নাম ধারণ করিয়াছেন, তিনি আমার জীবন রক্ষা করুন। রমাপতি এইরূপ স্তব করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করত নিজ পাদপদ্মে প্রণতা সতী তুলসীকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন। অনন্তর হরি, মানসপূজিতা মানিনী তুলসীকে অভিমানভরে রোদন করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ স্ববক্ষে ধারণ করিলেন; পরে সরস্বতীর অনুমতি লইয়া স্বভবনে গমনপূর্ব্বক সত্বর সরস্বতীর সহিত তুলসীর প্রণয় করাইয়া দিলেন। হরি—তুলসীকে বরদান করিলেন যে, তুমি বিশ্বপূজ্যা হইয়া সকলের শিরোধার্য্য হইবে। আর আমারও বন্দ্যা এবং মান্যা হইবে। ২০-২৯

দেবী তুলসী বিষ্ণুবরে পরিতুষ্টা হইলে, সরস্বতী তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক স্বসন্নিধানে উপবেশন করাইলেন। নারদ। পরে লক্ষ্মী ও গঙ্গা, সহাস্যমুখে সতী তুলসীর হস্তধারণ করিয়া সবিনয়ে গৃহে লইয়া গেলেন। যিনি তুলসীকে পূজা করিয়া বৃন্দা, বৃন্দাবনী, বিশ্বপাবনী, বিশ্বপূজিতা, পুষ্পসারা, নন্দিনী, তুলসী ও কৃষ্ণজীবনী এই অর্থযুক্ত নামাষ্টকরূপ স্তোত্র পাঠ করিবেন, তিনি অশ্বমেধের ফলভাগী হইবেন। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে জগতের মঙ্গলকর তুলসীর জন্ম হয়, এজন্য সেই দিনে হরি তাঁহার পূজা বিধান করিয়াছেন। যিনি সেই দিনে ভক্তিপূর্ব্বক বিশ্বপাবনী তুলসীর পূজা করিবেন, তিনি অনায়াসে সমুদয় পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারিবেন। কার্ত্তিক মাসে বিষ্ণুর উদ্দেশে তুলসীপত্র দান করিলে, অযুত গো-দানের ফল হয়। অধিক কি, তুলসী-স্তোত্র স্মরণমাত্রে পুত্রহীন পুত্র, প্রিয়াহীন প্রিয়া ও বন্ধুবিহীন ব্যক্তি বন্ধু লাভ করেন এবং রোগী রোগ হইতে, বদ্ধ বন্ধন হইতে, ভীত ভয় হইতে ও পাতকী পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৩০-৩৮

নারদ। এই আমি তুলসীর স্তোত্র কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ধ্যান ও পূজাবিধি শ্রবণ কর। আবাহন ব্যতিরেকে ভক্তিপূর্ব্বক কাণ্বশাখোক্ত যে ধ্যান কীর্ত্তন করিব, তুমিও তাহা বিদিত আছ। এক্ষণে তুলসীর পাপনাশন ধ্যান শ্রবণ কর। সতী তুলসী, ধ্যান করিয়া যোড়শোপচারে পূজা করিবে। তিনি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় সমস্ত পাপরূপ কাষ্ঠের দাহকারিণী। পুষ্পসারা, পূজ্যা ও মনোহরা; তিনি পবিত্ররূপা এবং পুষ্পমধ্যে যাঁহার তুলনা নাই, তিনি তুলসী নামে মূনে। সমস্ত দেবীগণের মধ্যে যিনি পবিত্ররূপা এবং পুষ্পমধ্যে যাঁহার তুলনা নাই, তিনি তুলসী নামে কীর্ত্তিতা হন। যিনি সকলের প্রার্থনীয়া ও শিরোধার্য্যা এবং যিনি বিশ্বপাবনী নামে প্রসিদ্ধা, সেই মুক্তি

ইতি ধ্যাত্বা চ সংপূজ্য স্তুত্বা চ প্রণমেৎ সুধীঃ। উক্তং তুলস্যুপাখ্যানং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৪

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে তুলসীপূজাকথনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ। ২৫।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ

তুলস্যুপাখ্যানমিদং শ্রুতং চাতিসুধোপমম্। ততঃ সাবিত্র্যুপাখ্যানং তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১
পুরা কেন সমুদ্ভূতা সা শ্রুতা চ শ্রুতেঃ প্রসূঃ। কেন বা পূজিতা লোকে প্রথমে কৈশ্চ বা পরে ॥ ২

নারায়ণ উবাচ—

ব্রহ্মণা বেদজননী প্রথমে পূজিতা মুনে। দ্বিতীয়ে চ বেদগণৈ-স্তৎপশ্চাদ্ বিদুষাং গণৈঃ ॥ ৩
তদা চাশ্বপতির্ভূপঃ পূজয়ামাস ভারতে। তৎপশ্চাৎ পূজয়ামাসু র্বর্ণাশ্চত্বার এব চ ॥ ৪

নারদ উবাচ—

কো বা সোঽশ্বপতির্ব্রহ্মন্ কেন বা তেন পূজিতা। সর্ব্বপূজ্যা চ সা দেবী তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৫

নারায়ণ উবাচ—

মদ্রদেশে মহারাজো বভূবাশ্বপতির্মুনে। বৈরিণাং বলহর্ত্তা চ মিত্রাণাং দুঃখনাশনঃ ॥ ৬
আসীৎ তস্য মহারাজ্ঞী মহিষী ধর্ম্মচারিণী। মালতীতি সমাখ্যাতা যথা লক্ষ্মীর্গদাভৃতঃ ॥ ৭
সা চ রাজ্ঞী চ বন্ধ্যা চ বসিষ্ঠস্যোপদেশতঃ। চকারারাধনং ভক্ত্যা সাবিত্র্যাশ্চৈব নারদ ॥ ৮
প্রত্যাদেশং ন সা প্রাপ্তা মহিষী ন দদর্শ তাম্। গৃহং জগাম দুঃখার্ত্তা হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৯
রাজা তাং দুঃখিতাং দৃষ্ট্বা বোধয়িত্বা নয়েন বৈ। সাবিত্র্যাস্তপসে ভক্ত্যা জগাম পুষ্করং তদা ॥ ১০
তপশ্চকার তত্রৈব সংযতঃ শতবৎসরম্। ন দদর্শ চ সাবিত্র্যাঃ প্রত্যাদেশো বভূব চ ॥ ১১

ও হরিভক্তিদায়িনী জীবন্মুক্তা তুলসীকে ভজনা করি। বুধগণ এইরূপ ধ্যান করিয়া পূজাসমাপনান্তে স্তুতিপাঠ ও প্রণাম করিবেন। এই ত তুলসীর উপাখ্যান উক্ত হইল, পুনরায় কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়? ৩৯-৪৪

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে তুলসীর পূজাকথন নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫।

ষড়্বিংশ অধ্যায়

নারদ কহিলেন,—হে প্রভো! আপনার প্রসাদে সুধাসম তুলসীর উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে বিস্তৃত সাবিত্রীর উপাখ্যান আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। পূর্ব্বে বেদমাতা সাবিত্রী যেরূপে সমুদ্ভূতা হইয়াছেন—তাহা শ্রবণ করিয়াছি। সেই দেবীকে পূর্ব্বে কোন্ ব্যক্তি ও পরেই বা কাহারা পূজা করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! সেই বেদজননী, প্রথমে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক, পরে দেবগণকর্ত্তৃক ও তাহার পর জ্ঞানিগণকর্ত্তৃক পূজিতা হইয়াছেন। ভারতে রাজা অশ্বপতিই অগ্রে তাঁহার পূজা করেন; পরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই তাঁহাকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইল। নারদ বলিলেন, ব্রহ্মন্! সেই অশ্বপতি কে? ও কিরূপেই বা তিনি সেই সর্ব্বপূজ্যা সাবিত্রীকে পূজা করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। নারায়ণ বলিলেন, মুনিবর! মদ্রদেশে বৈরিগণের বলহর্ত্তা ও মিত্রগণের দুঃখ-নিবারক অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন। সেই অশ্বপতির নারায়ণের লক্ষ্মীর ন্যায় মালতী নামে বিখ্যাতা মহারাজ্ঞী ধর্ম্মচারিণী এক মহিষী ছিলেন। হে নারদ! রাজ্ঞী বন্ধ্যা বলিয়া বশিষ্ঠের উপদেশক্রমে ভক্তিপূর্ব্বক সাবিত্রীর আরাধনা করেন। পরে মালতী সাবিত্রীর দর্শন বা কোনরূপ প্রত্যাদেশ না পাইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ১-৯

তখন রাজা তাঁহাকে দুঃখিতা দেখিয়া নীতিবাক্যে সান্ত্বনাপূর্ব্বক স্বয়ং ভক্তিসহকারে সাবিত্রী-আরাধনার নিমিত্ত পুষ্করতীর্থে গমন করেন। অশ্বপতি সংযত হইয়া শত বৎসর সেই স্থানে তপস্যা

শুশ্রাবাকাশবাণীঞ্চ নৃপেন্দ্রশ্চাশরীরিণীম্। গায়ত্র্যা দশলক্ষঞ্চ জপং ত্বং কুরু নারদ ॥ ১২
এতস্মিন্নন্তরে তত্র আজগাম পরাশরঃ। প্রণনাম ততস্তঞ্চ মুনির্নৃপমুবাচ চ ॥ ১৩

মুনিরুবাচ—

সকৃজ্জপশ্চ গায়ত্র্যাঃ পাপং দিনভবং হরেৎ। দশবারং জপেনৈব নশ্যেৎ পাপং দিবানিশম্ ॥ ১৪
শতবারং জপশ্চৈব পাপং মাসার্জ্জিতং হরেৎ। সহস্রধা জপশ্চৈব কল্মষং বৎসরার্জ্জিতম্ ॥ ১৫
লক্ষো জন্মকৃতং পাপং দশলক্ষোঽন্যজন্মজম্। সর্ব্বজন্মকৃতং পাপং শতলক্ষাদ্বিনশ্যতি ॥ ১৬
করোতি মুক্তিং বিপ্রাণাং জপো দশগুণস্ততঃ। করং সর্পফণাকারং কৃত্বা তদ্রন্ধ্রমুদ্রিতম্ ॥ ১৭
আনম্রমূর্দ্ধমচলং প্রজপেৎ প্রাঙ্মুখো দ্বিজঃ। অনামিকামধ্যদেশাদধোঽবামক্রমেণ চ ॥ ১৮
তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং জপস্যৈবং ক্রমঃ করে। শ্বেতপঙ্কজবীজানাং স্ফটিকানাঞ্চ সংস্কৃতাম্ ॥ ১৯
কৃত্বা বা মালিকাং রাজন্ জপেত্তীর্থে সুরালয়ে। সংস্থাপ্য মালামশ্বত্থপত্রে পদ্মে চ সংযতঃ ॥ ২০
কৃত্বা গোরোচনাক্তাঞ্চ গায়ত্র্যা স্নাপয়েৎ সুধীঃ। গায়ত্রীশতকং তস্যাং জপেচ্চ বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২১
অথবা পঞ্চগব্যেন স্নাত্বা মালাং সুসংস্কৃতাম্। অথ গঙ্গোদকেনৈব স্নাত্বা বাতিসুসংস্কৃতাম্ ॥ ২২
এবং ক্রমেণ রাজর্ষে দশলক্ষং জপং কুরু। সাক্ষাদ্ দ্রক্ষ্যসি সাবিত্রীং ত্রিজন্মপাতকক্ষয়াৎ ॥ ২৩
নিত্যাং সন্ধ্যাঞ্চ হে রাজন্ করিষ্যসি দিনে দিনে। মধ্যাহ্নে চাপি সায়াহ্নে প্রাতরেব শুচিঃ সদা ॥ ২৪
সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। যদহ্না কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ২৫
উপতিষ্ঠতি যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যস্তু পশ্চিমাম্। স শূদ্রবদ্ বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্ দ্বিজকর্ম্মণঃ ॥ ২৬
যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং ত্রিসন্ধ্যাং যঃ করোতি চ। স চ সূর্য্যসমো বিপ্রস্তেজসা তপসা সদা ॥ ২৭
তৎপাদপদ্মরজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা। জীবন্মুক্তঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপূতো হি যো দ্বিজঃ ॥ ২৮
তীর্থানি চ পবিত্রাণি তস্য সংস্পর্শমাত্রতঃ। ততঃ পাপানি যান্ত্যেব বৈনতেয়াদিবোরগাঃ ॥ ২৯
ন গৃহ্নন্তি সুরাঃ পূজাং পিতরঃ পিণ্ডতর্পণম্। স্বেচ্ছয়া চ দ্বিজাতেশ্চ ত্রিসন্ধ্যারহিতস্য চ ॥ ৩০

করিয়াও সাবিত্রীকে দর্শন করিতে পাইলেন না; কিন্তু প্রত্যাদেশ হইল—"দশ লক্ষ গায়ত্রীজপ কর"। হে
নারদ! নৃপেন্দ্র তখন এইরূপ অশরীরিণী আকাশ-বাণী শুনিতে পাইলেন। এমত সময়ে সহসা সেই
স্থানে মুনিবর পরাশর আগমন করিলেন। ভূপতি তাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রণাম করিলে, মুনিবর তাঁহাকে
কহিলেন, রাজন্! গায়ত্রীজপ একবার করিলে দিনকৃত পাপ, দশবার করিলে দিন-রাত্রিকৃত পাপসমূহ
বিনষ্ট হয়; শতবার গায়ত্রীজপে বৎসরার্জ্জিত পাপপুঞ্জ ধ্বংস হইয়া থাকে, লক্ষবার গায়ত্রী জপে
আজন্ম-কৃত পাপ, দশ লক্ষ জপে জন্মান্তরের পাপ, শত লক্ষ জপে সর্ব্ব-জন্ম-কৃত পাপনিচয় বিনাশ প্রাপ্ত
হইয়া থাকে। দ্বিজগণ কর-অঙ্গুলি-ছিদ্ররহিত সর্পফণাকার করিয়া এবং অঙ্গুষ্ঠ করমধ্যে বিনষ্ট করিয়া
নিশ্চলভাবে প্রাঙ্মুখ হইয়া জপ করিবেন এবং ঐ করের অনামিকার মধ্যপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া
অধোদেশ দিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে তর্জ্জনীমূল পর্য্যন্ত অঙ্গুলী ভ্রমণই জপের ক্রম। রাজন্! অথবা শ্বেতপদ্মের
বীজের বা স্ফটিকের মালা সংস্কৃত করিয়া তীর্থস্থানে বা দেবালয়ে তাহা দ্বারা জপ করিবে। সুসংযত
হইয়া সপ্ত অশ্বত্থ পত্রের উপর স্থাপনপূর্ব্বক মালাকে গোরোচনাক্ত করিয়া গায়ত্রী দ্বারা স্নান করাইবে,
পরে তাহাতে শতবার যথাবিধি গায়ত্রী জপ করিবে। ১০-২১

এইরূপে সংস্কৃতা মালা পঞ্চগব্য দ্বারা কিম্বা গঙ্গোদক দ্বারা স্নান করাইবে। রাজর্ষে! এই নিয়মে
দশলক্ষ গায়ত্রী জপ করিলে, তিন জন্মের পাতক বিনষ্ট হইবে। পরে সাক্ষাৎ সাবিত্রীর দর্শন পাইবে।
রাজন্! তুমি সর্ব্বদা শুচি হইয়া প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়াহ্নকাল এই কালত্রয়ে নিত্য সন্ধ্যাত্রয়ের
উপাসনা করিও। দেখ নিত্য সন্ধ্যাবিহীন অশুচি ব্যক্তি—সকল কার্য্যের অনধিকারী; তিনি দিবসে যে
সমস্ত কার্য্য করেন, তাহার ফল প্রাপ্ত হন না; অধিক কি, যিনি প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা না
করেন, তাঁহাকে শূদ্রের ন্যায় সমুদয় দ্বিজকার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করাই কর্ত্তব্য। আর যিনি যাবজ্জীবন
ত্রিসন্ধ্যা করিয়া থাকেন, সেই বিপ্র সর্ব্বদা তেজ ও তপস্যায় সূর্য্যতুল্য হইয়া থাকেন। যে দ্বিজ সন্ধ্যাপূত
তেজস্বী, তিনি জীবন্মুক্ত, অধিক কি, বসুন্ধরা তাঁহার পাদপদ্মের রজঃস্পর্শে তৎক্ষণাৎ পবিত্রতা লাভ
করেন। সন্ধ্যাপূত ব্রাহ্মণের স্পর্শমাত্রে তীর্থসকল পবিত্র হয় এবং গরুড়ের নিকট হইতে সর্পগণের ন্যায়
তাঁহারও নিকট হইতে পাপসকল পলায়ন করে। আর ইচ্ছাপূর্ব্বক সন্ধ্যা-বিহীন দ্বিজাতির পূজা—
দেবগণ, পিণ্ড ও তর্পণজল পিতৃগণ গ্রহণ করেন না। ২২-৩০

মূলপ্রকৃত্যভক্তো যস্তন্মন্ত্রস্যাপ্যনর্চ্চকঃ। তদুৎসববিহীনশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩১
বিষ্ণুমন্ত্রবিহীনশ্চ ত্রিসন্ধ্যারহিতো দ্বিজঃ। একাদশীবিহীনশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩২
হরেরনৈবেদ্যভোজী ধাবকো বৃষবাহকঃ। শূদ্রান্নভোজী যো বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩৩
শূদ্রাণাং শবদাহী যো স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ। শূদ্রাণাং সূপকারশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩৪
শূদ্রাণাঞ্চ প্রতিগ্রাহী শূদ্রযাজী চ যো দ্বিজঃ। মসিজীবী অসিজীবী বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩৫
যঃ কন্যাবিক্রয়ী বিপ্রো যো হরের্নামবিক্রয়ী। যো বিপ্রোঽবরান্নভোজী ঋতুস্নাতান্নভোজকঃ ॥ ৩৬
ভগজীবী বার্দ্ধুষিকো বিষহীনো যথোরগঃ। যো বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩৭
সূর্য্যোদয়ে স্বপেদ্‌যো হি মৎস্যভোজী চ যো দ্বিজঃ। শিবাপূজাদিরহিতো বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩৮
ইত্যুক্ত্বা চ মুনিশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বপূজাবিধিক্রমম্। তমুবাচ চ সাবিত্র্যা ধ্যানাদিকমভীপ্সিতম্ ॥ ৩৯
দত্ত্বা সর্ব্বং নৃপেন্দ্রায় যযৌ চ স্বাশ্রমে মুনে। রাজা সংপূজ্য সাবিত্রীং দদর্শ বরমাপ চ ॥ ৪০

নারদ উবাচ—

কিংবা ধ্যানঞ্চ সাবিত্র্যাঃ কিংবা পূজাবিধানকম্। স্তোত্রং মন্ত্রঞ্চ কিং দত্ত্বা প্রযযৌ স পরাশরঃ ॥ ৪১
নৃপঃ কেন বিধানেন সম্পূজ্য শ্রুতিমাতরম্। বরঞ্চ কিং বা সংপ্রাপ সম্পূজ্য তু বিধানতঃ ॥ ৪২
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি সাবিত্র্যাঃ পরমং মহৎ। রহস্যাতিরহস্যঞ্চ শ্রুতিসিদ্ধং সমাসতঃ ॥ ৪৩

নারায়ণ উবাচ—

জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং শুদ্ধকালে চ সংযতঃ। ব্রতমেবং চতুর্দ্দশ্যাং ব্রতী ভক্ত্যা সমাচরেৎ ॥ ৪৪
ব্রতং চতুর্দ্দশাব্দঞ্চ দ্বিসপ্তফলসংযুতম্। দত্ত্বা দ্বিসপ্তনৈবেদ্যং পুষ্পধূপাদিকঞ্চরেৎ ॥ ৪৫
বস্ত্রং যজ্ঞোপবীতঞ্চ ভোজনং বিধিপূর্ব্বকম্। সংস্থাপ্য মঙ্গলঘটং ফলশাখাসমন্বিতম্ ॥ ৪৬
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্। সংপূজ্য পূজয়েদিষ্টং ঘটে আবাহিতে দ্বিজঃ ॥ ৪৭
শৃণু ধ্যানঞ্চ সাবিত্র্যাশ্চোক্তং মাধ্যন্দিনে চ যৎ। স্তোত্রং পূজাবিধানঞ্চ মন্ত্রঞ্চ সর্ব্বকামদম্ ॥ ৪৮
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং জ্বলন্তীং ব্রহ্মতেজসা। গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড-সহস্রসংমিতপ্রভাম্ ॥ ৪৯
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং রত্নভূষণভূষিতাম্। বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহাম্ ॥ ৫০

যে দ্বিজ আদ্যাশক্তির অভক্ত, তদীয় মন্ত্রের অনুপাসক এবং তাঁহার উৎসবে পরাঙ্মুখ, তাঁহাকে বিষহীন সর্পের ন্যায় জানিবে। যে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুমন্ত্র, ত্রিসন্ধ্যা ও একাদশীবিহীন, যিনি হরির অনিবেদিত বস্তু ভোজন করেন, যে ব্রাহ্মণ দৌত্য বা রজকের কার্য্য করেন, যে ব্রাহ্মণ বৃষবাহক, শূদ্রান্নভোজী, শূদ্রের শবদাহী অথবা শূদ্রা বা অনূঢ়া রজস্বলার পতি, যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের সূপকারক, শূদ্রের প্রতিগ্রহকারী কিম্বা শূদ্রযাজী ; যে ব্রাহ্মণ অসিজীবী, মসীজীবী, অথবা অবীরা বা ঋতুস্নাতার অন্নভোজনকারী ; যে ব্রাহ্মণ ভগজীবী, বৃদ্ধিজীবী অথবা কন্যা বা হরিনাম কিম্বা দুগ্ধের বিক্রেতা ; যে দ্বিজ দিবসে দুইবার ভোজন করেন, বা যিনি সূর্য্যপ্রকাশেও শয়নকারী বা মৎস্যাহারী অথবা শক্তি পূজায় বিমুখ, তাঁহারা বিষ-বিহীন সর্পের ন্যায় ব্রাহ্মণ হইলেও, ব্রহ্মণ্যহীন হইয়া থাকেন। ৩১-৩৮

মুনিবর এই কথা বলিয়া অশ্বপতিকে সাবিত্রীর পূজার নিয়ম ও অভীপ্সিত ধ্যানাদি কহিলেন। অনন্তর মুনিবর নৃপেন্দ্রকে সমুদয় বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া স্বালয়ে গমন করিলেন ; পরে ভূপতিও তদুক্ত নিয়মানুসারে সাবিত্রীকে পূজা করিয়া তাঁহার দর্শন ও তাহা হইতে বরলাভ করিলেন। নারদ কহিলেন, মহাভাগ ! মুনিবর পরাশর নৃপতিকে সাবিত্রীর কিরূপ ধ্যান, পূজাবিধি, স্তোত্র ও মন্ত্র দান করিয়া গমন করিয়াছিলেন ? এবং নৃপ অশ্বপতিই বা কোন বিধি অনুসারে পূজা করিয়া বেদমাতা হইতে কিরূপ বরলাভ করিয়াছিলেন ? সাবিত্রীর পরমোত্তম অতি গোপনীয় বেদপ্রসিদ্ধ তৎসমস্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। নারায়ণ বলিলেন, নারদ। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর। শুদ্ধকালে জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে সংযত থাকিয়া চতুর্দ্দশী দিবসে ব্রতী ভক্তিপূর্ব্বক সাবিত্রীর ব্রত আচরণ করিবেন। এই ব্রত চতুর্দ্দশ বৎসরে নিষ্পাদ্য, ইহাতে চতুর্দ্দশ ফল, চতুর্দ্দশ খানি নৈবেদ্য ; তদনুরূপ পুষ্প-ধূপাদি, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত এবং ভোজ্য সামগ্রী দান করা বিধেয়। ফলশাখাযুক্ত মঙ্গলঘট স্থাপন করিয়া তাহাতে আবাহনপূর্ব্বক গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা ও ইষ্টদেবতার পূজা করিতে হইবে। এক্ষণে মাধ্যন্দিনশাখোক্ত সাবিত্রীর ধ্যান, স্তোত্র, পূজাবিধি ও সর্ব্বকামপ্রদ মন্ত্র শ্রবণ কর। যাঁহার বর্ণপ্রভা তপ্তকাঞ্চনতুল্য, যিনি ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিতা, যাঁহাকে দেখিলে গ্রীষ্মকালীনমধ্যাহ্ন সহস্র সূর্য্য বলিয়া বোধ হয়, যিনি ভক্তের অনুগ্রহকারিণী ও রত্নভূষণ-বিভূষিতা, যাঁহার পরিধান বস্ত্র বহ্নির ন্যায় বিশুদ্ধ

সুখদাং মুক্তিদাং শান্তাং কান্তাঞ্চ জগতাং বিধেঃ। সর্ব্বসম্পৎস্বরূপাঞ্চ প্রদাত্রীং সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ৫১
বেদাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ বেদশাস্ত্রস্বরূপিণীম্। বেদবীজস্বরূপাঞ্চ ভজে তাং বেদমাতরম্ ॥ ৫২
ধ্যাত্বা ধ্যানেন নৈবেদ্যং দত্ত্বা পাদিং স্বমূর্দ্ধনি। পুনর্ধ্যাত্বা ঘটে ভক্ত্যা দেবীমাবাহয়েদ্ ব্রতী ॥ ৫৩
দত্ত্বা ষোড়শোপচারং বেদোক্তং মন্ত্রপূর্ব্বকম্। সংপূজ্য স্তুত্বা প্রণমেদ্দেবদেবীং বিধানতঃ ॥ ৫৪
আসনং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ স্নানীয়ং চানুলেপনম্। ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং তাম্বূলং শীতলং জলম্ ॥ ৫৫
বসনং ভূষণং মাল্যং গন্ধমাচমনীয়কম্। মনোহরং সুতল্পঞ্চ দেয়ান্যেতানি ষোড়শ ॥ ৫৬
দারুসারবিকারঞ্চ হেমাদিনির্ম্মিতঞ্চ বা। দেবাধারং পুণ্যদঞ্চ ময়া তুভ্যং নিবেদিতম্ ॥ ৫৭
তীর্থোদকঞ্চ পাদ্যঞ্চ পুণ্যদং প্রীতিদং মহৎ। পূজাঙ্গভূতং শুদ্ধঞ্চ ময়া তুভ্যং নিবেদিতম্ ॥ ৫৮
পবিত্ররূপমর্ঘ্যঞ্চ দূর্ব্বাপুষ্পদলান্বিতম্। পুণ্যদং শঙ্খতোয়াক্তং ময়া তুভ্যং নিবেদিতম্ ॥ ৫৯
সুগন্ধং গন্ধতোয়ঞ্চ স্নেহং সৌগন্ধকারকম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা স্নানীয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬০
গন্ধদ্রব্যোদ্ভবং পুণ্যং প্রীতিদং দিব্যগন্ধদম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গন্ধতোয়ং তবাম্বিকে ॥ ৬১
সর্ব্বমঙ্গলরূপঞ্চ সর্ব্বঞ্চ মঙ্গলপ্রদম্। পুণ্যদঞ্চ সুধূপং তং গৃহাণ পরমেশ্বরি।
সুগন্ধযুক্তং সুখদং ময়া তুভ্যং নিবেদিতম্ ॥ ৬২
জগতাং দর্শনার্থায় প্রদীপং দীপ্তিকারকম্। অন্ধকারধ্বংসবীজং ময়া তুভ্যং নিবেদিতম্ ॥ ৬৩
তুষ্টিদং পুষ্টিদং চৈব প্রীতিদং ক্ষুদ্বিনাশকম্। পুণ্যদং স্বাদুরূপঞ্চ নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬৪
তাম্বূলপ্রবরং রম্যং কর্পূরাদি-সুবাসিতম্। তুষ্টিদং পুষ্টিদঞ্চৈব ময়া তুভ্যং নিবেদিতম্ ॥ ৬৫
সুশীতলং বারি শীতং পিপাসানাশকারণম্। জগতাং জীবরূপঞ্চ জীবনং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬৬
দেহশোভাস্বরূপঞ্চ সভাশোভাবিবর্দ্ধনম্। কার্পাসজঞ্চ কৃমিজঞ্চ বসনং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬৭
কাঞ্চনাদি-বিনির্ম্মাণং শ্রীকরং শ্রীযুতং সদা। সুখদং পুণ্যদং রত্নভূষণং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬৮
নানাপুষ্পবিনির্ম্মাণং বহুশোভাসমন্বিতম্। প্রীতিদং পুণ্যদং চৈব মাল্যঞ্চ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬৯
সর্ব্বমঙ্গলরূপঞ্চ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্। পুণ্যদঞ্চ সুগন্ধাঢ্যং গন্ধঞ্চ দেবি গৃহ্যতাম্ ॥ ৭০

এবং মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত হওয়ায় সুপ্রসন্ন, যিনি জগতের বিধানকর্ত্রী, ব্রহ্মার কান্তা, যাঁহার মূর্ত্তি শান্ত, যিনি সুখ ও মুক্তি দান করেন, যিনি সর্ব্বসম্পৎ-প্রদাত্রী ও সর্ব্বসম্পৎস্বরূপা, যিনি বেদ-শাস্ত্র-স্বরূপিণী ও বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—সেই বেদবীজস্বরূপা বেদমাতা সাবিত্রীকে আমি ভজনা করি। ব্রতী ব্যক্তি, সাবিত্রীকে এইরূপ ধ্যান করিয়া স্বমস্তকে পুষ্প দানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যানান্তে ভক্তিপূর্ব্বক দেবীকে ঘটে আবাহন করিবেন। পরে বেদোক্ত মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া স্তুতিপাঠপূর্ব্বক দেবীকে যথাবিধি প্রণাম করিবেন। আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, অনুলেপনদ্রব্য, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বূল, শীতল জল, বসনভূষণ, গন্ধ, আচমনীয় জল ও মনোহর শয্যা—এই ষোড়শ উপচার দান করা বিধেয়। (উপচার দানের মন্ত্র যথা,)—হে দেবি! চন্দনকাষ্ঠোৎপন্ন অথবা সুবর্ণাদি নির্ম্মিত এই পুণ্যপ্রদ দেবাধার আসন উপবেশনার্থ আপনাকে নিবেদন করিলাম। তীর্থোদকরূপ পূজার অঙ্গ পুণ্য ও প্রীতিজনক শুদ্ধ পাদ্য ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে নিবেদন করিলাম। দূর্ব্বা, পুষ্প ও অক্ষতযুক্ত এবং শঙ্খজলসমন্বিত, পুণ্যপ্রদ, পবিত্র অর্ঘ্য আপনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইল। দেহে সৌগন্ধ্যকারক তৈল এবং সুগন্ধি স্নানীয় জল, আমি ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন। হে অম্বিকে! দেহের দিব্যগন্ধসম্পাদক সুখপ্রদ গন্ধদ্রব্যসম্ভূত গন্ধতোয়যুক্ত অনুলেপন আমি আপনার উদ্দেশ্যে ভক্তি-পূর্ব্বক নিবেদন করিলাম। ৩৯-৬১

হে পরমেশ্বরি! সর্ব্বমঙ্গলময় মঙ্গলপ্রদ পুণ্যজনক দিব্যগন্ধ ও প্রীতিপ্রদ এই ধূপ—আপনাকে নিবেদন করিলাম, আপনি প্রতিগ্রহণ করুন। দীপ্তিকারক এবং অন্ধকার ধ্বংসের কারণ এই দীপ, জগতের দর্শনহেতু নিবেদন করিলাম, আপনি প্রতিগ্রহণ করুন। দীপ্তিকারক এবং অন্ধকার ধ্বংসের কারণ এই দীপ, এবং ক্ষুধানিবৃত্তিকর ও তুষ্টিপুষ্টিপ্রদ প্রীতিজনক পুণ্যপ্রদ এই সুস্বাদু নৈবেদ্য এবং উৎকৃষ্ট কর্পূরাদিসুবাসিত তুষ্টিপুষ্টিপ্রদ এই রমণীয় তাম্বূল ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে নিবেদন করিলাম, আপনি এই সকল গ্রহণ করুন। দেবি! জগতের জীবনস্বরূপ পিপাসাশান্তিকারক সুবাসিত ও সুশীতল এই মন্নিবেদিত জল আপনি প্রতিগ্রহ করুন। মাতঃ! সভাস্থানে শোভাবর্দ্ধক শরীরশোভা-সম্পাদক মন্নিবেদিত কার্পাসজ ও কৃমিজাত বস্ত্র গ্রহণ করুন। দেবি! কাঞ্চনাদি নির্ম্মিত, শ্রীযুক্ত, শ্রীপ্রদ এবং সুখ-সম্পাদক পবিত্ররত্নভূষণ, আর পুষ্পচন্দনসংযুক্ত নানাপুষ্প-বিনির্ম্মিত প্রীতি-পুণ্যপ্রদ মদর্পিত এই মাল্য এবং উৎকৃষ্ট সর্ব্বমঙ্গলকর অথচ সমুদয় মঙ্গলস্বরূপ, গন্ধযুক্ত, পুণ্যপ্রদ এই গন্ধ আপনি গ্রহণ করুন।

শুদ্ধং শুদ্ধিপ্রদঞ্চৈব শুদ্ধানাং প্রীতিদং মহৎ। রম্যমাচমনীয়ঞ্চ ময়া দত্তং প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ৭১
রত্নসারাদিনির্ম্মাণং পুষ্পচন্দনসংযুতম্। সুখদং পুণ্যদঞ্চৈব সুতল্পং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৭২
সিন্দূরঞ্চ বরং রম্যং ভালশোভাবিবর্দ্ধনম্। ভূষণানাঞ্চ প্রবরং সিন্দূরং প্রতিগৃহ্যতাম্।
বিশুদ্ধগ্রন্থিসংযুক্তং পুণ্যসূত্রবিনির্ম্মিতম্। পবিত্রং বেদমন্ত্রেণ যজ্ঞসূত্রঞ্চ গৃহ্যতাম্ ॥ ৭৩
দ্রব্যাণ্যেতানি মূলেন দত্ত্বা স্তোত্রং পঠেৎ সুধীঃ। ততো বিপ্রায় ভক্ত্যা চ ব্রতী দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্ ॥ ৭৪
সাবিত্রীতি চতুর্থ্যন্তং বহ্নিজায়ান্তমেব চ। লক্ষ্মীমায়াকামপূর্ব্বং মন্ত্রমষ্টাক্ষরং বিদুঃ ॥ ৭৫
মাধ্যন্দিনোক্তং স্তোত্রঞ্চ সর্ব্বকামফলপ্রদম্। বিপ্রজীবনরূপঞ্চ নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ৭৬
কৃষ্ণেন দত্তাং সাবিত্রীং গোলোকে ব্রহ্মণে পুরা। নায়াতি সা তেন সার্দ্ধং ব্রহ্মলোকে চ নারদ ॥ ৭৭
ব্রহ্মা কৃষ্ণাজ্ঞয়া ভক্ত্যা তুষ্টাব বেদমাতরম্। তদা সা পরিতুষ্টা চ ব্রহ্মাণং চকমে পতিম্ ॥ ৭৮

ব্রহ্মোবাচ—

সচ্চিদানন্দরূপে ত্বং মূলপ্রকৃতিরূপিণি। হিরণ্যগর্ভরূপে ত্বং প্রসন্না ভব সুন্দরি ॥ ৭৯
তেজঃস্বরূপে পরমে পরমানন্দরূপিণি। দ্বিজাতীনাং জাতিরূপে প্রসন্না ভব সুন্দরি ॥ ৮০
নিত্যে নিত্যপ্রিয়ে দেবি নিত্যানন্দস্বরূপিণি। সর্ব্বমঙ্গলরূপে চ প্রসন্না ভব সুন্দরি ॥ ৮১
সর্ব্বস্বরূপে বিপ্রাণাং মন্ত্রসারে পরাৎপরে। সুখদে মোক্ষদে দেবি প্রসন্না ভব সুন্দরি ॥ ৮২
বিপ্রপাপেধ্মদাহায় জ্বলদগ্নিশিখোপমে। ব্রহ্মতেজঃপ্রদে দেবি প্রসন্না ভব সুন্দরি ॥ ৮৩
কায়েন মনসা বাচা যৎ পাপং কুরুতে নরঃ। তত্ত্বৎস্মরণমাত্রেণ ভস্মীভূতং ভবিষ্যতি ॥ ৮৪
ইত্যুক্ত্বা জগতাং ধাতা তস্থৌ তত্র চ সংসদি। সাবিত্রী ব্রহ্মণা সার্দ্ধং ব্রহ্মলোকং জগাম সা ॥ ৮৫
অনেন স্তবরাজেন সংস্তূয়াশ্বপতির্নৃপঃ। দদর্শ তাঞ্চ সাবিত্রীং বরং প্রাপ মনোগতম্ ॥ ৮৬

দেবি! ঐ মহাপ্রীতিকর, বিশুদ্ধ এবং শুদ্ধদিগের শুদ্ধিপ্রদ রম্য আচমনীয়—আপনাকে প্রদান করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন। আর আপনার শয়নার্থ মন্নিবেদিত উৎকৃষ্ট রত্নাদি-নির্ম্মিত পুষ্পচন্দনাদিযুক্ত পুণ্যদ ও সুখসম্পাদক এই সু-তল্প আপনি প্রতিগ্রহ করুন। বহুবিধ বৃক্ষ হইতে সমুৎপন্ন নানাপ্রকার রূপযুক্ত ফলপ্রদ ও ফলস্বরূপ এই সমস্ত ফল আপনাকে দান করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন। ৬২-৭১

দেবি! যাহা ললাটের শোভাকর ও ভূষণসমূহের পূর্ণতা সম্পাদক, সেই রমণীয় উৎকৃষ্ট সিন্দূর আপনাকে নিবেদন করিলাম, গ্রহণ করুন এবং পবিত্র সূত্র দ্বারা নির্ম্মিত ও বিশুদ্ধ গ্রন্থিযুক্ত বেদমন্ত্রে পবিত্র এই যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করুন। সুধী ব্রতী, মূলমন্ত্র দ্বারা এই সমস্ত বস্তুর দানান্তে স্তোত্র পাঠ করিবেন। পরে সাবিত্রী দেবীকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণকে ভক্তিপূর্ব্বক দক্ষিণা দান করিবেন। লক্ষ্মীবীজ মায়াবীজ ও কামবীজাদি বহ্নিজায়ান্ত চতুর্থ্যন্ত সাবিত্রী অর্থাৎ "শ্রীং হ্রীং ক্লীং সাবিত্র্যৈ স্বাহা" এই অষ্টাক্ষরই সাবিত্রীর মূলমন্ত্র সমুদয় বাঞ্ছিত ফলপ্রদ, বিপ্রগণের জীবনস্বরূপ, মাধ্যন্দিনোক্ত সাবিত্রীর যে স্তোত্র, তাহাও তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি—শ্রবণ কর। ৭২-৭৬

হে নারদ! পূর্ব্বে গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণ সাবিত্রীকে ব্রহ্মার করে অর্পণ করিলেও তিনি ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন না করায়, ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে বেদমাতাকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করেন; পরে সতী সাবিত্রী পরিতুষ্টা হইয়া তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করেন। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, হে সুন্দরি! হে সচ্চিদানন্দরূপিণী! তুমি মূলপ্রকৃতি-স্বরূপা এবং হিরণ্যগর্ভরূপা আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে সুন্দরি! তুমি সকলের উৎকৃষ্টা এবং তুমিই দ্বিজাতিদিগের তেজ, পরম আনন্দ ও জাতিস্বরূপা; তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে দেবি সুন্দরি! তুমি নিত্যা, নিত্যপ্রিয়া, তুমি নিত্যানন্দস্বরূপা ও তুমিই সর্ব্বমঙ্গলরূপা, তুমি প্রসন্না হও। হে দেবি! তুমি বিপ্রগণের সর্ব্বস্বরূপা, তুমি মন্ত্রের সার ও পরাৎপর এবং জীবসকল তোমা হইতেই সুখ ও মোক্ষলাভ করিয়া থাকে, অতএব সুন্দরি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে সুন্দরি! তুমি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার তুল্য বিপ্রগণের পাপরূপ কাষ্ঠের দাহকর্ত্রী এবং তুমিই ব্রহ্মতেজ দান করিয়া থাক। অতএব হে দেবি! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। অধিক কি, দ্বিজগণ কায়মনোবাক্যে যে সমস্ত পাপ করেন, সেই সমুদয় পাপই তোমার স্মরণমাত্র ক্ষয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, সাবিত্রীকে এইরূপ স্তব করিয়া, সেই সভামধ্যে অবস্থান করিলেন। পরে সাবিত্রী ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। ভূপাল অশ্বপতিও এই স্তোত্ররাজ দ্বারা স্তব করিয়া সাবিত্রীর দর্শন ও

স্তবরাজমিমং পুণ্যং সন্ধ্যাং কৃত্বা চ যঃ পঠেৎ। পাঠে চতুর্ণাং বেদানাং যৎ ফলং লভতে চ তৎ ॥ ৮৭

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে সাবিত্র্যুপাখ্যানবর্ণনং
নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

স্তবানেন সোঽশ্বপতিঃ সম্পূজ্য বিধিপূর্ব্বকম্। দদর্শ তত্র তাং দেবীং সহস্রার্কসমপ্রভাম্ ॥ ১
উবাচ সা চ রাজানং প্রসন্না সস্মিতা সতী। যথা মাতা স্বপুত্রঞ্চ দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা ॥ ২

সাবিত্র্যুবাচ—

জানাম্যহং মহারাজ যত্তে মনসি বাঞ্ছিতম্। বাঞ্ছিতং তব পত্ন্যাশ্চ সর্ব্বং দাস্যামি নিশ্চিতম্ ॥ ৩
সাধ্বী কন্যাভিলাষঞ্চ করোতি তব কামিনী। ত্বং প্রার্থয়সি পুত্রঞ্চ ভবিষ্যতি ক্রমেণ চ ॥ ৪
ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী ব্রহ্মলোকং জগাম হ। রাজা জগাম স্বগৃহং তৎকন্যাদৌ বভূব হ ॥ ৫
আরাধনাচ্চ সাবিত্র্যা বভূব কমলা পরা। সাবিত্রীতি চ তন্নাম চকারাশ্বপতির্নৃপঃ ॥ ৬
কালেন সা বর্দ্ধমানা বভূব চ দিনে দিনে। রূপযৌবনসম্পন্না শুক্লে চন্দ্রকলা যথা ॥ ৭
সা বরং বরয়ামাস দ্যুমৎসেনাত্মজং সদা। সত্যবন্তং সত্যশীলং নানাগুণসমন্বিতম্ ॥ ৮
রাজা তস্মৈ দদৌ তাঞ্চ রত্নভূষণভূষিতাম্। সোঽপি সার্দ্ধং কৌতুকেন তাং গৃহীত্বা গৃহং যযৌ ॥ ৯
স চ সংবৎসরেঽতীতে সত্যবান্ সত্যবিক্রমঃ। জগাম ফলকাষ্ঠার্থং প্রহর্ষং পিতুরাজ্ঞয়া ॥ ১০
জগাম সাধ্বী তৎপশ্চাৎ সাবিত্রী দৈবযোগতঃ। নিপত্য বৃক্ষাদ্দৈবেন প্রাণাংস্তত্যাজ সত্যবান্ ॥ ১১

মনোমত বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পবিত্র স্তবরাজ, সন্ধ্যা উপাসনার পরে পাঠ করিলে, নিশ্চয় চারিবেদ পাঠের ফল লাভ হইয়া থাকে। ৭৭-৮৭

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে সাবিত্রীর উপাখ্যান নামক ষড়্‌বিংশোঽধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়

নারায়ণ কহিলেন, সেই রাজা অশ্বপতি এইরূপে বিধিপূর্ব্বক পূজা ও স্তব পাঠ করিয়া সেই সহস্রসূর্য্যের সমানপ্রভা-শালিনী সাবিত্রী দেবীকে দর্শন করিলেন। সে সতী সাবিত্রী প্রসন্ন হইয়া দেবপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করত সস্মিত-বদনে পুত্রকে মাতার ন্যায়, রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি মনে মনে যে অভিলাষ করিয়াছেন এবং আপনার পত্নীর যাহা বাঞ্ছিত, আমি তাহা বিদিত আছি, নিশ্চয় সকল অভিলাষই পূর্ণ করিব। তোমার সাধ্বী কামিনী একটী কন্যা কামনা করে এবং তুমি পুত্র প্রার্থনা করিতেছ, অতএব ক্রমে ক্রমে উভয়ের অভিলাষই পূর্ণ হইবে। সেই মহাদেবী সাবিত্রী এই কথা বলিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। রাজাও স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কিয়দ্দিন গতে অগ্রে তাঁহার লক্ষ্মীর ন্যায় পরম সুন্দরী এক কন্যা হয়, সাবিত্রী-আরাধনা-ফলে কন্যার জন্ম বলিয়া নরপাল অশ্বপতি তাঁহার সাবিত্রী এই নাম রাখিলেন। সেই সাবিত্রী, শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে রূপযৌবনসম্পন্না হইলেন। তখন সাবিত্রী, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত দ্যুমৎসেন রাজার পুত্র, সত্য-পরায়ণ সত্যবান্‌কে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিলেন। পরে অশ্বপতি, রত্নভূষিতা সাবিত্রীকে সত্যবানের হস্তে অর্পণ করিলে, সত্যবান্ কৌতুকের সহিত সাবিত্রীকে গ্রহণপূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর এক বৎসর কাল অতীত হইলে, সত্যবিক্রম সত্যবান্ পিতার আদেশে ফল-কাষ্ঠাহরণ নিমিত্ত সহর্ষে গৃহ হইতে গমন করিলেন। দৈবযোগে সাধ্বী সাবিত্রীও, সেই দিবসে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করেন; পরে দৈবদুর্ঘটনায় সত্যবান্ বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ১-১১

যমস্তং পুরুষং দৃষ্ট্বা বদ্ধাঙ্গুষ্ঠসমং মুনে। গৃহীত্বা গমনং চক্রে তৎপশ্চাৎ প্রযযৌ সতী ॥ ১২
পশ্চাত্তাং সুদতীং দৃষ্ট্বা যমঃ সংযমনাপতিঃ। উবাচ মধুরং সাধ্বীং সাধূনাং প্রবরো মহান্ ॥ ১৩

ধর্ম্মরাজ উবাচ—

অহো ক্ব যাসি সাবিত্রি গৃহীত্বা মানুষীং তনুম্। যদি যাস্যসি কান্তেন সার্দ্ধং দেহং তদা ত্যজ ॥ ১৪
গন্তুং মর্ত্ত্যো ন শক্নোতি গৃহীত্বা পাঞ্চভৌতিকম্। দেহঞ্চ মম লোকঞ্চ নশ্বরং নশ্বরঃ সদা ॥ ১৫
ভর্ত্তুস্তে পূর্ণকালো বৈ বভূব ভারতে সতি। স্বকর্ম্মফলভোগার্থং সত্যবান্ যাতি মদ্গৃহম্ ॥ ১৬
কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে। সুখং দুঃখং ভয়ং শোকঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে ॥ ১৭
কর্ম্মণেন্দ্রো ভবেজ্জীবো ব্রহ্মপুত্রঃ স্বকর্ম্মণা। স্বকর্ম্মণা হরের্দ্দাসো জন্মাদি-রহিতো ভবেৎ ॥ ১৮
স্বকর্ম্মণা সর্ব্বসিদ্ধি-মমরত্বং লভেদ্ ধ্রুবম্। লভেৎ স্বকর্ম্মণা বিষ্ণোঃ সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্ ॥ ১৯
সুরত্বঞ্চ মনুত্বঞ্চ রাজেন্দ্রত্বং লভেন্নরঃ। কর্ম্মণা চ শিবত্বঞ্চ গণেশত্বং তথৈব চ ॥ ২০
কর্ম্মণা চ মুনীন্দ্রত্বং তপস্বিত্বং স্বকর্ম্মণা। স্বকর্ম্মণা ক্ষত্রিয়ত্বং বৈশ্যত্বঞ্চ স্বকর্ম্মণা ॥ ২১
কর্ম্মণৈব চ ম্লেচ্ছত্বং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। স্বকর্ম্মণা জঙ্গমত্বং শৈলত্বঞ্চ স্বকর্ম্মণা ॥ ২২
কর্ম্মণা রাক্ষসত্বঞ্চ কিন্নরত্বং স্বকর্ম্মণা। কর্ম্মণৈবাধিপত্যঞ্চ বৃক্ষত্বঞ্চ স্বকর্ম্মণা ॥ ২৩
কর্ম্মণৈব পশুত্বঞ্চ বনজীবী স্বকর্ম্মণা। কর্ম্মণা ক্ষুদ্রজন্তুত্বং কৃমিত্বঞ্চ স্বকর্ম্মণা ॥ ২৪
দৈতেয়ত্বং দানবত্বমসুরত্বং স্বকর্ম্মণা। ইত্যেবমুক্ত্বা সাবিত্রীং বিররাম স বৈ যমঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে সাবিত্রী-জন্মাদিকথনং নাম
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

হে মুনে! তখন যমরাজ সত্যবানের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপরিমিত জীব-পুরুষকে গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিতে আরম্ভ করিলে, সতী সাবিত্রীও তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তখন অতিমহান্ সাধুদিগের অগ্রগণ্য সংযমীপতি যম, সেই সাধ্বী সুন্দরীকে পশ্চাদ্ভাগে অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিলেন, সাবিত্রি! অতি আশ্চর্য্যের বিষয়! তুমি এই মনুষ্যদেহে কোথায় যাইবে? যদি পতির সহগমনে বাসনা হয়, তবে এই দেহ ত্যাগ করিতে হইবে; কারণ মনুষ্যগণ পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহ ধারণপূর্ব্বক কখনই যমলোকে গমন করিতে সমর্থ হয় না। হে সতি! আর দেখ, তোমার পতির ভারতের ভোগকাল পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে সত্যবান্ স্বীয় কর্ম্মের ফল ভোগার্থ মন্তবনে গমন করিতেছে। সমুদয় প্রাণীরই এইরূপ কর্ম্ম হইতেই জন্ম ও বিলয় হইয়া থাকে এবং সুখ, দুঃখ, ভয় ও শোকাদি সমস্তই নিজ কর্ম্মানুসারে ঘটিতেছে। জীবগণ কর্ম্মবলেই ইন্দ্র ও কর্ম্মবলেই ব্রহ্মার পুত্র এবং কর্ম্মবলেই জন্মাদিরহিত হরিদাস। নিজ কর্ম্ম-প্রভাবেই নিশ্চয় সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধি, অমরত্ব এবং বিষ্ণুর সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারা যায়। মনুষ্যগণ কর্ম্মদ্বারাই দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, রাজেন্দ্রত্ব, এমন কি গণেশত্ব ও শিবত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়া থাকে। স্বকর্ম্মানুসারেই মুনীন্দ্রত্ব, তপস্বিত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব, ম্লেচ্ছত্বপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। জঙ্গমত্ব, শৈলত্ব, রাক্ষসত্ব, কিন্নরত্ব, আধিপত্য, বৃক্ষত্ব এবং পশুত্বও কর্ম্মফল। লোকে কর্ম্মফলে বনজীবী হয়, নিজকর্ম্মফলেই ক্ষুদ্রজন্তুত্ব ও কৃমিত্ব প্রাপ্তি হয়; আবার দৈত্যত্ব, এবং অসুরত্বও কর্ম্ম দ্বারাই হইয়া থাকে। যম, সাবিত্রীকে এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। ১২-২৫

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে সাবিত্রীর জন্মাদিকথন নামক
সপ্তবিংশোঽধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

যমস্য বচনং শ্রুত্বা সাবিত্রী চ পতিব্রতা। তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা তমুবাচ মনস্বিনী ॥ ১

সাবিত্র্যবাচ—

কিং কর্ম্ম তদ্ভবেৎ কেন কো বা তদ্ধেতুরেব চ। কো বা দেহী চ দেহঃ কঃ কো বাত্র কর্ম্মকারকঃ ॥ ২
কিং বা জ্ঞানঞ্চ বুদ্ধিঃ কা কো বা প্রাণঃ শরীরিণাম্। কানীন্দ্রিয়াণি কিং তেষাং লক্ষণং দেবতাশ্চ কাঃ ॥ ৩
ভোক্তা ভোজয়িতা কো বা কো বা ভোগশ্চ নিষ্কৃতিঃ। কো জীবঃ পরমাত্মা কস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৪

ধর্ম্ম উবাচ—

বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মঃ কর্ম্ম যন্মঙ্গলং পরম্। অবৈদিকন্তু তৎ কর্ম্ম তদেবাশুভমেব চ ॥ ৫
অহৈতুকী দেবসেবা সঙ্কল্পরহিতা সতী। কর্ম্মনির্ম্মূলরূপা চ সা এব পরভক্তিদা ॥ ৬
কো বা কর্ম্মফলং ভুঙ্‌ক্তে কো বা নির্লিপ্ত এব চ। ব্রহ্মভক্তো যো নরশ্চ স মুক্তঃ শ্রুতঃ শ্রুতৌ ॥ ৭
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-শোকভীতিবিবর্জ্জিতঃ। ভক্তিশ্চ দ্বিবিধা সাধ্বি শ্রুত্যুক্তা সর্ব্বসম্মতা ॥ ৮
নির্ব্বাণপদদাত্রী চ হরিরূপপ্রদা নৃণাম্। হরিরূপস্বরূপাঞ্চ ভক্তিং বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ ॥ ৯
অন্যে নির্ব্বাণমিচ্ছন্তি যোগিনো ব্রহ্মবিত্তমাঃ। কর্ম্মণো বীজরূপশ্চ সততং তৎফলপ্রদঃ ॥ ১০
কর্ম্মরূপশ্চ ভগবান্ পরাত্মা প্রকৃতিঃ পরা। সোঽপি তদ্ধেতুরূপশ্চ দেহো নশ্বর এব চ ॥ ১১
পৃথিবী বায়ুরাকাশো জলং তেজস্তথৈব চ। এতানি সূত্ররূপাণি সৃষ্টিরূপবিধৌ সতঃ ॥ ১২
কর্ম্মকর্ত্তা চ দেবী চ আত্মা ভোজয়িতা সদা। ভোগো বিভবভেদশ্চ নিষ্কৃতির্ম্মুক্তিরেব চ ॥ ১৩
সদসদ্ভেদবীজঞ্চ জ্ঞানং নানাবিধং ভবেৎ। বিষয়াণাং বিভাগানাং ভেদি বীজঞ্চ কীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪
বুদ্ধির্বিবেচনা সা চ জ্ঞানবীজং শ্রুতৌ শ্রুতম্। বায়ুভেদাশ্চ প্রাণাশ্চ বলরূপাশ্চ দেহিনাম্ ॥ ১৫
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ প্রবরমীশ্বরাংশমনূহকম্। প্রেরকং কর্ম্মণাঞ্চৈব দুর্নিবার্য্যঞ্চ দেহিনাম্ ॥ ১৬
অনিরূপ্যমদৃশ্যঞ্চ জ্ঞানভেদো মনঃ স্মৃতম্। লোচনং শ্রবণং ঘ্রাণং ত্বক্ চ রসনমিন্দ্রিয়ম্ ॥ ১৭

নারায়ণ বলিলেন, মনস্বিনী পবিত্রতা সাবিত্রী, যমের এইরূপ বাক্য শ্রবণে পরম ভক্তিসহকারে স্তব করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কর্ম্ম কাহাকে বলে, কর্ম্মের নিমিত্ত কারণ কি, উপাদান কারণ বা কি? আর দেহী কে? দেহই বা কি? এবং এই দেহের নিষ্পাদক বা কে? জ্ঞান কিরূপ? বুদ্ধিই বা কি? শরীরিদিগের প্রাণই বা কি? এবং প্রাণিগণের ইন্দ্রিয় কি? তাহার লক্ষণ কি? ও তাহার দেবতাই বা কে কে? আর কে ভোগকর্ত্তা? ও কেই বা ভোগ করাইয়া থাকেন? ভোগ কিরূপ ও তাহা হইতে নিষ্কৃতিই বা কি প্রকার? এবং জীবই বা কে? আর পরমাত্মাই বা কে? এই সমুদয় বিষয় প্রকাশ করুন। ১-৪

ধর্ম্ম বলিলেন, বৎসে। বেদবিহিত এবং বেদনিষিদ্ধ এই দুই প্রকার কর্ম্মই কর্ম্মপদবাচ্য। তন্মধ্যে বেদবিহিত কর্ম্মই মঙ্গলকর, আর অবৈদিক কার্য্যই অশুভজনক। সাধুগণের সঙ্কল্পশূন্য অনৈমিত্তিকী দেবসেবাই কর্ম্ম নির্ম্মূলকারিকা ও পরাভক্তিদায়িনী। ব্রহ্মভক্ত মানবই জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক ও ভয়বর্জ্জিত ও মুক্ত হইতে পারেন—ইহাই শ্রুতিতে শ্রুত হইয়াছি। হে সাধ্বি। সর্ব্বসম্মত শ্রুত্যুক্ত ঐ ভক্তি দুই প্রকার; এক ভক্তি মনুষ্যগণকে নির্ব্বাণ পদ দান করেন ও অন্য ভক্তি হরিরূপদায়িনী; তাহার মধ্যে বৈষ্ণবগণ হরিরূপস্বরূপা ভক্তিকেই প্রার্থনা করেন; আর অন্যান্য ব্রহ্মবিত্তম যোগিগণ নির্ব্বাণ রূপ মুক্তির অভিলাষী। পরমা প্রকৃতিরূপী ভগবান্ পরমাত্মাই কর্ম্মের বীজ, কর্ম্মের ফলদাতা ও কর্ম্মস্বরূপ। হে সতি। সেই পরব্রহ্মই কর্ম্মের হেতু, তাঁহা হইতে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, এবং জীব কর্ম্মফল ভোগ করে, আর আত্মাই নির্লিপ্ত। বৎসে। সেই আত্মার প্রতিবিম্ব যে জীব, সেই দেহী বলিয়া গণ্য এবং দেহ পঞ্চভূতময় ও নশ্বর। সৃষ্টি ব্যাপারে ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ, এই সকল সূত্র স্বরূপ এবং জীবরূপ দেহী কর্ম্মের কর্ত্তা ও ভোক্তা এবং পরমাত্মাই ভোজয়িতা আর ঐশ্বর্য্যভেদেই ভোগ এবং মুক্তিই নিষ্কৃতি। জ্ঞান সদসদ্ভেদ ও বিষয় বিভাগে ভেদের বীজ স্বরূপ। হে সাধ্বি। বিবেচনাই বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিই জ্ঞানের জননী বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং স্বরূপ। বায়ু সকল দেহীদিগের বল ও প্রাণস্বরূপ। ঈশ্বরাংশ সংশয়াত্মক মন ইন্দ্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ এবং দেহীদিগের কর্ম্মের দুর্নিবার্য্য প্রেরক, সেই মন অনিরূপ্য, অদৃশ্য ও

অঙ্গিনামঙ্গরূপঞ্চ প্রেরকং সর্ব্বকর্ম্মণাম্। রিপুরূপং মিত্ররূপঞ্চ সুখরূপঞ্চ দুঃখদম্। ১৮
সূর্য্যো বায়ুশ্চ পৃথিবী ব্রহ্মাদ্যা দেবতাঃ স্মৃতাঃ। প্রাণদেহাদিভৃদ্ যো হি স জীবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ১৯
পরমং ব্যাপকং ব্রহ্ম নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। কারণং কারণানাঞ্চ পরমাত্মা স উচ্যতে। ২০
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং ত্বয়া পৃষ্টং যথাগমম্। জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপঞ্চ গচ্ছ বৎসে যথাসুখম্। ২১

সাবিত্র্যুবাচ—

ত্যক্ত্বা ক যামি কান্তং বা ত্বাং বা জ্ঞানার্ণবং ধ্রুবম্। যদ্যৎ করোমি প্রশ্নঞ্চ তত্তবান্ বক্তুমর্হতি। ২২
কাং কাং যোনিং যাতি জীবঃ কর্ম্মণা কেন বা পুনঃ। কেন বা কর্ম্মণা স্বর্গং কেন বা নরকং পিতঃ। ২৩
কেন বা কর্ম্মণা মুক্তিঃ কেন ভক্তির্ভবেদ্ গুরৌ। কেন বা কর্ম্মণা যোগী রোগী বা কেন কর্ম্মণা। ২৪
কেন বা দীর্ঘজীবী চ কেনাল্পায়ুশ্চ কর্ম্মণা। কেন বা কর্ম্মণা দুঃখী সুখী বা কেন কর্ম্মণা। ২৫
অঙ্গহীনশ্চ কাণশ্চ বধিরঃ কেন কর্ম্মণা। অন্ধো বা পঙ্গুরপি বা প্রমত্তঃ কেন কর্ম্মণা। ২৬
ক্ষিপ্তোঽতিলুব্ধকশ্চৌরঃ কেন বা কর্ম্মণা ভবেৎ। কেন সিদ্ধিমবাপ্নোতি সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্। ২৭
কেন বা ব্রাহ্মণত্বঞ্চ তপস্বিত্বঞ্চ কেন বা। স্বর্গভোগাদিকং কেন বৈকুণ্ঠং কেন কর্ম্মণা। ২৮
গোলোকং কেন বা ব্রহ্মন্ সর্ব্বোৎকৃষ্টো নিরাময়ঃ। নরকো বা কতিবিধঃ কিংসংখ্যো নাম কিঞ্চ বা। ২৯
কো বা কং নরকং যাতি কিয়ন্তং তেষু তিষ্ঠতি। পাপিনাং কর্ম্মণা কেন কো বা ব্যাধিঃ প্রজায়তে।
যদ্যৎ প্রিয়ং ময়া পৃষ্টং তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি। ৩০

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে সাবিত্র্যুপাখ্যানবর্ণনং নাম অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ। ২৮।

জ্ঞানবিশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অঙ্গীদিগের অঙ্গস্বরূপ ও সর্ব্বকর্ম্মের প্রেরক চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও রসনা—ইহারাই ইন্দ্রিয়। ঐ ইন্দ্রিয়গণই শত্রু ও মিত্র স্বরূপ সুখ-দুঃখদায়ক। ৫-১৮

সূর্য্য, বায়ু, পৃথিবী ও বাণী প্রভৃতিই ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যিনি প্রাণ ও দেহাদির পোষণকর্ত্তা, তিনি জীব বলিয়া কীর্ত্তিত এবং প্রকৃতি হইতে অতীত নির্গুণ পরব্রহ্মই পরমাত্মা। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কেবল কারণের কারণ। এই আমি তোমার নিকট জ্ঞানীদিগের জ্ঞান-স্বরূপ জিজ্ঞাসিত সমুদয় বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে হে বৎসে! যথাস্থানে গমন কর। ১৯-২১

সাবিত্রী কহিলেন, হে দেব! আমি কান্তকে ও জ্ঞানসাগর পণ্ডিত—আপনাকেই বা ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব? এক্ষণে যাহা প্রশ্ন করিতেছি, কৃপা করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করুন। হে পিতঃ! যম! জীবগণ কোন্ কোন্ কর্ম্মদ্বারা কোন্ কোন্ যোনি প্রাপ্ত হন? এবং কোন্ কর্ম্মেই বা স্বর্গ ও কোন্ কর্ম্মেই বা নরক হইয়া থাকে? দেব! কোন্ কর্ম্ম করিলে মুক্তি? কোন কর্ম্মে ভক্তি? কোন্ কর্ম্মে যোগী এবং কোন কর্ম্মেই বা রোগী হইয়া থাকে? এবং দীর্ঘজীবী, অল্পায়ু সুখী বা দুঃখী কোন কোন কর্ম্মে হইয়া থাকে? আর প্রাণিসকল কোন কর্ম্মানুসারে অঙ্গহীন, বধির, কাণ, অন্ধ, পঙ্গু, প্রমত্ত, ক্ষিপ্ত, লুব্ধ বা চোর হয়? কোন কার্য্যবলেই বা সিদ্ধি ও সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় প্রাপ্ত হওয়া যায়? আর কোন কোন কর্ম্ম-প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব, তপস্বিত্ব এবং স্বর্গভোগাদি করা যায়? ও কোন কর্ম্মেই বা বৈকুণ্ঠে গমন হইয়া থাকে? হে ব্রহ্মন্! কিরূপ কার্য্য করিলেই বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিরাময় গোলোকে গমন করা যায়? নরকই বা কত প্রকার? তাহাদের সংখ্যাই বা কত? নামই বা কি? দেব! কোন্ জনই বা কোন নরকে গমনপূর্ব্বক কতকাল তাহাতে অবস্থান করে। এবং পাপীদিগের কোন কোন কার্য্যে কোন্ কোন্ ব্যাধি উৎপন্ন হয়? আমি যে প্রীতিকর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই সমস্ত বিষয়ই আমার নিকট কৃপা করিয়া প্রকাশ করুন। ২২-৩০

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে সাবিত্রী ও যমের কথোপকথন নামক
অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

সাবিত্রীবচনং শ্রুত্বা জগাম বিস্ময়ং যমঃ। প্রহস্য বক্তু মারেভে কর্ম্মপাকঞ্চ জীবিনাম্ ॥ ১

ধর্ম্ম উবাচ—

কন্যা দ্বাদশবর্ষীয়া বৎসে ত্বং বয়সাধুনা। জ্ঞানং তে পূর্ব্ববিদুষাং জ্ঞানিনাং যোগিনাং পরম্ ॥ ২

সাবিত্রীবরদানেন ত্বং সাবিত্রীকলা সতী। প্রাপ্তা পুরা ভূভৃতা চ তপসা তৎসমা সুতে ॥ ৩

যথা শ্রীঃ শ্রীপতেঃ ক্রোড়ে ভবানী চ ভবোরসি। যথাদিতিঃ কশ্যপে চ যথাহল্যা চ গৌতমে ॥ ৪

যথা শচী মহেন্দ্রে চ যথা চন্দ্রে চ রোহিণী। যথা রতিঃ কামদেবে যথা স্বাহা হুতাশনে ॥ ৫

যথা স্বধা চ পিতৃষু যথা সংজ্ঞা দিবাকরে। বরুণানী চ বরুণে যজ্ঞে চ দক্ষিণা যথা ॥ ৬

যথা বরাহে পৃথিবী দেবসেনা চ কার্ত্তিকে। সৌভাগ্যা সুপ্রিয়া ত্বঞ্চ তথা সত্যবতি প্রিয়ে ॥ ৭

অয়ং তুভ্যং বরো দত্তোঽপ্যপরঞ্চ যথেপ্সিতম্। শৃণু দেবি মহাভাগে দদামি সকলেপ্সিতম্। ৮

সাবিত্র্যুবাচ—

সত্যবত ঔরসানাং পুত্রাণাং শতকং মম। ভবিষ্যতি মহাভাগ বরমেতন্মদীপ্সিতম্ ॥ ৯

মৎপিতুঃ পুত্রশতকং শ্বশুরস্য চ চক্ষুষী। রাজ্যলাভো ভবত্বেবং বরমেতন্মদীপ্সিতম্ ॥ ১০

অন্তে সত্যবতা সার্দ্ধং যাস্যামি হরিমন্দিরম্। সমতীতে লক্ষবর্ষে দেহীদং মে জগৎপ্রভো ॥ ১১

জীবকর্ম্মবিপাকঞ্চ শ্রোতুং কৌতূহলং মম। বিশ্বনিস্তারবীজঞ্চ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১২

ধর্ম্ম উবাচ—

ভবিষ্যতি মহাসাধ্বি সর্ব্বং মানসিকং তব। জীবকর্ম্মবিপাকঞ্চ কথয়ামি নিশাময় ॥ ১৩

শুভানামশুভানাঞ্চ কর্ম্মণাং জন্ম ভারতে। পুণ্যক্ষেত্রে চ নান্যত্র সর্ব্বঞ্চ ভুঞ্জতে জনাঃ ॥ ১৪

সুরা দৈত্যা দানবাশ্চ গন্ধর্ব্বা রাক্ষসাদয়ঃ। নরাশ্চ কর্ম্মজনকো ন সর্ব্বে জীবিনঃ সতি ॥ ১৫

বিশিষ্টজীবিনঃ কর্ম্ম ভুঞ্জতে সর্ব্বযোনিষু। শুভাশুভঞ্চ সর্ব্বত্র স্বর্গেষু নরকেষু চ ॥ ১৬

বিশেষতো জীবিনশ্চ ভ্রমন্তে সর্ব্বযোনিষু। শুভাশুভং ভুঞ্জতে চ কর্ম্ম পূর্ব্বার্জ্জিতং পরম্ ॥ ১৭

শুভেন কর্ম্মণা যাতি স্বর্লোকাদিকমেব চ। কর্ম্মণা চাশুভেনৈব ভ্রমন্তি নরকেষু চ ॥ ১৮

নারায়ণ বলিলেন,—নারদ! ধর্ম্মরাজ যম, সাবিত্রীর বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া হাস্যপূর্ব্বক জীবগণের কর্ম্মবিপাক বলিতে আরম্ভ করিলেন। বৎসে! তুমি এক্ষণে দ্বাদশবর্ষী কন্যা; কিন্তু তোমার জ্ঞান প্রাচীন জ্ঞানী ও যোগীদিগের অধিক দেখিতেছি। হে পুত্রি! রাজা অশ্বপতি, পূর্ব্বে তপস্যা করিয়া সাবিত্রীর বরদানপ্রভাবে তাঁহারই সমান তাঁহার অংশ-সম্ভূতা সতী-শ্রেষ্ঠা তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে বৎসে! যেমন শ্রীপতির ক্রোড়ে শ্রী, ভবের বক্ষঃস্থলে ভবানী, অদিতি কশ্যপে, অহল্যা গৌতমে, শচী মহেন্দ্রে, রোহিণী চন্দ্রে, রতি কামদেবে, স্বাহা হুতাশনে, স্বধা পিতৃগণে, সংজ্ঞা দিবাকরে, বরুণানী বরুণে, দক্ষিণা যজ্ঞে, ধরা বরাহে এবং দেবসেনা কার্ত্তিকে,—সেইরূপ তুমিও প্রিয় সত্যবানে সৌভাগ্য-শালিনী ও সুপ্রিয়া হইয়া বিরাজ করিবে, আমি তোমাকে এই বর দান করিলাম। হে দেবি মহাভাগে! এক্ষণে আর যাহা অভিলাষ থাকে প্রার্থনা কর, সমুদয় দান করিব সন্দেহ নাই। যমের বাক্য শ্রবণে সাবিত্রী কহিলেন, হে মহাভাগ! এই সত্যবানের ঔরসে আমার শত পুত্র হইবে—এই বর আমার প্রার্থনীয়। আর যেন আমার পিতার শত পুত্র ও শ্বশুরের চক্ষু এবং রাজ্যলাভ হয়, এই বরও আমার অভীপ্সিত। হে জগৎপ্রভো! আমাকে এই বর দান করুন, আমি যেন লক্ষবর্ষ অতীত হইলে, দেহান্তে সত্যবানের সহিত হরিভবনে গমন করিতে পারি। এক্ষণে আমার বিশ্বনিস্তার-বীজ জীবগণের কর্ম্মবিপাক শ্রবণ করিতে কৌতূহল হইয়াছে, অতএব তাহা প্রকাশ করুন। ১-১২

যম বলিলেন, হে মহাসাধ্বি! তোমার সমুদয় মানসিক অভিলাষ পূর্ণ হইবে। এক্ষণে জীবগণের কর্ম্মবিপাক বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভারতেই শুভ এবং অশুভ কর্ম্মের জন্য জন্ম হইয়া থাকে। পুণ্যক্ষেত্রে ভারত ভিন্ন আর কোথাও শুভ ও অশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না। হে সতি! দেবতা, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও মনুষ্য ধ্যানে ও জ্ঞানেই কর্ম্ম করিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন পশ্বাদি প্রাণিগণ কর্ম্ম করিতে সক্ষম নহে। বিশিষ্ট জীবিগণই সকল যোনিতে কর্ম্ম ভোগ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ প্রাণিগণ যেমন সর্ব্বযোনিতে ভ্রমণ করে, সেইরূপ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম ভোগ করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে জীবগণ শুভ কর্ম্মফলে স্বর্গে ও অশুভ কর্ম্মে নরকে গমন করে এবং সেই কর্ম্মভোগ নির্ম্মূল হইলেই ভক্তি

কর্ম্মনির্ম্মূলনে ভক্তিঃ সা চোক্তা দ্বিবিধা সতি। নির্ব্বাণরূপা ভক্তিশ্চ ব্রহ্মণঃ প্রকৃতেরিহ ॥ ১৯
রোগী কুকর্ম্মণা জীবশ্চারোগী শুভকর্ম্মণা। দীর্ঘজীবী চ ক্ষীণায়ুঃ সুখী দুঃখী চ কর্ম্মণা ॥ ২০
অন্ধাদয়শ্চাঙ্গহীনাঃ কর্ম্মণা কুৎসিতেন চ। সিদ্ধ্যাদিকমবাপ্নোতি সর্ব্বোৎকৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ২১
সামান্যং কথিতং দেবি বিশেষং শৃণু সুন্দরি। সুদুর্লভং সুগোপ্যঞ্চ পুরাণেষু স্মৃতিষ্বপি ॥ ২২
দুর্লভা মানুষী জাতিঃ সর্ব্বজাতিষু ভারতে। সর্ব্বেভ্যো ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রশস্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ২৩
ব্রহ্মনিষ্ঠো দ্বিজশ্চৈব গরীয়ান্ ভারতে সতি। নিষ্কামশ্চ সকামশ্চ ব্রাহ্মণো দ্বিবিধঃ সতি ॥ ২৪
সকামশ্চ প্রধানশ্চ নিষ্কামো ভক্ত এব চ। কর্ম্মভোগী সকামশ্চ নিষ্কামো নিরুপদ্রবঃ ॥ ২৫
স যাতি দেহং ত্যক্ত্বা চ পদং যত্তন্নিরাময়ম্। পুনরাগমনং নাস্তি তেষাং নিষ্কামিণাং সতি ॥ ২৬
সেবন্তে দ্বিভুজং কৃষ্ণং পরমাত্মানমীশ্বরম্। গোলোকং প্রতি তে ভক্তা দিব্যরূপবিধারিণঃ ॥ ২৭
সকামিনো বৈষ্ণবাশ্চ গত্বা বৈকুণ্ঠমেব চ। ভারতং পুনরায়ান্তি তেষাং জন্ম দ্বিজাতিষু ॥ ২৮
কালেন তে চ নিষ্কামা ভবন্ত্যেব ক্রমেণ চ। ভক্তিঞ্চ নির্ম্মলাং তেভ্যো দাস্যামি নিশ্চিতং পুনঃ ॥ ২৯
ব্রাহ্মণা বৈষ্ণবাশ্চৈব সকামাঃ সর্ব্বজন্মসু। ন তেষাং নির্ম্মলা বুদ্ধি বিষ্ণুভক্তিবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩০
তীর্থাশ্রিতা দ্বিজা যে চ তপস্যানিরতাঃ সতি। তে যান্তি ব্রহ্মলোকঞ্চ পুনরায়ান্তি ভারতে ॥ ৩১
স্বধর্ম্মনিরতা যে চ তীর্থান্যত্রনিবাসিনঃ। ব্রজন্তি তে সত্যলোকং পুনরায়ান্তি ভারতে ॥ ৩২
স্বধর্ম্মনিরতা বিপ্রাঃ সূর্য্যভক্তাশ্চ ভারতে। ব্রজন্তি তে সূর্য্যলোকং পুনরায়ান্তি ভারতে ॥ ৩৩
মূলপ্রকৃতিভক্তা যে নিষ্কামা ধর্ম্মচারিণঃ। মণিদ্বীপং প্রযান্ত্যেব পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৪
স্বধর্ম্মে নিরতা ভক্তাঃ শৈবাঃ শাক্তাশ্চ গাণপাঃ। তে যান্তি শিবলোকঞ্চ পুনরায়ান্তি ভারতে ॥ ৩৫
যে বিপ্রা অন্যদেবেজ্যাঃ স্বধর্ম্মনিরতাঃ সতি। তে যান্তি শক্রলোকঞ্চ পুনরায়ান্তি ভারতে ॥ ৩৬
হরিভক্তাশ্চ নিষ্কামাঃ স্বধর্ম্মনিরতা দ্বিজাঃ। তে চ যান্তি হরের্লোকং ক্রমাদ্ভক্তিবলাদহো ॥ ৩৭
স্বধর্ম্মরহিতা বিপ্রা দেবান্যসেবনাঃ সদা। ভ্রষ্টাচারাশ্চ কামাশ্চ তে যান্তি নরকং ধ্রুবম্ ॥ ৩৮

লাভ হইয়া থাকে। সেই ভক্তি দুই প্রকার; এক নির্ব্বাণরূপা, অপরা মূলপ্রকৃতিরূপী পরব্রহ্মের সেবারূপা। ১৩-১৯

জীবগণ কুকর্ম্মফলেই রোগী এবং শুভকর্ম্মফলেই অরোগী হইয়া থাকে। কর্ম্ম দ্বারাই দীর্ঘজীবী, ক্ষীণায়ুঃ, সুখী, দুঃখী ও অন্ধাদি অঙ্গহীন হইতে হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্যেই সিদ্ধি প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে। সুন্দরি। এই আমি সামান্য রূপে সমুদয় কহিলাম ;—এক্ষণে বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রে যাহা সুদুর্লভ ও সুগোপ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। বৎসে! ভারতে সমুদয় জন্ম হইতে মানব জন্মই দুর্লভ। তাহার মধ্যে আবার ব্রাহ্মণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ সকল কর্ম্মে ব্রাহ্মণই প্রশস্ত ; এবং সেই ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণই গরীয়ান্। হে সতি! সেই ব্রাহ্মণ আবার সকাম ও নিষ্কামভেদে দুই প্রকার। সেই উভয়বিধ ভক্তের মধ্যে নিষ্কাম ভক্তই প্রধান। কারণ, সকাম ভক্ত কর্ম্মভোগী—ও নিষ্কাম ভক্ত নিরুপদ্রব হইয়া থাকেন। হে সতি। নিষ্কাম ভক্তগণের আর পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না, তাঁহারা দেহান্তে নিরাময় বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা পরমাত্মা ঈশ্বর দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, সেই ভক্তগণ দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক গোলোকে গমন করিয়া থাকেন। যে সকল ভক্ত চতুর্ভুজ নারায়ণকে সেবা করেন, তাঁহারা দিব্যরূপী হইয়া বৈকুণ্ঠবাসী হন। সকাম বৈষ্ণবগণ, বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক পুনরায় ভারতে ব্রাহ্মণ-জাতি হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহারাই কালক্রমে নিষ্কাম হইলে, আমিই তাঁহাদিগকে নিশ্চয় নির্ম্মলা ভক্তি দান করিয়া থাকি। ২০-২৯

যে সকল ব্রাহ্মণ সকাম ও বিষ্ণু-ভক্তি-বর্জ্জিত, তাহারা সর্ব্বযোনিতে ভ্রমণ করে এবং তাহাদিগের বুদ্ধি কখনই নির্ম্মল হয় না। হে সতি। যে সকল ব্রাহ্মণ তীর্থবাসী ও তপস্যানিরত, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া পুনরায় ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহারা তীর্থবাসী নহেন, অথচ স্ব-ধর্ম্ম-নিরত, তাঁহারা সত্যলোকে গমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভারতে জন্মলাভ করেন। আর যে সকল স্বধর্ম্মরত ব্রাহ্মণ সূর্য্যের উপাসক, তাঁহাদিগের প্রথমে সূর্য্যলোকে গমন, পরে ভারতে জন্ম হয়। যাহারা মূলপ্রকৃতিভক্ত হইয়া নিষ্কামভাবে ধর্ম্ম আচরণ করে, তাহারা মণিদ্বীপে গমন করিয়া, তাহা হইতে আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না। স্বধর্ম্মাশ্রিত ভক্ত—শৈব, শক্তি বা গণেশোপাসক হইলে শিবলোকে গমন করিয়া পুনরায় ভারতে আগমন করেন। হে সতি। যে বিপ্র স্বধর্ম্মনিরত অথচ অন্য দেবের উপাসক, তাঁহারা ইন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভারতে জন্মলাভ করেন। স্বধর্ম্মনিরত নিষ্কাম হরিভক্ত দ্বিজগণ ক্রমে ভক্তিবলে হরিধামে গমন করেন। আর স্বধর্ম্মরহিত বিপ্রগণ দেব ভিন্ন অপরের সেবা করত ভ্রষ্টাচার হইয়া নরকে গমন করে,

স্বধর্ম্মনিরতা এব বর্ণাশ্চত্বার এব চ। ভবন্ত্যেব শুভস্যৈব কর্ম্মণঃ ফলভোগিনঃ। ৩৯
স্বধর্ম্মরহিতা যে চ নরকং যান্তি যে ধ্রুবম্। ভারতে ন ভবন্ত্যেব কর্ম্মণঃ ফলভোগিনঃ। ৪০
স্বধর্ম্মনিরতা এব বর্ণাশ্চত্বার এব চ। স্বধর্ম্মনিরতা বিপ্রাঃ স্বধর্ম্মনিরতায় চ। ৪১
কন্যাং দদাতি বিপ্রায় চন্দ্রলোকং প্রয়ান্তি তে। বসন্তি তত্র তে সাধ্বি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। ৪২
সালঙ্কৃতায়া দানেন দ্বিগুণং ফলমুচ্যতে। সকামা যান্তি তল্লোকং ন নিষ্কামাশ্চ সাধব। ৪৩
তে প্রয়ান্তি বিষ্ণুলোকং ফলসংঘাতবর্জ্জিতাঃ। গব্যঞ্চ রজতং স্বর্ণং বস্ত্রং সর্পিঃ ফলং জলম্। ৪৪
যে দদাত্যেব বিপ্রেভ্যশ্চন্দ্রলোকং প্রয়ান্তি তে। বসন্তি তে চ তল্লোকে যাবন্মন্বন্তরং সতি। ৪৫
সুচিরাৎ সুচিরং বাসং কুর্ব্বন্তি তেন তে জনাঃ। যে দদতি সুবর্ণাশ্চ গাশ্চ তাম্রাদিকং সতি। ৪৬
তে যান্তি সূর্য্যলোকঞ্চ শুচয়ে ব্রাহ্মণায় চ। বসন্তি তে তত্র লোকে বর্ষাণাময়ুতং সতি। ৪৭
বিপুলে সুচিরং বাসং কুর্ব্বন্তি চ নিরাময়াঃ। দদাতি ভূমিং বিপ্রেভ্যো ধনানি বিপুলানি চ।
স যাতি বিষ্ণুলোকঞ্চ শ্বেতদ্বীপং মনোহরম্। ৪৮
তত্রৈব নিবসত্যেব যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। বিপুলে বিপুলং বাসং করোতি পুণ্যবান্ মুনে। ৪৯
গৃহং দদতি বিপ্রায় যে জনা ভক্তিপূর্ব্বকম্। তে যান্তি বিষ্ণুলোকঞ্চ সুচিরং সুখদায়কম্। ৫০
গৃহরেণুপ্রমাণঞ্চ বিষ্ণুলোকে মহত্তমে। বিপুলে বিপুলং বাসং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ সতি। ৫১
যস্মৈ যস্মৈ চ দেবায় যো দদাতি গৃহং নরঃ। স যাতি তস্য লোকঞ্চ রেণুমানাব্দমেব চ। ৫২
সৌধে চতুর্গুণং পুণ্যং দেশে শতগুণং ফলম্। প্রকৃষ্টে দ্বিগুণং তস্মাদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ। ৫৩
যো দদাতি তড়াগঞ্চ সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে। স যাতি জনলোকঞ্চ রেণুমানাব্দমেব চ। ৫৪
বাপ্যাং ফলং দশগুণং প্রাপ্নোতি মানবঃ সদা। সপ্তবাপীপ্রদানেন তড়াগস্য ফলং লভেৎ। ৫৫
ধনুশ্চতুঃসহস্রেণ দৈর্ঘ্যং মানেন নিশ্চিতম্। ন্যূনা বা তাবতী প্রস্থে সা বাপী পরিকীর্ত্তিতা। ৫৬
দশবাপীসমা কন্যা যদি পাত্রে প্রদীয়তে। ফলং দদাতি দ্বিগুণং যদি সালঙ্কৃতা ভবেৎ। ৫৭
যৎ ফলঞ্চ তড়াগে চ তদুদ্ধারে চ তৎফলম্। বাপ্যাশ্চ পঙ্কোদ্ধরণে বাপীতুল্যফলং লভেৎ। ৫৮
অশ্বত্থবৃক্ষমারোপ্য প্রতিষ্ঠাং যঃ করোতি চ। স প্রয়াতি তপোলোকং বর্ষাণাময়ুতং সতি। ৫৯

ইহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণই স্বধর্ম্মনিরত হইলে, শুভ কর্ম্মের ফলভাগী ও স্বধর্ম্মরহিত হইলে নিশ্চয় নরকগামী হন এবং ভারতক্ষেত্রেই তাঁহারা সকলে কর্ম্মফল ভোগ করেন। ৩০-৪০

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় সকলেই স্বধর্ম্ম পালন করিবে। হে সাধ্বি! স্বধর্ম্মনিরত বিপ্রকে কন্যা দান করিলে চন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত সেই স্থানে বাস করেন; এবং ঐ কন্যাকে অলঙ্কৃতা করিয়া দান করিলে দ্বিগুণ ফল হয়। সকাম হইয়া উক্ত কার্য্য করিলেই ইন্দ্রলোকে গমন হয়, কিন্তু ফল-সন্ধানবর্জ্জিত নিষ্কাম বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণকে গব্য, রজত, স্বর্ণ, বস্ত্র, সর্পি, ফল ও জল দান করেন, তাঁহারাও ইন্দ্রলোকে গমন করেন। হে সতি! তাঁহারা সেই স্থানে এক মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত বাস করিয়া থাকেন। সতি! যাঁহারা পবিত্র ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ, গো ও তাম্রাদি দান করেন, তাঁহারা আধিব্যাধিশূন্য হইয়া অযুত বর্ষ বিপুল সূর্য্যলোকে বাস করেন। হে সতি। যিনি বিপ্রগণকে ভূমি ও বিপুল ধন দান করেন, সেই পুণ্যবান্, ইন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থানকাল পর্য্যন্ত মনোহর বিষ্ণুধাম শ্বেতদ্বীপে বাস করিতে সমর্থ হন। হে সতি। যাঁহারা ব্রাহ্মণকে ভক্তিপূর্ব্বক গৃহ দান করেন, তাঁহারা বসুলোকে গমনপূর্ব্বক বহুকাল সেই স্থানে বাস করিতে পারেন। আবার ঐ দান পুণ্যদিনে সম্পন্ন হইলে, গৃহের রেণুপরিমিত বৎসর বিপুল বিষ্ণুধামে বাস করেন। ৪১-৫১

যে মনুষ্য, যে দেবতার গৃহ দান করেন, তিনি সেই গৃহের রেণুপরিমিত বৎসর সেই বিষ্ণুলোকে অবস্থান করেন। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, গৃহ অপেক্ষা সৌধদানে চতুর্গুণ ও দেশদানে শতগুণ এবং উৎকৃষ্ট দেশ দান করিলে, তাহা হইতেও দ্বিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। হে সতি! যে মানব, ভারতে তড়াগ দান করেন, তিনি তাহার রেণুপরিমিত বৎসর জনলোকে বাস করিতে পারেন। বাপীদান করিলে তড়াগের তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। যে জলাশয়, দীর্ঘে চতুঃসহস্র-ধনু-পরিমিত, এবং প্রস্থে তৎসদৃশ বা কিঞ্চিন্ন্যূন, তাহার নাম বাপী। কন্যাদানে দশবাপী দানের ফল, এবং অলঙ্কৃত কন্যাদানে তাহার দ্বিগুণ ফল হয়। হে সাধ্বি! তড়াগ দান করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহার পঙ্কোদ্ধার করিলেও সেই ফল হয়। এইরূপ, বাপীদান ও তাহার পঙ্কোদ্ধারে তুল্য ফল। হে মাতঃ। যিনি অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ-পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি অযুত বর্ষ তপোলোকবাসী হন। ৫২-৫৯

পুষ্পোদ্যানং যো দদাতি সাবিত্রি সর্ব্বভূতয়ে। স বসেদ্ ধ্রুবলোকঞ্চ বর্ষাণামযুতং ধ্রুবম্ ॥ ৬০
যো দদাতি বিমানঞ্চ বিষ্ণবে ভারতে সতি। বিষ্ণুলোকে বসেৎ সোঽপি যাবন্মন্বন্তরং পরম্ ॥ ৬১
চিত্রযুক্তে চ বিপুলে ফলং তস্য চতুর্গুণম্। তস্যার্দ্ধং শিবিকাদানে ফলমেব লভেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৬২
যো দদাতি ভক্তিযুক্তো হরয়ে দোলমন্দিরম্। বিষ্ণুলোকে বসেৎ সোঽপি যাবন্মন্বন্তরং শতম্ ॥ ৬৩
রাজমার্গং সৌধযুক্তং যঃ করোতি পতিব্রতে। বর্ষাণামযুতং সোঽপি শক্রলোকে মহীয়তে ॥ ৬৪
ব্রাহ্মণেভ্যোঽথ দেবেভ্যো দানে সমফলং লভেৎ। যদ্ধি দত্তঞ্চ তদ্ভুঙ্‌ক্তে ন দত্তং নোপতিষ্ঠতে ॥ ৬৫
ভুক্ত্বা স্বর্গাদিজং সৌখ্যং পুণ্যবান্ জন্ম ভারতে। লভেদ্বিপ্রকুলেষ্বেব ক্রমেণৈবোত্তমাদিষু ॥ ৬৬
ভারতে পুণ্যবান্ বিপ্রো ভুক্ত্বা স্বর্গাদিকং ফলম্। পুনঃ সোঽপি ভবেদ্বিপ্রশ্চৈবঞ্চ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ ॥ ৬৭
ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা কল্পকোটিশতেন চ। তপসা ব্রাহ্মণত্বঞ্চ ন প্রাপ্নোতি শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥ ৬৮
না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥ ৬৯
দেবতীর্থসহায়েন কায়ব্যূহেন শুধ্যতি। এতত্তে কথিতং কিঞ্চিৎ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৭০

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে সাবিত্রী-যমসংবাদে
দানধর্ম্মফলকথনং নাম একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

সাবিত্র্যুবাচ—

প্রয়ান্তি স্বর্গমন্যঞ্চ যেনৈব কর্ম্মণা যম। মানবা পুণ্যবন্তশ্চ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

ধর্ম্মরাজ উবাচ—

অন্নদানঞ্চ বিপ্রায় যঃ করোতি চ ভারতে। অন্নপ্রমাণবর্ষঞ্চ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ২
অন্নদানং মহাদান-মন্যেভ্যোঽপি করোতি যঃ। অন্নদানপ্রমাণঞ্চ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৩
অন্নদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। নাত্র পাত্রপরীক্ষা স্যাৎ ন কালনিয়মঃ ক্বচিৎ ॥ ৪

সাবিত্রি! যিনি নিখিল ঐশ্বর্য লাভের নিমিত্ত পুষ্পোদ্যান প্রদান করেন, তিনি অযুত বর্ষ ধ্রুবলোকে বাস করিতে পারেন সন্দেহ নাই। হে সতি! ভারতে বিষ্ণু উদ্দেশ্যে যিনি বিমান দান করেন, তিনিও মন্বন্তর-কাল-পর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকেন এবং ঐ বিমান বৃহৎ ও কারুকার্য্য-যুক্ত হইলে শতগুণ ফল লাভ হয়, সংশয় নাই। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক হরি উদ্দেশ্যে দোলমন্দির দান করেন, তিনিও শত মন্বন্তর পর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকবাসী হন। হে পতিব্রতে! যে ব্যক্তি রাজপথ সৌধযুক্ত করেন, তিনি অযুতবর্ষ ইন্দ্রলোকে সুখ-ভোগ করিতে পারেন। সাধ্বি! ব্রাহ্মণ ও দেবতার উদ্দেশ্যে দান—তুল্য-ফল-জনক। যাহা প্রদত্ত হয়, পরে তাহাই লাভ করা যায়। অপ্রদত্ত বস্তুর কখনই লাভ হয় না। পুণ্যবান্ ব্যক্তি স্বর্গাদি-সুখ ভোগ করিয়া ভারতবর্ষে ক্রমে উত্তমাদি বিপ্রকুলে জন্মলাভ করেন। পুণ্যবান্ বিপ্র, স্বর্গাদি ভোগান্তে পুনরায় ভারতে বিপ্রের এবং ক্ষত্রিয়াদিও পরে ক্ষত্রিয়াদির কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, শতকোটি কল্প তপস্যা করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন না—ইহা বেদে কথিত আছে। শত কোটি কল্পেও অভুক্ত কর্ম্মের ক্ষয় না। শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কেবল বহুজন্ম দেবতীর্থে ভ্রমণ করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। এই আমি তোমাকে সমুদয় কহিলাম, এক্ষণে পুনরায় কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর। ৬০-৭০

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে সাবিত্রী ও যমরাজের সম্বাদে দানধর্ম্মফল কথন
নামক উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়

সাবিত্রী কহিলেন, দেব! পুণ্যবান্ মানবগণ অন্যান্য যে সকল কর্ম্মফলে স্বর্গ ও অন্যান্য স্থান গমন করেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। যম বলিলেন, সাধ্বি! ভারতক্ষেত্রে যিনি ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিয়া থাকেন, তিনি অন্নসংখ্যাপরিমিত বৎসর শিবলোকে গমন করেন। অন্নদান হইতে উৎকৃষ্ট কার্য্য

দেবেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো দদাতি চাসনং যদি। মহীয়তে বিষ্ণুলোকে বর্ষাণাময়ুতং সতি ॥ ৫
যো দদাতি চ বিপ্রায় দিব্যাং ধেনুং পয়স্বিনীম্। তল্লোমমানবর্ষঞ্চ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৬
চতুর্গুণং পুণ্যদিনে তীর্থে শতগুণং ফলম্। দানং নারায়ণক্ষেত্রে ফলং কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ৭
গাং যো দদাতি বিপ্রায় ভারতে ভক্তিপূর্ব্বকম্। বর্ষাণাময়ুতঞ্চৈব চন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৮
যশ্চোভয়মুখীদানং করোতি ব্রাহ্মণায় চ। তল্লোমমানবর্ষঞ্চ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৯
যো দদাতি ব্রাহ্মণায় শ্বেতচ্ছত্রং মনোহরম্। বর্ষাণাময়ুতং সোঽপি মোদতে বরুণালয়ে ॥ ১০
বিপ্রায় পীড়িতাঙ্গায় বস্ত্রযুগ্মং দদাতি চ। মহীয়তে বায়ুলোকে বর্ষাণাময়ুতং সতি ॥ ১১
যো দদাতি ব্রাহ্মণায় শালগ্রামং সবস্ত্রকম্। মহীয়তে স বৈকুণ্ঠে যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ ॥ ১২
যো দদাতি ব্রাহ্মণায় দিব্যাং শয্যাং মনোহরাং। মহীয়তে চন্দ্রলোকে যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ ॥ ১৩
যে দদাতি প্রদীপঞ্চ দেবেভ্যো ব্রাহ্মণায় চ। যাবন্মন্বন্তরং সোঽপি বহ্নিলোকে মহীয়তে ॥ ১৪
করোতি গজদানঞ্চ যদি বিপ্রায় ভারতে। যাবদিন্দ্রো নরস্তাবদিন্দ্রস্যার্দ্ধাসনে বসেৎ ॥ ১৫
ভারতে যোঽশ্বদানঞ্চ করোতি ব্রাহ্মণায় চ। মোদতে বারুণে লোকে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১৬
প্রকৃষ্টাং শিবিকাং যো হি দদাতি ব্রাহ্মণায় চ। মোদতে বারুণে লোকে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১৭
কৃষ্টাং বাটিকাং যো হি দদাতি ব্রাহ্মণায় চ। মহীয়তে বায়ুলোকে যাবন্মন্বন্তরং সতি ॥ ১৮
যো দদাতি চ বিপ্রায় ব্যজনং শ্বেতচামরম্। মহীয়তে বায়ুলোকে বর্ষাণাময়ুতং ধ্রুবম্ ॥ ১৯
ধান্যং রত্নং যো দদাতি চিরজীবী ভবেৎ সুখী। দাতা গ্রহীতা তৌ দ্বৌ চ ধ্রুবং বৈকুণ্ঠগামিনৌ ॥ ২০
সততং শ্রীহরের্নাম ভারতে যো জপেন্নরঃ। স এব চিরজীবী চ ততো মৃত্যুঃ পলায়তে ॥ ২১
যো নরো ভারতে বর্ষে দোলনং কারয়েৎ সুধীঃ। পূর্ণিমারজনীশেষে জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ২২
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা যাত্যন্তে বিষ্ণুমন্দিরম্। নিশ্চিতং নিবসেত্তত্র শতমন্বন্তরাবধি ॥ ২৩
ফলমুত্তরফল্গুন্যাং ততোঽপি দ্বিগুণং ভবেৎ। কল্পান্তজীবী স ভবেদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ২৪
তিলদানং ব্রাহ্মণায় যঃ করোতি চ ভারতে। তিলপ্রমাণবর্ষঞ্চ মোদতে শিবমন্দিরে ॥ ২৫
ততঃ সুযোনিং সম্প্রাপ্য চিরজীবী ভবেৎ সুখী। তাম্রপাত্রস্য দানেন দ্বিগুণঞ্চ ফলং লভেৎ ॥ ২৬

আর কখন হয় নাই ও হইবে না ; কারণ ইহাতে পাত্র কি কালের কিছুই নাই। দেবতা ও ব্রাহ্মণকে আসন দান করিলে, নিশ্চয় অযুত বর্ষ বিষ্ণুলোকে সুখ ভোগ করিতে পারা যায়। যিনি ব্রাহ্মণকে দিব্য পয়স্বিনী ধেনু দান করেন, তিনি তাহার লোম-পরিমিত বৎসর বৈকুণ্ঠে বাস করিতে পারেন। ঐ দান পুণ্য-দিনে হইলে চতুর্গুণ, তীর্থে শতগুণ ও নারায়ণ-ক্ষেত্রে কোটিগুণ ফলজনক হয়। যিনি ভারতে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে গো-দান করিবেন, তিনি অযুত বর্ষকাল চন্দ্রলোকবাসী হইবেন। আর যিনি ব্রাহ্মণকে প্রসবোন্মুখী গো-দান করেন, তিনি তাহার লোমপরিমিত বৎসর বৈকুণ্ঠবাসী হন। যিনি মনোহর শ্বেত ছত্র ব্রাহ্মণকে অর্পণ করেন, তিনি অযুত বর্ষ বরুণলোকে আনন্দ ভোগ করিতে পান। হে সতি! পীড়িতাঙ্গ ব্রাহ্মণকে বস্ত্রদান করিলে অযুতবর্ষ বায়ুলোকে বাস হয়। যিনি ব্রাহ্মণকে সবস্ত্র শালগ্রাম দান করিয়া থাকেন, তিনি চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থিতি পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠধামে অবস্থান করেন। ১-১২

যিনি ব্রাহ্মণকে দিব্য মনোহর শয্যা দান করেন, তাঁহার চন্দ্র সূর্য্যের অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত চন্দ্র-লোকে সুখ-ভোগ হইয়া থাকে। যিনি দেবতা বা ব্রাহ্মণকে দীপ-দান করেন, তিনি এক মন্বন্তর কাল বহ্নিলোকে বাস করিয়া থাকেন। যে মানব ভারতে ব্রাহ্মণকে গজ-দান করেন, তিনি ইন্দ্রের পরমায়ুঃ পর্য্যন্ত তাঁহার অর্দ্ধাসনভাগী হন। ভারতে যিনি ব্রাহ্মণকে অশ্বদান করিয়া থাকেন, চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত তিনি বরুণলোকে আনন্দ লাভ করেন। হে সতি! যিনি ব্রাহ্মণকে উত্তম শিবিকা দান করেন, তিনি চতুর্দশ ইন্দ্রের অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত বরুণলোকে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করেন। ব্রাহ্মণকে প্রকৃষ্ট বাটিকা-প্রদানে এক মন্বন্তর কাল বায়ুলোকে বাস হয়। যিনি ব্যজন শ্বেতচামর বিপ্রকে প্রদান করেন, তিনি নিশ্চয় অযুত বর্ষ বায়ুলোকে বাস করেন। যে ব্যক্তি, ভারতক্ষেত্রে ব্রাহ্মণকে রত্ন দান করেন, তিনি চিরজীবী ও সুখী হন এবং দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই বৈকুণ্ঠগামী হন,—ইহাতে সন্দেহ নাই। ১৩-২০

ভারতের যে নর, নিরন্তর হরিনাম জপ করেন, তিনি চিরজীবী,—তাঁহার দর্শনে মৃত্যু পলায়ন করে। আর যে মানব, ভারতে পূর্ণিমারজনীর শেষে শ্রীহরির দোলোৎসব করেন, তিনি জীবন্মুক্ত হন এবং ইহকালে সুখভোগপূর্ব্বক অন্তে বিষ্ণুভবনে গমন করিয়া শত মন্বন্তর অবধি সেই স্থানে বাস করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। আর উক্ত দোলকার্য্য উত্তর-ফল্গুনীনক্ষত্রে হইলে দ্বিগুণ-ফলভোগী ও কল্পান্ত-জীবী হইয়া থাকেন, এই কথা স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন। যিনি ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণকে তিল দান করেন, তিনিও

সালঙ্কৃতাঞ্চ ভোগ্যাঞ্চ সবস্ত্রাং সুন্দরীং প্রিয়াম্। যো দদাতি ব্রাহ্মণায় ভারতে চ পতিব্রতাম্। ২৭
মহীয়তে চন্দ্রলোকে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। তত্র স্বর্বেশ্যয়া সার্দ্ধং মোদতে চ দিবানিশম্। ২৮
ততো গন্ধর্ব্বলোকে চ বর্ষাণামযুতং ধ্রুবম্। দিবানিশং কৌতুকেন চোর্ব্বশ্যা সহ মোদতে। ২৯
ততো জন্মসহস্রঞ্চ প্রাপ্নোতি সুন্দরি প্রিয়াম্। সতীং সৌভাগ্যযুক্তাঞ্চ কোমলাং প্রিয়বাদিনীম্। ৩০
দদাতি সফলং[১] বৃক্ষং ব্রাহ্মণায় চ যো নরঃ। ফলপ্রমাণবর্ষঞ্চ শক্রলোকে মহীয়তে। ৩১
পুনঃ সুযোনিং সংপ্রাপ্য লভতে সুতমুত্তমম্। সফলানাঞ্চ বৃক্ষাণাং সহস্রঞ্চ প্রশংসিতম্। ৩২
কেবলং ফলদানং বা ব্রাহ্মণায় দদাতি চ। সুচিরং স্বর্গবাসঞ্চ কৃত্বা যাতি চ ভারতে। ৩৩
নানাদ্রব্যসমাযুক্তং নানাশস্যসমন্বিতম্। দদাতি যশ্চ বিপ্রায় ভারতে বিপুলং গৃহম্। ৩৪
সুরলোকে বসেৎ সোঽপি যাবন্মন্বন্তরং শতম্। ততঃ সুযোনিং সংপ্রাপ্য স মহাধনবান্ ভবেৎ। ৩৫
যো নরঃ শস্যসংযুক্তাং ভূমিঞ্চ সুচিরাং সতি। দদাতি ভক্ত্যা বিপ্রায় পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে। ৩৬
মহীয়তে চ বৈকুণ্ঠে মন্বন্তরশতং ধ্রুবম্। পুনঃ সুযোনিং সংপ্রাপ্য মহাংশ্চ ভূমিপো ভবেৎ। ৩৭
তং ন ত্যজতি ভূমিশ্চ জন্মনাং শতকং পরম্। শ্রীমাংশ্চ ধনবাংশ্চৈব পুত্রবাংশ্চ প্রজেশ্বরঃ। ৩৮
সপ্রজঞ্চ প্রকৃষ্টঞ্চ গ্রামং দদ্যাদ্দ্বিজায় চ। লক্ষমন্বন্তরঞ্চৈব বৈকুণ্ঠে স মহীয়তে। ৩৯
পুনঃ সুযোনিং সংপ্রাপ্য গ্রামলক্ষসমন্বিতম্। ন জহাতি চ তং পৃথ্বী জন্মনাং লক্ষমেব চ। ৪০
সুপ্রজঞ্চ প্রকৃষ্টঞ্চ পক্ব-শস্যসমন্বিতম্। নানাপুষ্করিণীবৃক্ষ-ফলবল্লী-সমন্বিতম্। ৪১
নগরং যশ্চ বিপ্রায় দদাতি ভারতে ভুবি। মহীয়তে স কৈলাসে দশলক্ষেন্দ্রকালকম্। ৪২
পুনঃ সুযোনিং সংপ্রাপ্য রাজেন্দ্রো ভারতে ভবেৎ। নগরাণাঞ্চ নিযুতং স লভেন্নাত্র সংশয়ঃ। ৪৩
ধরা তং ন জহাত্যেব জন্মনামযুতং ধ্রুবম্। পরমৈশ্বর্য্যনিযুক্তো ভবেদেব মহীতলে। ৪৪
নগরাণাঞ্চ শতকং দেশং যো হি দ্বিজাতয়ে। সুপ্রকৃষ্টং মধ্যকৃষ্টং প্রজাযুক্তং দদাতি চ। ৪৫
বাপীতড়াগসংযুক্তং নানাবৃক্ষসমন্বিতম্। মহীয়তে স বৈকুণ্ঠে কোটিমন্বন্তরাবধি। ৪৬
পুনঃ সুযোনিং সংপ্রাপ্য জম্বুদ্বীপপতির্ভবেৎ। পরমৈশ্বর্য্যসংযুক্তো যথাশক্রস্তথা ভুবি। ৪৭

তিলপরিমিত বর্ষ শিবমন্দিরে আনন্দে কালক্ষেপ করেন; পরে সুযোনি প্রাপ্ত হইয়া চিরজীবী ও সুখী হন এবং ঐ তিল তাম্রপাত্রস্থ করিয়া দান করিলে দ্বিগুণ ফল হয়। যিনি ভারতে ব্রাহ্মণকে সবস্ত্রা, অলঙ্কৃতা পতিব্রতা সুন্দরী ভোগ্যা কন্যা দান করেন, তিনি চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করিয়া দিবানিশি স্বর্গবেশ্যার সহিত আনন্দে কাল যাপন করেন। হে সতি! পরে তিনি গন্ধর্ব্বলোকে অযুত বর্ষ দিবারাত্র সকৌতুকে উর্ব্বশীকে লইয়া আনন্দ ভোগ করেন। তাহার পর সহস্র জন্ম সৌভাগ্যশালিনী সতী সুন্দরী কোমলাঙ্গী প্রিয়বাদিনী প্রিয়ালাভে সমর্থ হন। ২১-৩০

যে মানব, ব্রাহ্মণকে সফল বৃক্ষ দান করেন, তিনি ফলপরিমিত বর্ষ ইন্দ্রলোকে সুখভোগপূর্ব্বক পুনরায় সুযোনি প্রাপ্ত হইয়া, উত্তম পুত্র লাভ করেন। ইহা অপেক্ষা সহস্রফলবান্ বৃক্ষ দান অতি-প্রশংসিত। যিনি ব্রাহ্মণকে কেবল ফলদান করেন, তিনি বহুকাল স্বর্গবাসান্তে ভারতে জন্মলাভ করেন। যে ব্যক্তি ভারতবর্ষে নানাপ্রকার দ্রব্য শস্যযুক্ত বিপুলগৃহ, ব্রাহ্মণকে অর্পণ করেন, তিনি শত মন্বন্তর অবধি সুরলোকে বাস করিয়া সুযোনি-প্রাপ্তির পর মহান্ ধনবান্ হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে শস্যযুক্ত উৎকৃষ্ট ভূমি দান :করেন, হে সতি! তিনিও অবশ্যই শত মন্বন্তর পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে আনন্দ ভোগ করিয়া, পুনরায় সুযোনি প্রাপ্ত হইয়া মহান্ ধনবান্ হন এবং ভূমি শত জন্ম আর তাঁহাকে ত্যাগ করেন না। তিনি শ্রীমান্, ধনবান্, পুত্রবান্ ও প্রজেশ্বর হইয়া সুখে কালক্ষেপ করেন। আর দ্বিজাতিকে প্রপাধিষ্ঠিত উৎকৃষ্ট গ্রাম সমর্পণ করিলে, লক্ষ মন্বন্তর অবধি বৈকুণ্ঠ ধামে সুখে বাস হয়, পুনরায় সুযোনি প্রাপ্তির পর লক্ষ গ্রাম লাভ হইয়া থাকে। পৃথিবী, লক্ষ জন্ম পর্য্যন্ত তাঁহাকে ত্যাগ করেন না, ইহাতে সংশয় নাই। ৩১-৪০

যে ব্যক্তি ভারত-ভূমিতে সুপ্রজাসমন্বিত পক্বশস্যযুক্ত নানা পুষ্করিণী বৃক্ষ লতা ও ফলসমন্বিত নগর ব্রাহ্মণকে অর্পণ করেন;—তিনি দশলক্ষ ইন্দ্র পর্য্যন্ত কৈলাসে সুখ ভোগ করিয়া পুনরায় ভারতে সুযোনি প্রাপ্ত হইয়া রাজেন্দ্র হইয়া থাকেন এবং নিযুতসংখ্য নগর লাভ করেন; অধিক কি, পৃথিবী অযুত জন্ম তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না। তিনি মহীতলে পরম ঐশ্বর্য্য যুক্ত হইয়া থাকেন। যে মানব, বাপী, তড়াগ, নানাবৃক্ষ ও প্রজাযুক্ত অত্যুৎকৃষ্ট শত নগর বা দেশ—ভক্তিপূর্ব্বক দ্বিজাতিকে দান করেন, তিনি কোটি মন্বন্তর অবধি বৈকুণ্ঠে পরম সুখে অবস্থান করেন এবং পরে পুনরায় পৃথিবীতে সুযোনিপ্রাপ্ত হইয়া

মহী তং ন জহাত্যেব জন্মনাং কোটিমেব চ। কল্পান্তজীবী স ভবেদ্রাজরাজেশ্বরো মহান্ ॥ ৪৮
স্বাধিকারং সমগ্রঞ্চ যো দদাতি দ্বিজাতয়ে। চতুর্গুণং ফলং চান্তে ভবেত্তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯
জম্বুদ্বীপং যো দদাতি ব্রাহ্মণায় তপস্বিনে। ফলং শতগুণং চান্তে ভবেত্তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৫০
জম্বুদ্বীপমহীদাতুঃ সর্ব্বতীর্থানি সেবিতুঃ। সর্ব্বেষাং তপসাং কর্ত্তুঃ সর্ব্বেষাং বাসকারিণঃ ॥ ৫১
সর্ব্বদান-প্রদাতুশ্চ সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরস্য চ। অস্ত্যেব পুনরাবৃত্তির্ন ভক্তস্য মহেশিতুঃ ॥ ৫২
অসংখ্যব্রহ্মণাং পাতং পশ্যন্তি ভুবনেশিতুঃ। নিবসন্তি মণিদ্বীপে শ্রীদেব্যাঃ পরমে পদে ॥ ৫৩
দেবীমন্ত্রোপাসকাশ্চ বিহায় মানবীং তনুম্। বিভূতিং দিব্যরূপঞ্চ জন্মমৃত্যুজরাহরম্ ॥ ৫৪
লব্ধা দেব্যাশ্চ সারূপ্যং দেবীসেবাঞ্চ কুর্ব্বতে। পশ্যন্তি তে মণিদ্বীপে সখণ্ডং লোকসংক্ষয়ম্ ॥ ৫৫
নশ্যন্তি দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ বিশ্বানি নিখিলানি চ। দেবীভক্তা ন নশ্যন্তি জন্মমৃত্যুজরাহরাঃ ॥ ৫৬
কার্ত্তিকে তুলসীদানং করোতি হরয়ে চ যঃ। যুগত্রয়প্রমাণঞ্চ মোদতে হরিমন্দিরে ॥ ৫৭
পুনঃ সুযোনিং সংপ্রাপ্য হরিভক্তিং লভেৎ ধ্রুবম্। জিতেন্দ্রিয়াণাং প্রবরঃ স ভবেদ্ভারতে ভুবি ॥ ৫৮
মঘে যঃ স্নাতি গঙ্গায়ামরুণোদয়কালতঃ। যুগষষ্টিসহস্রাণি মোদতে হরিমন্দিরে ॥ ৫৯
পুনঃ সুযোনিং সুপ্রাপ্য বিষ্ণুমন্ত্রং লভেদ্ ধ্রুবম্। ত্যক্ত্বা চ মানুষং দেহং পুনর্যাতি হরেঃ পদম্ ॥ ৬০
নাস্তি তৎপুনরাবৃত্তি-র্বৈকুণ্ঠাচ্চ মহীতলে। করোতি হরিদাস্যঞ্চ তথা সারূপ্যমেব চ ॥ ৬১
নিত্যস্নায়ী চ গঙ্গায়াং স পূতঃ সূর্য্যবদ্ভুবি। পদে পদেঽশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলম্ ॥ ৬২
তস্যৈব পাদরজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা। মোদতে স চ বৈকুণ্ঠে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৬৩
পুনঃ সুযোনিং সংপ্রাপ্য হরিভক্তিং লভেদ্ ধ্রুবম্। জীবন্মুক্তোঽতিতেজস্বী তপস্বি-প্রবরো ভবেৎ ॥ ৬৪
স্বধর্ম্মনিরতঃ শুদ্ধো বিদ্বাংশ্চ স জিতেন্দ্রিয়ঃ। মীনকর্কটয়োর্মধ্যে গাঢ়ং তপতি ভাস্করঃ ॥ ৬৫
ভারতে যো দদাত্যেব জলমেব সুবাসিতম্। স মোদতে চ কৈলাসে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৬৬
পুনঃ সুযোনিং সংপ্রাপ্য রূপবাংশ্চ সুখী ভবেৎ। শিবভক্তশ্চ তেজস্বী বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৬৭

ইন্দ্রতুল্য পরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত জম্বুদ্বীপাধিপতি হন। পৃথিবী তাঁহাকে কোটি জন্ম ত্যাগ করেন না, তিনি কল্পান্তজীবী ও মহান্ রাজরাজেশ্বর হইয়া থাকেন। ৪১-৪৮

যে ব্যক্তি, আপনার সমগ্র অধিকার দ্বিজাতিকরে সমর্পণ করেন, তাঁহার নিশ্চয় পূর্ব্বোক্ত ফলের চতুর্গুণ ফল হয়। হে পতিব্রতে! যিনি ব্রাহ্মণকে জম্বুদ্বীপ দান করেন, তাঁহার নিশ্চয় নিজাধিকার-দান-কর্ত্তৃত্ব হইতে শতগুণ ফল হইয়া থাকে। হে সাধ্বি! যিনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবী দান, সর্ব্বতীর্থের সেবা, সমুদয় তপঃসাধন, সকলকে আশ্রয়দান ও সর্ব্বপ্রকার দান করিয়া থাকেন, তিনি সর্ব্ব সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন, কিন্তু তাঁহাকেও পুনরায় সংসারে আগমন করিতে হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মূলপ্রকৃতিভক্তকে আর সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। হে সতি! দেবীভক্তগণ, দেবী ভগবতীর মণিদ্বীপে বাস করিয়া অসংখ্য ব্রহ্মারও পতন দর্শন করিয়া থাকেন। দেবীমন্ত্রোপাসকগণ মানবদেহ ত্যাগ করিয়া জন্মমৃত্যু-জরা-শূন্য দিব্য রূপ ধারণপূর্ব্বক দেবীর সারূপ্য লাভে দেবীসেবা করিয়া থাকেন এবং মণিদ্বীপে অবস্থান করিয়াই অসংখ্য প্রাকৃত লয় দর্শন করেন। সময়ে দেবগণ, সিদ্ধগণ ও নিখিল বিশ্বেরই নাশ হইয়া থাকে। জন্ম-মৃত্যুজরাশূন্য দেবীভক্তগণের কখনই নাশ নাই। ৪৯-৫৬

যিনি কার্ত্তিক মাসে হরি উদ্দেশে তুলসীপত্র দান করেন, তাঁহার তিন যুগ, হরিমন্দিরে অবস্থান-পূর্ব্বক আনন্দলাভ হইয়া থাকে। পরে তিনি ভারত-ভূমিতে সুযোনি প্রাপ্ত হইয়া হরিভক্তি লাভ করেন এবং তিনি ভারতে জিতেন্দ্রিয়প্রবর হন। যিনি মাঘ মাসের অরুণোদয়কালে গঙ্গাস্নান করেন, তিনি ষষ্টিসহস্র যুগ হরিমন্দিরে অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় ভারতভূমিতে সুযোনি প্রাপ্ত হইয়া, নিশ্চয় বিষ্ণুমন্ত্র লাভ করিয়া থাকেন। তিনি হরির সারূপ্য লাভপূর্ব্বক তাঁহার দাস্যকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাকে আর বৈকুণ্ঠ হইতে মহীতলে আগমন করিতে হয় না। যিনি নিত্য গঙ্গাস্নান করেন, পৃথিবীতলে তিনি সূর্য্যের ন্যায় পবিত্রতা লাভ করেন। আর গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার সময়ে নিশ্চয় তাঁহার প্রতিপদক্ষেপে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। তাহার পদরজঃস্পর্শে পৃথিবী তৎক্ষণাৎ পবিত্র হন, তিনি যত দিন চন্দ্র সূর্য থাকিবেন, ততদিন সানন্দে বৈকুণ্ঠে অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার সুযোনিপ্রাপ্তে হরিভক্ত জীবন্মুক্ত তপস্বিশ্রেষ্ঠ, স্বধর্ম্মনিরত, শুদ্ধ, বিদ্বান্ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন। দিবাকর যখন জগৎ সন্তাপিত করে, সেই বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে যে ব্যক্তি ভারতে জীবগণকে সুবাসিত জল দান করিবেন, তিনি চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত কৈলাসধামে সুখে অবস্থান করিয়া পুনরায় সুযোনিপ্রাপ্তে, সুখী রূপবান্ শিবভক্ত, তেজস্বী, বেদাঙ্গপারগ ও সুখী হন। ৫৭-৬৭

বৈশাখে শক্তুদানঞ্চ যঃ করোতি দ্বিজাতয়ে। শক্তুরেণুপ্রমাণাব্দং মোদতে শিবমন্দিরে ॥ ৬৮
করোতি ভারতে যো হি কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতম্। শতজন্মকৃতং পাপং মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৯
বৈকুণ্ঠে মোদতে সোঽপি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। পুনঃ সুযোনিং সংপ্রাপ্য কৃষ্ণভক্তিং লভেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৭০
ইহৈব ভারতে বর্ষে শিবরাত্রিং করোতি যঃ। মোদতে শিবলোকে স সপ্তমন্বন্তরাবধি ॥ ৭১
শিবায় শিবরাত্রৌ চ বিল্বপত্রং দদাতি চ। পত্রমানযুগং তত্র মোদতে শিবমন্দিরে ॥ ৭২
পুনঃ সুযোনিং সংপ্রাপ্য শিবভক্তিং লভেদ্ ধ্রুবম্। বিদ্যাবান্ পুত্রবান্ শ্রীমান্ প্রজাবান্ ভূমিমান্ ভবেৎ ॥ ৭৩
চৈত্রমাসেঽথবা মাঘে শঙ্করং যোঽর্চ্চয়েদ্ ব্রতী। করোতি নর্ত্তনং ভক্ত্যা বেত্রপাণির্দিবানিশম্ ॥ ৭৪
মাসং বাপ্যর্দ্ধমাসং বা দশ সপ্ত দিনানি চ। দিনমানযুগং সোঽপি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৭৫
শ্রীরামনবমীং যো হি করোতি ভারতে পুমান্। সপ্তমন্বন্তরং যাবন্মোদতে বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ৭৬
পুনঃ সুযোনিং সংপ্রাপ্য রামভক্তিং লভেদ্ ধ্রুবম্। জিতেন্দ্রিয়াণাং প্রবরো মহাংশ্চ ধনবান্ ভবেৎ ॥ ৭৭
শারদীয়াং মহাপূজাং প্রকৃতের্যঃ করোতি চ। মহিষৈশ্ছাগমেষৈশ্চ খড়্গৈর্ভেকাদিভিঃ সতি ॥ ৭৮
নৈবেদ্যৈরুপহারৈশ্চ ধূপদীপাদিভিস্তথা। নৃত্যগীতাদিভির্বাদ্যৈ-র্নানাকৌতুকমঙ্গলম্ ॥ ৭৯
শিবলোকে বসেৎ সোঽপি সপ্তমন্বন্তরাবধি। পুনঃ সুযোনিং সংপ্রাপ্য নরো বুদ্ধিঞ্চ নির্ম্মলাম্ ॥ ৮০
অতুলাং শ্রিয়মাপ্নোতি পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনীম্। মহাপ্রভাবযুক্তশ্চ গজবাজিসমন্বিতঃ ॥ ৮১
রাজরাজেশ্বরঃ সোঽপি ভবেদেব ন সংশয়ঃ। ততঃ শুক্লাষ্টমীং প্রাপ্য মহালক্ষ্মীঞ্চ যোঽর্চ্চয়েৎ ॥ ৮২
নিত্যং ভক্ত্যা পক্ষমেকং পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে। দত্ত্বা তস্যৈ প্রকৃষ্টানি চোপচারাণি ষোড়শ ॥ ৮৩
গোলোকে চ বসেৎ সোঽপি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। পুনঃ সুযোনিং সংপ্রাপ্য রাজরাজেশ্বরো ভবেৎ ॥ ৮৪
কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়ান্তু কৃত্বা তু রাসমণ্ডলম্। গোপানাং শতকং কৃত্বা গোপীনাং শতকং তথা ॥ ৮৫
শিলায়াং প্রতিমায়াঞ্চ শ্রীকৃষ্ণং রাধয়া সহ। ভারতে পূজয়েদ্ভক্ত্যা চোপচারাণি ষোড়শ ॥ ৮৬
গোলোকে বসতে সোঽপি যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ। ভারতে পুনরাগত্য কৃষ্ণে ভক্তিং লভেদ্দৃঢ়াম্ ॥ ৮৭
ক্রমেণ সুদৃঢ়াং ভক্তিং লব্ধ্বা মন্ত্রং হরেরহো। দেহং ত্যক্ত্বা চ গোলোকং পুনরেব প্রয়াতি সঃ ॥ ৮৮

বৈশাখমাসে যিনি ব্রাহ্মণকে শক্তু-দান করেন, তিনি শক্তুরেণুপরিমিত বৎসর শিবমন্দিরে আনন্দে কাল যাপন করেন। যিনি ভারতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীব্রত করেন, তিনি নিঃসন্দেহ শতজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেহান্তে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় সুযোনিপ্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন, ইহাতে আর সংশয় নাই। যিনি এই ভারতবর্ষে শিবরাত্রি ব্রত করেন, তিনি সপ্ত মন্বন্তর পর্য্যন্ত শিবলোকে বাস করেন। আর যিনি শিবরাত্রিতে শিব উদ্দেশ্যে বিল্বপত্র দান করেন, তিনি ঐ বিল্বপত্রপরিমিত যুগ শিবমন্দিরে সুখে অবস্থান করেন। তিনি পুনরায় সুযোনিপ্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় শিবভক্তি লাভ করেন এবং বিদ্যাবান্, পুত্রবান্, লক্ষ্মীবান্, প্রজাবান্, ভূমিমান্ হন। যিনি চৈত্র অথবা মাঘমাসে ব্রতী হইয়া শঙ্করের অর্চ্চনা করেন এবং সমস্ত মাস অথবা অর্দ্ধমাস বা দশদিন কিম্বা সপ্তদিন বেত্রপাণি হইয়া দিবারাত্র ভক্তিপূর্ব্বক নৃত্য করেন, তাঁহার শিবার্চ্চন-দিন-পরিমিত যুগ দিব্যলোকে বাস হয়। ৬৮-৭৫

যে মানব, ভারতে শ্রীরাম-নবমী ব্রত পালন করেন, তিনি সপ্তমন্বন্তর পর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া পুনরায় সুযোনি প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় রামভক্তিলাভ করেন, এবং জিতেন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ও মহান্ ধনবান হন। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক মহিষ, ছাগ, মেষ ও ভেকাদি জীবের বলি ও খড়্গদান ও নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্প, উৎকৃষ্ট নৈবেদ্য ও ধূপদীপাদি উপহার দ্বারা প্রকৃতি ভগবতীর শারদীয়া মহাপূজা করেন এবং তদুপলক্ষে নৃত্য গীত, বাদ্য ও মঙ্গলজনক কৌতুক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সপ্ত মন্বন্তর অবধি শিবলোকে বাস করিয়া পুনর্ব্বার সুযোনিপ্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মল বুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন এবং পুত্র-পৌত্রাদি-বর্দ্ধিনী অচলা লক্ষ্মী লাভ করেন ও গজ-বাজি-সমন্বিত মহাপ্রভাব-যুক্ত রাজরাজেশ্বর হন, তাহার সংশয় নাই। আর যিনি শুক্লাষ্টমী হইতে আরম্ভ করিয়া এক পক্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট ষোড়শ উপচার দান করিয়া পুণ্যক্ষেত্র ভারতে মহালক্ষ্মীর পূজা করেন, তিনি চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অবস্থিতি পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে পরম সুখে বাস করেন। পরে পুনরায় সুযোনি লাভ করিয়া রাজরাজেশ্বর হইয়া থাকেন। ৭৬-৮৪

যিনি ভারতবর্ষে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিবস, রাসমণ্ডল এবং শত গোপ ও শত গোপিকা নির্মাণ করিয়া শিলাতে অথবা প্রতিমাতে ষোড়শোপচার দানপূর্ব্বক রাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করেন, তিনি ব্রহ্মার পরমায়ুঃ পর্য্যন্ত গোলোকে বাস করত পুনরায় ভারতে আগমন করিয়া নিশ্চয় হরিভক্তি লাভ করেন; পরে ক্রমে সুদৃঢ়া ভক্তি ও হরি-মন্ত্র লাভ করিয়া দেহান্তে পুনরায় গোলোকে গমনপূর্ব্বক

ততঃ কৃষ্ণস্য সারূপ্যং পার্ষদপ্রবরো ভবেৎ। পুনস্তৎপতনং নাস্তি জরামৃত্যুহরো ভবেৎ ॥ ৮৯
শুক্লাং ব্যাপ্যথবা কৃষ্ণাং করোত্যেকাদশীঞ্চ যঃ। বৈকুণ্ঠে মোদতে সোঽপি যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ৯০
ভারতং পুনরাগত্য কৃষ্ণভক্তিং লভেদ্ ধ্রুবম্। ক্রমেণ ভক্তিং সুদৃঢ়াং করোত্যেকাং হরেরহো ॥ ৯১
দেহং ত্যক্ত্বা চ গোলোকং পুনরেব প্রয়াতি সঃ। ততঃ কৃষ্ণস্য সারূপ্যং সংপ্রাপ্য পার্ষদো ভবেৎ ॥ ৯২
পুনস্তৎপতনং নাস্তি জরামৃত্যুহরো ভবেৎ। ভাদ্রে চ শুক্লদ্বাদশ্যাং যঃ শক্রং পূজয়েন্নরঃ ॥ ৯৩
ষষ্টিবর্ষ-সহস্রাণি শক্রলোকে মহীয়তে। রবিবারে চ সংক্রান্ত্যাং সপ্তম্যাং শুক্লপক্ষকে ॥ ৯৪
সংপূজ্যার্কং হবিষ্যান্নং যঃ করোতি চ ভারতে। মহীয়তে সোঽর্কলোকে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৯৫
ভারতং পুনরাগত্য চারোগী শ্রীযুতো ভবেৎ। জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং সাবিত্রীং যো হি পূজয়েৎ ॥ ৯৬
মহীয়তে ব্রহ্মলোকে সপ্তমন্বন্তরাবধি। পুনর্ম্মহীং স মাগত্য শ্রীমানতুলবিক্রমঃ ॥ ৯৭
চিরজীবী ভবেৎ সোঽপি জ্ঞানবান্ সম্পদা যুতঃ। মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং পূজয়েদ্ যঃ সরস্বতীম্ ॥ ৯৮
সংযতো ভক্তিতো দত্বা চোপচারাণি ষোড়শ। মহীয়তে মণিদ্বীপে যাবদ্ ব্রহ্মদিবানিশম্। ৯৯
সংপ্রাপ্য চ পুনর্জন্ম স ভবেৎ কবিপণ্ডিতঃ। গাং সুবর্ণাদিকং যো হি ব্রাহ্মণায় দদাতি চ ॥ ১০০
নিত্যং জীবনপর্য্যন্তং ভক্তিযুক্তশ্চ ভারতে। গবাং লোমপ্রমাণাব্দং দ্বিগুণং বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ১০১
মোদতে হরিণা সার্দ্ধং ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ। তদন্তে পুনরাগত্য রাজরাজেশ্বরো ভবেৎ। ১০২
শ্রীমাংশ্চ পুত্রবান্ বিদ্বান্ জ্ঞানবান্ সর্ব্বতঃ সুখী। ভোজয়েদ্ যোঽপি মিষ্টান্নং ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ ভারতে ॥ ১০৩
বিপ্রলোমপ্রমাণাব্দং মোদতে বিষ্ণুমন্দিরে। ততঃ পুনরিহাগত্য সুখী চ ধনবান্ ভবেৎ ॥ ১০৪
বিদ্বান্ সুচিরজীবী চ শ্রীমানতুলবিক্রমঃ। যো বক্তি বা দদাত্যেব হরের্নামানি ভারতে ॥ ১০৫
যুগং নামপ্রমাণঞ্চ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে। ততঃ পুনরিহাগত্য স সুখী ধনবান্ ভবেৎ ॥ ১০৬
যদি নারায়ণক্ষেত্রে ফলং কোটিগুণং ভবেৎ। নাম্নাং কোটিং হরের্যো হি ক্ষেত্রে নারায়ণে জপেৎ ॥ ১০৭
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো জীবন্মুক্তো ভবেদ্ ধ্রুবম্। ন লভেৎ স পুনর্জন্ম বৈকুণ্ঠে স মহীয়তে ॥ ১০৮
লভেদ্বিষ্ণোশ্চ সারূপ্যং ন তস্য পতনং ভবেৎ। বিষ্ণুভক্তিং লভেৎ সোঽপি বিষ্ণুসারূপ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১০৯

শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্যপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জন্ম-মৃত্যু-রহিত মহান্ পার্ষদ হইয়া থাকেন, সেই ভক্তের আর পুনর্ব্বার পতন হয় না। যিনি শুক্লা অথবা কৃষ্ণা একাদশী ব্রত করেন, তিনি ব্রহ্মার পরমায়ুঃ পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে বাস করিয়া পুনরায় ভারতে আগমনপূর্ব্বক নিশ্চয় সুদৃঢ় হরিভক্তি লাভ করেন; এবং পুনর্ব্বার দেহান্তে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহার আর পতন হয় না। তিনি জরামৃত্যুহর হইয়া বৈকুণ্ঠে বাস করেন। ৮৫-৯২

যে ব্যক্তি, ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে ইন্দ্রের পূজা করেন, তিনি ষষ্টি সহস্র বর্ষ ইন্দ্রলোকে বাস করেন। যে মানব, ভারতবর্ষে শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীতিথি-যুক্ত রবিবারাশ্রিত সূর্য্যসংক্রান্তির দিবস—হবিষ্যান্ন ভোজনপূর্ব্বক সূর্য্যের আরাধনা করেন, তাঁহার চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত সূর্য্যলোকে বাস হয় এবং তিনি পুনর্ব্বার ভারতে আগমনপূর্ব্বক অরোগী ও শ্রীযুক্ত হন। যে মনুষ্য জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে সাবিত্রীর পূজা করেন, তিনি সপ্ত মন্বন্তর ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আগমনপূর্ব্বক শ্রীমান্ অতুলবিক্রমশালী, চিরজীবী, জ্ঞানবান্ ও সমুদয় সম্পদ্‌যুক্ত হইয়া থাকেন। যিনি মাঘ মাসের শুক্লপঞ্চমীতে সংযত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে সরস্বতীর পূজা করেন, তিনি ব্রহ্মার এক দিবারাত্র মণিদ্বীপে বাস করিয়া পুনর্ব্বার জন্ম লাভপূর্ব্বক কবি ও পণ্ডিত হইয়া থাকেন। ৯৩-৯৯

যে মানব ভারতে ভক্তিপূর্ব্বক আজীবন প্রত্যহ ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণাদি ও গো-দান করেন, তিনি সেই গো-লোমপরিমিত বৎসরের দ্বিগুণ কাল বিষ্ণুমন্দিরে বিষ্ণুর সহিত ক্রীড়াকৌতুকে কালযাপন করিয়া পুনরায় ভারতে আগমনপূর্ব্বক রাজরাজেশ্বর, শ্রীমান্, পুত্রবান্, বিদ্বান্, জ্ঞানবান্ ও সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইয়া থাকেন। যিনি ভারতক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদিগকে মিষ্টান্ন ভোজন করান, তিনি ব্রাহ্মণের লোম-পরিমিত বর্ষ বিষ্ণুমন্দিরে অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় ভারতে আগমন করিয়া সুখী ধনবান্ বিদ্বান্ ও সুচিরজীবী হন। যে ব্যক্তি ভারতক্ষেত্রে হরিনাম-সমূহ পাঠ বা দান করেন, তিনি নামসংখ্যাপরিমিত যুগ বিষ্ণুলোকে অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার জন্মলাভ করত সুখী ও ধনবান্ হন। ১০০-১০৬

যে ব্যক্তি নারায়ণক্ষেত্রে কোটি হরিনাম জপ করেন, তিনি নিশ্চয় সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হন, তিনি দেহান্তে বিষ্ণুর সারূপ্য লাভ করিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন; তাঁহার পতন হয়

শিবং যঃ পূজয়েন্নিত্যং কৃত্বা লিঙ্গঞ্চ পার্থিবম্। যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং স যাতি শিবমন্দিরম্॥ ১১০
মৃদো রেণুপ্রমাণাব্দং শিবলোকে মহীয়তে। ততঃ পুনরিহাগত্য রাজেন্দ্রো ভারতে ভবেৎ॥ ১১১
শিলাঞ্চ পূজয়েন্নিত্যং শিলাতোয়ঞ্চ ভক্ষতি। মহীয়তে চ বৈকুণ্ঠে যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতম্॥ ১১২
ততো লব্ধ্বা পুনর্জন্ম হরিভক্তিঞ্চ দুর্লভাম্। মহীয়তে বিষ্ণুলোকে ন তস্য পতনং ভবেৎ॥ ১১৩
তপাংসি চৈব সর্ব্বাণি ব্রতানি নিখিলানি চ। কৃত্বা তিষ্ঠতি বৈকুণ্ঠে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। ১১৪
ততো লব্ধ্বা পুনর্জন্ম রাজেন্দ্রো ভারতে ভবেৎ। ততো মুক্তো ভবেৎ পশ্চাৎ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১১৫
যঃ স্নাত্বা সর্ব্বতীর্থেষু ভুবঃ কৃত্বা প্রদক্ষিণম্। স তু নির্ব্বাণতাং যাতি ন তু জন্ম ভবেদ্ভুবি॥ ১১৬
পুণ্যক্ষেত্রে ভারতে চ যোঽশ্বমেধং করোতি চ। অশ্বলোমমিতাব্দঞ্চ শক্রস্যার্দ্ধাসনং ভজেৎ॥ ১১৭
চতুর্গুণং রাজসূয়-ফলমাপ্নোতি মানবঃ। সর্ব্বেভ্যোঽপি মখেভ্যো হি পরো দেবীমখঃ স্মৃতঃ॥ ১১৮
বিষ্ণুনা চ কৃতঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মণা চ বরাননে। শঙ্করেণ মহেশেন ত্রিপুরাসুরনাশনে॥ ১১৯
শক্তিযজ্ঞঃ প্রধানশ্চ সর্ব্বযজ্ঞেষু সুন্দরি। নানেন সদৃশো যজ্ঞস্ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে॥ ১২০
দক্ষেণ চ কৃতঃ পূর্ব্বং মহান্ সম্ভারসংযুতঃ। বভূব কলহো যত্র দক্ষশঙ্করয়োঃ সতি॥ ১২১
শেপুশ্চ নন্দিনং বিপ্রা নন্দী বিপ্রাংশ্চ কোপতঃ। যদ্ধেতোর্দক্ষযজ্ঞঞ্চ বভঞ্জ চন্দ্রশেখরঃ॥ ১২২
চকার দেবীযজ্ঞং স পুরা দক্ষঃ প্রজাপতিঃ। ধর্ম্মশ্চ কশ্যপশ্চৈব শেষশ্চাপি চ কর্দ্দমঃ॥ ১২৩
স্বায়ম্ভুবো মনুশ্চৈব তৎপুত্রশ্চ প্রিয়ব্রতঃ। শিবঃ সনৎকুমারশ্চ কপিলশ্চ ধ্রুবস্তথা॥ ১২৪
রাজসূয়-সহস্রাণাং ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্। দেবীযজ্ঞাৎ পরো যজ্ঞো নাস্তি বেদে ফলপ্রদঃ॥ ১২৫
বর্ষাণাং শতজীবী চ জীবন্মুক্তো ভবেদ্ ধ্রুবম্। জ্ঞানেন তেজসা চৈব বিষ্ণুতুল্যো ভবেদিহ॥ ১২৬
দেবানাঞ্চ যথা বিষ্ণুর্বৈষ্ণবানাঞ্চ নারদঃ। শাস্ত্রাণাঞ্চ যথা বেদা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা॥ ১২৭
তীর্থানাঞ্চ যথা গঙ্গা পবিত্রাণাং শিবো যথা। একাদশী ব্রতানাঞ্চ পুষ্পাণাং তুলসী যথা॥ ১২৮
নক্ষত্রাণাং যথা চন্দ্রঃ পক্ষিণাং গরুড়ো যথা। যথা স্ত্রীণাঞ্চ প্রকৃতী রাধা বাণী বসুন্ধরা॥ ১২৯
শীঘ্রাণাং চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ চঞ্চলানাং মনো যথা। প্রজাপতীনাং ব্রহ্মা চ প্রজানাঞ্চ প্রজাপতিঃ॥ ১৩০

না। যিনি এই ভারতে প্রত্যহ পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া আজীবন পূজা করেন, তিনি সেই মৃত্তিকার রেণুপরিমিত বৎসর শিবলোকে পরমসুখে বাস করিয়া পুনর্ব্বার ভারতে আগমনপূর্ব্বক রাজেন্দ্র হইয়া থাকেন। যে মানব প্রত্যহ শালগ্রাম-শিলা পূজা ও তাঁহার চরণামৃত পান করেন তিনি শত ব্রহ্মার পরমায়ু পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে বাস করিয়া পুনরায় জন্ম লাভপূর্ব্বক সুদুর্লভ হরিভক্তি লাভের পর দেহান্তে পুনর্ব্বার বিষ্ণুলোকে গমন করেন; তাঁহার আর পতন হয় না। আর সমুদয় তপস্যা ও নিখিল ব্রত আচরণ করিলে, চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় জন্ম লাভ করিয়া রাজেন্দ্র হইয়া থাকেন। পরে দেহান্তে মুক্ত হন, তাহার আর জন্ম হয় না। ১০৭-১১৫

যিনি পৃথিবী-প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সমুদয় তীর্থে স্নান করেন, তিনি নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার পুনর্ব্বার জন্ম হয় না। পুণ্যক্ষেত্র ভারতে যে মানব অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তিনি অশ্বের লোম-পরিমিত বৎসর ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন-ভাগী হন। মনুষ্যগণ, রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, অশ্বমেধের চতুর্গুণ ফল লাভ করেন। দেবীযজ্ঞ নিখিল যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হে বরাননে! ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং ত্রিপুরাসুর বধকালে মহেশ্বর এই দেবীযজ্ঞ করিয়াছিলেন। হে সুন্দরি! শক্তিযজ্ঞ সমুদয় যজ্ঞের প্রধান; ত্রিভুবনে ইহার তুল্য যজ্ঞ আর নাই; দক্ষ পূর্ব্বে মহাসমারোহে এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হে সতি! সেই যজ্ঞে দক্ষ ও শঙ্করের পরস্পর কলহ হইয়াছিল। বিপ্রগণ নন্দীকে অভিসম্পাত করিলে, নন্দীও কোপভরে তাঁহাদিগকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন; এই কারণে পরে চন্দ্রশেখর সেই দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করেন। পুরাকালে দক্ষ প্রজাপতি, ধর্ম্ম, কশ্যপ, অনন্ত, কর্দ্দম, স্বায়ম্ভুব মনু, তাঁহার পুত্র প্রিয়ব্রত, শিব, সনৎকুমার কপিল ও ধ্রুব ইহারা সকলেই দেবীযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দেবীযজ্ঞে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করা যায়, ইহাতে সংশয় নাই। ফলত দেবীযজ্ঞ অপেক্ষা ফল-জনক যজ্ঞ আর বেদে উক্ত নাই। এই যজ্ঞানুষ্ঠানে নিশ্চয় শতবর্ষজীবী জীবন্মুক্ত ও জ্ঞান এবং তপস্যায় বিষ্ণুর সমান হইতে পারা যায়। ১১৬-১২৬

দেবগণের মধ্যে যেমন বিষ্ণু, বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেমন নারদ, শাস্ত্রের মধ্যে যেমন বেদ, আশ্রমীর মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, তীর্থের মধ্যে যেমন গঙ্গা, পবিত্রের মধ্যে যেমন শিব, ব্রতের মধ্যে যেমন একাদশী, পুষ্পের মধ্যে যেমন তুলসী, নক্ষত্রের মধ্যে যেমন চন্দ্র, পক্ষীর মধ্যে যেমন গরুড়, স্ত্রীর মধ্যে যেমন প্রকৃতি, আধারের মধ্যে যেমন বসুন্ধরা, শীঘ্রগামী চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যেমন মন, প্রজাপতির মধ্যে

বৃন্দাবনং বনানাঞ্চ বর্ষাণাং ভারতং যথা। শ্রীমতাঞ্চ যথা শ্রীশ্চ বিদ্বষাঞ্চ সরস্বতী। ১৩১
পতিব্রতানাং দুর্গা চ সৌভাগ্যানাঞ্চ রাধিকা। দেবীযজ্ঞস্তথা বৎসে সর্ব্বযজ্ঞেষু ভামিনি। ১৩২
অশ্বমেধশতেনৈব শক্রত্বঞ্চ লভেদ্ ধ্রুবম্। সহস্রেণ বিষ্ণুপদং সংপ্রাপ্তঃ পৃথুরেব চ। ১৩৩
স্নানঞ্চ সর্ব্বতীর্থানাং সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষণম্। সর্ব্বেষাঞ্চ ব্রতানাঞ্চ তপসাং ফলমেব চ। ১৩৪
পাঠে চতুর্ণাং বেদানাং প্রাদক্ষিণ্যং ভুবস্তথা। ফলভূতমিদং সর্ব্বং মুক্তিদং শক্তিসেবনম্। ১৩৫
পুরাণেষু চ বেদেষু চেতিহাসেষু সর্ব্বতঃ। নিরূপিতং সারভূতং দেবীপাদাম্বুজার্চ্চনম্। ১৩৬
তদ্বর্ণনঞ্চ তদ্ধ্যানং তন্নামগুণকীর্ত্তনম্। তৎস্তোত্রস্মরণঞ্চৈব বন্দনং জপমেব চ। ১৩৭
তৎপাদোদকনৈবেদ্যং ভক্ষণং নিত্যমেব চ। সর্ব্বসম্মতমিত্যেবং সর্ব্বেপ্সিতমিদং সতি। ১৩৮
ভজ নিত্যং পরং ব্রহ্ম নির্গুণং প্রকৃতিং পরাম্। গৃহাণ স্বামিনং বৎসে সুখং বস চ মন্দিরে। ১৩৯
অয়ন্তে কথিতঃ কর্ম্মবিপাকো মঙ্গলো নৃণাম্। সর্ব্বেপ্সিতঃ সর্ব্বমত-তত্ত্বজ্ঞানপ্রদঃ পরঃ। ১৪০

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে নবমস্কন্ধে যমসাবিত্রীসংবাদে কর্ম্মবিপাককীর্ত্তনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

শক্তেরুৎকীর্ত্তনং শ্রুত্বা সাবিত্রীযমবক্ত্রতঃ। সাশ্রুনেত্রা সপুলকা যমং পুনরুবাচ সা। ১

সাবিত্র্যুবাচ—

শক্তেরুৎকীর্ত্তনং ধর্ম্ম সকলোদ্ধারকারণম্। শ্রোতৃণাঞ্চৈব বক্তৄণাং জন্মমৃত্যুজরাহরম্। ২
দানবানাঞ্চ সিদ্ধানাং তপসাঞ্চ পরং পদম্। যোগানাঞ্চৈব বেদানাং কীর্ত্তনং সেবনং বিভোঃ। ৩

যেমন ব্রহ্মা, প্রজাদিগের মধ্যে যেমন প্রজাপতি, বনের মধ্যে যেমন বৃন্দাবন, বর্ষের মধ্যে যেমন ভারত, শ্রীসম্পন্নদিগের মধ্যে যেমন লক্ষ্মী, পণ্ডিতের মধ্যে যেমন সরস্বতী এবং পতিব্রতাদিগের মধ্যে যেমন দুর্গা ও সৌভাগ্যশালিনীদিগের মধ্যে যেমন রাধিকা প্রধানরূপে পরিগণিত, হে বৎসে। এই দেবীযজ্ঞও সেইরূপ যজ্ঞের মধ্যে প্রধান। আর শত অশ্বমেধযজ্ঞ করিলে ইন্দ্রত্বলাভ হয়। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া পৃথু বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষা, সমুদয় ব্রত ও তপস্যার আচরণ, চারিবেদ এবং পৃথিবী প্রদক্ষিণে যে ফল লাভ হয়, একমাত্র শক্তিসেবায় সেই সকল ফল—এমন কি মুক্তি পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হওয়া যায়;—এজন্য সমুদয় পুরাণ, বেদ ও ইতিহাসে দেবীর পাদপদ্ম-সেবাই সকল কার্য্যের সারভূত বলিয়া নিরূপিত আছে। হে সতি। প্রত্যহ দেবীর রূপবর্ণন, তাঁহার ধ্যান ও নামগুণের কীর্ত্তন, তাঁহার স্তোত্রস্মরণ, বন্দন, জপ ও তাঁহার পাদোদক পান এবং নৈবেদ্য-ভোজনই সর্ব্বসম্মত ও সকলের প্রার্থনীয়। অতএব হে বৎসে। তুমি নির্গুণ-ব্রহ্মরূপিণী পরা প্রকৃতিকে ভজনা করিও। এক্ষণে স্বামীকে গ্রহণপূর্ব্বক নিজ ভবনে গমন করিয়া সুখে বাস কর। এই আমি তোমার নিকট মনুষ্যগণের তত্ত্বপ্রদ, সর্ব্বসম্মত ও সকলের প্রার্থনীয় সমুদয় কর্ম্মবিপাক কীর্ত্তন করিলাম। ১২৭-১৪০

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে যম ও সাবিত্রীর সংবাদে কর্ম-বিপাক বর্ণন নামক ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০।

একত্রিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন,—সাবিত্রী যমরাজের মুখে ভগবতীশক্তি দেবীর প্রশংসা শ্রবণ করিয়া, সজল-নয়নে পুলকাঙ্কিত-গাত্রে পুনরায় যমরাজকে কহিলেন,—দেব। জানিলাম, শক্তিনামকীর্ত্তন অপেক্ষা ধর্ম্ম আর নাই;—ইহাতে সকলের উদ্ধার সাধন এবং শ্রোতা ও বক্তাদিগের জন্ম মৃত্যু জরা অপনীত হয়। শক্তিনাম কীর্ত্তন ও শক্তিসেবায় দানব ও সিদ্ধগণের সতত যত্ন; একমাত্র শক্তিসেবায় বেদপাঠের ও যোগের

মুক্তিত্বমমরত্বঞ্চ সর্ব্বসিদ্ধিত্বমেব চ। শ্রীশক্তিসেবকস্যৈব কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৪
ভজামি কেন বিধিনা বদ বেদবিদাং বর। শুভকর্ম্মবিপাকঞ্চ শ্রুতং নৃণাং মনোহরম্।
কর্ম্মাশুভবিপাকঞ্চ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৫
ইত্যুক্ত্বা চ সতী ব্রহ্মন্ ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরা। তুষ্টাব ধর্ম্মরাজঞ্চ বেদোক্তেন স্তবেন চ ॥ ৬

সাবিত্র্যুবাচ—

তপসা ধর্ম্মমারাধ্য পুষ্করে ভাস্করঃ পুরা। ধর্ম্মং সূর্য্যঃ সুতং প্রাপ ধর্ম্মরাজং নমাম্যহম্ ॥ ৭
সমতা সর্ব্বভূতেষু যস্য সর্ব্বস্য সাক্ষিণঃ। অতো যন্নাম শমনমিতি তং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৮
যেনান্তশ্চ কৃতো বিশ্বে সর্ব্বেষাং জীবিনাং পরম্। কামানুরূপং কালেন তং কৃতান্তং নমাম্যহম্ ॥ ৯
বিভর্ত্তি দণ্ডং দণ্ডায় পাপিনাং শুদ্ধিহেতবে। নমামি তং দণ্ডধরং যঃ শাস্তা সর্ব্বজীবিনাম্ ॥ ১০
বিশ্বঞ্চ কলয়ত্যেব যঃ সর্ব্বেষু চ সন্ততম্। অতীব দুর্নিবার্য্যঞ্চ তং কালং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১১
তপস্বী ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ সংযমী সংজিতেন্দ্রিয়ঃ। জীবানাং কর্ম্মফলদস্তং যমং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১২
স্বাত্মারামশ্চ সর্ব্বজ্ঞো মিত্রং পুণ্যকৃতাং ভবেৎ। পাপিনাং ক্লেশদো যস্তং পুণ্যমিত্রং নমাম্যহম্ ॥ ১৩
যজ্জন্ম ব্রহ্মণোঽংশেন জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা। যো ধ্যায়তি পরং ব্রহ্ম তমীশং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১৪
ইত্যুক্ত্বা সা চ সাবিত্রী প্রণনাম যমং মুনে। যমস্তাং শক্তিভজনং কর্ম্মপাকমুবাচ হ ॥ ১৫
ইদং যমাষ্টকং নিত্যং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ। যমাত্তস্য ভয়ং নাস্তি সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৬
মহাপাপী যদি পঠেন্নিত্যং ভক্তিসমন্বিতঃ। যমঃ করোতি সংশুদ্ধং কায়ব্যূহেন নিশ্চিতম্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে নবমস্কন্ধে যমেন সাবিত্র্যৈ শক্তিমন্ত্রপ্রদানং নাম
একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ফললাভ হয়। মুক্তিই বলুন, আর অমরত্বই বলুন, কেহই শক্তিসেবার ষোড়শভাগের একভাগ হইতে পারে না। হে পিতঃ! আপনি বেদজ্ঞপ্রধান, এক্ষণে মূঢ়া অবলাকে উপদেশ দিন কোন বিধি অনুসারে সেই প্রকৃতিকে ভজনা করিব? আর আপনার প্রসাদে মানবগণের শুভ কর্ম্মের মনোহর পরিণাম আমি শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে অশুভ-কর্ম্মবিপাক আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। হে ব্রহ্মন্। সেই সতী সাবিত্রী এই বলিয়া ভক্তি-বিনত-মস্তকে বেদোক্ত স্তোত্রে ধর্ম্মরাজকে স্তব করিতে লাগিলেন। ১-৬

পূর্ব্বে পুষ্করতীর্থে সূর্য্যদেব তপস্যা দ্বারা ধর্ম্মের আরাধনা করিয়া ধর্ম্মের অংশসম্ভূত যে পুত্র লাভ করিয়াছেন, আমি সেই ধর্ম্মরাজকে নমস্কার করি। সর্ব্বভূতে সমদর্শনহেতু যে সর্ব্বসাক্ষীর নাম শমন হইয়াছে, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি। যিনি বিশ্বসংসারে যথাকালে ইচ্ছামত প্রাণিগণের অন্ত করিয়া থাকেন, আমি সেই কৃতান্তকে নমস্কার করি। যিনি সমস্ত কর্ম্মের শাস্তা এবং যিনি পাপীদিগের শুদ্ধি-নিমিত্ত দণ্ড বিধান করিবার জন্য দণ্ড ধারণ করিয়াছেন, আমি সেই দণ্ডধরকে প্রণাম করি। যিনি সর্ব্বকালে বিশ্ব সংহার করেন, আমি সেই অতিশয় দুর্নিবার্য্য কালকে প্রণাম করি। যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ, তপস্বী, ধর্ম্মশীল, জিতেন্দ্রিয় এবং সংযমী আমি সেই জীবগণের কর্ম্ম-ফলদাতা যমকে প্রণাম করি। ৭-১২

যিনি স্বাত্মারাম ও সর্ব্বজ্ঞ এবং যিনি পুণ্যবান্‌দিগের মিত্র ও পাপিগণের ক্লেশপ্রদ—আমি সেই পুণ্য মিত্রকে নমস্কার করি। ব্রহ্মার অংশে যাঁহার জন্ম, যিনি ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত ও নিরন্তর পরব্রহ্মের ধ্যানপরায়ণ, আমি সেই ঈশ্বররূপী যমকে প্রণাম করি। হে মুনে! সেই সাবিত্রী এইরূপ কহিয়া যমরাজকে প্রণাম করিলে, যম তাঁহাকে শক্তিভজন ও কর্ম্মবিপাক কহিলেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক এই যমাষ্টক পাঠ করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন, এবং তাঁহার আর যম হইতে ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। হে নারদ! মহাপাপীও যদি ভক্তিপূর্ব্বক প্রত্যহ ইহা পাঠ করে, নিশ্চয় যমরাজ তাহাকে বহুদেহ ধারণের পর পবিত্র করিয়া থাকেন। ১৩-১৭

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে যম কর্ত্তৃক সাবিত্রীকে শক্তিমন্ত্র দান নামক
একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

মায়াবীজং মহামন্ত্রং প্রদত্ত্বা বিধিপূর্ব্বকম্। কর্ম্মাশুভবিপাকঞ্চ তামুবাচ রবেঃ সুতঃ ॥ ১
শুভকর্ম্মবিপাকান্ন নরকং যাতি মানবঃ। কর্ম্মাশুভবিপাকঞ্চ কথয়ামি নিশাময় ॥ ২
নানাপুরাণভেদেন নামভেদেন ভামিনি। নানাপ্রকারং স্বর্গঞ্চ যাতি জীবঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৩
শুভকর্ম্মবিপাকান্ন নরকং যাতি কর্ম্মভিঃ। কুকর্ম্মণা চ নরকং যাতি নানাবিধং নরঃ ॥ ৪
নরকাণাঞ্চ কুণ্ডানি সন্তি নানাবিধানি চ। নানাশাস্ত্রপ্রমাণেন কর্ম্মভেদেন যানি চ ॥ ৫
বিস্তৃতানি চ গর্ত্তানি ক্লেশদানি চ দুঃখিনাম্। ভয়ঙ্করাণি ঘোরাণি হে বৎসে কুৎসিতানি চ ॥ ৬
ষড়শীতি চ কুণ্ডানি এবমন্যানি সন্তি চ। নিবোধ তেষাং নামানি প্রসিদ্ধানি শ্রুতৌ সতি ॥ ৭
বহ্নিকুণ্ডং তপ্তকুণ্ডং ক্ষারকুণ্ডং ভয়ানকম্। বিট্‌কুণ্ডং মূত্রকুণ্ডঞ্চ শ্লেষ্মকুণ্ডঞ্চ দুঃসহম্ ॥ ৮
গরকুণ্ডং দূষিকাকুণ্ডং বসাকুণ্ডং তথৈব চ। শুক্রকুণ্ডমসৃক্কুণ্ডমশ্রুকুণ্ডঞ্চ কুৎসিতম্ ॥ ৯
কুণ্ডং গাত্রমলানাঞ্চ কর্ণবিট্‌কুণ্ডমেব চ। মজ্জাকুণ্ডং মাংসকুণ্ডং নক্রকুণ্ডঞ্চ দুস্তরম্ ॥ ১০
লোমকুণ্ডং কেশকুণ্ডমস্থিকুণ্ডঞ্চ দুস্তরম্। তাম্রকুণ্ডং লোহকুণ্ডং প্রতপ্তং ক্লেশদং মহৎ ॥ ১১
চর্ম্মকুণ্ডং তপ্তসুরাকুণ্ডঞ্চ পরিকীর্ত্তিতম্। তীক্ষ্ণকণ্টককুণ্ডঞ্চ বিষোদং বিষকুণ্ডকম্ ॥ ১২
প্রতপ্তকুণ্ডং তৈলস্য কুন্তকুণ্ডঞ্চ দুর্ব্বহম্। কৃমিকুণ্ডং পূয়কুণ্ডং সর্পকুণ্ডং দুরন্তকম্ ॥ ১৩
মশকুণ্ডং দংশকুণ্ডং ভীমং লবণকুণ্ডকম্। কুণ্ডঞ্চ বজ্রদংষ্ট্রাণাং বৃশ্চিকানাঞ্চ সুব্রতে ॥ ১৪
শরকুণ্ডং শূলকুণ্ডং খড়্গকুণ্ডঞ্চ ভীষণম্। গোলকুণ্ডং নক্রকুণ্ডং কাককুণ্ডং শুচাস্পদম্ ॥ ১৫
মন্থানকুণ্ডং নক্রকুণ্ডং বজ্রকুণ্ডঞ্চ দুঃসহম্। তপ্তপাষাণকুণ্ডঞ্চ তীক্ষ্ণপাষাণকুণ্ডকম্ ॥ ১৬
লালাকুণ্ডং মসীকুণ্ডং চূর্ণকুণ্ডং তথৈব চ। চক্রকুণ্ডং বক্রকুণ্ডং কূর্ম্মকুণ্ডং মহোল্বণম্ ॥ ১৭
জ্বালাকুণ্ডং ভস্মকুণ্ডং দগ্ধকুণ্ডং শুচিস্মিতে। তপ্তসূচীমসিপত্রং ক্ষুরধারং সূচীমুখম্ ॥ ১৮
গোকামুখং নক্রমুখং গজদংশঞ্চ গোমুখং। কুম্ভীপাকং কালসূত্রং মৎস্যোদং কৃমিকুণ্ডকম্ ॥ ১৯
পাংসুভোজ্যং পাশবেষ্টং শূলপ্রোতং প্রকম্পনম্। উল্কামুখমন্ধকূপং বেধনং তাড়নং তথা ॥ ২০
জালরন্ধ্রং দেহচূর্ণং দলনং শোষণং কষম্। শূর্পং জ্বালামুখঞ্চৈব ধূমান্ধং নাগবেষ্টনম্ ॥ ২১
কুণ্ডান্যেতানি সাবিত্রি পাপিনাং ক্লেশদানি চ। নিযুক্তৈঃ কিঙ্করগণৈ রক্ষিতানি চ সন্ততম্ ॥ ২২

নারায়ণ বলিলেন,—অনন্তর সূর্য্যকুমার যম সাবিত্রীকে বিধিপূর্ব্বক মহামন্ত্র মায়াবীজ দান করিয়া অশুভ কর্ম্মের পরিণামফল বলিতে আরম্ভ করিলেন। মানব অশুভকর্ম্মের ফলে নরকে গমন করে। এক্ষণে অশুভ কর্ম্মবিপাক বলিতেছি শ্রবণ কর। বিবিধ পুরাণে স্বর্গ নানাপ্রকার কথিত হইয়াছে। জীবগণ শুভ কর্ম্মফলে নানাবিধ স্বর্গে গমন করে এবং অশুভ কর্ম্মে নানাপ্রকার নরকে গমন করিয়া থাকে। হে সাধ্বি। নরককুণ্ড নানাবিধ এবং শাস্ত্রভেদে তাহাদিগের নামভেদ কথিত হইয়াছে। হে বৎসে। ঐসমস্ত নরককুণ্ডই বিস্তৃত, গভীর ভয়ঙ্কর, জীবগণের ক্লেশদায়ক ও অতিশয় কুৎসিত। হে সতি। বেদপ্রসিদ্ধ ষড়শীতি নরককুণ্ডের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। ১-৭

বহ্নিকুণ্ড, তপ্তকুণ্ড, ভয়ানক ক্ষারকুণ্ড, বিট্‌কুণ্ড, মূত্রকুণ্ড, দুঃসহ শ্লেষ্মকুণ্ড, দূষিকাকুণ্ড, বসাকুণ্ড, শুক্রকুণ্ড, অসৃক্‌কুণ্ড, কুৎসিত অশ্রুকুণ্ড, গাত্রমলকুণ্ড, কর্ণবিট্‌কুণ্ড, মজ্জাকুণ্ড, মাংসকুণ্ড, দুস্তর নক্রকুণ্ড, রোমকুণ্ড, কেশকুণ্ড, দুঃসহ অস্থিকুণ্ড, মহাক্লেশকর প্রতপ্ত তাম্রকুণ্ড, লৌহকুণ্ড, তীক্ষ্ণকণ্টককুণ্ড, বিষপর্ণ বিষকুণ্ড, ঘর্ম্মকুণ্ড, তপ্তসুরাকুণ্ড, প্রতপ্ত তৈলকুণ্ড, দুর্ব্বহ কুন্তকুণ্ড, কৃমিকুণ্ড, পূযকুণ্ড, দুরন্ত সর্পকুণ্ড, মশককুণ্ড, দংশকুণ্ড, ভয়ঙ্কর লবণকুণ্ড, বজ্রদংষ্ট্রকুণ্ড, বৃশ্চিককুণ্ড, শরকুণ্ড, শূলকুণ্ড, ভীষণ খড়্গকুণ্ড, গোলকুণ্ড, নক্রকুণ্ড, শোককর কাককুণ্ড, মন্থানকুণ্ড, বীজকুণ্ড, সুদুস্তর বজ্রকুণ্ড, তপ্ত পাষাণকুণ্ড, তীক্ষ্ণপাষাণকুণ্ড, লালাকুণ্ড, মসীকুণ্ড, চূর্ণকুণ্ড, চক্রকুণ্ড, বক্রকুণ্ড, কূর্ম্মকুণ্ড, জ্বালাকুণ্ড, ভস্মকুণ্ড, পূতিকুণ্ড, তপ্তসূচি, অসিপত্র, ক্ষুরধার, সূচীমুখ, গোকামুখ, নক্রমুখ, গজদংশ, গোমুখ, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, মৎস্যোদ, ক্রিমিকণ্টক, পাংশুভোজ, পাশবেষ্ট, শূলপ্রোত, প্রকম্পন, উল্কামুখ, অন্ধকূপ, বেধন, তাড়ন, জালরন্ধ্র, দেহচূর্ণ, দলন, শোষণ, কষ, সর্পমুখ, জ্বালামুখ, ধূমান্ধ, এবং নাগবেষ্টন,—হে সাবিত্রি। পাপিগণ এই সকল নরককুণ্ডে ক্লেশভোগ করিয়া থাকে এবং এই সকল কুণ্ড আমার নিযুক্ত কিঙ্করগণ নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। ৮-২২

দণ্ডহস্তৈঃ পাশহস্তৈর্মদমত্তৈর্ভয়ানকৈঃ। শক্তিহস্তৈর্গদাহস্তৈরসিহস্তৈঃ সুদারুণৈঃ ॥ ২৩
তমোযুক্তৈর্দয়াহীনৈর্দুর্নিবার্যৈশ্চ সর্বতঃ। তেজস্বিভিশ্চ নিঃশঙ্কৈ-স্তাম্রাক্ষপিঙ্গলোচনৈঃ ॥ ২৪
যোগযুক্তৈঃ সিদ্ধিযুক্তৈ-র্নানারূপধরৈর্বরৈঃ। আসন্নমৃত্যুভির্দৃষ্টৈঃ পাপিভিঃ সর্বজীবিভিঃ ॥ ২৫
স্বকর্ম্মনিরতৈঃ শৈবৈঃ শাক্তৈঃ সৌরৈশ্চ গাণপৈঃ। অদৃশ্যৈঃ পুণ্যকৃদ্ভিশ্চ সিদ্ধযোগিভিরেব চ ॥ ২৬
স্বধর্ম্মনিরতৈর্বাপি বিরক্তৈর্বা স্বতন্ত্রকৈঃ। বলবদ্ভিশ্চ নিঃশঙ্কৈঃ স্বপ্নদৃষ্টৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ ॥ ২৭
এতত্তে কথিতং সাধ্বি কুণ্ডসংখ্যানিরূপণম্। যেষাং নিবাসো যৎকুণ্ডে নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ২৮

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে বিভিন্নপাতকানাং বিভিন্নকুণ্ডকথনং
নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়োস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ধর্ম্মরাজ উবাচ—

হরিসেবারতঃ শুদ্ধো যোগসিদ্ধো ব্রতী সতি। তপস্বী ব্রহ্মচারী চ ন যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥ ১
কটুবাচা বান্ধবাংশ্চ বলদর্পেণ যো নরঃ। দগ্ধান্ করোতি বলবান্ বহ্নিকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ ॥ ২
স্বগাত্রলোমমানাব্দং তত্র স্থিত্বা হুতাশনে। পশুযোনিমবাপ্নোতি রৌদ্রদগ্ধাং ত্রিজন্মনি ॥ ৩
ব্রাহ্মণং তৃষিতং তপ্তং ক্ষুধিতং গৃহমাগতম্। ন ভোজয়তি যো মূঢ়-স্তপ্তকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ ॥ ৪
তত্র তল্লোমমানঞ্চ বর্ষং স্থিত্বা চ দুঃখদে। তপ্তস্থলে বহ্নিতুল্যে পক্ষী চ সপ্তজন্মসু ॥ ৫
রবিবারে চ সংক্রান্ত্যামমায়াং শ্রাদ্ধবাসরে। বস্ত্রাণাং ক্ষারসংযোগং করোতি কেবলং নরঃ ॥ ৬
স যাতি ক্ষারকুণ্ডঞ্চ সূত্রমানাব্দমেব চ। স ব্রজেদ্রজকীং যোনিং সপ্তজন্মসু ভারতে ॥ ৭

ঐ সমস্ত কিঙ্করগণের মধ্যে কাহারও হস্তে দণ্ড, কাহারও হস্তে শূল, কাহারও হস্তে পাশ, কাহারও হস্তে শক্তি ও কাহারও হস্তে গদা বিদ্যমান আছে এবং তাহারা সকলেই দেখিতে দারুণ-ভয়ঙ্কর। সকলেই মদমত্ত, তমোযুক্ত, দয়াহীন, সর্ব্বপ্রকারে দুর্নিবার্য্য, তেজস্বী ও নিঃশঙ্ক। তাহাদের লোচন তাম্রবৎ পিঙ্গলবর্ণ,—সকলেই যোগবিশিষ্ট, সিদ্ধযোগ এবং নানা রূপধারণে সমর্থ। ঐ সকল কিঙ্করকে আসন্নমৃত্যু পাপাত্মা সমুদয় প্রাণীই দর্শন করিয়া থাকে। ঐ সকল পুরুষকে স্বকর্ম্মনিরত শৈব, শক্তি, সৌর ও গাণপত্য প্রভৃতি ও সিদ্ধিযোগ-বিশিষ্ট পুণ্যাত্মগণের দর্শন করিতে হয় না। স্বধর্ম্মনিরত অথবা কর্ম্ম হইতে বিরত স্বতন্ত্র, বলবান্, নিঃশঙ্ক বৈষ্ণবগণ স্বপ্নেও কখন তাহাদের আকার দর্শন করেন না। হে সাধ্বি! এই আমি তোমার নিকট নরককুণ্ডের সংখ্যা কহিলাম, এক্ষণে যে পাপীর যাহাতে বাস করিতে হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৩-২৬

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে বিভিন্ন পাতকের বিভিন্ন কুণ্ডকথন নামক
দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

যম বলিলেন, হে সতি। হরিসেবা-পরায়ণ, বিশুদ্ধচিত্ত, যোগী, সিদ্ধ, ব্রতী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী এবং যতিসকল নরকে গমন করেন না। যে বলবান্ মানব স্বয়ং বলগর্ব্বে বান্ধবগণকে কটুবাক্য দ্বারা দগ্ধ করে, তাহাকে বহ্নিকুণ্ড নরকে গমন করিতে হয় এবং তথায় সেই হুতাশনমধ্যে গাত্রলোমপরিমিত বৎসর অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় জন্মত্রয় পশুযোনি প্রাপ্তে রৌদ্রে দগ্ধ হইতে হয়। যে মূঢ়, গৃহাগত তৃষিত, ক্ষুধিত ও সন্তপ্ত ব্রাহ্মণকে ভোজন না করায়, সে তপ্তকুণ্ডে গমন করে এবং সেই বহ্নিতুল্য তপ্তস্থলে অতিদুঃখে লোমপরিমিত বর্ষ অবস্থান করিয়া পরে সপ্ত জন্ম পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হয়। যে মানব, রবিবার, রবিসংক্রান্তি, অমাবস্যা বা শ্রাদ্ধদিনে বস্ত্রে ক্ষার সংযোগ করে, তাহাকে সেই বস্ত্রের সূত্রপরিমিত বর্ষ ক্ষারকুণ্ডে অবস্থানপূর্ব্বক পরে সপ্তজন্ম ভারতে রজকযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। যে অধম মানব

মূলপ্রকৃতিনিন্দাং যঃ কুরুতে মানবাধমঃ। বেদনিন্দাং শাস্ত্রনিন্দাং পুরাণানাং তথৈব চ। ৮
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং তথা নিন্দাপরো জনঃ। গৌরীবাণ্যাদিদেবীনাং তথা নিন্দাপরো জনঃ। ৯
তে সর্ব্বে নিরয়ে যান্তি তস্মিন্ কুণ্ডে ভয়ানকে। নাতঃ পরতরং কুণ্ডং দুঃখদম্ভ ভবিষ্যতি। ১০
তত্র স্থিত্বানেককল্পং সর্পযোনিং ব্রজেৎ পুনঃ। দেবীনিন্দাপরাধস্য প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে। ১১
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা বৃত্তিঞ্চ সুরবিপ্রয়োঃ। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিট্কুণ্ডঞ্চ প্রয়াতি সঃ॥ ১২
তাবন্ত্যেব চ বর্ষাণি বিট্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিট্কৃমিশ্চ পুনর্ভুবি। ১৩
পরকীয়তড়াগে চ তড়াগং যঃ করোতি চ। উৎসৃজেদ্দৈবদোষেণ মূত্রকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ। ১৪
তদ্রেণুমানবর্ষঞ্চ তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি। পুনঃ পূর্ণশতাব্দঞ্চ স বৃষো ভারতে ভবেৎ। ১৫
একাকী মিষ্টমশ্নাতি শ্লেষ্মকুণ্ডং প্রয়াতি চ। পূর্ণমব্দশতঞ্চৈব তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি॥ ১৬
ততঃ পূর্ণশতাব্দঞ্চ স প্রেতো ভারতে ভবেৎ। শ্লেষ্মমূত্রপরঞ্চৈব পূযং ভুঙ্ক্তে ততঃ শুচিঃ। ১৭
পিতরং মাতরঞ্চৈব গুরুং ভার্য্যাং সুতং সুতাম্। যো ন পুষ্ণাত্যনাথঞ্চ গরকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ। ১৮
পূর্ণমব্দশতঞ্চৈব তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি। ততো ব্রজেদ্ ভূতযোনিং শতবর্ষং ততঃ শুচিঃ॥ ১৯
দৃষ্ট্বাতিথিং বক্রচক্ষুঃ করোতি যো হি মানবঃ। পিতৃদেবাস্তস্য জলং ন গৃহ্ণন্তি চ পাপিনঃ। ২০
যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ। ইহৈব লভতে চান্তে দূষিকাকুণ্ডমাব্রজেৎ। ২১
পূর্ণমব্দশতঞ্চৈব তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি। ততো ব্রজেদ্ ভূতযোনিং শতবর্ষং ততঃ শুচিঃ॥ ২২
দত্ত্বা দ্রব্যঞ্চ বিপ্রায় চান্যস্মৈ দীয়তে যদি। স তিষ্ঠতি বসাকুণ্ডে তদ্ভোজী শতবৎসরম্॥ ২৩
কৃকলাসো ভবেৎ সোঽপি ভারতে সপ্তজন্মসু। ততো ভবেন্মহারৌদ্রো দরিদ্রোঽল্পায়ুরেব চ। ২৪
পুমাংসং কামিনী বাপি কামিনীং বা পুমানথ। যঃ শুক্রং পায়য়ত্যেব শুক্রকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ। ২৫
পূর্ণমব্দশতঞ্চৈব তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি। কৃমিযোনিং শতাব্দঞ্চ ব্রজেদ্ ভূত্বা ততঃ শুচিঃ। ২৬
সন্তাড্য চ গুরুং বিপ্রং রক্তপাতঞ্চ কারয়েৎ। স চ তিষ্ঠত্যসৃক্কুণ্ডে তদ্ভোজী শতবৎসরম্। ২৭
ততো লভেদ্ব্যাঘ্রজন্ম সপ্তজন্মসু ভারতে। ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নোতি মানবশ্চ ক্রমেণ হ॥ ২৮
যোঽশ্রু তত্যাজ গায়ন্তং ভক্তং দৃষ্ট্বা সগদ্গদম্। শ্রীকৃষ্ণগুণসঙ্গীতে হসত্যেব হি যো নরঃ। ২৯

মূলপ্রকৃতির নিন্দা, বেদনিন্দা, শাস্ত্রনিন্দা, পুরাণনিন্দা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতার নিন্দা এবং গৌরী বাণী প্রভৃতি দেবীর নিন্দা করে, তাহারা যে ভয়ানক নরককুণ্ডে গমন করে, তদপেক্ষা ভীষণ নরককুণ্ড আর নাই, সেই নিন্দুক সেই কুণ্ডে অনেক কাল অবস্থিতি করিয়া সর্পযোনি প্রাপ্ত হইবে। দেবীনিন্দাজনিত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই। ৮-১১

যে ব্যক্তি স্বদত্তা অথবা পরদত্তা দেব-ব্রাহ্মণের বৃত্তি হরণ করে, সে ষষ্টিসহস্র বর্ষ বিট্কুণ্ডে বিষ্ঠাভোজী হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভূমণ্ডলে ষষ্টিসহস্রবর্ষ বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া কালক্ষেপ করে। যে মানব পরকীয় তড়াগে স্বয়ং তড়াগ প্রস্তুত করিয়া দৈবদোষে তাহা উৎসর্গ করে, তাহাকে তড়াগের রেণুপরিমিত বৎসর মূত্রকুণ্ডে মূত্রভোজী হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় ভারতে পূর্ণ শত বৎসর বৃষ হইতে হয়। যে ব্যক্তি একাকী মিষ্টান্ন ভোজন করে, তাহাকে শ্লেষ্মকুণ্ডে গমন করিয়া পূর্ণশত বর্ষ শ্লেষ্মা ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে হয়। পরে সে ভারতে পরিপূর্ণ শত বৎসর প্রেত হইয়া শ্লেষ্মা, মূত্র, ও পূয ভোজনপূর্ব্বক পরে শুচি হয়। পিতা, মাতা, গুরু, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা ও অনাথ জনকে যে ভরণ পোষণ না করে, তাহাকে গরকুণ্ডে গমনপূর্ব্বক পূর্ণ সহস্রবর্ষ গর (বিষ) ভোজন করিয়া অবস্থান করিতে হয়। পরে সে শত বৎসর ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে পবিত্র হয়। যে মানব অতিথি দর্শন করিলে চক্ষু বক্র করে, দেবতা ও পিতৃগণ সেই পাপিষ্ঠের জলগ্রহণ করেন না এবং ইহলোকেই তাহাকে ব্রহ্মহত্যাদি যাবতীয় পাপের ভাগী হইয়া দূষিকাকুণ্ডে গমনপূর্ব্বক পূর্ণ শত বৎসর দূষিকা ভোজন করিয়া অবস্থান করিতে হয়; পরে সে পৃথিবীতে মনুষ্য জন্মপ্রাপ্ত হইয়া পরে শুচি হয়। কোন দ্রব্য পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকে দান করিয়া পরে তাহাই আবার অন্যকে অর্পণ করিলে, বসাকুণ্ডে শতবর্ষ বসা ভোজন করিয়া অবস্থান করিতে হয়, পরে তাহাকে ভারতে সপ্তজন্ম কৃকলাস জন্মপ্রাপ্ত হইয়া পরে অতিশয় দরিদ্র এবং অল্পায়ু মনুষ্য-জন্ম লাভ করিতে হয়। যদি কোন কামিনী পুরুষকে অথবা কোন পুরুষ কোন কামিনীকে শুক্র পান করায়, তবে তাহাকে পূর্ণশত বৎসর শুক্রকুণ্ডে গমন করিয়া শুক্রভোজনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে হয় এবং পরে ভূতলে শতবর্ষ কৃমি হইয়া পবিত্র হইতে হয়। যে ব্যক্তি আঘাত করিয়া গুরু ও ব্রাহ্মণের রক্তপাত করায়, সে অসৃক্কুণ্ডে শত বৎসর অসৃক্ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করে, পরে ভারতে সপ্তজন্ম ব্যাঘ্র হইয়া ক্রমে মনুষ্য জন্মলাভ করত শুদ্ধ হইয়া থাকে। যে মানব, সগদ্গদস্বরে সাশ্রুনেত্রে শ্রীকৃষ্ণের গুণ-

স বসেদশ্রুকুণ্ডে চ তদ্ভোজী শতবর্ষকম্। ততো ভবেচ্চ চণ্ডালস্ত্রিজন্মনি ততঃ শুচিঃ। ৩০
করোতি শঠতাং শশ্বত্তাং সুহৃদি যো নরঃ। কুণ্ডং গাত্রমলানাঞ্চ স প্রয়াতি শতাব্দকম্। ৩১
ততঃ স গার্দ্দভীং যোনিমবাপ্নোতি ত্রিজন্মনি। ত্রিজন্মনি চ শার্গালীং ততঃ শুদ্ধো ভবেদ্ ধ্রুবম্। ৩২
বধিরং যো হসত্যেব নিন্দত্যেবাভিমানতঃ। স বসেৎ কর্ণবিট্কুণ্ডে তদ্ভোজী শতবৎসরম্। ৩৩
ততো ভবেৎ স বধিরো দরিদ্রঃ সপ্তজন্মসু। সপ্তজন্মস্বঙ্গহীন-স্ততঃ শুদ্ধিং লভেৎ ধ্রুবম্। ৩৪
লোভাৎ স্বভরণার্থায় জীবিনং হন্তি যো নরঃ। মজ্জাকুণ্ডে বসেৎ সোঽপি তদ্ভোজী লক্ষবৎসরম্। ৩৫
ততো ভবেচ্চ শশকো মীনশ্চ সপ্তজন্মসু। ত্রিজন্মনি বরাহশ্চ কুক্কুটঃ সপ্তজন্মসু।
এণাদয়শ্চ কর্ম্মভ্য-স্ততঃ শুদ্ধিং লভেদ্ ধ্রুবম্। ৩৬
স্বকন্যাপালনং কৃত্বা বিক্রীণাতি চ যো নরঃ। অর্থলোভান্মহামূঢ়ো মাংসকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ। ৩৭
কন্যালোমপ্রমাণাব্দং তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি। ৩৮
তত্র দণ্ডপ্রহারঞ্চ কুর্ব্বন্তি মম কিঙ্করাঃ। মাংসভারং মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা রক্তধারং লিহেৎ ক্ষুধা। ৩৯
ততো হি ভারতে পাপী কন্যাবিট্কৃমিশো ভবেৎ। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ব্যাধশ্চ সপ্তজন্মসু। ৪০
ত্রিজন্মনি বরাহশ্চ কুক্কুটঃ সপ্তজন্মসু। মণ্ডূকো হি জলৌকাশ্চ সপ্তজন্মসু ভারতে।
সপ্তজন্মসু কাকশ্চ ততঃ শুদ্ধিং লভেদ্ ধ্রুবম্। ৪১
ব্রতানামুপবাসানাং শ্রাদ্ধাদীনাঞ্চ সঙ্গমে। করোতি যঃ ক্ষৌরকর্ম্ম সোঽশুচিঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। ৪২
স চ তিষ্ঠতি কুণ্ডে চ নখাদীনাঞ্চ সুন্দরি। তদ্দৈবদিনমানাব্দং তদ্ভোজী দণ্ডতাড়িতঃ। ৪৩
সকেশং পার্থিবং লিঙ্গং যো বার্চ্চয়তি ভারতে। স তিষ্ঠতি কেশকুণ্ডে মৃদ্রেণুমানবর্ষকম্। ৪৪
তদন্তে যাবনীং যোনিং প্রয়াতি হরকোপতঃ। শতাব্দাচ্ছুদ্ধিমাপ্নোতি রাক্ষসঃ স ভবেদ্ ধ্রুবম্। ৪৫
পিতৃণাং যো বিষ্ণুপদে পিণ্ডং নৈব দদাতি চ। স চ তিষ্ঠত্যস্থিকুণ্ডে স্বলোমাব্দং মহোল্বণে। ৪৬
ততঃ সুযোনিং সম্প্রাপ্য কুখঞ্জঃ সপ্তজন্মসু। ভবেন্মহাদরিদ্রশ্চ ততঃ শুদ্ধো হি দেহতঃ। ৪৭
যঃ সেবতে মহামূঢ়ো গুর্ব্বিণীঞ্চ স্বকামিনীম্। প্রতপ্তে তাম্রকুণ্ডে চ শতবর্ষং স তিষ্ঠতি। ৪৮
অবীরান্নঞ্চ যো ভুঙ্ক্তে ঋতুস্নাতান্নমেব চ। লোহকুণ্ডে শতাব্দঞ্চ স চ তিষ্ঠতি তপ্তকে। ৪৯
স রজেজ্রজকাযোনিং কাকানাং সপ্তজন্মসু। মহাব্রণী দরিদ্রশ্চ ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ। ৫০

সঙ্গীতকারী ভক্তকে দেখিয়া হাস্য করে, সে অশ্রুকুণ্ডে অশ্রুভোজনপূর্ব্বক শতবৎসর অবস্থান করিয়া পরে জন্মত্রয় চণ্ডাল হইয়া শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ১২-৩০

যে মনুষ্য সুহৃদের উপরে বারংবার খলতা করে, তাহাকে শত বৎসর গাত্রমলকুণ্ডে গমনপূর্ব্বক পরে ত্রিজন্ম গর্দ্দভযোনি ও ত্রিজন্ম শৃগাল-যোনি প্রাপ্তে শুদ্ধ হইতে হয়। যে মানব, অভিমান-বশত বধিরকে দেখিয়া হাস্য বা নিন্দা করে, সে শত বৎসর কর্ণবিট্-কুণ্ডে কর্ণমল ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করে; পরে সপ্তজন্ম বধির ও দরিদ্র এবং পুনরায় সপ্তজন্ম অঙ্গহীন হইয়া শুদ্ধি-লাভ করে। লোভ-প্রযুক্ত আত্মপোষণ নিমিত্ত যে ব্যক্তি অন্য প্রাণীকে বিনষ্ট করে, তাহাকে মজ্জাকুণ্ডে মজ্জাভোজনপূর্ব্বক লক্ষ বর্ষ বাস করিতে হয়, পরে সপ্ত-জন্ম শশক ও মীন, তিন জন্ম বরাহ এবং সপ্তজন্ম কুক্কুট হরিণাদি হইয়া নিশ্চয় শুদ্ধি লাভ করিতে হয়। যে মহামূঢ় মানব, স্বীয় কন্যাকে পালন করিয়া অর্থলোভে বিক্রয় করে, সে মাংসকুণ্ডে মাংস ভোজনপূর্ব্বক কন্যার লোম-পরিমিত বৎসর বাস করে এবং আমার কিঙ্করগণ তাহাকে সেই স্থানে দণ্ড প্রহার করিয়া আত্মপোষণ তাহার মাংসভার মস্তকে লইয়া ক্ষুধার সময় রক্তধারা পান করিতে হয়। পরে সেই পাপী ভারতে কন্যার বিষ্ঠায় ষষ্টি সহস্র বর্ষ কৃমি হইয়া পরে সপ্তজন্ম ব্যাধ, ত্রিজন্ম বরাহ, সপ্ত জন্ম কুক্কুট, সপ্ত জন্ম মণ্ডূক—সপ্তজন্ম জলৌকা ও সপ্ত জন্ম কাকযোনি প্রাপ্তে পরে নিশ্চয় শুদ্ধি লাভ করে। ৩১-৪১

যে ব্যক্তি, ব্রত, উপবাস, ও শ্রাদ্ধের দিনে ক্ষৌর কার্য্য করে, সে সকল কর্ম্মেই অপবিত্র। হে সুন্দরি! সে সেই দিনপরিমিত বর্ষ নখাদিকুণ্ডের বাস করিয়া নখাদিভোজনপূর্ব্বক দণ্ডাহত হইয়া থাকে। ভারতে কেশযুক্ত পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজা করিলে, শিবকোপে সেই লিঙ্গের রেণুপরিমিত বর্ষ কেশকুণ্ডে বাস করিতে হয়। অনন্তর যবন হইয়া শত বৎসরান্তে পবিত্রতা লাভ করিয়া রাক্ষসজন্ম গ্রহণ করে। যে মানব, পিতৃ-উদ্দেশের বৎসর ভয়ঙ্কর পিণ্ডদান না করে, সে নিজ লোম-পরিমিত অস্থিকুণ্ডে বাস করিয়া পরে সুযোনি প্রাপ্ত হইয়া সপ্ত জন্ম খঞ্জ ও দরিদ্র হয়; অনন্তর পবিত্র হইয়া থাকে। যে মহামূঢ়, নিজ গর্ভিণী কামিনীতে উপগত হয়, তাহার শতবর্ষ প্রতপ্ত তাম্রকুণ্ডে বাস হইয়া থাকে। অবীরার বা ঋতুস্নাতা কামিনীর অন্নভোজন করিলে, শতাব্দ তপ্ত লোহকুণ্ডে বাস করিতে হয়, অনন্তর সপ্ত জন্ম রজক ও

যো হি চর্ম্মাক্তহস্তেন দেবদ্রব্যমুপস্পৃশেৎ। শতবর্ষপ্রমাণঞ্চ চর্ম্মকুণ্ডে স তিষ্ঠতি ॥ ৫১
যঃ শূদ্রেণাভ্যনুজ্ঞাতো ভুঙ্‌ক্তে শূদ্রান্নমেব চ। স চ তপ্তসুরাকুণ্ডে শতাব্দং তিষ্ঠতি দ্বিজঃ ॥ ৫২
ততো ভবেচ্ছূদ্রযাজী ব্রাহ্মণঃ সপ্তজন্মসু। শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজী চ ততঃ শুদ্ধো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৫৩
বাগ্‌দুষ্টঃ কটুকো বাচা তাড়য়েৎ স্বামিনং সদা। তীক্ষ্ণকণ্টককুণ্ডে স তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি ॥ ৫৪
তাড়িতো যমদূতেন দণ্ডেন চ চতুর্গুণম্। ততঃ উচ্চৈঃশ্রবাঃ সপ্ত-জন্মস্বেব ততঃ শুচিঃ ॥ ৫৫
বিষেণ জীবিনং হন্তি নির্দ্দয়ো যো হি মানবঃ। বিষকুণ্ডে চ তদ্ভোজী সহস্রাব্দঞ্চ তিষ্ঠতি ॥ ৫৬
ততো ভবেন্ন ঘাতী চ ব্রণী চ শতজন্মসু। সপ্তজন্মসু কুষ্ঠী চ ততঃ শুদ্ধো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৫৭
দণ্ডেন তাড়য়েদ্‌গাং হি বৃষঞ্চ বৃষবাহকঃ। ভৃত্যদ্বারা স্বতন্ত্রো বা পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ ৫৮
প্রতপ্তে তৈলকুণ্ডেঽগ্নৌ তিষ্ঠতি স্ম চতুর্যুগম্। গবাং লোমপ্রমাণাব্দং বৃষো ভবতি তৎপরম্ ॥ ৫৯
কুন্তেন হন্তি যো জীবং বহ্নিলোহেন হেলয়া। কুন্তকুণ্ডে বসেৎ সোঽপি বর্ষাণামযুতং সতি ॥ ৬০
ততঃ সুযোনিং সম্প্রাপ্য চোদরে ব্যাধিসংযুতঃ। জন্মনৈকেন ক্লেশেন ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৬১
যো ভুঙ্‌ক্তে চ বৃথামাংসং মাংসলোভী দ্বিজাধমঃ। হরেরনৈবেদ্যভোজী কৃমিকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ ॥ ৬২
স্বলোমমানবর্ষঞ্চ তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি। ততো ভবেন্ম্লেচ্ছজাতি-স্ত্রিজন্মান ততো দ্বিজঃ ॥ ৬৩
ব্রাহ্মণঃ শূদ্রযাজী চ শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজকঃ। শূদ্রাণাং শবদাহী চ পূযকুণ্ডে বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৬৪
যাবল্লোমপ্রমাণাব্দং যমদণ্ডেন সুব্রতে। তাড়িতো যমদূতেন তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি ॥ ৬৫
ততো ভারতমাগত্য স শূদ্রঃ সপ্তজন্মসু। মহারোগী দরিদ্রশ্চ বধিরো মূক এব চ ॥ ৬৬
কৃষ্ণং পরঞ্চ যে যস্য তং সর্পং হন্তি যো নরঃ। স্বলোমমানবর্ষঞ্চ সর্পকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ ॥ ৬৭
সর্পেণ ভক্ষিতঃ সোঽথ যমদূতেন তাড়িতঃ। বসেচ্চ সর্পবিড়্‌ভোজী ততঃ সর্পো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৬৮
ততো ভবেন্মানবশ্চ স্বল্পায়ুর্দদ্রুসংযুতঃ। মহাক্লেশেন তন্মৃত্যুঃ সর্পেণ ভক্ষিতাদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৬৯
বিধিপ্রদত্তজীব্যাংশ্চ ক্ষুদ্রজন্তূংশ্চ হন্তি যঃ। স দংশমশয়োঃ কুণ্ডে জন্তুমানাব্দমেব চ ॥ ৭০
দিবানিশং ভক্ষিতস্তৈ-রনাহারশ্চ শব্দবান্। হস্তপাদাদিবদ্ধশ্চ যমদূতেন তাড়িতঃ ॥ ৭১

কাকযোনিতে জন্মলাভ করিয়া মহাব্রণী ও দরিদ্র হইতে হয়, পরে সেই মনুষ্য পবিত্র হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি চর্ম্মাক্ত-হস্তে দেবদ্রব্য স্পর্শ করে, তাহার শতবর্ষ চর্ম্মকুণ্ডে বাস হয়। যে দ্বিজ, শূদ্রের অনুজ্ঞায় শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে শত বৎসর তপ্ত সুরাকুণ্ডে বাস করিয়া নিশ্চয় শূদ্রযাজী ও শূদ্রের শ্রাদ্ধান্নভোজী ব্রাহ্মণ হইয়া সপ্তজন্ম গত হইলে শুদ্ধ হইয়া থাকে। যে কটুভাষী মানব নিরন্তর প্রভুকে কটুবাক্যে ক্লেশ দান করে, সে তীক্ষ্ণকণ্টক কুণ্ডে তীক্ষ্ণকণ্টক ভোজনপূর্ব্বক যমদূত কর্ত্তৃক চতুর্গুণ দণ্ডাহত হইয়া তৎপরে সপ্তজন্ম উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া পরে শুদ্ধ হয়। যে নির্দ্দয় পামর বিষ দ্বারা জীবহিংসা করে, তাহার সহস্র বৎসর বিষকুণ্ডে বিষভোজন করিয়া বাস করিতে হয়। অনন্তর নরঘাতী সেই পাপী সপ্তজন্ম ব্রণী হইয়া পুনরায় সপ্তজন্ম কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া থাকে, পরে শুদ্ধিলাভ করে। ৪২-৫৭

পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে যে বৃষবাহক, স্বয়ং হউক বা ভৃত্য দ্বারা হউক, বৃষকে দণ্ড প্রহার করে, সে চারি যুগ কাল প্রতপ্ত তৈলকুণ্ডে অবস্থান করিয়া পরে গো-গণের লোম-পরিমিত বৎসর বৃষ হইয়া থাকে। হে সতি! যে ব্যক্তি, কুন্ত, বহ্নি বা লৌহ দ্বারা জীব-হিংসা করে, তাহার অযুত বর্ষ কুন্তকুণ্ডে বাস হয়, পরে সু-যোনি প্রাপ্ত হইয়া উদর-রোগে এক জন্ম ক্লেশ ভোগান্তে শুদ্ধ হয়। যে ব্রাহ্মণ মাংসলোভী হইয়া বৃথা মাংস ও হরির অনিবেদিত নৈবেদ্য ভোজন করে, সে কৃমিকুণ্ডে গমন করিয়া নিজ লোম-পরিমিত বর্ষ কৃমি ভোজন পূর্ব্বক সেই স্থানে বাস করে। অনন্তর জন্মত্রয় ম্লেচ্ছযোনি প্রাপ্ত হইয়া দ্বিজত্ব লাভ করে। যে ব্রাহ্মণ, শূদ্রযাজী বা শূদ্রের শ্রাদ্ধান্ন-ভোজন অথবা শূদ্রের শব-দাহন করে, তাহাকে নিশ্চয় পূযকুণ্ডে গমন করিতে হয় এবং হে সুব্রতে! যজমানগণের লোমপরিমিতি বৎসর যমদূত কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সেই পূয-ভোজন পূর্ব্বক সেই স্থানে বাস করিতে হয়। অনন্তর ভারতে সপ্তজন্ম শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইয়া মহারোগগ্রস্ত দরিদ্র, বধির ও মূক হইতে হয়; পরে সে পবিত্র হইয়া পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। যাহার মস্তকে কৃষ্ণের পদচিহ্ন আছে, যে মানব সেই সর্পকে হিংসা করে, তাহার নিজ লোমপরিমিত বৎসর সর্পকুণ্ডে সর্পগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত ও যমদূত কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সর্পবিষ্ঠা-ভোজনপূর্ব্বক বাস করিতে হয়; পরে সে নিশ্চয় সর্পদেহান্তে অল্পায়ুঃ দদ্রুরোগাক্রান্ত হইয়া মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সর্পদংশনে অতিক্লেশে দেহ-ত্যাগ করে। ৫৮-৬৯

যে ব্যক্তি, যাহারা বিধিপ্রদত্ত জীবিকার অবলম্বনে কালাতিপাত করে, সেই ক্ষুদ্র জন্তুদিগকে বিনষ্ট করে, সে সেই সকল জন্তুপরিমিত বৎসর দংশমশক-কুণ্ডে বাস করে, এবং সেই নরকে দিবানিশি অনাহারে

ততো ভবেৎ ক্ষুদ্রজন্তু-র্জ্জাতিশ্চ যাবনী ভবেৎ। ততো ভবেন্মানবশ্চ সোঽঙ্গহীনস্ততঃ শুচিঃ ॥ ৭২
যো মূঢ়ো মধুমশ্নাতি হৃত্বা চ মধুমক্ষিকাঃ। স এব গারলে কুণ্ডে জীবমানাব্দকং বসেৎ ॥ ৭৩
ভক্ষিতো গরলৈর্দ্দগ্ধো মম দূতেন তাড়িতঃ। ততো হি মক্ষিকাজাতি-স্ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৭৪
দণ্ডং করোত্যদণ্ড্যে চ বিপ্রে দণ্ডং করোতি চ। স কুণ্ডং বজ্রদংষ্ট্রাণাং কীটানাং যাতি সত্বরম্ ॥ ৭৫
স তল্লোমপ্রমাণাব্দং তত্র তিষ্ঠত্যহর্নিশম্। ৭৬
শব্দকৃত্তক্ষিতস্তৈস্তু মম দূতেন তাড়িতঃ। করোতি রোদনং ভয়ে হাহাকারং ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৭৭
পুনঃ শূকরযোনৌ চ জায়তে সপ্তজন্মসু। ত্রিজন্মনি কাকযোনৌ ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৭৮
অর্থলোভেন যো মূঢ়ঃ প্রজাদণ্ডং করোতি সঃ। বৃশ্চিকানাঞ্চ কুণ্ডঞ্চ তল্লোমাব্দং বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৭৯
ততো বৃশ্চিকজাতিশ্চ সপ্তজন্মসু ভারতে। ততো নরশ্চাঙ্গহীনো ব্যাধিশুদ্ধো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৮০
ব্রাহ্মণঃ শস্ত্রধারী যো হ্যন্যেষাং ধাবকো ভবেৎ। সন্ধ্যাহীনশ্চ যো বিপ্রো হরিভক্তিবিহীনকঃ ॥ ৮১
স তিষ্ঠতি স্বলোমাব্দং কুণ্ডেষু চ শরাদিষু। বিদ্ধঃ শরাদিভিঃ শশ্বত্ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৮২
কারাগারে সান্ধকারে প্রণিহন্তি প্রজাশ্চ যঃ। প্রমত্তঃ স্বল্প দোষেণ গোলকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ ॥ ৮৩
স পঙ্কতপ্ততোয়াক্তং সান্ধকারং ভয়ঙ্করম্। তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈশ্চ কীটৈশ্চ সংযুক্তং গোলকুণ্ডকম্ ॥ ৮৪
কীটৈর্ব্বিদ্ধো বসেত্তত্র প্রজালোমাব্দমেব চ। ততো ভবেৎ প্রজাভৃত্যস্ততঃ শুদ্ধো ভবেৎ ক্রমাৎ ॥ ৮৫
সরোবরাদুত্থিতাংশ্চ নক্রাদীন্ হন্তি যো নরঃ। নক্রকণ্টকমানাব্দং নক্রকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ ॥ ৮৬
ততো নক্রাদিজাতীয়ো ভবেন্নক্রাদিষু ধ্রুবম্। ততঃ সদ্যো বিশুদ্ধো হি দণ্ডেনৈব পুনঃ পুনঃ ॥ ৮৭
বক্ষঃশ্রোণীস্তনাস্যঞ্চ যঃ পশ্যতি পরস্ত্রিয়ঃ। কামেন কামুকো যো হি পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ ৮৮
স বসেৎ কাককুণ্ডে চ কাকৈঃ সঞ্চূর্ণলোচনঃ। ততঃ স্বলোমমানাব্দং ভবেদ্দগ্ধস্ত্রিজন্মনি ॥ ৮৯
স্বর্ণস্তেয়ী চ যো মূঢ়ো ভারতে সুরবিপ্রয়োঃ। স চ মস্থানকুণ্ডে বৈ স্বলোমাব্দং বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৯০
তাড়িতো যমদূতেন মস্থানৈশ্ছন্নলোচনঃ। তদ্বিড়্ভোজী চ তত্রৈব ততশ্চান্ধস্ত্রিজন্মনি ॥ ৯১
সপ্তজন্মদরিদ্রশ্চ মহাক্রূরশ্চ পাতকী। ভারতে স্বর্ণকারশ্চ স চ স্বর্ণবণিক্ ততঃ ॥ ৯২

সেই সকল ক্ষুদ্র জন্তুকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া কেবল ক্লেশসূচক শব্দ করে ও আমার দূতগণ হস্তপদাদি বন্ধন-পূর্ব্বক তাহাকে তাড়না করিয়া থাকে; পরে ক্ষুদ্রজন্তু তৎপরে যবনযোনি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় অঙ্গহীন মানবদেহ লাভের পর নিষ্পাপ হয়। যে মানব মধু-মক্ষিকাদিগকে বিনাশ করিয়া মধু গ্রহণ করে, সেই মূঢ়, বিনষ্ট-জীবগণ-পরিমিত বৎসর গরলকুণ্ডে বাস করিয়া গরলভোজনপূর্ব্বক যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত ও গরলে দগ্ধ হইয়া পরে মক্ষিকা-জাতিতে জন্ম গ্রহণান্তে শুদ্ধি লাভ করিয়া পুনরায় মনুষ্য হয়। যে ব্যক্তি অদণ্ডনীয় ব্রাহ্মণের দণ্ড করে, সে বজ্রদংষ্ট্র নামক কীটকুণ্ডে গমন করে এবং তথায় সেই কীট-কর্ত্তৃক ভক্ষিত এবং মদীয় দূতকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ক্ষণে হাহাকার করিয়া রোদনকরত তথায় সেই ব্রাহ্মণের লোম-পরিমিত বৎসর বাস করে; তাহার পর সে সপ্ত জন্ম শূকরযোনি প্রাপ্ত হইয়া ত্রিজন্ম কাকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে শুদ্ধ হয়। যে অর্থলোভে প্রজার দণ্ড করে, সে প্রজার লোম পরিমাণ বৎসর বৃশ্চিককুণ্ডে বাস করে; তাহার পরে সপ্তযোনি বৃশ্চিক হইয়া তৎপরে অঙ্গহীন মনুষ্য হইয়া জন্মিয়া পরে ব্যাধিমুক্ত হয়; যে ব্রাহ্মণ শস্ত্রধারণপূর্ব্বক সন্ধ্যা ও হরিভক্তি-শূন্য হইয়া অপরের দৌত্য করে, সেই মূঢ় নিজ-লোম-পরিমিত-বৎসর শরাদিকুণ্ডে অবস্থান করিয়া বার-বার শরাদি বিদ্ধ হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, পরে পবিত্র হইয়া পুনরায় মনুষ্য হয়। ৭০-৮২

যে নৃপতি প্রমত্ত হইয়া অল্পদোষে প্রজাগণকে অন্ধকার-যুক্ত কারাগৃহে নিবদ্ধ করে, সে সপঙ্ক তপ্ত-তোয়াক্ত অন্ধকারযুক্ত এবং তীক্ষ্ণদংষ্ট্র কীটগণে পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর গোলকুণ্ডনরকে প্রজাগণের লোমপরিমিত বৎসর বাস করিয়া প্রজাগণের দাস হয়, পরে পবিত্রতালাভে পৃথিবীতে মানব হয়। হে সতি! যে ব্যক্তি সরোবর হইতে উত্থিত নক্রাদিকে বিনষ্ট করে, সে নক্রাদির কণ্টক পরিমিত বর্ষ নক্রকুণ্ডে বাস করিয়া পরে নিশ্চয় নদ্যাদিতে নক্রাদিজাতিতে জন্ম লাভ করে; অনন্তর এইরূপ দণ্ডহেতু পবিত্র হইয়া মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কামাধীন হইয়া পুণ্যভূমি ভারতে পরস্ত্রীর বক্ষঃ শ্রোণী স্তন ও মুখ নিরীক্ষণ করে, সে কামুক, স্বীয় লোম পরিমিত বৎসর কাককুণ্ডে কাকগণকর্ত্তৃক ক্ষুণ্ণলোচন হইয়া বাস করিয়া থাকে; পরে জন্মত্রয় অগ্নিদগ্ধ হইয়া শুদ্ধ হয়। যে মানব, ভারতে দেবতা বা ব্রাহ্মণের স্বর্ণ অপহরণ করে, সেই মূঢ় নিশ্চয় স্বলোম-পরিমিত বৎসর মন্থনকুণ্ডে যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত, মন্থন দ্বারা ক্ষুণ্ণলোচন হইয়া বিষ্ঠাভোজনপূর্ব্বক বাস করিয়া জন্মত্রয় অন্ধ হইয়া থাকে এবং পরে ঐ মহাক্রূর পাতকী সপ্তজন্ম দরিদ্র স্বর্ণকার ও তাহার পর স্বর্ণবণিক্‌রূপে জন্মগ্রহণ করে। ৮৩-৯২

যো ভারতে তাম্রচৌরো লৌহচৌরশ্চ সুন্দরি। স চ স্বলোমমানাব্দং বীজকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ ॥ ৯৩
তত্রৈব বীজবিড়্ভোজী বীজৈশ্চ ছন্নলোচনঃ। তাড়িতো যমদূতেন ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৯৪
ভারতে দেবচৌরশ্চ দেবদ্রব্যাপহারকঃ। স দুস্তরে বজ্রকুণ্ডে স্বলোমাব্দং বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৯৫
দেহদগ্ধোঽপি তদ্বজ্রৈরনাহারশ্চ শব্দকৃৎ। তাড়িতো যমদূতৈশ্চ ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৯৬
রৌপ্যগব্যাংশুকানাঞ্চ যশ্চোরঃ সুরবিপ্রয়োঃ। তপ্তপাষাণকুণ্ডে চ স্বলোমাব্দং বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৯৭
ত্রিজন্মনি চ কংসোঽপি শ্বেতকুষ্ঠস্ত্রিজন্মনি। জন্মৈকং শ্বেতচিহ্নশ্চ ততোঽন্যে শ্বেতপক্ষিণঃ ॥ ৯৮
ততো রক্তবিকারী চ শূলী বৈ মানবো ভবেৎ। সপ্তজন্মসু চাল্পায়ুস্ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৯৯
রৈতং কাংস্যময়ং পাত্রং যো হরেদ্দেববিপ্রয়োঃ। তীক্ষ্ণপাষাণকুণ্ডে চ স্বলোমাব্দং বসেন্নরঃ ॥ ১০০
স ভবেদশ্বজাতিশ্চ ভারতে সপ্তজন্মসু। ততোঽধিকাঙ্গজাতিশ্চ পাদরোগী ততঃ শুচিঃ ॥ ১০১
পুংশ্চল্যন্নঞ্চ যো ভুঙ্ক্তে পুংশ্চলীজীব্যজীবিনঃ। স্বলোমমানবর্ষঞ্চ লালাকুণ্ডে বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১০২
তাড়িতো যমদূতেন তদ্ভোজী তত্র দুঃখিতঃ। ততশ্চক্ষুঃশূলরোগী ততঃ শুদ্ধঃ ক্রমেণ সঃ ॥ ১০৩
ম্লেচ্ছসেবী মসীজীবী যো বিপ্রো ভারতে ভুবি। বসেৎ স্বলোমমানাব্দং মসীকুণ্ডে স দুঃখভাক্ ॥ ১০৪
তাড়িতো যমদূতেন তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি। ততস্ত্রিজন্মনি ভবেৎ কৃষ্ণবর্ণঃ পশুঃ সতি ॥ ১০৫
ত্রিজন্মনি ভবেচ্ছাগঃ কৃষ্ণবর্ণস্ত্রিজন্মনি। ততঃ স তালবৃক্ষশ্চ ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ১০৬
ধান্যাদিশস্যং তাম্বূলং যো হরেৎ সুরবিপ্রয়োঃ। আসনঞ্চ তথা তল্পং চূর্ণকুণ্ডে প্রয়াতি সঃ ॥ ১০৭
শতাব্দং তত্র নিবসেদ্ যমদূতেন তাড়িতঃ। ততো ভবেন্ মেষজাতিঃ কুক্কুটশ্চ ত্রিজন্মনি ॥ ১০৮
ততো ভবেন্মানরশ্চ কাসব্যাধিযুতো ভুবি। বংশহীনো দরিদ্রশ্চ অল্পায়ুশ্চ ততঃ শুচিঃ ॥ ১০৯
করোতি চক্রং বিপ্রাণাং হৃত্বা দ্রব্যঞ্চ যো জনঃ। স বসেচ্চক্রকুণ্ডে চ শতাব্দং দণ্ডতাড়িতঃ ॥ ১১০
ততো ভবেন্মানবশ্চ তৈলকারস্ত্রিজন্মনি। ব্যাধিযুক্তো ভবেদ্রোগী বংশহীনস্ততঃ শুচিঃ ॥ ১১১
গোধনেষু চ বিপ্রেষু করোতি বক্রতাং পুমান্। প্রয়াতি বক্রকুণ্ডং স তিষ্ঠেদ্ যুগশতং সতি ॥ ১১২
ততো ভবেৎ স বক্রাঙ্গো হীনাঙ্গঃ সপ্তজন্মনি। দরিদ্রো বংশহীনশ্চ ভার্য্যাহীনস্ততঃ শুচিঃ ॥ ১১৩

হে সুন্দরি! যে ব্যক্তি ভারতে তাম্র বা লৌহ অপহরণ করে, সে স্বীয় লোম-পরিমিত বৎসর বীজকুণ্ডে বীজগণের বিষ্ঠাভোজী ও বীজগণ কর্ত্তৃক ক্ষুণ্ণলোচন এবং যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বাস করে, পরে পবিত্রতালাভে মানব হয়। ভারতে যে ব্যক্তি দেবমূর্ত্তি ও দেবতার দ্রব্যাদি অপহরণ করে, নিশ্চয় সে স্বলোমপরিমিত বর্ষ সুদুস্তর বজ্রকুণ্ডে বাস করে এবং সেই স্থানে তাহার দেহ সেই সকল বজ্রে দগ্ধ হইয়া থাকে ও অনাহারে নিরন্তর যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ক্লেশসূচক আর্ত্তনাদ করে, অনন্তর শুদ্ধ হইয়া পুনরায় মনুষ্য হয়। যে ব্যক্তি দেবব্রাহ্মণের রৌপ্য গব্য বস্ত্র অপহরণ করে, তাহাকে নিশ্চয় স্বলোম পরিমিত বৎসর তপ্ত পাষাণকুণ্ডে বাস করিতে হয়। অনন্তর ত্রিজন্ম কচ্ছপ, ত্রিজন্ম কুষ্ঠরোগী, একজন্ম শ্বেতকুষ্ঠী ও বহুজন্ম বহুবিধ শ্বেতপক্ষী হইয়া পরে সপ্তজন্ম রক্তবিকার ও শূলরোগগ্রস্ত অল্পায়ুঃ মনুষ্য হইয়া শুদ্ধিলাভ করে। দেবতা ব্রাহ্মণের পিত্তল বা কাংস্যাদিনির্ম্মিত পাত্রহরণ করিলে, স্ব-লোম-পরিমিত বৎসর নিশ্চয় তীক্ষ্ণ পাষাণকুণ্ডে বাস করে, পরে ভারতে সপ্তজন্ম অশ্ব হয়, পরে অধিকাঙ্গ এবং পাদরোগী হইয়া শুচি হয়। যে ব্যক্তি পুংশ্চলীর অন্নভোজী অথবা পুংশ্চলীর অর্থে জীবিকানির্ব্বাহকারী, তাহার নিশ্চয় স্ব-লোম-পরিমিত বর্ষ লালাকুণ্ডে বাস হয় এবং সেইস্থানে লালাভোজী ও যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া থাকে, পরে চক্ষুঃশূলরোগী হইয়া ক্রমে শুদ্ধ হয়। ৯৩-১০৩

হে সতি! যে বিপ্র, ভারতভূমিতে ম্লেচ্ছসেবী বা মসীজীবী হয়, সে নিশ্চয় স্ব-লোম-পরিমিত বৎসর তপ্ত মসীকুণ্ডে অবস্থানপূর্ব্বক মসীভোজী ও যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত হয়, পরে সে ব্যক্তি ভারতে কৃষ্ণবর্ণ পশু হইয়া থাকে; ত্রিজন্ম কৃষ্ণবর্ণ ছাগ হইয়া পুনর্ব্বার তালবৃক্ষ হইবার পর পবিত্র হইয়া মনুষ্য হয়। যে ব্যক্তি দেবতা ও ব্রাহ্মণের ধান্যাদি শস্য, তাম্বূল, আসন ও শয্যা অপহরণ করে, তাহাকে শতবর্ষ পর্য্যন্ত চূর্ণকুণ্ডনরকে যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া অবস্থান করিতে হয়। অনন্তর সেই পাপী, ত্রিজন্ম ও কুক্কুট বানরদেহ ধারণের পরও পৃথিবীতে কাসরোগগ্রস্ত বংশহীন অল্পায়ুঃ দরিদ্র হইয়া পরিণামে শুচি হইয়া থাকে। যে মানব, ব্রাহ্মণের দ্রব্য হরণপূর্ব্বক কুলালচক্র নির্ম্মাণ করে; সে শতবর্ষ পর্য্যন্ত দণ্ডতাড়িত হইয়া চক্রকুণ্ডে বাস করিয়া থাকে এবং পরিণামে জন্মত্রয় নানারোগাক্রান্ত বংশহীন তৈলকার হইয়া শেষে শুদ্ধিলাভ করে। যে মনুষ্য, গোধন ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি কুটিলতা করে, হে সতি! সে শত যুগ বক্রকুণ্ডে বাস করিয়া পরিশেষে সপ্তজন্ম বক্রাঙ্গ, হীনাঙ্গ, দরিদ্র, বংশহীন ও ভার্য্যাবিহীন হইয়া পরিণামে পবিত্র হয়। ১০৪-১১৩

ততো ভবেদ্ গৃধ্রজন্মা ত্রিজন্মনি চ শূকরঃ। ত্রিজন্মনি বিড়ালশ্চ ময়ূরশ্চ ত্রিজন্মনি ॥ ১১৪
কূর্ম্মকুণ্ডে বসেৎ সোঽপি শতাব্দং কূর্ম্মভক্ষিতঃ। ততো ভবেৎ কূর্ম্মজন্ম ত্রিজন্মনি চ শূকরঃ ॥ ১১৫
ত্রিজন্মনি বিড়ালশ্চ ময়ূরশ্চ ততঃ শুচিঃ ॥ ১১৬
ঘৃতং তৈলকাদিকঞ্চৈব যো হরেৎ সুরবিপ্রয়োঃ। স যাতি জ্বালাকুণ্ডঞ্চ ভস্মকুণ্ডঞ্চ পাতকী ॥ ১১৭
তত্র স্থিত্বা শতাব্দঞ্চ স ভবেত্তৈলপাচিতঃ। সপ্তজন্মনি মৎস্যশ্চ মূষকশ্চ ততঃ শুচিঃ ॥ ১১৮
সুগন্ধিতৈলং ধাত্রীং বা গন্ধদ্রব্যান্যদেব বা। ভারতে পুণ্যবর্ষে চ যো হরেৎ সুরবিপ্রয়োঃ ॥ ১১৯
স বসেদ্দগ্ধকুণ্ডে চ ভবেদ্দগ্ধো দিবানিশম্। স্বলোমমানবর্ষঞ্চ ততো দুর্গন্ধিকো ভবেৎ ॥ ১২০
দুর্গন্ধিকঃ সপ্তজন্ম মৃগনাভিস্ত্রিজন্মনি। সপ্তজন্মসু মন্থানস্ততো হি মানবো ভবেৎ ॥ ১২১
বলেনৈব চ্ছলেনৈব হিংসারূপেণ বা সতি। বলিষ্ঠশ্চ হরেদ্ ভূমিং ভারতে পরপৈতৃকীম্ ॥ ১২২
স বসেত্তপ্তসূচীঞ্চ ভবেত্তাপী দিবানিশম্। তপ্ততৈলে যথা জীবো দগ্ধো ভবতি সন্ততম্ ॥ ১২৩
ভস্মসান্ন ভবত্যেব ভোগে দেহী ন নশ্যতি। সপ্তমন্বন্তরং পাপী সন্তপ্তস্তত্র তিষ্ঠতি ॥ ১২৪
শব্দং করোত্যনাহারো যমদূতেন তাড়িতঃ। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিট্‌কৃমিশ্চ ভবেত্ততঃ ॥ ১২৫
ততো ভবেদ্ভূমিহীনো দরিদ্রশ্চ ততঃ শুচিঃ। ততঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য শুভকর্ম্মাচরেৎ পুনঃ ॥ ১২৬

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে নবমস্কন্ধে বিভিন্নপাতকিনাং বিভিন্নকুণ্ডপাতবর্ণনং নাম
ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

যে ব্রাহ্মণ নিষিদ্ধ কূর্ম্মমাংস ভোজন করে, সে শতবর্ষ কূর্ম্মকুণ্ডে বাস করিয়া কূর্ম্মগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় এবং পরে ত্রিজন্ম শকুনি, ত্রিজন্ম কূর্ম্ম, ত্রিজন্ম শূকর, ত্রিজন্ম বিড়াল ও ত্রিজন্ম ময়ূর হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, দেবতা ও ব্রাহ্মণের ঘৃত-তৈলাদি হরণ করে, সেই পাতকী শত বৎসর জ্বালাকুণ্ডে অবস্থানপূর্ব্বক তৈল-পাচিত হইয়া পরে সপ্তজন্ম মৎস্য ও মূষিক হইয়া শেষে শুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি, পুণ্যবর্ষ ভারতে দেবতা বা ব্রাহ্মণের সুগন্ধ তৈল, আমলকী, কিংবা অন্য সুগন্ধি দ্রব্য হরণ করে, সে পাপী স্ব-লোম-পরিমিত বর্ষ দুর্গন্ধকুণ্ডে অবস্থানপূর্ব্বক দিবানিশি দুর্গন্ধ ভোগ করিয়া থাকে এবং পরিণামে সপ্তজন্ম দুর্গন্ধিকা, জন্মত্রয় কস্তূরীমৃগ ও সপ্তজন্ম মন্থান হইয়া পরে মানবদেহ প্রাপ্ত হয়। হে সতি! বলিষ্ঠ ব্যক্তি, বল দ্বারা অথচ খলতানিবন্ধন বা হিংসা হেতু ভারত ভূমিতে অপরের পৈতৃক ভূমি হরণ করিলে, তপ্তসূচী নামক নরকে বাস করিয়া দিবানিশি তপ্ততৈলের ন্যায় সেইস্থানে নিরন্তর দগ্ধ হইয়াও ভস্মসাৎ হয় না; কারণ, ভোগ-দেহের বিনাশ নাই। সেই পাপী, ঐ নরকে সপ্ত মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া থাকে এবং অনাহারী ও যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া কেবল চীৎকার করে, পরে ভারতে ষষ্টিসহস্র বর্ষ বিষ্ঠার কৃমি হয়, পরিশেষে ভূমিহীন দরিদ্র হইয়া শুদ্ধিলাভান্তে স্ব-যোনি লাভ করিয়া শুভকর্ম্মান্বিত হইয়া থাকে। ১১৪-১২৬

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে বিভিন্ন পাতকের বিভিন্ন কুণ্ডপাত বর্ণন নামক
ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

যমধর্ম্ম উবাচ—

ছিনত্তি জীবং খড়্গেন দয়াহীনঃ সুদারুণঃ। নরঘাতী হন্তি নরমর্থলোভেন ভারতে ॥ ১
অসিপত্রে বসেৎ সোঽপি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। তেষু যো ব্রাহ্মণান্ হন্তি শতমন্বন্তরং বসেৎ ॥ ২
ছিন্নাঙ্গঃ স বসেৎ সোঽপি খড়্গাধারেণ সন্ততম্। অনাহারঃ শব্দমুচ্চৈর্যমদূতেন তাড়িতঃ ॥ ৩
মস্থানঃ শতজন্মানি শতজন্মানি শূকরঃ। কুক্কুটঃ সপ্তজন্মানি শৃগালঃ সপ্তজন্মসু ॥ ৪
ব্যাঘ্রশ্চ সপ্তজন্মানি বৃকশ্চৈব ত্রিজন্মসু। সপ্তজন্মসু মণ্ডূকো যমদূতেন তাড়িতঃ।
স ভবেন্তারতে বর্ষে মহিষশ্চ ততঃ শুচিঃ ॥ ৫
গ্রামাণাং নগরাণাং বা দহনং যঃ করোতি চ। ক্ষুরধারে বসেৎ সোঽপি ছিন্নাঙ্গস্ত্রিযুগং সতি ॥ ৬
ততঃ প্রেতো ভবেৎ সদ্যো বহ্নিবক্ত্রো ভ্রমন্ মহীম্। সপ্তজন্মামেধ্যভোজী কপোতঃ সপ্তজন্মসু ॥ ৭
ততো ভবেন্মহাশূলী মানবঃ সপ্তজন্মনি। সপ্তজন্ম গলৎকুষ্ঠী ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৮
পরকর্ণে মুখং দত্ত্বা পরনিন্দাং করোতি যঃ। পরদোষে মহাশ্লাঘী দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ ॥ ৯
সূচীমুখে বসেৎ সোঽপি সূচীবিদ্ধো যুগত্রয়ম্। ততো ভবেদ্ বৃশ্চিকশ্চ সর্পশ্চ সপ্তজন্মসু ॥ ১০
বজ্রকীটঃ সপ্তজন্ম ভস্মকীটস্ততঃ পরম্। ততো ভবেন্মানবশ্চ মহাব্যাধিস্ততঃ শুচিঃ ॥ ১১
গৃহিণাং হি গৃহং ভিত্ত্বা বস্তুস্তেয়ং করোতি যঃ। গাশ্চ ছাগাংশ্চ মেষাংশ্চ যাতি গোকামুখে চ সঃ ॥ ১২
তাড়িতো যমদূতেন বসেত্তত্র যুগত্রয়ম্ ॥ ১৩
ততো ভবেৎ সপ্তজন্ম গোজাতির্ব্ব্যাধিসংযুতঃ। ত্রিজন্মনি মেষজাতি-শ্ছাগজাতিস্ত্রিজন্মনি ॥ ১৪
ততো ভবেন্মানবশ্চ নিত্যরোগী দরিদ্রকঃ। ভার্য্যাহীনো বন্ধুহীনঃ সন্তাপী চ ততঃ শুচিঃ ॥ ১৫
সামান্যদ্রব্যচৌরশ্চ যাতি নক্রমুখঞ্চ সঃ। তাড়িতো যমদূতেন বসেত্তত্রাব্দকত্রয়ম্ ॥ ১৬
ততো ভবেৎ সপ্তজন্ম গোপতির্ব্ব্যাধিসংযুতঃ। ততো ভবেন্মানবশ্চ মহারোগী ততঃ শুচিঃ ॥ ১৭
হন্তি গাশ্চ গজাংশ্চৈব তুরগাংশ্চ নগাংস্তথা। স যাতি গজদংশঞ্চ মহাপাপী যুগত্রয়ম্ ॥ ১৮
তাড়িতো যমদূতেন নাগদন্তেন সন্ততম্। স ভবেদ্গজজাতিশ্চ তুরগশ্চ ত্রিজন্মনি ॥ ১৯
গোজাতির্ম্লেচ্ছজাতিশ্চ ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ। জলং পিবন্তীং তৃষিতাং গাং বারয়তি যঃ পুমান্ ॥ ২০

যে নিদারুণ ব্যক্তি, দয়াহীন হইয়া খড়্গ দ্বারা জীবগণকে ছেদন করে এবং যে নরঘাতী অর্থলোভে পুণ্যভূমি ভারতে নরহত্যা করিয়া থাকে, সেই পাপাত্মা চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত অসিপত্র নরকে বাস করে। কিন্তু ব্রাহ্মণহত্যা করিলে শত মন্বন্তর পর্য্যন্ত ঐ নরকে অবস্থিত থাকে এবং সেইস্থানে ঐ পাপী খড়্গধারে ছিন্নাঙ্গ, অনাহারী ও যমদূত কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া নিরন্তর চিৎকার করিয়া থাকে। অনন্তর শতজন্ম মস্থান, শতজন্ম শূকর, সপ্তজন্ম কুক্কুর, সপ্তজন্ম শৃগাল, সপ্তজন্ম ব্যাঘ্র, ত্রিজন্ম বৃক, সপ্তজন্ম মণ্ডূক ও ত্রিজন্ম মহিষ হয়, তাহার পরে শুচি হয়। হে সতি। যে ব্যক্তি গ্রাম বা নগর দগ্ধ করে। তাহাকে তিনযুগ ক্ষুরধার নরকে ছিন্নাঙ্গ হইয়া বাস করিতে হয়, পরিশেষে সেই পাপী বহ্নিবক্ত্র প্রেত হইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করে; পরে সপ্তজন্ম অমেধ্য-ভোজী প্রাণী ও সপ্তজন্ম কপোত হইয়া শেষে মানবদেহ ধারণ করিয়া সপ্তজন্ম মহাশূলরোগী ও সপ্তজন্ম গলৎকুষ্ঠী হইয়া পরিণামে শুদ্ধিলাভ করে। যে মানব, অপরের কর্ণে মুখ স্থাপন করিয়া অপরের নিন্দা বা পরদোষে শ্লাঘা করে, সেই পাপী, যুগত্রয় সূচীমুখ নরকে সূচীবিদ্ধ হইয়া অবস্থান পূর্ব্বক সপ্তজন্ম বৃশ্চিক, সপ্তজন্ম বজ্রকীটদেহ ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার ভস্মকীট হইয়া পরিশেষে মহারোগগ্রস্ত মানবযোনি প্রাপ্তে পরিণামে পবিত্র হয়। ১-১১

গৃহীদিগের গৃহভেদ করিয়া যে ব্যক্তি কোন বস্তু বা গো, ছাগ, মেষ অপহরণ করে, সে তিন যুগ যমদূত কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া গোকামুখ নরকে বাস করে; পরে সে সপ্তজন্ম ব্যাধিগ্রস্ত গোজাতি, ত্রিজন্ম মেষজাতি, ত্রিজন্ম ছাগজাতি হইয়া পরিশেষে নিত্যরোগী, দরিদ্র, ভার্য্যা ও বন্ধুবিহীন এবং নানা ক্লেশে সন্তাপিত মানবদেহ লাভের পর পবিত্র হন। সামান্য দ্রব্যাপহারী ব্যক্তি নক্রমুখ নরকে তিন বৎসর যমদূত কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বাস করত তাহার পর সপ্তজন্ম ব্যাধিযুক্ত গোপতি হইয়া জন্মগ্রহণের পর মহারোগী মানব হয়, তৎপরে শুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি, গো, গজ, তুরগ, বৃক্ষ হনন করে, সেই মহাপাপী, আমার দূতগণ কর্ত্তৃক গজদন্ত দ্বারা নিরন্তর তাড়িত হইয়া গজদংশ-নরকে তিনযুগ অবস্থান করে। অনন্তর জন্মত্রয় গজজাতি, তুরগজাতি, গোজাতি ও ম্লেচ্ছজাতি হইয়া পরিণামে শুদ্ধিলাভ করে।

নরকং গোমুখাকারং কৃমিতপ্তোদকান্বিতম্। তত্র তিষ্ঠতি সন্তপ্তো যাবন্মন্বন্তরাবধি। ২১
ততো নরোঽপি গোহীনো মহারোগী দরিদ্রকঃ। সপ্তজন্মান্ত্যজাতিশ্চ ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ। ২২
গোহত্যাং ব্রহ্মহত্যাঞ্চ করোতি হ্যাতিদেশিকীম্। যো গচ্ছত্যগম্যাঞ্চ সন্ধ্যাহীনোঽপ্যদীক্ষিতঃ। ২৩
প্রতিগ্রাহী যত্তীর্থেষু গ্রামযাজী চ দেবলঃ। শূদ্রাণাং সূপকারশ্চ প্রমত্তো বৃষলীপতিঃ। ২৪
গোহত্যাং ব্রহ্মহত্যাঞ্চ য স্ত্রীহত্যাং করোতি চ। ভিক্ষুহত্যাং মহাপাপী ভ্রূণহত্যাঞ্চ ভারতে।
কুম্ভীপাকে বসেৎ সোঽপি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। ২৫
তাড়িতো যমদূতেন চূর্ণমানশ্চ সন্ততম্। ক্ষণং পততি বহ্নৌ চ ক্ষণং পততি কণ্টকে। ২৬
ক্ষণং পতেত্তপ্ততৈলে তপ্ততোয়ে ক্ষণং ক্ষণম্। ক্ষণঞ্চ তপ্তলোহে চ ক্ষণঞ্চ তপ্তাতাম্রকে। ২৭
গৃধ্রো জন্মসহস্রাণি শতজন্মানি শূকরঃ। কাকশ্চ সপ্তজন্মানি সর্পশ্চ সপ্তজন্মসু। ২৮
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ। নানাজন্মসু স বৃষ-স্ততঃ কুষ্ঠী দরিদ্রকঃ। ২৯

সাবিত্র্যুবাচ—

বিপ্রহত্যা চ গোহত্যা কিংবিধা চাতিদেশিকী। কা বা নৃণামগম্যা চ কো বা সন্ধ্যাবিহীনকঃ। ৩০
অদীক্ষিতঃ পুমান্ কো বা কো বা তীর্থপ্রতিগ্রহী। দ্বিজঃ কো বা গ্রামযাজী কো বা বিপ্রোঽথ দেবলঃ। ৩১
শূদ্রাণাং সূপকারশ্চ প্রমত্তো বৃষলীপতিঃ। এতেষাং লক্ষণং সর্ব্বং বদ বেদবিদাংবর। ৩২

ধর্ম্মরাজ উবাচ—

শ্রীকৃষ্ণে চ তদর্চ্চায়ামন্যেষাং প্রকৃতৌ সতি। শিবে চ শিবলিঙ্গে চ সূর্য্যে সূর্য্যমণৌ তথা। ৩৩
গণেশে বাথ দুর্গায়ামেবং সর্ব্বত্র সুন্দরি। যঃ করোতি ভেদবুদ্ধিং ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ। ৩৪
স্বগুরৌ স্বেষ্টদেবে চ জন্মদাতরি মাতরি। করোতি ভেদবুদ্ধিং যো ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ। ৩৫
বৈষ্ণবেষু চ ভক্তেষু ব্রাহ্মণেষিতরেষু চ। করোতি ভেদবুদ্ধিং যো ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ। ৩৬
বিপ্রপাদোদকে চৈব শালগ্রামোদকে তথা। করোতি ভেদবুদ্ধিং যো ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ। ৩৭
শিবনৈবেদ্যকে চৈব হরিনৈবেদ্যকে তথা। করোতি ভেদবুদ্ধিং যো ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ। ৩৮
সর্ব্বেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে সর্ব্বকারণকারণে। সর্ব্বাদ্যে সর্ব্বদেবানাং সেব্যে সর্ব্বান্তরাত্মনি। ৩৯
মায়য়ানেকরূপে বাপ্যেক এব হি নির্গুণে। করোতীশেন ভেদং যো ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ। ৪০

যে নর তৃষিত লোকের জলপান-কালে নিবারণ করে, সে কৃমি ও তপ্তোদকে পরিপূর্ণ গোমুখাকার গোমুখনরকে এক মন্বন্তরকাল অতিক্লেশে অবস্থান করে, পরে সপ্তজন্ম গোহীন মহারোগী দরিদ্র হইয়া পুনরায় সপ্তজন্ম অন্ত্যজযোনিতে জন্মগ্রহণের পর শুদ্ধ হইয়া থাকে। ১২-২২

যে ব্যক্তি ভারতে আরোপিত গোহত্যা বা আরোপিত ব্রহ্মহত্যা করে এবং যে মানব, অগম্যাগামী, সন্ধ্যাবিহীন, অদীক্ষিত, সর্ব্বতীর্থে প্রতিগ্রাহী, গ্রামযাজী, দেবল, শূদ্রের সূপকার, প্রমত্ত, বৃষলীপতি হয় এবং গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা করে, সেই মহাপাপী চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে অবস্থান করিয়া নিরন্তর আমার দূতগণের তাড়নায় ঘূর্ণ্যমান হইয়া থাকে এবং ক্ষণেক বহ্নিতে, ক্ষণেক কণ্টকে, ক্ষণেক তপ্ততৈলে, ক্ষণেক তপ্ততোয়ে, ক্ষণেক বা তপ্তলৌহে, ক্ষণেক তপ্ততাম্রে পতিত হয়, অবশেষে কোটি-সহস্র জন্ম গৃধ্র, শত জন্ম শূকর, সপ্তজন্ম কাক, সপ্তজন্ম সর্প ও ষষ্টিসহস্রবর্ষ বিষ্ঠার কৃমি হইয়া তৎপরে নানা জন্ম বৃষ হইয়া পরে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কুষ্ঠী ও দরিদ্র হইয়া থাকে। ২৩-২৮

সাবিত্রী কহিলেন, দেব! আরোপিত ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যা কি প্রকার? কোন্ স্ত্রী মানবের অগম্যা? কে সন্ধ্যাবিহীন? আর অদীক্ষিত ও তীর্থে প্রতিগ্রাহীই বা কে? কোন্ ব্রাহ্মণ গ্রামযাজী ও কোন্ বিপ্রই বা দেবলপদবাচ্য? এবং কাহাকেই বা শূদ্রের সূপকার, প্রমত্ত ও বৃষলীপতি বলা যায়? হে বেদজ্ঞপ্রধান! ইহাদের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করুন। যম বলিলেন, হে সুন্দরি! যে ব্যক্তি, শ্রীকৃষ্ণে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমাতে ও শিবে আর শিবলিঙ্গে, সূর্য্যে ও সূর্য্যমণিতে এবং গণেশে ও তাঁহার প্রতিমাতে ও এইরূপ অন্যদেববিষয়েও ভেদজ্ঞান করে, তাহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। আর স্বীয় গুরু, স্বীয় ইষ্টদেব, জন্মদাতা ও জননীতে ভেদ জ্ঞান করিলে, ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। যে মূঢ়, বৈষ্ণব ও অন্যভক্ত ব্রাহ্মণে ভেদজ্ঞান করে, বিপ্রপাদোদকে ও শালগ্রাম-শিলোদকে ভেদ জ্ঞান করে, তাহাকেও ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ২৯-৩৭

যে ব্যক্তি শিব-নৈবেদ্যে এবং বিষ্ণু-নৈবেদ্যে ভেদজ্ঞান করে, সেও ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হয়। আর যিনি সকলের ঈশ্বর, সমুদয় কারণের কারণ ও সকলের আদি, যাঁহাকে সমস্ত দেবতাগণ সেবা করেন, যিনি সকলের আত্মা এবং যিনি এক হইয়াও মায়াবলে অসংখ্য রূপ ধারণ করিতেছেন, সেই

শক্তিভক্তে দ্বেষবুদ্ধিং শক্তিশাস্ত্রে তথৈব চ। দ্বেষং যঃ কুরুতে মর্ত্ত্যো ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ॥ ৪১
পিতৃদেবার্চ্চনং যো বা ত্যজেদ্বেদনিরূপিতম্। যঃ করোতি নিষিদ্ধঞ্চ ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ॥ ৪২
যো নিন্দতি হৃষীকেশং তন্মন্ত্রোপাসকং তথা। পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ জ্ঞানানন্দং সনাতনম্॥ ৪৩
প্রধানং বৈষ্ণবানাঞ্চ দেবানাং সেব্যমীশ্বরম্। যে নার্চ্চয়ন্তি নিন্দন্তি ব্রহ্মহত্যাং লভন্তি তে॥ ৪৪
যে নিন্দন্তি মহাদেবীং কারণ-ব্রহ্মরূপিণীম্। সর্ব্বশক্তিস্বরূপাঞ্চ প্রকৃতিং সর্ব্বমাতরম্॥ ৪৫
সর্ব্বদেবস্বরূপাঞ্চ সর্ব্বেষাং বন্দিতাং সদা। সর্ব্বকারণরূপাঞ্চ ব্রহ্মহত্যাং লভন্তি তে॥ ৪৬
কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং রামনবমীঞ্চ সুপুণ্যদাম্। শিবরাত্রিং তথা চৈকাদশীং বারে রবেস্তথা॥ ৪৭
পঞ্চপর্ব্বাণি পুণ্যানি যে ন কুর্ব্বন্তি মানবাঃ। লভন্তি ব্রহ্মহত্যাং তে চাণ্ডালাধিকপাপিনঃ॥ ৪৮
অম্বুবাচ্যাং ভূখননং জলশৌচাদিকঞ্চ যে। কুর্ব্বন্তি ভারতে বর্ষে ব্রহ্মহত্যাং লভন্তি তে॥ ৪৯
গুরুঞ্চ মাতরং তাতং সাধ্বীং ভার্য্যাং সুতং সুতাম্। অনিন্দ্যাং যো ন পুষ্ণাতি ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ॥ ৫০
বিবাহো যস্য ন ভবেন্ন পশ্যতি সুতস্তু যঃ। হরিভক্তিবিহীনো যো ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ॥ ৫১
হরেরনৈবেদ্যভোজী নিত্যং বিষ্ণুং ন পূজয়েৎ। পূণ্যং পার্থিবলিঙ্গঞ্চ ব্রহ্মহাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৫২
গোপ্রহারং প্রকুর্ব্বন্তং দৃষ্ট্বা যো ন নিবারয়েৎ। যাতি গোবিপ্রয়োর্মধ্যে গোহত্যাং হি লভেত্তু সঃ॥ ৫৩
দণ্ডৈর্গাস্তাড়য়েন্মূঢ়ো যো বিপ্রো বৃষবাহনঃ। দিনে দিনে গোবধঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫৪
দদাতি গোভ্য উচ্ছিষ্টং ভোজয়েদ্ বৃষবাহকম্। ভুনক্তি বৃষবাহান্নং স গোহত্যাং লভেদ্ ধ্রুবম্॥ ৫৫
বৃষলীপতিং যাজয়েদ্ যো ভুঙ্‌ক্তেঽন্নং তস্য যো নরঃ। গোহত্যাশতকং সোঽপি লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫৬
পাদং দদাতি বহ্নৌ যো গাশ্চ পাদেন তাড়য়েৎ। গেহং বিশেদধৌতাঙ্ঘ্রিঃ স্নাত্বা গোবধমাপ্নুয়াৎ॥ ৫৭
যো ভুঙ্‌ক্তেঽস্নিগ্ধপাদেন শেতে স্নিগ্ধাঙ্ঘ্রিরেব চ। সূর্য্যোদয়ে চ যো ভুঙ্‌ক্তে স গোহত্যাং লভেদ্ ধ্রুবম্॥ ৫৮
অবীরান্নঞ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে যোনিজীব্যস্য চ দ্বিজঃ। যস্ত্রিসন্ধ্যাবিহীনশ্চ গোহত্যাং লভতে চ সঃ॥ ৫৯
স্বভর্ত্তরি চ দেবে বা ভেদবুদ্ধিং করোতি যা। কটূক্ত্যা তাড়য়েৎ কান্তং সা গোহত্যাং লভেদ্ ধ্রুবম্॥ ৬০
গোমার্গবর্জ্জনং কৃত্বা দদাতি শস্যমেব বা। তড়াগে বা তু দুর্গে বা স গোহত্যাং লভেদ্ ধ্রুবম্॥ ৬১

নির্গুণ কৃষ্ণ ও ঈশানে যে ভেদবুদ্ধি করে এবং যে শক্তিভক্তে ও শক্তি-শাস্ত্রে বিদ্বেষ করে, সেও ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হয়। যে ব্যক্তি বেদবিহিত দেবতা ও পিতৃগণের পূজা না করে, বা অপরকে নিষেধ করে এবং সে যাবতীয় পবিত্রের মধ্যে পবিত্র হৃষীকেশ ও তাঁহার মন্ত্রোপাসককে নিন্দা করে, সে ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হয়। আর হে সতি! যিনি সকলের শক্তি-স্বরূপ ও সকলের মাতা, সকলেই যাঁহাকে বন্দনা করেন, যিনি সর্ব্বদেবীস্বরূপা ও সকলের আদি এবং কারণ-ব্রহ্মরূপিণী সেই সর্ব্বকারণরূপা মহাদেবী প্রকৃতিকে যাহারা নিন্দা করে, তাহারাও ব্রহ্মহত্যার পাতকে লিপ্ত হইয়া থাকে। ৩৮-৪৫

যে সকল ব্যক্তি, পুণ্যদায়ক জন্মাষ্টমী, রামনবমী, শিবরাত্রি, একাদশী, রবিবার এবং পঞ্চ পর্ব্বদিনের কর্ত্তব্য পালন না করে, চণ্ডালাপেক্ষাও অধিক সেই পাপিষ্ঠ মানবগণ ব্রহ্মহত্যা-পাতক লাভ করিয়া থাকে। হে বৎসে! ভারতে যে মানব অম্বুবাচীতে মৃত্তিকা-খনন ও সাধারণ দিনে জলে মূত্রাদি ত্যাগ করে; গুরু, মাতা, পিতা, সাধ্বী ভার্য্যা এবং পুত্র কন্যাকে পোষণ না করে, তাহারও ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। যে ব্যক্তি অবিবাহিত ও পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত এবং যে মানব হরিভক্তিবিহীন আর যে মনুষ্য, প্রত্যহ বিষ্ণু ও পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজায় বিমুখ হয় এবং বিষ্ণুর অনিবেদিত বস্তু ভোজন করে, তাহাকেও ব্রহ্মহত্যা-পাপ সঞ্চয় করিতে হয়। আর গোকে আহার বা পানসময়ে নিবারণ করিলে এ গো-ব্রাহ্মণের মধ্য দিয়া গমন করিলেও গো-হত্যার পাপ হয়। ৪৬-৫২

যে বিপ্র বৃষবাহক হইয়া দণ্ডদ্বারা গোগণকে তাড়না করে, সেই মূঢ় প্রতিদিন গোহত্যা পাপে লিপ্ত হয়, সন্দেহ নাই; এবং যে ব্যক্তি গোগণকে উচ্ছিষ্ট দান করে, বা বৃষবাহক দ্বারা যাজন-কার্য্য নির্ব্বাহ করে, অথবা বৃষবাহকের অন্ন সকলকে ভোজন করায়, তাহাকে নিশ্চয় গোহত্যার ভাগী হইতে হয়। যে মানব বৃষলীপতি-দ্বারা যাজন করায় অথবা তাহার অন্ন ভোজন করে, সে শত গোহত্যা পাপে লিপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই এবং অগ্নিতে পাদক্ষেপ, পাদদ্বারা গো তাড়ন আর স্নানান্তে পাদপ্রক্ষালন না করিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেও গোবধের ভাগী হয়। যে ব্যক্তি অপ্রক্ষালিত পদে ভোজন বা অক্ষালিত-পদে অধ্যয়ন অথবা এক সূর্য্যে দুইবার ভোজন করে, নিশ্চয় তাহার গো-হত্যার পাতক হইয়া থাকে। ৫৩-৫৭

যে ব্রাহ্মণ যোনিজীবী, অবীরান্ন ভোজী বা ত্রিসন্ধ্যা-বিহীন, নিশ্চয় তাহার গো-হত্যার পাপ হয় এবং যে রমণী, নিজ স্বামীতে ও দেবতায় ভেদবুদ্ধি করে ও কটুবাক্যে স্বামীকে ক্লেশ দেয়, সে নিশ্চয় গো-হত্যার পাপ গ্রহণ করে। গো মার্গ রোধ করিয়া তাহাতে অথবা তড়াগে বা তাহার উপরিভাগে

প্রায়শ্চিত্তে গোবধস্য যঃ করোতি ব্যতিক্রমম্। পুত্রলোভাদথাজ্ঞানাৎ স গোহত্যাং লভেদ্ ধ্রুবম্। ৬২
রাজকে দৈবকে যত্নাদ্গোস্বামী গাং ন রক্ষতি। দুঃখং দদাতি যো মূঢ়ো গোহত্যাং স লভেদ্ ধ্রুবম্। ৬৩
প্রাণিনো লঙ্ঘয়েৎ যো হি দেবার্চ্চামনলং জলম্। নৈবেদ্যং পুষ্পমন্নঞ্চ স গোহত্যাং লভেদ্ ধ্রুবম্। ৬৪
শশ্বন্নাস্তীতি যো বাদী মিথ্যাবাদী প্রতারকঃ। দেবদ্বেষী গুরুদ্বেষী স গোহত্যাং লভেদ্ ধ্রুবম্। ৬৫
দেবতাপ্রতিমাং দৃষ্ট্বা গুরুং বা ব্রাহ্মণং সতি। সম্ভ্রমান্ন নমেদ্ যো হি স গোহত্যাং লভেদ্ ধ্রুবম্। ৬৬
ন দদাত্যাশিষং কোপাৎ প্রণতায় চ যো দ্বিজঃ। বিদ্যার্থিনে চ বিদ্যাঞ্চ স গোহত্যাং লভেদ্ ধ্রুবম্। ৬৭
গোহত্যা বিপ্রহত্যা চ কথিতা চাতিদেশিকী। গম্যাং স্ত্রিয়ং নৃণামেব নিবোধ কথয়ামি তে। ৬৮
স্বস্ত্রী গম্যা চ সর্ব্বেষামিতি বেদানুশাসনম্। অগম্যা চ তদন্যা যা চেতি বেদবিদো বিদুঃ। ৬৯
সামান্যং কথিতং সর্ব্বং বিশেষং শৃণু সুন্দরি। অত্যগম্যা হি যা যাশ্চ নিবোধ কথয়ামি তাঃ। ৭০
শূদ্রাণাং বিপ্রপত্নী চ বিপ্রাণাং শূদ্রকামিনী। অত্যগম্যা চ নিন্দ্যা চ লোকে বেদে পতিব্রতে। ৭১
শূদ্রশ্চ ব্রাহ্মণীং গত্বা ব্রহ্মহত্যাশতং লভেৎ। তৎসমং ব্রাহ্মণী চাপি কুম্ভীপাকং লভেদ্ ধ্রুবম্। ৭২
শূদ্রাণাং বিপ্রপত্নী চ বিপ্রাণাং শূদ্রকামিনী। যদি শূদ্রাং ব্রজেদ্বিপ্রো বৃষলীপতিরেব সঃ। ৭৩
স ভ্রষ্টো বিপ্রজাতেশ্চ চাণ্ডালাৎ সোঽধমঃ স্মৃতঃ। বিষ্ঠাসমশ্চ তৎপিণ্ডো মূত্রং তস্য চ তর্পণম্। ৭৪
ন পিতৄণাং সুরাণাঞ্চ তদ্দত্তমুপতিষ্ঠতি। কোটিজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তস্যার্চ্চাতপসার্জ্জিতম্।
দ্বিজস্য বৃষলীলোভান্নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ। ৭৫
ব্রাহ্মণশ্চ সুরাপীতি বিড়্ভোজী বৃষলীপতিঃ। তপ্তমুদ্রাদগ্ধদেহ-স্তপ্তশূলাঙ্কিতস্তথা।
হরিবাসরভোজী চ কুম্ভীপাকং ব্রজেদ্দ্বিজঃ। ৭৬
গুরুপত্নীং রাজপত্নীং সপত্নীমাতরং ধ্রুবম্। সুতাং পুত্রবধূং শ্বশ্রূং সগর্ভাং ভগিনীং সতীম্। ৭৭
সোদরভ্রাতৃজায়াঞ্চ মাতুলানীং পিতুঃ প্রসূম্। মাতুঃ প্রসূং তৎস্বসারং ভগিনীং ভ্রাতৃকন্যকাম্। ৭৮
শিষ্যাং শিষ্যস্য পত্নীঞ্চ ভাগিনেয়স্য কামিনীম্। ভ্রাতুঃ পুত্রপ্রিয়াঞ্চৈবাত্যগম্যা আহ পদ্মজঃ। ৭৯

শস্য-বপন করিলেও নিশ্চয় গো-হত্যার পাপ হয়। যে ব্যক্তি পুত্রলোভে বা অজ্ঞানতা-নিবন্ধন পুত্রকৃত গো-বধ-প্রায়শ্চিত্তের ব্যতিক্রম করে, নিশ্চয় তাহাকেও গো-হত্যা-পাপে পাপী হইতে হয়। যে গো-স্বামী রাজকীয় বা দৈব উপদ্রব হইতে গোকে রক্ষা না করে, এবং তাহাদিগকে দুঃখ দান করে, সেই মূঢ় গো-বধের ভাগী হয়। কোন প্রাণী, দেব-প্রতিমা, অগ্নি জল নৈবেদ্য, পুষ্প বা অন্ন লঙ্ঘন করিলেও গো-হত্যার পাপী হইতে হয়। যে ব্যক্তি বারংবার "নাস্তি" এই বাক্য প্রয়োগ করে, অথবা যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী বা প্রতারক, কিংবা দেবতা ও গুরুর দ্বেষকারী,—সেও গো-হত্যা-পাপ লাভ করে। হে সতি! যে ব্যক্তি, দেবতা-প্রতিমা, গুরু বা ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম না করে, যে দ্বিজ কোপবশতঃ প্রণতকে আশীর্ব্বাদ না করে এবং বিদ্যার্থীকে বিদ্যা দান করিতে বিমুখ হয়, তাহারও গো-বধের পাপ হয়, সংশয় নাই। ৫৮-৬৬

আমি তোমার নিকট আতিদেশিক অর্থাৎ আরোপিত গো-হত্যা ও ব্রহ্মহত্যার বিষয় যাহা সূর্য্যদেবের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম, সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে কোন স্ত্রী গম্যা বা অগম্যা, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে,—আপনার স্ত্রীই গম্যা ও অন্যান্য যাবতীয় স্ত্রীই অগম্যা, ইহা বেদে নিরূপিত আছে। হে সুন্দরি! সামান্যাকারে এই সমুদয় কথিত হইয়াছে;—এক্ষণে বিশেষ শ্রবণ কর;—তাহার মধ্যে যে যে স্ত্রী অতিশয় অগম্যা, তাহাই বলিতেছি। হে পতিব্রতে! শূদ্রগণের ব্রাহ্মণপত্নী ও ব্রাহ্মণগণের শূদ্রপত্নী অতিশয় অগম্যা এবং লোক ও বেদে নিন্দনীয়া। শূদ্র, ব্রাহ্মণীগমন করিলে শত ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হয় এবং ঐ ব্রাহ্মণীও ঐরূপ পাপলিপ্তা হইলে, কুম্ভীপাক নরকে গমন করে। ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রপত্নী গমন এবং শূদ্রের বিপ্রপত্নী গমন একান্ত নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ শূদ্রপত্নীতে উপগত হইলে বৃষলীপতি বলিয়া অভিহিত হয় এবং সে ব্রাহ্মণ জাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া চণ্ডাল অপেক্ষা অধম হয়। হে সতি! সেই পাপিষ্ঠের প্রদত্ত পিণ্ড ও জল পিতৃগণের পক্ষে বিষ্ঠা ও মূত্রের সমান হইয়া থাকে। তৎপ্রদত্ত দ্রব্য সমস্ত দেবগণ এবং পিতৃগণের নিকট উপস্থিত হয় না। অধিক কি ব্রাহ্মণের শূদ্রালোভে কোটিজন্মকৃত দেবপূজা ও তপস্যাদ্বারা উপার্জ্জিত পুণ্যও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৬৭-৭৪

ব্রাহ্মণ, সুরাপায়ী বিষ্ঠাভোজী, বৃষলীপতি হইলে ও একাদশীতে ভোজনকারী হইলে; নিশ্চয় তপ্ত-মুদ্রায় দগ্ধদেহ এবং তপ্তশূলাঙ্কিত হইয়া, কুম্ভীপাকনরকে গমন করিয়া থাকে। হে সতি। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, গুরুপত্নী, রাজপত্নী, বিমাতা, মাতা, কন্যা, পুত্রবধূ, শ্বশ্রূ, সগর্ভা স্ত্রী, ভগিনী, সোদরভ্রাতৃপত্নী, মাতুলানী,

এতাঃ কামেন কান্তা যো ব্রজেদ্বৈ মানবাধমঃ। স মাতৃগামী বেদেষু ব্রহ্মহত্যাশতং ব্রজেৎ। ৮০
অকর্ম্মার্হোঽপ্যসংস্পৃশ্যো লোকে বেদে চ নিন্দিতঃ। স যাতি কুম্ভীপাকে চ মহাপাপী সুদুষ্করে। ৮১
করোত্যশুদ্ধাং সন্ধ্যাং বা ন সন্ধ্যাং বা করোতি চ। ত্রিসন্ধ্যাং বর্জ্জয়েদ্ যো বা সন্ধ্যাহীনশ্চ স দ্বিজঃ। ৮২
বৈষ্ণবঞ্চ তথা শৈবং শাক্তং সৌরঞ্চ গাণপম্। যোঽহঙ্কারান্ন গৃহ্লাতি মন্ত্রং সোঽদীক্ষিতঃ স্মৃতঃ। ৮৩
প্রবাহমবধিং কৃত্বা যাবদ্ধস্তচতুষ্টয়ম্। তত্র নারায়ণঃ স্বামী গঙ্গাগর্ভান্তরে বসেৎ। ৮৪
তত্র নারায়ণক্ষেত্রে মৃতো যাতি হরেঃ পদম্। বারাণস্যাং বদর্য্যাঞ্চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। ৮৫
পুষ্করে হরিহরক্ষেত্রে প্রভাসে কামরূপস্থলে। হরিদ্বারে চ কেদারে তথা মাতৃপুরেঽপি চ। ৮৬
সরস্বতীনদী-তীরে পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে। গোদাবর্য্যাঞ্চ কৌশিক্যাং ত্রিবেণ্যাঞ্চ হিমালয়ে। ৮৭
এষু তীর্থেষু যো দানং প্রতিগৃহ্লাতি কামতঃ। স চ তীর্থপ্রতিগ্রাহী কুম্ভীপাকে প্রয়াতি সঃ। ৮৮
শূদ্রসেবী শূদ্রযাজী গ্রামযাজীতি কীর্ত্তিতঃ। তথা দেবোপজীবী চ দেবলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ৮৯
শূদ্রপাকোপজীবী যঃ সূপকার ইতি স্মৃতঃ। সন্ধ্যাপূজনহীনশ্চ প্রমত্তঃ পতিতঃ স্মৃতঃ। ৯০
উক্তং সর্ব্বং ময়া ভদ্রে লক্ষণং বৃষলীপতেঃ। এতে মহাপাতকিনঃ কুম্ভীপাকং প্রযান্তি তে। ৯১
কুণ্ডান্যন্যানি যে যান্তি নিবোধ কথয়ামি তে। ৯২

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে যমসাবিত্রীসংবাদে বিবিধকুণ্ডবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৪।

পিতামহী, মাতামহী, মাতৃভগিনী ভ্রাতৃকন্যা, শিষ্যা, শিষ্যপত্নী, ভাগিনেয়-পত্নী এবং ভ্রাতুষ্পুত্র-পত্নী মনুষ্যগণের অতিশয় অগম্যা; যে মানবাধম ইহাদের মধ্যে এক কামিনী বা অনেক কামিনীতে উপগত হয়, সে মাতৃগামী হইয়া শত ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হয় এবং সেই মহাপাপী বৈধকর্ম্মের অনর্হ হয় ও লোকে ও বেদে নিন্দিত হইয়া অতি দুস্তর কুম্ভীপাক নরকে গমন করে। যে দ্বিজ, অশুদ্ধ সন্ধ্যা বা সন্ধ্যাত্যাগ করে, অথবা ত্রিসন্ধ্যা-বর্জ্জিত হয়, তাহাকে সন্ধ্যাহীন বল যায়। ৭৫-৮১

যে ব্যক্তি অহঙ্কার বশতঃ বিষ্ণুবিষয়ক, শিববিষয়ক, শক্তিবিষয়ক সূর্য্যবিষয়ক বা গণপতিবিষয়ক মন্ত্র গ্রহণে বিমুখ হয়, সেই অদীক্ষিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। গঙ্গার প্রবাহমধ্যে হস্তচতুষ্টয় পর্য্যন্ত স্থানে স্বামী নারায়ণ, সেই নারায়ণস্বামিক উৎকৃষ্ট গঙ্গার গর্ভ মধ্যে, পুরুষোত্তমে, বারাণসীতে বদরিকাশ্রমে, গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে, পুষ্করে, হরিক্ষেত্রে, প্রভাসে, কামরূপে, হরিদ্বারে, কেদারে, মাতৃপুরে, সরস্বতী-নদীতীরে, পবিত্র বৃন্দাবনে, গোদাবরী ও কৌশিকী নদীর তীরে, ত্রিবেণীতে বা হিমালয়ে যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক দান গ্রহণ করে,—তাহাকে তীর্থপ্রতিগ্রাহী বলা যায় এবং সেই তীর্থপ্রতিগ্রাহী কুম্ভীপাকনরকে গমন করিয়া থাকে। শূদ্রসেবী বা শূদ্রযাজী ব্যক্তি গ্রামযাজী বলিয়া কীর্ত্তিত; দেবতার অর্চ্চনা দ্বারা জীবিকাকারী ব্যক্তিই দেবল বলিয়া প্রসিদ্ধ। হে সাধ্বি। শূদ্রের পাককার্য্যই যাহার জীবিকা, তাহাকেই শূদ্রের সূপকার বলে, আর সন্ধ্যা ও দেবপূজা বিহীন ব্যক্তিই প্রমত্ত ও পতিত বলিয়া বিখ্যাত। বৃষলীপতির লক্ষণ পূর্ব্বপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে। এই সকল মহাপাতকিগণ কুম্ভীপাকনরকে গমন করে। এক্ষণে যাহারা অন্যান্য নরককুণ্ডে গমন করে, তাহাদিগের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। ৮২-৯১

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে যমসাবিত্রী-সংবাদে বিবিধকুণ্ড বর্ণন নামক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

ধর্ম্মরাজ উবাচ—

দেবসেবাং বিনা সাধ্বি ন ভবেৎ কর্ম্মকৃন্তনম্। শুদ্ধকর্ম্ম শুদ্ধবীজং নরকশ্চ কুকর্ম্মণা ॥ ১
পুংশ্চল্যন্নঞ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে যোঽস্যাং গচ্ছেৎ পতিব্রতে। স দ্বিজঃ কালসূত্রঞ্চ মৃতো যাতি সুদুর্গমম্ ॥ ২
শতবর্ষং কালসূত্রে স্থিরীভূতো ভবেদ্ ধ্রুবম্। তত্র জন্মনি রোগী চ ততঃ শুদ্ধো ভবেদ্দ্বিজঃ ॥ ৩
পতিব্রতা চৈকপত্নো দ্বিতীয়ে কুলটা স্মৃতা। তৃতীয়ে ধর্ষিণী জ্ঞেয়া চতুর্থে পুংশ্চলীত্যপি ॥ ৪
বেশ্যা চ পঞ্চমে ষষ্ঠে পুঙ্গী চ সপ্তমেঽষ্টমে। তত ঊর্দ্ধং মহাবেশ্যা সাস্পৃশ্যা সর্ব্বজাতিষু ॥ ৫
যো দ্বিজঃ কুলটাং গচ্ছেদ্ধর্ষিণীং পুংশ্চলীমপি। পুঙ্গীং বেশ্যাং মহাবেশ্যাং মৎস্যোদে যাতি নিশ্চিতম্ ॥ ৬
শতাব্দং কুলটাগামী ধৃষ্টাগামী চতুর্গুণম্। ষড়্‌গুণং পুংশ্চলীগামী বেশ্যাগামী গুণাষ্টকম্ ॥ ৭
পুঙ্গীগামী দশগুণং বসেত্তত্র ন সংশয়ঃ। মহাবেশ্যাকামুকশ্চ ততো দশগুণং বসেৎ ॥ ৮
তত্রৈব যাতনাং ভুঙ্‌ক্তে যমদূতেন তাড়িতঃ। তিত্তিরিঃ কুলটাগামী ধৃষ্টাগামী চ বায়সঃ ॥ ৯
কোকিলঃ পুংশ্চলীগামী বেশ্যাগামী বৃকঃ স্মৃতঃ। পুঙ্গীগামী শূকরশ্চ সপ্তজন্মনি ভারতে।
মহাবেশ্যাপ্রগামী চ জায়তে শাল্মলীতরুঃ ॥ ১০
যো ভুঙ্‌ক্তে জ্ঞানহীনশ্চ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। অরুন্তুদং স যাত্যেবাপ্যন্নমানাব্দমেব চ ॥ ১১
ততো ভবেন্মানবশ্চাপ্যুদরে রোগপীড়িতঃ। গুল্মযুক্তশ্চ কাণশ্চ দন্তহীনস্ততঃ শুচিঃ ॥ ১২
বাক্‌প্রদত্তাং স্বকন্যাঞ্চ যোঽন্যস্মৈ প্রদদাতি চ। স বসেৎ পাংসুকুণ্ডে চ তদ্ভোজী শতবৎসরম্ ॥ ১৩
তদ্দ্রব্যাহারী যঃ সাধ্বি পাংশুবেষ্টে শতাব্দকম্। নিবসেচ্ছরশয্যায়াং যমদূতেন তাড়িতঃ ॥ ১৪
ভক্ত্যা ন পূজয়েদ্বিপ্রং শিবলিঙ্গঞ্চ পার্থিবম্। স যাতি শূলিনঃ পাপাচ্ছূলপ্রোতং সুদারুণম্ ॥ ১৫
স্থিত্বা শতাব্দং তত্রৈব শ্বাপদঃ সপ্তজন্মসু। ততো ভবেদ্দেবলশ্চ সপ্তজন্ম ততঃ শুচিঃ ॥ ১৬
করোতি কুণ্ঠিতং বিপ্রং যদ্ভিয়া কম্পতে দ্বিজঃ। প্রকম্পনে বসেৎ সোঽপি বিপ্রলোমাব্দমেব চ ॥ ১৭
প্রকোপবদনা কোপাৎ স্বামিনং যা চ পশ্যতি। কটূক্তিং তং প্রবদতি সোল্মুকং সম্প্রয়াতি হি ॥ ১৮

যম বলিলেন, হে সাধ্বি! দেবসেবাভিন্ন কিছুতেই কর্ম্মের খণ্ডন হয় না। দেখ, জীবগণের শুভকর্ম্ম পবিত্রতার কারণ ও কুকর্ম্মের ফলে নরকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে পতিব্রতে! যে দ্বিজ, পুংশ্চলী বা বেশ্যার অন্ন ভোজন করে, তাহাকে অতি দুর্গম কালসূত্র নরকে শতবর্ষ অবস্থান করিয়া পরে নিশ্চয় রোগগ্রস্ত শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণান্তে শুদ্ধি লাভ করিয়া পুনরায় দ্বিজ হইতে হয়। যে স্ত্রী এক পতিরই সেবা করে, তাহাকে পতিব্রতা এবং দ্বিতীয় পুরুষসেবিনীকে কুলটা, তৃতীয় পুরুষসেবিনীকে ধর্ষিণী, চতুর্থ পুরুষসেবিনীকে পুংশ্চলী, পঞ্চম ষষ্ঠ পুরুষসেবিনীকে বেশ্যা এবং সপ্তম অষ্টম পুরুষসেবিনীকে পুঙ্গী ও এতদতিরিক্ত পুরুষ-সংসর্গিণীকে মহাবেশ্যা বলে। ঐ মহাবেশ্যা সর্ব্বজাতির অস্পৃশ্যা। যে দ্বিজ, কুলটা ধর্ষিণী, পুংশ্চলী, পুঙ্গী, বেশ্যা বা মহাবেশ্যাতে উপগত হয়, সে মৎস্যোদ নরকে গমন করে। কিন্তু কুলটা-গামী শত বর্ষ, ধর্ষিণীগামী তদপেক্ষা চতুর্গুণকাল, পুংশ্চলীগামী তদপেক্ষা ষড়্‌গুণকাল, পুঙ্গীগামী দশগুণকাল ও মহাবেশ্যাগামী তদপেক্ষা দশগুণকাল সেই নরকে বাস করে; ঐ সকল পাপাত্মারা ঐ নরকে আমার দূতগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া অশেষ যাতনাভোগ করিয়া থাকে। অনন্তর কুলটাগামী— তিত্তিরী, ধর্ষিণীগামী—কাক, পুংশ্চলীগামী—কোকিল, বেশ্যাগামী—বৃক, পুঙ্গীগামী—শূকর, মহাবেশ্যা-গামী—শ্মশানের শাল্মলী বৃক্ষ সপ্তজন্ম হইয়া থাকে। ১-১০

যে ব্যক্তি জ্ঞানশূন্য হইয়া চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ সময়ে ভোজন করে, অন্ন-পরিমাণ বৎসর অরুন্তুদ নরকে তাহার বাস হয়, পরে সে উদরী ও গুল্মরোগগ্রস্ত এবং কাণ ও দন্তহীন মনুষ্য হয় ও তদ্দেহান্তে শুদ্ধিলাভ করে। বাগ্দত্তা কন্যাকে অন্যের হস্তে অর্পণ করিলে, শত বৎসর পাংশুকুণ্ড নরকে পাংশু ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে হয়। হে সাধ্বি। যে ব্যক্তি কন্যা বিক্রয় করে, তাহাকে শত বর্ষ পাংশুবেষ্ট নরকে আমার দূতগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া শরশয্যায় বাস করিতে হয়; এবং যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজা না করে, সে শিবকোপে সুদারুণ শূল-প্রোত নরকে শতবর্ষ বাস করিয়া শেষে সপ্তজন্ম শ্বাপদ জন্ম গ্রহণান্তে পুনরায় সপ্তজন্ম দেবল ব্রাহ্মণ হইয়া পরিণামে শুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের দণ্ড করে, অথবা যাহার ভয়ে ব্রাহ্মণগণ কম্পিত হন, সেই পাপাত্মা ব্রাহ্মণের লোম পরিমিত বর্ষ প্রকম্পন নরকে বাস করে। যে রমণী কোপভরে বিকৃতমুখী হইয়া স্বামীকে দর্শন বা তাহার প্রতি কটুবাক্য

উল্কাং দদাতি তদ্বক্ত্রে সততং মম কিঙ্করঃ। দণ্ডেন তাড়য়েন্মূর্দ্ধ্নি তল্লোমাব্দপ্রমাণকম্ ॥ ১৯
ততো ভবেন্মানবী চ বিধবা সপ্তজন্মসু। সা ভুক্ত্বা চৈব বৈধব্যং ব্যাধিযুক্তা ততঃ শুচিঃ ॥ ২০
যা ব্রাহ্মণী শূদ্রভোগ্যা চান্ধকূপে প্রয়াতি সা। তপ্তশৌচোদকে ধ্বান্তে তদাহারা দিবানিশম্ ॥ ২১
নিবসেদতিসন্তপ্তা যমদূতেন তাড়িতা। শৌচোদকে নিমগ্না সা যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২২
কাকী জন্ম সহস্রাণি শতজন্মানি শূকরী। শৃগালী শতজন্মানি শতজন্মানি কুক্কুটী ॥ ২৩
পারাবতী সপ্তজন্ম বানরী সপ্তজন্মসু। ততো ভবেৎ সা চাণ্ডালী সর্ব্বভোগ্যা চ ভারতে ॥ ২৪
ততো ভবেচ্চ রজকী যক্ষ্মগ্রস্তা চ পুংশ্চলী। ততো কুষ্ঠযুতা তৈলকারী শুদ্ধা ভবেত্ততঃ ॥ ২৫
নিবসেদ্বেধনে বেশ্যা পুংশ্চী চ দণ্ডতাড়নে। জলরন্ধ্রে বসেদ্বেশ্যা কুলটা দেহচূর্ণকে ॥ ২৬
স্বৈরিণী দলনে চৈব ধৃষ্টা চ শোষণে তথা। নিবসেদ্ যাতনাযুক্তা মম দূতেন তাড়িতা ॥ ২৭
বিণ্মূত্রভক্ষা সততং যাবন্মন্বন্তরং সতি। ততো ভবেদ্বিট্কৃমিশ্চ লক্ষবর্ষং ততঃ শুচিঃ ॥ ২৮
ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণীং গচ্ছেৎ ক্ষত্রিয়াং বাপি ক্ষত্রিয়ঃ। বৈশ্যো বৈশ্যাঞ্চ শূদ্রাং বা শূদ্রশ্চাপি ব্রজেদ্ যদি ॥ ২৯
সবর্ণপরদারৈশ্চ কষায়ং যান্তি তে জনাঃ ॥ ৩০
ভুক্ত্বা কষায়ং তপ্তোদং নিবসেদ্বা শতাব্দকম্। ততো বিপ্রো ভবেচ্ছুদ্ধস্ততো বৈ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
যোষিতশ্চাপি শুধ্যন্তীত্যেবমাহ পিতামহঃ ॥ ৩১
ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণীং গচ্ছেদ্বৈশ্যো বাপি পতিব্রতে। মাতৃগামী ভবেৎ সোঽপি শূর্পে চ নরকে বসেৎ ॥ ৩২
শূর্পাকারৈশ্চ কৃমিভি র্ব্রাহ্মণ্যা সহ ভক্ষিতঃ। প্রতপ্তমূত্রভোজী চ যমদূতেন তাড়িতঃ ॥ ৩৩
তত্রৈব যাতনাং ভুঙ্ক্তে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। সপ্তজন্ম বরাহশ্চ ছাগলশ্চ ততঃ শুচিঃ ॥ ৩৪
করে ধৃত্বা তু তুলসীং প্রতিজ্ঞাং যো ন পালয়েৎ। মিথ্যা বা শপথং কুর্য্যাৎ স চ জ্বালামুখং ব্রজেৎ ॥ ৩৫
গঙ্গাতোয়ং করে কৃত্বা প্রতিজ্ঞাং যো ন পালয়েৎ। শিলাং বা দেবপ্রতিমাং স চ জ্বালামুখং ব্রজেৎ ॥ ৩৬
দত্ত্বা দক্ষিণহস্তঞ্চ প্রতিজ্ঞাং যো ন পালয়েৎ। স্থিত্বা দেবগৃহে বাপি স চ জ্বালামুখং ব্রজেৎ ॥ ৩৭
আস্পৃশ্য ব্রাহ্মণং গাঞ্চ জ্বালাবহ্নিং ব্রজেদ্দ্বিজঃ। ন পালয়েৎ প্রতিজ্ঞাঞ্চ স চ জ্বালামুখং ব্রজেৎ ॥ ৩৮
মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যশ্চ বিশ্বাসঘাতকঃ। মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদশ্চৈব স চ জ্বালামুখং ব্রজেৎ ॥ ৩৯

প্রয়োগ করে, সেই নারী স্বামীর লোমপরিমিত বৎসর উল্মুখ নরকে অবস্থান করে, সেই সময় আমার কিঙ্করগণ, তাহার মুখে উল্কা প্রদান ও মস্তকে দণ্ডাঘাত করিতে থাকে। পরে সে সপ্তজন্ম রোগগ্রস্তা বিধবা মানবী হইয়া বৈধব্য দুঃখ ভোগান্তে বিশুদ্ধিলাভ করে। ১১-২০

ব্রাহ্মণী, শূদ্রের ভোগ্যা হইলে, চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত তপ্ত শৌচোদ গাঢ় অন্ধকারযুক্ত অন্ধকূপ নরকে নিমগ্না হইয়া দিবানিশি অনাহারে শৌচোদক পান ও আমার কিঙ্করগণের তাড়না সহ্য করিয়া থাকে। পরে সহস্র জন্ম কাকী, শতজন্ম শূকরী, শতজন্ম কুক্কুটী, সপ্তজন্ম শৃগালী, সপ্তজন্ম পারাবতী ও সপ্তজন্ম বানরী হইয়া পরিশেষে ভারতে সর্ব্বভোগ্যা চাণ্ডালী হইয়া দেহ ধারণান্তে পুনরায় যক্ষ্মারোগগ্রস্তা পুংশ্চলী রজকী ও কুষ্ঠযুক্তা তৈলকারী হইয়া পরিণামে শুদ্ধ হয়। বেশ্যা—বেধন নরকে, পুংশ্চী,—দণ্ডতাড়ন নরকে, মহাবেশ্যা,—জলরন্ধ্র নরকে, কুলটা—দেহচূর্ণক নরকে, পুংশ্চলী—দলন নামক নরকে, ধর্ষিণী,—শোষণ নরকে বাস করিয়া আমার দূতগণের তাড়না ও অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। হে সতি! সেই সেই স্থানে মন্বন্তর পর্য্যন্ত বিষ্ঠা মূত্র ভোজন করিয়া পরে লক্ষ বর্ষ বিষ্ঠার কৃমি হইয়া ভোগাবসানে শুচি হয়। ২১-২৮

আর ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্য বৈশ্যাতে ও শূদ্র শূদ্রাতে গমন করিলে, সেই সবর্ণ-পরদার গমনকারী ব্রাহ্মণাদি, ব্রাহ্মণ্যাদি পরদারের সহিত দ্বাদশবৎসর কষায় নামক নরকে বাস করিয়া তপ্ত কষায়োদক-পান করিতে থাকে। পরে সেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি এবং সেই সকল যোষিদ্গণও শুদ্ধিলাভ করে, এই কথা ব্রহ্মা বলিয়াছেন। হে পতিব্রতে! ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, ব্রাহ্মণীগমন করিলে মাতৃগামী হইয়া শূর্পনরকে গমন করে এবং তথায় সেই ব্রাহ্মণীর সহিত শূর্পাকার কৃমিগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত ও আমার দূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হয় ও প্রতপ্ত মূত্র ভোজনপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত যাতনা ভোগ করিয়া পরে সপ্তজন্ম বরাহ ও সপ্তজন্ম ছাগযোনি প্রাপ্তির পর পবিত্র হয়। ২৯-৩৪

যে ব্যক্তি, হস্তে তুলসী গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পালন না করে, অথবা মিথ্যা শপথ করে, সে জ্বালামুখ নরকে গমন করিয়া থাকে। গঙ্গাজল, শালগ্রাম শিলা বা দেবতা প্রতিমা স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়া তাহার পালন না করিলে, দেবালয়ে দক্ষিণহস্তে দেবপ্রতিমা গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পালন না করিলে, কেহ ব্রাহ্মণস্পর্শপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পালন না করিলে, আর মিত্র-দ্রোহী, কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক বা মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদ হইলে, চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত জ্বালামুখ নরকে আমার

এতে এত বসন্ত্যেব যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ । তথাঙ্গারপ্রদগ্ধাশ্চ যমদূতেন তাড়িতাঃ ॥ ৪০
চাণ্ডালস্তুলসীং স্পৃষ্ট্বা সপ্তজন্ম ততঃ শুচিঃ ॥ ৪১
ম্লেচ্ছো গঙ্গাজলস্পর্শী পঞ্চজন্ম ততঃ শুচিঃ। শিলাস্পর্শী বিট্‌কৃমিশ্চ সপ্তজন্মসু সুন্দরি ॥ ৪২
অর্চ্চাস্পর্শী ব্রহ্মকৃমিঃ সপ্তজন্ম ততঃ শুচিঃ। দক্ষহস্তপ্রদাতা স সর্পশ্চ সপ্তজন্মসু ॥ ৪৩
ততো ভবেদ্ ব্রহ্মহীনো মানবশ্চ ততঃ শুচিঃ। মিথ্যাবাদী দেবগৃহে দেবলঃ সপ্তজন্মসু ॥ ৪৪
বিপ্রাদিস্পর্শকারী চ ব্যাঘ্রজাতির্ভবেদ্ ধ্রুবম্। ততো ভবেচ্চ মূকঃ স বধিরশ্চ ত্রিজন্মনি ॥ ৪৫
ভার্য্যাহীনো বন্ধুহীনো বংশহীনস্ততঃ শুচিঃ ॥ ৪৬
মিত্রদ্রোহী চ নকুলঃ কৃতঘ্নশ্চাপি গণ্ডকঃ। বিশ্বাসঘাতী ব্যাঘ্রশ্চ সপ্তজন্মসু ভারতে ॥ ৪৭
মিথ্যাসাক্ষী চ বক্তব্যে মণ্ডূকঃ সপ্তজন্মসু। পূর্ব্বান্ সপ্তাপরান্ সপ্ত পুরুষান্ হন্তি চাত্মনঃ ॥ ৪৮
নিত্যক্রিয়াবিহীনশ্চ জড়ত্বেন বৃতো[১] দ্বিজঃ। যস্যানাস্থা বেদবাক্যে মন্দং হসতি সন্ততম্ ॥ ৪৯
জলজন্তুর্ভবেৎ সোঽপি শতজন্ম ক্রমেণ চ। ততো নানাপ্রকারশ্চ মৎস্যজাতিস্ততঃ শুচিঃ ॥ ৫০
যঃ করোত্যুপহাসঞ্চ দেবব্রাহ্মণযোর্ধনে। পাতয়িত্বা স পুরুষান্ দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্ ॥ ৫১
সোঽয়ং যাতি চ ধূম্রান্ধং ধূমধ্বান্তসমন্বিতম্। ধূমক্লিষ্টো ধূমভোজী বসেত্তত্র চতুর্যুগম্[২] ॥ ৫২
ততো মূষকজাতিশ্চ সপ্তজন্মসু ভারতে। ততো নানাবিধাঃ পক্ষিজাতয়ঃ কৃমিজাতিভিঃ ॥ ৫৩
ততো নানাবিধা বৃক্ষাঃ পশবশ্চ ততো নরঃ ॥ ৫৪
বিপ্রো দৈবজ্ঞজীবী চ বৈদ্যজীবী চিকিৎসকঃ। লাক্ষালোহাদিব্যাপারী রসাদিবিক্রয়ী চ যঃ ॥ ৫৫
স যাতি নাগবেষ্টঞ্চ নাগৈর্বেষ্টিতমেব চ। বসেৎ স লোমমানাব্দং তত্রৈব নাগপাশিতঃ ॥ ৫৬
ততো নানাবিধাঃ পক্ষিজাতয়শ্চ ততো নরঃ। ততো ভবেৎ স গণকো বৈদ্যশ্চ সপ্তজন্মসু।
গোপশ্চ কর্ম্মকারশ্চ রঙ্গকারস্ততঃ শুচিঃ ॥ ৫৭
প্রসিদ্ধানি চ কুণ্ডানি কথিতানি পতিব্রতে। অন্যানি চাপ্রসিদ্ধানি ক্ষুদ্রাণি সন্তি তত্র বৈ ॥ ৫৮
সন্তি পাতকিনস্তেষু স্বকর্ম্মফলভোগিনঃ। ভ্রমন্তি নানাযোনিঞ্চ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৫৯

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে যমসাবিত্রীসংবাদে অবশিষ্টকুণ্ডবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

দূতগণকর্তৃক তাড়িত ও অঙ্গাররাশিতে দগ্ধ হইয়া অবস্থান করিতে হয়। হে সুন্দরি। তুলসী স্পর্শপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাকারী চণ্ডাল গঙ্গাজল স্পর্শপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাকারী পঞ্চজন্ম ম্লেচ্ছ, শিলা স্পর্শপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাকারী সপ্তজন্ম বিষ্ঠার কৃমি, দেবপ্রতিমা স্পর্শপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাকারী সপ্তজন্ম ব্রাহ্মণগৃহস্থ কৃমি হইয়া পরিণামে শুদ্ধ হয়। দক্ষিণহস্ত স্পর্শপূর্ব্বক শপথকারী ব্যক্তি, সপ্তজন্ম সর্প হইয়া পরে বেদহীন মানবদেহ ধারণান্তে পবিত্র হয়। যে ব্যক্তি দেবল, যে ব্যক্তি বিপ্রাদি স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করে, সে সপ্তজন্ম নিশ্চয় ব্যাঘ্র হয় ; পরে জন্মত্রয় ভার্য্যাহীন, বন্ধুহীন, বংশহীন, মূক ও বধির হইয়া শেষে শুচি হইয়া থাকে। মিত্রদ্রোহী—সপ্তজন্ম নকুল, কৃতঘ্ন—গণ্ডক, বিশ্বাসঘাতী—ব্যাঘ্র এবং মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদানকারী সপ্তজন্ম ভারতে মণ্ডুক হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং ঐ মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা আপনার ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন সপ্ত পুরুষকে নিরয়-গামী করিয়া থাকে। যে দ্বিজ, জড়তানিবন্ধন নিত্যক্রিয়া-বিহীন, যে ব্যক্তি বেদবাক্যে অনাস্থা বা তচ্ছ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া থাকে, সে শতজন্ম ক্রমে জলজন্তু হইয়া শেষে নানা প্রকার মৎস্যজন্ম লাভের পর শুদ্ধি লাভ করে। ৩৫-৫০

যে ব্যক্তি দেবতা বা ব্রাহ্মণের ধনে উপহাস করে, সে আপনার পূর্ব্বাপর দশ পুরুষকে পাতিত করিয়া স্বয়ং ধূম ও গাঢ় অন্ধকারযুক্ত যমান্ধনামক নরকে চতুর্যুগ পর্য্যন্ত ধূমভোজনপূর্ব্বক ধূমহেতু অতিক্লেশে বাস করে। পরে ভারতে শতজন্ম মূষিক জাতি হইয়া শেষে নানাবিধ পক্ষিজাতি, কৃমিজাতি, বৃক্ষজাতি ও পশু হইবার পর মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণের দৈবজ্ঞবৃত্তি বা বৈদ্যবৃত্তি উপজীবিকা এবং যে ব্রাহ্মণ লাক্ষা, লৌহ ও রসাদি বিক্রয়কারী, সে নাগবেষ্টনামক নরকে নাগগণকর্তৃক বেষ্টিত ও দংশিত হইয়া নিজলোম-পরিমিত বৎসর বাস করে। তাহার পর নানাবিধ পক্ষিজাতি ও নরজাতি হইয়া পরে সপ্তজন্ম গণক ও বৈদ্য জন্মের পর পর্য্যায়ক্রমে গোপ, কর্ম্মকার এবং রঙ্গকার জাতি হইবার পর শুদ্ধ হয়। হে পতিব্রতে। সমুদয় প্রসিদ্ধ নরককুণ্ডের বিষয় প্রকাশ করিলাম, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরককুণ্ড আছে, তাহাতেও পাতকিগণ অবস্থানপূর্ব্বক স্বকর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে এবং পরে তাহারাও নানা যোনি ভ্রমণ করে। এক্ষণে পুনরায় কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, বল। ৫১-৫৯

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে যম-সাবিত্রী-সংবাদে অবশিষ্ট কুণ্ড-বর্ণন নামক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

১। যুতো। ২। চতুর্গুণং।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

সাবিত্র্যুবাচ—

ধর্ম্মরাজ মহাভাগ বেদবেদাঙ্গপারগ। নানাপুরাণেতিহাসে যৎ সারং তৎ প্রদর্শয়॥ ১
সর্ব্বেষু সারভূতং যৎ সর্ব্বেষ্টং সর্ব্বসম্মতম্। কর্ম্মচ্ছেদবীজরূপং প্রশস্তং সুখদং নৃণাম্॥ ২
সর্ব্বপ্রদঞ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বমঙ্গলকারণম্। ভয়ং দুঃখং ন পশ্যন্তি যেন বৈ সর্ব্বমানবাঃ॥ ৩
কুণ্ডানি তে ন পশ্যন্তি তেষু নৈব পতন্তি চ। ন ভবেদ্ যেন জন্মাদি তৎ কর্ম্ম বদ সাম্প্রতম্॥ ৪
কিমাকারাণি কুণ্ডানি তানি বা নির্ম্মিতানি চ। কে চ কেনৈব রূপেণ তত্র তিষ্ঠন্তি পাপিনঃ॥ ৫
স্বদেহে ভস্মসাদ্ভূতে যান্তি লোকান্তরং নরঃ। কেন দেহেন বা ভোগং করোতি চ শুভাশুভম্॥ ৬
সুচিরং ক্লেশভোগেন কথং দেহো ন নশ্যতি। দেহো বা কিংবিধো ব্রহ্মংস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥ ৭

নারায়ণ উবাচ—

সাবিত্রীবচনং শ্রুত্বা ধর্ম্মরাজো হরিং স্মরন্। কথাং কথিতুমারেভে কর্ম্মবন্ধনিকৃন্তনীম্॥ ৮

ধর্ম্মরাজ উবাচ—

বৎসে চতুর্ষু বেদেষু ধর্ম্মেষু সংহিতাসু চ। পুরাণেম্বিতিহাসেষু পাঞ্চরাত্রাদিকেষু॥ ৯
অন্যেষু ধর্ম্মশাস্ত্রেষু বেদাঙ্গেষু চ সুব্রতে। সর্ব্বেষ্টং সারভূতঞ্চ পঞ্চদেবানুসেবনম্॥ ১০
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-শোকসন্তাপনাশনম্। সর্ব্বমঙ্গলরূপঞ্চ পরমানন্দকারণম্॥ ১১
কারণং সর্ব্বসিদ্ধীনাং নরকার্ণবতারণম্। ভক্তিবৃক্ষাঙ্কুরকরং কর্ম্মবৃক্ষনিকৃন্তনম্॥ ১২
বিমোক্ষসোপানমিদ-মবিনাশিপদং স্মৃতম্। সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্য-সামীপ্যাদিপ্রদং শুভম্॥ ১৩
কুণ্ডানি যমদূতৈশ্চ রক্ষিতানি সা শুভে। নহি পশ্যন্তি স্বপ্নে চ পঞ্চদেবার্চ্চকা নরাঃ॥ ১৪
দেবীভক্তিবিহীনা যে তে পশ্যন্তি মমালয়ম্। যান্তি যে হরিতীর্থং বা শ্রয়ন্তি হরিবাসরম্॥ ১৫
প্রণমন্তি হরিং নিত্যং হর্য্যর্চ্চাং কলয়ন্তি চ। ন যান্তি তেঽপি ঘোরাঞ্চ মম সংযমিনীং পুরীম্॥ ১৬

সাবিত্রী বলিলেন, হে মহাভাগ ধর্ম্মরাজ। আপনি বেদবেদাঙ্গের পারদর্শী, অতএব নানাবিধ পুরাণ ও ইতিহাসের সাররহস্য আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন। যে যে কর্ম্ম সকলের শ্রেষ্ঠ, সকলের প্রার্থনীয় ও সর্ব্বসম্মত; যাহা কর্ম্মচ্ছেদের বীজস্বরূপ, অতি প্রশংসনীয় ও মানবগণের সুখপ্রদ; যাহা সমুদয় মঙ্গলের কারণ এবং যাহা সকলের সর্ব্বদায়ক, যাহার ফলে জীবগণকে ভয় বা দুঃখ দেখিতে হয় না এবং যাহা দ্বারা নরককুণ্ড দর্শন, তাহাতে পতন ও জন্মাদি যন্ত্রণা বিদূরিত হয়;—হে সুব্রত। তাহাই আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। দেব। কুণ্ড-সকলের আকার কি প্রকার? তাহাদিগের পরিমাণই বা কি? এবং কোন্ পাপিগণ কিরূপে সেই সকল কুণ্ডে সর্ব্বদা অবস্থান করে? আর নিজ দেহ ভস্মীভূত হইলে, মানবগণ কি প্রকার দেহে লোকান্তর গমনপূর্ব্বক শুভাশুভ কর্ম্ম ভোগ করিয়া থাকে? এবং সুচিরকাল ক্লেশভোগেই বা দেহ কিজন্য বিনষ্ট না হয়? ও ঐ দেহই বা কি প্রকার?—এই সমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ১-৭

হে নারদ। ধর্ম্মরাজ, সাবিত্রীর বাক্য শ্রবণে হরিকে স্মরণ করিয়া কর্ম্মবন্ধনচ্ছেদকর বাক্যসকল বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে বৎসে সুব্রতে। বেদচতুষ্টয়, সমুদয় ধর্ম্মসংহিতা, পুরাণ, ইতিহাস, পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় শাস্ত্র ও বেদাঙ্গ-মধ্যে শিব, শক্তি, বিষ্ণু, গণেশ ও সূর্য্য এই পঞ্চ দেবতার সেবাই সকলের প্রার্থনীয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মঙ্গলদায়ক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। উহা দ্বারা জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক ও সন্তাপসকল দূর হয়; পঞ্চদেবসেবা সমুদয় মঙ্গলস্বরূপ ও পরম আনন্দের নিদান। উক্ত পঞ্চদেবসেবনে সমুদয় সিদ্ধি ও নরকার্ণব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সে পঞ্চদেব-সেবা হইতেই ভক্তিরূপ বৃক্ষের অঙ্কুর ও কর্ম্মরূপ বৃক্ষের ছেদন হইয়া থাকে। শুভে। ঐ অবিনাশি-পদপ্রদ পঞ্চ দেবতার সেবাই গোলোকমার্গের সোপান এবং সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য ও সামীপ্যাদি মুক্তির প্রদান-কর্ত্তা। হে সতি। পঞ্চদেবতার অর্চ্চকগণ স্বপ্নেও কখন যমদূতরক্ষিত নরক কুণ্ড দেখিতে সমর্থ হয় না। যাহারা দেবী-ভক্তি-বিহীন, তাহারা আমার আকার দর্শন করে, যাহারা হরিতীর্থে গমন, হরিবাসরে অনশন, নিত্য হরিপ্রণাম ও হরিপ্রতিমার পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা কখনই আমার সংযমনী পুরীতে গমন করেন না। ৮-১৬

ত্রিসন্ধ্যপূতা বিপ্রাশ্চ শুদ্ধাচারসমন্বিতাঃ। নিবৃত্তিং নৈব লপ্স্যন্তি দেবীসেবাং বিনা নরাঃ ॥ ১৭
স্বধর্ম্মনিরতাচারাঃ স্বধর্ম্মনিরতাস্তথা। গচ্ছন্তি মৃত্যুলোকস্য দুর্দ্দর্শা মম কিঙ্করাঃ ॥ ১৮
ভীতাঃ শিবোপাসকেভ্যো বৈনতেয়াদিবোরগাঃ। স্বদূতং পাশহস্তঞ্চ গচ্ছন্তং বারয়াম্যহম্ ॥ ১৯
যান্তন্তি তে চ সর্ব্বত্র হরিদাসাশ্রয়ং বিনা। কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকাচ্চ বৈনতেয়াদিবোরগাঃ ॥ ২০
দেবীমন্ত্রোপাসকানাং নাম্নাশ্চৈব নিকৃন্তনম্। করোতি নখলেখন্যা চিত্রগুপ্তশ্চ ভীতবৎ ॥ ২১
মধুপর্কাদিকং তেষাং কুরুতে চ পুনঃ পুনঃ। বিলঙ্ঘ্য ব্রহ্মলোকঞ্চ লোকং গচ্ছন্তি তে সতি ॥ ২২
দুরিতানি চ নশ্যন্তি যেষাং সংস্পর্শমাত্রতঃ। তে মহাভাগ্যবন্তো হি সহস্রকুলপাবনাঃ ॥ ২৩
যথা চ প্রজ্বলদ্বহ্নৌ শুষ্কাণি চ তৃণানি চ। প্রাপ্নোতি মোহঃ সম্মোহং তাংশ্চ দৃষ্ট্বা চ ভীতবৎ ॥ ২৪
কামশ্চ কামিনং যাতি লোভক্রোধৌ ততঃ সতি। মৃত্যুঃ প্রলীয়তে রোগো জরা শোকো ভয়ং তথা।
কালঃ শুভাশুভং কর্ম্ম হর্ষো ভোগস্তথৈব চ ॥ ২৫
যে যে ন যান্তি তাং পীড়াং কথিতাস্তে ময়া সতি। শৃণু দেহবিবরণং কথয়ামি যথাগমম্ ॥ ২৬
পৃথিবীবায়ুরাকাশ-স্তেজস্তোয়মিতি স্ফুটম্। দেহিনাং দেহবীজঞ্চ স্রষ্টুঃ সৃষ্টিবিধৌ পরম্ ॥ ২৭
পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতৈর্যো দেহো নির্ম্মিতো ভবেৎ। স কৃত্রিমো নশ্বরশ্চ ভস্মসাচ্চ ভবেদিহ ॥ ২৮
বদ্ধোঽঙ্গুষ্ঠপ্রমাণশ্চ যো জীবঃ পুরুষঃ কৃতঃ। বিভর্ত্তি সূক্ষ্মং দেহং তং তদ্রূপং ভোগহেতবে।
স দেহো ন ভবেদ্ভস্ম জ্বলদগ্নৌ যমালয়ে ॥ ২৯
জলে ন নষ্টো দেহী বা প্রহারে সুচিরং কৃতে। ন শস্ত্রেণ ন চাস্ত্রেণ সুতীক্ষ্ণকণ্টকে তথা ॥ ৩০
তপ্তদ্রবে তপ্তলৌহে তপ্তপাষাণ এব চ। প্রতপ্তপ্রতিমাশ্লেষে যৎপূর্ব্বপতনেঽপি চ ॥ ৩১
ন দগ্ধো ন চ ভগ্নঃ স ভুঙ্‌ক্তে সন্তাপমেব চ ॥ ৩২
কথিতো দেহবৃত্তান্তঃ কারণঞ্চ যথাগমম্। কুণ্ডানাং লক্ষণং সর্ব্বং বোধায় কথয়ামি তে ॥ ৩৩

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে পঞ্চদেবোপাসকানাং যমালয়গমন-ভয়নাশ-কথনং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

ত্রিসন্ধ্যাপূত শুদ্ধাচারযুত বিপ্রগণও দেবীসেবা ব্যতীত কিছুতেই যমভয় হইতে নিবৃত্ত হইতে সক্ষম নহে; স্বধর্ম্মনিরত সদাচারপরায়ণ ব্যক্তি কখনই আমার আলয়ে গমন করে না। মদীয় কিঙ্করগণ গরুড় হইতে সর্পের ন্যায় শিবোপাসক হইতে ভীত হইয়া মৃত্যুলোকে পলায়ন করে। আমিও নিজ কিঙ্করগণকে পাশহস্তে গমন করিতে দেখিয়া বলিয়া থাকি, দূতগণ! হরিভক্তের আশ্রম ভিন্ন আর সমুদয় স্থানে গমন করিও। গরুড় হইতে সর্পের ন্যায় সর্ব্বদা কৃষ্ণোপাসক হইতে ভীত থাকিও। চিত্রগুপ্তও ভীতবৎ নখলেখনী দ্বারা দেবীমন্ত্রোপাসকগণের নাম কীর্ত্তন করিয়া দিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের জন্য মধুপর্কাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। তাঁহারা ব্রহ্মলোক লঙ্ঘনপূর্ব্বক মণিদ্বীপে গমন করেন। যাহাদিগের স্পর্শমাত্রে যাবতীয় দুরিতরাশি বিনষ্ট হয়, তাহারাই মহাভাগ্যবান এবং সহস্র কুল পবিত্রকারী হয়। প্রজ্বলিত অনলে শুষ্ক তৃণের ন্যায় মোহ তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে মুগ্ধ হইয়া যায়। হে সতি! কাম, অন্ত কামী পুরুষকে অবলম্বন করে। লোভ, ক্রোধ, মৃত্যু, রোগ, জরা, শোক, ভয়, কাল, শুভাশুভকর্ম্ম এবং হর্ষও পলায়ন করিয়া থাকে। হে সতি! যাঁহাদিগকে যমপুরীতে গমন করিতে হয় না, তাঁহাদিগের বিষয় এই আমি কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে শাস্ত্রসম্মত দেহের বিবরণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। ১৭-২৬

বিধাতার সৃষ্টিবিষয়ে পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, তেজঃ ও জল—এই পঞ্চভূতই দেহীদিগের দেহের প্রধান কারণ বলিয়া প্রকাশ আছে এবং এই জগতে পৃথিব্যাদি ঐ পঞ্চভূত দ্বারা যে দেহ নির্ম্মিত হয়, তাহা ভস্মীভূত হয়। জীবগণ দেহের অভ্যন্তরস্থিত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষাকৃতি যে দেহকে ধারণ করে, তাহাই ভোগ দেহ। ঐ দেহ আমার আলয়ে প্রজ্বলিত অনল, জল, অস্ত্র, সুতীক্ষ্ণ কণ্টক, তপ্তদ্রব্য, তপ্তলৌহ, তপ্তপাষাণ, প্রতপ্ত লৌহাদি প্রতিমার আলিঙ্গন ও অতি উচ্চস্থান হইতে পতন—এই সকল দ্বারাও বিনষ্ট হইবার নহে। হে দেবি! এই আমি যথাশাস্ত্র দেহের বিবরণ ও কারণ বলিলাম, এক্ষণে নরককুণ্ডের লক্ষণসকল বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৭-৩৩

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে দেবোপাসকগণের যমালয়ভয় নাশ বর্ণন নামক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ধর্ম্মরাজ উবাচ—

পূর্ণেন্দুমণ্ডলাকারং সর্ব্বং কুণ্ডং চ বর্ত্তুলম্। নিম্নং পাষাণভেদৈশ্চ রচিতং বহুভিঃ সতি ॥ ১
ন নশ্বরঞ্চাপ্রলয়ং নির্ম্মিতঞ্চেশ্বরেচ্ছয়া। ক্লেশদং পাতকানাঞ্চ নানারূপং তদালয়ম্ ॥ ২
জ্বলদঙ্গাররূপঞ্চ শতহস্তশিখান্বিতম্। পরিতঃ ক্রোশমানঞ্চ বহ্নিকুণ্ডং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩
মহাশব্দং প্রকুর্ব্বদ্ভিঃ পাপিভিঃ পরিপূরিতম্। রক্ষিতং মম দূতৈশ্চ তাড়িতৈশ্চাপি সন্ততম্ ॥ ৪
প্রতপ্তোদকপূর্ণঞ্চ হিংস্রজন্তুসমন্বিতম্। মহাঘোরং কাকুশব্দং প্রহারেণ দৃঢ়েণ চ ॥ ৫
ক্রোশার্দ্ধমানং তদ্দূতৈস্তাড়িতৈর্ম্মম পার্ষদৈঃ। তপ্তক্ষারোদকৈঃ পূর্ণং পুনঃ কাকৈশ্চ সঙ্কুলম্ ॥ ৬
সঙ্কুলং পাপিভিশ্চৈব ক্রোশমানং ভয়ানকম্। ত্রাহীতিশব্দং কুর্ব্বদ্ভির্ম্মম দূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥ ৭
প্রচলদ্ভিরনাহারৈঃ শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালুকৈঃ। বিড্‌ভিরেব কৃতং পূর্ণং ক্রোশমানঞ্চ কুৎসিতম্ ॥ ৮
অতিদুর্গন্ধিসংসক্তং ব্যাপ্তং পাপিভিরন্বহম্। তাড়িতৈর্ম্মম দূতৈশ্চ তদাহারৈঃ সুদারুণৈঃ ॥ ৯
রক্ষেতিশব্দং কুর্ব্বদ্ভিস্তৎকীটৈরেব ভক্ষিতৈঃ। তপ্তমূত্রদ্রবৈঃ পূর্ণং মূত্রকীটৈশ্চ সঙ্কুলম্ ॥ ১০
যুক্তং মহাপাতকিভিস্তৎকীটৈর্ভক্ষিতৈঃ সদা। গব্যূতিমানধ্বান্তাক্তং শব্দকৃদ্ভিশ্চ সন্ততম্।
মদ্দূতৈস্তাড়িতৈর্ঘোরৈঃ শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালুকৈঃ ॥ ১১
শ্লেষ্মপূর্ণং প্রশমিতং তৎকীটৈঃ পূরিতং সদা। তদ্ভোজিভিঃ পাপিভিশ্চ বেষ্টিতং বেষ্টিতৈঃ সদা ॥ ১২
ক্রোশার্দ্ধগরকুণ্ডঞ্চ গরভোজিভিরন্বিতম্। গরকীটৈর্ভক্ষিতৈশ্চ পাপিভিঃ পূর্ণমেব চ ॥ ১৩
তাড়িতৈর্ম্মম দূতৈশ্চ শব্দকৃদ্ভিশ্চ কম্পিতৈঃ। সর্পাকারৈর্ব্বজ্রদংষ্ট্রৈঃ শুষ্ককণ্ঠৈঃ সুদারুণৈঃ ॥ ১৪
নেত্রয়োর্ম্মলপূর্ণঞ্চ ক্রোশার্দ্ধং কীটসংযুতম্। পাপিভিঃ সঙ্কুলং শশ্বদ্ভ্রমদ্ভিঃ কীটভক্ষিতৈঃ ॥ ১৫
বসারসেন সম্পূর্ণং ক্রোশতুর্য্যং সুদুঃসহম্। তদ্ভোজিভিঃ পাতকিভি-র্যমদূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥ ১৬
শুক্রকুণ্ডং ক্রোশমিতং শুক্রকীটৈশ্চ সংযুতম্। পাপিভিঃ সঙ্কুলং শশ্বদ্ দ্রবদ্ভিঃ কীটভক্ষিতৈঃ ॥ ১৭
দুর্গন্ধিরক্তপূর্ণঞ্চ বাপীমানং গভীরকম্। তদ্ভোজিভিঃ পাপিভিশ্চ সঙ্কুলং কীটভক্ষিতৈঃ ॥ ১৮

যম বলিলেন, হে সতি! সমুদয় নরককুণ্ড, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মণ্ডলাকার বর্ত্তুল, অতিশয় নিম্ন ও প্রস্তরবিশেষে রচিত, পাপীদিগের ক্লেশপ্রদ নানারূপ সেই সকল কুণ্ড ঈশ্বরের ইচ্ছায় নির্ম্মিত এবং অবিনশ্বর। সেই সকলের মধ্যে বহ্নিকুণ্ডনরক, জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ প্রদীপ্ত এবং উর্দ্ধে, শতহস্ত শিখাযুক্ত চতুর্দ্দিকে ক্রোশ পরিমিত। সেই বহ্নিকুণ্ড, চীৎকারকারী পাপিগণে পরিপূর্ণ এবং পাপীদিগের আঘাতকারী আমার দূতগণকর্ত্তৃক নিরন্তর রক্ষিত হইতেছে। তপ্তোদক নরককুণ্ড প্রতপ্ত উদক, হিংস্র জন্তু ও ভয়ঙ্কর অন্ধকারে পরিপূর্ণ, সেখানে পাপিগণ, আমার দূতগণের তাড়নায় ঘূর্ণিত হইয়া নিরন্তর বিকৃত শব্দ করিতেছে, এবং সেই কুণ্ড অর্দ্ধক্রোশ পরিমিত ও আমার পার্শ্বচর দূতগণকর্ত্তৃক তাড়িত পাপিনিচয়ে পরিপূর্ণ। ক্ষারকুণ্ড নরক—অতি ভয়ঙ্কর; তাহার পরিমাণ একক্রোশ; সেই কুণ্ড তপ্ত ক্ষার জলে পরিপূর্ণ ও কাকগণে পরিবেষ্টিত, সেই স্থানে অনাহারে শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠ তালু পাপীসকল আমার দূতগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া নিরন্তর ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া চীৎকার করিতেছে: ক্রোশপরিমিত কুৎসিত বিট্‌কুণ্ড নামক নরক,—বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত পাপিগণে ব্যাপ্ত; ঐ নরকে বিষ্ঠাহারী, উপদ্রুত ও আমার দূতসমূহ কর্ত্তৃক তাড়িত পাপী সকল "রক্ষ রক্ষ" বলিয়া শব্দ করিয়া থাকে এবং বিষ্ঠার কীটগণ তাহাদিগকে নিরন্তর দংশন করে। ১-৯

মূত্রকুণ্ড নরক, তপ্তমূত্রে পরিপূর্ণ, মূত্রকীটে পরিব্যাপ্ত এবং গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাহার পরিমাণ দুই ক্রোশ; সেই নরকে ঘোর পাপী সকল, আমার দূতগণের তাড়নায় ও মূত্রকীটগণের দংশনে শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠ-তালু হইয়া নিরন্তর চীৎকার করিয়া থাকে। ক্রোশ-পরিমিত শ্লেষ্মকুণ্ড নরকে, শ্লেষ্মার কীটসকল পরমানন্দে শ্লেষ্মা ভোজনপূর্ব্বক শ্লেষ্মভোজী পাপীদিগকে নিরন্তর দংশন করিতেছে। গরকুণ্ড নরকের পরিমাণ অর্দ্ধ-ক্রোশ, তথায় গরভোজী গরকীটগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত পাপীসকল, সেই বজ্রদংষ্ট্র সর্পাকৃতি কীটগণের দংশনে ও আমার দূতগণের সুদারুণ তাড়নে শুষ্ক-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া থাকে। ক্রোশার্দ্ধপরিমিত কীট-সঙ্কুল নেত্রমলপূর্ণ নেত্রমলকুণ্ড নরক কীট-ভক্ষিত চীৎকারকারী পাপিগণে পরিব্যাপ্ত। সুদুঃসহ বসাপূর্ণ বসাকুণ্ড নরকের পরিমাণ চারি ক্রোশ। মদীয় দূতগণকর্ত্তৃক তাড়িত পাপী সকল সেই স্থানে বসা-ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করে। ক্রোশ-চতুষ্টয়-পরিমিত শুক্রপূর্ণ শুক্রকুণ্ড নরকে পাপিগণ শুক্রকীটকর্ত্তৃক দংশিত হইয়া ভয় ব্যাকুল চিত্তে নিরন্তর রোদন করিতেছে। রক্তপূর্ণ-বাপী-পরিমিত দুর্গন্ধ রক্তকুণ্ড

পূর্ণং নেত্রাশ্রুভিস্তপ্তং বহুপাপিভিরন্বিতম্। বাপীতুর্য্যপ্রমাণঞ্চ ক্রন্দদ্ভিঃ কীটভক্ষিতৈঃ ॥ ১৯
নৃণাং গাত্রমলৈর্য্যুক্তং তদ্ভক্ষ্যৈঃ পাপিভির্য্যুতম্। তাড়িতৈর্যমদূতৈশ্চ ব্যগ্রৈশ্চ কীটভক্ষিতৈঃ ॥ ২০
কর্ণবিট্‌পরিপূর্ণঞ্চ তদ্ভক্ষ্যৈঃ পাপিভির্য্যুতম্। বাপীতুর্য্যপ্রমাণঞ্চ ক্রন্দদ্ভিঃ কীটভক্ষিতৈঃ ॥ ২১
মজ্জাপূর্ণং নরাণাঞ্চ মহাদুর্গন্ধিসংযুতম্। মহাপাতকিভির্য্যুক্তং বাপীতুর্য্যপ্রমাণকম্ ॥ ২২
পরিপূর্ণং স্নিগ্ধমাংসৈর্মম দূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ। পাপিভিঃ সঙ্কুলঞ্চৈব বাপীমানং ভয়ানকৈঃ ॥ ২৩
কন্যাবিক্রয়িভিশ্চৈব তদ্ভক্ষ্যৈঃ কীটভক্ষিতৈঃ। পাহীতিশব্দং কুর্ব্বদ্ভিস্ত্রাসিতৈশ্চ ভয়ানকৈঃ ॥ ২৪
বাপীতুর্য্যপ্রমাণঞ্চ নখাদিকচতুষ্টয়ম্। পাপিভিঃ সংযুতং শশ্বন্মম দূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥ ২৫
প্রতপ্ততাম্রকুণ্ডঞ্চ তাম্রোপর্য্যুল্মুকান্বিতম্। তাম্রাণাং প্রতিমালক্ষৈঃ প্রতপ্তৈর্ব্যাপৃতং সদা ॥ ২৬
প্রত্যেকং প্রতিমাশ্লিষ্টৈ রুদদ্ভিঃ পাপিভির্য্যুতম্। গব্যূতিমানং বিস্তীর্ণং মম দূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥ ২৭
প্রতপ্তলোহধারঞ্চ জ্বলদঙ্গারসংযুতম্। লোহানাং প্রতিমাশ্লিষ্টৈঃ রুদদ্ভিঃ পাপিভির্য্যুতম্ ॥ ২৮
প্রত্যেকং প্রতিমাশ্লিষ্টৈঃ শশ্বৎ প্রজ্বলিতৈর্ভিয়া। রক্ষ রক্ষেতিশব্দঞ্চ কুর্ব্বদ্ভির্দূততাড়িতৈঃ ॥ ২৯
মহাপাতকিভির্য্যুক্তং দ্বিগব্যূতিপ্রমাণকম্। ভয়ানকং ধ্বান্তযুক্তং লোহকুণ্ডং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩০
চর্ম্মকুণ্ডং তপ্তসুরা-কুণ্ডং বাপ্যর্দ্ধমেব চ। তদ্ভোজিপাপিভির্ব্যাপ্তং মম দূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥ ৩১
অতঃ শাল্মলীকুণ্ডঞ্চ বৃক্ষকণ্টকশোভিতম্। লক্ষপৌরুষমানঞ্চ ক্রোশমানঞ্চ দুঃখদম্ ॥ ৩২
ধনুর্ম্মানৈঃ কণ্টকৈশ্চ সুতীক্ষ্ণৈঃ পরিবেষ্টিতম্। প্রত্যেকং বিদ্ধগাত্রৈশ্চ মহাপাতকিভির্য্যুতম্ ॥ ৩৩
বৃক্ষাগ্রান্নিপতদ্ভিশ্চ মম দূতৈশ্চ পাতিতৈঃ। জলং দেহীতিশব্দঞ্চ কুর্ব্বদ্ভিঃ শুষ্কতালুকৈঃ ॥ ৩৪
মহাভিয়াতিব্যগ্রৈশ্চ দণ্ডৈঃ সংভগ্নমস্তকৈঃ। প্রচলদ্ভির্যথা তপ্ত-তৈলজীবিভিরেব চ ॥ ৩৫
বিষোদৈস্তক্ষকাণাঞ্চ পূর্ণঞ্চ ক্রোশমানকম্। তদ্ভক্ষ্যৈঃ পাপিভির্য্যুক্তং মম দূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥ ৩৬
প্রতপ্ততৈলপূর্ণঞ্চ কীটাদি-পরিবর্জ্জিতম্। মহাপাতকিভির্য্যুক্তং দগ্ধাঙ্গারৈশ্চ বেষ্টিতম্ ॥ ৩৭

নরক—অতি গভীর এবং কীট-ভক্ষিত রক্তভোজী পাপিগণে পরিব্যাপ্ত ; তদ্ভোজি কীটভক্ষিত পাপিসকল মদীয় দূতভাড়নে সেই স্থানে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে ; সেই স্থান বাপীর চতুর্থাংশ পরিমিত। ১০-১৯

গাত্রমলকুণ্ড মনুষ্যগণের গাত্রমলে পরিপূর্ণ ; সেই স্থানে পাপিগণ মদীয় দূতগণকর্তৃক তাড়িত ও কীটভক্ষিত হইয়া ব্যগ্রচিত্তে ক্ষুধার সময় সেই মল ভোজন করিয়া থাকে। কর্ণবিট্‌পূর্ণ কর্ণবিট্‌কুণ্ড নরকের পরিমাণ বাপী-চতুষ্টয় ; সেস্থানে পাপীসকল কীটদংশনে ভীত হইয়া 'ত্রাহি ত্রাহি' বলিয়া নিরন্তর ভয়ানক শব্দে রোদন করিয়া থাকে। মজ্জাকুণ্ড—নরগণের রক্তপূর্ণ মহা-দুর্গন্ধময় মহাপাতকিগণে পরিপূর্ণ ; উহার পরিমাণ বাপীর চতুর্থাংশ। তাহার পর মাংসকুণ্ড—স্নিগ্ধ মাংসে পূর্ণ ; উহা ভয়ঙ্কর মদীয় দূতগণ-কর্তৃক তাড়িত পাপিগণে পরিপূর্ণ, বাপীপ্রমাণ ঐ কুণ্ড কন্যাবিক্রয়ী পাপিগণে পরিপূর্ণ। পাপিগণ উহাতে মদীয় ভীমাকার দূতগণ-কর্তৃক তাড়িত ও কীটভক্ষিত হইয়া 'ত্রাহি ত্রাহি' রবে চীৎকার করিতে থাকে। ২০-২৪

এইরূপ নখ, অস্থি, কেশ ও লোমপূর্ণ নরককুণ্ডের পরিমাণ বাপীচতুর্থাংশ, সেই সকল স্থান মদীয় দূত-তাড়িত পাপিগণে পরিব্যাপ্ত। ক্রোশদ্বয়-পরিমিত বিস্তীর্ণ তাম্র উল্মুকযুক্ত প্রতপ্ত তাম্রকুণ্ড নরকে প্রতপ্ত লক্ষ তাম্রপ্রতিমা বিরাজ করিতেছে ; পাপিগণ আমার দূতসমূহ কর্তৃক তাড়িত হইয়া নিরন্তর সেই প্রতিমা সকলের আলিঙ্গনে চীৎকার শব্দ করিয়া থাকে। প্রতপ্ত লক্ষ লৌহধার ও প্রজ্বলিত অঙ্গারযুক্ত লৌহকুণ্ড, প্রতপ্ত লক্ষ লৌহপ্রতিমায় আবৃত ; সেই স্থানে পাপীসকল মদীয় দূতভাড়ন-ভয়ে বিচলিত হইয়া প্রত্যেক প্রতিমার আলিঙ্গনযাতনায় নিরন্তর 'রক্ষ রক্ষ' বলিয়া চীৎকার শব্দ করিয়া থাকে। ঐ লৌহকুণ্ড অতি ভয়ানক এবং গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ; উহার পরিমাণ চারি ক্রোশ ; মহা-পাতকিগণই ঐ স্থানে গমন করিয়া থাকে ; এবং অর্দ্ধবাপী-পরিমিত চর্ম্মকুণ্ড ও তপ্তসুরাকুণ্ড, মদীয় দূত-তাড়িত ও তদ্ভোজী পাপিগণে পরিব্যাপ্ত। ২৫-৩১

দীর্ঘে লক্ষপুরুষ ও প্রস্থে ক্রোশ পরিমিত তীক্ষ্ণ কণ্টকসমূহে সমাকীর্ণ যে কণ্টককুণ্ড আছে, মহাপাতকিগণ মদীয় দূত-তাড়নায় ঐ বৃক্ষের অগ্র হইতে নিপতিত হইবামাত্র প্রত্যেকে এক একটী কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া থাকে এবং শুষ্কতালু হইয়া 'জল দাও' বলিয়া চীৎকার করিলে তৎক্ষণাৎ আমার দূতগণ দণ্ডাঘাতে তাহাদিগের মস্তক ভগ্ন করিয়া ফেলে, তখন তাহারা তপ্ত তৈলে পতিত জীবগণের ন্যায় মহাভয়ে প্রচলিত ও ব্যগ্র হয়। ক্রোশপরিমিত বিষকুণ্ড, তক্ষকাদি সর্পগণের বিষে পরিপূর্ণ, পাপিগণ সেই নরকে মদীয় দূতভাড়নে সেই বিষ ভোজন করিয়া থাকে। প্রতপ্ত তৈলপূর্ণ নরক, কীটাদি-বিবর্জ্জিত ঐ স্থান—

কাকুশব্দং প্রকুর্ব্বদ্ভি-র্জলদ্ভির্দূতপীড়িতৈঃ। ধ্বান্তযুক্তং ক্রোশমানং ক্লেশদঞ্চ ভয়ানকম্‌ ॥ ৩৮
শূলাকারৈঃ সুতীক্ষ্ণাগ্রৈ-র্লৌহশস্ত্রৈশ্চ বেষ্টিতম্‌। শস্ত্রতল্পস্বরূপঞ্চ ক্রোশতুর্য্যপ্রমাণকম্‌ ॥ ৩৯
বেষ্টিতং তৎ পাতকিভিঃ কুন্তবিদ্ধৈশ্চ বেষ্টিতৈঃ। তাড়িতৈর্ম্ম দূতৈশ্চ শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠ-তালুকৈঃ ॥ ৪০
কীটৈশ্চ শঙ্কুপ্রমিতৈঃ সর্পমানৈর্ভয়ঙ্করৈঃ। তীক্ষ্ণদন্তৈশ্চ বিকৃতৈ-র্ব্যাপ্তং ধ্বান্তযুতং সতি ॥ ৪১
মহাপাতকিভির্যুক্তং মম দূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥ ৪২
দ্বিগব্যূতিপ্রমাণঞ্চ পূযকুণ্ডং প্রচক্ষতে। তত্রৈক্যাঃ প্রাণিভির্যুক্তং মম দূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥ ৪৩
তালবৃক্ষপ্রমাণৈশ্চ সর্পকোটিভিরাবৃতম্‌। সর্পবেষ্টিতগাত্রৈশ্চ পাপিভিঃ সর্পভক্ষিতৈঃ।
সঙ্কুলং শব্দকৃদ্ভিশ্চ মম দূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥ ৪৪
কুণ্ডত্রয়ং মশাদীনাং পূর্ণঞ্চ মশকাদিভিঃ। সর্ব্বং ক্রোশার্দ্ধমানঞ্চ মহাপাতকিভির্যুতম্‌ ॥ ৪৫
হস্তপাদাদিবদ্ধৈশ্চ ক্ষতজৌঘেন লোহিতৈঃ। হাহেতিশব্দং কুর্ব্বদ্ভিস্তাড়িতৈর্ম্ম পার্ষদৈঃ ॥ ৪৬
বজ্রবৃশ্চিকয়োঃ কুণ্ডং তাভ্যাঞ্চ পরিপূরিতং। বাপ্যর্দ্ধং পাপিভি র্যুক্তং বজ্রবৃশ্চিকদংশিতৈঃ ॥ ৪৭
কুণ্ডত্রয়ং শরাদীনাং তৈরেব পরিপূরিতম্‌। তৈর্ব্বিদ্ধৈঃ পাপিভির্যুক্তং বাপার্দ্ধং রক্তলোহিতৈঃ ॥ ৪৮
তপ্ততোয়োদকৈঃ পূর্ণং সধ্বান্তং গোলকুণ্ডকম্‌। কীটৈঃ সঙ্কুলমানৈশ্চ ভক্ষিতৈঃ পাপিভির্যুতম্‌ ॥ ৪৯
বাপ্যর্দ্ধমানং ভীতৈশ্চ পাপিভিঃ কীটভক্ষিতৈঃ। রুদদ্ভিঃ ক্রোশমানৈশ্চ মম দূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥ ৫০
অতিদুর্গন্ধিসংযুক্তং দুঃখদং পাপিনাং সদা ॥ ৫১
দারুণৈর্বিকৃতাকারৈ-র্ভক্ষিতং পাপিভির্যুতম্‌। ব্যাপার্দ্ধং পরিপূর্ণঞ্চ জলস্থৈ-র্নক্রকোটিভিঃ ॥ ৫২
বিণ্মূত্রশ্লেষ্মভক্ষ্যৈশ্চ সংযুতং শতকোটিভিঃ। কাকৈশ্চ বিকৃতাকারৈর্ভক্ষিতৈঃ পাপিভির্যুতম্‌ ॥ ৫৩
মন্থানকুণ্ডং বীজকুণ্ডং তাভ্যাং পূর্ণং ধনুঃশতম্‌। ভক্ষিতৈঃ পাপিভির্যুক্তং শব্দকৃদ্ভিশ্চ সন্ততম্‌। ৫৪
ধনুঃশতং জীবযুক্তং পাপিভিঃ সঙ্কুলং সদা। শব্দকৃদ্ভি-র্বজ্রদংষ্ট্রৈঃ সান্দ্রধ্বান্তময়ং পরম্‌ ॥ ৫৫
বাপীদ্বিগুণমানঞ্চ তপ্তপ্রস্তরনির্ম্মিতম্‌। জ্বলদঙ্গারসদৃশং চলদ্ভিঃ পাপিভির্যুতম্‌ ॥ ৫৬
ক্ষুরধারোপমৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পাষাণৈর্নির্ম্মিতং পরম্‌। মহাপাতকিভির্যুক্তং লালাকুণ্ডঞ্চ লোহিতৈঃ ॥ ৫৭

দগ্ধ অঙ্গারে পূর্ণ এবং পাতকিগণে পরিপূর্ণ ; ঐ কুণ্ডে পাপিগণ আমার দূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া কাতর-স্বরে চীৎকার করিয়া থাকে। উহার পরিমাণ এক ক্রোশ : উহা অন্ধকারময় ক্লেশপ্রদ ও ভয়ানক। তাহার পর ভয়ঙ্কর কুন্তকুণ্ড ; তাহার পরিমাণ চারি ক্রোশ এবং শূলসদৃশ সুতীক্ষ্ণাগ্র লৌহনির্ম্মিত শস্ত্রসমূহে বেষ্টিত। শস্ত্রশয্যাস্বরূপ কুন্ত কুণ্ডে—কুন্তাস্ত্রবিদ্ধ বিচেষ্টমান পাতকিসমূহ থাকে ; মদীয় দূততাড়নায় ঐ পাপিগণের নিরন্তর কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া থাকে। সর্পাকৃতি ভয়ঙ্কর শঙ্কুপ্রমাণ তীক্ষ্ণদন্ত বিকৃত কীটসমূহে উহা পরিব্যাপ্ত এবং অন্ধকারময়। হে সতি! মহাপাতকিগণ ঐ স্থানে আমার দূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া অবস্থান করে। পূযকুণ্ড নরক পূয পূর্ণ ও অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত, তাহার পরিমাণ চারি ক্রোশ, পাপীসকল ঐ স্থানে মদীয় দূতগণের তাড়নায় পূয-ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করে ; তাহার পর সর্পকুণ্ড, উহা তালবৃক্ষ প্রমাণ কোটি কোটি সর্পসমূহে আবৃত, সর্পবেষ্টিত পাপিগণ ঐ স্থানে সর্প-দংশনে ও মদীয় দূততাড়নে চীৎকার করিয়া থাকে। ৩২-৪৪

ক্রোশার্দ্ধ পরিমিত মশকাদি কুণ্ডত্রয় নিরন্তর মশকাদি দ্বারা পরিপূর্ণ ;—হস্ত-পদাদি-বদ্ধ মহাপাতকিগণ ঐ স্থানে পতিত হইয়া ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও শোণিতাক্ত-কলেবরে নিরন্তর হাহাকার করিয়া থাকে ও বিচলিত হয়। বজ্রকীট ও বৃশ্চিকে পরিপূর্ণ বজ্রবৃশ্চিককুণ্ড, অর্দ্ধবাপীপরিমিত ঐ কীটসকল কর্ত্তৃক দষ্ট পাপিসমূহে সমন্বিত। শরাদিকুণ্ডত্রয় শরাদিপূরিত এবং অর্দ্ধবাপী-পরিমিত ; ঐ স্থানে পাপী সকল শরাদিবিদ্ধ হইয়া শোণিতাক্তকলেবরে অবস্থান করে। গাঢ়ান্ধকার সমাচ্ছন্ন গোলকুণ্ডনরক, তপ্ত পঙ্কোদকে পরিপূর্ণ ; চারি শত হস্ত তাহার পরিমাণ ; সে স্থানে পাপিগণ বিকটাকৃতি কীট কর্ত্তৃক ভক্ষিত এবং যমদূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ভয়ে চীৎকার করত রোদন করিয়া থাকে, উহা অতি দুর্গন্ধময় এবং পাপীদিগের সর্ব্বদা দুঃখপ্রদ। তাহার পর কোটিনক্রপূর্ণ নক্রকুণ্ড, উহার পরিমাণ অর্দ্ধবাপী। উহাতে বিকৃতাকার প্রাণিগণ অবস্থান করিতেছে। তাহার পর বিণ্মূত্রশ্লেষ্মাভোজী শতকোটি কাক পরিপূর্ণ কাককুণ্ড। উহাতে কাক-ভক্ষিত বিকৃতাকার পাপিগণ অবস্থান করিতেছে। মন্থানপক্ষিপরিপূর্ণ মন্থানকুণ্ড ও বীজকুণ্ডে পাপিগণ নিরন্তর পক্ষীর দংশনে চীৎকার করিতেছে। ৪৫-৫৪

বজ্রকুণ্ড নরকের পরিমাণ চারিশত হস্ত ; গাঢ় অন্ধকারময়,—ঐ স্থানে পাপিগণ নিরন্তর বজ্রদংষ্ট্রী-কীটগণের দংশনযন্ত্রণায় চীৎকার শব্দ করিয়া থাকে। বাপীদ্বয়-পরিমিত তপ্তপাষাণ কুণ্ড, তপ্ত প্রস্তর-বিনির্ম্মিত এবং প্রজ্বলিত অঙ্গারসম উজ্জ্বল ; উহাতে পাপিসকল অতিশয় চঞ্চল হইয়া থাকে। তীক্ষ্ণ

ক্রোশমানঞ্চ গম্ভীরং মম দূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ। তপ্তাঞ্জনাচলাকারৈঃ পরিপূর্ণং ধনুঃশতম্ ॥ ৫৮
চলদ্ভিঃ পাপিভির্যুক্তং মম দূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ। পূর্ণং চূর্ণদ্রবৈঃ ক্রোশমানং পাপিভিরন্বিতম্।
তদ্ভোজিভিঃ প্রদগ্ধৈশ্চ মম দূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥ ৫৯
কুণ্ডং কুলালচক্রঞ্চ ঘূর্ণমানঞ্চ সন্ততম্। সুতীক্ষ্ণং ষোড়শারঞ্চ চূর্ণিতৈঃ পাপিভির্যুতম্ ॥ ৬০
অতীব বক্রং নিম্নঞ্চ দ্বিগব্যূতিপ্রমাণকম্। কন্দরাকারনির্ম্মাণং তপ্তোদৈশ্চ সমন্বিতম্ ॥ ৬১
মহাপাতকিভির্যুক্তং ভক্ষিতৈর্জ্জলজন্তুভিঃ। জ্বলদ্ভিঃ শব্দকৃদ্ভিশ্চ ধ্বান্তযুক্তং ভয়ানকম্ ॥ ৬২
কোটিভির্ব্বিকৃতাকারৈঃ কচ্ছপৈশ্চ সুদারুণৈঃ। জলস্থৈঃ সংযুতং তৈশ্চ ভক্ষিতৈঃ পাপিভির্যুতম্ ॥ ৬৩
জ্বালাকলাপৈস্তেজোভি-নির্ম্মিতং ক্রোশমানকম্। শব্দকৃদ্ভিঃ পাতকিভিঃ সংযুতং ক্লেশদং সদা ॥ ৬৪
ক্রোশমানঞ্চ গম্ভীরং তপ্তভস্মভিরন্বিতম্। দগ্ধজ্জ্বলদ্ভিঃ সংযুতং পাপিভির্ভস্মভক্ষিতৈঃ ॥ ৬৫
তপ্তপাষাণলোষ্ট্রানাং সমূহৈঃ পরিপূরিতৈঃ। পাপিভির্দগ্ধগাত্রৈশ্চ যুক্তঞ্চ শুষ্কতালুকৈঃ ॥ ৬৬
ক্রোশমানং ধ্বান্তযুক্তং গম্ভীরমতিদারুণম্। তাড়িতৈশ্চ প্রদগ্ধৈশ্চ দগ্ধকুণ্ডং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬৭
অতীবোর্ম্মিযুতং তোয়ং প্রতপ্তক্ষারসংযুতম্। নানাপ্রকারৈর্বিকৃতৈর্জ্জলজন্তুভিরন্বিতম্ ॥ ৬৮
দ্বিগব্যূতিপ্রমাণঞ্চ গম্ভীরং ধ্বান্তসংযুতম্। তপ্তক্ষোভ্যৈঃ পাপিভির্যুক্তং দংশিতৈর্জ্জলজন্তুভিঃ ॥ ৬৯
জ্বলদ্ভিঃ শব্দকৃদ্ভিশ্চ ন পশ্যদ্ভিঃ পরস্পরম্। প্রতপ্তসূচীকুণ্ডঞ্চ কীর্ত্তিতঞ্চ ভয়ানকম্ ॥ ৭০
অতীব ধারাপত্রস্থা-প্যুচ্চৈস্তালতরোরধঃ। ক্রোশার্দ্ধমানং কুণ্ডঞ্চ পতৎপত্রসমন্বিতম্ ॥ ৭১
পাপিনাং রক্তপূর্ণঞ্চ বৃক্ষাগ্রাৎ পততাং ধ্রুবম্। পরিত্রাহীতি শব্দঞ্চ কুর্ব্বতামসতামপি ॥ ৭২
গম্ভীরং ধ্বান্তযুক্তঞ্চ রক্তকীটসমন্বিতম্। তদসিপত্রকুণ্ডঞ্চ কীর্ত্তিতঞ্চ ভয়ানকম্ ॥ ৭৩
ধনুঃশতপ্রমাণঞ্চ ক্ষুরধারাস্ত্রসংযুতম্। পাপিনাং রক্তপূর্ণঞ্চ ক্ষুরধারং ভয়ানকম্ ॥ ৭৪
সূচীমুখাস্ত্রসংযুক্তং পাপিরক্তৌঘপূরিতম্। পঞ্চাশদ্ধনুরায়ামং ক্লেশদঞ্চ সূচীমুখম্ ॥ ৭৫

পাষাণকুণ্ড ক্ষুরসদৃশ ধারবিশিষ্ট তীক্ষ্ণ পাষাণখণ্ডে নির্ম্মিত। ঐ স্থানে পাপিগণ ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও রক্তাক্ত কলেবর হইয়া অবস্থান করে। লালাকুণ্ড নরক দুর্গন্ধ লালায় পরিপূর্ণ ও অতিশয় গভীর; উহার পরিমাণ একক্রোশ, উহাতে পাপীসকল মদীয় দূতগণের তাড়নায় ঐ লালা ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করে। মসীকুণ্ড নরক, প্রতপ্ত অঞ্জনাকার পর্ব্বততুল্য পাষাণে পরিপূর্ণ; তাহার পরিমাণ এক ক্রোশ; উহা মদীয় দূতগণ-কর্ত্তৃক তাড়িত পাপিগণে গম্ভীর ভাবাপন্ন। তাহার পর চূর্ণদ্রব্যপূর্ণ চূর্ণকুণ্ড, তাহার পরিমাণ এক ক্রোশ; মদীয় দূততাড়িত চূর্ণভোজী পাপিগণ উহাতে দগ্ধ হইতেছে। কুলালচক্রাকার চক্রকুণ্ড, নিরন্তর ঘূর্ণ্যমান সুতীক্ষ্ণ ষোড়শার দণ্ডে সম্বদ্ধ; তত্রত্য পাপিসকলও চূর্ণিত হইয়া থাকে। কন্দরাকারে নির্ম্মিত চক্রকুণ্ড অতি বক্র ও নিম্ন তাহার পরিমাণ চারি ক্রোশ; তাহা তপ্ত উদক ও জলজন্তুগণে পরিপূর্ণ; গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকায় অতি ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়। মহাপাতকিগণ সে স্থানে জলজন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত ও বিচলিত হইয়া চীৎকার শব্দ করিয়া থাকে। কূর্ম্মকুণ্ড বিকৃতাকার সুদারুণ জলস্থ কোটি কোটি কচ্ছপগণে পরিবৃত; তত্রত্য পাপিগণ, সেই কচ্ছপসমূহ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া যন্ত্রণাভোগ করে। কৃমি ও চীৎকারকারী পাপিগণে পরিবৃত, ক্রোশ-পরিমিত জ্বালাসমূহ-বিশিষ্ট-তেজঃপুঞ্জে পরিব্যাপ্ত তপ্ত ভস্মান্বিত, ক্রোশপরিমিত গভীর ভস্মকুণ্ড নরকে পাপিগণ নিরন্তর জ্বলিত হইয়া সেই তপ্ত ভস্ম ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করে। ৫৫-৬৫

দগ্ধকুণ্ড নরক তপ্তপাষাণ লোষ্ট্রসমূহে পরিপূরিত; উহা অতিশয় গভীর ও অন্ধকারময়; ঐ স্থানে পাপিগণ আমার দারুণ দূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত, দগ্ধগাত্র ও শুষ্কতালু হইয়া অবস্থান করে; ঐ নরক ক্রোশ-পরিমিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। উত্তপ্ত উর্ম্মিকুণ্ড নরক অতি ভয়ানক বলিয়া প্রসিদ্ধ; ঐ কুণ্ড, উত্তাল-তরঙ্গযুক্ত প্রতপ্ত ক্ষারবারিপরিপূর্ণ এবং অতিগভীর ও অন্ধকারময়; উহার পরিমাণ চারিক্রোশ। ঐ স্থানে নানা প্রকার কদাকার জল-জন্তু বিচরণ করিয়া থাকে এবং পাপীসকল সেই জন্তু-সমূহের দংশনে বিচলিত হইয়া সরোবরে ক্ষার বারি পান করত অবস্থান করে; তাহারা পরস্পরকে দর্শন করিতে অসমর্থ। তাহার পর ভীষণ তপ্তসূচীকুণ্ড; উহাতে দগ্ধ প্রাণিগণ পরস্পরকে দেখিতে না পাইয়া ভীষণ রবেই চীৎকার করিয়া থাকে। অসিপত্রনামক নরককুণ্ড, অতিভয়ানক গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন, অতি গভীর এবং রক্তপায়ী কীটগণে সঙ্কুল; ঐ কুণ্ড, অসির ন্যায় ধারবিশিষ্ট পত্রসমূহে পরিপূর্ণ, তালবৃক্ষের অধোভাগে অবস্থিত; উহার পরিমাণ এক ক্রোশ। ঐ নরক উক্ত তাল বৃক্ষের গলিত পত্রে বৃক্ষাগ্র হইতে পতিত পরিত্রাহি বলিয়া চীৎকারকারী পাপিগণের শোণিতে পরিপূর্ণ। ভয়ানক ক্ষুরধার নরক ক্ষুরসদৃশ অস্ত্রসমূহে সঙ্কুল ও পাপিগণের রক্তে পরিপূর্ণ; উহার পরিমাণ চারিশত হস্ত। সূচীমুখ নরক দ্বিশত হস্ত পরিমিত, ক্লেশপ্রদ এবং সূচীরাশি রূপ অস্ত্রসমূহে ও পাপীদিগের রক্তপুঞ্জে পরিপূর্ণ। ৬৬-৭৫

কশ্চিজ্জন্তুভেদস্তু গোকাখ্যস্য মুখাকৃতিঃ। কূপরূপং গভীরঞ্চ ধনুর্বিংশৎ-প্রমাণকম্ ॥ ৭৬
মহাপাতকিনামেব মহৎ ক্লেশপ্রদং পরম্। তৎকীটভক্ষিতানাঞ্চ নম্রাস্যানাঞ্চ সন্ততম্ ॥ ৭৭
কুণ্ডং নক্রমুখাকারং ধনুঃষোড়শমানকম্। গভীরং কূপরূপঞ্চ পাপিনাং সঙ্কুলং সদা ॥ ৭৮
ধনুঃশতপ্রমাণঞ্চ কীর্ত্তিতং গজদংশনম্ ॥ ৭৯
ধনুঃশতপ্রমাণঞ্চ কুণ্ডঞ্চ গোমুখাকৃতি। পাপিনাং ক্লেশদং শশ্বদ্গোমুখং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮০
কালচক্রেণ সংযুক্তং ভ্রমমাণং ভয়ানকম্। কুম্ভাকারং ধ্বান্তযুক্তং দ্বিগব্যূতিপ্রমাণকম্ ৮১
লক্ষপৌরুষমানঞ্চ গম্ভীরং বিস্তৃতং সতি। কুত্রচিত্তপ্ততৈলঞ্চ তাম্রাদিকুণ্ডমেব চ ॥ ৮২
পাপিনাঞ্চ প্রধানৈশ্চ মূর্চ্ছিতৈঃ কৃমিভির্যুতম্। পরস্পরঞ্চ নশ্যদ্ভিঃ শব্দকৃদ্ভিশ্চ সন্ততম্ ॥ ৮৩
তাড়িতৈর্মম দূতৈশ্চ* মুসলৈর্মুদ্গরৈস্তথা। ঘূর্ণমানৈঃ পতদ্ভিশ্চ মূর্চ্ছিতৈশ্চ ক্ষণং ক্ষণম্ ॥ ৮৪
পাতিতৈর্মম দূতৈশ্চ* রুদদ্ভ্যস্মাৎ ক্ষণং পুনঃ। যাবন্তঃ পাপিনঃ সন্তি সর্ব্বকুণ্ডেষু সুন্দরি ॥ ৮৫
ততশ্চতুর্গুণাঃ সন্তি কুম্ভীপাকে চ দুঃখদে। সুচিরং বর্দ্ধমানাস্তে ভোগদেহা ন নশ্বরাঃ।
সর্ব্বকুণ্ডপ্রধানঞ্চ কুম্ভীপাকং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮৬
কালনির্ম্মিতসূত্রেণ নিবদ্ধা যত্র পাপিনঃ ॥ ৮৭
উত্থাপিতাশ্চ দূতৈশ্চ ক্ষণমেব নিমজ্জিতাঃ। নিশ্বাসবদ্ধাঃ সুচিরং তথা মোহং গতাঃ পুনঃ ॥ ৮৮
অতীবক্লেশসংযুক্তা দেহভোগেন সুন্দরি। প্রতপ্ততোয়যুক্তঞ্চ কালসূত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮৯
অবটঃ কূপভেদশ্চ মৎস্যোদঃ স উদাহৃতঃ। প্রতপ্ততোয়পূর্ণঞ্চ চতুর্বিংশৎ-প্রমাণকম্ ॥ ৯০
ব্যাপ্তং মহাপাতকিভি-র্দ্দগ্ধাঙ্গৈশ্চ সন্ততম্। মদ্দূতৈস্তাড়িতৈঃ শশ্বদবটোদং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯১
যত্তোয়স্পর্শমাত্রেণ সর্ব্বব্যাধিশ্চ পাপিনাম্। ভবেদকস্মাৎ পততাং যস্মিন্ কুণ্ডে ধনুঃশতে ॥ ৯২
অরুন্তুদৈ-র্ভক্ষিতৈস্তু প্রাণিভির্যচ্চ সঙ্কুলম্। হাহেতি শব্দং কুর্ব্বদ্ভি-স্তদেবারুন্তুদং বিদুঃ ॥ ৯৩
তপ্তপাংশুভিরাকীর্ণং জ্বলদ্ভিস্তুষদগ্ধকৈঃ। তদ্ভক্ষ্যৈঃ পাপিভির্যুক্তং পাংশুভোজ্যৈর্ধনুঃশতম্ ॥ ৯৪

গোকামুখ নরকের আকার গোকানামক জন্তুবিশেষের মুখতুল্য; ঐ নরক, কূপসদৃশ গভীর ও অশীতি-হস্ত-পরিমিত। চতুঃষষ্টি হস্ত পরিমিত নক্রমুখনামক নরককুণ্ড, কূপের ন্যায় গভীর; উহার আকার নক্রের মুখতুল্য; ঐ কুণ্ড, নিরন্তর কীটগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত বিনীতবদন মহাপাপিগণের মহাক্লেশকর। গজদংশ নামক নরককুণ্ড, চারি শত হস্ত পরিমিত, গজেন্দ্রসমূহে পরিব্যাপ্ত, কুণ্ডাকৃতি এবং ঐ গজগণের দন্ততাড়িত কীট-ভক্ষিত আর্ত্তনাদকারী পাপিগণের রক্তে পরিপূর্ণ। পাপীদিগের দুঃখদায়ক গোমুখাকৃতি গোমুখনামক নরককুণ্ডের পরিমাণ বিংশত্যধিক শত হস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। হে পতিব্রতে! কুম্ভী-পাক নরকের আকার কুম্ভের তুল্য এবং পরিমাণ চারিক্রোশ; উহা অতিশয় ভয়ানক ও গাঢ়ান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ঐ নরক নিরন্তর কালচক্রে ভ্রমিত হইতেছে; উহা এরূপ গভীর ও বিস্তৃত যে, এককালে উহাতে লক্ষ পুরুষ অবস্থান করিতে পারে। ঐ নরকের কোন স্থানে তপ্ত তৈলকুণ্ড ও কোন স্থানে তপ্ত তাম্রাদিকুণ্ড অবস্থিত আছে। পাপিগণের মধ্যে মহাপাতকিগণই ঐ নরকে অবস্থান করে। তত্রত্য পাপিগণ পরস্পর দর্শন করিতে অশক্ত, তাহারা আমার দূতগণের দণ্ড ও মুষলাঘাতে নিরন্তর চীৎকার শব্দ করিয়া থাকে এবং কখন ঘূর্ণ্যমান, কখন পতিত ও কখন মুহুর্মুহু মূর্চ্ছিত হয়। কোন সময় তাহাদিগকে মদীয় দূতগণ অতি উচ্চ স্থান হইতে পাতিত করে। হে সুন্দরি। সমুদয় নরককুণ্ডে যত পাপী আছে, এক দুষ্কর ঐ কুম্ভীপাক নরকে তাহার চতুর্গুণ পাপী ভোগদেহ ধারণপূর্ব্বক সুচিরকাল অবস্থান করিয়া থাকে; ফলত কুম্ভীপাক নরক সমুদয় নরককুণ্ড অপেক্ষা প্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। ৭৬-৮৬

কালসূত্রনরক, উষ্ণোদকে পরিপূর্ণ; ঐ নরকে পাপী সকল কালনির্ম্মিত সূত্রে নিবদ্ধ থাকে। পাপিগণ আমার দূতগণ কর্ত্তৃক ক্ষণকাল উত্থাপিত ও ক্ষণকাল ঐ কুণ্ডের অভ্যন্তরে নিমজ্জিত হইয়া, বহুকাল নিশ্বাস-বদ্ধ হেতু মোহ প্রাপ্ত হইয়া অতি ক্লেশে অবস্থান করে; কারণ, ভোগদেহের ক্ষয় নাই। অবট এক প্রকার কূপ। মৎস্যোদ কুণ্ড, অবটোদকুণ্ডের ন্যায়, উহা উত্তপ্ততোয়পূর্ণ, উহার পরিমাণ ষণ্ণবতি হস্ত। তাঁহার পর অবটোদ নামক নরককুণ্ড; উহার পরিমাণ চতুঃশত হস্ত এবং ঐ নরক মদীয়-দূতগণতাড়িত দগ্ধগাত্র মহাপাতকিগণে সতত পরিব্যাপ্ত। পতিত হইবামাত্র ঐ নরকের জলস্পর্শে পাপিগণের সমুদয় রোগ উৎপন্ন হয়। তাহার পর অরুন্তুদ নরক। পাপিগণ উহাতে মর্ম্মঘাতী কীট-কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া নিরন্তর হাহাকার করে। পাংশুভোজ নরক, উজ্জ্বলিত পাংশুরাশিতে সমাকীর্ণ।

---

* যমদূতৈশ্চ।

পাপমাত্রেণ পাপী চ পাশেন বেষ্টিতো ভবেৎ। ক্রোশমাত্রেণ কুণ্ডঞ্চ তৎ পাশবেষ্টনং বিদুঃ। ৯৫
পাতমাত্রেণ পাপী চ শূলেন বেষ্টিতো ভবেৎ। ধনুর্ব্বিংশৎপ্রমাণঞ্চ শূলপ্রোতং প্রকীর্ত্তিতম্। ৯৬
পততাং পাপিনাং যত্র ভবেদেব প্রকম্পনম্। অতীব হিমতোয়াক্তং ক্রোশার্দ্ধঞ্চ প্রকম্পনম্। ৯৭
দদত্যেব হি মে দূতা যত্রোল্কাঃ পাপিনাং মুখে। ধনুর্ব্বিংশৎপ্রমাণং তদুল্কাভিশ্চৈব সঙ্কুলম্। ৯৮
লক্ষপৌরুষমানঞ্চ গম্ভীরঞ্চ ধনুঃশতম্। নানাপ্রকারকৃমিভিঃ সংযুক্তঞ্চ ভয়ানকম্। ৯৯
অত্যন্ধকারব্যাপ্তঞ্চ কূপাকারঞ্চ বর্ত্তুলম্। তত্রস্থৈঃ পাপিভির্যুক্তং প্রপশ্যন্তিঃ পরস্পরম্। ১০০
তপ্ততোয়প্রদগ্ধৈশ্চ জ্বলস্তিঃ কীটভক্ষিতৈঃ। ধ্বান্তেন চক্ষুষা চান্ধৈরন্ধকূপঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ১০১
নানাপ্রকারশাস্ত্রৌঘৈ-র্যত্র বিদ্ধাশ্চ পাপিনঃ। ধনুর্ব্বিংশৎপ্রমাণঞ্চ বেধনং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্। ১০২
দণ্ডেন তাড়িতা যত্র যমদূতৈশ্চ পাপিনঃ। ধনুঃষোড়শমানঞ্চ তৎ কুণ্ডং দণ্ডতাড়নম্। ১০৩
নিরুদ্ধাশ্চ মহাজালৈ-র্যথা মীনাশ্চ পাপিনঃ। ধনুর্ব্বিংশৎপ্রমাণঞ্চ জালরন্ধ্রং প্রকীর্ত্তিতম্। ১০৪
পততাং পাপিনাং কুণ্ডে দেহশ্চূর্ণো ভবেদিহ। লোহবন্দীনিবদ্ধানাং কোটিপৌরুষমানকম্। ১০৫
গম্ভীরং ধ্বান্তসংযুক্তং ধনুর্ব্বিংশৎপ্রমাণকম্। মূর্চ্ছিতানাং জড়ানাঞ্চ দেহচূর্ণং প্রকীর্ত্তিতম্। ১০৬
দলিতাঃ পাপিনো যত্র মম দূতৈশ্চ তাড়িতাঃ। ধনুঃষোড়শমানঞ্চ তৎ কুণ্ডং দলনং স্মৃতম্। ১০৭
পতনেনৈব পাপী চ শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালুকঃ। বালুকাসু চ তপ্তাসু ধনুস্ত্রিংশৎপ্রমাণকম্। ১০৮
শতপৌরুষমানঞ্চ গম্ভীরং ধ্বান্তসংযুতম্। শোষণং কুণ্ডমেতদ্ধি পাপিনাং পরদুঃখদম্। ১০৯
নানাচর্ম্মকষায়োদ-পরিপূর্ণং ধনুঃশতম্। দুর্গন্ধিযুক্তং তত্রস্থৈঃ প্রাণিভিঃ সঙ্কুলঙ্কষম্। ১১০
শূর্পাকারমুখং কুণ্ডং ধনুর্দ্দশমানকম্। তপ্তলোহবালুকাভিঃ পূর্ণং পাতকিসংযুতম্। ১১১
দুর্গন্ধিযুক্তং তত্রস্থৈঃ পাপিভিঃ সঙ্কুলং সতি। শূর্পাকারমুখং কুণ্ডং ধনুর্দ্দশমাত্রকম্। ১১২
প্রতপ্তবালুকাপূর্ণং মহাপাতকিভির্যুতম্। অন্তরগ্নিশিখানাঞ্চ জ্বালাব্যাপ্তমুখং সদা। ১১৩
ধনুর্ব্বিংশতিমাত্রঞ্চ প্রমাণং যস্য সুন্দরি। জ্বালাভির্দগ্ধগাত্রৈশ্চ পাপিভির্ব্যাপ্তমেব চ। ১১৪
ভস্মহাক্লেশদং শশ্বৎ কুণ্ডং জ্বালামুখং স্মৃতম্। পাতমাত্রাদ্ যত্র পাপী মূর্চ্ছিতো বৈ নরো ভবেৎ। ১১৫

পাপিগণ সেই কুণ্ডে তুষানলদগ্ধ হইয়া পাংশুভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করে। উহার পরিমাণ চতুঃশত হস্ত।
পাশবেষ্ট নামক নরককুণ্ড, ক্রোশপরিমিত, পাপিগণ সেই স্থানে পতিত হইবামাত্র পাশ দ্বারা বেষ্টিত
হইয়া থাকে। আর পাপীসকল, যে নরকে পতিত হইয়াই শূলগ্রথিত হয় এবং যাহার পরিমাণ অশীতি
হস্ত, সেই নরকের নাম শূলপ্রোত। হিমতোয়পূর্ণ যে নরকে পতিত হইয়া পাপিগণ কম্পিত হয়, আর
ক্রোশার্দ্ধ যাহার পরিমাণ সেই নরকের নাম প্রকম্পন। ৮৭-৯৭

উল্কামুখ নরক, আমার দূতগণ, ঐ নরকস্থ পাপীদিগের মুখে উল্কা প্রদান করিয়া থাকে। অন্ধকূপ
নরক, লক্ষ পুরুষ পরিমিত এবং চারি শত হস্ত গভীর ও নানা প্রকার ভয়ানক কীটগণে পরিপূর্ণ। ঐ
নরকের আকার কূপসম বর্ত্তুল ও অতিশয় অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত। তত্রত্য পাপিগণ সেই গাঢ় অন্ধকার-
প্রভাবে কেহই কাহাকে দেখিতে পায় না, তপ্তোদকে দগ্ধগাত্র ও কীটগণের দংশনে বিচলিত হইয়া থাকে।
যে নরকে পাপী সকল নানা প্রকার শস্ত্রসমূহে বিদ্ধ হয় ও যাহার পরিমাণ অশীতি হস্ত, সেই নরক বেধন
বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। যে নরককুণ্ডে পাপিগণ আমার দূতগণকর্ত্তৃক দণ্ড দ্বারা তাড়িত হয় ও যাহার
পরিমাণ চতুঃষষ্টি হস্ত, সেই কুণ্ড দণ্ডতাড়ন নামে প্রসিদ্ধ। জালরন্ধ্র নরক, বিংশত্যধিক শত হস্ত পরিমিত;
ঐ স্থানে পাপিগণ মীনসমূহের মহাজালে তাড়িত হইয়া অবস্থান করে। দেহচূর্ণ নরক অন্ধকারময়;
উহার পরিমাণ অশীতি হস্ত এবং গভীরতা কোটিপুরুষপরিমিত; ঐ কুণ্ডে পতিত হইবামাত্র লোহবেড়ী
দ্বারা নিবদ্ধ পাপিগণের দেহ চূর্ণ হইয়া থাকে; তখন তাহারা মূর্চ্ছিত ও জড়প্রায় হয়। ৯৮-১০৬

যে নরককুণ্ডে পাপিগণ, মদীয় দূতগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা মুষল দ্বারা দলিত হইয়া থাকে, সেই নরক
দলন নামে প্রসিদ্ধ, উহার পরিমাণ চতুঃষষ্টি হস্ত। যে নরকের আয়তন বিংশত্যধিক শতহস্ত ও গভীরতা
শতপুরুষ-পরিমিত, যাহা গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন এবং জলশূন্য ও প্রতপ্ত বালুকাময়; যাহাতে পতিত
হইবামাত্র পাপিগণের, কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হয়, সেই নরক শোষণ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।
উহা প্রাণিগণের অতীব ক্লেশদায়ক। কষনামক নরককুণ্ড, নানাপ্রকার চর্ম্মের কষায় জলে ও বিষ্ঠামূত্রে
পরিপূর্ণ: উহার চতুঃশত হস্ত; পাপিসকল দুর্গন্ধযুক্ত ঐ নরকে বিষ্ঠামূত্র ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করে।
শূর্পমুখ নরককুণ্ড তপ্তলোহ-বালুকায় পরিপূর্ণ; ঐ কুণ্ড, অষ্টচত্বারিংশৎ হস্ত পরিমিত ও নিরন্তরপাতকিযুক্ত
দুর্গন্ধময়। হে সুন্দরি। অশীতিহস্ত পরিমিত যে কুণ্ডের মুখদেশ অভ্যন্তরস্থ অগ্নিশিখার জ্বালাসমূহে
পরিব্যাপ্ত এবং যাহাতে পাপিগণ, ঐ জ্বালাসমূহে দগ্ধগাত্র হইয়া নিরন্তর অতিশয় ক্লেশভোগ করে, সেই

তপ্তেষ্টকাভ্যন্তরিতং বাপার্দ্ধং ধূম্রকুণ্ডকম্। ধূম্রান্ধকারসংযুক্তং ধূম্রান্ধৈঃ পাপিভির্যুতম্।
ধনুঃশতং শ্বাসরদ্ধে ধূম্রান্ধং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ১১৬
পাতমাত্রাদ্ যত্র পাপী নাগৈশ্চ বেষ্টিতো ভবেৎ। ধনুঃশতং নাগপূর্ণং তন্নাগৈর্ব্বেষ্টিতং ভবেৎ॥ ১১৭
ষড়শীতি চ কুণ্ডানি ময়োক্তানি নিশাময়। লক্ষণঞ্চাপি তেষাঞ্চ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ১১৮

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে ষড়শীতিকুণ্ডসংখ্যা-তল্লক্ষণনির্দ্দেশবর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৭॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

সাবিত্র্যুবাচ—

দেবীভক্তিং দেহি মহ্যং সারাণাঞ্চৈব সারকম্। পুংসাং মুক্তিদ্বারবীজং নরকার্ণবতারকম্॥ ১
কারণং মুক্তিসারাণাং সর্ব্বাশুভবিনাশনম্। দারকং কর্ম্মবৃক্ষাণাং কৃতপাপৌঘহারণম্॥ ২
মুক্তিশ্চ কতিধাপ্যস্তি কিংবা তাসাঞ্চ লক্ষণম্। দেবীভক্তিং ভক্তিভেদং নিষেকস্যাপি খণ্ডনম্॥ ৩
তত্ত্বজ্ঞানবিহীনা চ স্ত্রীজাতির্ব্বিধিনির্ম্মিতা। কিঞ্চিজ্ জ্ঞানং সারভূতং বদ বেদবিদাং বর॥ ৪
সর্ব্বং দানঞ্চ যজ্ঞশ্চ তীর্থস্নানং ব্রতং তপঃ। অজ্ঞানিজ্ঞানদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ৫
পিতুঃ শতগুণা মাতা গৌরবে চেতি নিশ্চিতম্। মাতুঃ শতগুণঃ পূজ্যো জ্ঞানদাতা গুরুঃ প্রভো॥ ৬

ধর্ম্মরাজ উবাচ—

পূর্ব্বং সর্ব্বো বরো দত্তো যস্তে মনসি বাঞ্ছিতঃ। অধুনা শক্তির্ভক্তিস্তে বৎসে ভবতু মদ্বরাৎ॥ ৭
শ্রোতুমিচ্ছসি কল্যাণি শ্রীদেবীগুণকীর্ত্তনম্। বক্তৄণাং পৃচ্ছকানাঞ্চ শ্রোতৄণাং কুলতারণম্॥ ৮

কুণ্ড জ্বালামুখ নামে প্রসিদ্ধ। উহা উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ; পাপিগণ উহাতে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। যাহার অভ্যন্তর তপ্ত ইষ্টকাপরিব্যাপ্ত, যাহার পরিমাণ অর্দ্ধবাপী, তাহার নাম ধূম্রকুণ্ড। যে নরককুণ্ডের পরিমাণ চারি শত হস্ত, যাহা নিরন্তর ধূম্রান্ধকারযুক্ত এবং পাপাত্মারা শ্বাসবদ্ধ ও ধূম্রান্ধ হইয়া যাহাতে অবস্থান করে, সেই নরক ধূম্রান্ধ নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। নাগবেষ্টন নামক নরককুণ্ড, নাগগণে পরিপূর্ণ ও তাহার পরিমাণ চারিশত হস্ত। ঐ কুণ্ডে পাপাত্মারা পতিত হইবামাত্র নাগগণে বেষ্টিত হয়। হে সাধ্বি! এই আমি তোমার নিকট ষড়শীতিকুণ্ড ও তাহাদিগের লক্ষণ সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? ১০৭-১১৮

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে ষড়শীতি কুণ্ডসংখ্যা ও তাহার লক্ষণ-বর্ণন নামক সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৭॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

সাবিত্রী কহিলেন, বেদজ্ঞপ্রবর! নিখিল সারের সার এবং পুরুষদিগের মুক্তিদ্বারের বীজ, যাহা দ্বারা নরকার্ণব হইতে নিষ্কৃতি লাভ ও কর্ম্মবৃক্ষের ছেদন হয়, যাহা সমুদয় অশুভের নিবারক, সঞ্চিত পাপপুঞ্জের বিনাশকারী, আমাকে সেই দেবীভক্তি প্রদান করুন। মুক্তি কয় প্রকার? তাহাদের লক্ষণই বা কি? ভক্তি কয় প্রকার? তন্মধ্যে দেবীভক্তি কি প্রকার? সঞ্চিত কর্ম্মক্ষয় কিরূপে হয়? বিধাতা স্ত্রীজাতিকে তত্ত্বজ্ঞান বিহীন করিয়াছেন, কিন্তু সেই সারভূত তত্ত্বজ্ঞান কি প্রকার? তাহা প্রকাশ করুন। দেখুন, সমুদয় দান, অনশন, তীর্থস্নান, ব্রত ও তপস্যা ইহারা কেহই, অজ্ঞানীকে জ্ঞান দানের ষোড়শভাগের একভাগেরও যোগ্য নহে। হে প্রভো! এজন্য যে মাতা, পিতা অপেক্ষা শতগুণে গৌরবান্বিতা; সেই মাতা অপেক্ষা জ্ঞানদাতা গুরু শতগুণে পূজ্য হইয়া থাকেন। ১-৬

যম কহিলেন, হে বৎসে! আমি পূর্ব্বে তোমাকে তোমার অভিলষিত সমস্ত বরই দান করিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি, আমার বরে তোমার শক্তিভক্তি হউক। হে কল্যাণি! তুমি যে শ্রীদেবীর গুণ-

শেষো বক্তু সহস্রেণ ন হি যদ্বক্তুমীশ্বরঃ। মৃত্যুঞ্জয়ো ন ক্ষমশ্চ বক্তুং পঞ্চমুখেন চ ॥ ৯
ধাতা চতুর্ণাং বেদানাং বিধাতা জগতামপি। ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখেনৈব নালং বিষ্ণুশ্চ সর্ব্ববিৎ ॥ ১০
কার্ত্তিকেয়ঃ ষণ্মুখেন নাপি বক্তুমলং ধ্রুবম্। ন গণেশঃ সমর্থশ্চ যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ ॥ ১১
সারভূতাশ্চ শাস্ত্রাণাং বেদাশ্চত্বার এব চ। কলামাত্রং যদ্গুণানাং ন বিদন্তি বুধাশ্চ যে ॥ ১২
সরস্বতী জড়ীভূতা নালং তদ্গুণবর্ণনে। সনৎকুমারো ধর্ম্মশ্চ সনন্দশ্চ সনাতনঃ ॥ ১৩
সনকঃ কপিলঃ সূর্য্যো যেঽন্যে চ ব্রহ্মণঃ সুতাঃ। বিচক্ষণা ন যদ্বক্তুং কিঞ্চান্যে জড়বুদ্ধয়ঃ ॥ ১৪
ন যদ্বক্তুং ক্ষমাঃ সিদ্ধা মুনীন্দ্রা যোগিনস্তথা। কে চান্যে বয়ং কে বা শ্রীদেব্যা গুণবর্ণনে ॥ ১৫
ধ্যায়ন্তে যৎপদাম্ভোজং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। অতিসাধ্যং স্বভক্তানাং তদন্যেষাং সুদুর্ল্লভম্ ॥ ১৬
কশ্চিৎ কিঞ্চিদ্বিজানাতি তদ্গুণোৎকীর্ত্তনং শুভম্। অতিরিক্তং বিজানাতি ব্রহ্মা ব্রহ্মবিশারদঃ ॥ ১৭
ততোঽতিরিক্তং জানাতি গণেশো জ্ঞানিনাং গুরুঃ। সর্ব্বাতিরিক্তং জানাতি সর্ব্বজ্ঞঃ শম্ভুরেব সঃ ॥ ১৮
তস্মৈ দত্তং পুরা জ্ঞানং কৃষ্ণেন পরমাত্মনা। অতীব নির্জ্জনেঽরণ্যে গোলোকে রাসমণ্ডলে ॥ ১৯
তত্রৈব কথিতং কিঞ্চিত্তদ্গুণোৎকীর্ত্তনং শুভম্। ধর্ম্মঞ্চ কথয়ামাস শিবলোকে শিবঃ স্বয়ম্ ॥ ২০
ধর্ম্মস্তু কথয়ামাস ভাস্বতে পৃচ্ছতে তথা। যামারাধ্য মৎপিতাপি সম্প্রাপ্য তপসা সতি ॥ ২১
পূর্ব্বং স্বং বিষয়ঞ্চাহং ন গৃহ্লামি প্রযত্নতঃ। বৈরাগ্যযুক্তস্তপসে গন্তমিচ্ছামি সুব্রতে ॥ ২২
তদা মাং কথয়ামাস পিতা তদ্গুণকীর্ত্তনম্। যথাগমং তদ্বদামি নিবোধাতীব দুর্গমম্ ॥ ২৩
তদ্গুণং সা ন জানাতি তদন্যস্য চ কা কথা। যথাকাশো ন জানাতি স্বান্তমেব বরাননে ॥ ২৪
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভগবান্ সর্ব্বকারণকারণঃ। সর্ব্বেশ্বরশ্চ সর্ব্বাদ্যঃ সর্ব্ববিৎ পরিপালকঃ ॥ ২৫
নিত্যরূপী নিত্যদেহী নিত্যানন্দো নিরাকৃতিঃ। নিরঙ্কুশো নিরাশঙ্কো নির্গুণশ্চ নিরাময়ঃ ॥ ২৬
নির্লিপ্তঃ সর্ব্বসাক্ষী চ সর্ব্বাধারঃ পরাৎপরঃ। মায়াবিশিষ্টঃ প্রকৃতি-স্তদ্বিকারাশ্চ প্রাকৃতাঃ ॥ ২৭
স্বয়ং পুমাংশ্চ প্রকৃতি-স্তাবভিন্নৌ পরস্পরম্। যথা বহ্নেস্তস্য শক্তির্ন ভিন্নাস্ত্যেব কুত্রচিৎ ॥ ২৮

কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিয়াছ, উহা বক্তা, প্রশ্নকর্ত্তা ও শ্রোতার কুলের উদ্ধার-হেতু-স্বরূপ। উহা অনন্তদেব সহস্র বদনে, মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চমুখে, চতুর্ব্বেদ-প্রণেতা জগতের বিধানকর্ত্তা ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে, এবং সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুও নিজমুখে বর্ণন করিতে অসমর্থ। কার্ত্তিকেয় ষন্মুখেও নিশ্চয় এতদ্বর্ণনে অক্ষম। অধিক কি যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু গণেশও দেবীগুণ-কীর্ত্তনে অসমর্থ। সমস্ত শাস্ত্রের প্রধান চারিবেদ ও বুধগণ যে গুণসমূহের কলামাত্রও বিদিত নহেন, সরস্বতীও যে গুণকীর্ত্তনে অসমর্থ, অধিক কি সনৎকুমার, ধর্ম্ম, সনাতন, সনন্দ, কপিল, সূর্য্যদেব ও অন্যান্য ব্রহ্মার পুত্রগণ, ইহাঁরা বিচক্ষণ হইয়াও যাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ, অন্য জড়বুদ্ধি ব্যক্তিরা যে তাহা প্রকাশ করিবে; ইহা কিরূপে সম্ভাবিতে পারে? অন্য ব্যক্তি বা আমাদিগের কথা কি,—সিদ্ধ, মনীন্দ্র ও যোগিগণও যে শ্রীদেবীর গুণবর্ণনে অক্ষম, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণ নিরন্তর যাঁহার চরণারবিন্দ ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই ভগবতীর গুণোৎকীর্ত্তন তাঁহার ভক্তগণের সাধ্য, অন্যের অসাধ্য। ৭-১৬

অপর কোন মহাত্মা, যেরূপ তাঁহার কিঞ্চিৎ গুণোৎকীর্ত্তন বিদিত আছেন, বেদজ্ঞপ্রধান ব্রহ্মা তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক জ্ঞাত আছেন এবং জ্ঞানিগণের গুরু গণেশ, তাঁহা অপেক্ষা অতিরিক্ত জানেন; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ শম্ভু, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদিত আছেন। পূর্ব্বে গোলোকধামের অতি নির্জ্জন রমণীয় রাসমণ্ডলে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ দান করিয়া পরে কিঞ্চিৎ স্বগুণোৎকীর্ত্তন করিয়াছিলেন; অনন্তর স্বয়ং শিব শিবলোকে ধর্ম্মের নিকট তাহা প্রকাশ করেন। সতি! পরে পুষ্করতীর্থে ধর্ম্মদেব, আমার পিতা ভাস্করের নিকটে শ্রীদেবীর গুণমাহাত্ম্য প্রকাশ করিলে, তিনি তপস্যা দ্বারা সেই দেবীকে আরাধনা করিয়া আমাকে লাভ করেন। হে সুব্রতে! যখন আমি কোন প্রকারে এই নিজাধিকার গ্রহণ না করিয়া বৈরাগ্যবশত তপস্যার্থ গমনে উদ্যত হইয়াছিলাম, তখন পিতা যে প্রকারে সেই ভগবতীর অতি দুর্জ্ঞেয় গুণ আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা অবিকল কহিতেছি, শ্রবণ কর। ১৭-২৩

হে বরাননে! অপরের কথা কি বলিব, আকাশ যেমন আপনার অন্ত আপনি জানে না, সেইরূপ দেবী ভগবতীও স্বয়ং নিজগুণের সীমা বিদিতা নহেন। যিনি সকলের অন্তরাত্মা, সকলের কারণের কারণ, সকলের ঈশ্বর, সকলের আদি, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বরূপধারী, যিনি নিত্যানন্দ, নিত্যরূপী, নিরাকৃতি অথচ নিত্যদেহী, যিনি নিরঙ্কুশ, নিঃশঙ্ক, নির্গুণ ও নিরাময়, নির্লিপ্ত, পরাৎপর, সকলের আধার ও সকলের সাক্ষী, সেই পরমাত্মাই মায়াবিশিষ্ট মূল প্রকৃতি ভগবতী। তাঁহার বিকারসমুদয় প্রাকৃত বলিয়া

সেয়ং শক্তির্মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী। রূপং বিভর্ত্ত্যরূপা চ ভক্তানুগ্রহহেতবে ॥ ২৯
গোপালসুন্দরীরূপং প্রথমং সা সসর্জ্জ হ। অতীব কমনীয়ঞ্চ সুন্দরং সুমনোহরম্ ॥ ৩০
নবীননীরদশ্যামং কিশোরং গোপবেশকম্। কন্দর্পকোটিলাবণ্যং লীলাধাম মনোহরম্ ॥ ৩১
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মানাং শোভামোচনলোচনম্। শরৎপার্ব্বণকোটীন্দু-শোভাপ্রচ্ছাদনাননম্ ॥ ৩২
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-নানাভূষণভূষিতম্। সস্মিতং শোভিতং শশ্বদমূল্যপীতবাসসা ॥ ৩৩
পরব্রহ্মস্বরূপঞ্চ জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা। সুখদৃশ্যঞ্চ শান্তঞ্চ রাধাকান্তমনন্তকম্ ॥ ৩৪
গোপীভির্বীক্ষ্যমাণঞ্চ সস্মিতাভিশ্চ সন্ততম্। রাসমণ্ডলমধ্যস্থং রত্নাসিংহাসনস্থিতম্ ॥ ৩৫
বংশীং ক্বণন্তং দ্বিভুজং বনমালাবিভূষিতম্। কৌস্তুভেন মণীন্দ্রেণ শশ্বদ্বক্ষঃস্থলোজ্জ্বলম্ ॥ ৩৬
কুঙ্কুমাগুরুকস্তুরী-চন্দনার্চ্চিতবিগ্রহম্। চারুচম্পকমালাঢ্যং মালতীমাল্যমণ্ডিতম্ ॥ ৩৭
চারুচন্দ্রকশোভাঢ্যং চূড়াবঙ্কিমরাজিতম্। এবম্ভূতঞ্চ ধ্যায়ন্তে ভক্তা ভক্তিপরিপ্লুতাঃ ॥ ৩৮
যদ্ভয়াজ্জগতাং ধাতা বিধত্তে সৃষ্টিমেব চ। কর্ম্মানুসারাল্লিখিতং করোতি সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ৩৯
তপসাং ফলদাতা চ কর্ম্মণাঞ্চ যদাজ্ঞয়া। বিষ্ণুঃ পাতা চ সর্ব্বেষাং যদ্ভয়াৎ পাতি সন্ততম্ ॥ ৪০
কালাগ্নিরুদ্রঃ সংহর্ত্তা সর্ব্ববিশ্বেষু যদ্ভয়াৎ। শিবো মৃত্যুঞ্জয়শ্চৈব জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ ॥ ৪১
যজ্জ্ঞানাজ্জ্ঞানবানস্তি যোগীশো জ্ঞানবিৎ প্রভুঃ। পরমানন্দযুক্তশ্চ ভক্তিবৈরাগ্যসংযুতঃ ॥ ৪২
যদ্ভয়াদ্বাতি পবনঃ প্রবরঃ শীঘ্রগামিনাম্। তপনশ্চ প্রতপতি যদ্ভয়াৎ সন্ততং সতি ॥ ৪৩
যদাজ্ঞয়া বর্ষতীন্দ্রো মৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু। যদাজ্ঞয়া দহেদ্বহ্নি-র্জ্জলমেবং সুশীতলম্ ॥ ৪৪
দিশো রক্ষন্তি দিক্‌পালা মহাভীতা যদাজ্ঞয়া। ভ্রমন্তি রাশিচক্রাণি গ্রহাশ্চ যদ্ভয়েন চ ॥ ৪৫
ভয়াৎ ফলন্তি বৃক্ষাশ্চ পুষ্পন্ত্যপি য যদ্ভয়াৎ। যদাজ্ঞাস্ত পুরস্কৃতঃ কালঃ কালে হরেদ্ভয়াৎ ॥ ৪৬
তথা জলস্থলস্থাশ্চ ন জীবন্তি যদাজ্ঞয়া। অকালে নাহরেদ্ বিদ্ধং রণেষু বিষমেষু চ ॥ ৪৭

অভিহিত। তিনিই পুরুষ ও প্রকৃতি; অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় সেই প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর অভিন্ন। সেই সর্ব্বকারণভূতা মূলপ্রকৃতিই সচ্চিদানন্দরূপিণী মহামায়া; তিনি রূপবিহীনা হইলেও ভক্তগণের অনুগ্রহের নিমিত্ত রূপ ধারণ করেন। তিনি প্রথমে গোপালসুন্দরী মূর্ত্তি সৃজন করেন। ঐ রূপ অতিশয় কমনীয় সুন্দর ও সুমনোহর। তিনি কিশোর-বয়স্ক গোপবেশধারী; তাঁহার বর্ণ নূতন জলধরের ন্যায় শ্যাম। সেই মনোরম রূপ কোটি-কন্দর্পের লাবণ্য-লীলার আশ্রয়; তাঁহার লোচনদ্বয় শরৎকালীন মধ্যাহ্নপদ্মের শোভাকেও পরাজয় করিয়াছে। তাঁহার মুখকমল—শারদীয় কোটি পূর্ণ শশধরের শোভাকেও শোভাহীন করিয়াছে। ২৪-৩২

তিনি অমূল্য রত্ন-নির্ম্মিত ভূষণসমূহে বিভূষিত। সেই ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত পরব্রহ্ম-স্বরূপ মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য ও অঙ্গে অমূল্য পীতবস্ত্র থাকায়—তিনি পরম শোভিত হইয়াছেন। তাঁহার মূর্ত্তি শান্ত ও সুখদৃশ্য; কেহই সেই রাধাকান্তের অন্ত পান না। চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান সস্মিত গোপিকাগণ নিরন্তর তাঁহাকে সন্দর্শন করিতেছেন। তিনি রাসমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী রত্ন-সিংহাসনে সমাসীন এবং সেই বিশুদ্ধ বনমালা-বিভূষিত শ্রীকৃষ্ণ, নিরন্তর বংশী বাদন করিতেছেন। তাঁহার বক্ষস্থল কৌস্তুভ মণিতে সমধিক উজ্জ্বল এবং সমস্ত শরীর কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তূরী ও চন্দনে চর্চ্চিত। সেই বঙ্কিমচূড়া-বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণ, সুচারু চম্পক, পদ্ম ও মালতী মালায় সুশোভিত। তাঁহাকে এইরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন। যাঁহার ভয়ে জগতের বিধাতা সৃষ্টি বিধানপূর্ব্বক সমুদয় কর্ম্মী জীবগণের ফল লিখিয়া থাকেন এবং যাঁহার আজ্ঞায় সমুদয় কর্ম্ম তপস্যার ফল দান করেন, যাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া বিষ্ণু সকলের পালন ও কালাগ্নি-রুদ্র সমস্ত বিশ্বের সংহারকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, যাঁহার নিকট জ্ঞান লাভ করিয়া স্বয়ং শিব মৃত্যুঞ্জয় ও যাঁহাকে সম্যক্ জানিয়া জ্ঞানীদিগের গুরুরও গুরু সিদ্ধেশ্বর যোগীশ্বর হইয়াছেন, যাঁহার ভয়ে সূর্য্য নিরন্তর জগতে তাপ দান করিতেছেন,—শীঘ্রগামী পবনও প্রবাহিত হইতেছেন এবং যাঁহার আজ্ঞায় সময়ে ইন্দ্র বর্ষণ ও মৃত্যু প্রাণিগণে বিচরণ করিয়া থাকে, আর যাঁহার আজ্ঞায় বহ্নির দাহিকা শক্তি ও জলের শৈত্য হইয়াছে, যাঁহারই আজ্ঞায় ভীত হইয়া দিক্‌পালগণ দিক্‌সকল রক্ষা করিতেছেন, যে পরমেশ্বরের ভয়ে রাশিচক্র ও গ্রহগণ নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে এবং বৃক্ষসকল ফলবন্ত ও পুষ্পবন্ত হইতেছে, যাঁহার ভয়ে কাল পাপিগণের সংহার করেন, যাঁহার আজ্ঞায় স্থলচর জলে ও জলচর স্থলে জীবন ধারণে অসমর্থ, যাঁহার ভয়ে কাল ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়ন্তা হইয়াছেন, যাঁহার আজ্ঞায় অকালে কেহই বিষম বাণে বিদ্ধ হইয়া কালকবলিত হইতেছে না। ৩৩-৪৭

যস্তে বায়ুস্তোয়রাশিং তোয়ং কূর্ম্মং তদাজ্ঞয়া। কূর্ম্মোঽনন্তং স চ ক্ষৌণীং সমুদ্রান্ সা চ পর্ব্বতান্ ॥ ৪৮
সর্ব্বা চৈব ক্ষমারূপা নানারত্নং বিভর্ত্তি যা। যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি লীয়ন্তে হি তত্র হি ॥ ৪৯
ইন্দ্রায়ুশ্চৈব দিব্যানাং যুগানামেকসপ্ততিঃ। অষ্টাবিংশে শক্রপাতে ব্রহ্মণশ্চ দিবানিশম্ ॥ ৫০
এবং ত্রিংশদ্দিনৈর্ম্মাসো দ্বাভ্যামাভ্যামৃতুঃ স্মৃতঃ। ঋতুভিঃ ষড়্‌ভিরেবাব্দং ব্রহ্মণো বৈ বয়ঃ স্মৃতম্ ॥ ৫১
ব্রহ্মণশ্চ নিপাতে চ হরের্নেত্রনিমীলনম্। চক্ষুর্নিমীলনে তস্য লয়ং প্রাকৃতিকং বিদুঃ ॥ ৫২
প্রলয়ে প্রাকৃতে সর্ব্ব-দেবাদ্যাশ্চ চরাচরাঃ। লীনা ধাতা বিধাতা চ শ্রীকৃষ্ণনাভিপঙ্কজে ॥ ৫৩
বিষ্ণুঃ ক্ষীরোদশায়ী চ বৈকুণ্ঠে যশ্চতুর্ভুজঃ। বিলীনো বামপার্শ্বে চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৫৪
যস্য জ্ঞানে শিবো লীনো জ্ঞানাধীশঃ সনাতনঃ। দুর্গায়াং বিষ্ণুমায়ায়াং বিলীনাঃ সর্ব্বশক্তয়ঃ ॥ ৫৫
সা চ কৃষ্ণস্য বুদ্ধৌ চ বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃদেবতা। নারায়ণাংশঃ স্কন্দশ্চ লীনো বক্ষসি তস্য চ ॥ ৫৬
শ্রীকৃষ্ণাংশশ্চ তদ্‌বাহৌ দেবাধীশো গণেশ্বরঃ। পদ্মাংশাশ্চৈব পদ্মায়াং সা রাধায়াঞ্চ সুব্রতে ॥ ৫৭
গোপ্যশ্চাপি চ তস্যাঞ্চ সর্ব্বাশ্চ দেবযোষিতঃ। কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী সা তস্য প্রাণেষু সংস্থিতা ॥ ৫৮
সাবিত্রী চ সরস্বত্যাং বেদাঃ শাস্ত্রাণি যানি চ। স্থিতা বাণী চ জিহ্বায়াং তস্যৈব পরমাত্মনঃ ॥ ৫৯
গোলোকস্য চ গোপাশ্চ বিলীনাস্তস্য লোমসু। তৎপ্রাণেষু চ সর্ব্বেষাং প্রাণবাতা হুতাশনঃ ॥ ৬০
জঠরাগ্নৌ বিলীনশ্চ জলং তদ্রসনাগ্রতঃ। বৈষ্ণবাশ্চরণাম্ভোজে পরমানন্দসংযুতাঃ।
সারাৎসারতরাভক্তি-রসপীযূষপায়িনঃ ॥ ৬১
বিরাড়ংশাশ্চ মহতি লীনাঃ কৃষ্ণে মহাবিরাট্ ॥ ৬২
যস্যৈব লোমকূপেষু বিশ্বানি নিখিলানি চ ॥ ৬৩
যস্য চক্ষুর্নিমেষে চ প্রাকৃতঃ প্রলয়ো ভবেৎ। চক্ষুরুন্মীলনে সৃষ্টির্যস্যৈব পুনরেব সঃ ॥ ৬৪
যাবৎকালো নিমেষেণ তাবদুন্মীলনেন চ ॥ ৬৫
ব্রহ্মণশ্চ শতাব্দে চ সৃষ্টেঃ সূত্রং লয়ঃ পুনঃ। ব্রহ্মসৃষ্টিলয়ানাঞ্চ সংখ্যা নাস্ত্যেব সুব্রতে।
যথা ভূরজসাঞ্চৈব সংখ্যানং নৈব বিদ্যতে ॥ ৬৬

যাঁহার আজ্ঞায় বায়ু তোয়রাশিকে, তোয় কূর্ম্মকে, কূর্ম্ম অনন্তকে, অনন্ত পৃথিবীকে ও পৃথিবী—সপ্ত সমুদ্র ও সপ্ত কুলপর্ব্বতের সহিত নানা প্রকার রত্নসমূহ ধারণ করিতেছেন, সমুদয় ভূতগণ আবার অন্তে তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে। দেবপরিমিত একসপ্ততি যুগ ইন্দ্রের পরামায়ু, এইরূপ অষ্টাবিংশতি ইন্দ্রের পতন হইলে ব্রহ্মার এক দিবারাত্রি হয়। ঐরূপ ত্রিংশদ্দিনে ব্রহ্মার একমাস ; ঐ প্রকার দুই মাসে এক ঋতু ও ঐ ছয় ঋতুতে এক বৎসর। এইরূপ শত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ুঃ। এক ব্রহ্মার আয়ুর শেষ হইলে সেই সর্ব্বময় হরিরও একবার নেত্রপলক পতিত হয়। তাঁহার চক্ষুর নিমীলনেই প্রাকৃতিক লয় হইয়া থাকে। ৪৮-৫২

ঐ প্রলয়সময়ে দেবাদি চরাচর সমুদয় প্রাকৃত পদার্থ, এমন কি, বিধাতাও শ্রীকৃষ্ণের নাভিপঙ্কজে বিলীন হন। তখন, ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ও বৈকুণ্ঠবাসী চতুর্ভুজ কমলাপতি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে বিলীন থাকেন। আর রুদ্র ও ভৈরব প্রভৃতি শিবের যাবতীয় অনুচরগণ, মঙ্গলাধার জ্ঞানানন্দময় সনাতন শিবে বিলীন হইয়া থাকেন। সেই জ্ঞানাধিষ্ঠাতা সনাতন মহাদেব, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানে লীন হন। সেই সময়, বিষ্ণুমায়া ভগবতী দুর্গাতে সমুদয় শক্তির বিলয় হয় এবং সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গা শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিতে লীনা হইয়া থাকেন। নারায়ণাংশ কার্ত্তিক তাঁহার বক্ষঃস্থলে এবং দেবগণের অধীশ্বর গণেশ বাহুতে লীন থাকেন। হে সুব্রতে। তৎকালে লক্ষ্মীর অংশ-সম্ভূত সমুদয় স্ত্রীগণ লক্ষ্মীর এবং সেই লক্ষ্মী, গোপিকাগণ ও সমস্ত দেববালা রাধিকাতে লীন থাকেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের প্রাণে, সাবিত্রী দেবী, বেদশাস্ত্রসকল—সরস্বতী দেবীতে, আর সরস্বতী দেবী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের জিহ্বায় অবস্থান করেন। গোলোকের গোপগণ, তাঁহার লোমসমূহমধ্যে বিলীন হইয়া থাকেন। সকলের প্রাণবায়ু তাঁহার প্রাণে, হুতাশন জঠরাগ্নিতে ও জল রসনাগ্রে বিলীন হয়। বৈষ্ণবগণ পরম আনন্দের সহিত ভক্তিরসরূপ পীযূষ পান করত তাঁহার চরণপদ্মে অবস্থান করেন। ৫৩-৬১

তখন ক্ষুদ্র বিরাট্‌মূর্ত্তি, সেই মহান্ শ্রীকৃষ্ণে লীন হন, নিখিল বিশ্ব তাঁহার লোমকূপসকলের মধ্যে অবস্থিত, তাঁহার চক্ষুর্নিমেষে প্রাকৃত প্রলয় ও চক্ষুর উন্মীলনে পুনরায় সৃষ্টি হইয়া থাকে। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যাবৎ সময় নিমিষকাল, উন্মীলনেও সেই সময়। সেই উন্মীলন কালেই ব্রহ্মার পরমায়ুঃ এবং সেই শতাব্দ মধ্যেই সৃষ্টি হইয়া থাকে ও পুনর্ব্বার লয় হয়। হে সুব্রতে। যেরূপ ধূলিরাশির সংখ্যা করা যায় না, তদ্রূপ ব্রহ্মার সৃষ্টি ও লয়ের সংখ্যা নাই ; অতএব হে সাধ্বি। যে সর্ব্বান্তরাত্মা হরির ইচ্ছা ক্রমে

চক্ষুর্নিমেষে প্রলয়ো যস্য সর্ব্বান্তরাত্মনঃ। উন্মীলনে পুনঃ সৃষ্টির্ভবেদেবেশ্বরেচ্ছয়া।
স কৃষ্ণঃ প্রলয়ে তস্যাং প্রকৃতৌ লীন এব হি ॥ ৬৭
একৈব চ পরাশক্তির্নির্গুণঃ পরমঃ পুমান্। সদেবেদমগ্র আসীদিতি বেদবিদো বিদুঃ ॥ ৬৮
মূলপ্রকৃতিরব্যক্তা-প্যব্যাকৃতপদাভিধা। চিদভিন্নত্বমাপন্না প্রলয়ে সৈব তিষ্ঠতি ॥ ৬৯
তদ্গুণোৎকীর্ত্তনং বক্তুং ব্রহ্মাণ্ডেষু চ কঃ ক্ষমঃ। মুক্তয়শ্চ চতুর্ব্বেদে-নিরুক্তাশ্চ চতুর্ব্বিধাঃ ॥ ৭০
তৎপ্রধানা দেবভক্তি-র্মুক্তেরপি গরীয়সী। সালোক্যদা ভবেদেকা তথা সারূপ্যদাপরা ॥ ৭১
সামীপ্যদাথ নির্ব্বাণ-প্রদা মুক্তিশ্চতুর্ব্বিধা। ভক্তাস্তা ন হি বাঞ্ছন্তি বিনা তৎসেবনং বিভো ॥ ৭২
শিবত্বমমরত্বঞ্চ ব্রহ্মত্বঞ্চাবহেলয়া। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-ভয়শোকাদিকং ধনম্ ॥ ৭৩
দিব্যরূপধারণঞ্চ নির্ব্বাণং মোক্ষণং বিদুঃ। মুক্তিশ্চ সেবারহিতা ভক্তিঃ সেবাবিবর্দ্ধিনী ॥ ৭৪
ভক্তিমুক্ত্যোরয়ং ভেদো নিষেকখণ্ডনং শৃণু। বিদুর্বুধা নিষেকঞ্চ ভোগঞ্চ কৃতকর্ম্মণাম্ ॥ ৭৫
তৎখণ্ডনঞ্চ শুভদং শ্রীবিভোঃ সেবনং পরম্। তত্ত্বজ্ঞানমিদং সাধ্বি স্থিরঞ্চ লোকবেদয়োঃ।
নির্ব্বিঘ্নং শুভদঞ্চোক্তং গচ্ছ বৎসে যথাসুখম্ ॥ ৭৬
ইত্যুক্ত্বা সূর্য্যপুত্রশ্চ জীবয়িত্বা চ তৎপতিম্। তস্যৈ শুভাশিষং দত্ত্বা গমনং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥ ৭৭
দৃষ্ট্বা যমঞ্চ গচ্ছন্তং সা সাবিত্রী প্রণম্য চ। রুরোদ চরণৌ ধৃত্বা সাধুচ্ছেদেন দুঃখিতা ॥ ৭৮
সাবিত্রীরোদনং শ্রুত্বা যমশ্চৈব কৃপানিধিঃ। তামিত্যুবাচ সন্তুষ্টঃ স্বয়ঞ্চৈব রুরোদ হ ॥ ৭৯

ধর্ম্ম উবাচ—

লক্ষবর্ষং সুখং ভুক্ত্বা পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে। অন্তে যাস্যসি তল্লোকং যত্র দেবী বিরাজতে ॥ ৮০
গত্বা চ স্বগৃহং ভদ্রে সাবিত্র্যাশ্চ ব্রতং কুরু। দ্বিসপ্তবর্ষপর্য্যন্তং নারীণাং মোক্ষকারণম্ ॥ ৮১
জ্যৈষ্ঠশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং সাবিত্র্যাশ্চ ব্রতং শুভম্। শুক্লাষ্টম্যাং ভাদ্রপদে মহালক্ষ্ম্যা যথা ব্রতম্ ॥ ৮২
দ্ব্যষ্টবর্ষং ব্রতঞ্চৈব প্রত্যাব্দেয়ং শুচিস্মিতে। করোতি ভক্ত্যা যা নারী সা যাতি চ বিভোঃ পদম্ ॥ ৮৩
প্রতিমঙ্গলবারে চ দেবীং মঙ্গলদায়িনীম্। প্রতিমাসং শুক্লষষ্ঠ্যাং ষষ্ঠীং মঙ্গলদায়িনীম্ ॥ ৮৪
তথা চাষাঢ়সংক্রান্ত্যাং মনসাং সর্ব্বসিদ্ধিদাম্। রাধাং রাসে চ কার্ত্তিক্যাং কৃষ্ণপ্রাণাধিকপ্রিয়াম্ ॥ ৮৫

চক্ষুর নিমেষে প্রলয় ও উন্মীলনে পুনর্ব্বার সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেই কৃষ্ণ প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকেন। সেই একমাত্র পরা শক্তিই নির্গুণ পরম পুরুষ। বেদজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র তিনিই সৎরূপে অবস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে সক্ষম ? আর মুক্তি চারি প্রকার বলিয়া চারিবেদে কথিত আছে, কিন্তু সেই সমুদয় মুক্তি অপেক্ষা দেবীভক্তি প্রধান ও গরীয়সী। মুক্তি চতুর্ব্বিধ,—সালোক্যদা, সারূপ্যদা, সমীপ্য এবং নির্ব্বাণমুক্তি ; কিন্তু ভক্তগণ তাঁহার সেবা ব্যতীত এই চারি প্রকার মুক্তিই প্রার্থনা করেন না। ভক্তগণ সেই সেবা বলে শিবত্ব, অমরত্ব ও ব্রহ্মত্ব জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিভয় এবং শোকাদি, অনায়াসে দিব্যরূপধারণ ও নির্ব্বাণ-মুক্তি পর্য্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করেন। বৎসে! এই চতুর্ব্বিধ মুক্তিই সেবারহিত ; কিন্তু ভক্তি—সেবা-বিবর্দ্ধিনী ; ইহাই ভক্তি ও মুক্তির প্রভেদ। এক্ষণে নিষেকের খণ্ডন শ্রবণ কর। বুধগণ, কৃতকর্ম্মের ভোগকেই নিষেক শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৬২-৭৫

কেবল এক শুভদ শক্তিসেবাতেই উক্ত নিষেকের খণ্ডন হয়। হে সাধ্বি ! এই সেবন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান এবং ইহাই লৌকিক ও বৈদিক কার্য্যের মধ্যে সার পদার্থ, এই আমি তোমার নিকট বিঘ্ননাশক ও শুভপ্রদ তত্ত্বকথা কীর্ত্তন করিলাম। হে বৎসে! এক্ষণে তুমি সুখে গমন কর। সূর্য্যকুমার ধর্ম্মরাজ এইরূপ কহিয়া সাবিত্রীর পতির প্রাণদানপূর্ব্বক সাবিত্রীকে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন সাবিত্রী, যমকে গমনোদ্যত দেখিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার বিচ্ছেদ দুঃসহ জ্ঞানে চরণ ধারণ করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। হে নারদ ! সাবিত্রীর রোদন দর্শনে কৃপানিধি যম, তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এইরূপ কহিলেন এবং স্বয়ংও নেত্রজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। যম বলিলেন, হে শুভে। তুমি পুণ্যভূমি ভারতে লক্ষবর্ষ সুখ ভোগ করিয়া পরিণামে দেবীলোকে গমন করিবে। হে ভদ্রে। এক্ষণে স্বগৃহে গমনপূর্ব্বক সাবিত্রীব্রত আচরণ কর। নারীগণ চতুর্দ্দশবর্ষ পর্য্যন্ত এই ব্রতের অনুষ্ঠানে মোক্ষ লাভ করেন। জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে শুভকর সাবিত্রীব্রত ও ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে মহালক্ষ্মীব্রত করিতে হয়। যে রমণী, ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ঐ শুক্লাষ্টমী হইতে পক্ষান্ত পর্য্যন্ত পরম ভক্তি সহকারে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তিনি বিভুর পদ প্রাপ্ত হন। যে রমণী, ধন ও সন্তান কামনায় প্রতি মঙ্গলবারে দেবী মঙ্গলচণ্ডিকাকে এবং প্রতি মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে মঙ্গলদায়িকা ষষ্ঠীকে, আষাঢ়সংক্রান্তিতে সর্ব্বসিদ্ধা মনসা দেবীকে, কার্ত্তিক মাসের রাসের দিবস কৃষ্ণের প্রাণাধিকা

উপোষ্য শুক্লাষ্টম্যাঞ্চ প্রতিমাসং বরপ্রদাম্। বিষ্ণুমায়াং ভগবতীং দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্ ॥ ৮৬
প্রকৃতিং জগদম্বাঞ্চ পতিপুত্রবতীষু চ। পতিব্রতাসু শুদ্ধাসু যন্ত্রেষু প্রতিমাসু চ ॥ ৮৭
যা নারী পূজয়েদ্ভক্ত্যা ধনসন্তানহেতবে। ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা যাত্যন্তে শ্রীবিভোঃ পদম্ ॥ ৮৮
এবং দেব্যা বিভূতীশ্চ পূজয়েৎ সাধকোঽনিশম্। সর্ব্বকালং সর্ব্বরূপা সংসেব্যা পরমেশ্বরী ॥ ৮৯
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ কৃতকৃত্যত্বদায়কম্ ॥ ৯০
ইত্যুক্ত্বা তাং ধর্ম্মরাজো জগাম নিজমন্দিরম্। গৃহীত্বা স্বামিনং সা চ সাবিত্রী চ নিজালয়ম্ ॥ ৯১
সাবিত্রী সত্যবাংশ্চৈব প্রযযৌ চ যথাগমম্। অন্যাংশ্চ কথয়ামাস স্ববৃত্তান্তং হি নারদ ॥ ৯২
সাবিত্রীজনকঃ পুত্রান্ সম্প্রাপ্তঃ প্রক্রমেণ চ। শ্বশুরশ্চক্ষুষী রাজ্যং সা চ পুত্রান্ বরেণ চ ॥ ৯৩
লক্ষবর্ষং সুখং ভুক্ত্বা পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে। জগাম স্বামিনা সার্দ্ধং দেবীলোকং পতিব্রতা ॥ ৯৪
সবিতুশ্চাধিদেবী যা মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা। সাবিত্রী হ্যপি বেদানাং সাবিত্রী তেন কীর্ত্তিতা ॥ ৯৫
ইত্যেবং কথিতং বৎস সাবিত্র্যাখ্যানমুত্তমম্। জীবকর্ম্মবিপাকঞ্চ কিং পুনঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৯৬

ইতি দেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে দেব্যোৎকর্ষ-তদ্ভক্তিযোগবর্ণনং নাম
অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

প্রিয়া রাধিকাকে এবং উপবাসপূর্ব্বক প্রতিমাসের শুক্লাষ্টমীতে দুর্গতিনাশিনী বরপ্রদা বিষ্ণুমায়া প্রকৃতি জগদম্বা ভগবতী দুর্গাকে পতিপুত্রবতী পতিব্রতা শুদ্ধা রমণীর উপরি বা প্রতিমাতে অথবা যন্ত্রে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি ইহলোকে সমস্ত সুখ উপভোগ করিয়া পরে দেবীর পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। সর্ব্বদা সাধক এইরূপে সর্ব্বরূপা দেবী পরমেশ্বরীর সেবা এবং তদীয় বিভূতি সকলের পূজা করিবেন। ইহা অপেক্ষা কৃতকার্য্যতাদায়ক আর কিছুই নাই। ৭৬-৮৮

হে নারদ। ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীকে এই কথা বলিয়া স্বভবনে গমন করিলে, সাবিত্রীও স্বামীর সহিত নিজালয়ে গমনপূর্ব্বক সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক কহিয়া পরে অন্যান্য বান্ধবগণকে বিদিত করিলেন। অনন্তর ক্রমে সাবিত্রীর পিতা বরপ্রভাবে অভিলষিত পুত্র এবং তাঁহার শ্বশুর—চক্ষুঃ ও রাজ্য আর আপনিও শত পুত্র লাভ করিলেন। সেই পবিত্রা সাবিত্রী, পুণ্যক্ষেত্রে ভারতে শতবর্ষ সুখ ভোগ করিয়া অন্তে স্বামীর সহিত দেবীলোকে গমন করিয়াছিলেন। নারদ! সাবিত্রী দেবী, সূর্য্যের ও মন্ত্রসকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি বেদের সাবিত্রী অর্থাৎ প্রসবকর্ত্রী বলিয়া সাবিত্রী নামে প্রসিদ্ধা। হে বৎস! এই আমি তোমার নিকট সাবিত্রী দেবীর উৎকৃষ্ট উপাখ্যান ও জীবগণের কর্ম্মবিপাক কীর্ত্তন করিলাম। পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ৮৯-৯৭

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে দেবীর উৎকর্ষ ও ভক্তির স্বরূপ নির্দ্দেশ নামক
অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ—

শ্রীমূলপ্রকৃতের্দ্দেব্যা গায়ত্র্যাস্তু নিরাকৃতেঃ। সাবিত্রীযমসংবাদে শ্রুতং বৈ নির্ম্মলং যশঃ ॥ ১
তদ্‌গুণোৎকীর্ত্তনং সত্যং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্। অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি লক্ষ্ম্যুপাখ্যানমীশ্বর ॥ ২
কেনাদৌ পূজিতা সাপি কিম্ভূতা কেন বা পুরা। তদ্‌গুণোৎকীর্ত্তনং মহ্যং বদ বেদবিদাং বর ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ—

সৃষ্টেরাদৌ পুরা ব্রহ্মন্ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। দেবী বামাংসসম্ভূতা বভূব রাসমণ্ডলে ॥ ৪
অতীব সুন্দরী শ্যামা ন্যগ্রোধপরিমণ্ডিতা। যথা দ্বাদশবর্ষীয়া শশ্বৎসুস্থিরযৌবনা ॥ ৫
শ্বেতচম্পকবর্ণাভা সুখদৃশ্যা মনোহরা। শরৎপার্ব্বণকোটীন্দু-প্রভাপ্রচ্ছাদনাননা ॥ ৬
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মানাং শোভামোচনলোচনা। সা দেবী দ্বিবিধা ভূতা সহসৈবেশ্বরেচ্ছয়া ॥ ৭
স্বীয়রূপেণ বর্ণেন তেজসা বয়সা ত্বিষা। যশসা বাসসাকৃত্যা ভূষণেন গুণেন চ ॥ ৮
স্মিতেন বীক্ষণেনৈব প্রেম্না চানুনয়েন চ। তদ্বামাংসান্মহালক্ষ্মী র্দক্ষিণাংসাচ্চ রাধিকা ॥ ৯
রাধাদৌ বরয়ামাস দ্বিভুজঞ্চ পরাৎপরম্। মহালক্ষ্মীশ্চ তৎপশ্চাচ্চকমে কমনীয়কম্ ॥ ১০
কৃষ্ণস্তদ্গৌরবেণৈব দ্বিধারূপো বভূব হ। দক্ষিণাংসশ্চ দ্বিভুজো বামাংসশ্চ চতুর্ভুজঃ ॥ ১১
চতুর্ভুজায় দ্বিভুজো মহালক্ষ্মীং দদৌ পুরা। লক্ষ্যতে দৃশ্যতে বিশ্বং স্নিগ্ধদৃষ্ট্যা যয়ানিশম্।
দেবীভূতা চ মহতী মহালক্ষ্মীশ্চ সা স্মৃতা ॥ ১২
রাধাকান্তশ্চ দ্বিভুজো লক্ষ্মীকান্তশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ১৩
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চ গোপৈর্গোপীভিরাবৃতঃ। চতুর্ভুজৈশ্চ বৈকুণ্ঠং প্রযযৌ পদ্ময়া সহ ॥ ১৪
সর্ব্বাংশেন সমৌ তৌ দ্বৌ কৃষ্ণনারায়ণৌ পরৌ। মহালক্ষ্মীশ্চ যোগেন নানারূপা বভূব সা ॥ ১৫
বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মীঃ পরিপূর্ণতমা রমা। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চ সর্ব্বসৌভাগ্যসংযুতা ॥ ১৬
প্রেম্না সা চ প্রধানা চ সর্ব্বাসু রমণীষু চ। স্বর্গেষু স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রসম্পৎস্বরূপিণী ॥ ১৭

নারদ কহিলেন, ঈশ্বর! সাবিত্রী যমসংবাদপ্রসঙ্গে আপনার মুখে নিরাকার মূল প্রকৃতি ও গায়ত্রীদেবীর যশ ও মঙ্গলকর সত্য গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে লক্ষ্মীর উপাখ্যান শ্রবণে সমুৎসুক হইয়াছি। হে বেদজ্ঞপ্রধান! সেই লক্ষ্মী দেবী কি প্রকার? কোন ব্যক্তিই বা অগ্রে তাঁহার পূজা করেন? আর কেই বা তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন?—প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে সৃষ্টির অগ্রে রাসমণ্ডলস্থ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বাম ভাগ হইতে লক্ষ্মী দেবী উৎপন্না হন। তিনি অতিশয় সুন্দরী ও তপ্তকাঞ্চন-সবর্ণা; তাঁহার অঙ্গসকল শীতকালে সুখ-জনক, উষ্ণ ও গ্রীষ্মে সুখকর শীতল; কটিদেশ ক্ষীণ। স্তনদ্বয় কঠিন ও নিতম্ব অতিবিশাল; সেই স্থিরযৌবনাকে দর্শন করিলে দ্বাদশবর্ষীয়া বলিয়া বোধ হয়। সেই সুখদৃশ্যা মনোহর কামিনীর বর্ণের আভা শ্বেতচম্পকতুল্য, তাঁহার মুখমণ্ডল, শারদীয় কোটি পূর্ণচন্দ্রের প্রভাকেও লজ্জা দেয়। তাঁহার লোচনদ্বয়, শরৎকালীন মধ্যাহ্নের সুবিকসিত পদ্মকে তিরস্কার করে। সেই দেবী উৎপন্না হইয়াই সহসা ঈশ্বরের ইচ্ছায় দুইরূপে বিভক্তা হন। সেই উভয় মূর্ত্তিই, রূপে, বর্ণে, তেজে, বয়সে, প্রভায়, যশে, বস্ত্রে, আকারে, ভূষণে, গুণে, হাস্যে, দর্শনে, প্রেমে এবং অনুনয়ে ঠিক সমান। মহালক্ষ্মী তাঁহার বামাংশ-সম্ভূতা; রাধিকা দক্ষিণাংশ-জাতা। রাধিকা উৎপন্না হইয়াই অগ্রে সেই দ্বিভুজ পরাৎপরকে কামনা করেন; পরে মহালক্ষ্মীও সেই কমনীয় কৃষ্ণকে প্রার্থনা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের গৌরববশত দুইরূপ ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণাংশ মূর্ত্তি দ্বিভুজ ও বামাংশজ মূর্ত্তি চতুর্ভুজ হইল। ১-১১

তখন দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণকে মহালক্ষ্মী দান করেন। মহালক্ষ্মী দেবী স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সমুদয় বিশ্ব লক্ষ্য করেন এবং তিনি দেবীগণের মধ্যে মহতী;—এইজন্য মহালক্ষ্মী নামে প্রসিদ্ধা হন। এই প্রকারে দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকান্ত ও চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মীকান্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ গোপগোপিকাগণে পরিবৃত হইয়া গোলোকেই অবস্থান করিলেন, আর চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। কৃষ্ণ এবং নারায়ণ উভয়েই সর্ব্বাংশে তুল্য। অনন্তর, মহালক্ষ্মী যোগবলে নানারূপ ধারণ করিলেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠধামে পরিপূর্ণতম মহালক্ষ্মীর অধিষ্ঠান রহিল। তিনি, শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপা ও সর্ব্বসৌভাগ্য-শালিনী; তিনি প্রেমে নারায়ণকে আবদ্ধ করিয়া সকল রমণীগণের প্রধানা

পাতালে নাগলক্ষ্মীশ্চ রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু। গৃহলক্ষ্মীগৃ'হেষেব গৃহিণাঞ্চ কলাংশতঃ ॥ ১৮
সম্পৎস্বরূপা গৃহিণাং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলা। গবাং প্রসূতিঃ সা সুরভি-র্দক্ষিণা যজ্ঞকামিনী ॥ ১৯
ক্ষীরোদসিন্ধুকন্যা সা শ্রীরূপা পদ্মিনীষু চ। শোভাস্বরূপা চন্দ্রে চ সূর্য্যমণ্ডলমণ্ডিতা ॥ ২০
বিভূষণেষু রত্নেষু ফলেষু চ জলেষু চ। নৃপেষু নৃপপত্নীষু দিব্যস্ত্রীষু গৃহেষু চ ॥ ২১
সর্ব্বশস্যেষু বস্ত্রেষু স্থানেষু সংস্কৃতেষু চ। প্রতিমাসু চ দেবানাং মঙ্গলেষু ঘটেষু চ ॥ ২২
মাণিক্যেষু চ মুক্তাসু মাল্যেষু চ মনোহরা। মণীন্দ্রেষু চ হীরেষু ক্ষীরেষু চন্দনেষু চ ॥ ২৩
বৃক্ষশাখাসু রম্যাসু নবমেঘেষু বস্তুষু। বৈকুণ্ঠে পূজিতা সাদৌ দেবী নারায়ণেন চ ॥ ২৪
দ্বিতীয়ে ব্রহ্মণা ভক্ত্যা তৃতীয়ে শঙ্করেণ চ। বিষ্ণুনা পূজিতা সা চ ক্ষীরোদে ভারতে মুনে। ২৫
স্বায়ম্ভুবেন মনুনা মানবেন্দ্রেশ্চ সর্ব্বতঃ। ঋষীন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রেশ্চ সদ্ভিশ্চ গৃহিভির্ভবে।
গন্ধর্ব্বৈশ্চৈব নাগাদ্যৈঃ পাতালেষু চ পূজিতা ॥ ২৬
শুক্লাষ্টম্যাং ভাদ্রপদে কৃতা পূজা চ ব্রহ্মণা। ভক্ত্যা চ পক্ষপর্য্যন্তং ত্রিষু লোকেষু নারদ ॥ ২৭
চৈত্রে পৌষে চ ভাদ্রে চ পুণ্যে মঙ্গলবাসরে। বিষ্ণুনা পূজিতা সা চ ত্রিষু লোকেষু ভক্তিতঃ। ২৮
বর্ষান্তে পৌষসংক্রান্ত্যাং মাঘ্যামাবাহ্য মঙ্গলে। মনুস্তাং পূজয়ামাস সা ভূতা ভুবনত্রয়ে ॥ ২৯
পূজিতা সা মহেন্দ্রেণ মঙ্গলেনৈব মঙ্গলা ॥ ৩০
কেদারেণৈব নীলেন সুবলেন নলেন চ। ধ্রুবেণোত্তানপাদেন শক্রেণ বলিনা তথা ॥ ৩১
কশ্যপেন চ দক্ষেণ কর্দ্দমেন বিবস্বতা। প্রিয়ব্রতেন চন্দ্রেণ কুবেরেণৈব বায়ুনা ॥ ৩২
যমেন বহ্নিনা চৈব বরুণেনৈব পূজিতা। এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু পূজিতা বন্দিতা সদা।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিদেবী সা সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী ॥ ৩৩

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে মহালক্ষ্ম্যুপাখ্যান-বর্ণনং নামৈকোন-চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

হইলেন। সেই দেবী স্বর্গে—ইন্দ্রের সম্পত্তি-রূপিণী স্বর্গলক্ষ্মীরূপে, পাতালে নাগলক্ষ্মী, মর্ত্ত্যে রাজগণের নিকট রাজলক্ষ্মীরূপে, সেই সর্ব্বমঙ্গলাই গৃহিগণের গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপে, কলাংশদ্বারা গৃহিণী ও সম্পৎরূপে, গোগণের প্রসূতি সুরভিরূপে, যজ্ঞকামিনী দক্ষিণারূপে, ক্ষীরোদ-সাগরের কন্যারূপে, পদ্মিনীতে শ্রীরূপে এবং চন্দ্র-সূর্য্যমণ্ডলে, বিভূষণে রত্নে, ফলে জলে, নৃপে নৃপপত্নীতে, দিব্যস্ত্রীতে, গৃহে, সমস্ত শস্যে, বস্ত্রে, পরিষ্কৃত স্থানে, দেবপ্রতিমাতে, মঙ্গল ঘটে, মাণিক্যে, মুক্তাতে, মাল্যে, মণিশ্রেষ্ঠে, হীরকে, ক্ষীরে, চন্দনে, রমণীয় বৃক্ষ-শাখায় ও নূতন মেঘে শোভারূপে অবস্থান করিতেছেন। প্রথমে বৈকুণ্ঠধামে নারায়ণ, দ্বিতীয়বারে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মা, তৃতীয়বারে শঙ্কর সেই দেবীকে পূজা করেন। হে মুনে! পরে ক্ষীরোদ-সাগরে বিষ্ণু, ভারতে স্বায়ম্ভুব মনু, মানবেন্দ্রগণ, ঋষীন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ, সাধু গৃহিগণ, গন্ধর্ব্বাদি সকলে এবং পাতালে নাগগণ যথাক্রমে তাঁহার পূজা করেন। ১৯-২৬

হে নারদ! পূর্ব্বে ব্রহ্মা ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী হইতে সমস্ত পক্ষ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করেন; সেই অবধি ত্রিলোকমধ্যে তাহাই প্রচলিত আছে। চৈত্র, পৌষ ও ভাদ্রমাসে, শুদ্ধ মঙ্গলজনক দিনে বিষ্ণু—তাঁহার পূজা বিধান করেন, পরে ত্রিলোকবাসী সেইরূপ পূজা করিয়া থাকে। মনু, বর্ষান্তে পৌষ মাসের ও মাঘমাসের সংক্রান্তি দিনে ও মঙ্গলবারে আবাহনপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে সেই দেবীর পূজা করেন; তাহা ভুবনত্রয়ে প্রচলিত হইয়াছে। পরে মহেন্দ্র, মঙ্গল, কেদার, নীল, সুবল, নল, উত্তানপাদতনয় ধ্রুব, ইন্দ্র, বলিরাজ, কশ্যপ, দক্ষ, কর্দ্দম, সূর্য্য, প্রিয়ব্রত, চন্দ্র, কুবের, বায়ু, যম, বহ্নি ও বরুণ তাঁহাকে পূজা করেন। এইরূপে সেই সর্ব্বসম্পৎ-স্বরূপিণী সকল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বজনকর্ত্তৃক বন্দিতা ও পূজিতা হইতেছেন। ২৭-৩৩

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে মহালক্ষ্মীর উপাখ্যান নামক উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ—

নারায়ণপ্রিয়া সা চ বরা বৈকুণ্ঠবাসিনী। বৈকুণ্ঠাধিষ্ঠাতৃদেবী মহালক্ষ্মীঃ সনাতনী ॥ ১
কথং বভূব সা দেবী পৃথিব্যাং সিন্ধুকন্যকা। পুরা কেন স্তুতাদৌ সা তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

পুরা দুর্ব্বাসসঃ শাপাদ্ ভ্রষ্টশ্রীশ্চ পুরন্দরঃ। বভূব দেবসঙ্ঘশ্চ মর্ত্ত্যলোকে চ নারদ ॥ ৩
লক্ষ্মীঃ স্বর্গাদিকং ত্যক্ত্বা রুষ্টা পরমদুঃখিতা। গত্বা লীনা চ বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মীশ্চ নারদ ॥ ৪
তদা শোকাদ্ যযুঃ সর্ব্বে দুঃখিতা ব্রহ্মণঃ সভাম্। ব্রহ্মাণঞ্চ পুরস্কৃত্য যযুর্ব্বৈকুণ্ঠমেব চ ॥ ৫
বৈকুণ্ঠে শরণাপন্না দেবা নারায়ণে পরে। অতীব দৈন্যযুক্তাশ্চ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকাঃ ॥ ৬
তদা লক্ষ্মীশ্চ কলয়া পুরাণপুরুষাজ্ঞয়া। বভূব সিন্ধুকন্যা সা সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী ॥ ৭
তথা মথিত্বা ক্ষীরোদং দেবা দৈত্যগণৈঃ সহ। সম্প্রাপ্তাশ্চ মহালক্ষ্মীং বিষ্ণুস্তাঞ্চ দদর্শ হ ॥ ৮
সুরাদিভ্যো বরং দত্ত্বা বনমালাঞ্চ বিষ্ণবে। দদৌ প্রসন্নবদনা তুষ্টা ক্ষীরোদশায়িনে ॥ ৯
দেবাশ্চাপ্যসুরগ্রস্তং রাজ্যং প্রাপুশ্চ নারদ। তাং সম্পূজ্য চ সংস্তূয় সর্ব্বত্র চ নিরাপদঃ ॥ ১০

নারদ উবাচ—

কথং শশাপ দুর্ব্বাসা মুনিশ্রেষ্ঠঃ কদাচন। কেন দোষেণ বা ব্রহ্মন্ ব্রহ্মিষ্ঠস্তত্ত্ববিৎ পুরা ॥ ১১
মমন্থুঃ কেন রূপেণ জলধিং তে সুরাদয়ঃ। কেন স্তোত্রেণ বা দেবী শক্রং সাক্ষাদ্বভূব সা।
কো বা তয়োশ্চ সংবাদো বভূব তদ্বদ প্রভো ॥ ১২

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

মধুপানপ্রমত্তশ্চ ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ পুরা। ক্রীড়াঞ্চকার রহসি রম্ভয়া সহ কামুকঃ ॥ ১৩
কৃত্বা ক্রীড়াং তয়া সার্দ্ধং কামুক্যা হৃতমানসঃ। তস্থৌ তত্র মহারণ্যে কামোন্মথিতমানসঃ ॥ ১৪
কৈলাসশিখরে যান্তং বৈকুণ্ঠাদৃষিসত্তমম্। দুর্ব্বাসসং দদর্শেন্দ্রো জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা ॥ ১৫
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড সহস্রপ্রভমীশ্বরম্। প্রতপ্তকাঞ্চনাকারং জটাভারমহোজ্জ্বলম্ ॥ ১৬
শুক্লযজ্ঞোপবীতঞ্চ চীরদণ্ডৌ কমণ্ডলুম্। মহোজ্জ্বলঞ্চ তিলকং বিভ্রতঞ্চেন্দুসন্নিভম্ ॥ ১৭

নারদ বলিলেন, হে মহাভাগ! বৈকুণ্ঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বৈকুণ্ঠবাসিনী সনাতনী নারায়ণপ্রিয়া সেই মহালক্ষ্মী দেবী, পৃথিবীতে সিন্ধুকন্যারূপে কি প্রকারে উৎপন্না হন? এবং কোন্ ব্যক্তি অগ্রে তাঁহার স্তব করেন? এই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! পূর্ব্বে দুর্ব্বাসা মুনির অভিসম্পাতে দেবরাজ, দেবসমূহ ও মর্ত্ত্যবাসী সকলে শ্রীভ্রষ্ট হইলে লক্ষ্মী দেবী রুষ্ট হইয়া পরম দুঃখিতান্তঃকরণে স্বর্গাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। তখন দুঃখিত দেবগণ, শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে ব্রহ্মসভায় গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে অগ্রসর করত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া পরাৎপর নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন; সেই সময় অতিশয় কাতরতানিবন্ধন তাঁহাদিগের কণ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়াছিল। তখন ইন্দ্রের সম্পৎস্বরূপিণী লক্ষ্মী নারায়ণের আজ্ঞায় নিজাংশ দ্বারা সিন্ধুকন্যারূপে উৎপন্না হইলেন। পরে দেবগণ দৈত্যগণের সহিত ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিয়া সেই মহালক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইলে বিষ্ণু তাহাকে দেখিলেন। তখন লক্ষ্মী সন্তুষ্টা হইয়া প্রসন্নবদনে দেবগণ প্রভৃতিকে বরদানপূর্ব্বক ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুকে বনমালা দান করেন। হে নারদ। দেবগণও তাঁহাকে পূজা ও স্তব করিয়া তাঁহার বরে অসুরগ্রস্ত রাজ্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকারে নিরাপদ হইলেন। ১-১০

নারদ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ব্রহ্মবিৎ দুর্ব্বাসা, পুরন্দরকে কি দোষে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন? দেবগণ প্রভৃতি কি প্রকারেই বা সমুদ্র মন্থন করেন? কি প্রকার স্তবেই বা সেই লক্ষ্মী দেবী ইন্দ্রকে দর্শন দান করিয়াছেন? হে প্রভো! আর তাঁহাদের পরস্পরই বা কি প্রকার কথোপকথন হইয়াছিল? এ সকল কথা প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন, নারদ! একদা ত্রৈলোক্যাধিপতি ইন্দ্র, মধুপানে প্রমত্ত ও কামার্ত্ত হইয়া নির্জ্জন প্রদেশে রম্ভার সহিত ক্রীড়া করেন, ক্রীড়ান্তে কামুকী রম্ভা কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া কামোন্মত্তচিত্তে মহারণ্য মধ্যেই অবস্থান করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে ইন্দ্র, ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত ঋষিপুঙ্গব দুর্ব্বাসাকে বৈকুণ্ঠ হইতে কৈলাস-শিখরে গমন করিতে দেখিতে পাইলেন। সেই প্রভুর গ্রীষ্মকালীন সহস্রমধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দেহপ্রভা; তিনি প্রতপ্ত সুবর্ণ সদৃশ জটাভারে সুশোভিত এবং শুক্লবর্ণ যজ্ঞোপবীত, চীর, দণ্ড, কমণ্ডলু ও অতি উজ্জ্বল চন্দ্রকার

সমন্বিতং শিষ্যলক্ষৈ-র্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ। দৃষ্ট্বা ননাম শিরসা সংপ্রমত্তঃ পুরন্দরঃ ॥ ১৮
শিষ্যবর্গাংস্তদা ভক্ত্যা তুষ্টাব চ মুদান্বিতম্। মুনিনা চ সশিষ্যেণ দত্তাস্তস্মৈ শুভাশিষঃ ॥ ১৯
বিষ্ণুদত্তং পারিজাত-পুষ্পঞ্চ সুমনোহরম্। জরারোগমৃত্যুহরং শোকহরং মোক্ষকারকম্ ॥ ২০
শক্রঃ পুষ্পং গৃহীত্বা চ প্রমত্তো রাজ্যসম্পদা। পুষ্পং স স্থাপয়ামাস তত্রৈব করিমস্তকে ॥ ২১
হস্তী তৎস্পর্শমাত্রেণ রূপেণ চ গুণেন চ। তেজসা বয়সা কান্ত্যা বিষ্ণুতুল্যো বভূব হ ॥ ২২
ত্যক্ত্বা শক্রং গজেন্দ্রশ্চ জগাম ঘোরকাননম্। ন শশাক মহেন্দ্রস্তং রক্ষিতুং তেজসা মুনে ॥ ২৩
তৎপুষ্পং ত্যক্তবন্তঞ্চ দৃষ্ট্বা শক্রং মুনীশ্বরঃ। তমুবাচ মহারুষ্টো শশাপ চ রুষান্বিতঃ ॥ ২৪

মুনিরুবাচ—

অরে শ্রিয়া প্রমত্তস্ত্বং কথং মামবমন্যসে। মদ্দত্তপুষ্পং দত্তঞ্চ গর্বেণ করিমস্তকে ॥ ২৫
বিষ্ণোর্নিবেদিতঞ্চৈব নৈবেদ্যং বা ফলং জলম্। প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং ত্যাগেন ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ২৬
ভ্রষ্টশ্রীর্ভ্রষ্টবুদ্ধিশ্চ পুরভ্রষ্টো ভবেত্তু সঃ। যস্ত্যজেদ্বিষ্ণুনৈবেদ্যং ভাগ্যেনোপস্থিতং শুভম্ ॥ ২৭
প্রাপ্তিমাত্রেণ যো ভুঙ্‌ক্তে ভক্ত্যা বিষ্ণুনিবেদিতম্। পুংসাং শতং সমুদ্ধৃত্য জীবন্মুক্তঃ স্বয়ং ভবেৎ ॥ ২৮
নৈবেদ্যভোজনং কৃত্বা নিত্যং যঃ প্রণমেদ্ধরিম্। পূজয়েৎ স্তৌতি বা ভক্ত্যা স বিষ্ণুসদৃশো ভবেৎ ॥ ২৯
তৎস্পর্শবায়ুনা সদ্যস্তীর্থৌঘশ্চ বিশুধ্যতি। তৎপাদরজসা মূঢ় সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা ॥ ৩০
পুংশ্চল্যন্নমবীরান্নং শূদ্রশ্রাদ্ধান্নমেব চ। যদ্ধরেরনিবেদ্যঞ্চ বৃথামাংসস্য ভক্ষণম্ ॥ ৩১
শিবলিঙ্গপ্রদানঞ্চ যদ্দত্তং শূদ্রযাজিনা। চিকিৎসকদ্বিজান্নঞ্চ দেবলান্নং তথৈব চ ॥ ৩২
কন্যাবিক্রয়িণামন্নং যদন্নং যোনিজীবিনাম্। উচ্ছিষ্টান্নং পর্য্যুষিতং সর্ব্বভক্ষ্যাবশেষিতম্ ॥ ৩৩
শূদ্রাপতিদ্বিজানাঞ্চ বৃষবাহদ্বিজান্নকম্। অদীক্ষিত-দ্বিজানাঞ্চ যদন্নং শবদাহিনাম্ ॥ ৩৪
অগম্যাগামিনাঞ্চৈব দ্বিজানামন্নমেব চ। মিত্রদ্রুহাং কৃতঘ্নানামন্নং বিশ্বাসঘাতিনাম্ ॥ ৩৫
মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদানাঞ্চ ব্রাহ্মণানাং তথৈব চ। এতে সর্ব্বে বিশুধ্যন্তি বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ ॥ ৩৬
শ্বপচশ্চেদ্বিষ্ণুসেবী বংশানাং কোটিমুদ্ধরেৎ। হরেরভক্তো মনুজঃ স্বঞ্চ রক্ষিতুমক্ষমঃ ॥ ৩৭

তিলক ধারণ করিয়াছেন ; বেদবেদাঙ্গপারগ লক্ষ শিষ্যগণ, তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিতেছে ;— তখন প্রমত্ত পুরন্দর তাঁহাকে এবং তাঁহার শিষ্যবর্গকে দেখিবামাত্র অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া সানন্দে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিলে, মুনিবর শিষ্যগণের সহিত তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বিষ্ণুদত্ত সুমনোহর পারিজাত পুষ্প তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। ঐ পুষ্প,—জরামৃত্যু-রোগ-শোক-নিবারক ; অধিক কি, উহাতে মোক্ষ পর্য্যন্তও লাভ হইয়া থাকে। ১১-২০

রাজসম্পদে প্রমত্ত ইন্দ্র, সেই পুষ্প গ্রহণ করিয়া অনবধানবশতঃ হস্তীর মস্তকোপরি স্থাপন করিলেন। সেই হস্তী, তাহার স্পর্শমাত্রে রূপ, গুণ, তেজ ও বয়ঃক্রমে সহসা বিষ্ণুর তুল্য হইল। হে মুনে। তখন সেই গজেন্দ্র নিঃশঙ্ক হইয়া ঘোর কাননমধ্যে প্রবেশ করিল ; মহেন্দ্র, কোন প্রকারেই তাঁহাকে নিজ সামর্থ্যে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। এদিকে মুনিবর দুর্ব্বাসা, ইন্দ্রকে সেই পুষ্প ত্যাগ করিতে দেখিয়া মহাক্রোধে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন এবং অভিসম্পাত করিলেন, অরে। তুই ঐশ্বর্য্য-প্রমত্ত হইয়া অহঙ্কারে মদ্দত্ত পুষ্প হস্তীর মস্তকে অর্পণপূর্ব্বক কিজন্য আমার অবমাননা করিলি? বিষ্ণুর নিবেদিত পুষ্প, নৈবেদ্য, ফল বা জল প্রাপ্তিমাত্রে ভোজন করা কর্ত্তব্য ; যে ব্যক্তি তাহা ত্যাগ করে, সে ব্রহ্মহত্যাকারী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভাগ্যবলে উপস্থিত শুভজনক বিষ্ণুনৈবেদ্য ত্যাগ করে, সে শ্রীভ্রষ্ট বুদ্ধিভ্রষ্ট ও নগরীভ্রষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, বিষ্ণুনিবেদিত বস্তু প্রাপ্ত মাত্রেই ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করিয়া থাকে, সে শত পুরুষকে উদ্ধার করিয়া স্বয়ং জীবন্মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি, প্রত্যহ বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভোজন করে, বা তাঁহাকে প্রণাম অথবা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা কিংবা স্তব পাঠ করে, সেও বিষ্ণুর সদৃশ হইয়া থাকে। ২১-২৯

মূঢ়। অধিক কি, তাহার গাত্রীয় বায়ুস্পর্শে তীর্থসকলও সদ্য শুদ্ধিলাভ করে ও পদরজঃস্পর্শে বসুন্ধরাও তৎক্ষণাৎ পূতা হন। পুংশ্চলীর অন্ন, অবীরার অন্ন, শূদ্রের শ্রাদ্ধান্ন, হরির অনিবেদিত বস্তু, অভক্ষ্য বৃথামাংস শিবলিঙ্গোদ্দেশে প্রদত্তান্ন, শূদ্রজাতির অন্ন, চিকিৎসক ব্রাহ্মণের অন্ন, দেবলান্ন, কন্যাবিক্রয়কারির অন্ন, যোনিজীবীর অন্ন, উচ্ছিষ্টান্ন, পর্য্যুষিতান্ন, ভক্ষ্যাবশিষ্ট যে কোন বস্তু, শূদ্রাপতি ব্রাহ্মণের অন্ন, বৃষবাহক দ্বিজের অন্ন, অদীক্ষিত দ্বিজের অন্ন, শবদাহীর অন্ন, অগম্যাগামী দ্বিজগণের অন্ন, মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতীর অন্ন এবং মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজনে যে পাপ হয়, এক বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করিলে তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা যায়। চণ্ডালও বিষ্ণুসেবী হইলে স্ববংশের

অজ্ঞানাদ্ যদি গৃহ্লাতি বিষ্ণোর্নির্মাল্যমেব চ। সপ্তজন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৮
জ্ঞাত্বা ভক্ত্যা চ গৃহ্লাতি বিষ্ণোর্নৈবেদ্যমেব চ। কোটিজন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মুচ্যতে নিশ্চিতং হরে ॥ ৩৯
যস্মাৎ সংস্থাপিতং পুষ্পং গর্ব্বেণ করিমস্তকে। তস্মাদ্ যুষ্মান্ পরিত্যজ্য যাতু লক্ষ্মীর্হরেঃ পদম্ ॥ ৪০
নারায়ণস্য ভক্তোঽহং ন বিভেমি সুরাধিপঃ। কালান্মৃত্যোর্জ্জরাতশ্চ কানন্যান্ গণয়ামি চ ॥ ৪১
কিং করিষ্যতি তে তাতঃ কশ্যপশ্চ প্রজাপতিঃ। বৃহস্পতিগুরুশ্চৈব নিঃশঙ্কস্য চ মে হরে ॥ ৪২
ইদং পুষ্পং যস্য মূর্দ্ধি তস্যৈব পূজনং পরম্ ॥ ৪৩
ইতি শ্রুত্বা মহেন্দ্রশ্চ ধৃত্বা স চরণং মুনেঃ। উচ্চৈ রুরোদ শোকার্ত্তস্তমুবাচ ভয়াকুলঃ ॥ ৪৪

মহেন্দ্র উবাচ—

মত্তঃ সমুচিতঃ শাপো মহ্যং মত্তায় হে প্রভো। হৃতাং ন যাচে সম্পত্তিং কিঞ্চিজ্ জ্ঞানঞ্চ দেহি মে ॥ ৪৫
ঐশ্বর্য্যং বিপদাং বীজং জ্ঞানপ্রচ্ছন্ন-কারণম্। মুক্তিমার্গকুঠারশ্চ ভক্তেশ্চ ব্যবধায়কম্ ॥ ৪৬

মুনিরুবাচ—

জন্মমৃত্যুজরাশোক-রোগবীজাঙ্কুরং পরম্। সম্পত্তিতিমিরান্ধশ্চ মুক্তিমার্গং ন পশ্যতি ॥ ৪৭
সম্পন্মত্তো বিমূঢ়শ্চ সুরামত্তঃ স এব চ। বান্ধবৈর্ব্বেষ্টিতঃ সোঽপি বন্ধুস্তেনৈব হে হরে ॥ ৪৮
সম্পত্তিমদমত্তশ্চ বিষয়ান্ধশ্চ বিহ্বলঃ। মহাকামী রাজসিকঃ সত্ত্বমার্গং ন পশ্যতি ॥ ৪৯
দ্বিবিধো বিষয়ান্ধশ্চ রাজসস্তামসঃ স্মৃতঃ। অশাস্ত্রজ্ঞস্তামসশ্চ শাস্ত্রজ্ঞো রাজসঃ স্মৃতঃ ॥ ৫০
শাস্ত্রঞ্চ দ্বিবিধং মার্গং দর্শয়েৎ সুরপুঙ্গব। প্রবৃত্তিবীজমেকঞ্চ নিবৃত্তেঃ কারণং পরম্ ॥ ৫১
চরন্তি জীবিন আদৌ প্রবৃত্তের্দুঃখবর্ত্মনি। স্বচ্ছন্দঞ্চ প্রসন্নঞ্চ নির্ব্বিরোধঞ্চ সন্ততম্ ॥ ৫২
আস্বাতি মধুনো লোভাৎ ক্লেশে চ সুখমানিনঃ। পরিণামে নাশবীজে জন্মমৃত্যুজরাকরে ॥ ৫৩
অনেকজন্মপর্য্যন্তং কৃত্বা চ ভ্রমণং মুদা। স্বকর্ম্মবিহিতায়াঞ্চ নানাযোন্যাং ক্রমেণ চ ॥ ৫৪
ততশ্চেশানুগ্রহাচ্চ সৎসঙ্গং লভতে চ সঃ। সহস্রেষু শতেষ্বেকো ভবাব্ধিপারকারণম্ ॥ ৫৫

কোটি পুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকে, আর হরিভক্তি-বিহীন মানব আপনাকেও রক্ষা করিতে অক্ষম হয়। যদি কেহ অজ্ঞানেও বিষ্ণুনির্মাল্য গ্রহণ করে, সেও সপ্ত জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যেহেতু তুমি গর্ব্ববশত মদমত্ত পুষ্প হস্তীর মস্তকে স্থাপিত করিয়াছ, সেই হেতু লক্ষ্মী তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। আমি নারায়ণের ভক্ত, আমি মহেশ্বর, বিধাতা কাল মৃত্যু ও জরাকেও ভয় করি না; অন্য আর কে? ইন্দ্র! তোমার পিতা প্রজাপতি কশ্যপ ও তোমার গুরু বৃহস্পতিই বা আমার কি করিতে পারেন? আমি কাহাকেও শঙ্কা করি না। ৩০-৪২

আরও আমি বলিতেছি, ঐ পুষ্প যাহার মস্তকে ন্যস্ত হইয়াছে, তাহারই সর্ব্বাগ্রে পূজা হওয়া কর্ত্তব্য। মহেন্দ্র এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকার্ত্ত ও ভয়ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার চরণদ্বয় ধারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন;—হে প্রভো। আমি যেরূপ প্রমত্তের কার্য্য করিয়াছি, আপনিও তাহার সমুচিত শাপ প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে এই প্রার্থনা—আপনি যখন আমার সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিলেন, তখন আমাকে কিঞ্চিৎ জ্ঞানদান করুন। প্রভো। ঐশ্বর্য্যই বিপদের নিদান, জ্ঞানের আবরণ, মুক্তিমার্গের কুঠার, দৃঢ় ভক্তির বিঘ্নকারক। মুনি কহিলেন,—ঐশ্বর্য্যই জন্ম, মৃত্যু, জরা, শোক ও রোগের বীজ ও অঙ্কুর-স্বরূপ। যে ব্যক্তি সম্পত্তিরূপ তিমির দ্বারা অন্ধ, সে কখনই মুক্তিমার্গ দর্শন করিতে পারে না। হে ইন্দ্র। বরং সুরামত্তের চেতনা থাকে, কিন্তু সম্পত্তিতে মত্ত হইলে অতি মূঢ় হইয়া পড়ে; দেখুন, সম্পত্তিমদে মত্ত ব্যক্তি, বান্ধবগণের সহবাসী হইলেও তাহাদিগের দ্বেষক হইয়া থাকে। সম্পত্তিমদে প্রমত্ত, বিষয়ান্ধ, বিহ্বল, মহাকামী ব্যক্তি—রজোগুণের আধার; সে কখন সত্ত্বমার্গ দর্শন করিতে পায় না। ঐ বিষয়ান্ধ ব্যক্তি আবার রাজস ও তামস ভেদে দুই প্রকার; যে ব্যক্তি, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য সে তামস ও যে শাস্ত্রজ্ঞ, সে রাজস। হে সুরপুঙ্গব। শাস্ত্রেও দুইপ্রকার পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; এক পথ প্রবৃত্তি-কারণ; অপর পথ নিবৃত্তিকারণ। জীবগণ, প্রথমেই দুঃখের হেতুভূত প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ পথ প্রথমে স্বচ্ছন্দতাময় প্রসন্নতাময় ও বিরোধশূন্য বলিয়া বোধ হয়; তাহারা আপাতত মধুলোভে অশেষক্লেশ-সময়েও আপনাকে সুখী জ্ঞান করে; কিন্তু উহা যে পরিণামে নাশের কারণ ও জন্ম মৃত্যু জরাদি দুঃখের আকর,—তাহা বিবেচনা করিতে পারে না। জীবগণ, অনেক জন্ম পর্য্যন্ত স্বকর্ম্মবিহিত নানা যোনিতে সানন্দে ভ্রমণ করিয়া পরে শতসহস্র-মধ্যে একজন বা ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভবসিন্ধুপারের কারণ সাধুসঙ্গ লাভ থাকে। ৪৩-৫৫

সাধুসঙ্গপ্রদীপেন মুক্তিমার্গং প্রদর্শয়েৎ। তদা করোতি যত্নঞ্চ জীবো বন্ধনখণ্ডনে। ৫৬
অনেকজন্মযোগেন তপসানশনেন চ। তদা লভেন্মুক্তিমার্গং নির্বিঘ্নং সুখদং পরম্।
ইদং শ্রুতং গুরোর্বক্ত্রাদ্ যৎ পৃচ্ছসি পুরন্দর। ৫৭
মুনেস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বীতরাগো বভূব সঃ। ৫৮
বৈরাগ্যং বর্দ্ধয়ামাস তস্য ব্রহ্মন্ দিনে দিনে। মুনেঃ স্থানাদ্ গৃহং গত্বা স দদর্শামরাবতীম্। ৫৯
দৈত্যৈরসুরসঙ্ঘৈশ্চ সমাকীর্ণাং ভয়াকুলাম্। বিষমোপপ্লবাং কুত্র বন্ধুহীনাঞ্চ কুত্রচিৎ। ৬০
পিতৃমাতৃকলত্রাদি-বিহীনামতিচঞ্চলাম্। শত্রুগ্রস্তাঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা জগাম বাক্‌পতিং প্রতি। ৬১
শক্রো মন্দাকিনীতীরে দদর্শ গুরুমীশ্বরম্। ধ্যায়মানং পরং ব্রহ্ম গঙ্গাতোয়ে স্থিতং পরম্। ৬২
সূর্য্যাভিসম্মুখং পূর্ব্ব-মুখঞ্চ বিশ্বতোমুখম্। সাশ্রুনেত্রং পুলকিনং পরমানন্দ-সংযুতম্। ৬৩
বরিষ্ঠঞ্চ গরিষ্ঠঞ্চ ধর্ম্মিষ্ঠং শ্রেষ্ঠসেবিতম্। প্রেষ্ঠঞ্চ বন্ধুবর্গাণামতিশ্রেষ্ঠঞ্চ জ্ঞানিনাম্। ৬৪
জ্যেষ্ঠঞ্চ ভ্রাতৃবর্গাণা-মনিষ্টং সুরবৈরিণাম্। দৃষ্ট্বা গুরুং জপন্তঞ্চ তত্র তস্থৌ সুরেশ্বরঃ। ৬৫
প্রহরান্তে গুরুং দৃষ্ট্বা চোত্থিতং প্রণনাম সঃ। প্রণম্য চরণাম্ভোজে রুরোদোচ্চৈর্মুহুর্ম্মুহুঃ। ৬৬
বৃত্তান্তং কথয়ামাস ব্রহ্মশাপাদিকং তথা। পুনর্ব্বরোপলব্ধিঞ্চ জ্ঞানপ্রাপ্তিং সুদুর্লভাম্।
বৈরিগ্রস্তাঞ্চ স্বপুরীং ক্রমেণৈব সুরেশ্বরঃ। ৬৭
শিষ্যস্য বচনং শ্রুত্বা সুবুদ্ধির্বদতাংবরঃ। বৃহস্পতিরুবাচেদং কোপসংরক্তলোচনঃ। ৬৮

গুরুরুবাচ—

শ্রুতং সর্ব্বং সুরশ্রেষ্ঠ মা রোদীর্ব্বচনং শৃণু। ৬৯
ন কাতরো হি নীতিজ্ঞো বিপত্তৌ চ কদাচন। সম্পত্তির্ব্বা বিপত্তির্ব্বা নশ্বরা স্বপ্নরূপিণী। ৭০
পূর্ব্বস্বকর্ম্মায়ত্তা চ স্বয়ং কর্ত্তা তয়োরপি। সর্ব্বেষাঞ্চ ভবত্যেব শশ্বজ্জন্মনি জন্মনি। ৭১
চক্রনেমিক্রমেণৈব তত্র কা পরিদেবনা। উক্তং হি স্বকৃতং কর্ম্ম ভুজ্যতেঽখিলভারতে। ৭২
শুভাশুভঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্। নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি। ৭৩

যখন সাধুসঙ্গরূপ দীপশিখায় মুক্তিমার্গ দেখিতে পায়, তখনই জীব বন্ধন-মোচনার্থ যত্নবান হইয়া থাকে। পরে অনেক জন্ম যোগ, তপস্যা ও অনশনাদি করিয়া বিঘ্নশূন্য উৎকৃষ্ট সুখপ্রদ মুক্তিমার্গ লাভ করে। হে পুরন্দর! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি অন্যান্য কথার প্রসঙ্গাবসরে গুরুমুখে তাহা শ্রবণ করিয়াছি। হে ব্রহ্মন্! ইন্দ্র মুনিবর দুর্ব্বাসার বাক্য শ্রবণ করিয়া বীতরাগ হইলেন এবং দিন দিন বৈরাগ্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্র মুনিসন্নিধান হইতে গমন করত দৈত্য-দানব-সঙ্কুল ভয়ঙ্কর অমরাবতীর কোন স্থানে বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট বান্ধবগণকে এবং কোন স্থানকে আত্মীয়বন্ধুবিহীন পিতামাতারহিত দুর্জ্জয় শত্রুগণকর্ত্তৃক অধিকৃত দর্শন করিয়া সুরগুরু বৃহস্পতির উদ্দেশে গমন করিলেন। দেখিলেন, বৃহস্পতি স্বর্গ-নদী মন্দাকিনী-তীরে গঙ্গাজলের উপরি সূর্য্যাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বমুখে অনন্তমুখ পরমব্রহ্মের ধ্যানে সাত্ত্বিক ভাব উদয় হেতু কখনও প্রেমজলে পরিপূর্ণনয়নে রোমাঞ্চিতাঙ্গ হইতেছেন, কখন বা তদ্দর্শনাহ্লাদে পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন। মান্যশ্রেষ্ঠ, গুরুতর, ইষ্টসেবিগণের মধ্যে ধার্ম্মিক, বন্ধুবর্গের প্রিয়তম, জ্ঞানিগণের জ্যেষ্ঠ, সহোদরসমূহের মধ্যে প্রধান, অসুরগণের অনিষ্টকারক ধ্যানপরায়ণ গুরুকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দর্শন করত ইন্দ্র সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। ৫৬-৬৫

এক প্রহর পরে গুরু উত্থান করিলে, ইন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সুরেন্দ্র, গুরুদেবের চরণ-পঙ্কজে প্রণাম করত উচ্চৈঃস্বরে বারংবার রোদন করিয়া দুর্ব্বাসা মুনির শাপ, দুর্লভ জ্ঞানোপদেশ এবং অসুরগণকর্ত্তৃক অমরাবতী আক্রান্ত হওয়ায় স্বকীয় সুরসাম্রাজ্য নাশ প্রভৃতি দুঃখকারণ বলিতে আরম্ভ করিলেন। সুবুদ্ধি বাগ্মিপ্রবর বৃহস্পতি শিষ্য দেবেন্দ্রের করুণ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া বলিতে লাগিলেন, বৎস। দেবেন্দ্র। আমি সকল কথাই শুনিলাম, তুমি আর রোদন করিও না; আমার বাক্য শ্রবণ কর। নীতিশাস্ত্রবিৎ বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ, বিপৎকাল উপস্থিত হইলে, কখনও কাতর হন না। সম্পদ্ কিংবা বিপদ্ উভয়ই স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে উভয়ই হয়, অতএব দেহিগণই স্বকীয় কর্ম্মফলে সম্পদ্ এবং বিপদ্ ভোগের কর্ত্তৃত্ব লাভ করে। যানাদিস্থিত চক্রের প্রান্তদেশ যেরূপ একবার উন্নত এবং একবার অবনত হয়, সে প্রকার জীবগণও জন্মে জন্মে নিরন্তর সম্পদ্ এবং বিপদ্ অনুভব করে, সে বিষয়ে অনুতাপ করা নির্ব্বোধের কর্ম্ম। জীব যে স্থানে অবস্থান করুক, তাহাকে নিজকৃত শুভ কিংবা অশুভ কর্ম্মের ফল সেই স্থানেই থাকিয়া অনুভব করিতে হইবে; যেহেতু পুরুষগণ

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্। ইত্যেবমুক্তং বেদে চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ॥ ৭৪
সামবেদোক্তশাখায়াং সম্বোধ্য কমলোদ্ভবম্। জন্ম ভোগাবশেষে চ সর্ব্বেষাং কৃতকর্ম্মণাম্ ॥ ৭৫
অনুরূপং হি তেষাঞ্চ ভারতেঽন্যত্র চৈব হি। কর্ম্মণা ব্রহ্মশাপঞ্চ কর্ম্মণা চ শুভাশিষম্ ॥ ৭৬
কর্ম্মণা চ মহালক্ষ্মীং লভেদ্দৈন্যঞ্চ কর্ম্মণা। কোটিজন্মার্জ্জিতং কর্ম্ম জীবিনামনুগচ্ছতি ॥ ৭৭
নহি ত্যজেদ্বিনা ভোগং তচ্ছায়েব পুরন্দর। কালভেদে দেশভেদে পাত্রভেদে চ কর্ম্মণাম্ ॥ ৭৮
ন্যূনতাধিকভাবোঽপি ভবেদেব হি কর্ম্মণা। বস্তুদানেন বস্তূনাং সমং পুণ্যং দিনে দিনে ॥ ৭৯
দিনভেদে কোটিগুণমসংখ্যং বা ততোঽধিকম্। সমে দেশে চ বস্তূনাং দানে পুণ্যং সমং সুর ॥ ৮০
দেশভেদে কোটিগুণ-মসংখ্যং বা ততোঽধিকম্। সমে পাত্রে সমং পুণ্যং বস্তূনাং কর্ত্তুরেব চ ॥ ৮১
পাত্রভেদে শতগুণ-মসংখ্যং বা ততোঽধিকম্। যথা ফলন্তি শস্যানি ন্যূনান্যপ্যধিকানি চ ॥ ৮২
কর্ষকাণাং ক্ষেত্রভেদে পাত্রভেদে ফলং তথা। সামান্যদিবসে বিপ্র-দানং সমফলং লভেৎ ॥ ৮৩
অমায়াং রবিসংক্রান্ত্যাং ফলং শতগুণং ভবেৎ। চাতুর্ম্মাস্যাং পৌর্ণমাস্যামনন্তং ফলমেব চ ॥ ৮৪
গ্রহণে শশিনঃ কোটী-গুণঞ্চ ফলমেব চ। সূর্য্যস্য গ্রহণে বাপি ততো দশগুণং ভবেৎ ॥ ৮৫
অক্ষয়ায়ামক্ষয়ং তদসংখ্যফলমুচ্যতে। এবমন্যত্র পুণ্যাহে ফলাধিক্যং ভবেদিতি ॥ ৮৬
যথা দানে তথা স্নানে জপেঽন্যপুণ্যকর্ম্মসু। এবং সর্ব্বত্র বোদ্ধব্যং নরাণাং কর্ম্মণাং ফলম্ ॥ ৮৭
যথা দণ্ডেন চক্রেণ শরাবেণ ভ্রমেণ চ। কুম্ভং নির্ম্মাতি নির্ম্মাতা কুম্ভকারো মৃদা ভুবি ॥ ৮৮
তথৈব কর্ম্মসূত্রেণ ফলং ধাতা দদাতি চ। যস্যাজ্ঞয়া সৃষ্টমিদং তঞ্চ নারায়ণং ভজ ॥ ৮৯
স বিধাতা বিধাতুশ্চ পাতুঃ পাতা জগত্রয়ে। স্রষ্টুঃ স্রষ্টা চ সংহর্ত্তুঃ সংহর্ত্তা কালকালকঃ ॥ ৯০
মহাবিপত্তৌ সংসারে যঃ স্মরেন্মধুসূদনম্। বিপত্তৌ তস্য সম্পত্তি-র্ভবেদিত্যাহ শঙ্করঃ ॥ ৯১

নিজকৃত কর্ম্মের ফলভোগী হয়, জীব নিজকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ না করিলে, শতকোটি কল্পেও সেই ফল ক্ষয় হয় না। কোন না কোন সময়ে তাহাকে নিজকৃত শুভ কিংবা অশুভের ফল ভোগ করিতে হইবেই। পরাৎপর পরমাত্মা কৃষ্ণ পদ্মযোনিকে সম্বোধন করিয়া নিজ মুখে এই বার্তা সামবেদোক্ত শাখার বর্ণন করিয়াছেন। জন্মান্তরকৃত কর্ম্ম সকলের ভোগ দ্বারা শেষ হইলে, তদনন্তর কৃত কর্ম্ম-ফলে জীবগণ জন্ম-গ্রহণ করে, ইহার অন্যথা হইবার নহে। জীব স্বকৃত দুষ্কর্ম্ম কর্ম্মফলে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হয় এবং স্বকৃত পুণ্য কর্ম্ম-বলে বিপ্রগণের অমোঘ আশীর্ব্বাদ লাভ করে। কর্ম্মফলেই জীব অসীম সম্পত্তি সমূহের স্বামী হয় এবং সেই কর্ম্মফলেই স্বীয় উদরপূরণের নিমিত্ত ব্যাকুল হয়। দেবেন্দ্র! ছায়া যে প্রকার মনুষ্যের সঙ্গ ত্যাগ করে না, সেরূপ কোটি জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলও ভোগ দ্বারা ক্ষয় না হইলে, জীবকে পরিত্যাগ করে না। সকল প্রকার কর্ম্মই কাল, দেশ এবং পাত্রভেদে ফলের ন্যূনতা এবং আধিক্য উৎপাদন করে। সমান দিনে দান সমান ফল জন্মায়। শুভ নক্ষত্রাদিযুক্ত পুণ্য দিনে দান করিলে, সমান দিনের দান অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক ফল হয়। সমান দেশে দান করিলে, সমান ফল হয়। তীর্থাদি পুণ্যস্থলে দান করিলে, সমান দেশের দান অপেক্ষা কোটি গুণ অধিক ফল উৎপন্ন হয়। এইরূপ সমান পাত্রে সম্প্রদান করিলে, দাতা বস্তুদানের সমান ফল লাভ করে। নির্ধন বহুকুটুম্ব বেদজ্ঞাদি দানার্হ পাত্রে সম্প্রদান করিলে, শতসহস্রগুণ ফল লাভ হয়। যেরূপ কৃষকগণের নিপুণতায় এবং উর্ব্বরাদি ক্ষেত্রগুণে অধিক শস্য উৎপন্ন হয়; পক্ষান্তরে অনভিজ্ঞ কৃষকের দোষে এবং উষর ভূমিতে শস্য অল্প হয়, সেইরূপ পাত্রভেদে সম্প্রদানে ফলভেদ জন্মে। শুভ তিথ্যাদিযোগশূন্য সামান্য দিনে ব্রাহ্মণকে দান করিলে, সমান ফল হয়। অমাবস্যা কিম্বা সূর্য্যসংক্রমণ দিনে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলে, শতগুণ অধিক ফল হয়। চাতুর্ম্মাস্যব্রতসময়ে এবং পৌর্ণমাসীতে দান করিলে, অসংখ্য ফল লাভ হয়। ৬৬ ৮৪

চন্দ্রগ্রহণকালে দান করিলে, কোটিগুণ ফল হয় এবং সূর্য্যোপরাগসময়ে দানে চন্দ্রগ্রহণকালীন দান অপেক্ষা দশগুণ ফল জন্মে, অক্ষয়তৃতীয়ায় দান করিলে, অক্ষয় অসংখ্য ফল লাভ হয়।—এইরূপ অন্যান্য পুণ্যদিনে দান করিলে, ঐ দান ফলাধিক্য উৎপাদন করে। দানের ন্যায় স্নান জপাদি পুণ্যদিনে অনুষ্ঠিত হইলে, সকলের পক্ষেই অধিক ফল উৎপাদন করে। কুম্ভকার যেরূপ, দণ্ড, শরাব, চক্র, মৃত্তিকা দ্বারা কুম্ভ নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ বিধাতাও কর্ম্মরূপ সূত্রদ্বারা প্রাণিগণকে ফলদান করেন। যাহার এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, সেই নারায়ণের উপাসনা কর। তিনিই বিধাতা, স্রষ্টা, জগৎত্রয়পালকের পালক, স্রষ্টার জনয়িতা, সংহর্ত্তার বিনাশক এবং তিনিই কালস্বরূপ। মহাদেব বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মহাবিপদ্গ্রস্ত হইয়া মধুসূদনকে স্মরণ করে, তাহার সেই বিপদ্ক্ষেত্রেই সম্পদ্সমূহের উৎপত্তি হয়। নারদ! সুরগুরু

ইত্যেবমুক্ত্বা তত্রজ্ঞঃ সমালিঙ্গ্য সুরেশ্বরম্। দত্ত্বা শুভাশিষঞ্চেষ্টং বোধয়ামাস নারদ ॥ ৯২

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে লক্ষ্ম্যুৎপত্তিনিমিত্তবর্ণনং নাম
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

নারায়ণ উবাচ—

হরিং ধ্যাত্বা হরির্ব্রহ্মন্ জগাম ব্রহ্মণঃ সভাম্। বৃহস্পতিং পুরস্কৃত্য সর্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সহ ॥ ১
শীঘ্রং গত্বা ব্রহ্মলোকং দৃষ্ট্বা চ কমলোদ্ভবম্। প্রণেমুর্দ্দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সহেন্দ্রা গুরুণা সহ ॥ ২
বৃত্তান্তং কথয়ামাস সুরাচার্য্যো বিধিং প্রতি। প্রহস্যোবাচ তচ্ছ্রুত্বা মহেন্দ্রং কমলাসনঃ ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ—

বৎস মদ্বংশজাতোঽসি প্রপৌত্রো মে বিচক্ষণঃ। বৃহস্পতেশ্চ শিষ্যস্ত্বং সুরাণামধিপঃ স্বয়ম্ ॥ ৪
মাতামহশ্চ দক্ষস্তে বিষ্ণুভক্তঃ প্রতাপবান্। কুলত্রয়ং যস্য শুদ্ধং কথং সোঽহঙ্কৃতো ভবেৎ ॥ ৫
মাতা পতিব্রতা যস্য পিতা শুদ্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ। মাতামহো মাতুলশ্চ কথং সোঽহঙ্কৃতো ভবেৎ ॥ ৬
জনঃ পৈতৃকদোষেণ দোষান্মাতামহস্য চ। গুরুদোষাত্রিভির্দোষৈ-র্হরিদোষী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৭
সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ সর্ব্বদেহেষ্ববস্থিতঃ। যস্য দেহাৎ স প্রয়াতি স শবস্তৎক্ষণে ভবেৎ ॥ ৮
মনোঽহমিন্দ্রিয়েশশ্চ জ্ঞানরূপো হি শঙ্করঃ। বিষ্ণুপ্রাণা চ প্রকৃতি-র্বুদ্ধির্ভবগতী সতী ॥ ৯
নিদ্রাদয়ঃ শক্তয়শ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতেঃ কলাঃ। আত্মনঃ প্রতিবিম্বশ্চ জীবো ভোগশরীরভৃৎ ॥ ১০

বৃহস্পতি এইরূপ বাক্য বলিয়া দেবেন্দ্রকে আলিঙ্গন করত শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া হিতোপদেশ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। ৮৫-৯২

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে লক্ষ্মীর উৎপত্তির কারণ বর্ণন নামক
চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়

নারায়ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহেন্দ্র, হরিকে স্মরণ করত সুরগুরু বৃহস্পতিকে অগ্রসর করিয়া দেবগণের সহিত ব্রহ্মসভায় যাত্রা করিলেন। হে নারদ! শীঘ্র ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং দেবগুরু বৃহস্পতি, পদ্মাসনোপবিষ্ট পদ্মযোনিকে প্রণাম করিলেন। সুরাচার্য্য, ব্রহ্মার নিকট সকল বৃত্তান্ত বলায়, পিতামহ কিঞ্চিৎ হাস্য করত ইন্দ্রকে বলিলেন, বৎস! তুমি আমার বংশসম্ভূত—আমার প্রপৌত্র ও বৃহস্পতির বিচক্ষণ শিষ্য এবং স্বয়ং দেবগণের অধিপতি। দক্ষ প্রজাপতি তোমার মাতামহ এবং তুমি স্বয়ং বিক্রমশালী ও বিষ্ণুভক্ত; তোমার কুলত্রয়ই শুদ্ধ; তোমার অহঙ্কারের কোন কারণ নাই। যাহার মাতা সাধ্বী পতিব্রতা, পিতা শুদ্ধ এবং জিতেন্দ্রিয়, মাতামহ, এবং মাতুল সেই প্রকার গুণবান্—সে কি নিমিত্ত অহঙ্কারে মত্ত হইবে? জীব পিতৃদোষে, মাতামহের দোষে ও গুরুর দোষে পরমারাধ্য হরির নিকট দোষী হয়। সকল জীবের অন্তঃকরণে বর্ত্তমান এবং সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ যাহার দেহ হইতে ব্যবহিত হন, তাহার দেহ সেই ক্ষণেই শবসদৃশ অপবিত্র হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতা আমি মনোরূপে সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠান করি এবং শঙ্কর জ্ঞানরূপে, বিষ্ণু প্রাণরূপে, সতী ভগবতী প্রকৃতি—বুদ্ধিরূপে, সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠান করেন। নিদ্রাদি শক্তিসমূহ সেই প্রকৃতির এক এক কলা; ভোগদেহস্থিত জীব পরমাত্মা হরির প্রতিবিম্বস্বরূপ। ১-১০

আত্মনাশে গতে দেহাৎ সর্ব্বে যান্তি সসম্ভ্রমাঃ। যথা বর্ত্মনি গচ্ছন্তং নরদেবমিবানুগাঃ ॥ ১১
অহং শিবশ্চ শেষশ্চ বিষ্ণুর্ধর্ম্মো মহাবিরাট্। যূয়ং যদংশা ভক্তাশ্চ তৎপুষ্পং শক্র,তং ত্বয়া ॥ ১২
শিবেন পূজিতং পাদ-পদ্মং পুষ্পেণ যেন চ। তচ্চ দুর্ব্বাসসা দত্তং দৈবেন শক্র,তং ত্বয়া ॥ ১৩
তৎ পুষ্পং মস্তকে যস্য কৃষ্ণপাদাব্জপ্রচ্যুতম্। সর্ব্বেষাঞ্চ সুরাণাঞ্চ তৎপূজা পুরতো ভবেৎ ॥ ১৪
দৈবেন বঞ্চিতস্ত্বং হি দৈবঞ্চ বলবত্তরম্। ভাগ্যহীনং জনং মূঢ়ং কো বা রক্ষিতুমীশ্বরঃ ॥ ১৫
সা শ্রীর্গতাধুনা কোপাৎ কৃষ্ণনির্ম্মাল্যবর্জ্জনাৎ। অধুনা গচ্ছ বৈকুণ্ঠং ময়া চ গুরুণা সহ।
নিষেব্য তত্র শ্রীনাথং শ্রিয়ং প্রাপ্স্যসি মদ্বরাৎ ॥ ১৬
এবমুক্ত্বা চ স ব্রহ্মা সর্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সহ। তত্র গত্বা পরং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ১৭
দৃষ্ট্বা তেজঃস্বরূপং তং প্রজ্বলন্তং স্বতেজসা। গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড-শতকোটিসমপ্রভম্ ॥ ১৮
শান্তমনাদিমধ্যান্তং লক্ষ্মীকান্তমনন্তকম্ ॥ ১৯
চতুর্ভুজৈঃ পার্ষদৈশ্চ সরস্বত্যা যুতং প্রভুম্। ভক্ত্যা চতুর্ভির্ব্বেদৈশ্চ গঙ্গয়া পরিবেষ্টিতম্ ॥ ২০
তং প্রণেমুঃ সুরাঃ সর্ব্বে মূর্দ্ধ্না ব্রহ্মপুরোগমাঃ। ভক্তিনম্রাঃ সাশ্রুনেত্রা-স্তুষ্টুবুঃ পরমেশ্বরম্ ॥ ২১
বৃত্তান্তং কথয়ামাস স্বয়ং ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলিঃ। রুরুদুর্দ্দেবতাঃ সর্ব্বাঃ স্বাধিকারচ্যুতাশ্চ তাঃ ॥ ২২
স দদর্শ সুরগণং বিপদ্‌গ্রস্তং ভয়াকুলম্। রত্নভূষণশূন্যঞ্চ বাহনাদিবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৩
শোভাশূন্যং হতশ্রীকং নিষ্প্রভং সভয়ং পরম্। উবাচ কাতরং দৃষ্ট্বা ভয়ভীতিবিভঞ্জনঃ ॥ ২৪

শ্রীভগবানুবাচ—

মাভৈষ্ট ব্রহ্মন্ হে সুরাশ্চ ভয়ং কিং বো ময়ি স্থিতে। দাস্যামি লক্ষ্মীমচলাং পরমৈশ্বর্য্যবর্দ্ধিনীম্ ॥ ২৫
কিন্তু মদ্বচনং কিঞ্চিচ্ছ্রূয়তাং সময়োচিতম্। হিতং সত্যং সারভূতং পরিণামসুখাবহম্ ॥ ২৬
জনাশ্চাসংখ্যবিশ্বস্থা মদধীনাশ্চ সন্ততম্। যথা তথাহং মদ্ভক্ত-পরাধীনোঽস্বতন্ত্রকঃ ॥ ২৭
যং যং রুষ্টো হি মদ্ভক্তো মৎপরো হি নিরঙ্কুশঃ। তদ্‌গৃহেঽহং ন তিষ্ঠামি পদ্ময়া সহ নিশ্চিতম্ ॥ ২৮

যে প্রকার নরদেব নগরপথে গমন করিলে অনুচরগণ তাঁহার অনুগমন করে; সেইরূপ আত্মস্বরূপ পরমাত্মা ঈশ্বর, দেহ হইতে বহির্গত হইলে দেহস্থ অন্য সকলেও বেগে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। আমি, শিব, অনন্ত, বিষ্ণু, মহান্ বিরাট্ এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি সকলে যাঁহার ভক্ত, তুমি যাঁহার অংশ এবং ভক্ত, তাঁহার নির্ম্মাল্য পুষ্পে অনাদর করিয়াছ। মহেশ্বর যে পুষ্প দ্বারা সেই পরাৎপর পরমাত্মা হরির চরণকমল পূজা করিয়াছিলেন, হরিনিবেদিত সেই পুষ্প মহামুনি দুর্ব্বাসা তোমাকে দান করিয়াছিলেন। হে দেবরাজ! তুমি দৈববশত সেই পুষ্পের অনাদর করিয়াছ। শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল-পতিত পুষ্প যাহার উত্তমাঙ্গে পতিত হয়, সকল দেবের অগ্রে তাহারই পূজা হওয়া উচিত। দৈববশত তুমি দুর্লভ সেই হরি-চরণে নিবেদিত পুষ্প পাইয়াও বঞ্চিত হইয়াছ; অতএব দেখা যাইতেছে—দৈব সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্; দুর্ভাগ্য অজ্ঞজনকে কোন্ ব্যক্তি রক্ষা করিতে পারে? সেই লক্ষ্মী কৃষ্ণনির্ম্মাল্য-পুষ্পবর্জ্জনকোপে তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে গুরু এবং আমার সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া স্তব স্তুতিতে শ্রীনাথকে সন্তুষ্ট করত তাঁহার অনুগ্রহে পূর্ব্বশ্রীকে লাভ করিবে। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা—দেবগণ ও দেবেন্দ্র সমভিব্যাহারে শীঘ্র বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া দেখিলেন, নারায়ণ স্বীয় তেজোরাশি দ্বারা দেদীপ্যমান, গ্রীষ্মঋতুর মধ্যাহ্নকালীন শতকোটি সূর্য্যের সমানকান্তি শান্তমূর্ত্তি, আদি, মধ্য এবং অন্তরহিত, চতুর্ভুজ পার্ষদগণ এবং সরস্বতী কর্ত্তৃক সেবিত প্রভু, ভক্তিদেবী, বেদচতুষ্টয় এবং গঙ্গাদেবী কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। সেই অনন্তস্বরূপ সনাতন তেজস্বী ভগবান্ পরমব্রহ্ম লক্ষ্মীকান্তকে দর্শন করত ব্রহ্মাদি দেবগণ নতমস্তকে প্রণাম করিলেন এবং ভক্তির উদয়হেতু প্রেমজলে পরিপূর্ণনেত্র হইয়া পুরুষোত্তমকে স্তব করিলেন। ১১-২১

ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মণ্যদেবকে দেবগণের দুঃখ বৃত্তান্ত বলিলেন এবং দেবগণ স্ব স্ব অধিকারনাশ হেতু দুঃখ জানাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তভয়হারী ভগবান্ বিপদ্‌গ্রস্ত এবং ভয়চকিত দেব-গণকে বসনভূষণ এবং বাহনশূন্য শোভাহীন হতশ্রী কাতর প্রতিভাহীন দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে দেবগণ। তোমরা ভীত হইও না; আমি বর্ত্তমান থাকিতে তোমাদের অণুমাত্র ভয়ের আশঙ্কা নাই, তোমাদিগকে পরমৈশ্বর্য্যশালিনী, অচলা শ্রী দান করিব। কিন্তু আমি সময়োচিত কতক-গুলি বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। হিতজনক সত্য-সারভূত সেই বাক্য পরিণামে সুখদায়ক হইবে, যে প্রকার পৃথিবীস্থ অপরিমিত জনসমূহ আমার বশীভূত, আমিও সেই প্রকার স্বয়ং স্বতন্ত্র হইয়াও মদ্ভক্তচিত্ত ভক্তগণের একমাত্র অধীন। স্বচ্ছন্দচারী আনন্দপর আমার ভক্তবৃন্দ—যে যে ব্যক্তির প্রতি রুষ্ট,

দুর্ব্বাসা শঙ্করাংশশ্চ বৈষ্ণবো মৎপরায়ণঃ। তচ্ছাপাদাগতোঽহঞ্চ সলক্ষ্মীকো হি বো গৃহাৎ॥ ২৯
যত্র শঙ্খধ্বনির্নাস্তি তুলসী ন শিবার্চ্চনম্। ন ভোজনঞ্চ বিপ্রাণাং ন পদ্মা তত্র তিষ্ঠতি॥ ৩০
মদ্ভক্তানাঞ্চ মে নিন্দা যত্র ব্রহ্মন্ ভবেৎ সুরাঃ। মহারুষ্টা মহালক্ষ্মীস্ততো যাতি পরাভবম্॥ ৩১
মদ্ভক্তিহীনো যো মূঢ়ো ভুঙ্‌ক্তে যো হরিবাসরে। মম জন্মদিনে বাপি যাতি শ্রীস্তদ্‌গৃহাদপি॥ ৩২
মন্নামবিক্রয়ী যশ্চ বিক্রীণাতি স্বকন্যকাম্। যত্রাতিথির্ন ভুঙ্‌ক্তে চ মৎপ্রিয়া যাতি তদ্‌গৃহাৎ॥ ৩৩
যো বিপ্রঃ পুংশ্চলীপুত্রো মহাপাপী চ তৎপতিঃ। পাপিনো যো গৃহং যাতি শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজকঃ।
মহারুষ্টা ততো যাতি মন্দিরাৎ কমলালয়া॥ ৩৪
শূদ্রাণাং শবদাহী চ ভাগ্যহীনো দ্বিজাধমঃ। যাতি রুষ্টা তদ্‌গৃহাচ্চ দেবাঃ কমলবাসিনী॥ ৩৫
শূদ্রাণাং সূপকারী যো ব্রাহ্মণো বৃষবাহকঃ। তত্তোয়পানভীতা চ কমলা যাতি তদ্‌গৃহাৎ॥ ৩৬
অশুদ্ধহৃদয়ঃ ক্রূরো হিংসকো নিন্দকো দ্বিজঃ। ব্রাহ্মণঃ শূদ্রযাজী চ যাতি দেবী চ তদ্‌গৃহাৎ॥ ৩৭
অবীরান্নঞ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে তস্মাদ্ যাতি জগৎপ্রসূঃ। তৃণং ছিনত্তি নখরৈ-স্তৈর্ব্বা যো বিলিখেন্মহীম্॥ ৩৮
নিরাশো ব্রাহ্মণো যত্র তদ্‌গৃহাদ্ যাতি মৎপ্রিয়াঃ। সূর্য্যোদয়ে দ্বিজো ভুঙ্‌ক্তে দিবাস্বাপী চ ব্রাহ্মণঃ॥ ৩৯
দিবামৈথুনকারী চ যস্তস্মাদ্ যাতি মৎপ্রিয়া॥ ৪০
আচারহীনো বিপ্রো যো যশ্চ শূদ্রপ্রতিগ্রহী। অদীক্ষিতো হি যো মূঢ়-স্তস্মাদ্ধৈ যাতি মৎপ্রিয়া॥ ৪১
স্নিগ্ধপাদশ্চ নগ্নো হি যঃ শেতে জ্ঞানদুর্ব্বলঃ। শশ্বদ্ধসতি বাচালো যাতি সা তদ্‌গৃহাৎ সতী॥ ৪২
শিরঃস্নাতস্তু তৈলেন যোঽন্যাঙ্গং সমুপস্পৃশেৎ। স্বাঙ্গে চ বাদয়েদ্বাদ্যং রুষ্টা সা যাতি তদ্‌গৃহাৎ॥ ৪৩
ব্রতোপবাসহীনো যঃ সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্দ্বিজঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু তস্মাদ্ যাতি চ মৎপ্রিয়া॥ ৪৪
ব্রাহ্মণং নিন্দয়েদ্ যো হি তঞ্চ যো দ্বেষ্টি সন্ততম্। জীবহিংসো দয়াহীনো যাতি সর্ব্বপ্রসূস্ততঃ॥ ৪৫
যত্র যত্র হরেরর্চ্চা হরেরুৎকীর্ত্তনং তথা। তত্র তিষ্ঠতি সা দেবী সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলা॥ ৪৬

ভক্তাধীন আমিও নিজপ্রেয়সী কমলার সহিত ভক্তবিরোধী সেই সেই মনুষ্যের গৃহে অধিষ্ঠান করি না। তোমার প্রতি মহাদেব-অংশ মৎপরায়ণ পরমবৈষ্ণব দুর্ব্বাসামুনির শাপহেতু আমি নিজ জায়া লক্ষ্মীর সহিত তোমার গৃহ ত্যাগ করিয়াছি। ২২-২৯

যে স্থানে শঙ্খাদির বাদ্য, তুলসীপত্র দ্বারা শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা এবং ব্রাহ্মণগণের ভোজন না হয়, সেই স্থানে লক্ষ্মীদেবী অবস্থিতি করে না। হে দেবগণ! যেস্থানে আবার ভক্তগণের কিংবা আমার নিন্দা হয়, লক্ষ্মীদেবী আত্মপরাভব মানিয়া পরমক্রোধে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন। যে মূর্খ আমার প্রতি অভক্তিপূর্ব্বক হরিবাসর একাদশীতিথিতে এবং আমার জন্মদিনে ভোজন করে, তাহার গৃহ হইতে মহালক্ষ্মী পলায়ন করেন। যে ব্যক্তি পণ গ্রহণপূর্ব্বক আমার নাম বিক্রয় করে, পণগ্রহণ করত কন্যা বিক্রয় করে এবং যথাসময়ে উপস্থিত অতিথিকে যথাসাধ্য সম্মান না করে, আমার প্রিয়তমা তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। যে ব্রাহ্মণ পুংশ্চলী-পুত্র, যে পাপিগৃহে গমন করে এবং শূদ্রের শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করে, কমলালয়া মহাক্রোধে তাহার গৃহ হইতে গমন করেন। যে হতভাগ্য ব্রাহ্মণ অধম শূদ্রশব দাহন করে, কমলালয়া ক্রোধপূর্ব্বক তাহার গৃহ ত্যাগ করে। যে ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্রগণের সূপকারকার্য্যে নিযুক্ত হয় এবং হল চালনা করে, তাহার জলপানভয়েই লক্ষ্মী তাহাকে ত্যাগ করেন। যে ব্যক্তি অশুদ্ধহৃদয়, ক্রূর, হিংসাপর বা সাধুনিন্দক, কিম্বা যে ব্রাহ্মণ শূদ্রযাজী, আমার কান্তা সেই পাপীর গৃহ ত্যাগ করেন। যে অবীরার অন্নভোজন করে, জগজ্জননী মদ্‌গৃহিণী লক্ষ্মী তাহার গৃহ পরিত্যাগ করেন। ৩০-৩৮

যে ব্যক্তি নখাগ্র দ্বারা তৃণ ছেদন করে, তৃণদ্বারা পৃথিবী লিখন করে এবং ব্রাহ্মণ যে গৃহ হইতে নিরাশ হইয়া গমন করে, লক্ষ্মীদেবী তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। যে ব্রাহ্মণ এক সূর্য্যে দুইবার ভোজন করে, এবং দিবসে শয়ন মৈথুন প্রভৃতি কুৎসিত কার্য্য করে, হরিপ্রিয়া তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। সদাচাররহিত যে ব্রাহ্মণ, শূদ্রের দান গ্রহণ করে এবং যে মূর্খ ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত না হয়, মৎপ্রিয়া চঞ্চলা হইয়া তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশত আর্দ্রপাদে বা বস্ত্রহীন হইয়া শয়ন করে এবং নিরন্তর অসম্বদ্ধ প্রলাপ এবং হাস্য করে, লক্ষ্মীদেবী তাহার গৃহ হইতে গমন করেন। যে ব্যক্তি মস্তকে তৈল মাখিয়া অপরের অঙ্গস্পর্শ করে এবং সর্ব্বদা অঙ্গবাদ্য করে, রমা তাহার গৃহ পরিত্যাগ করেন। যে ব্রাহ্মণ ব্রত উপবাস সন্ধ্যাদি বিহিতকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অশুচি অবস্থায় অবস্থান করে এবং হরিভক্তি বিহীন হয়, হরিপ্রিয়া তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিন্দা এবং দ্বেষ করত নির্দ্দয়ভাবে জীবহিংসা করে, লক্ষ্মীদেবী তদীয় গৃহ ত্যাগ করেন। যে যে স্থানে হরির আরাধনা এবং তদ্‌গুণকীর্ত্তন হয়, সর্ব্বমঙ্গল-দায়িনী লক্ষ্মীদেবী সেই সেই স্থানে সর্ব্বদা বিরাজমানা হন। ৩৯-৪৬

যত্র প্রশংসা কৃষ্ণস্য তদ্ভক্তস্য পিতামহ। সা চ কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী তত্র তিষ্ঠতি সন্ততম্ ॥ ৪৭
যত্র শঙ্খধ্বনিঃ শঙ্খঃ শিলা চ তুলসীদলম্। তৎসেবা বন্দনং ধ্যানং তত্র সা পরিতিষ্ঠতি ॥ ৪৮
শিবলিঙ্গার্চ্চনং যত্র তস্য চোৎকীর্ত্তনং শুভম্। দুর্গার্চ্চনং তদ্গুণাশ্চ তত্র পদ্মনিবাসিনী ॥ ৪৯
বিপ্রাণাং সেবনং যত্র তেষাঞ্চ ভোজনং শুভম্। অর্চ্চনং সর্ব্বদেবানাং তত্র পদ্মমুখী সতী ॥ ৫০
ইত্যুক্ত্বা চ সুরান্ সর্ব্বান্ রমামাহ রমাপতিঃ। ক্ষীরোদসাগরে জন্ম কলয়া কলয়েতি চ ॥ ৫১
ইত্যুক্ত্বা তাং জগন্নাথো ব্রহ্মাণং পুনরাহ চ। মথিত্বা সাগরং লক্ষ্মীং দেবেভ্যো দেহি পদ্মজ ॥ ৫২
ইত্যুক্ত্বা কমলাকান্তো জগামান্তঃপুরং মুনে। দেবাশ্চিরেণ কালেন যযুঃ ক্ষীরোদসাগরম্ ॥ ৫৩
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা কূর্ম্মং কৃত্বা চ ভাজনম্। কৃত্বা শেষং মন্থপাশং মমন্থুরসুরাঃ সুরাঃ ॥ ৫৪
ধন্বন্তরিঞ্চ পীযূষ-মুচ্চৈঃশ্রবসমীপ্সিতম্। নানারত্নং হস্তিরত্নং প্রাপুর্লক্ষ্মীং সুদর্শনাম্ ॥ ৫৫
বনমালাং দদৌ সা চ ক্ষীরোদশায়িনে মুনে। সর্ব্বেশ্বরায় রম্যায় বিষ্ণবে বৈষ্ণবী সতী ॥ ৫৬
দেবৈঃ স্তুতা পূজিতা চ ব্রহ্মণা শঙ্করেণ চ। দদৌ দৃষ্টিং সুরগৃহে ব্রহ্মশাপ-বিমোচনাৎ ॥ ৫৭
প্রাপুর্দ্দেবাঃ স্ববিষয়ং দৈত্যগ্রস্তং ভয়ঙ্করম্। মহালক্ষ্মী-প্রসাদেন বরদানেন নারদ ॥ ৫৮
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং লক্ষ্ম্যুপাখ্যানমুত্তমম্। সুখদং সারভূতঞ্চ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৫৯

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে লক্ষ্ম্যুপাখ্যানবর্ণনং নাম একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

লোক-পিতামহ! ব্রহ্মন্! যে স্থানে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁহার ভক্তগণের প্রশংসা হয়, কৃষ্ণপ্রিয়া কমলা দেবী সর্ব্বদা সেই স্থানেই অধিষ্ঠান করেন। যে স্থানে শঙ্খধ্বনি শালগ্রামশিলা তুলসীদল এবং জগৎপতি শ্রীহরি, সেবা বন্দন এবং ধ্যান দ্বারা পূজিত হন, সেই স্থানে লক্ষ্মীদেবী বিরাজ করেন। যে স্থানে শিবলিঙ্গের পূজা, শুভকর শিবনাম কীর্ত্তন, দুর্গার আরাধনা এবং গুণ গান হয়, সেই স্থানে কমলালয়া নিবাস করেন। যে স্থানে ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা ভোজন এবং সকল দেবগণের পূজা হয়, সেই স্থানে লক্ষ্মী দেবী অবস্থান করেন, রমাপতি আশ্রিত দেবগণকে এই কথা বলিয়া নিজপ্রিয়া কমলাকে এক অংশে ক্ষীরোদার্ণবে জন্মগ্রহণের আদেশ করিলেন। ৪৭-৫১

ভগবান্ লক্ষ্মীদেবীকে এই আদেশ করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মাকে বলিলেন, ব্রহ্মন্! পদ্মযোনে! ক্ষীরোদার্ণব মথন করিয়া দেবগণকে পূর্ব্বলক্ষ্মী প্রদান কর। মুনে! কমলাপতি এই বাক্য বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। দেবগণও দীর্ঘকালে ক্ষীরোদার্ণবতীরে উপস্থিত হইলেন এবং দেবাসুরগণ মন্দরাচলকে মন্থন দণ্ড, কূর্ম্মদেবকে পাত্র এবং অনন্তনাগকে মন্থন-রজ্জু করিয়া সমুদ্র আলোড়ন করিতে লাগিলেন। হে মুনি! দেবগণ, মন্দরাদি দ্বারা ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিলে, ধন্বন্তরি, সুধা, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ঐরাবত হস্তী প্রভৃতি অভিলষিত রত্নাদির সহিত লোচনমনোরমা ক্ষীরোদাত্মজা কমলার উদ্ভব হইল। মুনে! বিষ্ণুপ্রিয়া পতিপরায়ণা ক্ষীরোদশায়ী সর্ব্বেশ্বর মনোহরাকৃতি ভগবানের কণ্ঠে বনমালা প্রদান করিলেন ও তিনি ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি দেবগণকর্ত্তৃক অভিবন্দিত এবং পূজিত হইয়া ব্রহ্ম-শাপমোচনের নিমিত্ত দেবগণের গৃহে দৃষ্টিপাত করিলেন। হে নারদ! মহালক্ষ্মী অনুগ্রহপূর্ব্বক দেব-গণের প্রতি বর প্রদান করিলে, তাঁহারা দুরন্ত দৈত্যগণকর্ত্তৃক অধিকৃত নিজ লক্ষ্মী পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন। হে নারদ! তোমার নিকট সুখদায়ক সারভূত উত্তম লক্ষ্মীচরিত্র বর্ণন করিলাম। অন্য যদি কিছু শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় বল। ৫২-৫৯

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে লক্ষ্মীর উপাখ্যান বর্ণন নামক একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ—

হরেরুৎকীর্ত্তনং ভদ্রং শ্রুতং তজ্জ্ঞানমুত্তমম্। ঈপ্সিতং লক্ষ্ম্যুপাখ্যানং ধ্যানং স্তোত্রং বদ প্রভো। ১

নারায়ণ উবাচ—

স্নাত্বা তীর্থে পুরা শক্রো ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী। ঘটং সংস্থাপ্য ক্ষীরোদে ষড়্‌দেবান্ পর্য্যপূজয়ৎ। ২
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্। এতান্ ভক্ত্যা সমভ্যর্চ্চ্য পুষ্পগন্ধাদিভিস্তদা। ৩
আবাহ্য চ মহালক্ষ্মীং পরমৈশ্বর্য্যরূপিণীম্। পূজাং চকার দেবেশো ব্রহ্মণা চ পুরোধসা। ৪
পুরঃস্থিতেষু মুনিষু ব্রাহ্মণেষু গুরৌ হরৌ। দেবাদিষু সুদেশে চ জ্ঞানানন্দে শিবে মুনে। ৫
পারিজাতস্য পুষ্পঞ্চ গৃহীত্বা চন্দনোক্ষিতম্। ধ্যাত্বা দেবীং মহালক্ষ্মীং পূজয়ামাস নারদ। ৬
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং যদ্দত্তং ব্রহ্মণে পুরা। হরিণা তেন ধ্যানেন তন্নিবোধ বদামি তে। ৭
সহস্রদলপদ্মস্থ-কর্ণিকাবাসিনীং পরাম্। শরৎপার্ব্বণকোটীন্দু-প্রভামুষ্টিকরাং পরাম্। ৮
স্বতেজসা প্রজ্বলন্তীং সুখদৃশ্যাং মনোহরাম্। প্রতপ্তকাঞ্চননিভ-শোভাং মূর্ত্তিমতীং সতীম্। ৯
রত্নভূষণভূষাঢ্যাং শোভিতাং পীতবাসসা। ঈষদ্ধাস্যাং প্রসন্নাস্যাং শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাম্। ১০
সর্ব্বসম্পৎপ্রদাত্রীঞ্চ মহালক্ষ্মীং ভজে শুভাম্। ধ্যানেনানেন তাং ধ্যাত্বা নানাগুণসমন্বিতাম্। ১১
সম্পূজ্য ব্রহ্মবাক্যেন চোপচারাণি ষোড়শ। দদৌ ভক্ত্যা বিধানেন প্রত্যেকং মন্ত্রপূর্ব্বকম্। ১২
প্রশস্তানি প্রকৃষ্টানি বরাণি বিবিধানি চ। অমূল্যরত্নসারঞ্চ নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
আসনঞ্চ বিচিত্রঞ্চ মহালক্ষ্মীঃ প্রগৃহ্যতাম্। ১৩
শুদ্ধং গঙ্গোদকমিদং সর্ব্ববন্দিতমীপ্সিতম্। পাপেধ্মবহ্নিরূপঞ্চ গৃহ্যতাং কমলালয়ে। ১৪
পুষ্পচন্দনদূর্ব্বাদি-সংযুতং জাহ্নবীজলম্। শঙ্খগর্ভস্থিতং স্বর্ঘ্যং গৃহ্যতাং পদ্মবাসিনি। ১৫
সুগন্ধিপুষ্পতৈলঞ্চ সুগন্ধামলকীফলম্। দেহসৌন্দর্য্যবীজঞ্চ গৃহ্যতাং শ্রীহরেঃ প্রিয়ে। ১৬*
সর্ব্বসৌন্দর্য্যবীজঞ্চ সদ্যঃ শোভাকরং পরম্। বৃক্ষনির্য্যাসরূপঞ্চ গন্ধদ্রব্যাদিসংযুতম্। ১৭

শ্রীহরির বাক্য শ্রবণ করত নারদ বলিলেন, হে পুরুষোত্তম। ঈশ্বর-জ্ঞানমূলক মঙ্গলজনক অতি উৎকৃষ্ট লক্ষ্মীদেবীর উপাখ্যান সহ অভীপ্সিত হরি-গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিলাম, সম্প্রতি লক্ষ্মীর ধ্যান এবং স্তব বলুন। শ্রীনারায়ণদেব বলিলেন, বৎস। পূর্ব্বে শক্র, তীর্থস্নানপূর্ব্বক ধৌতবস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া ক্ষীরোদার্ণব-তীরে ঘট সংস্থাপন করত গণপতি, বহ্নি, বিষ্ণু, শিব এবং পার্ব্বতী—এই ছয়জন দেবতাকে ভক্তিসহকারে পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা পূজা করিয়া ব্রহ্মাকে পুরোহিত করত সেই স্থানে পরমৈশ্বর্য্য-স্বরূপিণী মহালক্ষ্মীকে আবাহনাদিপূর্ব্বক পূজা করিয়াছিলেন। হে নারদ! মুনে! দেবেন্দ্র,—পবিত্র স্থানে মুনিগণ, পুরোহিত বৃহস্পতি, ব্রাহ্মণগণ, মহাদেব এবং হরির অগ্রে সচন্দন পারিজাত পুষ্প গ্রহণ করত ধ্যান উচ্চারণপূর্ব্বক মহাদেবী লক্ষ্মীর পূজা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে হরি, সামবেদোক্ত যে ধ্যান ব্রহ্মাকে দান করিয়াছিলেন, সেই ধ্যানেই ইন্দ্রদেব লক্ষ্মীর পূজা করিয়াছিলেন। সেই ধ্যান আমি বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। ১-৭

সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকার উপর উপবিষ্ট, শরৎকালীন পূর্ণিমার চন্দ্র হইতেও মনোরম হস্তযুগলে শোভিতা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নিজ তেজঃপুঞ্জে জাজ্বল্যমানা, সুদৃশ্যা মনোহারিণী, অগ্নিশোধিত-সুবর্ণবর্ণা, মূর্ত্তিমতী কান্তিস্বরূপা, রত্ননির্ম্মিতভূষণে বিভূষিতা, পীতাম্বরশোভিতা, ঈষদ্ধাস্যে প্রসন্নবদনা, সর্ব্বদা স্থিরযৌবনা, সর্ব্ব-সম্পৎ-প্রদায়িনী, শুভদায়িনী ও পরমেশ্বরী লক্ষ্মীকে আমি ভজনা করি। দেবেন্দ্র এই ধ্যানে ধ্যান করত নানা উপহারে ব্রহ্ম-নির্দিষ্ট মন্ত্রে প্রশংসনীয় উৎকৃষ্ট নানাবিধ ষোড়শ উপচারে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহালক্ষ্মি! বিশ্বকর্ম্মকর্ত্তৃক পরমযত্নে মহামূল্য রত্নসার-দ্বারা নির্ম্মিত এই বিচিত্র আসন গ্রহণ করুন। হে কমলবাসিনি! সর্ব্বজনকর্ত্তৃক বন্দিত এবং বাঞ্ছিত পাপরূপ কাষ্ঠ-রাশির জাজ্বল্যমান অগ্নিস্বরূপ এই পবিত্র গঙ্গা-সলিল গ্রহণ করুন। হে পদ্মবাসিনি! পুষ্প, চন্দন এবং দূর্ব্বাদি যুক্ত নির্ম্মল শঙ্খমধ্যস্থিত শুদ্ধ গঙ্গাজল স্বীকার করুন। হে শ্রীহরিপ্রিয়ে! দেহের সৌন্দর্য্য-জনক সুগন্ধ পুষ্পতৈল এবং আমলকফল-সুবাসিত জল গ্রহণ করুন। হে কৃষ্ণকান্তে! বৃক্ষের নির্য্যাস-

---

* অনন্তরং "কর্পাসজঞ্চ কৃমিজমি"ত্যাদি, "ভূষণং দেবি গৃহ্যতাম্" ইত্যন্তো বক্ষ্যমাণঃ (৩১,৩২) সার্দ্ধশ্লোকঃ ক্বচিৎ পুনরুক্তঃ পাঠঃ প্রামাদিক,এব।

শ্রীকৃষ্ণকান্তে ধূপঞ্চ পবিত্রং প্রতিগৃহ্যতাম্। সুগন্ধিযুক্তং সুখদং চন্দনং দেবি গৃহ্যতাম্ ॥ ১৮
জগচ্চক্ষুঃস্বরূপঞ্চ পবিত্রং তিমিরাপহম্। প্রদীপং সুখরূপঞ্চ গৃহ্যতাঞ্চ সুরেশ্বরি ॥ ১৯
নানোপহাররূপঞ্চ নানারস-সমন্বিতম্। অতিস্বাদুকরঞ্চৈব নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২০
অন্নং ব্রহ্মস্বরূপঞ্চ প্রাণরক্ষণকারণম্। তুষ্টিদং পুষ্টিদঞ্চৈব দেব্যন্নং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২১
শাল্যন্নজং সুপক্কঞ্চ শর্করাগব্যসংযুতম্। স্বাদুযুক্তং মহালক্ষ্মীঃ পরমান্নং প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ২২
শর্করাগব্যপক্কঞ্চ সুস্বাদু সুমনোহরম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা স্বস্তিকং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২৩
নানাবিধানি রম্যাণি পক্কান্নানি ফলানি চ। সুরভিস্তনসম্ভূতং সুস্বাদু সুমনোহরম্।
মর্ত্ত্যামৃতং সুগব্যঞ্চ গৃহ্যতামচ্যুতপ্রিয়ে ॥ ২৪
সুস্বাদুরসসংযুক্ত-মিক্ষুবৃক্ষসমুদ্ভবম্। অগ্নিপক্কমতিস্বাদু গুড়ঞ্চ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২৫
যবগোধূমশস্যানাং চূর্ণরেণুসমুদ্ভবম্। সুপক্কং গুড়গব্যাক্তং মিষ্টান্নং দেবি গৃহ্যতাম্ ॥ ২৬
শস্যচূর্ণোদ্ভবং পক্কং স্বস্তিকাদিসমন্বিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২৭
শীতবায়ুপ্রদঞ্চৈব দাহে চ সুখদং পরম্। কমলে গৃহ্যতাঞ্চেদং ব্যজনং শ্বেতচামরম্ ॥ ২৮
তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্। জিহ্বাজাড্যচ্ছেদকরং তাম্বূলং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২৯
সুবাসিতং সুশীতঞ্চ পিপাসানাশকারণম্। জগজ্জীবনরূপঞ্চ জীবনং দেবি গৃহ্যতাম্ ॥ ৩০
দেহসৌন্দর্য্যবীজঞ্চ সদা শোভাবিবর্দ্ধনম্। কার্পাসজঞ্চ কৃমিজং বসনং দেবি গৃহ্যতাম্ ॥ ৩১
রত্নস্বর্ণবিকারঞ্চ দেহভূষাদিবর্দ্ধনম্। শোভাধারং শ্রীকরঞ্চ ভূষণং দেবি গৃহ্যতাম্ ॥ ৩২
নানাঋতুষু নির্ম্মাণং বহুশোভাশ্রয়ং পরম্। সুরভূপপ্রিয়ং শুদ্ধং মাল্যং দেবি প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ৩৩
শুদ্ধিদং শুদ্ধরূপঞ্চ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্। গন্ধবস্তূদ্ভবং রম্যং গন্ধং দেবি প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ৩৪
পুণ্যতীর্থোদকঞ্চৈব বিশুদ্ধং শুদ্ধিদং সদা। গৃহ্যতাং কৃষ্ণকান্তে ত্বং রম্যমাচমনীয়কম্ ॥ ৩৫
রত্নসারাদিনির্ম্মাণং পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতম্। বস্ত্রভূষণভূষাঢ্যং সুতল্পং দেবি গৃহ্যতাম্ ॥ ৩৬
যদ্ যদ্ দ্রব্যমপূর্ব্বঞ্চ পৃথিব্যামপি দুর্লভম্। দেবভূষার্হভোগ্যঞ্চ তদ্দ্রব্যং দেবি গৃহ্যতাম্ ॥ ৩৭
দ্রব্যাণ্যেতানি দত্ত্বা চ মূলেন দেবপুঙ্গবঃ। মূলং জজাপ ভক্ত্যা চ দশলক্ষং বিধানতঃ ॥ ৩৮
জপেন দশলক্ষেণ মন্ত্রসিদ্ধির্বভূব হ ॥ ৩৯

স্বরূপ গন্ধদ্রব্য দ্বারা অতি সুগন্ধ পবিত্র ধূপ গ্রহণ করুন। হে দেবি! সুখদায়ক সুগন্ধি চন্দন গ্রহণ করুন। হে পরমেশ্বর! জগতের চক্ষুঃস্বরূপ পবিত্র তিমিরাপহ সুখরূপ, প্রদীপ—গ্রহণ করুন। নানা উপকরণ ও মিষ্টাদি নানা রসসমন্বিত, অতি স্বাদু নৈবেদ্য—গ্রহণ করুন। হে দেবি! ব্রহ্মস্বরূপে! জীবগণের প্রাণ রক্ষার মূলীভূত কারণ ও পুষ্টিকর সন্তোষজনক অন্ন—গ্রহণ করুন। পদ্মনিলয়ে! তণ্ডুল—শর্করা—দুগ্ধ—ঘৃতপ্রভৃতি দ্বারা সুন্দর রূপে পক্ক, অতি সুস্বাদু পরমান্ন—গ্রহণ করুন। শর্করা, দুগ্ধ, ঘৃতাদি দ্বারা মনোহর স্বাদুকর স্বস্তিক ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করিতেছি,—হে লক্ষ্মি! গ্রহণ করুন। হে কমলে! মিষ্টরসে পরিপূর্ণ অতি সুস্বাদু নানা প্রকার মনোহর সুপক্ক ফল দান করিতেছি,—গ্রহণ করুন। হে অচ্যুতপ্রিয়ে! দেবগবী-সুরভিজাত মর্ত্ত্যগণের অমৃতস্বরূপ সুস্বাদু মনোহর দুগ্ধ গ্রহণ করুন। ৮-২৪

হে দেবি! মিষ্টরসযুক্ত ইক্ষুবৃক্ষসঞ্জাত, অগ্নিপক্ক অতিস্বাদু গুড় রস গ্রহণ করুন। হে দেবি! যব গোধূম প্রভৃতি শস্যের চূর্ণ-সমুদ্ভূত সুন্দর রূপে পক্ক, গুড় মিশ্রিত মিষ্টান্ন গ্রহণ করুন। হে দেবি! শস্যাদির চূর্ণ জাত স্বস্তিকযুক্ত মদর্পিত নৈবেদ্য গ্রহণ করুন। হে কমলে! সুশীতল বায়ুবাহক এবং সন্তপ্ত-ব্যক্তির সুখদায়ক শ্বেতচামর ব্যজন গ্রহণ করুন। হে দেবি! অতি রমণীয়, কর্পূরাদিসুবাসিত, জিহ্বার জড়তানাশক তাম্বুল—গ্রহণ করুন! হে দেবি! সুবাসিত, শীতল, পিপাসানাশক, জগতের জীবন-স্বরূপ, মদর্পিত নির্ম্মল জল গ্রহণ করুন। হে দেবি! দেহের সৌন্দর্যজনক সর্ব্বদা শোভাকর কার্পাস এবং কৃমিজ (পট্ট) বস্ত্র গ্রহণ করুন। নানাপ্রকার রত্ন, এবং সুবর্ণনির্ম্মিত দেহশোভাবর্দ্ধক সৌন্দর্য্যজনক ভূষণ গ্রহণ করুন। দেবি! নানা-প্রকার-কুসুম-নির্ম্মিত দেহের অলৌকিক শোভাসম্পাদক, দেবগণ-প্রিয় শুদ্ধ মাল্য গ্রহণ করুন। হে দেবি! যত প্রকার মঙ্গলকর বস্তু আছে, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শুদ্ধিপ্রদ শুদ্ধস্বরূপ সুগন্ধিদ্রব্যসমুৎপন্ন মনোহর গন্ধ গ্রহণ করুন। হে কৃষ্ণকান্তে! পবিত্র তীর্থসমূহ হইতে সঞ্চিত, নির্ম্মল সর্ব্বদা পবিত্রতাজনক, মনোরম আচমনীয় জল গ্রহণ করুন। মহামূল্য রত্নসমূহে নির্ম্মিত, পুষ্প চন্দনাদিযুক্ত, রত্নভূষণে বিভূষিত সুন্দর শয্যা গ্রহণ করুন। হে দেবি! যে যে অপূর্ব্ব দ্রব্য পৃথিবীতে অতি দুর্লভ, দেবেন্দ্র এবং নরেন্দ্রবাঞ্ছিত মৎপ্রদত্ত সেই সেই দ্রব্য গ্রহণ করুন। ২৫-৩৭

মন্ত্রশ্চ ব্রহ্মণা দত্তঃ কল্পবৃক্ষশ্চ সর্বতঃ। লক্ষ্মীর্মায়াকামবাণী ঙেহন্তা কমলবাসিনী ॥ ৪০
বৈদিকো মন্ত্ররাজোঽয়ং প্রসিদ্ধঃ স্বাহয়ান্বিতঃ। কুবেরোঽনেন মন্ত্রেণ পরমৈশ্বর্য্যমাপ্তবান্ ॥ ৪১
রাজরাজেশ্বরো দক্ষঃ সাবর্ণির্ম্মনুরেব চ। মঙ্গলোঽনেন মন্ত্রেণ সপ্তদ্বীপেঽবনীপতিঃ ॥ ৪২
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ কেদারো নৃপ এব চ। এতে সিদ্ধাশ্চ রাজেন্দ্রা মন্ত্রেণানেন নারদ ॥ ৪৩
সিদ্ধে মন্ত্রে মহালক্ষ্মীঃ শক্রায় দর্শনং দদৌ। রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণ-বিমানস্থা বরপ্রদা ॥ ৪৪
সপ্তদ্বীপবতীং পৃথ্বীং ছাদয়ন্তী ত্বিষা চ সা। শ্বেতচম্পকবর্ণাভা রত্নভূষণভূষিতা ॥ ৪৫
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যা ভক্তানুগ্রহকাতরা। বিভ্রতী রত্নমালাঞ্চ কোটিচন্দ্র-সমপ্রভাম্ ॥ ৪৬
দৃষ্ট্বা জগৎপ্রসূং শান্তাং তুষ্টাব তাং পুরন্দরঃ। পুলকাঞ্চিত-সর্ব্বাঙ্গঃ সাশ্রুনেত্রঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪৭
ব্রহ্মণা চ প্রদত্তেন স্তোত্ররাজেন সংযুতঃ। সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদেনৈব বৈদিকেনৈব তত্র চ ॥ ৪৮

পুরন্দর উবাচ—

নমঃ কমলবাসিন্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ। কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ সততং মহালক্ষ্ম্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪৯
পদ্মপত্রেক্ষণায়ৈ চ পদ্মাস্যায়ৈ নমো নমঃ। পদ্মাসনায়ৈ পদ্মিন্যৈ বৈষ্ণব্যৈ চ নমো নমঃ ॥ ৫০
সর্ব্বসম্পৎ-স্বরূপিণ্যৈ সর্ব্বারাধ্যৈ নমো নমঃ। হরিভক্তিপ্রদাত্র্যৈ চ হর্ষদাত্র্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫১
কৃষ্ণবক্ষঃস্থিতায়ৈ চ কৃষ্ণেশায়ৈ নমো নমঃ। চন্দ্রশোভা-স্বরূপায়ৈ রত্নপদ্মে চ শোভনে ॥ ৫২
সম্পত্ত্যধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ মহাদেব্যৈ নমো নমঃ। নমো বৃদ্ধিস্বরূপায়ৈ বৃদ্ধিদায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৫৩
বৈকুণ্ঠে যা মহালক্ষ্মীর্যা লক্ষ্মীঃ ক্ষীরসাগরে। স্বর্গলক্ষ্মীরিন্দ্রগেহে রাজলক্ষ্মীর্নৃপালয়ে ॥ ৫৪
গৃহলক্ষ্মীশ্চ গৃহিণাং গেহে চ গৃহদেবতা। সুরভিঃ সাগরে জাতা দক্ষিণা যজ্ঞকামিনী ॥ ৫৫
অদিতির্দ্দেবমাতা ত্বং কমলা কমলালয়া। স্বাহা ত্বঞ্চ হবির্দ্দানে কব্যদানে স্বধা স্মৃতা ॥ ৫৬
ত্বং হি বিষ্ণুস্বরূপা চ সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ত্বং নারায়ণপরায়ণা ॥ ৫৭
ক্রোধহিংসাবর্জ্জিতা চ বরদা শারদা শুভা। পরমার্থপ্রদা ত্বঞ্চ হরিদাস্যপ্রদা পরা ॥ ৫৮

দেবেন্দ্র মূল মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক এই সকল দ্রব্য প্রদান করত ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি মূল মন্ত্র দশ লক্ষবার জপ করিয়াছিলেন। দশ লক্ষবার জপে মন্ত্রসিদ্ধি হইল এবং কল্পবৃক্ষস্বরূপ ব্রহ্মদত্ত মন্ত্র অভিলষিত সকল বস্তু প্রদানে সমর্থ হইল। "শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং কমলবাসিন্যৈ স্বাহা" বেদোক্ত দ্বাদশাক্ষর এই মন্ত্রই মন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রধান। রাজরাজেশ্বর কুবের উক্ত মন্ত্রবলে ঐশ্বর্য্য-সমূহের স্বামী হন এবং দক্ষ, সাবর্ণি-মনু ও মঙ্গল উক্ত মন্ত্রবলে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি এবং প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ ও কেদার ইঁহারা ঐ মন্ত্রবলে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। হে নারদ! উক্ত রাজগণ ঐ মন্ত্রবলে সিদ্ধ হইয়াছেন। মহেন্দ্রের মন্ত্র-সিদ্ধি হইলে, মহালক্ষ্মী উপস্থিত হইয়া দেবরাজকে দর্শন দিলেন। লক্ষ্মী দেবী মূল্যবান্ রত্নরাশিনির্ম্মিত বিমান-শ্রেষ্ঠে আরোহণ করত স্বকীয় প্রভাপুঞ্জে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে আবৃত করিয়া বর প্রদানার্থে ইন্দ্রসমীপে উপস্থিতা হইলেন। পুরন্দর শ্বেতবর্ণচম্পক সদৃশ উজ্জ্বলাঙ্গী, রত্ন নির্ম্মিত ভূষণে বিভূষিতা, মৃদু মৃদু হাস্য-হেতু প্রফুল্ল-বদনা, ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ-তৎপরা রত্নমালা-ধারিণী, কোটি চন্দ্রের ন্যায় কান্তিশালিনী, শান্তমূর্ত্তি, জগজ্জননী লক্ষ্মী দেবীকে দর্শন করত স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে রোমাঞ্চ হেতু পুলকিত-অঙ্গে সজল নয়নে শুদ্ধচিত্তে ব্রহ্মদত্ত বেদোক্ত সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়ী স্তবরাজ পাঠ করিলেন। ৩৮-৫০

মাতঃ! মহালক্ষ্মি! আপনাকে নমস্কার করি। কমলবাসিনী নারায়ণী কৃষ্ণপ্রিয়া সারা শ্রেষ্ঠা পদ্মা-দেবীকে আমি নমস্কার করি। যাঁহার নয়নযুগল প্রফুল্ল কমল-কিসলয়ের ন্যায় শোভিত হইতেছে, সেই কমলমুখী কমলাকে নমস্কার করি। পদ্মাসনে উপবিষ্টা বিষ্ণুপ্রিয়া পদ্মাকে নমস্কার করি। হে সর্ব্ব-সম্পৎস্বরূপে! হে সর্ব্বারাধ্যে! হরিভক্তি-প্রদায়িনি! হে আনন্দদায়িনি! হে পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষঃশায়িনি! হে কৃষ্ণপ্রিয়ে! আপনাকে নমস্কার করি। হে শোভনে! হে পদ্মে! হে দেবি! হে মহাদেবি! হে সর্ব্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রি! আপনাকে নমস্কার করি। হে বৃদ্ধিদায়িনি! হে বৃদ্ধিস্বরূপে! আপনাকে নমস্কার করি। যিনি বৈকুণ্ঠধামে মহালক্ষ্মী, ক্ষীরোদার্ণবে লক্ষ্মী এবং ইন্দ্রগৃহে স্বর্গলক্ষ্মীরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন, যিনি রাজগৃহে রাজলক্ষ্মী, গৃহস্থগণের গৃহে গৃহলক্ষ্মী এবং গৃহদেবতা, যজ্ঞকামিনী দক্ষিণা; যিনি সাগরে জাতা সুরভি, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। হে কমলালয়ে! আপনি দেবমাতা অদিতিস্বরূপা; আপনি দেবগণের উদ্দেশ্যে হবির্দ্দানে স্বাহা; পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কব্যদানে স্বধা; হে বিষ্ণুস্বরূপিণি! আপনিই জগদ্ধাত্রীস্বরূপা। হে নারায়ণপরায়ণে! আপনি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা। হে বরদে! হে শুভাননে! আপনাতে ক্রোধ হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম অধিষ্ঠান করিতে পারে না। হে পরমার্থপ্রদায়িনি! অধিক

যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং ভস্মীভূত-মসারকম্। জীবন্মৃতঞ্চ বিশ্বঞ্চ শশ্বং সর্ব্বং যয়া বিনা॥ ৫৯
সর্ব্বেষাঞ্চ পরা মাতা সর্ব্ববান্ধবরূপিণী। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ত্বঞ্চ কারণরূপিণী॥ ৬০
যথা মাতা স্তনান্ধানাং শিশূনাং শৈশবে সদা। তথা ত্বং সর্ব্বদা মাতা সর্ব্বেষাং সর্ব্বরূপতঃ॥ ৬১
মাতৃহীনঃ স্তনান্ধস্তু স চ জীবতি দৈবতঃ। ত্বয়া হীনো জনঃ কোঽপি ন জীবত্যেব নিশ্চিতম্॥ ৬২
সুপ্রসন্নস্বরূপা ত্বং মাং প্রসন্না ভবাম্বিকে। বৈরিগ্রস্তঞ্চ বিষয়ং দেহি মহ্যং সনাতনি॥ ৬৩
অহং যাবত্ত্বয়া হীনো বন্ধুহীনশ্চ ভিক্ষুকঃ। সর্ব্বসম্পদ্বিহীনশ্চ তাবদেব হরিপ্রিয়ে॥ ৬৪
জ্ঞানং দেহি চ ধর্ম্মঞ্চ সর্ব্বসৌভাগ্যমীপ্সিতম্। প্রভাবঞ্চ প্রতাপঞ্চ সর্ব্বাধিকারমেব চ।
জয়ং পরাক্রমং যুদ্ধে পরমৈশ্বর্য্যমেব চ॥ ৬৫
ইত্যুক্ত্বা মহেন্দ্রশ্চ সর্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সহ। প্রণনাম সাশ্রুনেত্রো মূর্দ্ধ্না চৈব পুনঃ পুনঃ॥ ৬৬
ব্রহ্মা চ শঙ্করশ্চৈব শেষো ধর্ম্মশ্চ কেশবঃ। সর্ব্বে চক্রুঃ পরীহারং সুরার্থে চ পুনঃ পুনঃ॥ ৬৭
দেবেভ্যশ্চ বরং দত্ত্বা পুষ্পমালাং মনোহরাম্। কেশবায় দদৌ লক্ষ্মীঃ সন্তুষ্টা সুরসংসদি॥ ৬৮
যযুর্দ্দেবাশ্চ সন্তুষ্টাঃ স্বং স্বং স্থানঞ্চ নারদ। দেবী যযৌ হরেঃ স্থানং হৃষ্টা ক্ষীরোদশায়িনঃ॥ ৬৯
যযুতুশ্চৈব স্বগৃহং ব্রহ্মেশানৌ চ নারদ। দত্ত্বা শুভাশিষস্তৌ চ দেবেভ্যঃ প্রীতিপূর্ব্বকম্॥ ৭০
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ। কুবেরতুল্যঃ স ভবেদ্রাজরাজেশ্বরো মহান্॥ ৭১
পঞ্চলক্ষজপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্॥ ৭২
সিদ্ধস্তোত্রং যদি পঠেন্মাসমেকন্তু সন্ততম্। মহাসুখী চ রাজেন্দ্রো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৭৩

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে নবমস্কন্ধে মহালক্ষ্ম্যা ধ্যানস্তোত্রবর্ণং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪২॥

কি, আপনি দুর্লভ হরিদাস্যও দান করিতে পারেন; আপনার অভাবে এই অসার সংসার ভস্মরাশি-সদৃশ এবং আপনি ব্যতিরেকে শবতুল্য এই বিশ্ব জীবিত হইয়াও মৃতপ্রায়। হে সকলজীবের প্রধান-জননি! হে সকলের সুহৃৎস্বরূপে। আপনিই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গের কারণ। বিশ্বসমুদয়ে শৈশবকালে স্তনান্ধ শিশুগণের মাতা যেরূপ হিতকারিণী হন, সেই প্রকার আপনিও সকল কালেই মাতাস্বরূপিণী। মাতৃহীন স্তনান্ধ বালক যদিও কোন প্রকারে দৈববলে জীবিত থাকে, কিন্তু আপনি পরিত্যাগ করিলে, কোন ব্যক্তিই নিশ্চয়ই কোন প্রকারে স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকে না। হে মাতঃ! হে সুপ্রসন্নস্বরূপে। আপনি আমার প্রতি প্রসন্না হউন; হে সনাতনি! দুর্জ্জয় দৈত্য-বশীভূত স্বর্গ রাজ্যে আমাকে পুনরায় অধিকার প্রদান করুন। হে হরিপ্রিয়ে। আপনি যে অবধি আমাদের প্রতি নির্দ্দয়া হইয়াছেন, সেই কাল হইতেই আমরা বন্ধুবিহীন ভিক্ষোপজীবী এবং সর্ব্ব-সম্পত্তিশূন্য হইয়াছি। হে সুরেশ্বরি। পূর্ব্ববৎ স্বর্গরাজ্য দান করুন। হে হরিপ্রিয়ে। কাম, মতি, ভোগ, জ্ঞান, ধর্ম্ম, সর্ব্বসৌভাগ্য, প্রভাব, প্রতাপ, সর্ব্বাধিকার, জয়, যুদ্ধে পরাক্রম, পরমৈশ্বর্য্য প্রভৃতি প্রার্থিত বস্তু প্রদান করুন। ৫১-৬৭

দেবরাজ এই প্রকার বাক্য বলিয়া সকল দেবগণের সহিত নয়নজলে পরিপূর্ণ হইয়া নতমস্তকে বারংবার প্রণাম করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা, শঙ্কর, অনন্ত, ধর্ম্ম ও কেশব ইঁহারা সকলে ইন্দ্রাদির অপরাধ মার্জ্জনার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। লক্ষ্মী দেবী, ইন্দ্রাদির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলেন এবং কেশবের কণ্ঠে মনোহারিণী কুসুমমালা অর্পণ করিলেন। হে নারদ! দেবগণ লক্ষ্মীর বরে সন্তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মীদেবী আনন্দে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর স্থানে গমন করিলেন। নারদ। ব্রহ্মা এবং মহাদেব, দেবগণকে প্রীতিপূর্ব্বক শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। যে ব্যক্তি মহাপুণ্যজনক এই স্তব ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করে, সেই ব্যক্তি রাজরাজেশ্বর কুবেরের ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হয়। এবং মনুষ্যগণ পঞ্চ লক্ষ বার জপ করিলেই মন্ত্রসিদ্ধ হয়। হে নারদ! সিদ্ধস্তোত্র এক মাস নিয়মে পাঠ করিলে, নিশ্চয় মহাসুখী ও রাজেন্দ্র হয়। ৬৮-৭৩

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে মহালক্ষ্মীর ধ্যান ও স্তোত্রবর্ণন নামক
দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪২॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ—

নারায়ণ মহাভাগ নারায়ণ মহাপ্রভো। রূপেণৈব গুণেনৈব যশসা তেজসা ত্বিষা। ১

ত্বমেব জ্ঞানিনাং শ্রেষ্ঠঃ সিদ্ধানাং যোগিনাং মুনে। তপস্বিনাং মুনীনাঞ্চ পরো বেদবিদাংবর। ২

মহালক্ষ্ম্যা উপাখ্যানং বিজ্ঞাতং মহদদ্ভুতম্। অন্যং কিঞ্চিদুপাখ্যানং নিগূঢ়ং বদ সাম্প্রতম্। ৩

অতীব গোপনীয়ং যদুপযুক্তঞ্চ সর্ব্বতঃ। অপ্রকাশ্যং পুরাণেষু বেদোক্তং ধর্ম্মসংযুতম্। ৪

নারায়ণ উবাচ—

নানাপ্রকারমাখ্যান-মপ্রকাশ্যং পুরাণতঃ। শ্রুতং কতিবিধং গূঢ়-মাস্তে ব্রহ্মন্ সুদুর্লভম্। ৫

তেষু যৎ সারভূতঞ্চ শ্রোতুং কিংবা ত্বমিচ্ছসি। তন্মে ব্রূহি মহাভাগ পশ্চাদ্বক্ষ্যামি তৎ পুনঃ। ৬

নারদ উবাচ—

স্বাহা দেবী হবির্দানে প্রশস্তা সর্ব্বকর্ম্মসু। পিতৃদানে স্বধা শস্তা দক্ষিণা সর্ব্বতো বরা। ৭

এতাসাং চরিতং জন্ম-ফলং প্রাধান্যমেব চ। শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বদ্বক্ত্রাদ্বদ বেদবিদাংবর। ৮

সূত উবাচ—

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিসত্তমঃ। কথাং কথিতুমারেভে পুরাণোক্তাং পুরাতনীম্। ৯

নারায়ণ উবাচ—

সৃষ্টেঃ প্রথমতো দেবাঃ স্বাহারার্থং যযুঃ পুরা। ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মসভামাজগ্মুঃ সুমনোহরাম্। ১০

গত্বা নিবেদনঞ্চক্রু-রাহারহেতুকং মুনে। ব্রহ্মা শ্রুত্বা প্রতিজ্ঞায় সিষেবে শ্রীহরিং পরম্। ১১

নারদ উবাচ—

যজ্ঞরূপো হি ভগবান্ কলয়া সম্বভূব হ। যজ্ঞে যদ্ যদ্ধবির্দানং দত্তং তেভ্যশ্চ ব্রাহ্মণৈঃ। ১২

নারায়ণ উবাচ—

হবির্দদতি বিপ্রাশ্চ ভক্ত্যা চ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ। সুরা নৈব প্রাপ্নুবন্তি তদ্দানং মুনিপুঙ্গব। ১৩

দেবা বিষণ্ণাস্তে সর্ব্বে তৎসভাঞ্চ যযুঃ পুনঃ। গত্বা নিবেদনঞ্চক্রু-রাহারাভাবহেতুকম্। ১৪

নারদ বলিলেন, হে মহাভাগ নারায়ণ! হে মহাপ্রভো। রূপ, গুণ, যশ, তেজ, কান্তি সর্ব্বাংশেই আপনিই জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ। আপনি বেদবিজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ। অতি অদ্ভুত মহালক্ষ্মীর উপাখ্যান শ্রুত হইলাম। এক্ষণে অতিশয় গোপনীয় সকল প্রকারে উপযুক্ত পুরাণে অপ্রকাশিত বেদবিহিত ধর্ম্মযুক্ত নিগূঢ় কোন একটি উপাখ্যান বলুন। শ্রীনারায়ণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! পুরাণসমূহে অপ্রকাশিত, সুদুর্লভ কতকগুলি নানা প্রকার উপাখ্যান আমার শ্রুত আছে। তাহার মধ্যে যাহা সারভূত অথবা তুমি যাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, তাহা আমার নিকটে বল, আমি তোমার নিকটে সেই উপাখ্যান বর্ণন করিব। নারদ বলিলেন, হে বেদবিদ্বর! সকল কর্ম্মেই হবির্দ্দান বিষয়ে স্বাহার প্রাধান্য এবং পিতৃগণের দান বিষয়ে স্বধা প্রশস্ত। সকল কর্ম্মেই দক্ষিণা প্রধান। ইহাদের চরিত্র, জন্ম, ফল এবং প্রাধান্যকারণ আপনার মুখে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ১-৮

সূত বলিলেন, মুনিবর নারায়ণ নারদবাক্য শ্রবণ করত হাস্যপূর্ব্বক পুরাণোক্ত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে দেবগণ সৃষ্টির পূর্ব্ব সময়ে অগম্য মনোহর ব্রহ্মলোকে চতুরানন সভায় আহারার্থে গমন করিলেন। দেবগণ বলিলেন, বিধাতঃ! আমাদের আহার্য্য বস্তু স্থির করিয়া দিতে হইবে। ব্রহ্মা অঙ্গীকারপূর্ব্বক পরাৎপর শ্রীহরিকে সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। *

ভগবান্ হরি, ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে অংশের সহিত যজ্ঞরূপ ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা যজ্ঞ উপলক্ষে প্রদত্ত হবিঃ—দেবগণের আহার্য্য করিলেন। মুনে! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সকলে যজ্ঞ দেবোদ্দেশে হবিঃ প্রদান করিতে লাগিলেন, কিন্তু দেবগণ যাজ্ঞিকদত্ত স্ব স্ব ভাগ লাভ করেন না।

---

* নারদ বলিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু অংশের সহিত যে যজ্ঞরূপে প্রাদুর্ভূত আছেন, তাহাতে ব্রাহ্মণেরা হবিঃ প্রদান করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা কি দেবগণের তৃপ্তি হয় না? নারায়ণ বলিলেন, হে মুনিপুঙ্গব! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি ভক্তিসহকারে যে হবিঃ প্রদান করিয়া থাকেন, দেবগণ তাহা প্রাপ্ত হইতেন না; তজ্জন্যই দেবতারা ব্রহ্মসভায় গমন করেন এবং আহারের অভাব বার্ত্তা নিবেদন করেন; তাহা শ্রবণ করিয়াই ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণসেবা অর্থাৎ ধ্যানযোগে তাঁহার শরণাপন্ন হন। তখন ব্রহ্মা সেবাপরিতুষ্ট শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ধ্যানযোগে প্রকৃতির পূজা করিলেন। টীকাকারসম্মত পাঠের এইরূপ অনুবাদ।

ব্রহ্মা শ্রুত্বা তু ধ্যানেন শ্রীকৃষ্ণং শরণং যযৌ। পূজাঞ্চকার প্রকৃতের্ধ্যানেনৈব তদাজ্ঞয়া। ১৫
প্রকৃতেঃ কলয়া চৈব সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী। অতীব সুন্দরী শ্যামা রমণীয়া মনোহরা। ১৬
ঈষদ্ধাস্য-প্রসন্নাস্যা ভক্তানুগ্রহকাতরা। উবাচেতি বিধেরগ্রে পদ্মযোনে বরং বৃণু।
বিধিস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সম্ভ্রমাৎ সমুবাচ তাম্। ১৭

প্রজাপতিরুবাচ—

ত্বমগ্নের্দাহিকা শক্তির্ভব যাতীবসুন্দরী। দগ্ধুং ন শক্তঃ প্রকৃতীহুর্তাশশ্চ ত্বয়া বিনা। ১৮
ত্বন্নামোচ্চার্য্য মন্ত্রান্তে যো দাস্যতি হবির্নরঃ। সুরেভ্যস্তৎ প্রাপ্নুবন্তি সুরাঃ সানন্দপূর্ব্বকম্। ১৯
অগ্নেঃ সম্পৎস্বরূপা চ শ্রীরূপা সা গৃহেশ্বরী। দেবানাং পূজিতা শশ্বন্নরাদীনাং ভবাম্বিকে। ২০
ব্রহ্মণশ্চ বচঃ শ্রুত্বা সা বিষণ্ণা বভূব হ। তমুবাচ ততো দেবী স্বাভিপ্রায়ং স্বয়ম্ভুবম্। ২১

স্বাহোবাচ—

অহং কৃষ্ণং ভজিষ্যামি তপসা সুচিরেণ চ। ব্রহ্মংস্তদন্যং যৎকিঞ্চিৎ স্বপ্নবদ্ ভ্রমমেব চ। ২২
বিধাতা জগতস্ত্বঞ্চ শম্ভুর্মৃত্যুঞ্জয়ো বিভুঃ। বিভর্ত্তি শেষো বিশ্বঞ্চ ধর্ম্মঃ সাক্ষী চ ধর্ম্মিণাম্। ২৩
সর্ব্বাদ্যপূজ্যো দেবানাং গণেষু চ গণেশ্বরঃ। প্রকৃতিঃ সর্ব্বসম্পূজ্যা যৎপ্রসাদাৎ পুরাভবৎ। ২৪
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব পূজিতা যন্নিষেবয়া। তৎপাদপদ্মং নিয়তং ভাবেন চিন্তয়াম্যহম্। ২৫
পদ্মাস্যা পাদ্মমিত্যুক্ত্বা পদ্মনাভানুসারতঃ। জগাম তপসে দেবী ধ্যাত্বা কৃষ্ণং নিরাময়ম্। ২৬
তপস্তেপে বর্ষলক্ষমেকপাদেন পদ্মজা। তদা দদর্শ শ্রীকৃষ্ণং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্। ২৭
অতীব কমনীয়ঞ্চ রূপং দৃষ্ট্বা চ রূপিণী। মূর্চ্ছাং সংপ্রাপ কালেন কামেশস্য চ কামুকী। ২৮
বিজ্ঞায় তদভিপ্রায়ং সর্ব্বজ্ঞস্তামুবাচ হ। সমুত্থাপ্য চ তাং ক্রোড়ে ক্ষীণাঙ্গীং তপসা চিরম্। ২৯

শ্রীভগবানুবাচ—

বারাহে বৈ ত্বমংশেন মম পত্নী ভবিষ্যসি। নাম্না নাগ্নজিতী কন্যা কান্তে নগ্নজিতস্য চ। ৩০

দেবগণ আহার অলাভে বিষণ্ণ হইয়া পুনর্ব্বার পিতামহের সভায় উপস্থিত হইলেন এবং অনাহার জন্য ক্লেশ জানাইলেন। ব্রহ্মা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করত পুনর্ব্বার ধ্যান দ্বারা হরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং হরির আজ্ঞানুসারে প্রকৃতির পূজা আরম্ভ করিলেন। তখন শক্তিরূপিণী, অতিসুন্দরী শ্যামা, রমণীয়া মনোহারিণী, ভক্তানুগ্রহতৎপরা, এক দেবী প্রকৃতির অংশে আবির্ভূত হইয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে প্রসন্নবদনে বলিলেন, পদ্মযোনে। ব্রহ্মন্। অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন; বিধি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বলিলেন। ৯-১৭

হে পরমসুন্দরি। তুমি অগ্নিদেবের দাহিকাশক্তি এবং পত্নী হও। অগ্নিদেব তোমার সাহায্য ভিন্ন হোমদ্রব্য ভস্ম করিতে পারেন না। যে ব্যক্তি মন্ত্রের অন্তে তোমার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক দেবগণের উদ্দেশ্যে হবি দান করিবে, তদ্দত্ত হবি লাভ করত দেববৃন্দ পরমানন্দিত হইবেন, এই বর আমাকে প্রদান করুন। হে অম্বিকে। তুমি অগ্নির সম্পৎ এবং সৌন্দর্য্যস্বরূপা গৃহিণী, দেবগণ মনুজগণ তোমার পূজা করুন। স্বাহাদেবী ব্রহ্মার বাক্যে বিষণ্ণা হইয়া স্বয়ম্ভুকে স্বাভিপ্রায় প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্। আমি তপস্যা দ্বারা পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিব। এই মুখ্য উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধক কার্য্যান্তরকে ভ্রান্তিপূর্ণ স্বপ্নের ন্যায় তুচ্ছ বিবেচনা করি। আপনি যাঁহার অনুগ্রহে ত্রিজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, মহাদেব যাঁহার কৃপায় অজেয় মৃত্যু জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম লাভ করিয়াছেন, যাঁহার প্রসাদে অনন্তদেব বিশ্বধারণ করিতেছেন এবং ধর্ম্ম, জনসমূহের পুণ্য পাপাদি-কর্ম্ম-সমূহের সাক্ষী হইয়াছেন, যাঁহার প্রসাদে গণপতি দেবসমূহের অগ্রে পূজা লাভ করিতেছেন এবং সর্ব্ব-প্রসাধিনী পরা প্রকৃতিও পূজিতা হইতেছেন, ঋষিগণ এবং দেবগণ যাঁহার পূজা করত পূজ্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব হে পদ্মযোনে। পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম আমিও একচিত্তে চিন্তা করিব। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মসম্ভূতা পদ্মবদনা স্বাহাদেবী পদ্মযোনিকে এই বাক্য বলিয়া তপস্যা দ্বারা পদ্মনাভের সন্তোষ মানসে তথা হইতে গমন করিলেন। স্বাহাদেবী একপাদে পৃথিবী অবলম্বনপূর্ব্বক লক্ষ বৎসর কাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া প্রকৃতি হইতে পৃথক্ পরমাত্মা গুণাতীত শ্রীহরির সাক্ষাৎ পাইলেন না। পরে সুন্দরী স্বাহাদেবী অতিশয় কমনীয়-কান্তি কন্দর্পমোহন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করত কামুকী হইয়া কন্দর্পবশে মূর্চ্ছিতা হইলেন। ১৮-২৮

সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ, বহুকাল তপঃক্লেশে কৃশাঙ্গী অনঙ্গবশীভূতা স্বাহার অভিপ্রায় জানিয়া নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করত বলিতে আরম্ভ করিলেন, প্রিয়ে। দ্বাপরযুগে নিজ অংশে নগ্নজিৎ নৃপতির কন্যা নাগ্নজিতী

অধুনাগ্নের্দাহিকা ত্বং ভব পত্নী চ ভামিনী। মন্ত্রাঙ্গরূপা পূজ্যা চ মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যসি ॥ ৩১
বহ্নিস্ত্বাং ভক্তিভাবেন সংপূজ্য চ গৃহেশ্বরীম্। রমিষ্যতি ত্বয়া সার্দ্ধং রাময়া রমণীয়য়া ॥ ৩২
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবো দেবীং সম্ভাষ্য নারদ। তত্রাজগাম সন্ত্রস্তো বহ্নির্ব্রহ্মনিদেশতঃ ॥ ৩৩
সামবেদোক্তধ্যানেন ধ্যাত্বা তাং জগদম্বিকাম্। সম্পূজ্য পরিতুষ্টাব পাণিং জগ্রাহ মন্ত্রতঃ ॥ ৩৪
তদা দিব্যং বর্ষশতং স রেমে রাময়া সহ। অতীব নির্জ্জনে দেশে সম্ভোগসুখদে সদা ॥ ৩৫
বভূব গর্ভস্তস্যাঞ্চ হুতাশস্য চ তেজসা। তং দধার চ সা দেবী দিব্যং দ্বাদশবৎসরম্ ॥ ৩৬
ততঃ সুষাব পুত্রাংশ্চ রমণীয়ান্মনোহরান্। দক্ষিণাগ্নির্গার্হপত্যাহবনীয়ান্ ক্রমেণ চ ॥ ৩৭
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ। স্বাহান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য হবির্দানঞ্চ চক্রিরে ॥ ৩৮
স্বাহাযুক্তঞ্চ মন্ত্রঞ্চ যো গৃহ্লাতি প্রশস্তকম্। সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেত্তস্য মন্ত্রগ্রহণমাত্রতঃ ॥ ৩৯
বিষহীনো যথা সর্পো বেদহীনো যথা দ্বিজঃ। পতিসেবাবিহীনা স্ত্রী বিদ্যাহীনো যথা পুমান্ ॥ ৪০
ফলশাখাবিহীনশ্চ যথা বৃক্ষো হি নিন্দিতঃ। স্বাহাহীনস্তথা মন্ত্রো ন হুতঃ ফলদায়কঃ ॥ ৪১
পরিতুষ্টা দ্বিজাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সম্প্রাপুরাহুতীঃ। স্বাহান্তেনৈব মন্ত্রেণ সফলং সর্ব্বমেব চ ॥ ৪২
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং স্বাহোপাখ্যানমুত্তমম্। সুখদং মোক্ষদং সারং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৩

নারদ উবাচ—

স্বাহাপূজাবিধানঞ্চ ধ্যানং স্তোত্রং মুনীশ্বর। সম্পূজ্য বহ্নিস্তুষ্টাব যেন তদ্বদ মে প্রভো ॥ ৪৪

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং স্তোত্রং পূজাবিধানকম্। বদামি শ্রূয়তাং ব্রহ্মন্ সাবধানো মুনীশ্বর ॥ ৪৫
সর্ব্বযজ্ঞারম্ভকালে শালগ্রামে ঘটেঽথবা। স্বাহাং সম্পূজ্য যত্নেন যজ্ঞং কুর্য্যাৎ ফলাপ্তয়ে ॥ ৪৬
স্বাহাং মন্ত্রাঙ্গযুক্তাঞ্চ মন্ত্রসিদ্ধিস্বরূপিণীম্। সিদ্ধাঞ্চ সিদ্ধিদাং নৃণাং কর্ম্মণাং ফলদাং শুভাম্ ॥ ৪৭

নামে বিখ্যাত হইয়া আমাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু হে ভাবিনি! সম্প্রতি অগ্নিদেবের দাহিকা শক্তি এবং পত্নী আমার প্রসাদে তুমি মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রীরূপিণী ও জগতে পূজ্যা হইবে। বহ্নিদেবের পত্নী হও। অগ্নিদেব ভক্তিভাবে তোমার পূজা করত গৃহলক্ষ্মী রমণীয় রমণীরূপা তোমার সহিত রমণ করিবেন। হে নারদ! দেবাদিদেব ভগবান্ স্বাহাদেবীকে এই প্রকার বাক্যে সান্ত্বনাপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। বহ্নিদেবও সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মার আদেশানুসারে ভয়যুক্ত হইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সামবেদোক্ত ধ্যান দ্বারা তাঁহার ধ্যান ও পূজা করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। স্তবান্তে মন্ত্রপূর্ব্বক স্বাহাদেবীর পাণি গ্রহণ করিলেন। অগ্নিদেব সেইকালে সর্ব্বদা বিহারের উপযুক্ত সুখকর রম্য নির্জ্জন স্থানে দৈব পরিমাণে শত বৎসর কাল পর্য্যন্ত রমণীয় স্বাহাদেবীর সহিত রমণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর তেজস্বী অগ্নিদেবের তেজে স্বাহাদেবী অন্তঃসত্ত্বা হইলেন; এবং দ্বাদশ বৎসরকাল সেই গর্ভ ধারণ করিলেন। তদনন্তর স্বাহা দেবী, পরম সুন্দর মনোহর দক্ষিণ, গার্হপত্য এবং আহবনীয় নামক যথাক্রমে তিনটী পুত্র প্রসব করিলেন। তদবধি মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণসমূহ মন্ত্রের অন্তে "স্বাহা" শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক প্রতিদিন হবি দান করিতে লাগিলেন। ২৯-৩৮

যে ব্যক্তি প্রশস্ত স্বাহাশব্দ শেষে সংযোজনপূর্ব্বক মন্ত্র উচ্চারণ করে, উচ্চারণমাত্রে সেই ব্যক্তির সকল অভিলাষ সুসম্পন্ন হয়। বিষহীন সর্প যে প্রকার গৌরবহীন হয়, বেদবিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং পতিসেবাপরাঙ্মুখী স্ত্রীজাতিও যেরূপ নিন্দনীয় হয়, মূর্খ মনুষ্য এবং ফল শাখাপল্লব প্রভৃতি বর্জ্জিত শুষ্ক বৃক্ষ যে প্রকার বহুমানের আস্পদ হয় না, সেই প্রকার সকল মন্ত্রই মন্ত্রপ্রতিপাদ্য স্বাহাশূন্য হইলে, কোন ফলই প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। মন্ত্রের অন্তে স্বাহাশব্দ উচ্চারণ করিলে দ্বিজগণ সন্তুষ্ট হন এবং দেবগণও যাজ্ঞিকদত্ত নিজ নিজ আহুতি লাভ করেন এবং অভিলষিত কর্ম্মসমূহও সুসম্পন্ন হয়। ইহলোকে সুখদায়ক, পরলোকে মোক্ষদায়ক সারভূত উৎকৃষ্ট এই স্বাহার উপাখ্যান বর্ণন করিলাম। অনন্তর যাহা শুনিতে ইচ্ছা হয়, তাহা আমার নিকট প্রশ্ন কর। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনীন্দ্র! নারায়ণ! বহ্নিদেব যাহা দ্বারা স্বাহা দেবীর স্তব করিয়াছিলেন, হে প্রভো! স্বাহার সেই পূজাবিধি ধ্যান এবং স্তব আমার নিকট বর্ণন করুন। ৩৯-৪৪

নারদের প্রশ্নে নারায়ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মনন্দন! সামবেদোক্ত ধ্যান, পূজাবিধি এবং স্তবাদি বর্ণন করিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। ফলপ্রার্থিগণ সকল যজ্ঞের আরম্ভকালে শালগ্রাম শিলায় অথবা ঘটে, স্বাহার সম্পূর্ণরূপে আবাহন করত যজ্ঞ আরম্ভ করে; মন্ত্রসম্ভূতা মন্ত্রসিদ্ধিস্বরূপিণী সিদ্ধা এবং

ইতি ধ্যাত্বা চ মূলেন দত্ত্বা পাদ্যাদিকং নরঃ। সর্ব্বসিদ্ধিং লভেৎ স্তুত্বা মূলমন্ত্রং মুনে শৃণু ॥ ৪৮
ওঁ হ্রীং শ্রীং বহ্নিজায়ায়ৈ দেব্যৈ স্বাহেত্যনেন চ। যঃ পূজয়েচ্চ তাং ভক্ত্যা সর্ব্বেষ্টং সভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৪৯

বহ্নিরুবাচ—

স্বাহা বহ্নিপ্রিয়া বহ্নিজায়া সন্তোষকারিণী ॥ ৫০
শক্তিঃ ক্রিয়া কালদাত্রী পরিপাককরী ধ্রুবা। গতিঃ সদা নরাণাঞ্চ দাহিকা দহনক্ষমা ॥ ৫১
সংসারসাররূপা চ ঘোরসংসারতারিণী। দেবজীবনরূপা চ দেবপোষণকারিণী ॥ ৫২
ষোড়শৈতানি নামানি যঃ পঠেদ্ভক্তিসংযুতঃ। সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেত্তস্য ইহলোকে পরত্র চ ॥ ৫৩
নাঙ্গহীনং ভবেত্তস্য সর্ব্বং কর্ম্ম সুশোভনম্। অপুত্রো লভতে পুত্রং ভার্য্যাহীনো লভেৎ প্রিয়াম্।
রম্ভোপমাং স্বকান্তাঞ্চ সম্প্রাপ্য সুখমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে স্বাহোপাখ্যানবর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

নারদ শৃণু বক্ষ্যামি স্বধোপাখ্যানমুত্তমম্। পিতৄণাঞ্চ তৃপ্তিকরং শ্রাদ্ধান্নফলবর্দ্ধনম্ ॥ ১
সৃষ্টেরাদৌ পিতৃগণান্ সসর্জ্জ জগতাং বিধিঃ। চতুরশ্চ মূর্ত্তিমতস্ত্রীংশ্চ তেজঃস্বরূপিণঃ ॥ ২
দৃষ্ট্বা সপ্ত পিতৃগণান্ সুখরূপান্ মনোহরান্। আহারং সসৃজে তেষাং শ্রাদ্ধং তর্পণপূর্ব্বকম্ ॥ ৩
স্নানং তর্পণপর্য্যন্তং শ্রাদ্ধন্ত দেবপূজনম্। আহ্নিকঞ্চ ত্রিসন্ধ্যান্তং বিপ্রাণাঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥ ৪
নিত্যং ন কুর্য্যাদ্ যো বিপ্রস্ত্রিসন্ধ্যং শ্রাদ্ধতর্পণম্। বলিং বেদধ্বনিং সোঽপি বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৫
দেবীসেবাবিহীনশ্চ শ্রীহরেরনিবেদ্যভুক্। ভস্মান্তং সূতকং তস্য ন কর্ম্মার্হশ্চ নারদ ॥ ৬

মনুষ্যগণের প্রার্থিত স্বাহাকে উপাসনা করি। মনুষ্য এই প্রকারে ধ্যান করত মূলমন্ত্র দ্বারা পাদ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক স্তব করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করে। মূলমন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। "ওঁ হ্রীং শ্রীং বহ্নিজায়ায়ৈ দেব্যৈ স্বাহা" এই মূলমন্ত্রে যে ব্যক্তি স্বাহার সমর্চ্চনা করে, নিশ্চয় তাহার সর্ব্ব অভিলাষ সম্পন্ন হয়। ৪৫-৪৯

বহ্নি বলিলেন ;—স্বাহা, বহ্নিপ্রিয়া, বহ্নিজায়া, সন্তোষকারিণী শক্তি ও ক্রিয়ারূপিণী,—কালদাত্রী, পাককরী, ধ্রুবা, মনুষ্যদিগের গতি, দহনক্ষমা, দাহিকাশক্তি, সংসারসাররূপা, ঘোর-সংসার-তারিণী, দেবগণের জীবনস্বরূপা এবং দেবপালনকারিণী ; যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক স্বাহার এই ষোড়শ নাম পাঠ করে, তাহার ইহলোক এবং পরলোকে সিদ্ধিলাভ হয় এবং কোন কর্ম্মই অঙ্গহীন হয় না এবং তাহার শোভান্বিত সকল কর্ম্ম সুন্দররূপে সিদ্ধ হয়। অপুত্রক ব্যক্তি পুত্র, ভার্য্যাহীন ব্যক্তি মনোরমা ভার্য্যা লাভ করিয়া সুখী হয়। ৫০-৫৪

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে স্বাহোপাখ্যান বর্ণন নামক
ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

নারায়ণ বলিলেন,—হে নারদ। পিতৃগণের তৃপ্তিকর শ্রাদ্ধসমূহের ফলবর্দ্ধক এবং উত্তম, স্বধার উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। জগৎস্রষ্টা সৃষ্টির পূর্ব্বে মূর্ত্তিমান্ পিতৃচতুষ্টয় এবং তেজঃস্বরূপী পিতৃত্রয়কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই সাতজন আনন্দময় মনোহর পিতৃগণকে সৃষ্টি করিয়া শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রদত্ত বস্তু এবং তর্পণ, তাঁহাদের আহার্য্য নির্ণয় করিলেন। হে নারদ। তর্পণান্ত স্নান শ্রাদ্ধ দেবপূজা এবং ত্রিসন্ধ্যান্ত আহ্নিক ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়া প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা, শ্রাদ্ধ; তর্পণ, দেবপূজা এবং বেদ পাঠ না করে, সে ব্যক্তি বিষহীন সর্পের ন্যায় লঘু হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দেবসেবা-বিহীন এবং হরির অনিবেদিত বস্তু ভক্ষণ করে, বিহিতকর্ম্মের অনুপযোগী তদীয় দেহ আজীবন

ব্রহ্মা শ্রাদ্ধাদিকং সৃষ্ট্বা জগাম পিতৃহেতবে। ন প্রাপ্নুবন্তি পিতরো দদতি ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৭
সর্ব্বে চ জগ্মুঃ ক্ষুধিতাঃ খিন্নাস্তু ব্রহ্মণঃ সভাম্। সর্ব্বং নিবেদনং চক্রুস্তমেব জগতাং বিধিম্ ॥ ৮
ব্রহ্মা চ মানসীং কন্যাং সসৃজে চ মনোহরাম্। রূপযৌবনসম্পন্নাং শতচন্দ্রনিভাননাম্ ॥ ৯
বিদ্যাবতীং গুণবতীমতিরূপবতীং সতীম্। শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাম্ ॥ ১০
বিশুদ্ধাং প্রকৃতেরংশাং সস্মিতাং বরদাং শুভাম্। স্বধাভিধাঞ্চ সুদতীং লক্ষ্মীলক্ষণসংযুতাম্ ॥ ১১
শতপদ্মপদন্যস্ত-পাদপদ্মঞ্চ বিভ্রতীম্। পত্নীং পিতৄণাং পদ্মাস্যাং পদ্মজাং পদ্মলোচনাম্ ॥ ১২
পিতৃভ্যশ্চ দদৌ ব্রহ্মা তুষ্টেভ্যস্তুষ্টিরূপিণীম্। ব্রাহ্মণানাঞ্চোপদেশ-ঞ্চকার গোপনীয়কম্ ॥ ১৩
স্বধান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য পিতৃভ্যো দেয়মিত্যপি। ক্রমেণ তেন বিপ্রাশ্চ পিত্রে দানং দদুঃ পুরা ॥ ১৪
স্বাহা শস্তা দেবদানে পিতৃদানে স্বধা স্মৃতা। সর্ব্বত্র দক্ষিণা শস্তা হতং যজ্ঞমদক্ষিণম্ ॥ ১৫
পিতরো দেবতা বিপ্রা মুনয়ো মনবস্তথা। পূজাঞ্চক্রুঃ স্বধাং শান্তাং তুষ্টবুঃ পরমাদরাৎ ॥ ১৬
দেবাদয়শ্চ সন্তুষ্টাঃ পরিপূর্ণমনোরথাঃ। বিপ্রাদয়শ্চ পিতরঃ স্বধাদেবীবরেণ চ ॥ ১৭
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং স্বধোপাখ্যানমেব চ। সর্ব্বেষাঞ্চ তুষ্টিকরং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৮

নারদ উবাচ—

স্বধাপূজাবিধানঞ্চ ধ্যানং স্তোত্রং মহামুনে। শ্রোতুমিচ্ছামি যত্নেন বদ বেদবিদাংবর ॥ ১৯

নারায়ণ উবাচ—

ধ্যানঞ্চ স্তবনং ব্রহ্মন্ বেদোক্তং সর্ব্বমঙ্গলম্। সর্ব্বং জানাসি চ কথং জ্ঞাতুমিচ্ছসি বৃদ্ধয়ে ॥ ২০
শরৎকৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং মঘায়াং শ্রাদ্ধবাসরে। স্বধাং সম্পূজ্য যত্নেন ততঃ শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ ॥ ২১
স্বধাং নাভ্যর্চ্চ্য যো বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদহম্মতিঃ। ন ভবেৎ ফলভাক্ সত্যং শ্রাদ্ধস্য তর্পণস্য চ ॥ ২২
ব্রহ্মণো মানসীং কন্যাং শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাম্। পূজ্যাং বৈ পিতৃদেবানাং শ্রাদ্ধানাং ফলদাং ভজে ॥ ২৩
ইতি ধ্যাত্বা শিলায়ামাবাহ্য বা মঙ্গলে ঘটে। দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং তস্মৈ মূলেনেতি শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥ ২৪

অশুচি থাকে ও সে কর্ম্মের অনধিকারী হয়। পিতামহ ব্রহ্মা, পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি বিধান করত স্বস্থানে গমন করিলেন; ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকলেও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দান করিতে লাগিলেন; কিন্তু পিতৃগণ নিজ নিজ ভাগ লাভ করেন না। পিতৃগণ, সকলে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিষণ্ণভাবে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইলেন এবং জগৎস্রষ্টার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। ১-৮

ব্রহ্মা পিতৃগণের দুঃখ শ্রবণ করত মনোহারিণী এক কন্যাকে মন হইতে সৃষ্টি করিলেন। রূপযৌবন-সম্পন্না শতচন্দ্র-সদৃশ-কান্তি-শালিনী, বিদুষী, রূপ-গুণ-বুদ্ধিমতী, পতিব্রতা সেই কন্যার বর্ণ শ্বেত-বর্ণ চম্পক-সদৃশ এবং অঙ্গ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত; বিশুদ্ধ প্রকৃতির অংশরূপা বরদা সুন্দরীর মুখে ঈষৎ হাস্য বিরাজ করিতেছে। সুদতী সেই স্বধাদেবী লক্ষ্মীর লক্ষণসমূহে উপলক্ষিত। তাঁহার পাদপদ্ম শতপদ্মের উপরি ভাগে সংস্থাপিত। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃগণের পত্নী পদ্মবদনা পদ্মনয়না পদ্মজাকে পিতৃগণকে সম্প্রদান করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে গোপনে উপদেশ করিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ। মন্ত্রের অন্তে স্বধাশব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক পিতৃদান প্রদান কর। তাঁহারাও ব্রহ্মার উপদেশক্রমে তদনুসারে পিতৃদান করিতে লাগিলেন। দেবগণের উদ্দেশে দানবিষয়ে স্বাহা মন্ত্র প্রশস্ত; পিতৃগণের উদ্দেশে দানে স্বধা মন্ত্রই প্রশস্ত। দক্ষিণা সকলকার্য্যেই প্রশস্ত। দক্ষিণাশূন্য সকল কর্ম্মই নিষ্ফল। পিতৃ, দেব, ব্রাহ্মণ, মুনি, মনুষ্যগণ প্রভৃতি সকলেই শান্তমূর্ত্তি স্বধার সমর্চ্চনা করত পরমাদরে স্তব করিতে লাগিলেন। স্বধাদেবীর বরে দেবগণ এবং ব্রাহ্মণগণের মনোরথ পূর্ণ হইল এবং সকলেই পরমাহ্লাদিত হইলেন। সকলের সন্তোষজনক অতি উত্তম স্বধার উপাখ্যান এইরূপে বর্ণন করিলাম। অনন্তর যাহা শ্রবণেচ্ছা হয়, আমার নিকট প্রশ্ন কর। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বেদবিদগ্রগণ্য। মহামুনে। নারায়ণ। স্বধার পূজাবিধি এবং স্তব শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, যত্নপূর্ব্বক আমার নিকট তাহা বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মতনয়। তুমি স্বয়ং স্বধার ধ্যান এবং সর্ব্বসম্মত বেদোক্ত স্তব প্রভৃতি সকলই জান। যদি বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া আমাকে প্রশ্ন করিয়া থাক, তাহা হইলে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৯-২০

শরৎকালীন কৃষ্ণপক্ষে মঘানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশীতিথিতে শ্রাদ্ধদিনে যত্নপূর্ব্বক স্বধার পূজা করিয়া শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিবে। যে অহঙ্কারপরিপূর্ণ ব্রাহ্মণ স্বধার অর্চ্চনা না করিয়া শ্রাদ্ধাদি করিবে, সে নিশ্চয়ই শ্রাদ্ধতর্পণের ফলভাগী হইবে না। ব্রহ্মার মানসী কন্যা, নিরন্তর স্থির-যৌবনা, পিতৃগণ এবং দেবগণের পূজনীয়া, শ্রাদ্ধাদির ফলদায়িনী, স্বধাদেবীর উপাসনা করি। এই মন্ত্রে স্বধার ধ্যান করিয়া, শালগ্রামরূপী বিষ্ণুতে অথবা স্থাপিত মঙ্গল-ঘটে আবাহন করিয়া মূলমন্ত্রে পাদ্যাদি প্রদান করিবে,—এইরূপ বেদবাক্য

ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং স্বধাদেব্যৈ স্বাহেতি চ মহামুনে। সমুচ্চার্য্য চ সম্পূজ্য স্তুত্বা তাং প্রণমেদ্দ্বিজঃ ॥ ২৫
স্তোত্রং শৃণু মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র বিশারদ। সর্ব্ববাঞ্ছাপ্রদং নৃণাং ব্রহ্মণো যৎ কৃতং পুরা ॥ ২৬

নারায়ণ উবাচ—

স্বধোচ্চারণমন্ত্রেণ তীর্থস্নায়ী ভবেন্নরঃ। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥ ২৭
স্বধা স্বধা স্বধেত্যেবং যদি বারত্রয়ং স্মরেৎ। শ্রাদ্ধস্য ফলমাপ্নোতি বলেশ্চ তর্পণস্য চ ॥ ২৮
শ্রাদ্ধকালে স্বধাস্তোত্রং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ। স লভেচ্ছ্রাদ্ধসম্ভূতং ফলমেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৯
স্বধা স্বধা স্বধেত্যেবং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ। প্রিয়াং বিনীতাং স লভেৎ সাধ্বীং পুত্রগুণান্বিতাম্ ॥ ৩০
পিতৄণাং প্রাণতুল্যা ত্বং দ্বিজজীবনরূপিণী। শ্রাদ্ধাধিষ্ঠাতৃদেবী চ শ্রাদ্ধাদীনাং ফলপ্রদা ॥ ৩১
নিত্যা ত্বং সত্যরূপাসি পুণ্যরূপাসি সুব্রতে। আবির্ভাব-তিরোভাবৌ সৃষ্টৌ চ প্রলয়ে তব ॥ ৩২
ওঁ স্বস্তিশ্চ নমঃ স্বাহা স্বধা ত্বং দক্ষিণা তথা। নিরূপিতাশ্চতুর্ব্বেদৈঃ প্রশস্তাঃ কর্ম্মিণাং পুনঃ।
কর্ম্মপূর্ত্যর্থমেবৈতা ঈশ্বরেণ বিনির্ম্মিতাঃ ॥ ৩৩
ইত্যেবমুক্ত্বা স ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে স্বসংসদি। তস্থৌ চ সহসা সদ্যঃ স্বধা সাবির্ব্বভূব হ ॥ ৩৪
তদা পিতৃভ্যঃ প্রদদৌ তামেব কমলাননাম্। তাং সম্প্রাপ্য যযুস্তে চ পিতরশ্চ প্রহর্ষিতাঃ ॥ ৩৫
স্বধাস্তোত্রমিদং পুণ্যং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ। স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে স্বধোপাখ্যানবর্ণনং নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

কৃত হইয়াছি। স্বধাদেবীর মূলমন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। "ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং স্বধাদেব্যৈ স্বাহা" এই মহামন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া স্তব করিবে এবং স্তবান্তে যথাবিধি প্রণামাদি করিবে। বিজ্ঞবর! মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মনন্দন! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা বলিয়াছেন, সেই স্তব বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, মনুষ্য 'স্বধা' এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করিলে, তীর্থস্নান-জন্য ফল লাভ করিবে এবং সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বাজপেয় যজ্ঞের ফলভাগী হইবে। যদি কেহ তিনবার স্বধা, স্বধা, স্বধা উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে শ্রাদ্ধ এবং পূজাদির সম্যক্ ফললাভ করিবে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে একাগ্রচিত্ত হইয়া স্বধার স্তব শ্রবণ করে, সে নিশ্চয় শ্রাদ্ধজন্য সম্যক্ ফল লাভ করে। স্বধা, স্বধা, স্বধা এই নামত্রয় ত্রিসন্ধ্যা যে ব্যক্তি পাঠ করে, সে ব্যক্তি পতিপ্রাণা বিনীতা পত্নী এবং বহুগুণান্বিত পুত্র লাভ করে। ২১-৩০

হে পিতৃগণের প্রাণময়ি! হে দ্বিজগণের জীবরূপিণি। হে শ্রাদ্ধাধিষ্ঠাতৃদেবি! হে শ্রাদ্ধসমূহের ফলদায়িনি! হে সুব্রতে! হে নিত্যস্বরূপিণি! হে পুণ্যময়ি! তোমার বিনাশ নাই। সৃষ্টির পূর্ব্বে আবির্ভাব এবং মহাপ্রলয়ে তিরোভাব হয় এই মাত্র। হে দেবি! তুমি "ওঁ, স্বস্তি, নমঃ, স্বাহা, স্বধা, দক্ষিণা" এই ছয় নামে চতুর্ব্বেদে বিখ্যাত হইয়া কর্ম্মসাধকগণের পক্ষে প্রশস্ত হইয়াছ এবং ঈশ্বর কর্ম্ম পূর্ণ করিবার জন্যই তোমাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ব্রহ্মা এই প্রকার বলিয়া নিজ সভায় অবস্থিত হইলেন এবং তৎক্ষণেই সেই স্থানে স্বধাদেবী আবির্ভূতা হইলেন। তদনন্তর পিতামহ পিতৃগণকে কমলবদনা সেই কন্যা সম্প্রদান করেন। তাঁহারাও স্বধাকে লাভ করত আনন্দিতচিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করেন। যে ব্যক্তি শুদ্ধ হইয়া একচিত্তে স্বধার এই স্তব শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বতীর্থ-স্নানের ফল এবং অভীষ্ট লাভ হয়। ৩১-৩৬

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে স্বধোপাখ্যান বর্ণন নামক
চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

উক্তং স্বাহাস্বধাখ্যানং প্রশস্তং মধুরং পরম্। বক্ষ্যামি দক্ষিণাখ্যানং সাবধানো নিশাময় ॥ ১
গোপী সুশীলা গোলোকে পুরাসীৎ প্রেয়সী হরেঃ। রাধাপ্রধানা সধ্রীচী ধন্যা মান্যা মনোহরা ॥ ২
অতীব সুন্দরী রামা সুভগা সুদতী সতী। বিদ্যাবতী গুণবতী চাতিরূপবতী সতী ॥ ৩
কলাবতী কোমলাঙ্গী কান্তা কমললোচনা। সুশ্রোণী সুস্তনী শ্যামা ন্যগ্রোধপরিমণ্ডিতা ॥ ৪
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যা রত্নালঙ্কারভূষিতা। শ্বেতচম্পকবর্ণাভা বিম্বোষ্ঠী মৃগলোচনা ॥ ৫
কামশাস্ত্রেষু নিপুণা কামিনী হংসগামিনী। ভাবানুরক্তা ভাবজ্ঞা কৃষ্ণস্য প্রিয়ভামিনী ॥ ৬
রসজ্ঞা রসিকা রাসে রাসেশস্য রসোৎসুকা। উবাসাদক্ষিণে ক্রোড়ে রাধায়াঃ পুরতঃ পুরা ॥ ৭
সম্বভূবানম্রমুখো ভয়েন মধুসূদনঃ। দৃষ্ট্বা রাধাঞ্চ পুরতো গোপীনাং প্রবরোত্তমাম্ ॥ ৮
কামিনীং রক্তবদনাং রক্তপঙ্কজলোচনাম্। কোপেন কম্পিতাঙ্গীঞ্চ কোপেন স্ফুরিতাধরাম্ ॥ ৯
বেগেন তাং তু গচ্ছন্তীং বিজ্ঞায় তদনন্তরম্। বিরোধভীতো ভগবানন্তর্ধানং চকার সঃ ॥ ১০
পলায়ন্তঞ্চ কান্তঞ্চ শান্তং সত্ত্বং সুবিগ্রহম্। বিলোক্য কম্পিতা গোপ্যঃ সুশীলাদ্যাস্ততো ভিয়া ॥ ১১
বিলোক্য সঙ্কটং[১] তত্র গোপীনাং লক্ষকোটয়ঃ। পুটাঞ্জলিযুতা ভীতা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ ॥ ১২
রক্ষ রক্ষেত্যুক্তবন্তো দেবীমিতি পুনঃ পুনঃ। যযুর্ভয়েন শরণং তস্যাশ্চরণপঙ্কজে ॥ ১৩
ত্রিলক্ষকোটয়ো গোপাঃ সুদামাদয় এব চ। যযুর্ভয়েন শরণং তৎপাদাব্জে চ নারদ ॥ ১৪
পলায়ন্তঞ্চ কান্তঞ্চ বিজ্ঞায় পরমেশ্বরী। পলায়ন্তীং সহচরীং সুশীলাঞ্চ শশাপ সা ॥ ১৫
অদ্য প্রভৃতি গোলোকং সা চেদায়াতি গোপিকা। সদ্যো গমনমাত্রেণ ভস্মসাচ্চ ভবিষ্যতি ॥ ১৬
ইত্যেবমুক্তা তত্রৈব দেবদেবেশ্বরী রুষা ॥ ১৭
নালোক্য পুরতঃ কৃষ্ণং রাধা বিরহকাতরা। যুগকোটিসমং মেনে ক্ষণভেদেন সুব্রতা ॥ ১৮
হে কৃষ্ণ প্রাণনাথেশাগচ্ছ প্রাণাধিকপ্রিয়। প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবেশ প্রাণা যান্তি ত্বয়া বিনা ॥ ১৯

নারায়ণ বলিলেন, নারদ। স্বাহা এবং স্বধার উপাখ্যান বর্ণন করিলাম ; সম্প্রতি গোলোকে শ্রীহরির প্রিয়তমা দক্ষিণার উপাখ্যান বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে গোলোকধামে সুশীলা নামে এক গোপী ছিলেন। তিনি রাধার প্রধানা সহচরী এবং শ্রীহরির প্রিয়তমা, সেই ধন্যা, মান্যা, মনোহারিণী, অতিশয় সুন্দরী রামা, সুন্দর দন্তপংক্তি-শোভিতা, সাধ্বী, বিদ্যা-গুণ-রূপবতী নানাপ্রকার রতিকলাভিজ্ঞা, কোমলাঙ্গী, কমনীয়া, কমলনয়না, সুন্দর-নিতম্ব-বিরাজিতা, সুস্তনী, শ্যামা, ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা, প্রসন্নমুখী, রত্নভূষণে বিভূষিতা, শ্বেতবর্ণ চম্পকের ন্যায় শুভ্রবর্ণা, মৃগলোচনা, কামশাস্ত্রে সুনিপুণা, কামিনী, হংসগামিনী, কৃষ্ণভাবে অনুরক্তা, কৃষ্ণভাবাভিজ্ঞা, রাসেশ্বরের রাসলীলা-রসাভিজ্ঞা, রসিকা পক্কবিম্বোষ্ঠী সুশীলা পূর্ব্বে শ্রীরাধিকার অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের বাম ক্রোড়ে উপবেশন করিয়াছিলেন। তখন ভগবান্ রাধার ভয়ে নতমুখ হইলেন এবং ভগবান্ গোপীগণের মধ্যে উত্তমা, সর্ব্বোত্তমা মানিনী ক্রোধরক্তবদনা এবং রক্ত-কমলের ন্যায় রক্তবর্ণনয়না কোপকম্পিতাঙ্গী শ্রীরাধিকাকে ক্রোধে নিষ্ঠুর বাক্য বলিবার জন্য বেগে আগমন করিতে দর্শন করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন এবং বিরোধভয়ে অন্তর্হিত হইলেন। সুশীলা প্রভৃতি গোপীগণ শান্তমূর্ত্তি সত্ত্বনিলয় সুন্দরাকৃতি ভগবান্‌কে ভয়ে পলায়ন করিতে দর্শন করিয়া কম্পমানা হইলেন। ১-১১

লক্ষকোটি গোপীগণ শ্রীমতীর ক্রোধে সঙ্কট বিবেচনায় ভক্তিভর-সহকারে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তিনম্র-মস্তকে "হে দেবি। রক্ষা করুন, রক্ষা করুন" এই প্রকার বাক্য বারংবার বলিতে বলিতে তাঁহার চরণ-পঙ্কজে শরণ গ্রহণ করিলেন। হে নারদ! শ্রীদামাদি তিন লক্ষ কোটি গোপগণও ভয়ে তাঁহার চরণ-পঙ্কজ আশ্রয় করিলেন। পরমেশ্বরী রাধা জগৎকান্ত নিজকান্তের পলায়ন জানিয়া পলায়ন-পরায়ণা সহচরী সুশীলাকে শাপ দিলেন। অদ্য হইতে সুশীলা গোপী যদি গোলোকে আগমন করে, তাহা হইলে আগমন মাত্রেই ভস্মসাৎ হইবে। এই প্রকার সুশীলাকে শাপ প্রদান করিয়া রাসেশ্বরী রাসমণ্ডলেই রাসবিহারীকে ক্রোধে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ১২-১৭

তখন সুব্রতা রাধা এই প্রকারে আহ্বান করিয়াও তাঁহার দর্শন না পাওয়ায়, অদর্শন-বিরহে কিঞ্চিৎ কালকেও কোটি যুগ বিবেচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে কৃষ্ণ। হে প্রাণনাথ। এস ; হে প্রাণ হইতে

১। লম্পটং।

স্ত্রীগর্ব্বঃ পতিসৌভাগ্যাদ্ বর্দ্ধতে চ দিনে দিনে। সুখঞ্চ বিপুলং যস্মাত্তং সেবেদ্ধর্ম্মতঃ সদা ॥ ২০
পতির্বন্ধুঃ কুলস্ত্রীণামধিদেবঃ সদা গতিঃ। পরসম্পৎস্বরূপশ্চ মূর্ত্তিমান্ ভোগদঃ সদা ॥ ২১
ধর্ম্মদঃ সুখদঃ শশ্বৎ প্রীতিদঃ শান্তিদঃ সদা। সম্মানৈর্দীপ্যমানঞ্চ মানদো মানখণ্ডনঃ ॥ ২২
সারাৎ সারতরঃ স্বামী বন্ধূনাং বন্ধুবর্দ্ধনঃ। ন চ ভর্ত্তুঃ সমো বন্ধু র্বন্ধোর্বন্ধুমু দৃশ্যতে ॥ ২৩
ভরণাদেব ভর্ত্তা চ পালনাৎ পতিরুচ্যতে। শরীরেশাচ্চ স স্বামী কামদঃ কান্ত উচ্যতে ॥ ২৪
বন্ধুশ্চ সুখবৃদ্ধ্যা চ প্রীতিদানাৎ প্রিয়ঃ স্মৃতঃ। ঐশ্বর্য্যদানাদীশশ্চ প্রাণেশাৎ প্রাণনায়কঃ ॥ ২৫
রতিদানাচ্চ রমণঃ প্রিয়ো নাস্তি প্রিয়াৎ পরঃ। পুত্রস্তু স্বামিনঃ শুক্রাজ্জায়তে তেন স প্রিয়ঃ ॥ ২৬
শতপুত্রাৎ পরঃ স্বামী কুলজানাং প্রিয়ঃ সদা। অসৎকুলপ্রসূতা যা কান্তং বিজ্ঞাতুমক্ষমা ॥ ২৭
স্নানঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দক্ষিণা। প্রাদক্ষিণ্যং পৃথিব্যাশ্চ সর্ব্বাণি চ তপাংসি চ ॥ ২৮
সর্ব্বাণ্যেব ব্রতাদীনি মহাদানানি যানি চ। উপোষণানি পুণ্যানি যানি যানি শ্রুতানি চ ॥ ২৯
গুরুসেবা বিপ্রসেবা দেবসেবাদিকঞ্চ যৎ। স্বামিনঃ পাদসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৩০
গুরুবিপ্রেষ্টদেবেষু সর্ব্বেভ্যশ্চ পতির্গুরুঃ। বিদ্যাদাতা যথা পুংসাং কুলজানাং তথা প্রিয়ঃ ॥ ৩১
গোপীনাং লক্ষকোটীনাং গোপানাঞ্চ তথৈব চ। ব্রহ্মাণ্ডানামসংখ্যানাং তত্রস্থানাং তথৈব চ ॥ ৩২
বিশ্বাদিগোলোকান্তানা-মীশ্বরী যৎপ্রসাদতঃ। অহং ন জানে তং কান্তং স্ত্রীস্বভাবো দুরত্যয়ঃ ॥ ৩৩
ইত্যুক্ত্বা রাধিকা কৃষ্ণং তত্র দধ্যৌ স্বভক্তিতঃ। রুরোদ প্রেম্ণা সা রাধা নাথ নাথেতি চাব্রবীৎ।
দর্শনং দেহি রমণ দীনা বিরহদুঃখিতা ॥ ৩৪
অথ সা দক্ষিণা দেবী ধ্বস্তা গোলোকতো মুনে। সুচিরঞ্চ তপস্তপ্ত্বা বিবেশ কমলাতনৌ ॥ ৩৫
অথ দেবাদয়ঃ সর্ব্বে যজ্ঞং কৃত্বা সুদুষ্করম্। নালভংস্তে ফলং তেষাং বিষণ্ণাঃ প্রজগ্মুর্বিধিম্ ॥ ৩৬
বিধির্নিবেদনং শ্রুত্বা দেবাদীনাং জগৎপতিম্। দধ্যৌ চ সুচিরং ভক্ত্যা প্রত্যাদেশমবাপ সঃ ॥ ৩৭

শতগুণ প্রিয়তম। হে প্রাণের অধিষ্ঠাতৃদেব! তোমার বিরহে প্রাণ যায়। পতির সমৃদ্ধি হেতু স্ত্রীজাতির প্রতিদিন গর্ব্ব বর্দ্ধিত হয়। সাধ্বী স্ত্রীগণ, বিভবের মূলস্বরূপ সেই স্বামীরই সর্ব্বদা সেবা করে, কুলকামিনী-গণের পতিই পরমবন্ধু এবং দেবতাস্বরূপ; অধিক কি, পতিব্রতাগণের পতি ভিন্ন অন্য কোন উপায়ই নাই। পরম-সম্পত্তিস্বরূপ পতিই গতিদাতা মূর্ত্তিমান্ দেবতা। ধর্ম্ম, সুখ, সর্ব্বদা প্রীতি, নিরন্তর শান্তি, সম্মান এবং মান প্রদান করেন বলিয়া পতিই নারীগণের মান্য এবং প্রণয়-কোপের শান্তিকারক। সংসারে যে কিছু সার বস্তু আছে তাহার মধ্যে বন্ধুগণের সৌহার্দ্দবর্দ্ধক পতিই সার এবং রমণীগণের—বন্ধুবর্গের মধ্যে ভর্ত্তা অপেক্ষা অন্য বন্ধু আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ইনি—কামিনীগণের ভরণহেতু—পতি, শরীরের ঈশ্বর বলিয়া স্বামী; অভিলাষসাধক বলিয়া কান্ত, সুখবর্দ্ধন করেন এই নিমিত্ত বন্ধু, প্রীতি প্রদান হেতু প্রিয়; ঐশ্বর্য্য দান হেতু ঈশ, প্রাণের ঈশ্বর এই নিমিত্ত প্রাণনাথ, রতিদান হেতু রমণ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ হন। পতি হইতে প্রিয় আর কেহই নাই। এই প্রিয়ের শুক্র হইতে পুত্রের উৎপত্তি হেতু পুত্রও প্রিয় হয়। পতি কুলকামিনীগণের শতপুত্র অপেক্ষাও প্রিয়জন হন। অসৎকুলপ্রসূতা নারী কান্তকে না জানিয়া অসৎ পথ অবলম্বন করে। সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষা, পৃথিবীপ্রদক্ষিণ, সকল প্রকার তপস্যা, সকল প্রকার মহাদান, বিশ্বমণ্ডলে পুণ্য দিনে উপবাসাদি, গুরু বিপ্র এবং দেবা-সেবা প্রভৃতি, যত প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য পুণ্য কর্ম্ম আছে, সেই সকল কর্ম্মই স্বামীর সেবার ষোড়শ কলার এক কলারও সমান নহে। ১৮-৩০

মনুষ্যগণের যে প্রকার সকল গুরু অপেক্ষা বিদ্যাদাতা গুরু পূজ্য, সেই প্রকার কুলস্ত্রীগণের গুরু, বিপ্র এবং ইষ্টদেব প্রভৃতি অপেক্ষা পতিই গুরুতর। আমি যাঁহার অনুগ্রহে লক্ষকোটি গোপী, তিন লক্ষ কোটি গোপগণ, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডস্থিত অসংখ্য জীবগণের এবং গোলোক পর্য্যন্তেরও অধীশ্বর হইয়াছি, তাঁহাকেই চিনিতে পারিলাম না। অহো! স্ত্রীস্বভাব কিছুতেই যাইবার নহে। শ্রীরাধিকাদেবী কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া এইরূপে খেদ করিতে করিতে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে ধ্যান করিলেন এবং প্রেমাবেশে রোদন সহকারে বলিতে লাগিলেন, হা নাথ! হা রমণ! আমি তোমার বিরহে একান্ত দুঃখিত এবং দীনভাবাপন্ন হইয়াছি; আমাকে দর্শন প্রদান কর। ৩১-৩৪

হে মুনে! অনন্তর যিনি পরে দক্ষিণারূপে অবতীর্ণা হইবেন, সেই সুশীলাদেবী গোলোক হইতে পতিতা হইয়া বহুকাল তপস্যান্তে লক্ষ্মীর দেহে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে দেবগণ কৃচ্ছ্রসাধ্য যজ্ঞ করিয়াও তাহার ফল না পাওয়ায়, বিষণ্ণভাবে ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন। বিধি দেবাদির অভিপ্রায় জানিয়া জগৎপতি হরিকে চিন্তা পূর্ব্বক ধ্যান করিলেন এবং তাঁহার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইলেন। তখন

নারায়ণশ্চ ভগবান্ মহালক্ষ্ম্যাশ্চ দেহতঃ। বিনিষ্কৃষ্য মর্ত্ত্যলক্ষ্মীং ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দদৌ ॥ ৩৮
ব্রহ্মা দদৌ তাং যজ্ঞায় পূরণার্থঞ্চ কর্ম্মণাম্ ॥ ৩৯
যজ্ঞঃ সম্পূজ্য বিধিবত্তাং তুষ্টাব তদা মুদা। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং চন্দ্রকোটিসমপ্রভাম্ ॥ ৪০
অতীবকমনীয়াঞ্চ সুন্দরীং সুমনোহরাম্। কমলাস্যাং কোমলাঙ্গীং কমলায়ত-লোচনাম্ ॥ ৪১
কমলাসনপূজ্যাঞ্চ কমলাঙ্গ-সমুদ্ভবাম্। বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং বিম্বোষ্ঠীং সুদতীং সতীম্ ॥ ৪২
বিভ্রতীং কবরীভারং মালতীমাল্যসংযুতম্। ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং রত্নভূষণভূষিতাম্ ॥ ৪৩
সুবেশাঢ্যাঞ্চ সুস্নাতাং মুনিমানস-মোহিনীম্। কস্তূরীবিন্দুভিঃ সার্দ্ধং সুগন্ধিচন্দনেন্দুভিঃ ॥ ৪৪
সিন্দূরবিন্দুনাল্পেনা-প্যলিকাধঃস্থলোজ্জ্বলাম্। সুপ্রশস্তনিতম্বাঢ্যাং বৃহচ্ছ্রোণি-পয়োধরাম্ ॥ ৪৫
কামদেবাধাররূপাং কামবাণ-প্রপীড়িতাম্। তাং দৃষ্ট্বা রমণীয়াঞ্চ যজ্ঞো মূর্চ্ছামবাপ হ ॥ ৪৬
পত্নীং তামেব জগ্রাহ বিধিবোধিতপূর্ব্বকম্। দিব্যং বর্ষশতঞ্চৈব তাং গৃহীত্বা তু নির্জ্জনে ॥ ৪৭
যজ্ঞো রেমে মুদাযুক্তো রামেশো রময়া সহ। গর্ভং দধার সা দেবী দিব্যং দ্বাদশবর্ষকম্ ॥ ৪৮
ততঃ সুষাব পুত্রঞ্চ ফলং বৈ সর্ব্বকর্ম্মণাম্। পরিপূর্ণে কর্ম্মণি চ তৎপুত্রঃ ফলদায়কঃ ॥ ৪৯
যজ্ঞো দক্ষিণয়া সার্দ্ধং পুত্রেণ চ ফলেন চ। কর্ম্মিণাং ফলদাতা চেত্যেবং বেদবিদো বিদুঃ ॥ ৫০
যজ্ঞশ্চ দক্ষিণাং প্রাপ্য পুত্রঞ্চ ফলদায়কম্। ফলং দদৌ চ সর্ব্বেভ্যঃ কর্ম্মণাঞ্চৈব নারদ ॥ ৫১
তদা দেবাদয়স্তুষ্টাঃ পরিপূর্ণমনোরথাঃ। স্বস্থানে তে যযুঃ সর্ব্বে ধর্ম্মবক্ত্রাদিদং শ্রুতম্ ॥ ৫২
কৃত্বা কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ তূর্ণং দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্। তৎক্ষণং ফলমাপ্নোতি বেদৈরুক্তমিদং মুনে ॥ ৫৩
কর্ম্মী কর্ম্মণি পূর্ণে চ তৎক্ষণে যদি দক্ষিণাম্। ন দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দৈবেনাজ্ঞানতোঽথবা ॥ ৫৪
মুহূর্ত্তে সমতীতে তু দ্বিগুণা সা ভবেদ্ ধ্রুবম্। একরাত্রে ব্যতীতে চ ভবেচ্ছতগুণা চ সা ॥ ৫৫
ত্রিরাত্রে তচ্ছতগুণা সপ্তাহে দ্বিগুণা ততঃ। মাসে লক্ষগুণা প্রোক্তা ব্রাহ্মণানাঞ্চ বর্দ্ধতে ॥ ৫৬
সংবৎসরে ব্যতীতে তু সা ত্রিকোটিগুণা ভবেৎ। কর্ম্ম তদ্‌যজমানানাং সর্ব্বং বৈ নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৫৭

ভগবান্ নারায়ণ, সুশীলাকে মহালক্ষ্মীর দেহ হইতে মনুষ্যগণের লক্ষ্মীরূপিণী দক্ষিণারূপে নিষ্ক্রমণ করাইয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। ব্রহ্মা সৎকর্ম্মসমূহের সম্পূর্ণতার জন্য দক্ষিণাকে যজ্ঞের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। যজ্ঞও বিধিবৎ দক্ষিণার পূজা করিয়া আনন্দপূর্ব্বক লক্ষ্মীস্বরূপিণী দক্ষিণার স্তব করিয়াছিলেন। দক্ষিণার বর্ণ শুদ্ধ স্বর্ণের সমান, কোটিকলানিধির ন্যায় অঙ্গকান্তি। সুন্দরী অতিশয় কমনীয়, সেই মনোহারিণীর বদন প্রফুল্লকমলসদৃশ। কমলাদেবীর অঙ্গসম্ভূতা পদ্মযোনির পূজনীয়া কমল-বিশালনয়না সেই দেবীর অঙ্গ অতিশয় কোমল। তিনি বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন। সেই সতীর সুপক্ব বিম্বফলসদৃশ ওষ্ঠ-শোভিত মুখে সুন্দর দন্ত-পংক্তি শোভা পাইতেছে। তিনি মালতীমালামণ্ডিত কবরীপাশ মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। প্রসন্ন বদনে ঈষৎ হাস্য করিতেছেন, রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া সুন্দরবেশে সুন্দর জলে স্নান করত নিয়তচিত্তে মুনিগণের মন মোহিত করিতেছেন। কস্তূরীবিন্দুর সহিত সুগন্ধ চন্দন তাঁহার অঙ্গে বিলেপিত। তাঁহার অলকাগুচ্ছের অধঃপ্রদেশ সিন্দূরবিন্দু দ্বারা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছে। বৃহৎ-শ্রোণি এবং পয়োধরের ভারে প্রশস্ত নিতম্বদেশ নত হইয়াছে। কামদেবের আধাররূপিণী কামবাণে ব্যথিতা দক্ষিণাকে দর্শন করিত, যজ্ঞ মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর যথাবিধি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন, পরে নির্জ্জন কাননে সেই রমণীয় রামার সহিত দৈব পরিমাণে শত বৎসর পরমানন্দে রমণ করিলেন। তদনন্তর দক্ষিণা যজ্ঞের বীর্য্যে দ্বাদশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করিলেন। ৩৫-৪৮

তদনন্তর কর্ম্মসমূহের ফলস্বরূপ পুত্র প্রসব করিলেন। কর্ম্ম পরিপূর্ণ হইলে, তাঁহার পুত্র ফলদায়ক হন। বেদজ্ঞগণ বলেন, কর্ম্মীসকল যজ্ঞ, দক্ষিণা এবং তৎপুত্র—ফল দ্বারা প্রারীপ্সিত কর্ম্মসমূহের ফললাভ করে। হে নারদ। যজ্ঞ এবং দক্ষিণা ফলরূপী পুত্র লাভ করত কর্ম্মসকলের ফল প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই কালে দেবগণ পরিপূর্ন মনোরথ হইয়া আনন্দিতচিত্তে স্বস্থানে গমন করিলেন। হে নারদ। ধর্ম্মের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়াছি। ৪৯-৫২

মুনে। বেদে কথিত আছে, কর্ত্তা কর্ম্ম করিয়াই তৎক্ষণেই দক্ষিণা দান করিবে, এবং শীঘ্র দক্ষিণা দান করিলে, সেই কালেই কর্ম্মফল লাভ করিবে। কর্ম্মী ব্যক্তি যদি কর্ম্ম পূর্ণ হইলে দৈববশতই হউক অথবা ভ্রমেই হউক, ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান না করে, তাহা মুহূর্ত্তকাল অতীত হইলে, নির্দ্দিষ্ট দক্ষিণা হইতে দ্বিগুণ দান করিতে হয়। এক রাত্রি অতীত হইলে, শতগুণ, ত্রিরাত্র অতীত হইলে, তাহার শতগুণ, সপ্তাহ অতীত হইলে বিংশতি সহস্রগুণ অধিক দক্ষিণা দান করিতে হয়। একমাস অতীত হইলে, লক্ষগুণ এবং সংবৎসর হইলে তিন কোটিগুণ অধিক দক্ষিণা ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়। নতুবা যজমানের অনুষ্ঠিত

স চ ব্রহ্মস্বহারী চ ন কর্ম্মার্হোঽশুচির্নরঃ। দরিদ্রো ব্যাধিযুক্তশ্চ তেন পাপেন পাতকী ॥ ৫৮
তদ্গৃহাদ্ যাতি লক্ষ্মীশ্চ শাপং দত্ত্বা সুদারুণম্। পিতরো নৈব গৃহ্ণন্তি তদ্দত্তং শ্রাদ্ধতর্পণম্ ॥ ৫৯
এবং সুরাশ্চ তৎপূজাং তদ্দত্তামগ্নিরাহুতিম্। দত্তং ন দীয়তে দানং গ্রহীতা নৈব যাচতে ॥ ৬০
উভৌ তৌ নরকে যাতশ্ছিন্নরজ্জুর্যথা ঘটঃ। নার্পয়েদ্ যজমানশ্চেদ্ যাচিতোঽপি চ দক্ষিণাম্ ॥ ৬১
ভবেদ্ ব্রহ্মস্বাপহারী কুম্ভীপাকং ব্রজেদ্ ধ্রুবম্। বর্ষলক্ষং বসেত্তত্র যমদূতেন তাড়িতঃ ॥ ৬২
ততো ভবেৎ স চাণ্ডালো ব্যাধিযুক্তো দরিদ্রকঃ। পাতয়েৎ পুরুষান্ সপ্ত পূর্ব্বাংশ্চ সপ্ত জন্মতঃ।
ইত্যেবং কথিতং বিপ্র কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬৩

নারদ উবাচ—

যৎ কর্ম্ম দক্ষিণাহীনং কো ভুঙ্‌ক্তে তৎফলং মুনে। পূজাবিধিং দক্ষিণায়াঃ পুরা যজ্ঞকৃতং বদ ॥ ৬৪

নারায়ণ উবাচ—

কর্ম্মণোঽদক্ষিণস্যৈব কুত এব ফলং মুনে ॥ ৬৫
সদক্ষিণে কর্ম্মণি চ ফলমেব প্রবর্ত্ততে। অদক্ষিণঞ্চ যৎ কর্ম্ম তদ্ ভুঙ্‌ক্তে চ বলির্মুনে ॥ ৬৬
বলয়ে তৎ প্রদত্তঞ্চ বামনেন পুরা মুনে। অশ্রোত্রিয়শ্রাদ্ধদ্রব্য-মশ্রদ্ধাদানমেব চ ॥ ৬৭
বৃষলীপতিবিপ্রাণাং পূজাদ্রব্যাদিকঞ্চ যৎ। অসদ্দ্বিজৈঃ কৃতং যজ্ঞ-মশুচেঃ পূজনঞ্চ যৎ।
গুরাবভক্তস্য কর্ম্ম বলি-র্ভুঙ্‌ক্তে ন সংশয়ঃ ॥ ৬৮
দক্ষিণায়াশ্চ যদ্ধ্যানং স্তোত্রং পূজাবিধিক্রমম্। তৎ সর্ব্বং কণ্বশাখোক্তং প্রবক্ষ্যামি নিশাময় ॥ ৬৯
পুরা সম্প্রাপ্য তাং যজ্ঞঃ কর্ম্মদক্ষাঞ্চ দক্ষিণাম্। মুমোহাস্যাঃ স্বরূপেণ তুষ্টাব কামকাতরঃ ॥ ৭০

যজ্ঞ উবাচ—

পুরা গোলোকগোপী ত্বং গোপীনাং প্রবরা বরা। রাধাসমা তৎসখী চ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী প্রিয়া ॥ ৭১
কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়াস্তু রাসে রাধামহোৎসবে। আবির্ভূতা দক্ষিণাংশাল্লক্ষ্ম্যাশ্চ তেন দক্ষিণা ॥ ৭২
পুরা ত্বঞ্চ সুশীলাখ্যা খ্যাতা শীলেন শোভনে। লক্ষ্মীদক্ষাংসভাগা ত্বং রাধাশাপাচ্চ দক্ষিণা ॥ ৭৩

সেই কর্ম্মসমূহ নিষ্ফল হয়। সেই ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব অপহরণকারী অশুচি হইয়া থাকে এবং কোন কর্ম্মে তাহার অধিকার থাকে না। সেই ব্যক্তি উক্ত পাপে পাতকী দরিদ্র এবং ব্যাধিযুক্ত হয়। লক্ষ্মীদেবী তাহাকে দারুণ শাপ দিয়া তাহার গৃহ হইতে পলায়ন করেন। পিতৃগণ তদ্দত্ত শ্রাদ্ধতর্পণাদি গ্রহণ করেন না। দেবগণ তাহার পূজা এবং অগ্নিদেব, তাহার আহুতি গ্রহণ করেন না। দাতা সেই ব্যক্তিকে দান করে না। অর্থী তাহার নিকট প্রার্থনা করে না। দক্ষিণাবঞ্চক যে ব্যক্তি দান না করে এবং গ্রহীতা যদি যজমানের নিকট হইতে তাহা প্রার্থনা না করে এই উভয় ব্যক্তিই ছিন্নরজ্জু ঘটের ন্যায় অধোগামী হয়। যাচক দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেও যজমান যদি দান না করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব-হরণের জন্য পাপের ফলভাগী হইয়া নিশ্চয় কুম্ভীপাক নরকে গমন করে। সেই স্থানে যমদূতগণের বিষম প্রহারে ব্যথিত হইয়া লক্ষ বৎসর নিবাস করে। তদনন্তর ব্যাধিযুক্ত দরিদ্র হইয়া চণ্ডাল জাতিতে জন্মলাভ করে। পূর্ব্বের সপ্তজন্মের সপ্ত সপ্ত পুরুষকে অধঃপাতিতঃ করে। ৫৩-৬৩

এই তোমার প্রশ্নসকলের উত্তর প্রদান করিলাম। অনন্তর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়? নারদ কহিলেন, হে মুনিবর! যে সকল কর্ম্মের দক্ষিণা প্রদত্ত না হয়, সেই কর্ম্ম সকলের ফল কাহার ভোগ্য হয় এবং যজ্ঞ কোন বিধিতে দক্ষিণার পূজা করিয়াছিলেন? এই বিষয় বিশদরূপে আমার নিকট বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন,—ব্রহ্মতনয়! দক্ষিণাশূন্য কর্ম্মের ফল অপ্রসিদ্ধ, দক্ষিণাযুক্ত কর্ম্মের ফলই কর্ম্মিগণ অনুভব করে। বামনদেব দক্ষিণাশূন্য কর্ম্মসকলের সামগ্রীসমূহ বলিরাজের ভোজ্য দ্রব্য-রূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। অশ্রোত্রিয়-অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধের দ্রব্যসমূহ, অনাদরপূর্ব্বক দান, শূদ্রাণী-সঙ্গমকারী ব্রাহ্মণের পূজাদ্রব্য, অসৎ ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞফল, অশুচি ব্যক্তির ব্রত-পূজাফল, এবং গুরু-ভক্তিবিহীন ব্যক্তির কর্ম্মফল বলিরাজা ভোগ করেন সন্দেহ নাই। কাণ্বশাখোক্ত দক্ষিণার ধ্যান, স্তব এবং পূজাবিধি প্রভৃতি বলিতেছি শ্রবণ কর। ৬৪-৬৯

পূর্ব্বে যজ্ঞ, কর্ম্মকাণ্ডে প্রশস্তা দক্ষিণাকে লাভ করত তাঁহার অসীম সৌন্দর্য্যে সম্মোহিত হইয়া সকামভাবে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন;—হে প্রিয়ে! তুমি পূর্ব্বে গোলোকবাসিনী এবং প্রাধানা গোপীগণের মধ্যেও প্রধানতমা গোপী ছিলে; এবং শ্রীরাধার সখী ও রাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা ছিলে। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাসেশ্বরী শ্রীমতীর রাসমহোৎসবে লক্ষ্মীর দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে তোমার উৎপত্তি হওয়ায় তুমি দক্ষিণা নাম লাভ করিয়াছ। হে শোভনে! পূর্ব্বে সুন্দর স্বভাব-হেতু

গোলোকাত্ত্বং পরিভ্রষ্টা মম ভাগ্যাদুপস্থিতা। কৃপাং কুরু মহাভাগে মামেব স্বামিনং কুরু ॥ ৭৪
কর্ম্মিণাং কর্ম্মণাং দেবী ত্বমেব ফলদা সদা। ত্বয়া বিনা চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্ম চ নিষ্ফলম্ ॥ ৭৫
ফলশাখাবিহীনশ্চ যথা বৃক্ষো মহীতলে। ত্বয়া বিনা তথা কর্ম্ম কর্ম্মিণাঞ্চ ন শোভতে ॥ ৭৬
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাশ্চ দিক্পালাদয় এব চ। কর্ম্মণশ্চ ফলং দাতুং ন শক্তাশ্চ ত্বয়া বিনা ॥ ৭৭
কর্ম্মরূপী স্বয়ং ব্রহ্মা ফলরূপী মহেশ্বরঃ। যজ্ঞরূপী বিষ্ণুরহং ত্বমেষাং সাররূপিণী ॥ ৭৮
ফলদাতৃপরং ব্রহ্ম নিগুণা প্রকৃতিঃ পরা। স্বয়ং কৃষ্ণশ্চ ভগবান্ স চ শক্তস্ত্বয়া সহ ॥ ৭৯
ত্বমেব শক্তিঃ কান্তে মে শশ্বজ্জন্মনি জন্মনি। সর্ব্বকর্ম্মণি শক্তোঽহং ত্বয়া সহ বরাননে ॥ ৮০
ইত্যুক্তা চ পুরস্তস্থৌ যজ্ঞাধিষ্ঠাতৃদেবতা। তুষ্টা বভূব সা দেবী ভেজে তং কমলাকলা ॥ ৮১
ইদঞ্চ দক্ষিণাস্তোত্রং যজ্ঞকালে চ যঃ পঠেৎ। ফলঞ্চ সর্ব্বযজ্ঞানাং প্রাপ্নোতি নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮২
রাজসূয়ে বাজপেয়ে গোমেধে নরমেধকে। অশ্বমেধে লাঙ্গলে চ বিষ্ণুযজ্ঞে যশস্করে ॥ ৮৩
ধনদে ভূমিদে পূর্ত্তে ফলদে গজমেধকে। লোহযজ্ঞে স্বর্ণযজ্ঞে রত্নযজ্ঞেঽথ তাম্রকে ॥ ৮৪
শিবযজ্ঞে রুদ্রযজ্ঞে শক্রযজ্ঞে চ বন্ধুকে। বৃষ্টৌ বরুণযাগে চ কুণ্ডকে বৈরিমর্দ্দনে ॥ ৮৫
শুচিযজ্ঞে ধর্ম্মযজ্ঞেঽধ্বরে চ পাপমোচনে। ব্রহ্মাণীকর্ম্মযাগে চ যোনিযাগে চ ভদ্রকে ॥ ৮৬
এতেষাঞ্চ সমারম্ভে ইদং স্তোত্রঞ্চ যঃ পঠেৎ। নির্ব্বিঘ্নেন চ তৎ কর্ম্ম সর্ব্বং ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ৮৭
ইদং স্তোত্রঞ্চ কথিতং ধ্যানং পূজাবিধিং শৃণু। শালগ্রামে ঘটে বাপি দক্ষিণাং পূজয়েৎ সুধীঃ ॥ ৮৮
লক্ষ্মীদক্ষাংশ-সম্ভূতাং দক্ষিণাং কমলাকলাম্। সর্ব্বকর্ম্মসু দক্ষাঞ্চ ফলদাং সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ৮৯
বিষ্ণোঃ শক্তিস্বরূপাঞ্চ পূজিতাং বন্দিতাং শুভাম্। শুদ্ধিদাং শুদ্ধিরূপাঞ্চ সুশীলাং শুভদাং ভজে ॥ ৯০
ধ্যাত্বানেনৈব বরদাং মূলেন পূজয়েৎ সুধীঃ। দত্ত্বা পাদ্যাদিকং দেব্যৈ বেদোক্তেনৈব নারদ ॥ ৯১
ওঁ শ্রীং ক্লীং হ্রীং দক্ষিণায়ৈ স্বাহেতি চ বিচক্ষণঃ। পূজয়েদ্বিধিবদ্ ভক্ত্যা দক্ষিণাং সর্ব্বপূজিতাম্ ॥ ৯২
ইত্যেবং কথিতং ব্রহ্মন্ দক্ষিণাখ্যানমেব চ। সুখদং প্রীতিদঞ্চৈব ফলদং সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ৯৩

তোমার নাম সুশীলা ছিল। শ্রীরাধার শাপপ্রাপ্তির পর লক্ষ্মীর দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণা নামে বিখ্যাত হইয়াছ। হে প্রিয়তমে! তুমি আমার শুভাদৃষ্টক্রমে গোলোকভ্রষ্টা হইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছ। অদ্য আমার প্রতি প্রসন্না হও। আমাকে স্বামিরূপে স্বীকার কর। দেবি! কর্ম্মী ব্যক্তিগণের কর্ম্মসমূহের তুমিই ফলদায়িনী। তোমাভিন্ন সকলই বিফল। যেমন পৃথিবীমণ্ডলে বৃক্ষসকল ফল-শাখাবিহীন হইলে শোভাশূন্য হয়, সেই প্রকার কর্ম্মিসমূহের কর্ম্মসকল তোমা-ভিন্ন শোভা পায় না। অধিক কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং ইন্দ্রাদি দিক্পালগণও তোমা ভিন্ন কর্ম্মসমূহের ফলদানে সমর্থ হন না। ব্রহ্মা কর্ম্মরূপী, মহাদেব ফলরূপী এবং আমি যজ্ঞেশ্বর স্বরূপ যজ্ঞ, তুমি ইহাদের সারস্বরূপিণী। পরম ব্রহ্মময়ী নিগুর্ণ পরমা প্রকৃতি এবং ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও তোমা ব্যতিরেকে ফলদানে সমর্থ নহেন। হে প্রিয়ে বরাননে! জন্মে জন্মে তুমিই আমার শক্তি; এবং তোমার সহিত আমি সকল কর্ম্মই সুসম্পন্ন করিতে পারি। যজ্ঞের অধিষ্ঠাতৃদেব এই প্রকার বাক্য বলিয়া দক্ষিণার সম্মুখে অবস্থিত হইলেন এবং কমলার কলাস্বরূপিণী দক্ষিণাদেবীও তাঁহার স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া তাঁহাকে পতিরূপে ভজনা করিয়াছিলেন। উক্ত দক্ষিণাস্তব যে ব্যক্তি যজ্ঞকালে পাঠ করে, নিশ্চয় তাঁহার সর্ব্বযজ্ঞের ফললাভ হয়। রাজসূয়, বাজপেয়, গোমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ, লাঙ্গলযজ্ঞ, যশস্কর বিষ্ণুযজ্ঞ, ধনদান-প্রতিপাদ্য যজ্ঞ, ভূমিদান প্রতিপাদ্য যজ্ঞ, ফল্গুযজ্ঞ, পুত্রেষ্টি, গজমেধ, লৌহযজ্ঞ, স্বর্ণযজ্ঞ, রত্নযজ্ঞ, তাম্রযজ্ঞ, শিবযজ্ঞ, রুদ্রযজ্ঞ, শক্রযজ্ঞ, বন্ধুযজ্ঞ, ইষ্টিযাগ, বরুণযাগ, রেচনযাগ, কন্দুকযাগ, বৈরিমর্দ্দনযাগ, শুচিযাগ, ধর্ম্মযাগ, পাপমোচনযাগ, বন্ধনযাগ, ব্রহ্মাণী-কর্ম্মযাগ, কল্যাণকর যোনিযাগ প্রভৃতি সকল প্রকার যজ্ঞের প্রারম্ভসময়ে যে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহার সেই আরব্ধ কর্ম্ম, অঙ্গের সহিত নিশ্চয় নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়। ৭০-৮৭

হে নারদ। এই স্তব বলিলাম; এক্ষণে পূজাবিধি ও ধ্যান বলিতেছি। সুবুদ্ধি ব্যক্তি শালগ্রাম-শিলায় কিংবা ঘটে দক্ষিণার পূজা করিবে। লক্ষ্মীদেবীর দক্ষিণ-অঙ্গ-সমুৎপন্না এবং তাঁহার অংশস্বরূপা সকলকর্ম্মে প্রশস্তা, সকল কর্ম্মের ফলদায়িনী বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপিণী শুভদায়িনী সুশীলা দক্ষিণাদেবীর উপাসনা করি। সুবুদ্ধি ব্যক্তি এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পূজা করিবে। নারদ! পণ্ডিতগণ "ওঁ শ্রীং ক্লীং হ্রীং দক্ষিণায়ৈ স্বাহা" বেদোক্ত এই মন্ত্রে পাদ্যাদি প্রদান করত সর্ব্বপূজিতা দেবীকে বিধিপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পূজা করিবে। এই প্রকার দক্ষিণার উপাখ্যান সকল বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি যে কোন কর্ম্মেই হউক, সুখকর সন্তোষজনক, সকল কর্ম্মের ফলদায়ক এই দক্ষিণোপাখ্যান

ইদঞ্চ দক্ষিণাখ্যানং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ। অঙ্গহীনঞ্চ তৎ কর্ম্ম ন ভবেদ্ ভারতে ভুবি ॥ ১৪
অপুত্রো লভতে পুত্রং নিশ্চিতঞ্চ গুণান্বিতম্। ভার্য্যাহীনো লভেদ্ভার্য্যাং সুশীলাং সুন্দরীং পরাম্ ॥ ১৫
বরারোহাং পুত্রবতীং বিনীতাং প্রিয়বাদিনীম্। পতিব্রতাঞ্চ শুদ্ধাঞ্চ কুলজাঞ্চ বধূং বরাম্ ॥ ১৬
বিদ্যাহীনো লভেদ্বিদ্যাং ধনহীনো লভেদ্ ধনম্। ভূমিহীনো লভেদ্ ভূমিং প্রজাহীনো লভেৎ প্রজাম্ ॥ ১৭
সঙ্কটে বন্ধুবিচ্ছেদে বিপত্তৌ বন্ধনে তথা। মাসমেকমিদং শ্রুত্বা মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে দক্ষিণোপাখ্যান-বর্ণনং নাম
পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ—

অনেকাসাঞ্চ দেবীনাং শ্রুতমাখ্যানমুত্তমম্। অন্যাসাং চরিতং ব্রহ্মন্ বদ বেদবিদাং বর ॥ ১

নারায়ণ উবাচ—

সর্ব্বাসাং চরিতং বিপ্র বেদেষু চ পৃথক্ পৃথক্। পূর্ব্বোক্তানাঞ্চ দেবীনাং কাসাং শ্রোতুমিহেচ্ছসি ॥ ২

নারদ উবাচ—

ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডী চ মনসা প্রকৃতেঃ কলাঃ। উৎপত্তিমাসাঞ্চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ—

ষষ্ঠাংশা প্রকৃতের্যা চ সা চ ষষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা। বালকানামধিষ্ঠাত্রী বিষ্ণুমায়া চ বালদা ॥ ৪
মাতৃকাসু চ বিখ্যাতা দেবসেনাভিধা চ যা। প্রাণাধিকা প্রিয়া[১] সাধ্বী স্কন্দভার্য্যা চ সুব্রতা ॥ ৫
আয়ুঃপ্রদা চ বালানাং ধাত্রী রক্ষণকারিণী। সততং শিশুপার্শ্বস্থা যোগেন সিদ্ধিযোগিনী ॥ ৬
তস্যাঃ পূজাবিধিং ব্রহ্মন্নিতিহাসমিদং শৃণু। যচ্ছ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রেণ সুখদং পুত্রদং পরম্ ॥ ৭

সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করে, ভারতভূমিতে সেই ব্যক্তির সেই কর্ম্ম অঙ্গহীন হয় না। অপুত্রক ব্যক্তি শ্রবণ করিলে, নিশ্চয় গুণবান্ পুত্র লাভ করে। ভার্য্যাহীন ব্যক্তি শ্রবণ করিলে, সুশীলা পরমা-সুন্দরী বরারোহা পুত্রবতী বিনয়যুক্তা প্রিয়বাদিনী পতিব্রতা শুদ্ধা এবং উত্তমকুলপ্রসূতা পত্নী লাভ করে এবং মূর্খ ব্যক্তি বিদ্যা, দরিদ্র ব্যক্তি ধন, ভূমিহীন মনুষ্য সর্ব্বভূমির আধিপত্য এবং প্রজাহীন ব্যক্তি প্রজা লাভ করে। সঙ্কট, বন্ধুবিচ্ছেদ, বিপৎসময়ে কিম্বা বন্ধনদশায় একমাসকাল পর্য্যন্ত দক্ষিণার উপাখ্যান শ্রবণ করিলে, মানব ঐ সকল বিপত্তি হইতে নিশ্চয় মুক্তি লাভ করে। ১৪-১৮

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে দক্ষিণার উপাখ্যান বর্ণন নামক
পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

নারদ বলিলেন, হে দেবর্ষিবর! অনেক দেবীগণের উত্তম উপাখ্যান শ্রুত হইলাম। সম্প্রতি এতদ্ভিন্ন অন্য দেবীর চরিত্র বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে দেবর্ষে। সকল দেবীগণের চরিত্র বেদে পৃথক্ পৃথক্ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে তোমার প্রশ্নানুসারে পূর্ব্বোক্ত কয়জনের চরিত্র কহিয়াছি। অনন্তর যাঁহার চরিত্রশ্রবণে ইচ্ছা হয়, তাহা আমার নিকট প্রশ্ন কর। নারদ বলিলেন, ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডী এবং মনসা প্রভৃতি প্রকৃতির কলা দেবীগণের নামের অর্থ চরিত্র বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। নারায়ণ বলিলেন, বালকগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বালকদায়িনী বিষ্ণুমায়া প্রকৃতির ষষ্ঠকলা; এই জন্য ষষ্ঠী নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। কার্ত্তিকের প্রাণাধিকা প্রিয়তমা পত্নী সুব্রতা এবং পতিব্রতা ষষ্ঠীদেবী—ষোড়শমাতৃকার মধ্যে, দেবসেনা নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। ষষ্ঠীদেবী মাতার ন্যায় সর্ব্বদা বালকগণের পরমায়ুবর্দ্ধনে যত্নবতী। যোগে সিদ্ধ-স্বরূপা সেই দেবী নিরন্তর শিশুসকলের সমীপে অবস্থান করেন। হে ব্রহ্মতনয়! তাঁহার পূজাবিধির প্রসঙ্গে এক ইতিহাস বর্ণনা করিতেছি। সুখদায়ক পুত্রপ্রদ এই ইতিহাস ধর্ম্মমুখে শ্রুত হইয়াছি। ১-৭

১। প্রাণাধিকপ্রিয়া।

রাজা প্রিয়ব্রতশ্চাসীৎ স্বায়ম্ভুবমনোঃ সুতঃ। যোগীন্দ্রো নোদ্বহদ্ ভার্য্যাং তপস্যাসু রতঃ সদা ॥ ৮
ব্রহ্মাজ্ঞয়া চ যত্নেন কৃতদারো বভূব হ। সুচিরং কৃতদারশ্চ ন লেভে তনয়ং মুনে ॥ ৯
পুত্রেষ্টিযজ্ঞং তঞ্চাপি কারয়ামাস কশ্যপঃ। মালিন্যৈ তস্য কান্তায়ৈ মুনির্যজ্ঞচরুং দদৌ ॥ ১০
ভুক্ত্বা চ তচ্চরুং তস্যাঃ সদ্যো গর্ভো বভূব হ। দধার তঞ্চ সা দেবী দৈবং দ্বাদশবৎসরম্ ॥ ১১
ততঃ সুষাব সা ব্রহ্মন্ কুমারং কনকপ্রভম্। সর্ব্বাবয়বসম্পন্নং মৃতমুত্তারলোচনম্ ॥ ১২
তং দৃষ্ট্বা রুরুদুঃ সর্ব্বা নার্য্যশ্চ বান্ধবস্ত্রিয়ঃ। মূর্চ্ছামবাপ তন্মাতা পুত্রশোকেন ভূয়সা ॥ ১৩
শ্মশানঞ্চ যযৌ রাজা গৃহীত্বা বালকং মুনে। রুরোদ তত্র কান্তারে পুত্রং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ১৪
নোৎসৃজদ্ বালকং রাজা প্রাণাংস্ত্যক্তুং সমুদ্যতঃ। জ্ঞানযোগং বিসস্মার পুত্রশোকাৎ সুদারুণাৎ ॥ ১৫
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বিমানঞ্চ দদর্শ সঃ। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং মণিরাজি-বিনির্ম্মিতম্[১] ॥ ১৬
তেজসা জ্বলিতং শশ্বচ্ছোভিতং ক্ষৌমবাসসা। নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যং পুষ্পমালা-বিরাজিতম্ ॥ ১৭
দদর্শ তত্র দেবীঞ্চ কমনীয়াং মনোহরাম্। শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাম্ ॥ ১৮
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং রত্নভূষণভূষিতাম্। কৃপাময়ীং যোগসিদ্ধাং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্ ॥ ১৯
দৃষ্ট্বা তাং পুরতো রাজা তুষ্টাব পরমাদরম্। চকার পূজনং তস্যা বিহায় বালকং ভুবি ॥ ২০
পপ্রচ্ছ রাজা তাং তুষ্টাং গ্রীষ্মসূর্য্যসমপ্রভাম্। তেজসা জ্বলিতাং শান্তাং কান্তাং স্কন্দস্য নারদ ॥ ২১

রাজোবাচ—

কা ত্বং সুশোভনে কান্তে কস্য কান্তাসি সুব্রতে। কস্য কন্যা বরারোহে ধন্যা মান্যা চ যোষিতাম্ ॥ ২২
নৃপেন্দ্রস্য বচঃ শ্রুত্বা জগন্মঙ্গলচণ্ডিকা। উবাচ দেবসেনা সা দেবানাং রণকারিণী ॥ ২৩
দেবানাং দৈত্যগ্রস্তানাং পুরা সেনা বভূব সা। জয়ং দদৌ সা তেভ্যশ্চ দেবসেনা চ তেন সা ॥ ২৪

শ্রীদেবসেনোবাচ—

ব্রহ্মণো মানসী কন্যা দেবসেনাহমীশ্বরী। সৃষ্ট্বা মাং মনসা ধাতা দদৌ স্কন্দায় ভূমিপ ॥ ২৫

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত নামক রাজা ছিলেন। সর্ব্বদা তপস্যাপরায়ণ যোগীন্দ্র প্রিয়ব্রত ভূপতি, প্রথমত দারপরিগ্রহ করেন নাই। মুনে। পরে তিনি ব্রহ্মার আজ্ঞায় দারপরিগ্রহ করেন, কিন্তু বিবাহের পর বহুদিন অতীত হইলেও পুত্র লাভ করিলেন না। কশ্যপ মুনি, প্রিয়ব্রত রাজাকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং যজ্ঞশেষে রজস্বলা রাজমহিষীকে চরু প্রদান করিয়াছিলেন। চরু ভোজন মাত্রেই গর্ভ উৎপন্ন হইল এবং রাজমহিষী দৈব পরিমাণে দ্বাদশ বৎসর সেই গর্ভ ধারণ করিলেন। হে ব্রহ্মন্। তদনন্তর রাজমহিষী কনককান্তি সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন মৃত পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্রের নয়ন হইতে তারা বহির্গত হইয়াছে, তজ্জন্য বন্ধুবান্ধব পত্নী প্রভৃতি স্ত্রী সকলেই সেই বালককে দর্শন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সুব্রতা রাজমহিষী পুত্রের সেই অবস্থা দর্শন করিয়া শোকে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। মুনে। রাজা পুত্রকে গ্রহণ করিয়া শ্মশানে গমন করিলেন এবং পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া গহন বনে রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা মৃত পুত্রকে কোন প্রকারে ত্যাগ না করিয়া মরণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং দারুণ পুত্রশোকে দিব্যজ্ঞান বিস্মৃত হইলেন। ৮-১৫

ইতিমধ্যে সেই গহন কাননে শুভ্রস্ফটিকবর্ণ বহুমূল্য রত্নরাজিবিরাজিত, তেজঃপুঞ্জে সর্ব্বদা জাজ্বল্যমান শুক্ল বস্ত্রে শোভিত নানাপ্রকার চিত্রে বিচিত্রিত এবং পুষ্পমাল্য দ্বারা অলঙ্কৃত এক বিমান দর্শন করিলেন। রাজা সেই রথমধ্যে কমনীয়া মনোহারিণী শ্বেতচম্পকের ন্যায় শুভ্রবর্ণা, নিরন্তর স্থির-যৌবনা মন্দ মন্দ হাস্য হেতু প্রসন্নবদনারবিন্দা, রত্নভূষণে ভূষিতা, দয়াময়ী যোগসিদ্ধা ভক্তানুগ্রহ-পরায়ণা, দেবীকে দর্শনপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া পরমাদরে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বালককে ভূমিতে রাখিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। হে নারদ। রাজা সেই গ্রীষ্মকালীন মার্ত্তণ্ডসদৃশ প্রচণ্ডকান্তি তেজোরাশিসমুজ্জ্বল স্কন্দপ্রিয়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বরারোহে। আপনি কি নিমিত্ত এ স্থানে উপস্থিতা হইয়াছেন? হে সুব্রতে। সুশোভনে। আপনি কাহার কামিনী এবং স্ত্রীগণের মধ্যে ধন্যা মান্যা আপনি কাহার ঔরসজাতা কন্যা? ১৬-২২

দেবগণের জন্য রণকারিণী-সেই দেবসেনা মঙ্গলচণ্ডিকা (উক্ত দেবী বিপুল দৈত্যগণের বাহুবলে পীড়িত দেবগণের সেনা হইয়া তাঁহাদিগের বিজয়সাধন করায় দেবসেনা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন)

১। মণিরাজ-বিনির্ম্মিতম্।

মাতৃকাসু চ বিখ্যাতা স্কন্দভার্য্যা চ সুব্রতা। বিশ্বে ষষ্ঠীতি বিখ্যাতা ষষ্ঠাংশা প্রকৃতেঃ পরা॥ ২৬
অপুত্রায় পুত্রদাহং প্রিয়দাত্রপ্রিয়ায় চ। ধনদাহং দরিদ্রেভ্যঃ কর্ম্মিভ্যশ্চ স্বকর্ম্মদা॥ ২৭
সুখং দুঃখং ভয়ং শোকো হর্ষো মঙ্গলমেব চ। সম্পত্তিশ্চ বিপত্তিশ্চ সর্ব্বং ভবতি কর্ম্মণা॥ ২৮
কর্ম্মণা বহুপুত্রশ্চ বংশহীনঃ স্বকর্ম্মণা। কর্ম্মণা মৃতপুত্রশ্চ কর্ম্মণা চিরজীবিনঃ॥ ২৯
কর্ম্মণা গুণবাংশ্চৈব কর্ম্মণা চাঙ্গহীনকঃ। কর্ম্মণা বহুভার্য্যশ্চ ভার্য্যাহীনশ্চ কর্ম্মণা॥ ৩০
কর্ম্মণা রূপবান্ ধর্ম্মী রোগী শশ্বৎ স্বকর্ম্মণা। কর্ম্মণা চ ভবেদ্ ব্যাধিঃ কর্ম্মণারোগ্যমেব চ।
তস্মাৎ কর্ম্ম পরং রাজন্ সর্ব্বেভ্যশ্চ শ্রুতৌ শ্রুতম্॥ ৩১
ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী গৃহীত্বা বালকং মুনে। মহাজ্ঞানেন সা দেবী জীবয়ামাস লীলয়া॥ ৩২
রাজা দদর্শ তং বালং সস্মিতং কনকপ্রভম্॥ ৩৩
দেবসেনা চ পশ্যন্তং নৃপমাপৃচ্ছ্য সা তদা। গৃহীত্বা বালকং দেবী গগনং গন্তুমুদ্যতা॥ ৩৪
পুনস্তুষ্টাব তাং রাজা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ। নৃপস্তোত্রেণ সা দেবী পরিতুষ্টা বভূব হ॥ ৩৫

দেব্যুবাচ—

উবাচ তং নৃপং ব্রহ্মন্ বেদোক্তং কর্ম্ম নির্ম্মিতম্। ত্রিষু লোকেষু ত্বং রাজা স্বায়ম্ভুবমনোঃ সুতঃ॥ ৩৬
মম পূজাঞ্চ সর্ব্বত্র কারয়িত্বা স্বয়ং কুরু। তদা দাস্যামি পুত্রং তে কুলপদ্মং মনোহরম্॥ ৩৭
সুব্রতং নাম বিখ্যাতং গুণবন্তং সুপণ্ডিতম্। জাতিস্মরঞ্চ যোগীন্দ্রং নারায়ণ-কলাত্মকম্॥ ৩৮
শতক্রতুকরং শ্রেষ্ঠং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ বন্দিতম্। মত্তমাতঙ্গ-লক্ষাণাং ধৃতবন্তং বলং শুভম্॥ ৩৯
ধনিনং গুণিনং শুদ্ধং বিদুষাং প্রিয়মেব চ। যোগিনাং জ্ঞানিনাং চৈব সিদ্ধিরূপং তপস্বিনাম্॥ ৪০
যশস্বিনঞ্চ লোকেষু দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্। ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী তস্মৈ তদ্বালকং দদৌ॥ ৪১
রাজা চকার স্বীকারং পূজার্থঞ্চ প্রিয়ব্রতঃ। জগাম দেবী স্বর্গঞ্চ দত্ত্বা তস্মৈ শুভং বরম্॥ ৪২

নরদেবের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে পৃথিবীপতে। আমি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্না ঈশ্বররূপিণী দেবসেনা। বিধাতা আমাকে মন হইতে সৃষ্টি করিয়া কার্ত্তিককে সম্প্রদান করিয়াছেন। আমি ষোড়শমাতৃকা মধ্যে স্কন্দপত্নী সুব্রতা দেবসেনা নামে এক মাতৃকা। জগতে ষষ্ঠী বলিয়া আমার একটী নামান্তর আছে। আমি পুত্রহীন মনুষ্যকে পুত্র প্রদান করি। প্রিয়বিহীন ব্যক্তিকে প্রিয় দান করি। দরিদ্রকে ধন এবং কর্ম্মহীন ব্যক্তিকে শুভ কর্ম্ম দান করি। কর্ম্মবশে জীবগণ—সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক, হর্ষ, মঙ্গল, সম্পদ্ বিপদ্ প্রভৃতি অনুভব করে। কর্ম্মদোষে বহুপুত্রগণের পিতাও বংশহীন হয়। স্বীয় কর্ম্মবশে লোক অতিশয় রূপবানও হয়। কর্ম্মবশে মৃতপুত্র, কর্ম্মবশে দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ করে। কর্ম্মবশে বহু ভার্য্যাশালী ব্যক্তিও ভার্য্যাহীন হয়। কর্ম্মবশে গুণবান্ পুত্র লাভ করে এবং কর্ম্মদোষে অঙ্গহীন পুত্রও লাভ করে। কর্ম্মবশে ব্যাধি, কর্ম্মবশে আরোগ্যলাভ হয়। হে নৃপবর! অতএব সকল বেদে কর্ম্মের প্রাধান্যই বর্ণিত হইয়াছে—শ্রুত হইয়াছে। ২৩-৩১

হে নারদ! দেবসেনা এই প্রকার বাক্য বলিয়া বালককে গ্রহণ করত মহাজ্ঞানবলে অবলীলাক্রমে শীঘ্রই জীবিত করিলেন। রাজা আকাশপথে নির্নিমেষ নয়নে দেখিলেন কনককান্তি সেই কুমার মন্দ মন্দ হাস্য করিতেছে। দেবী দেবসেনাও রাজার নিকট বিদায় লইয়া বালক গ্রহণ করত গগনপথে গমনের উদ্যম করিলেন। ভয়ে রাজার ওষ্ঠ কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইল এবং পুনর্ব্বার স্তব করিতে লাগিলেন। নারদ! দেবী দেবসেনা রাজার স্তবে সন্তুষ্টা হইলেন এবং বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড তাহার নিকট বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন;—হে স্বায়ম্ভুব-মনুপুত্র। রাজন্! ত্রিলোকে তোমার আধিপত্য; অতএব স্বয়ং আমার পূজা করত স্বীয় সাম্রাজ্যে ইহা প্রচার করিতে থাক, তাহা হইলে তোমাকে এই পুত্র দিব। এই সুব্রত নামক কুমার তোমার কুল-কমল-স্বরূপ মনোহর গুণবান্ ও পণ্ডিত হইবে। এই পুত্র জাতিস্মর, যোগিগণের প্রধান নারায়ণের অংশ-স্বরূপ, ব্রতাবলম্বী এবং যজ্ঞ করিয়া ক্ষত্রিয়গণের বন্দনীয় হইবেন। মঙ্গলাধার মহাবলশালী সুব্রত, একাই লক্ষ মত্ত মাতঙ্গের বল ধারণ করিবেন। মঙ্গলময় ধনুর্দ্ধারী, গুণবান, পবিত্র পণ্ডিতগণের প্রিয়পাত্র, যোগী, জ্ঞানী, এবং তপস্বিগণের সিদ্ধিস্বরূপ এবং যশস্বী—এই পুত্র দান করিয়া সকল সম্পত্তি শেষ করিবেন। এই বাক্য বলিয়া দেবী রাজাকে সেই পুত্র প্রদান করিলেন। রাজাও তাঁহার পূজাপ্রচারে অঙ্গীকার করিলেন। দেবী দেবসনা স্বর্গে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে শুভ বর প্রদান করিলেন। ৩২-৪২

আজগাম সহামাত্যঃ স্বগৃহং হৃষ্টমানসঃ। আগত্য কথয়ামাস বৃত্তান্তং পুত্রহেতুকম্ ॥ ৪৩
শ্রুত্বা বভূবুঃ সন্তুষ্টা বরনার্য্যশ্চ নারদ। মঙ্গলং কারয়ামাস সর্ব্বত্র পুত্রহেতুকম্ ॥ ৪৪
দেবীঞ্চ পূজয়ামাস ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ। রাজা চ প্রতিমাসেষু শুক্লষষ্ঠ্যাং মহোৎসবম্ ॥ ৪৫
ষষ্ঠ্যা দেব্যাশ্চ যত্নেন কারয়ামাস সর্ব্বতঃ। বালানাং সূতিকাগারে ষষ্ঠাহে যত্নপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৬
তৎপূজাং কারয়ামাস চৈকবিংশতিবাসরে। বালানাং শুভকার্য্যে চ শুভান্নপ্রাশনে তথা ॥ ৪৭
সর্ব্বত্র বর্দ্ধয়ামাস স্বয়মেব চকার হ। ধ্যানপূজাবিধানঞ্চ স্তোত্রং মন্ত্রো নিশাময় ॥ ৪৮
যচ্ছ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রেণ কৌথুমোক্তঞ্চ সুব্রত। শালগ্রামে ঘটে বাথ বটমূলেঽথবা মুনে ॥ ৪৯
ভিত্ত্যাং পুত্তলিকাং কৃত্বা পূজয়েদ্বা বিচক্ষণঃ। ষষ্ঠাংশাং প্রকৃতেঃ শুদ্ধাং প্রতিষ্ঠাপ্য চ সুপ্রভাম্ ॥ ৫০
সুপুত্রদাঞ্চ শুভদাং দয়ারূপাং জগৎপ্রসূম্। শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাম্ ॥ ৫১
পবিত্ররূপাং পরমাং দেবসেনাং পরাং ভজে। ইতি ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ ॥ ৫২
পুনর্ধ্যাত্বা চ মূলেন পূজয়েৎ সুব্রতাং সতীম্। পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ৈশ্চ গন্ধপুষ্প-প্রদীপকৈঃ ॥ ৫৩
নৈবেদ্যৈর্ব্বিবিধৈশ্চাপি ফলেন শোভনেন চ। ওঁ হ্রীং ষষ্ঠীদেব্যৈ স্বাহেতি বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৫৪
অষ্টাক্ষরং মহামন্ত্রং যথাশক্তি জপেন্নরঃ। ততঃ স্তুত্বা চ প্রণমেদ্ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ ॥ ৫৫
স্তোত্রঞ্চ সামবেদোক্তং বরং পুত্রফলপ্রদম্। অষ্টাক্ষরং মহামন্ত্রং লক্ষধা যো জপেত্ততঃ ॥ ৫৬
সুপুত্রং স লভেন্নূনমিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ। স্তোত্রং শৃণু মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকাম-শুভাবহম্।
বাঞ্ছাপ্রদঞ্চ সর্ব্বেষাং গূঢ়ং বেদেষু নারদ ॥ ৫৭

প্রিয়ব্রত উবাচ—

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ সিদ্ধ্যৈ শান্ত্যৈ নমো নমঃ। শুভায়ৈ দেবসেনায়ৈ ষষ্ঠ্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫৮
বরদায়ৈ পুত্রদায়ৈ ধনদায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৫৯
সুখদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ ষষ্ঠ্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ। সৃষ্টেঃ ষষ্ঠাংশরূপায়ৈ সিদ্ধায়ৈ চ নমো নমঃ ॥ ৬০
মায়ায়ৈ সিদ্ধযোগিন্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ। সারায়ৈ শারদায়ৈ চ পরাদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬১

রাজা আনন্দিতচিত্তে নিজপুরে আগমন করত পুত্রের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রমণীগণ সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং পুত্রের জন্য বিবিধ মঙ্গল কার্য্য করাইয়া দেবীর পূজা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর পরিমাণে ধন দান করিলেন। রাজাও প্রতি মাসের শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠী তিথিতে মহামহোৎসবে সকল নগরে ষষ্ঠীদেবীর পূজায় যত্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ভূমিষ্ঠ বালকগণের কল্যাণকামনায় ষষ্ঠ এবং একবিংশ দিনে যত্নপূর্ব্বক ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিতে আদেশ করিলেন। বালকগণের শুভকর কার্য্যে এবং শুভান্নপ্রাশন প্রভৃতি উপলক্ষে সর্ব্বত্র ষষ্ঠী পূজার আদেশ করিলেন এবং স্বয়ংও করিতে লাগিলেন। হে সুব্রত নারদ! যে কৌথুমোক্ত প্রবন্ধ ধর্ম্মমুখে শ্রুত হইয়াছি, তদনুসারে ধ্যান, পূজাবিধি এবং স্তব বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে মুনে! বিজ্ঞ ব্যক্তি শালগ্রামশিলায়, ঘটে অথবা বটবৃক্ষের মূলে কিংবা ভিত্তিতে পুত্তলিকা চিত্রিত করিয়া ষষ্ঠী দেবীর পূজা করিবে। প্রকৃতির ষষ্ঠাংশরূপিণী, পবিত্রা, সুপ্রতিষ্ঠা, সুব্রতা, সুপুত্রদায়িনী, শুভদায়িনী, দয়াময়ী, জগজ্জননী, শ্বেতচম্পকবর্ণা, রত্নভূষণে বিভূষিতা এবং পরম পবিত্রা দেবী দেবসেনার উপাসনা করি—বিজ্ঞ ব্যক্তি এই প্রকারে ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্প প্রদান করিবে এবং পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, দীপ, নানাপ্রকার নৈবেদ্য এবং সুস্বাদু ফল দ্বারা ষষ্ঠী দেবীর পূজা করিবে। মনুষ্য, "ওঁ হ্রীং ষষ্ঠীদেব্যৈ স্বাহা" এই অষ্টাক্ষর মহামূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিবে। তদনন্তর ধন, পুত্র এবং সর্ব্বসিদ্ধিদায়ী সাম-বেদোক্ত স্তোত্রে স্তব করিয়া শুদ্ধচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিবে। হে মুনে! ব্রহ্মা বলিয়াছেন, এই মন্ত্র প্রধান অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র—যে ব্যক্তি লক্ষবার জপ করে, নিশ্চয় সে সর্ব্বগুণান্বিত পুত্রের পিতা হয়। হে মুনিবর। সকল ব্যক্তিরই শুভকর সকলের বাঞ্ছাপূরক,—বেদেও গুপ্ত স্তব শ্রবণ কর। ৪৩-৫৭

প্রিয়ব্রত রাজা এই স্তোত্রে স্তব করিয়াছিলেন। হে মহাদেবি! দেবদেবি! ষষ্ঠীদেবি! তুমি সকল কার্য্যের সিদ্ধিবিধায়িনী, শান্তিরূপিণী, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সর্ব্বশুভদায়িনী তোমার বরে অপুত্রক ব্যক্তিও গুণবান্ পুত্র লাভ করে এবং তোমার অনুগ্রহে ধন, সুখ ও মোক্ষ লাভ হয়। হে ষষ্ঠীদেবি! অতএব তোমাকে প্রণাম করি। হে ষষ্ঠীদেবি! তুমি প্রকৃতির ষষ্টাংশরূপিণী; হে সিদ্ধে! তুমি নিজমায়াবলে সকলের কার্য্য সাধন কর। হে যোগিনি! তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বকর্ম্ম-সাধিকে! তুমি জগতের সারস্বরূপিণী হইয়া সারবস্তু প্রদান কর। অতএব হে ষষ্ঠীদেবি! তুমি

বালাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ। কল্যাণদায়ৈ কল্যাণ্যৈ ফলদায়ৈ চ কর্ম্মণাম্ ॥ ৬২
প্রত্যক্ষায়ৈ স্বভক্তানাং ষষ্ঠ্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ। পূজ্যায়ৈ স্কন্দকান্তায়ৈ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৬৩
দেবরক্ষণকারিণ্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়ৈ বন্দিতায়ৈ নৃণাং সদা ॥ ৬৪
হিংসাক্রোধ-বর্জ্জিতায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ। ধনং দেহি প্রিয়াং দেহি পুত্রং দেহি সুরেশ্বরি ॥ ৬৫
মানং দেহি জয়ং দেহি দ্বিষো জহি মহেশ্বরি। ধর্ম্মং দেহি যশো দেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬৬
দেহি ভূমিং প্রজাং দেহি বিদ্যাং দেহি সুপূজিতে। কল্যাণঞ্চ জয়ং দেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬৭
ইতি দেবীঞ্চ সংস্তূয় লেভে পুত্রং প্রিয়ব্রতঃ। যশস্বিনঞ্চ রাজেন্দ্রং ষষ্ঠীদেব্যাঃ প্রসাদতঃ ॥ ৬৮
ষষ্ঠীস্তোত্রমিদং ব্রহ্মন্ যঃ শৃণোতি তু বৎসরম্। অপুত্রো লভতে পুত্রং বরং সুচিরজীবিনম্ ॥ ৬৯
বর্ষমেকঞ্চ যো ভক্ত্যা সম্পূজ্যেদং শৃণোতি চ। সর্ব্বপাপাদ্বিনির্ম্মুক্তো মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে ॥ ৭০
বীরং পুত্রঞ্চ গুণিনং বিদ্যাবন্তং যশস্বিনম্। সুচিরায়ুষ্যবন্তঞ্চ সূতে দেবীপ্রসাদতঃ ॥ ৭১
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ। বর্ষং শ্রুত্বা লভেৎ পুত্রং ষষ্ঠীদেবীপ্রসাদতঃ ॥ ৭২
রোগযুক্তে চ বালে চ পিতা মাতা শৃণোতি চেৎ। মাসেন মুচ্যতে বালঃ ষষ্ঠীদেবীপ্রসাদতঃ ॥ ৭৩

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে ষষ্ঠ্যুপাখ্যানবর্ণনং নাম
ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

বালকগণের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা, তোমাকে নমস্কার করি। হে কল্যাণদায়িনি! তুমি কল্যাণকর কর্ম্মসমূহের ফলদায়িনী। হে ষষ্ঠীদেবি! তুমি বালকদিগের বিঘ্ন বিনাশ কর, তোমাকে প্রণাম করিতেছি। হে কার্ত্তিককান্তে! তুমি কর্ম্মিগণের সকল কর্ম্মেই পূজনীয়া এবং ভক্তগণের প্রত্যক্ষদর্শনদায়িনী। হে ষষ্ঠীদেবি। তুমি দেবতাগণের রক্ষাকারিণী, তোমাকে নমস্কার। হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণি। হে ষষ্ঠীদেবি। মনুষ্যগণ তোমার বন্দনা করে। আমিও ভক্তিপূর্ব্বক তোমাকে প্রণাম করিতেছি। হে দেবদেবি ষষ্ঠীদেবি। হিংসা, ক্রোধ প্রভৃতি কুৎসিত ধর্ম্ম তোমাকে স্পর্শও করিতে পারে না। তোমার চরণে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণত হইতেছি। আমাকে ধন, প্রিয়া, পুত্র, ধর্ম্ম, যশ দান কর। হে ষষ্ঠীদেবি। তোমাকে নমস্কার করিতেছি। হে পূজ্যে! আমাকে রাজ্য, প্রজা এবং বিদ্যা প্রদান কর। হে ষষ্ঠীদেবি। আমাকে কল্যাণ এবং জয় দান করুন, আপনাকে নমস্কার করি। ৫৮-৬৭

প্রিয়ব্রতরাজা এই প্রকারে ষষ্ঠীদেবীর স্তব করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে যশস্বী এবং ভূপতিকুলতিলক পুত্র লাভ করিলেন। হে ব্রহ্মপুত্র। অপুত্রক ব্যক্তি যদি এই স্তব সংবৎসরকাল শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী গুণবান্ পুত্র লাভ করে এবং জন্মবন্ধ্যা নারী নিয়মপূর্ব্বক এক বৎসরকাল যদি এই স্তব শ্রবণ করে, তাহা হইলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করত অপূর্ব্ব পুত্র প্রসব করে। কাকবন্ধ্যানারী যদি এক বৎসর কাল এই স্তব শ্রবণ করে এবং মৃতপুত্রা নারী যদি উক্ত নিয়মে এই স্তব শ্রবণ করে, তাহা হইলে সে ষষ্ঠী দেবীর অনুগ্রহে বীরবর, গুণবান্, বিদ্বান্, যশস্বী এবং সুদীর্ঘজীবী পুত্র প্রসব করে। বালক ব্যাধিগ্রস্ত হইলে, পিতা মাতা যদ্যপি একমাস এই স্তব শ্রবণ করে, তাহা হইলে ষষ্ঠীদেবীর অনুগ্রহে পুত্র ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করে। ৬৮-৭৩

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে ষষ্ঠ্যুপাখ্যান বর্ণন নামক ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

কথিতং ষষ্ঠ্যুপাখ্যানং ব্রহ্মপুত্রং যথাগমম্। দেবী মঙ্গলচণ্ডী চ তদাখ্যানং নিশাময় ॥ ১
তস্যাঃ পূজাদিকং সর্ব্বং ধর্ম্মবক্তে্রণ যচ্ছ্রুতম্। শ্রুতিসম্মতমেবেষ্টং সর্ব্বেষাং বিদুষামপি ॥ ২
দক্ষা যা বর্ত্ততে চণ্ডী কল্যাণেষু চ মঙ্গলা। মঙ্গলেষু চ যা দক্ষা সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা ॥ ৩
পূজ্যা যা বর্ত্ততে চণ্ডী মঙ্গলোঽপি মহীসুতঃ। মঙ্গলাভীষ্টদেবী যা সা বা মঙ্গলচণ্ডিকা ॥ ৪
মঙ্গলো মনুবংশশ্চ সপ্তদ্বীপধরাপতিঃ। তস্য পূজ্যাভীষ্টদেবী তেন মঙ্গলচণ্ডিকা ॥ ৫
মূর্ত্তিভেদেন সা দুর্গা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী। কৃপারূপাতিপ্রত্যক্ষা যোষিতামিষ্টদেবতা ॥ ৬
প্রথমে পূজিতা সা চ শঙ্করেণ পরাৎপরা। ত্রিপুরস্য বধে ঘোরে বিষ্ণুনা প্রেরিতেন চ ॥ ৭
ব্রহ্মন্ ব্রহ্মোপদেশেন দুর্গতেন চ সঙ্কটে। আকাশাৎ পতিতে যানে দৈত্যেন পাতিতে রুষা ॥ ৮
ব্রহ্মবিষ্ণূপদিষ্টশ্চ দুর্গাং তুষ্টাব শঙ্করঃ। সা চ মঙ্গলচণ্ডী যা বভূব রূপভেদতঃ ॥ ৯
উবাচ পুরতঃ শম্ভোর্ভয়ং নাস্তীতি তে প্রভো। ভগবান্ বৃষরূপশ্চ সর্ব্বেশস্তে ভবিষ্যতি ॥ ১০
যুদ্ধশক্তিস্বরূপাহং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ। মায়াত্মনা চ হরিণা সহায়েন বৃষধ্বজ ॥ ১১
জহি দৈত্যং স্বশত্রুঞ্চ সুরাণাং পদঘাতকম্। ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতা দেবী শম্ভোঃ শক্তির্বভূব সা ॥ ১২
বিষ্ণুদত্তেন শস্ত্রেণ জঘান তমুমাপতিঃ। মুনীন্দ্র পতিতে দৈত্যে সর্ব্বে দেবা মহর্ষয়ঃ ॥ ১৩
তুষ্টুবুঃ শঙ্করং দেবং ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ। সদ্যঃ শিরসি শম্ভোশ্চ পুষ্পবৃষ্টির্বভূব হ ॥ ১৪
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ সন্তুষ্টো দদৌ তস্মৈ শুভাশিষম্। ব্রহ্মবিষ্ণূপদিষ্টশ্চ সুস্নাতঃ শঙ্করস্তদা ॥ ১৫
পূজয়ামাস তাং ভক্ত্যা দেবীং মঙ্গলচণ্ডিকাম্। পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ৈশ্চ বস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈরপি ॥ ১৬
পুষ্পচন্দননৈবেদ্যৈ-র্ভক্ত্যা নানাবিধৈর্মুনে। ছাগৈর্মেষৈশ্চ মহিষৈ-র্গবয়ৈঃ পক্ষিভিস্তথা ॥ ১৭
বস্ত্রালঙ্কারমাল্যৈশ্চ পায়সৈঃ পিষ্টকৈরপি। মধুভিশ্চ সুধাভিশ্চ ফলৈর্নানাবিধৈরপি।
সঙ্গীতৈর্নর্ত্তকৈর্ব্বাদ্যৈ-রুৎসবৈর্নামকীর্ত্তনৈঃ ॥ ১৮
ধ্যাত্বা মাধ্যন্দিনোক্তেন ধ্যানেন ভক্তিপূর্ব্বকম্। দদৌ দ্রব্যাণি মূলেন মন্ত্রেণৈব চ নারদ ॥ ১৯

নারায়ণ বলিলেন, ব্রহ্মতনয়! শাস্ত্রানুসারে ষষ্ঠীর উপাখ্যান বর্ণন করিলাম। মঙ্গলচণ্ডী দেবীর উপাখ্যান শ্রবণ কর। মঙ্গলচণ্ডী দেবীর পূজাদি বিষয়, ধর্ম্মমুখে যাহা শ্রুত হইয়াছি, বেদবিহিতসকল বিদ্বানগণেরও অভিলষিত সেই বিষয় বর্ণন করিতেছি। দক্ষ অর্থে চণ্ডী এবং কল্যাণ অর্থে মঙ্গল; মঙ্গলকর বস্তুর মধ্যে দক্ষা বলিয়া তিনি মঙ্গলচণ্ডী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। যিনি মহীপুত্র মঙ্গলের পূজনীয়া ইষ্ট-দেবী, তিনিই মঙ্গলচণ্ডিকা। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর পতি মনুবংশসম্ভূত মঙ্গলের অভীষ্টদায়িনী এবং আরাধ্যা বলিয়াই তাঁহার নাম মঙ্গলচণ্ডী হইয়াছে। কৃপারূপিণী দুর্গা দেবীর মূর্ত্তিভেদ মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরী মঙ্গলচণ্ডী রমণীগণের প্রত্যক্ষ অভীষ্টদেবতা। পূর্ব্বে পরমেশ্বর বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রেরিত মহাদেব ত্রিপুরবধের নিমিত্ত তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। হে ব্রহ্মকুমার! পূর্ব্বে অসুরসমরে আকাশ হইতে বাহন নিপতিত হইলে দুঃখিতচিত্ত মহাদেব,—ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর আদেশে দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন। দুর্গা দেবী সেই কালে মঙ্গলচণ্ডীরূপে প্রকটিত হইয়া মহাদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে প্রভো! আপনার ভয় নাই। সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু বৃষরূপ ধারণ করিয়া আপনার বাহন হইবেন। আমিও আপনার যুদ্ধে শক্তিস্বরূপা হইব। হে বৃষবাহন! মূলপ্রকৃতির অংশভূত বিষ্ণুও আপনার সাহায্য করিবেন। আপনি আমাদের আনুকূল্যে দেবগণের অধিকারনাশক শত্রুকে হনন করুন—এই বাক্য বলিয়া দেবী সেই স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইলেন এবং শক্তিরূপে শম্ভুর সাহায্য করিতে লাগিলেন। হে মুনে! মহাদেবও বিষ্ণুদত্ত অস্ত্র দ্বারা সেই অসুরকে বধ করিলেন। সেই অসুর নিহত হইলে, সকল দেবগণ এবং মহর্ষিগণ ভক্তিপূর্ব্বক নম্রমস্তকে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন এবং সদ্যই মহাদেবের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইল। ১-১৪

ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেবকে শুভাশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। মহাদেবও,—ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর উপদেশে স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, নানাপ্রকার পূজোপহার, পুষ্প চন্দন, ভক্তি-পূর্ব্বক প্রদত্ত নানাপ্রকার নৈবেদ্য, ছাগ, মেষ, মহিষ, গবয়, পক্ষী প্রভৃতি পশু বলি, বস্ত্র, অলঙ্কার, মালা, পায়স, পিষ্টক, মধু, সুধা, নানাপ্রকার ফল, নৃত্য-গীত-বাদ্য ও নামকীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা মহোৎস ব মঙ্গলচণ্ডী দেবীর পূজা করিয়াছিলেন এবং মধ্যন্দিনোক্ত মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ধ্যান করিয়াছিলেন।

ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং সর্ব্বপূজ্যে দেবি মঙ্গলচণ্ডিকে। হূং হূং ফট্ স্বাহেত্যেকবিংশাক্ষরো মনুঃ ॥ ২০
পূজ্যঃ কল্পতরুশ্চৈব ভক্তানাং সর্ব্বকামদঃ ॥ ২১
দশলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্। ধ্যানঞ্চ শ্রূয়তাং ব্রহ্মন্ বেদোক্তং সর্ব্বসম্মতম্ ॥ ২২
দেবীং ষোড়শবর্ষীয়াং শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাম্। বিম্বোষ্ঠীং সুদতীং শুদ্ধাং শরৎপদ্মনিভাননাম্ ॥ ২৩
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং সুনীলোৎপললোচনাম্। জগদ্ধাত্রীঞ্চ দাত্রীঞ্চ সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ২৪
সংসারসাগরে ঘোরে জ্যোতিরূপাং সদা ভজে। দেব্যাশ্চ ধ্যানমিত্যেবং স্তবনং শ্রূয়তাং মুনে ॥ ২৫

মহাদেব উবাচ—

রক্ষ রক্ষ জগন্মাতর্দেবি মঙ্গলচণ্ডিকে। হারিকে বিপদাং রাশে-র্হর্ষমঙ্গলদায়িকে ॥ ২৬
হর্ষমঙ্গলদক্ষে চ হর্ষমঙ্গলদায়িকে। শুভে মঙ্গলদক্ষে চ শুভে মঙ্গলচণ্ডিকে ॥ ২৭
মঙ্গলে মঙ্গলার্হে চ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলে। সতাং মঙ্গলদে দেবি সর্ব্বেষাং মঙ্গলালয়ে ॥ ২৮
পূজ্যে মঙ্গলবারে চ মঙ্গলাভীষ্টদেবতে। পূজ্যে মঙ্গলবংশস্য[1] মনুবংশস্য সন্ততম্ ॥ ২৯
মঙ্গলাধিষ্ঠাতৃদেবি মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলে। সংসারমঙ্গলাধারে মোক্ষমঙ্গলদায়িনি ॥ ৩০
সারে চ মঙ্গলাধারে পারে চ সর্ব্বকর্ম্মণাম্। প্রতিমঙ্গলবারে চ পূজ্যে মঙ্গ-সুখপ্রদে ॥ ৩১
স্তোত্রেণানেন শম্ভুশ্চ স্তুত্বা মঙ্গলচণ্ডিকাম্। প্রতিমঙ্গলবারে চ পূজাং দত্ত্বা গতঃ শিবঃ ॥ ৩২
প্রথমে পূজিতা দেবী শিবেন সর্ব্বমঙ্গলা। দ্বিতীয়ে পূজিতা সা চ মঙ্গলেন গ্রহেণ চ ॥ ৩৩
তৃতীয়ে পূজিতা ভদ্রা মঙ্গলেন নৃপেণ চ। চতুর্থে মঙ্গলে বারে সুন্দরীভিঃ প্রপূজিতা ॥ ৩৪
পঞ্চমে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি-নরৈর্মঙ্গলচণ্ডিকা। পূজিতা প্রতিবিশ্বেষু বিশ্বেশপূজিতা সদা ॥ ৩৫
ততঃ সর্ব্বত্র সম্পূজ্যা বভূব পরমেশ্বরী। দেবৈশ্চ মুনিভিশ্চৈব মানবৈর্মনুভির্মুনে ॥ ৩৬
দেব্যাশ্চ মঙ্গলস্তোত্রং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ। তন্মঙ্গলং ভবেত্তস্য ন ভবেত্তদমঙ্গলম্।
বর্দ্ধতে পুত্রপৌত্রৈশ্চ মঙ্গলঞ্চ দিনে দিনে ॥ ৩৭

হে নারদ! মহাদেব মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দ্রব্যসমূহ প্রদান করিয়াছিলেন। "ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং সর্ব্বপূজ্যে দেবি মঙ্গলচণ্ডি হূং হূং ফট্ স্বাহা" এই একবিংশাক্ষর মন্ত্র কল্পবৃক্ষের ন্যায় উপাসকদিগকে অভিলষিত ফল দান করে এবং মনুষ্যগণ উক্ত মন্ত্র দশলক্ষবার জপ করিলেই সিদ্ধমন্ত্র হয়। হে নারদ! সর্ব্ববেদ-সম্মত তদীয় ধ্যান শ্রবণ কর। ১৫-২২

যে দেবী সর্ব্বদা ষোড়শবর্ষীয়া, স্থিরযৌবনা এবং সকল গুণের নিলয়স্বরূপা; যাঁহার শারদ-পদ্মসদৃশ বদনে বিম্বফলসদৃশ ওষ্ঠ এবং শুদ্ধ দন্তপংক্তি বিরাজমান, যাঁহার গাত্র-কান্তি শ্বেতবর্ণ চম্পকসদৃশ; যাঁহার নয়ন-যুগল নীলোৎপলের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং যে জগদ্ধাত্রী জগজ্জনকে সকল সম্পদ্ প্রদান করিতেছেন—ভয়ানক সংসাররূপ সাগরে জ্যোতিঃ-স্বরূপিণী সেই পরমেশ্বরীর উপাসনা করি। হে মুনে! মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান বর্ণন করিলাম, সম্প্রতি স্তব শ্রবণ কর। মহাদেব সঙ্কটে পতিত হইয়া এই স্তবে মঙ্গল-চণ্ডীর আরাধনা করিয়াছিলেন। ২৩-২৭

হে জগজ্জননি! বিপদ্বারিণি! হর্ষমঙ্গলদায়িনি! দেবি! মঙ্গলচণ্ডিকে! রক্ষা কর, রক্ষা কর। তুমি হর্ষ এবং মঙ্গলদানে দক্ষা—তুমি হর্ষ এবং মঙ্গল দান করিয়া থাক। তুমি শুভ এবং মঙ্গল বিষয়ে নিপুণা বলিয়া শুভা এবং মঙ্গলচণ্ডিকা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছ। হে মঙ্গলে! মঙ্গলার্হে! সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গলে! সাধুগণের মঙ্গলদায়িনি! হে দেবি! তুমি সকলের মঙ্গল দান কর। হে মঙ্গলরাজের অভীষ্ট-দেবি! মঙ্গলবারেই তোমার পূজা বিধেয় এবং মনুবংশাবতংস মঙ্গল রাজা নিরন্তর তোমার অর্চ্চনা করেন। হে মঙ্গলাধিষ্ঠাতৃদেবি! পৃথিবীতে যত প্রকার মঙ্গলকর বস্তু আছে, তুমি সেই সকলের স্বরূপা। হে সংসারমঙ্গলাধারে! তুমি মঙ্গলশ্রেষ্ঠ মোক্ষ দান করিতে পার। হে মঙ্গলজনয়িত্রি! হে সারস্বরূপিণি! তুমি সকল কর্ম্মের অগোচর এবং প্রতি মঙ্গলবারে পূজিতা হইয়া বহু সুখ প্রদান কর। ২৮-৩৪

মহাদেব এই স্তবে মঙ্গলচণ্ডীর সন্তোষ-সাধনের নিমিত্ত প্রতি মঙ্গলবারে পূজা করিতেন। প্রথমত মহাদেব মঙ্গলচণ্ডী দেবীর আরাধনা করেন। তদনন্তর তিনি মঙ্গলগ্রহ—এবং তৎপরে মঙ্গল-রাজা কর্ত্তৃক পূজিতা হন এবং চতুর্থবার রমণীগণ মঙ্গলবারে সেই মঙ্গলচণ্ডী দেবীর পূজা করেন। মহাদেব কর্ত্তৃক পূজিতা মঙ্গলচণ্ডী দেবী পঞ্চমবারে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হন। হে মুনে! তদনন্তর মঙ্গলচণ্ডী দেবী,—ত্রিলোকে দেব, মুনি, মনু এবং মানব প্রভৃতির পূজিতা হইয়াছেন। যে ব্যক্তি, একাগ্রচিত্তে মঙ্গলচণ্ডী দেবীর মঙ্গল স্তব শ্রবণ করে, তাহার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে প্রতিদিন মঙ্গলবৃদ্ধি হয়। ৩৫-৩৭

১। মঙ্গলভূপস্য।

নারায়ণ উবাচ—

উক্তং দ্বয়োরুপাখ্যানং ব্রহ্মপুত্র যথাগমম্। শ্রূয়তাং মনসাখ্যানং যচ্ছ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রতঃ ॥ ৩৮
সা চ কন্যা ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী। তেনৈব মনসা দেবী মনসা বা চ দীব্যতি ॥ ৩৯
মনসা ধ্যায়তে যা চ পরমাত্মানমীশ্বরম্। তেন যা মনসাদেবী তেন যোগেন দীব্যতি ॥ ৪০
আত্মারামা চ সা দেবী বৈষ্ণবী সিদ্ধযোগিনী। ত্রিযুগঞ্চ তপস্তপ্ত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৪১
জরৎকারুশরীরঞ্চ দৃষ্ট্বা যৎ ক্ষীণমীশ্বরঃ। গোপীপতির্নাম চক্রে জরৎকারুরিতি প্রভুঃ ॥ ৪২
বাঞ্ছিতঞ্চ দদৌ তস্যৈ কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ। পূজাঞ্চ কারয়ামাস চকার চ স্বয়ং প্রভুঃ ॥ ৪৩
স্বর্গে চ নাগলোকে চ পৃথিব্যাং ব্রহ্মলোকতঃ। ভৃশং জগৎসু গৌরী সা সুন্দরী চ মনোহরা ॥ ৪৪
জগদ্গৌরীতি বিখ্যাতা তেন সা পূজিতা সতী। শিবশিষ্যা চ সা দেবী তেন শৈবী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৪৫
বিষ্ণুভক্তাতীব শশ্বদ্বৈষ্ণবী তেন কীর্ত্তিতা। নাগানাং প্রাণরক্ষিত্রী যজ্ঞে পারিক্ষিতস্য চ ॥ ৪৬
নাগেশ্বরীতি বিখ্যাতা সা নাগভগিনীতি চ। বিষং সংহর্ত্তুমীশা যা তেন বিষহরী স্মৃতা ॥ ৪৭
সিদ্ধযোগং হরাৎ প্রাপ তেন সা সিদ্ধযোগিনী। মহাজ্ঞানঞ্চ যোগঞ্চ মৃতসঞ্জীবনীং পরাম্।
মহাজ্ঞানযুতাং তাঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৪৮
আস্তীকস্য মুনীন্দ্রস্য মাতা সাপি তপস্বিনী। আস্তীকমাতা বিখ্যাতা জগত্যাং সুপ্রতিষ্ঠিতা ॥ ৪৯
প্রিয়া মুনের্জরৎকারোর্ম্মুনীন্দ্রস্য মহাত্মনঃ। যোগিন বিশ্বপূজ্যস্য জরৎকারুপ্রিয়া ততঃ ॥ ৫০
জরৎকারুর্জ্জগদ্গৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী। বৈষ্ণবী নাগভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা ॥ ৫১
জরৎকারুপ্রিয়াস্তীকমাতা বিষহরেতি চ। মহাজ্ঞানযুতা চৈব সা দেবী বিশ্বপূজিতা ॥ ৫২
দ্বাদশৈতানি নামানি পূজাকালে তু যঃ পঠেৎ। তস্য নাগভয়ং নাস্তি তস্য বংশোদ্ভবস্য চ ॥ ৫৩
নাগভীতে চ শয়নে নাগগ্রস্তে চ মন্দিরে ॥ ৫৪
নাগশোভে মহাদুর্গে নাগবেষ্টিতবিগ্রহে। ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৫
নিত্যং পঠেদ্ যস্তং দৃষ্ট্বা নাগবর্গঃ পলায়তে। দশলক্ষজপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্ ॥ ৫৬

হে ব্রহ্মনন্দন। ষষ্ঠী এবং মঙ্গলচণ্ডীর উপাখ্যান বর্ণন করিলাম। সম্প্রতি ধর্ম্মমুখে শ্রুত,—মনসার উপাখ্যান বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই ভগবতী মনসাদেবী কশ্যপ ঋষির মানসী কন্যা এবং মনুষ্য-গণের মনে ক্রীড়া করেন বলিয়া তিনি ভগবতী মনসাদেবী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। কিম্বা তিনি মনে মনে পরমেশ্বর পরমাত্মা হরির আরাধনা করিয়া মনসাদেবী নাম লাভ করিয়াছেন। যোগবলে মনে হরিধ্যান করিয়া মনসাদেবী নামে খ্যাত হইয়াছেন। আত্মারামা বৈষ্ণবী মনসাদেবী তিনযুগ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা দ্বারা যোগবলে সিদ্ধা হইয়াছিলেন। পরমেশ্বর গোপীনাথ মনসাদেবীর জগৎকারু মুনির ন্যায় ক্ষীণ দেহ দর্শন করত তাঁহার নাম জগৎকারু রাখিয়াছিলেন এবং কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিলষিত বস্তু প্রদান করিয়া তাঁহার পূজা করাইয়াছিলেন এবং স্বয়ংও করিয়াছিলেন। মনসা-—স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এবং ব্রহ্ম-লোকাদি সকল লোকের মনোহারিণী সুন্দরী এবং গৌরী বলিয়া জগৎগৌরী নামে বিখ্যাতা হইয়া পূজা লাভ করিতেছেন। মনসাদেবী শিবের শিষ্যা, এই কারণে শৈবী নামে খ্যাতা হইয়াছেন। ৩৮-৪৫

হে নারদ। তিনি অতিশয় বিষ্ণুপরায়ণা বলিয়া বৈষ্ণবী নামেও কীর্ত্তিতা হন। নাগভগিনী সেই মনসা দেবী জনমেজয়-রাজার সর্পযজ্ঞে সহোদর নাগগণের জীবন রক্ষা করায় নাগেশ্বরী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। বিষ হরণ করিতে সমর্থা বলিয়া বিষহরী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। মহাদেবের নিকট সিদ্ধযোগ লাভ করায় সিদ্ধ-যোগিনী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট জ্ঞান অতিশয় গোপ্য এবং তিনি মৃত মনুষ্য সঞ্জীবিত করিতে পারেন, এই নিমিত্ত মনীষিগণ তাঁহাকে মহাজ্ঞানযুক্তা বলেন। সেই তপস্বিনী মনসাদেবী—আস্তিক মুনির জননী—এই নিমিত্ত জগতে আস্তিকমাতা বলিয়া প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। তিনি মুনিশ্রেষ্ঠ জগৎপূজ্য মহাত্মা যোগিবর জগৎকারুর পত্নী—এই নিমিত্ত জরৎকারুপ্রিয়া বলিয়া প্রসিদ্ধা। জরৎকারু, জগদ্গৌরী, মনসা, সিদ্ধযোগিনী, বৈষ্ণবী, নাগভগিনী, শৈবী, নাগেশ্বরী, জগৎকারুপ্রিয়া, আস্তিকমাতা, বিষহরী এবং মহাজ্ঞানযুক্তা—বিশ্বপূজ্যা মনসাদেবীর পূজাকালে এই দ্বাদশ নাম যে ব্যক্তি পাঠ করে, তাহার এবং তদ্বংশীয়ের সর্প ভয় থাকে না। সর্পভয়যুক্ত শয্যাতে, সর্পসেবিত মন্দিরে, সর্পশোভিত মহাদুর্গম স্থানে বা সর্পকর্তৃক শরীর বেষ্টিত হইলে যদ্যপি এই স্তব পাঠ করে, তাহা হইলে, সে উক্ত সঙ্কটসমূহ হইতে মুক্তি লাভ করিবে, সংশয় নাই। এই স্তব—যে নিত্য আবৃত্তি করে, তাহার দর্শনমাত্রে সর্পসমূহ পলায়ন করে। এই স্তব দশলক্ষবার জপ করিলে, সিদ্ধ-স্তোত্র হয় এবং সিদ্ধ-

স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ যস্য স বিষং ভোক্তুমীশ্বরঃ। নাগৈশ্চ ভূষণং কৃত্বা স ভবেন্নাগবাহনঃ ॥ ৫৭
নাগাসনো নাগতল্পো মহাসিদ্ধো ভবেন্নরঃ। অন্তে চ বিষ্ণুনা সার্দ্ধং ক্রীড়ত্যেব দিবানিশম্ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে নবমস্কন্ধে মনসোপাখ্যানবর্ণনং নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ—

মন্তঃ পূজাবিধানঞ্চ শ্রূয়তাং মুনিপুঙ্গব। ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং প্রোক্তং দেবী-বিধানকম্ ॥ ১
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাম্। বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্ ॥ ২
মহাজ্ঞানযুতাং তাঞ্চ প্রবরজ্ঞানিনাং বরাম্। সিদ্ধাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ সিদ্ধাং সিদ্ধিপ্রদাং ভজে ॥ ৩
ইতি ধ্যাত্বা চ তাং দেবীং মূলেনৈব প্রপূজয়েৎ। নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈর্ধূপৈঃ পুষ্পগন্ধানুলেপনৈঃ ॥ ৪
মূলমন্ত্রেশ্চ বেদোক্তৈর্ভক্তানাং বাঞ্ছিতপ্রদঃ। মূলে কল্পতরুর্নাম সুসিদ্ধো দ্বাদশাক্ষরঃ ॥ ৫
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ঐং মনসাদেব্যৈ স্বাহেতি কীর্ত্তিতঃ। পঞ্চলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্ ॥ ৬
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ যস্য স সিদ্ধো জগতীতলে। সুধাসমং বিষং তস্য ধন্বন্তরিসমো ভবেৎ। ৭
ব্রহ্মন্ স্নাত্বা তু সংক্রান্ত্যাং গূঢ়শালাসু যত্নতঃ। আবাহ্য দেবীমীশানাং পূজয়েদ্ যোঽতিভক্তিতঃ ॥ ৮
পঞ্চম্যাং মনসা ধ্যায়ন্ দেব্যৈ দদ্যাচ্চ যো বলিম্। ধনবান্ পুত্রবাংশ্চৈব কীর্ত্তিমান্ স ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৯
পূজাবিধানং কথিতং তদাখ্যানং নিশাময়। কথয়ামি মহাভাগ যচ্ছ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রতঃ ॥ ১০
পুরা নাগভয়াক্রান্তা বভূবুর্মানবা ভুবি। গতাস্তে শরণং সর্ব্বে কশ্যপং মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১১
মন্ত্রাংশ্চ সসৃজে ভীতঃ কশ্যপো ব্রহ্মণান্বিতঃ। বেদবীজানুসারেণ চোপদেশেন ব্রহ্মণঃ ॥ ১২
মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবীং তাং মনসা সসৃজে তথা। তপসা মনসা তেন বভূব মনসা চ সা ॥ ১৩

স্তোত্রব্যক্তি বিষ ভক্ষণ করিতে পারে। মনুষ্য,—স্তোত্রের মহাসিদ্ধি বলে নাগসমূহে ভূষিত হইয়া নাগবাহনে আরোহণ, নাগাসনে উপবেশন এবং নাগশয্যায় শয়ন করিতে সমর্থ হয় এবং দেহান্তে দিবানিশি বিষ্ণুর সহিত ক্রীড়া করে। ৪৬-৫৮

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে মনসোপাখ্যান বর্ণন নামক
সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

নারায়ণ বলিলেন, হে মুনিবর! মনসা দেবীর পূজাবিধি সামবেদোক্ত ধ্যান প্রভৃতি পূজার উপযোগী বিষয় শ্রবণ কর। যাঁহার বর্ণ শ্বেতচম্পক-সদৃশ শুভ্র, অঙ্গে নানাপ্রকার বহুমূল্য রত্নভূষণ শোভা পাইতেছে, পরিধানে বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র; যিনি মহাজ্ঞানযুক্তা এবং জ্ঞানিগণের প্রধানা, শ্রেষ্ঠা, সিদ্ধিগণের অধিষ্ঠাতৃদেবী, সিদ্ধিস্বরূপিণী এবং সিদ্ধিদায়িনী, তাঁহার উপাসনা করি। উক্ত প্রকার ধ্যান করত মূলমন্ত্রে নানাপ্রকার নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ, পুষ্প এবং অনুলেপনাদি দ্বারা পূজা করিবে। হে মুনে! ভক্তগণের অভীষ্টসাধক বেদোক্ত সুসিদ্ধ দ্বাদশাক্ষর মূলমন্ত্র কল্পতরু নামে প্রসিদ্ধ। "ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ঐং মনসাদেব্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঁচ লক্ষবার জপ করিলেই মনুষ্যগণ সিদ্ধমন্ত্র হইবে। যাহার মন্ত্র সিদ্ধ হয়, ধন্বন্তরিসদৃশ সেই ব্যক্তির পক্ষে হালাহলবিষও সুধাসদৃশ সুখকর হয়। হে ব্রহ্মন্! সংক্রান্তির দিনে যে ব্যক্তি গুপ্তগৃহে দেবীর আবাহন করত ভক্তিভরে পূজা করে এবং মনসা পঞ্চমীর দিনে যে ব্যক্তি নানা উপহারে দেবীর অর্চ্চনা করে, সে নিশ্চয় ধন পুত্র প্রভৃতি লাভ করে। ১-৯

হে মহাভাগ! পূজাবিধি বর্ণন করিলাম; সম্প্রতি তাঁহার আখ্যান,—ধর্ম্মমুখে যে প্রকার শ্রুত হইয়াছি, তাহা বর্ণন করিতেছি। পুরাকালে কোন সময়ে পৃথিবীতে মানবগণ নাগভয়াক্রান্ত হইয়া মুনিপুঙ্গব কশ্যপের শরণাপন্ন হইয়াছিল, তখন কশ্যপ মুনিও ভীত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক তদীয়

কুমারী সা চ সম্ভূতা জগাম শঙ্করালয়ম্। ভক্ত্যা সম্পূজ্য কৈলাসে তুষ্টাব চন্দ্রশেখরম্॥ ১৪
দিব্যবর্ষসহস্রং তং সিষেবে চ মুনেঃ সুতা। আশুতোষো মহেশশ্চ তাঞ্চ তুষ্টো বভূব হ॥ ১৫
মহাজ্ঞানং দদৌ তস্যৈ পাঠয়ামাস সাম চ। কৃষ্ণমন্ত্রং কল্পতরুং দদাবষ্টাক্ষরং মুনে॥ ১৬
লক্ষ্মীমায়াকামবীজং ঙেহন্তং কৃষ্ণপদং ততঃ। ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং পূজনক্রমম্॥ ১৭
পুরশ্চর্য্যাক্রমঞ্চাপি বেদোক্তং সর্ব্বসম্মতম্। প্রাপ্য মৃত্যুঞ্জয়াম্মন্ত্রং সা সতী চ মুনেঃ সুতা।
জগাম তপসে সাধ্বী পুষ্করং শঙ্করাজ্ঞয়া॥ ১৮
ত্রিযুগঞ্চ তপস্তপ্ত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। সিদ্ধা বভূব সা দেবী দদর্শ পুরতঃ প্রভুম্॥ ১৯
দৃষ্ট্বা কৃশাঙ্গীং বালাঞ্চ কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ। পূজাঞ্চ কারয়ামাস চকার চ স্বয়ং হরিঃ॥ ২০
বরঞ্চ প্রদদৌ তস্যৈ পূজিতা ত্বং ভবে ভব। বরং দত্ত্বা চ কল্যাণ্যৈ ততশ্চান্তর্দ্দধে হরিঃ॥ ২১
প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা। দ্বিতীয়ে শঙ্করেণৈব কশ্যপেন সুরেণ চ॥ ২২
মুনিনা মনুনা চৈব নাগেন মানবাদিভিঃ। বভূব পূজিতা সা চ ত্রিষু লোকেষু সুব্রতা॥ ২৩
জরৎকারুমুনীন্দ্রায় কশ্যপস্তাং দদৌ পুরা। অযাচিতো মুনিশ্রেষ্ঠো জগ্রাহ ব্রাহ্মণাজ্ঞয়া॥ ২৪
কৃত্বোদ্বাহং মহাযোগী বিশ্রান্তস্তপসা চিরম্। সুষ্বাপ দেব্যা জঘনে বটমূলে চ পুষ্করে॥ ২৫
নিদ্রাং জগাম স মুনিঃ স্মৃত্বা নিদ্রেশমীশ্বরম্। জগামাস্তং দিনকরঃ সায়ংকাল উপস্থিতে॥ ২৬
সঞ্চিন্ত্য মনসা সাধ্বী মনসা সা পতিব্রতা। ধর্ম্মলোপভয়েনৈব চকারালোচনং সতী॥ ২৭
অকৃত্বা পশ্চিমাং সন্ধ্যাং নিত্যাঞ্চৈব দ্বিজন্মনাম্। ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং লভিষ্যতি পতির্মম॥ ২৮
নোপতিষ্ঠতি যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যস্তু পশ্চিমাম্। স সর্ব্বত্রাশুচির্নিত্যং ব্রহ্মহত্যাদিকং লভেৎ॥ ২৯
বেদোক্তমিতি সঞ্চিন্ত্য বোধয়ামাস সুন্দরী। স চ বুদ্ধো মুনিশ্রেষ্ঠ-স্তাঞ্চুকোপ ভৃশং মুনে॥ ৩০

মুনিরুবাচ—

কথং মে সুখিনঃ সাধ্বি নিদ্রাভঙ্গঃ কৃতস্ত্বয়া। ব্যর্থং ব্রতাদিকং তস্যা যা ভর্ত্তুশ্চাপকারিণী॥ ৩১

আদেশে বেদোক্ত-বীজ অনুসারে মন্ত্রসৃষ্টি করিলেন। মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা ধ্যানকালে কশ্যপ মুনির মন হইতে উৎপন্না হওয়ায় মনসা নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। কুমারী মনসা দেবী উৎপন্না হইয়া মহাদেবের আলয়ে গমনপূর্ব্বক কৈলাসপর্ব্বতে ভক্তিভাবে তাঁহার আরাধনা করত স্তব করিলেন। মুনিতনয়া মনসাদেবী দৈবপরিমাণে সহস্র বৎসর কাল পর্য্যন্ত দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিলেন। সেই স্তবে আশুতোষ মহাদেব তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইলেন। হে মুনে! তাঁহাকে দিব্যজ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক সামবেদ অধ্যয়ন করাইলেন। কল্পতরুস্বরূপ অষ্টাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র দান করিলেন। 'শ্রীং হ্রীং ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহা' এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র, ত্রৈলোক্যমঙ্গলনামক কবচ এবং পূজাক্রম শ্রবণ করাইলেন। ১০-১৭

পতিব্রতা সতী মনসা দেবী, মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট হইতে সর্ব্বপূজ্য স্তব, ভুবনপাবন ধ্যান, বেদোক্ত সর্ব্বসম্মত পুরশ্চর্য্যাক্রম মন্ত্র লাভকরত তাঁহার আজ্ঞায় তপস্যার নিমিত্ত পুষ্কর তীর্থে গমন করিলেন এবং সেই স্থানে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে তিন যুগ ধ্যান করত সিদ্ধ হইলেন এবং আরাধ্য জগৎ-প্রভুকে সম্মুখে অবলোকন করিলেন। কৃপানিধি হরি সেই কৃশাঙ্গী বালাকে অবলোকন করত কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং পূজা করিলেন এবং অন্য সকলের দ্বারা পূজা করাইলেন। পরমেশ্বর হরি "তুমি ত্রিজগতে পূজ্যা হও" এই বর প্রদান করিয়া শীঘ্র অন্তর্হিত হইলেন। পরমাত্মা কৃষ্ণ, প্রথমে মনসাদেবীর পূজা করেন। তদনন্তর মহাদেব এবং কশ্যপ তাঁহার পূজা করেন। ক্রমে মুনি, মনু, নাগ এবং মানব প্রভৃতি ত্রিলোকবাসী লোকসমূহ তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। পূর্ব্বে কশ্যপ-ঋষি, জরৎকারু মুনিকে সেই কন্যা সম্প্রদান করেন; মুনির অপ্রার্থনায় উপস্থিত কন্যারত্নকে ব্রহ্মার আদেশে মুনিবর গ্রহণপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া তাপসাশ্রম-পুষ্করতীর্থে, বটবৃক্ষমূলে, দেবীর উরুদেশে মস্তক সংস্থাপনপূর্ব্বক নিদ্রিত হইয়াছিলেন। মুনি ঈশ্বর পরমেশ্বরকে স্মরণপূর্ব্বক নিদ্রাভিভূত হইলেন। তৎপরে দিনকর ক্রমশ অস্তাচলসমীপস্থ হইলে, সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল; পতিপরায়ণা মনসাদেবী ধর্ম্মনাশভয়ে চিন্তাপূর্ব্বক মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, আমার পতি দ্বিজগণের নিত্য-কৃত্য সায়ংসন্ধ্যা যদি উপাসনা না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় ব্রহ্ম-হত্যাদি-পাপভাগী হইবেন। যে, পূর্ব্ব এবং পশ্চিম সন্ধ্যা উপাসনা না করে, সে সর্ব্বদা অশুচি এবং ব্রহ্মহত্যাদিপাপে পাতকী হয়। ১৮-২৯

মনসাদেবী এই প্রকারে বেদবিহিত পথ চিন্তা করত পতিকে জাগরিত করিলেন। তেজস্বী মুনিবর জাগরিত হইয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করত বলিলেন, হে সুব্রতে! তুমি পতিব্রতা হইয়াও কি নিমিত্ত অনভিপ্রায়মতে আমাকে নিদ্রিত অবস্থা হইতে জাগরিত করিলে? যে স্ত্রী—পতির অনিষ্ট-

তপশ্চানশনঞ্চৈব ব্রতং দানাদিকঞ্চ যৎ। ভর্ত্তুরপ্রিয়কারিণ্যাঃ সর্ব্বং ভবতি নিষ্ফলম্ ॥ ৩২
যয়া প্রিয়ঃ পূজিতশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ পূজিতস্তয়া। পতিব্রতাব্রতার্থঞ্চ পতিরূপো হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৩
সর্ব্বদানং সর্ব্বযজ্ঞঃ সর্ব্বতীর্থনিষেবণম্। সর্ব্বং ব্রতং তপঃ সর্ব্বমুপবাসাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৩৪
সর্ব্বধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ সর্ব্বদেবপ্রপূজনম্। তৎ সর্ব্বং স্বামিসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৩৫
পুণ্যে চ ভারতে বর্ষে পতিসেবাং করোতি যা। বৈকুণ্ঠে স্বামিনা সার্দ্ধং সা যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥ ৩৬
বিপ্রিয়ং কুরুতে ভর্ত্তুর্বিপ্রিয়ং বদতি প্রিয়ম্। অসৎকুলে প্রসূতা হি তৎফলং শ্রূয়তাং সতি ॥ ৩৭
কুম্ভীপাকং ব্রজেৎ সা চ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। ততো ভবতি চাণ্ডালী পতিপুত্রবিবর্জ্জিতা ॥ ৩৮
ইত্যুক্ত্বা চ মুনিশ্রেষ্ঠো বভূব স্ফুরিতাধরঃ। চকম্পে তেন সা সাধ্বী ভয়েনোবাচ তং পতিম্ ॥ ৩৯

সাধ্ব্যুবাচ—

সন্ধ্যালোপভয়েনৈব নিদ্রাভঙ্গঃ কৃতস্তব। কুরু শান্তিং মহাভাগ দুষ্টায়া মম সুব্রত ॥ ৪০
শৃঙ্গারাহারনিদ্রাণাং যশ্চ ভঙ্গং করোতি বৈ। স ব্রজেৎ কালসূত্রং বৈ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৪১
ইত্যুক্ত্বা মনসা দেবী স্বামিনশ্চরণাম্বুজে। পপাত ভক্ত্যা ভীতা চ রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪২
কুপিতঞ্চ মুনিং দৃষ্ট্বা শ্রীসূর্য্যং শপ্তুমুদ্যতম্। তত্রাজগাম ভগবান্ সন্ধ্যায়া সহ নারদ ॥ ৪৩
তত্রাগত্য মুনিং সম্যগুবাচ ভাস্করঃ স্বয়ম্। বিনয়েন চ ভীতশ্চ তয়া সহ যথোচিতম্ ॥ ৪৪

ভাস্কর উবাচ—

সূর্য্যাস্তসময়ং দৃষ্ট্বা সাধ্বী ধর্ম্মভয়েন চ। বোধয়ামাস ত্বাং বিপ্র শরণং ত্বামহং গতঃ ॥ ৪৫
ক্ষমস্ব ভগবন্ ব্রহ্মন্ মাং শপ্তুং নোচিতং মুনে। ব্রাহ্মণানাঞ্চ হৃদয়ং নবনীতসমং সদা ॥ ৪৬
তেষাং ক্ষণার্দ্ধং ক্রোধশ্চ যতো ভস্ম ভবেজ্জগৎ। পুনঃ স্রষ্টুং দ্বিজঃ শক্তো ন তেজস্বী দ্বিজাৎ পরঃ ॥ ৪৭
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণো বংশঃ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা। শ্রীকৃষ্ণং ভাবয়েন্নিত্যং ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥ ৪৮
সূর্য্যস্য বচনং শ্রুত্বা দ্বিজস্তুষ্টো বভূব হ। সূর্য্যো জগাম স্বস্থানং গৃহীত্বা ব্রাহ্মণাশিষম্ ॥ ৪৯

চেষ্টা করে, তাহার সকল ব্রতই ব্যর্থ। পতির অপ্রিয়কারিণী কামিনীর তপস্যা, উপবাস, ব্রত এবং দানাদি সকল প্রকার পুণ্য কর্ম্মই নিষ্ফল। যে স্ত্রী পতি-পূজা করে, তাহা কর্ত্তৃক জগৎপতি কমলাপতি শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হন। পতিব্রতা-গণের ব্রতস্বরূপ পতিই স্বয়ং হরি। সকল প্রকার দান, সকল প্রকার যজ্ঞ, সকল প্রকার তীর্থের সেবা, সকল প্রকার ব্রত, সকল প্রকার তপস্যা, সকল প্রকার উপবাস, সকল ধর্ম্ম, সত্য এবং সর্ব্বদেবের পূজা জন্য অগণ্য পুণ্যরাশি পতিসেবার ষোড়শ অংশের এক অংশেও তুলিত হয় না। যে নারী,—পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতে আগমনপূর্ব্বক পতির সেবা করে, সেই পতিব্রতা, পতির সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করত ব্রহ্মপদ লাভ করে। পতিব্রতে! যে স্ত্রী পতির প্রতি অপ্রিয় আচরণ এবং অপ্রিয় বচন প্রয়োগ করে, অসৎকুলজাতা সেই নারীর কর্ম্মফল শ্রবণ কর। ৩০-৩৭

যতদিন পর্য্যন্ত চন্দ্র এবং সূর্য্য স্ব স্ব কার্য্যের আধিপত্য অনুষ্ঠান করেন, তত দিন সেই নারী কুম্ভীপাক নরকের যন্ত্রণা অনুভব করে। তদনন্তর, সে পতিপুত্র-বিহীনা হইয়া চণ্ডালযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। এই বাক্য বলিয়া মুনিবরের,—ক্রোধপূর্ব্বক শাপবাক্য বলিবার নিমিত্ত অধর স্পন্দিত হইতে লাগিল। তখন মনসাদেবী ভয়ে কম্পিতা হইয়া বলিলেন, হে সুব্রত! মহাত্মন্! সন্ধ্যালোপ ভয়ে আমি আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি। এই অপরাধিনীর শাপান্ত করুন। যে ব্যক্তি,—আহার বিহার এবং নিদ্রার প্রতিবন্ধক হয়, তাহাকে চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত কালসূত্রনামক নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। মনসাদেবী, এই প্রকার বলিয়া ভক্তিসহকারে স্বামীর চরণপদ্মে পতিতা হইলেন এবং অতিশয় ভীতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। হে নারদ! মুনি—সূর্য্য দেবের প্রতি অভিশাপ প্রদানের নিমিত্ত ক্রোধ প্রকাশ করিলে, দিনকর সন্ধ্যার সহিত মুনিসমীপে উপস্থিত হইলেন। ৩৮-৪৩

সূর্য্যদেব সন্ধ্যার সহিত ভীত হইয়া বিনয়পূর্ব্বক মুনিবরকে যথোচিত বাক্যে সান্ত্বনাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"হে মুনিবর! ধর্ম্মভীরু আপনার পত্নী সূর্য্যাস্ত-সময় দেখিয়া ধর্ম্ম-লোপভয়ে আপনাকে প্রবোধিত করিয়াছেন, আমিও আপনার শরণাপন্ন। হে ব্রহ্মন্! ক্ষান্ত হউন; আমার প্রতি ক্রোধ করা আপনার অনুচিত; শান্তস্বভাব মুনিগণের চিত্ত নবনীত হইতেও সুকোমল। ব্রাহ্মণসত্তম! ব্রাহ্মণেরা ক্রোধ করিলে, ক্ষণকালের মধ্যে ত্রিজগৎ ভস্মীভূত এবং ইচ্ছা করিলে, পুনর্ব্বার সেই জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তেজস্বী দ্বিতীয় আর নাই। ব্রহ্মার বংশসম্ভূত ব্রহ্মণ্যতেজে প্রাজ্বল্যমান ব্রাহ্মণ,—নিত্য ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময় এবং সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর ভাবনা করেন। জরৎকারু মুনি,—সূর্য্যের বিনয় বচন-শ্রবণে সন্তুষ্ট হইলেন। সূর্য্যও ব্রাহ্মণাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করত স্বস্থানে প্রস্থিত হইলেন।

তত্যাজ মনসাং বিপ্রঃ প্রতিজ্ঞাপালনায় চ। রুদতীং শোকসংযুক্তাং হৃদয়েন বিদূয়তা। ৫০
সা সস্মার গুরুং শম্ভুমিষ্টদেবং বিধিং হরিম্। কশ্যপং জন্মদাতারং বিপত্তৌ ভয়কর্ষিতা। ৫১
তত্রাজগাম গোপীশো ভগবাঞ্চম্ভুরেব চ। বিধিশ্চ কশ্যপশ্চৈব মনসা পরিচিন্তিতঃ। ৫২
দৃষ্ট্বা বিপ্রোঽভীষ্টদেবং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্। তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা প্রণনাম মুহুর্মুহুঃ। ৫৩
নমশ্চকার শম্ভুঞ্চ ব্রহ্মাণং কশ্যপং তথা। কথমাগমনং দেবা ইতি প্রশ্নং চকার সঃ। ৫৪
ব্রহ্মা তদ্বচনং শ্রুত্বা সহসা সময়োচিতম্। প্রত্যুবাচ নমস্কৃত্য হৃষীকেশ-পদাম্বুজম্। ৫৫
যদি ত্যক্তা ধর্ম্মপত্নী ধর্ম্মিষ্ঠা মনসা সতী। কুরুষ্বাস্যাং সুতোৎপত্তিং স্বধর্ম্মপালনায় বৈ। ৫৬
গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ ভিক্ষুর্বনচরোঽপি বা। জায়ায়াঞ্চ সুতোৎপত্তিং কৃত্বা পশ্চাত্ত্যজেন্মুনে। ৫৭
অকৃত্বা তু সুতোৎপত্তিং বিরাগী যস্ত্যজেৎ প্রিয়াম্। স্রবতে তস্য পুণ্যঞ্চ চালন্যাঞ্চ যথা জলম্। ৫৮
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা জরৎকারুর্মুনীশ্বরঃ। চকার নাভিসংস্পর্শং যোগেন মন্ত্রপূর্ব্বকম্।
মনসায়া মুনিশ্রেষ্ঠ মুনিশ্রেষ্ঠ উবাচ তাম্। ৫৯

জরৎকারুরুবাচ—

গর্ভেণানেন মনসে তব পুত্রো ভবিষ্যতি। জিতেন্দ্রিয়াণাং প্রবরো ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণাগ্রণীঃ। ৬০
তেজস্বী চ তপস্বী চ যশস্বী চ গুণান্বিতঃ। বরো বেদবিদাঞ্চৈব জ্ঞানিনাং যোগিনাং তথা। ৬১
স চ পুত্রো বিষ্ণুভক্তো ধার্ম্মিকঃ কুলমুদ্ধরেৎ। নৃত্যন্তি পিতরঃ সর্ব্বে জন্মমাত্রেণ বৈ মুদা। ৬২
পতিব্রতা সুশীলা যা সা প্রিয়-প্রিয়বাদিনী। ধর্ম্মিষ্ঠা পুত্রমাতা চ কুলস্ত্রী কুলপালিকা। ৬৩
হরিভক্তিপ্রদো বন্ধুর্ন চাভীষ্টসুখপ্রদঃ। ৬৪
যো বন্ধুশ্চেৎ স চ পিতা হরিবর্ত্মপ্রদর্শকঃ। সা গর্ভধারিণী যা চ গর্ভবাসবিমোচনী। ৬৫
দয়ারূপা চ ভগিনী যমভীতি-বিমোচনী। বিষ্ণুমন্ত্র-প্রদাতা চ স গুরুর্বিষ্ণুভক্তিদঃ। ৬৬
গুরুশ্চ জ্ঞানদো যো হি যজ্‌জ্ঞানং কৃষ্ণভাবনম্। আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্তং যতো বিশ্বং চরাচরম্। ৬৭

দ্বিজবর প্রতিজ্ঞা-পালনের নিমিত্ত মনসাকে পরিত্যাগ করিলেন। মনসাও বিষণ্ণমানসে শোকে রোদন করিতে লাগিলেন। ৪৪-৫০

তখন মনসাদেবী বিপদ্‌গ্রস্তা হইয়া বিষ্ণু, গুরু মহাদেব, ইষ্টদেব ব্রহ্মা এবং জনক কশ্যপকে স্মরণ করিলেন। মনসাদেবী চিন্তা করিবামাত্রই ভগবান্ গোপীনাথ মহাদেব ব্রহ্মা এবং কশ্যপ সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। মহামুনি জরৎকারু নির্গুণ প্রকৃতি হইতে পৃথক্ অভীষ্ট দেবের আগমন দর্শন করত পরমভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিলেন। পৃথক্ পৃথক্‌রূপে মহাদেব, ব্রহ্মা এবং কশ্যপকে প্রণাম করত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অমরবর্গ! আপনারা কি নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন? ব্রহ্মা—মুনির বাক্য শ্রবণ করত হৃষীকেশের পদাম্বুজে নমস্কারপূর্ব্বক সময়োচিত বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৫১-৫৫

হে ধার্ম্মিকবর। তোমার যদি পতিব্রতা ধর্ম্মপরায়ণা, ধর্ম্মপত্নীর পরিত্যাগই নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে নিজধর্ম্ম রক্ষার্থে ইহাতে পুত্রোৎপত্তি কর। হে মুনে! যে কাল পর্য্যন্ত পত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন-দ্বারা পিতৃঋণ শোধ না হয়, তদবধি যতি, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু অথবা বনচারী পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাবলম্বী হইবে না। যে ব্যক্তি, পত্নীতে পুত্রোৎপাদন না করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করে, চালনীতে জল যে প্রকারে কিঞ্চিৎক্ষণও অবস্থান করে না, তদ্রূপ তাহার নিকট হইতে পুণ্যসমূহও পলায়ন করে। মুনিবর জগৎকারু ব্রহ্মার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করত যোগবলে মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক মনসার নাভিস্পর্শ করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—মনসে! তোমার এই গর্ভে জিতেন্দ্রিয়-প্রবর ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণদিগের অগ্রগণ্য পুত্র উৎপন্ন হইবে এবং সেই পুত্র—তেজস্বী, তপস্বী, যশস্বী এবং সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন হইবে। আমার পুত্র,—জ্ঞানী, যোগী এবং বেদবিদ্‌গণের মধ্যেও প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইবে। বিষ্ণুপরায়ণ ধার্ম্মিক সেই পুত্র আমার বংশের অবতংস হইয়া কুল উদ্ধার করিবে। এইরূপ পুত্রের জন্ম মাত্রেই পিতৃগণ আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকেন। পতিব্রতা, সৎস্বভাবা, মিষ্টভাষিণী, ধর্ম্মিষ্ঠা, সৎকুলজাতা এবং কুল-ধর্ম্ম-রক্ষাকারিণী প্রিয়াই প্রশস্ত পত্নীশব্দের অভিধেয়, তাদৃশী পত্নীই উক্ত প্রকার পুত্রের মাতা হইয়া থাকেন। যাহা হইতে হরিভক্তি লাভ হয়, সেই প্রকৃত বন্ধু এবং যিনি হরিপ্রাপ্তির পথ দর্শন করাইয়া দেন, তিনিই প্রকৃত পিতৃপদের বাচ্য। তিনিই গর্ভধারিণী,—যিনি দারুণ গর্ভবাসজন্য দুঃখ নাশ করেন; যিনি যমভয়-নিবারণ করেন, তিনিই প্রকৃত দয়াবতী ভগিনী এবং যিনি বিষ্ণুমন্ত্রদানপূর্ব্বক বিষ্ণুভক্তি উপদেশ করেন, তিনিই ইষ্টদেব। ব্রহ্মা অবধি স্তম্ব পর্য্যন্ত চরাচরাত্মক জগৎসমূহ যাঁহা হইতে আবির্ভূত এবং যাঁহাতে লীন হইতেছে, সেই পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাই পরম জ্ঞান, তাহা অপেক্ষা অন্য জ্ঞান আর কি

আবির্ভূতং তিরোভূতং কিংবা জ্ঞানং তদন্যতঃ। বেদজং যজ্ঞজং যদ্যত্তৎ সারং হরিসেবনম্ ॥ ৬৮
তত্ত্বানাং সারভূতঞ্চ হরেরন্যদ্বিড়ম্বনম্। দত্তং জ্ঞানং ময়া তুভ্যং স স্বামী জ্ঞানদো হি যঃ ॥ ৬৯
জ্ঞানাৎ প্রমুচ্যতে বন্ধাৎ স রিপুর্যো হি বন্ধদঃ। বিষ্ণুভক্তিযুতং জ্ঞানং নো দদাতি হি যো গুরুঃ।
স রিপুঃ শিষ্যঘাতী চ যতো বন্ধান্ন মোচয়েৎ ॥ ৭০
জননীগর্ভজক্লেশাদ্ যমযা তনয়া তথা। ন মোচয়েদ্ যঃ স কথং গুরুস্তাতো হি বান্ধবঃ ॥ ৭১
পরমানন্দরূপঞ্চ কৃষ্ণমার্গমনশ্বরম্। ন দর্শয়েদ্ যঃ সততং কীদৃশো বান্ধবো নৃণাম্ ॥ ৭২
ভজ সাধ্বি পরং ব্রহ্মাচ্যুতং কৃষ্ণঞ্চ নির্গুণম্। নির্ম্মূলঞ্চ ভবেৎ পুংসাং কর্ম্ম বৈ তস্য সেবয়া ॥ ৭৩
ময়া ছলেন ত্বং ত্যক্তা ক্ষমস্বৈবং মম প্রিয়ে। ক্ষমাযুতানাং সাধ্বীনাং সত্ত্বাৎ ক্রোধো ন বিদ্যতে ॥ ৭৪
পুষ্করে তপসে যামি গচ্ছ দেবি যথাসুখম্। শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজে নিঃস্পৃহাণাং মনোরথাঃ ॥ ৭৫
জরৎকারুবচঃ শ্রুত্বা মনসা শোককাতরা। সাশ্রুনেত্রা চ বিনয়াদুবাচ প্রাণবল্লভম্ ॥ ৭৬

মনসোবাচ—

দোষো নাস্ত্যেব মে ত্যক্তুং নিদ্রাভঙ্গেন তে প্রভো ॥ ৭৭
যত্র স্মরামি ত্বাং নিত্যং তত্র মামাগমিষ্যসি। বন্ধুভেদঃ ক্লেশতমঃ পুত্রভেদস্ততঃ পরম্ ॥ ৭৮
প্রাণেশভেদঃ প্রাণানাং বিচ্ছেদাৎ সর্ব্বতঃ পরঃ। পতিঃ পতিব্রতানাঞ্চ শতপুত্রাধিকং প্রিয়ঃ ॥ ৭৯
সর্ব্বস্মাত্তু প্রিয়ঃ স্ত্রীণাং প্রিয়স্তেনোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৮০
পুত্রেষু চৈকপুত্রাণাং বৈষ্ণবানাং যথা হরৌ। নেত্রে যথৈকনেত্রাণাং তৃষিতানাং যথা জলে।
ক্ষুধিতানাং যথান্নে চ কামুকানাঞ্চ মৈথুনে ॥ ৮১
যথা পরস্বে চৌরাণাং যথা জারে কুযোষিতাম্। বিদুষাঞ্চ যথা শাস্ত্রে বাণিজ্যে বাণিজাং যথা ॥ ৮২
তথা শশ্বন্মনঃ কান্তে সাধ্বীনাং যোষিতাং প্রভো। ইত্যুক্ত্বা মনসা দেবী পপাত স্বামিনঃ পদে ॥ ৮৩

আছে? সেই জ্ঞানের উপদেষ্টাই গুরুপদের বাচ্য। বেদ এবং যোগনির্দ্দিষ্ট যে কোন বিষয় আছে, তন্মধ্যে হরিসেবা সকলের সার। ৫৬-৬৮

তত্ত্বজ্ঞানসমূহের সারপ্রতিপাদ্যই হরি। তদ্ভিন্ন সকলই বিড়ম্বনা। তোমাকে আমি নির্ম্মল জ্ঞান অর্পণ করিলাম। যিনি—স্ত্রীকে নির্ম্মল জ্ঞান উপদেশ করেন, তিনিই স্বামী। জ্ঞান দ্বারা জীব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি সেই বন্ধনকর কার্য্যে নিযুক্ত করে, তদপেক্ষা অন্য শত্রু নাই এবং যিনি বিষ্ণুভক্তিজনক জ্ঞান উপদেশ করেন, তিনিই গুরু। যাহা হইতে ভববন্ধন মোচনের উপদেশ না পাওয়া যায়, সেই ব্যক্তি,—বিষম বৈরী এবং শিষ্যঘাতী। যে ব্যক্তি বারংবার জননীর জঠর-নিবাসজন্য এবং যমদূতগণের বিষম প্রহারজাত দুঃখ হইতে মুক্ত করিতে না পারে,—সে কি প্রকারে গুরু, পিতা অথবা বন্ধু হইবে? যে ব্যক্তি, পরম আনন্দজনক অনশ্বর কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় উপদেশ না করে, সে কি প্রকারে মনুষ্যগণের বন্ধু হইবে। হে পতিব্রতে! পতির উপদেশ পরমব্রহ্ম নির্গুণ অচ্যুতস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সেবা কর। তাঁহার সেবা দ্বারা পুরাকৃত কর্ম্মসমূহ বিনষ্ট হইবে। হে দেবি! আমি ছলে তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, বাস্তবিকই তুমি দোষশূন্যা। আমাকে ক্ষমা কর। ক্ষমাশীলা পতিব্রতাগণ সত্ত্ব-বলে ক্রোধকে মনেও স্থান প্রদান করেন না। হে দেবি! আমি তপস্যার নিমিত্ত পুষ্কর-তীর্থে প্রস্থান করিতেছি। তুমি ইচ্ছানুরূপ স্থানে প্রস্থান কর। ভোগাভিলাষশূন্য ব্যক্তিদিগের মন শ্রীকৃষ্ণচরণ-সরোরুহে নিমগ্ন হয়। ৬৯-৭৫

জরৎকারুর বাক্য শ্রবণ করত মনসা শোক-কাতরা হইয়া সজল-নয়নে বিনয়পূর্ব্বক প্রাণনাথকে বলিতে লাগিলেন, হে প্রাণবন্ধো। নিদ্রাভঙ্গ অপরাধে আপনা কর্তৃক পরিত্যক্তা হইলাম; কিন্তু আমি যে স্থানে আপনাকে স্মরণ করিব,—তৎক্ষণাৎ আমাকে দর্শন দিতে হইবে। প্রাণিগণের পক্ষে বন্ধুবিচ্ছেদ ক্লেশকর হয়, পুত্র-বিয়োগ তাহা অপেক্ষা অধিক ক্লেশকর হয়; কিন্তু প্রাণেশ্বর পতির বিরহ অতিপ্রিয়-প্রাণ বিয়োগ অপেক্ষাও অধিক কষ্টদায়ক হয়। পতিব্রতা রমণীদিগের পতি, শতপুত্রের অপেক্ষাও প্রিয় এবং পতি সকল অপেক্ষা অধিক প্রিয়তম হওয়ায়, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে প্রিয় শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। যাহার এক পুত্র, তাহার যে প্রকার সেই পুত্রে, বৈষ্ণবগণের যেরূপ হরির প্রতি, একচক্ষু ব্যক্তিদের যে প্রকার সেই চক্ষুর প্রতি, তৃষিত ব্যক্তির যেরূপ জলের প্রতি, বুভুক্ষিত ব্যক্তির যে প্রকার অন্নে, কামুকগণের যেরূপ মৈথুনে, চৌরগণের যে প্রকার পরধনে, কুলটাগণের যেরূপ উপপতির প্রতি, বিদ্বান্ ব্যক্তির যেরূপ বিদ্যায় এবং বণিকগণের যে প্রকার বাণিজ্য কর্ম্মের প্রতি সর্ব্বদাই মন আসক্ত থাকে, তদ্রূপ পতিব্রতাগণেরও মন নিরন্তর পতির অনুসরণ করে—এই কথা বলিয়া মনসাদেবী, মুনিবরের চরণে পতিতা হইলেন। ৭৬-৮৩

জরৎকারু ক্রোড়ে তাং কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ। নেত্রোদকেন মনসাং স্নাপয়ামাস তাং মুনিঃ। ৮৪
সাশ্রুনেত্রা মুনেঃ ক্রোড়ং সিষেচ ভেদকাতরা। তদা জ্ঞানেন তৌ দ্বৌ চ বিশোকৌ সম্বভূবতুঃ। ৮৫
স্মারং স্মারং পদাম্ভোজং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। জগাম তপসে বিপ্রঃ স্বকান্তাং সম্প্রবোধ্য চ। ৮৬
জগাম মনসা শম্ভোঃ কৈলাসং মন্দিরং গুরোঃ। পার্ব্বতী বোধয়ামাস মনসাং শোককর্ষিতাম্।
শিবশ্চাতীব জ্ঞানেন শিবেন চ শিবালয়ঃ। ৮৭
সুপ্রশস্তে দিনে সাধ্বী সুষুবে মঙ্গলক্ষণে। নারায়ণাংশং পুত্রং তং যোগিনাং জ্ঞানিনাং গুরুম্। ৮৮
গর্ভস্থিতো মহাজ্ঞানং শ্রুত্বা শঙ্করবক্ত্রতঃ। সম্বভূব চ যোগীন্দ্রো যোগিনাং জ্ঞানিনাং গুরুঃ। ৮৯
জাতকং কারয়ামাস বাচয়ামাস মঙ্গলম্। বেদাংশ্চ পাঠয়ামাস শিবায় চ শিবঃ শিশোঃ। ৯০
মণিরত্নকিরীটাংশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ শিবঃ। পার্ব্বতী চ গবাং লক্ষং রত্নানি বিবিধানি চ। ৯১
শম্ভুশ্চ চতুরো বেদান্ বেদাঙ্গানিতরাংস্তথা। বালকং পাঠয়ামাস জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়ং পরম্। ৯২
ভক্তিরস্ত্যধিকা কান্তেঽভীষ্টদেবে গুরৌ তথা। যস্যাস্তেন চ তৎপুত্রো বভূবাস্তীক এব চ। ৯৩
জগাম তপসে বিষ্ণোঃ পুষ্করং শঙ্করাজ্ঞয়া। সম্প্রাপ্য চ মহামন্ত্রং ততশ্চ পরমাত্মনঃ। ৯৪
দিব্যং বর্ষত্রিলক্ষঞ্চ তপস্তপ্ত্বা তপোধনঃ। আজগাম মহাযোগী নমস্কর্ত্তুং শিবং প্রভুম্। ৯৫
শঙ্করঞ্চ নমস্কৃত্য স্থিত্বা তত্রৈব বালকঃ। সা চাজগাম মনসা কশ্যপস্যাশ্রমং পিতুঃ। ৯৬
তাং সপুত্রাং সুতাং দৃষ্ট্বা মুদং প্রাপ প্রজাপতিঃ। ৯৭
শতলক্ষঞ্চ রত্নানাং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুনে। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস সোঽসংখ্যান্ শ্রেয়সে শিশোঃ। ৯৮
অদিতিশ্চ দিতিশ্চান্যা মুদং প্রাপ পরন্তপ। সা সপুত্রা চ সুচিরং তস্থৌ তাতালয়ে সদা।
তদীয়ং পুনরাখ্যানং বক্ষ্যামি তন্নিশাময়। ৯৯
অথাভিমন্যুতনয়ে ব্রহ্মশাপঃ পরিক্ষিতে। বভূব সহসা ব্রহ্মন্ দৈবদোষেণ কর্ম্মণা। ১০০
সপ্তাহে সমতীতে তু তক্ষকস্ত্বাঞ্চ ধক্ষ্যতি। শশাপ শৃঙ্গী তত্রৈব কৌশিক্যাশ্চ জলেন বৈ। ১০১

কৃপানিধি মুনি, কৃপাপূর্ব্বক কিঞ্চিৎকাল প্রিয়তমাকে ক্রোড়ে করিলেন। জরৎকারু নয়নজলে প্রিয়তমাকে সিক্ত করিলেন। মনসাদেবীও প্রিয়বিরহে কাতরা হইয়া নিজ নয়ননীরে প্রাণনাথের ক্রোড় আর্দ্র করিয়া দিলেন। তদনন্তর, তাঁহারা দুই জনে জ্ঞানবলে শোক-সম্বরণ করিলেন। মহামুনি জরৎকারু,—নিজ পত্নীকে নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে তপস্যার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। মনসাও ইষ্টদেব মহাদেবের ধাম কৈলাসশিখরে গমন করিলেন। পার্ব্বতীদেবী প্রবোধবচনে মনসার শোক-নিবারণ করিতে লাগিলেন। মঙ্গলনিলয় মহাদেবও মঙ্গলকর জ্ঞানোপদেশ দ্বারা তাঁহার শোক দূর করিলেন। পতিব্রতা মনসাদেবী, প্রশস্ত দিনে শুভক্ষণে নারায়ণের অংশস্বরূপ জ্ঞানী এবং যোগিগণের গুরু পুত্রকে প্রসব করিলেন। সেই পুত্র মাতৃ-গর্ভে নিবাসকালে পঞ্চাননের পঞ্চমুখোচ্চারিত মহাজ্ঞান শ্রবণ করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি যোগীন্দ্রদের যোগী এবং জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ৮৪-৮৯

মহাদেব তাঁহার মঙ্গল বাচনপূর্ব্বক জাতকাদি কার্য্য সমস্ত সম্পন্ন করাইলেন এবং মঙ্গলের নিমিত্ত সেই শিশুকে বেদাধ্যয়ন করাইলেন। মহাদেব, ব্রাহ্মণগণকে মণি রত্ন, কিরীট প্রদান করিলেন এবং পার্ব্বতীও একলক্ষ গো এবং বহুতর রত্ন দান করিলেন। মহাদেব অঙ্গের সহিত চতুর্ব্বেদ এবং পরম মৃত্যুঞ্জয়জ্ঞান বালককে যত্নে অধ্যয়ন করাইলেন। নিজ পতি, অভীষ্টদেব এবং গুরুতে মনসাদেবীর ভক্তি থাকায়, তিনি অস্তি নামে প্রসিদ্ধা হন; সুতরাং তাঁহার পুত্র আস্তিকনামে অভিহিত হইলেন। আস্তিক মহাদেবের আজ্ঞায় হরির আরাধন-নিমিত্ত পুষ্কর তীর্থে গমন করিলেন। মহামন্ত্র এবং পরমাত্মা হরির তপস্যাক্রম প্রাপ্ত হইয়া মহাযোগী মহাতপস্বী আস্তিক,—দৈব পরিমাণে তিন লক্ষ বৎসর তপস্যা করত মহাদেবকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। ৯০-৯৫

মনসাদেবী মহাদেবকে নমস্কার করত বালককে সঙ্গে লইয়া জনক কশ্যপ মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। হে নারদ। কশ্যপ মুনি ঋষি সপুত্রা দুহিতাকে লাভ করত পরমানন্দে শত লক্ষ রত্ন ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন এবং বালকের কল্যাণ-কামনায় অপরিমিত ব্রাহ্মণগণকে উপাদেয় ভোজন করাইলেন। দিতি এবং অদিতি প্রভৃতি কশ্যপপত্নীগণ অতিশয় আনন্দলাভ করিলেন। মনসাদেবী পুত্রের সহিত পিতৃভবনে বহুকাল বাস করিলেন। সম্প্রতি মনসাপুত্র, আস্তিকের উপাখ্যান বর্ণন করি, শ্রবণ কর। ৯৬-৯৯

হে মুনে। অভিমন্যু-পুত্র পরিক্ষিৎ দৈবদোষে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইলেন। হঠাৎ মহাতেজা শৃঙ্গী মুনি কৌশিকী-নদীর জল স্পর্শপূর্ব্বক "সপ্তাহকালের মধ্যে তক্ষক তোমাকে দংশন করিবে" এই দারুণ

রাজা শ্রুত্বা তৎপ্রবৃত্তিং নির্ব্বাতস্থানমাগতঃ। তত্র তস্থৌ চ সপ্তাহং দেহরক্ষণতৎপরঃ ॥ ১০২
সপ্তাহে সমতীতে তু গচ্ছন্তং তক্ষকং পথি। ধন্বন্তরির্দংশং মোক্তুং দদর্শ গামুকঃ পথি ॥ ১০৩
তয়োর্বভূব সংবাদঃ সুপ্রীতিশ্চ পরস্পরম্ ॥ ১০৪
ধন্বন্তরির্মণিং প্রাপ তক্ষকঃ স্বেচ্ছয়া দদৌ। স যযৌ তং গৃহীত্বা তু সন্তুষ্টো হৃষ্টমানসঃ ॥ ১০৫
তক্ষকো ভক্ষয়ামাস নৃপং তং মঞ্চকে স্থিতম্। রাজা জগাম তরসা দেহং ত্যক্ত্বা পরত্র চ ॥ ১০৬
সংস্কারং কারয়ামাস পিতুর্ব্বৈ জনমেজয়ঃ। রাজা চকার যজ্ঞঞ্চ সর্পসত্রং ততো মুনে ॥ ১০৭
প্রাণাংস্তত্যাজ সর্পাণাং সমূহো ব্রহ্মতেজসা। স তক্ষকো বৈ ভীতশ্চ মহেন্দ্রং শরণং যযৌ ॥ ১০৮
সেন্দ্রঞ্চ তক্ষকং হন্তুং বিপ্রবর্গঃ সমুদ্যতঃ। অথ দেবাশ্চ সেন্দ্রাশ্চ সঞ্জগ্মুর্মনসান্তিকম্ ॥ ১০৯
তাং তুষ্টাব মহেন্দ্রশ্চ ভয়কাতরবিহ্বলঃ। তত আস্তীক আগত্য যজ্ঞঞ্চ মাতুরাজ্ঞয়া।
মহেন্দ্রতক্ষকপ্রাণান্ যযাচে ভূমিপং পরম্ ॥ ১১০
দদৌ বরং নৃপশ্রেষ্ঠঃ কৃপয়া ব্রাহ্মণাজ্ঞয়া। যজ্ঞং সমাপ্য বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাঞ্চ দদৌ মুদা ॥ ১১১
বিপ্রাশ্চ মুনয়ো দেবা গত্বা চ মনসান্তিকম্। মনসাং পূজয়ামাসুস্তুষ্টুবুশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১১২
শক্রঃ সংভৃতসম্ভারো ভক্তিযুক্তঃ সদা শুচিঃ। মনসাং পূজয়ামাস তুষ্টাব পরমাদরম্ ॥ ১১৩
নত্বা ষোড়শোপচারং বলিঞ্চ তৎপ্রিয়ং তদা। প্রদদৌ পরিতুষ্টশ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাজ্ঞয়া ॥ ১১৪
সম্পূজ্য মনসাং দেবীং প্রযযুঃ স্বালয়ঞ্চ তে। ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১১৫

নারদ উবাচ—

কেন স্তোত্রেণ তুষ্টাব মহেন্দ্রো মনসাং সতীম্। পূজাবিধিক্রমং তস্যাঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১১৬

নারায়ণ উবাচ—

সুস্নাতঃ শুচিরাচান্তো ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী। রত্নসিংহাসনে দেবীং বাসয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ১১৭

অভিশাপ প্রদান করেন। মহারাজ পরিক্ষিৎ, মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া যথায় বায়ুর পর্য্যন্তও গতি নাই, —এইরূপ স্থানে গমন করিলেন এবং সেই স্থানে দেহরক্ষণতৎপর হইয়া সপ্তাহ কাল অবস্থান করিলেন। সপ্তম দিবসে ধন্বন্তরি তক্ষককে পরিক্ষিদ্দংশনের নিমিত্ত পথে গমন করিতে দেখিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের সহিত আলাপ হওয়ায়, উভয়েই আনন্দিত হইলেন। তক্ষক, ধন্বন্তরির সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত স্বয়ং মহামূল্য মণি প্রদান করিলেন। ধন্বন্তরি মণিলাভে আনন্দিত হইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। তক্ষকও মঞ্চোপরি উপবিষ্ট পরিক্ষিৎকে দংশন করিল। মহারাজ পরিক্ষিৎ, তক্ষক-দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন। তাঁহার পুত্র জনমেজয় পিতৃশোকে আকুল হইয়া পিতার সংস্কারাদি ঊর্দ্ধদেহিকী ক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন। হে মুনিবর! অনন্তর রাজা জনমেজয় (পিতৃমারণের প্রতিকার-সাধনেচ্ছায়) সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সেই যজ্ঞানলে সর্পসকল জাজ্জ্বল্যমান যাজ্ঞিক অনলে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। মহারাজ পরিক্ষিতের দংশনকারী তক্ষক, প্রাণভয়ে দেবেন্দ্রের শরণাগত হইল। ১০৩-১০৮

তখন বিপ্রগণ ইন্দ্রের সহিত তক্ষকের বধার্থ উদ্যোগ করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ মনসার সমীপে উপনীত হইলেন এবং ইন্দ্রাদিদেব ভয়ে কাতর হইয়া ব্যাকুলভাবে মনসার স্তব করিলেন। তদনন্তর মুনিকুমার আস্তিক, জননীর আজ্ঞায় জনমেজয়ের যজ্ঞস্থানে আগমন করত রাজার নিকট ইন্দ্র এবং তক্ষকাদি সর্পগণের প্রাণরক্ষার প্রার্থনা পূরণ করিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়, ব্রাহ্মণগণের আদেশানুসারে দয়া করিয়া মুনির প্রার্থনা পূরণ করিলেন এবং যজ্ঞসমাপনপূর্ব্বক আনন্দে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ, মুনি এবং দেবগণ, মনসার সমীপে গমন করত তাঁহার পূজা করিলেন এবং পৃথক পৃথক-রূপে স্তব করিলেন। নিরন্তর পবিত্র ইন্দ্রদেব,—নানা উপহারে মনসাদেবীর পূজা করত ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিলেন। ইন্দ্রদেব পরিতুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের আজ্ঞায় ষোড়শ উপচারে বলি দ্বারা মনসাদেবীর পূজা করত নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই মনসার উপাখ্যান বর্ণন করিলাম। অনন্তর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিবে? ১০৯-১১৫

নারদ বলিলেন,—দেবেন্দ্র কিরূপ স্তবে মনসা দেবীর স্তব এবং কিরূপ বিধানে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বিষয় যথাযথ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। নারায়ণ বলিলেন,—ইন্দ্রদেব,—শুদ্ধরূপে স্নানান্তে শুক্ল বস্ত্রদ্বয় পরিধান করত ভক্তিসহকারে আচমনপূর্ব্বক রত্নসিংহাসনে দেবীকে,

স্বর্গঙ্গায়া জলেনৈব রত্নকুম্ভস্থিতেন চ। স্নাপয়ামাস মনসাং মহেন্দ্রো বেদমন্ত্রতঃ। ১১৮
বাসসী বাসয়ামাস বহ্নিশুদ্ধে মনোহরে। সর্ব্বাঙ্গে চন্দনং কৃত্বা পাদ্যার্ঘ্যং ভক্তিসংযুতঃ। ১১৯
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্। সম্পূজ্যাদৌ দেবষট্কং পূজয়ামাস তাং সতীম্। ১২০
ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মনসাদেব্যৈ স্বাহেত্যেবঞ্চ মন্ত্রতঃ। দশাক্ষরেণ মূলেন দদৌ সর্ব্বং যথোচিতম্। ১২১
দত্ত্বা ষোড়শোপচারান্ দুর্লভান্ দেবনায়কঃ। পূজয়ামাস ভক্ত্যা চ বিষ্ণুনা প্রেরিতো মুদা। ১২২
বাদ্যং নানাপ্রকারঞ্চ বাদয়ামাস তত্র বৈ। বভূব পুষ্পবৃষ্টিশ্চ নভসো মনসোপরি। ১২৩
দেববিপ্রাজ্ঞয়া তত্র ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাজ্ঞয়া। তুষ্টাব সাশ্রুনেত্রশ্চ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ। ১২৪

পুরন্দর উবাচ—

দেবি ত্বাং স্তোতুমিচ্ছামি সাধ্বীনাং প্রবরাং বরাম্। পরাৎপরাঞ্চ পরমাং ন হি স্তোতুং ক্ষমোঽধুনা। ১২৫
স্তোত্রাণাং লক্ষণং বেদে স্বভাবাখ্যানতৎপরম্। ন ক্ষমঃ প্রকৃতে বক্তুং গুণানাং গণনাং তব। ১২৬
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ত্বং কোপহিংসাবিবর্জ্জিতা। ন চ শক্তো মুনিস্তেন ত্যক্তুং যাচ্ঞা কৃতা যতঃ। ১২৭
ত্বং ময়া পূজিতা সাধ্বী জননী মে যথাদিতিঃ। দয়ারূপা চ ভগিনী ক্ষমারূপা যথা প্রসূঃ। ১২৮
ত্বয়া মে রক্ষিতাঃ প্রাণাঃ পুত্রদারাঃ সুরেশ্বরি। অহং করোমি ত্বৎপূজাং প্রীতিশ্চ বর্দ্ধতাং সদা। ১২৯
নিত্যা যদ্যপি পূজ্যা ত্বং সর্ব্বত্র জগদম্বিকে। তথাপি তব পূজাঞ্চ বর্দ্ধয়ামি সুরেশ্বরি। ১৩০
যে ত্বামাষাঢ়সংক্রান্ত্যাং পূজয়িষ্যন্তি ভক্তিতঃ। পঞ্চম্যাং মনসাখ্যায়াং মাসান্তে বা দিনে দিনে। ১৩১
পুত্রপৌত্রাদয়স্তেষাং বর্দ্ধন্তে চ ধনানি বৈ। যশস্বিনঃ কীর্ত্তিমন্তো বিদ্যাবন্তো গুণান্বিতাঃ। ১৩২
যে ত্বাং ন পূজয়িষ্যন্তি নিন্দন্ত্যজ্ঞানতো জনাঃ। লক্ষ্মীহীনা ভবিষ্যন্তি তেষাং নাগভয়ং সদা। ১৩৩
ত্বং স্বয়ং সর্ব্বলক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে কমলালয়া। নারায়ণাংশো ভগবান্ জরৎকারুর্ম্মুনীশ্বরঃ। ১৩৪
তপসা তেজসা ত্বাঞ্চ মনসা সসৃজে পিতা। অস্মাকং রক্ষণায়ৈব তেন ত্বং মনসাভিধা। ১৩৫

উপবেশন করাইলেন। ইন্দ্রদেব,—বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক রত্নকলসপূর্ণ মন্দাকিনীজল দ্বারা মনসা দেবীকে স্নান করাইলেন। তৎপরে বহ্নিশুদ্ধ মনোহর বস্ত্রদ্বয় পরিধান করাইয়া সর্ব্বাঙ্গ চন্দন দ্বারা লেপন করিলেন এবং পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব এবং পার্ব্বতীকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া তদনন্তর মনসাদেবীর পূজা করিলেন। "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মনসাদেব্যৈ স্বাহা" এই দশাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সকল বস্তু তাঁহার উদ্দেশে অর্পণ করিলেন। ইন্দ্র দুর্লভ সুলভ ষোড়শ উপাচার ভক্তিপূর্ব্বক সংগ্রহ করত বিষ্ণুর আদেশে আনন্দপূর্ব্বক পূজা করিলেন। নানাপ্রকার বাদ্যের শব্দে দশ দিক্ ব্যাপ্ত হইল এবং মনসা-দেবীর উপরি স্বর্গ হইতে কুসুমবৃষ্টি পতিত হইল। দেব, বিপ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের আদেশে ইন্দ্র সজল নয়নে পুলকিত শরীরে স্তব করিতে লাগিলেন। ১১৬-১২৪

হে পতিব্রতা-প্রধানে! সর্ব্বশ্রেষ্ঠে! মনসাদেবি! আমি আপনার স্তব করিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু পরাপররূপিণী পরমেশ্বরী স্বরূপা তোমার স্তব করিতে আমার কোন ক্ষমতা নাই। বেদে স্তোত্র শব্দের অর্থ স্বরূপকথন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে প্রকৃতে! আপনার অসীম গুণ বর্ণনা করা আমার অসাধ্য। হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণি! আপনার শরীরে হিংসা এবং ক্রোধ—লেশমাত্রও নাই। মুনিবর জরৎকারু আপনার সৎস্বভাবতাগুণে স্বত আপনাকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই, আপনার অনুমতি-প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হে দেবি! হে পতিব্রতে! আপনাকে দেবজননী মাতা অদিতির ন্যায় পূজা করিয়াছি। আপনিও মাতার ন্যায় আমার প্রতি ক্ষমাপ্রকটনপূর্ব্বক ভগিনীর ন্যায় সদয়া হইয়াছেন। হে দেবদেবি! আপনি আমার প্রাণ, পুত্র এবং কলত্রাদি সকল রক্ষা করিয়াছেন। আমিও আপনার পূজা করত প্রীতি-লাভ করিলাম। হে জগজ্জননি! আপনি জগজ্জনকর্ত্তৃক প্রতিদিন পূজ্যা হইলেও আমি সর্ব্বতোভাবে বিশেষরূপে আপনার পূজা বর্দ্ধিত করিব। হে দেবি! যে ব্যক্তি আষাঢ়ীর সংক্রান্তি, মনসা-পঞ্চমী এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে অথবা প্রতিদিন আপনার আরাধনা করিবে, সে যশ, কীর্ত্তি, বিদ্যা এবং অতুল গুণরাশি লাভ করিয়া পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে অতুল ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য লাভ করিবে। ১২৫-১৩২

অজ্ঞানবশতঃ যে সকল ব্যক্তি আপনার পূজা করিবে না, অথচ নিন্দা করিবে, তাহাদের সর্ব্বদা সর্প-ভয় হইবে এবং লক্ষ্মীদেবী, তাহাদিগের গৃহ হইতে গমন করিবেন। আপনি স্বয়ং সকলের লক্ষ্মী, বৈকুণ্ঠে কমলাদেবী-স্বরূপিণী। নারায়ণদেবের অংশসম্ভূত মুনিবর জরৎকারু আপনার পতি; পিতা কশ্যপঋষি স্বীয় তপস্যার তেজে আমাদের রক্ষার্থে মন হইতে আপনার সৃষ্টি করায় আপনি মনসা নামে

মনসাদেবি শক্ত্যা ত্বং স্বাত্মনা সিদ্ধযোগিনী। তেন ত্বং মনসাদেবী পূজিতা বন্দিতা ভবে ॥ ১৩৬
যে ভক্ত্যা মনসা দেবাঃ পূজয়ন্ত্যনিশং ভৃশম্। তেন ত্বাং মনসাদেবীং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ১৩৭
সত্যস্বরূপা দেবী ত্বং শশ্বৎ সত্যনিষেবণাৎ। যো হি ত্বাং ভাবয়েন্নিত্যং স ত্বাং প্রাপ্নোতি তৎপরঃ ॥ ১৩৮
ইন্দ্রশ্চ মনসাং স্তুত্বা গৃহীত্বা ভগিনীবরম্। প্রজগাম স্বভবনং ভূষয়া সপরিচ্ছদম্ ॥ ১৩৯
পুত্রেণ সার্দ্ধং সা দেবী চিরং তস্থৌ পিতুর্গৃহে। ভ্রাতৃভিঃ পূজিতা শশ্বন্মান্যা বন্দ্যা চ সর্ব্বতঃ ॥ ১৪০
গোলোকাৎ সুরভি ব্রহ্মন্ তত্রাগত্য সুপূজিতাম্। তাং স্নাপয়িত্বা ক্ষীরেণ পূজয়ামাস সাদরম্ ॥ ১৪১
জ্ঞানঞ্চ কথয়ামাস গোপ্যং সর্ব্বসুদুর্ল্লভম্। তয়া দেবৈঃ পূজিতা সা স্বর্লোকঞ্চ পুনর্যযৌ ॥ ১৪২
ইন্দ্রস্তোত্রং পুণ্যবীজং মনসাং পূজয়েৎ পঠেৎ। তস্য নাগভয়ং নাস্তি তস্য বংশোদ্ভবস্য চ ॥ ১৪৩
বিষং ভবেৎ সুধাতুল্যং সিদ্ধস্তোত্রো যদা ভবেৎ ॥ ১৪৪
পঞ্চলক্ষজপেনৈব সিদ্ধস্তোত্রো ভবেন্নরঃ। সর্পশায়ী ভবেৎ সোঽপি নিশ্চিতং সর্পবাহনঃ ॥ ১৪৫

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে মনসাপূজাবিধানং নাম
অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪৮ ॥

খ্যাত হইয়াছেন। হে মনসাদেবি! আপনি আত্মশক্তিবলে সিদ্ধযোগিনী হইয়াছেন—বলিয়া সংসারে মনসাদেবী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। দেবগণ নিরন্তর সর্ব্বতোভাবে ভক্তিপূর্বক মনে মনে আপনাকে পূজা করেন বলিয়া মনীষিগণ আপনাকে দেবপূজ্যা মনসাদেবী নামে কীর্ত্তন করেন। হে দেবি! আপনি নিরন্তর সত্যের সেবা করেন বলিয়া সত্যস্বরূপিণী হইয়াছেন। যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে নিরন্তর আপনাকে ভাবনা করিবে, সে আপনাকে লাভ করিবে। ১৩৩-১৩৮

ইন্দ্রদেব এই প্রকারে ভগিনী মনসাদেবীর স্তব করিয়া তাঁহার নিকট বর গ্রহণপূর্ব্বক বসন-ভূষণে ভূষিত হইয়া স্বভবনে গমন করিলেন। মনসাদেবী ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক নিরন্তর মান্য এবং বন্দনীয়া হইয়া পিতার গৃহে পুত্রের সহিত বহুকাল বাস করিলেন। হে মুনে! গোলোক হইতে সুরভি আগমন করত পূজিতা মনসা দেবীকে নিজ দুগ্ধে স্নান করাইয়া আদরপূর্ব্বক পূজা করিলেন। গোমাতা সুরভী—মনসার নিকট অতি দুর্লভ জ্ঞান বলিলেন। এইরূপে মনসাদেবী, সুরভী ও দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করিলেন। যে ব্যক্তি মনসাদেবীর পূজান্তে পুণ্যজনক এই স্তব পাঠ করে, তাহার এবং তাহার বংশের সর্পভয় থাকে না; মনসা দেবীর স্তোত্র পাঠে যে ব্যক্তি সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে বিষও সুধাসদৃশ হয়। মনুষ্যগণ পঞ্চলক্ষ বার পাঠে স্তোত্রসিদ্ধি লাভ করে এবং সে নিশ্চয়ই সর্পবাহন হইয়া সর্পের উপরে শয়ন করিতে পারে। ১৩৯-১৪৫

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে মনসার পূজাবিধান নামক
অষ্টাচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ—

কা বা সা সুরভির্দেবী গোলকাদাগতা চ যা। তজ্জন্মচরিতং ব্রহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছামি যত্নতঃ ॥ ১

নারায়ণ উবাচ—

গবামধিষ্ঠাতৃদেবী গবামাদ্যা গবাং প্রসূঃ। গবাং প্রধানা সুরভির্গোলোকে সা সমুদ্ভবা ॥ ২
সর্ব্বাদিসৃষ্টেশ্চরিতং কথয়ামি নিশাময়। বভূব তেন তজ্জন্ম পুরা বৃন্দাবনে বনে ॥ ৩
একদা রাধিকানাথো রাধয়া সহ কৌতুকী। গোপাঙ্গনা-পরিবৃতো পুণ্যং বৃন্দাবনং যযৌ ॥ ৪
সহসা তত্র রহসি বিজহার স কৌতুকাৎ। বভূব ক্ষীরপানেচ্ছা তস্য স্বেচ্ছাময়স্য চ ॥ ৫
সসৃজে সুরভিং দেবীং লীলয়া বামপার্শ্বতঃ। বৎসযুক্তাং দুগ্ধবতীং বৎসো নাম মনোরথঃ ॥ ৬
দৃষ্ট্বা সবৎসাং শ্রীদামা নবভাণ্ডে দুদোহ চ। ক্ষীরং সুধাতিরিক্তঞ্চ জন্মমৃত্যু-জরাহরম্ ॥ ৭
তদুষ্ণঞ্চ পয়ঃ স্বাদু পপৌ গোপীপতিঃ স্বয়ম্। সরো বভূব পয়সাং ভাণ্ডবিস্রংসনেন চ ॥ ৮
দীর্ঘঞ্চ বিস্তৃতঞ্চৈব পরিতঃ শতযোজনম্। গোলোকেঽয়ং প্রসিদ্ধশ্চ সোঽপি ক্ষীরসরোবরঃ ॥ ৯
গোপিকানাঞ্চ রাধায়াঃ ক্রীড়াবাপী বভূব সা। রত্নেন্দ্ররচিতা চৈব ভূতা চাপীশ্বরেচ্ছয়া ॥ ১০
বভূব কামধেনূনাং সহসা লক্ষকোটয়ঃ। যাবন্তস্তত্র গোপাশ্চ সুরভ্যা লোমকূপতঃ ॥ ১১
তাসাং পুত্রাশ্চ বহবঃ সম্বভূবুরসংখ্যকাঃ। কথিতা চ গবাং সৃষ্টিস্তয়া চ পূরিতং জগৎ ॥ ১২
পূজাং চকার ভগবান্ সুরভ্যাশ্চ পুরা মুনে। ততো বভূব তৎপূজা ত্রিষু লোকেষু দুর্লভা ॥ ১৩
দীপান্বিতা-পরদিনে শ্রীকৃষ্ণস্যাজ্ঞয়া হরেঃ। বভূব সুরভিঃ পূজ্যা ধর্ম্মবক্ত্রাদিদং শ্রুতম্ ॥ ১৪
ধ্যানং স্তোত্রং মূলমন্ত্রং যদ্‌যৎ পূজাবিধিক্রমম্। বেদোক্তঞ্চ মহাভাগ নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ১৫
ওঁ সুরভ্যৈ নম ইতি মন্ত্রস্তস্যাঃ ষড়ক্ষরঃ। সিদ্ধো লক্ষজপেনৈব ভক্তানাং কল্পপাদপঃ ॥ ১৬
ধ্যানং যজুর্ব্বেদগীতং তস্যাঃ পূজা চ সর্ব্বতঃ। ঋদ্ধিদা বৃদ্ধিদা চৈব মুক্তিদা সর্ব্বকামদা ॥ ১৭
লক্ষ্মীস্বরূপাং পরমাং রাধাসহচরীং পরাম্। গবামধিষ্ঠাতৃদেবীং গবামাদ্যাং গবাং প্রসূম্ ॥ ১৮

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মুনিবর। গোলোক হইতে আগতা সুরভী দেবী কে? তাঁহার জন্ম এবং চরিত্র যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। নারায়ণ বলিলেন,—গোপগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আদ্যা জননী এবং প্রধান সুরভী গোলোকে উৎপন্না হইয়াছিলেন। নিখিল গোজাতির অগ্রজাতা সুরভীর উৎপত্তি-প্রকার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ। পুরাকালে রমণীয় বৃন্দাবনকাননে সুরভীর উৎপত্তি হইয়াছিল। একদিন রাধানাথ রাধিকার সহিত কৌতুক করত গোপাঙ্গনা-সমভিব্যাহারে বৃন্দাবনের পুণ্যবনে গমন করিলেন। সেই ইচ্ছাময় হরি গোপীগণের সহিত বিহার করিতে করিতে দুগ্ধ-পানের ইচ্ছা করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ লীলা দ্বারা বামপার্শ্ব হইতে দুগ্ধবতী মনোরথরূপ বৎসসহিতা সুরভী ধেনুকে সৃষ্টি করিলেন। কৃষ্ণসখা সুদামা, সবৎসা দুগ্ধবতী ধেনুকে দর্শন করত নবভাণ্ডে জন্ম-জরামৃত্যুহরা সুধা অপেক্ষা সুস্বাদু দুগ্ধ দোহন করিলেন। গোপীনাথ স্বয়ং সেই সুরভীর সুস্বাদু দুগ্ধ পান করিলেন। কৃষ্ণ-পীতাবশিষ্ট ভাণ্ডপতিত দুগ্ধ দ্বারা সরোবর উৎপন্ন হইল। দীর্ঘ এবং প্রস্থে শতযোজন-পরিমিত সেই সরোবর, গোলোকধামে ক্ষীর-সরোবর নামে প্রসিদ্ধ আছে। সেই সরোবর রাধিকা এবং তাঁহার সখীগণের জল ক্রীড়ার স্থান হইল। জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে সেই সরোবরের চতুঃসীমা উৎকৃষ্ট রত্ন-খচিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সুরভীর লোমকূপ হইতে তথায় যত লক্ষকোটি লোম ছিল, তত লক্ষ কোটি কামধেনু উৎপন্ন হইল। সুরভী হইতে উৎপন্ন ধেনুসমূহের অসংখ্য পরিমাণে পুত্র এবং পৌত্র উৎপন্ন হইল। জগৎ,—সুরভী হইতে ধেনুপূর্ণ হইল। আমি তোমার নিকট গো-সৃষ্টি বর্ণন করিলাম। ১-১২

হে মুনে। ভগবান্ স্বয়ং সুরভীর পূজা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্তই সুরভীপূজা ত্রিলোকবাসিগণের অতি দুর্লভ—অর্থাৎ অতিশয় আদরণীয় হইয়াছে। দীপান্বিতা অমাবস্যার পর দিনে শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে সংসারে সুরভীপূজা হইয়াছিল; ধর্ম্মমুখে এই বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়াছি। ধ্যান, পূজাবিধি, স্তব, মূলমন্ত্র প্রভৃতি যে সকল বিষয় বেদে বর্ণিত আছে, তাহা বর্ণন করিতেছি, হে মহামতে। তাহা শ্রবণ কর। "ওঁ সুরভ্যৈ নমঃ" এই ষড়ক্ষর সুরভীমন্ত্র লক্ষ বার জপদ্বারা সিদ্ধ হইলে, ভক্তগণের পক্ষে কল্পবৃক্ষ হয়। যজুর্ব্বেদোক্ত ধ্যান এবং তাঁহার সর্ব্বসম্মত পূজাক্রম প্রসিদ্ধ। যে সমৃদ্ধিদায়িনীর প্রসাদে বৃদ্ধি লাভ হয়, যিনি সর্ব্বকামসাধিকা এমন কি, মুক্তি পর্য্যন্ত দানে সক্ষমা, যিনি লক্ষ্মীরূপিণী রাধার সহচরী,—

পবিত্ররূপাং পূতাঞ্চ ভক্তানাং সর্ব্বকামদাম্। যয়া পূতং সর্ব্ববিশ্বং তাং দেবীং সুরভিং ভজে ॥ ১৯
ঘটে বা ধেনুশিরসি বন্ধস্তম্ভে[১] গবামপি। শালগ্রামে জলাগ্নৌ বা সুরভিং পূজয়েদ্দ্বিজঃ ॥ ২০
দীপান্বিতা-পরদিনে পূর্ব্বাহ্নে ভক্তিসংযুতঃ। যঃ পূজয়েচ্চ সুরভিং স চ পূজ্যো ভবেদ্ভুবি ॥ ২১
একদা ত্রিষু লোকেষু বারাহে বিষ্ণুমায়য়া। ক্ষীরং জহার সুরভিশ্চিন্তিতাশ্চ সুরাদয়ঃ ॥ ২২
তে গত্বা ব্রহ্মলোকে চ ব্রহ্মাণং তুষ্টুবুস্তদা। তদাজ্ঞয়া চ সুরভিং তুষ্টাব পাকশাসনঃ ॥ ২৩

পুরন্দর উবাচ—

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ সুরভ্যৈ চ নমো নমঃ। গবাং বীজস্বরূপায়ৈ নমস্তে জগদম্বিকে ॥ ২৪
নমো রাধাপ্রিয়ায়ৈ চ পদ্মাংশায়ৈ নমো নমঃ। নমঃ কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ চ গবাং মাত্রে নমো নমঃ ॥ ২৫
কল্পবৃক্ষস্বরূপায়ৈ সর্ব্বেষাং সততং পরে। ক্ষীরদায়ৈ ধনদায়ৈ বুদ্ধিদায়ৈ নমো নমঃ ॥ ২৬
শুভায়ৈ চ সুভদ্রায়ৈ গোপ্রদায়ৈ নমো নমঃ। যশোদায়ৈ কীর্ত্তিদায়ৈ ধর্ম্মদায়ৈ নমো নমঃ ॥ ২৭
স্তোত্রশ্রবণমাত্রেণ তুষ্টা হৃষ্টা জগৎপ্রসূঃ। আবির্বভূব তত্রৈব ব্রহ্মলোকে সনাতনী ॥ ২৮
মহেন্দ্রায় বরং দত্বা বাঞ্ছিতঞ্চাপি দুর্লভম্। জগাম সা চ গোলোকং যযুর্দ্দেবাদয়ো গৃহম্ ॥ ২৯
বভূব বিশ্বং সহসা দুগ্ধপূর্ণঞ্চ নারদ। দুগ্ধং ঘৃতং ততো যজ্ঞস্ততঃ প্রীতিঃ সুরস্য চ ॥ ৩০
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং ভক্তিযুক্তশ্চ যঃ পঠেৎ। স গোমান্ ধনবাংশ্চৈব কীর্ত্তিমান্ পুত্রবাংস্তথা ॥ ৩১
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা যাত্যন্তে কৃষ্ণমন্দিরে ॥ ৩২
সুচিরং নিবসেত্তত্র করোতি কৃষ্ণসেবনম্। ন পুনর্ভবনং তত্র ব্রহ্মপুত্রো ভবেত্ততঃ ॥ ৩৩

ইতিশ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে সুরভ্যুৎপত্তিবর্ণনং নাম
একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪৯ ॥

পরমেশ্বরী,—গোগণের অধিষ্ঠাতৃদেবী আদ্যা এবং জননী, যিনি পবিত্ররূপা জগৎপূজ্যা, যিনি ভক্তগণের কামনা পূর্ণ করেন এবং যাহা দ্বারা এই বিশ্বমণ্ডল পবিত্র হইয়াছে, সেই সুরভী দেবীকে উপাসনা করি। ব্রাহ্মণ, ঘট, গোগণের মস্তক, বন্ধস্তম্ভ (গোঁজ), শালগ্রামশিলা, জল কিংবা অগ্নিতে সুরভীর পূজা করিবে। দীপান্বিতার পরদিনে পূর্ব্বাহ্নে ভক্তিপূর্ব্বক যে ব্যক্তি সুরভীর পূজা করিবে, যে ভূতলে পূজ্য হইবে। ১৩-২১

বরাহকল্পে একদিন বিষ্ণুমায়াবলে ত্রিলোকস্থিত দুগ্ধ হৃত হইল। দেবগণ তাহাতে অতিশয় চিন্তিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করত চতুরাননের স্তব করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র,—ব্রহ্মার আদেশে সুরভীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহাদেবি। সুরভিদেবি! আপনি দেবী-স্বরূপিণী; আপনাকে নমস্কার। হে জগদম্বিকে। আপনি ধেনুসমূহের কারণস্বরূপিণী; হে রাধিকা-প্রিয়সখি! আপনি লক্ষ্মীস্বরূপিণী; আপনাকে নমস্কার করি। হে কৃষ্ণপ্রিয়ে। আপনি গোপগণের জননী; আপনাকে প্রণাম করি। আপনি কল্পবৃক্ষরূপিণী হইয়া যাচকের মনোরথ পূর্ণ করেন। হে সম্পদ্দায়িনি। হে ক্ষীরদায়িনি। আপনি লোককে বুদ্ধিদান করেন। অতএব আপনাকে নমস্কার। হে গো-প্রদায়িনি! আপনি প্রসন্ন হইয়া সকল শুভ দান করেন। হে যশোদায়িনি! আপনি ধন এবং ধর্ম্ম দান করেন, আপনাকে প্রণাম। ২২-২৭

জগজ্জননী সুরভী দেবী, স্তব শ্রবণে সন্তুষ্টা হইয়া সেই ব্রহ্মলোকেই আবির্ভূতা হইলেন এবং দেবেন্দ্রকে অতিদুর্লভ প্রার্থিত বর প্রদান করত গোলোকে গমন করিলেন। দেবগণও নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে নারদ। ত্রিজগৎ দুগ্ধ দ্বারা পরিপূর্ণ হইল; দুগ্ধ হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইলে, সেই ঘৃতে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ তৃপ্তিলাভ করেন। যে ব্যক্তি মহাপুণ্যজনক এই স্তব ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি গোমান্, ধনবান্; কীর্ত্তিমান্ এবং পুত্রবান্ হয় ও সর্ব্বতীর্থ স্নান জন্য পুণ্য লাভ করে, সকল যজ্ঞে দীক্ষিত হয় এবং স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করত বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়। হে নারদ! সে ব্যক্তি সেই কৃষ্ণমন্দিরে সুচিরকাল বাস করত কৃষ্ণসেবা করে; তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না; তথায় সে ব্রহ্মপুত্র হইয়া বাস করে। ২৮-৩৩

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবম স্কন্ধে সুরভির উৎপত্তি বর্ণন নামক
উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ—

শ্রুতং সর্ব্বমুপাখ্যানং প্রকৃতীনাং যথাতথম্। যচ্ছ্রুত্বা মুচ্যতে জন্তুর্জন্মসংসারবন্ধনাৎ ॥ ১
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি রহস্যং বেদগোপিতম্। রাধায়াশ্চৈব দুর্গায়া বিধানং শ্রুতিচোদিতম্ ॥ ২
মহিমা বর্ণিতোঽতীব ভবতা পরয়োর্দ্বয়োঃ। শ্রুত্বা তং তদ্গতং চেতো ন কস্য স্যান্মুনীশ্বর ॥ ৩
যয়োরংশো জগৎ সর্ব্বং যন্নিয়ম্যং চরাচরম্। যয়োর্ভক্ত্যা ভবেন্মুক্তি-স্তদ্বিধানং বদাধুনা ॥ ৪

নারায়ণ উবাচ—

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি রহস্যং শ্রুতিচোদিতম্। যন্ন কস্যাপি চাখ্যাতং সারাৎসারং পরাৎপরম্ ॥ ৫
শ্রুত্বা পরস্মৈ নো বাচ্যং যতোঽতীব রহস্যকম্। মূলপ্রকৃতিরূপিণ্যাঃ সংবিদো জগদুদ্ভবে ॥ ৬
প্রাদুর্ভূতং শক্তিযুগ্মং প্রাণবুদ্ধ্যধিদৈবতম্। জীবানাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং নিয়ন্তৃপ্রেরকং সদা ॥ ৭
তদধীনং জগৎ সর্ব্বং বিরাড়াদি চরাচরম্। যাবত্তয়োঃ প্রসাদো ন তাবন্মোক্ষো হি দুর্লভঃ ॥ ৮
ততস্তয়োঃ প্রসাদার্থং নিত্যং সেবেত তদ্দ্বয়ম্। তত্রাদৌ রাধিকামন্ত্রং শৃণু নারদ ভক্তিতঃ ॥ ৯
ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিভির্নিত্যং সেবিতো যঃ পরাৎপরঃ। শ্রীরাধেতি চতুর্থ্যন্তং বহ্নের্জায়া ততঃ পরম্ ॥ ১০
ষড়ক্ষরো মহামন্ত্রো ধর্ম্মাদ্যর্থপ্রকাশকঃ। মায়াবীজাদিকশ্চায়ং বাঞ্ছাচিন্তামণিঃ স্মৃতঃ ॥ ১১
বক্ত্রকোটিসহস্রৈস্তু জিহ্বাকোটিশতৈরপি। এতন্মন্ত্রস্য মাহাত্ম্যং বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ॥ ১২
জগ্রাহ প্রথমে মন্ত্রং শ্রীকৃষ্ণো ভক্তিতৎপরঃ। উপদেশান্মূলদেব্যা গোলোকে রাসমণ্ডলে ॥ ১৩
বিষ্ণুস্তেনোপদিষ্টস্তু তেন ব্রহ্মা বিরাট্ তথা। তেন ধর্ম্মস্তেন চাহমিত্যেষা হি পরম্পরা ॥ ১৪
অহং জপামি তং মন্ত্রং তেনাহমৃষিরীরিতঃ। ব্রহ্মাদ্যাঃ সকলা দেবা নিত্যং ধ্যায়ন্তি তাং মুদা ॥ ১৫
কৃষ্ণার্চ্চায়াং নাধিকারো যতো রাধার্চ্চনং বিনা। বৈষ্ণবৈঃ সকলৈস্তস্মাৎ কর্ত্তব্যং রাধিকার্চ্চনম্ ॥ ১৬

নারদ কহিলেন,—যাহা শ্রবণ করিলে জীব, জন্ম ও সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, সেই প্রকৃতি-দেবীদিগের যথাযথ উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে রাধা ও দুর্গাদেবীর বেদবিহিত উপাসনাবিধি,—যাহা বেদেও গোপনীয় রহিয়াছে, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে মুনীশ্বর! আপনি পরমা প্রকৃতি রাধা ও দুর্গাদেবীর অতীব মহিমা বর্ণন করিয়াছেন, সেই মহিমা শ্রবণ করিলে, কাহার চিত্ত তদ্গত না হয়? নিখিল জগৎ যাঁহাদের অংশভূত, চরাচর সমস্ত যাঁহাদের নিয়মে আবদ্ধ, যাঁহাদের উপরে ভক্তি করিলে মুক্তিলাভ হয়, এক্ষণে-সেই রাধা ও দুর্গার আরাধনাবিধি আমার নিকট বর্ণন করুন। ১-৪

নারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! সেই শ্রুতিসম্মত সারাৎসার পরাৎপর পরম-রহস্য (রাধা ও দুর্গার উপাসনা প্রকার) অদ্যাপি কাহারও নিকট কথিত হয় নাই; এই সর্ব্বপ্রথম তোমার নিকটে বলিতেছি; তুমি এই অতীব গোপনীয় বিষয় শ্রবণ করিয়া, আর কাহাকেও বলিও না। মূল প্রকৃতিরূপিণী চিন্ময়ী ভুবনেশ্বরী হইতে জগতের উৎপত্তিকালে, প্রাণ ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুই শক্তি আবির্ভূত হন। (তন্মধ্যে প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, রাধা-শক্তি এবং বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দুর্গাশক্তি; ইহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি; বোধ হয় তোমার তাহা স্মরণ আছে)। এই নিখিল বিরাড়াদি চরাচর জগৎ সেই শক্তি-যুগলের অধীন। তাঁহাদের অনুগ্রহ ব্যতীত মুক্তিলাভ অতীব দুর্ঘট। এই কারণে তাঁহাদের অনুগ্রহলাভের নিমিত্ত প্রতিদিন সেই শক্তিযুগলের আরাধনা করা কর্ত্তব্য। হে নারদ! সেই শক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রথমে রাধিকাশক্তির মন্ত্র,—যাহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ নিয়ত জপ করিতেন, সেই পরাৎপর রাধামন্ত্র বলিতেছি, ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ কর। প্রথমে মায়াবীজ, তৎপরে চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত "শ্রীরাধা" অন্তে বহ্নিজায়া অর্থাৎ স্বাহা যোগে ঐ মন্ত্র, অর্থাৎ "শ্রীরাধায়ৈ স্বাহা"; এই ষড়ক্ষর মহামন্ত্রে ধর্ম্মাদিলাভ হইয়া থাকে। আদিতে মায়া-বীজ অর্থাৎ "হ্রীং" যোগে ঐ মন্ত্র বাঞ্ছাচিন্তামণি হইয়া থাকে। ৫-১১

উক্ত মন্ত্রের মহিমা সহস্রকোটি মুখে, শতকোটি জিহ্বাতেও বর্ণন করিতে পারা যায় না। প্রথমে গোলোকধামে রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ মূলপ্রকৃতি-দেবীর উপদেশে, এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে বিষ্ণু, বিষ্ণুর উপদেশে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার উপদেশে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের উপদেশে আমি উক্ত মন্ত্র গ্রহণ করি। আমি উক্ত মন্ত্র জপ করি বলিয়া ঋষিনামে অভিহিত হইয়াছি। ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই পরমানন্দে নিয়ত সেই রাধাশক্তির ধ্যান করিয়া থাকেন। রাধিকার পূজা ব্যতীত কৃষ্ণের পূজার অধিকার হয় না; সুতরাং সকল বৈষ্ণবেরই রাধার পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাধা কৃষ্ণের অধিষ্ঠাত্রী

কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী সা তদধীনো বিভুর্যতঃ। রাসেশ্বরী তস্য নিত্যং তয়া হীনো ন তিষ্ঠতি ॥ ১৭
রাধ্নোতি সকলান্ কামাংস্তস্মাদ্রাধেতি কীর্ত্তিতা। অত্রোক্তানাং মনূনাঞ্চ ঋষিরস্ম্যহমেব চ ॥ ১৮
ছন্দশ্চ দেবী গায়ত্রী দেবতাত্র চ রাধিকা। তারো বীজং শক্তিবীজং শক্তিস্তু পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৯
মূলাবৃত্ত্যা ষড়ঙ্গানি কর্ত্তব্যানীতরত্র চ। অথ ধ্যায়েন্মহাদেবীং রাধিকাং রাসনায়িকাম্ ॥ ২০
পূর্ব্বোক্তরীত্যা তু মুনে সামবেদে বিগীতয়া। শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং শরদিন্দুসমাননাম্ ॥ ২১
কোটিচন্দ্র-প্রতীকাশাং শরদম্ভোজ-লোচনাম্। বিম্বাধরাং পৃথুশ্রোণীং কাঞ্চীযুত-নিতম্বিনীম্ ॥ ২২
কুন্দপঙ্‌ক্তিসমানাভ-দন্তপঙ্‌ক্তি-বিরাজিতাম্। ক্ষৌমাম্বর-পরীধানাং বহ্নিশুদ্ধাংশুকান্বিতাম্ ॥ ২৩
ঈষদ্ধাস্য-প্রসন্নাস্যাং করিকুম্ভ-যুগস্তনীম্। সদা দ্বাদশবর্ষীয়াং রত্নভূষণ-ভূষিতাম্ ॥ ২৪
শৃঙ্গারসিন্ধুলহরীং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্। মল্লিকামালতীমালা-কেশপাশবিরাজিতাম্ ॥ ২৫
সুকুমারাঙ্গলতিকাং রাসমণ্ডলমধ্যগাম্। বরাভয়করাং শান্তাং শশ্বৎ সুস্থিরযৌবনাম্ ॥ ২৬
রত্নসিংহাসনাসীনাং গোপীমণ্ডলনায়িকাম্। কৃষ্ণপ্রাণাধিকাং বেদ-বোধিতাং পরমেশ্বরীম্ ॥ ২৭
এবং ধ্যাত্বা ততো বাহ্যে শালগ্রামে ঘটেঽথবা। যন্ত্রে বাষ্টদলে দেবীং পূজয়েত্তু বিধানতঃ ॥ ২৮
আবাহ্য দেবীং তৎপশ্চাদাসনাদি প্রদীয়তাম্। মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য চাসনাদীনি কল্পয়েৎ ॥ ২৯
পাদ্যন্তু পাদয়োর্দদ্যান্মস্তকেঽর্ঘ্যং সমীরিতম্। মুখে ত্বাচমনীয়ং স্যাত্রিবারং মূলবিদ্যয়া ॥ ৩০
মধুপর্কং ততো দদ্যাদেকাং গাঞ্চ পয়স্বিনীম্। ততো নয়েৎ স্নানশালাং তাঞ্চ তত্রৈব ভাবয়েৎ ॥ ৩১
অভ্যঙ্গাদি স্নানবিধিং কল্পয়িত্বাথ বাসসী। ততশ্চ চন্দনং দদ্যান্নানালঙ্কারপূর্ব্বকম্ ॥ ৩২
পুষ্পমালা বহুবিধা তুলসীমঞ্জরীযুতাঃ। পারিজাতপ্রসূনানি শতপত্রাদিকানি চ ॥ ৩৩
ততঃ কুর্য্যাৎ পবিত্রং তৎ পরিবারার্চ্চনং বিভোঃ। অগ্নীশাসুরবায়ব্য-মধ্যে দিক্ষঙ্গপূজনম্ ॥ ৩৪
কৃত্বা পশ্চাদষ্টদলে দক্ষিণাবর্ত্ততোঽগ্রতঃ। মালাবতীমগ্রদলে বহ্নিকোণে চ মাধবীম্ ॥ ৩৫
রত্নমালাং দক্ষিণে চ নৈঋর্ত্যে তু সুশীলকাম্। পশ্চাদ্দলে শশিকলাং পূজয়েন্মতিমান্নরঃ ॥ ৩৬

দেবতা; কৃষ্ণ রাধার অধীন। রাধা সর্ব্বদা কৃষ্ণের রাসেশ্বরী হইয়াছেন। কৃষ্ণও ক্ষণকালের জন্যও রাধিকাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না। ১২-১৭

উক্ত শক্তিদেবী সমস্ত কামনা রাধন—অর্থাৎ সাধন করেন বলিয়া, রাধা নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। এই নবম স্কন্ধে যে সমুদয় মন্ত্র কথিত হইয়াছে; দুর্গামন্ত্র ব্যতীত আমি উক্ত মন্ত্রসমূহের ঋষি, রাধামন্ত্রের গায়ত্রী ছন্দঃ এবং রাধিকা দেবতা। প্রণব—বীজ, এবং ভুবনেশ্বরী বীজ—শক্তি বলিয়া কীর্ত্তিত। এই মূলমন্ত্র ছয়বার আবৃত্তিদ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাস কর্ত্তব্য। হে মুনিবর। অনন্তর সামবেদোক্ত নিয়মে বক্ষ্যমাণ প্রকারে রাসনায়িকা মহাদেবী রাধিকার ধ্যান করিবে। যথা—কৃষ্ণের প্রাণাধিকা পরমেশ্বরী রাধিকা, বেদপ্রতিপাদিতা দেবী। তিনি গোপীগণের নায়িকা, রাসমণ্ডলে মধ্যে রত্নসিংহাসনে আসীনা। তাঁহার গাত্রবর্ণ শ্বেত চম্পকের ন্যায়, আননমণ্ডল শারদ শশধরের ন্যায়, লোচনযুগল শারদ-কমলের ন্যায়। তাঁহার দন্তপংক্তি কুন্দপংক্তির ন্যায় বিরাজিত। তিনি কোটিচন্দ্রের ন্যায় সুশোভাসম্পন্না, বিশালনিতম্বা, বিম্বাধরা, ক্ষৌমবস্ত্র পরিধানা, বহ্নিশুদ্ধ উত্তরীয়াংশুকে বিরাজিতা এবং রত্নভূষণে ভূষিতা। তাঁহার প্রসন্নবদনে সর্ব্বদাই মধুর হাস্য; নিতম্ব কাঞ্চীদামভূষিত, স্তনযুগল করিকুম্ভসদৃশ, তাঁহার কেশপাশে মল্লিকা ও মালতী মালা। তাঁহার অঙ্গলতিকা অতি কোমল, হস্তে বর ও অভয় বিরাজমান। তিনি ভক্তবর্গের প্রতি অনুগ্রহের জন্য সর্ব্বদাই ব্যগ্র, সর্ব্বদাই স্থির-যৌবনা, শৃঙ্গারসাগরলহরী; তিনি দেখিতে সর্ব্বদাই দ্বাদশ-বর্ষীয়া। ১৮-২৭

এইরূপে দেবী রাধিকাকে ধ্যান করিয়া, শালগ্রামে, ঘটে, যন্ত্রে অথবা অষ্টদল পদ্মে আবাহনপূর্ব্বক যথাবিধানে পূজা করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আসনাদি উপচার দান করিবে। পদযুগলে পাদ্য, মস্তকে অর্ঘ্য এবং মুখে তিনবার আচমনীয় প্রদান করিবে। প্রত্যেক উপচারদানে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তাহার পরে মধুপর্ক এবং দুগ্ধবতী গো প্রদান করিবে। তৎপরে পূজাধারে স্নানশালা ভাবনা করিয়া, দেবীকে তথায় লইয়া যাইবে। তাহার পরে, গাত্রমার্জ্জনাদি স্নানব্যাপার সমাধাপূর্ব্বক বাসোযুগল পরিধান করাইয়া চন্দন, বিবিধ অলঙ্কার তুলসী-মঞ্জরীযুক্ত পুষ্পমালা এবং পারিজাত, শতদলপদ্ম প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প প্রদান করিবে। ২৮-৩৩

তাহার পরে পূজাধার অষ্টদলপদ্মের পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে এবং অগ্নি-প্রভৃতি কোণ চতুষ্টয়ে, পরমেশ্বরীর পরিবারবর্গের পূজারূপ পবিত্র অঙ্গপূজা করিবে। দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে অষ্টদল-পদ্মের পুরোভাগে (পূর্ব্বদলে) মালাবতী, অগ্নিকোণে মাধবী, দক্ষিণদলে রত্নমালা, নৈঋর্তদলে সুশীলা, পশ্চিমদলে

মারুতে পারিজাতাঞ্চাপ্যুত্তরে চ পরাবতীম্। ঈশানকোণে সম্পূজ্যা সুন্দরী প্রিয়কারিণী ॥ ৩৭
ব্রাহ্ম্যাদয়স্ত তদ্‌বাহ্যেঽপ্যাশাপালাস্ত ভূপুরে। বজ্রাদিকাস্তাযুধানি দেবীমিথং প্রপূজয়েৎ ॥ ৩৮
ততো দেবীং সাবরণাং গন্ধাদৈরুপচারকৈঃ। রাজোপচারসহিতৈঃ পূজয়েৎমতিমান্নরঃ ॥ ৩৯
ততস্তবীত দেবেশীং স্তোত্রৈর্নামসহস্রকৈঃ। সহস্রসংখ্যক জপং নিত্যং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ৪০
য এবং পূজয়েদ্দেবীং রাধাং রাসেশ্বরীং পরাম্। স ভবেদ্ বিষ্ণুতুল্যস্ত গোলোকং যাতি সত্তম্ ॥ ৪১
যঃ কার্ত্তিক্যাং পৌর্ণমাস্যাং রাধাজন্মোৎসবং বুধঃ। কুরুতে তস্য সান্নিধ্যং দদ্যাদ্রাসেশ্বরী পরা ॥ ৪২
কেনচিৎ কারণেনৈব রাধা বৃন্দাবনে বনে। বৃষভানুসুতা জাতা গোলোকস্থায়িনী সদা ॥ ৪৩
অত্রোক্তানাস্ত মন্ত্রাণাং বর্ণসংখ্যাবিধানতঃ। পুরশ্চরণকর্ম্মোক্তং দশাংশং হোমমাচরেৎ।
তিলৈস্ত্রিমধুসংযুক্তৈ-র্জুহুয়াদ্ভক্তিভাবতঃ ॥ ৪৪

নারদ উবাচ—

স্তোত্রং বদ মুনে সম্যক্ যেন দেবী প্রসীদতি ॥ ৪৫

নারায়ণ উবাচ—

নমস্তে পরমেশানি রাসমণ্ডলবাসিনি। রাসেশ্বরি নমস্তেঽস্ত কৃষ্ণপ্রাণাধিকপ্রিয়ে ॥ ৪৬
নমস্ত্রৈলোক্যজননি প্রসীদ করুণার্ণব। ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিভির্দ্দেবৈ-র্বন্দ্যমানপদাম্বুজে ॥ ৪৭
নমঃ সরস্বতীরূপে নমঃ সাবিত্রি শঙ্করি। গঙ্গাপদ্মাবতীরূপে ষষ্ঠি মঙ্গলচণ্ডিকে ॥ ৪৮
মনসে তুলসীরূপে নমো লক্ষ্মীস্বরূপিণি। নমো দুর্গে ভগবতি নমস্তে সর্ব্বরূপিণি ॥ ৪৯
মূলপ্রকৃতিরূপাং ত্বাং ভজামঃ করুণার্ণবম্। সংসারসাগরাদস্মানুদ্ধরাম্ব দয়াং কুরু ॥ ৫০
ইদং স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্রাধাং স্মরন্নরঃ। ন তস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিৎ কদাচিচ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৫১
দেহান্তে চ বসেন্নিত্যং গোলোকে রাসমণ্ডলে। ইদং রহস্যং পরমং ন চাখ্যেয়ন্ত কস্যচিৎ ॥ ৫২
অধুনা শৃণু বিপ্রেন্দ্র দুর্গাদেব্যা বিধানকম্। যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ পলায়ন্তে মহাপদঃ ॥ ৫৩
এনাং ন ভজতে যো হি তাদৃঙ্নাস্ত্যেব কুত্রচিৎ। সর্ব্বোপাস্যা সর্ব্বমাতা শৈবী শক্তির্ম্মহাদ্ভুতা ॥ ৫৪

শশিকলা, বায়ুদলে পারিজাতা, উত্তরদলে পরাবতী এবং ঈশানদলে সুন্দরী প্রিয়কারিণীদেবীর পূজা করিবে। তৎপরে অষ্টদলপদ্মের বহির্ভাগে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণ ভূপুরে দিক্‌পালগণের বজ্র প্রভৃতি অস্ত্রসমূহের পূজা করিবে। তাহার পরে গন্ধাদি উপচারে দেবীর আবরণ দেবতার পূজা করিয়া রাজোপচারে দেবীপূজা সম্পন্ন করিবে। তৎপরে স্তোত্র ও সহস্রনাম পাঠ দ্বারা দেবেশীর পূজা করিবে এবং প্রযত্নসহকারে নিত্য কর্ত্তব্য সহস্রসংখ্যক মূলমন্ত্র জপ সমাধা করিবে। ৩৪-৪০

যে ব্যক্তি এইরূপে রাসেশ্বরী পরমাদেবী রাধার পূজা করিবে, সে বিষ্ণুতুল্য হইয়া নিশ্চয়ই গোলোকধামে গমন করিবে। যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসের পৌর্ণমাসী তিথিতে রাধা-জন্মোৎসব করে, রাসেশ্বরী রাধা তাহাকে সান্নিধ্য (সাক্ষাৎকার) প্রদান করিয়া থাকেন। সর্ব্বদা গোলোকবাসিনী রাধা, কোন কারণ বশতঃ এক সময়ে বৃন্দাবন কাননে বৃষভানুর কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নবম স্কন্ধে যে সমুদয় মন্ত্র কথিত হইয়াছে, সেই সমস্ত মন্ত্রের বর্ণন ব্যাখ্যানুসারে পুরশ্চরণ ও দশাংশ-হোম করিবে। হোমকালে ত্রিমধুর—অর্থাৎ ঘৃত মধু ও দুগ্ধ এই তিন দ্রব্য মিশ্রিত তিল দ্বারা ভক্তিভাবে আহুতি প্রদান করিবে। নারদ কহিলেন, হে মুনিবর! যাহা পাঠ করিলে দেবী প্রসন্না হন, এক্ষণে সেইরূপ স্তোত্র বলুন। ৪১-৪৫

নারায়ণ কহিলেন, হে রাসমণ্ডল-বাসিনি পরমেশ্বরি! আপনি কৃষ্ণের প্রাণাধিক প্রিয় এবং রাসেশ্বরি! আপনাকে নমস্কার করি। হে ত্রৈলোক্যজননি! আপনি দয়াসাগররূপা; ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার করি। হে দেবি! আপনি সরস্বতী, সাবিত্রী, গঙ্গা, পদ্মাবতী, ষষ্ঠী ও মঙ্গলচণ্ডিকারূপিণী এবং সকলের কল্যাণকারিণী—আপনাকে নমস্কার। হে ভগবতি! আপনি তুলসী, লক্ষ্মী, মনসা ও দুর্গারূপিণী, অধিক কি, আপনি সর্ব্বরূপিণী, আপনাকে বার বার নমস্কার করি। হে দেবি! আপনি মূলপ্রকৃতিরূপিণী এবং দয়ার সাগররূপা। আমরা আপনাকে ভজনা করিতেছি, দয়া করিয়া আমাদিগকে সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করুন। ৪৬-৫০

যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যাকালে রাধাকে স্মরণ করত এই স্তোত্র পাঠ করিবে, কখনই কোনও বিষয় তাহার দুর্লভ হইবে না। সে ব্যক্তি দেহাবসানে গোলোকধামে রাসমণ্ডলে গিয়া চিরকাল বাস করিবে। এই পরম গোপনীয় বিষয় কাহারও নিকটে প্রকাশ করিবে না। হে বিপ্রেন্দ্র! যাঁহার স্মরণমাত্রেই ঘোর বিপত্তিসকল ভয়ে পলায়ন করে। এক্ষণে সেই দুর্গাদেবীর উপাসনাবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইঁহাকে

সর্ব্ববুদ্ধ্যধিদেবীয়মন্তর্যামিস্বরূপিণী। দুর্গসঙ্কটহন্ত্রীতি দুর্গেতি প্রথিতা ভুবি ॥ ৫৫
বৈষ্ণবানাঞ্চ শৈবানামুপাস্যেয়ঞ্চ নিত্যশঃ। মূলপ্রকৃতিরূপা সা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ॥ ৫৬
তস্যা নবাক্ষরং মন্ত্রং বক্ষ্যে মন্ত্রোত্তমোত্তমম্। বাগ্‌ভবং শম্ভুবনিতা কামবীজং ততঃ পরম্ ॥ ৫৭
চামুণ্ডায়ৈ পদং পশ্চাদ্ বিচ্চে ইত্যক্ষরদ্বয়ম্। নবাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তো ভজতাং কল্পপাদপঃ ॥ ৫৮
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানা ঋষয়োঽস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ। ছন্দাংস্যুক্তানি সততং গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুভঃ ॥ ৫৯
মহাকালী মহালক্ষ্মীঃ সরস্বত্যপি দেবতা। স্যাদ্রক্তদন্তিকা বীজং দুর্গা চ ভ্রামরী তথা ॥ ৬০
নন্দা-শাকম্ভরীদেব্যৌ ভীমা চ শক্তয়ঃ স্মৃতাঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগ উদাহৃতঃ ॥ ৬১
ঋষিচ্ছন্দো দৈবতানি মৌলৌ বক্তে হৃদি ন্যসেৎ। স্তনয়োঃ শক্তিবীজানি ন্যসেৎ সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৬২
বীজত্রয়ৈশ্চতুর্ভিশ্চ দ্বাভ্যাং সর্ব্বেণ চৈব হি। ষড়ঙ্গানি মনোঃ কুর্য্যাজ্জাতিযুক্তানি দেশিকঃ ॥ ৬৩
শিখায়াং লোচনদ্বন্দ্ব-শ্রুতিনাসাননেষু চ। গুদে ন্যসেন্মন্ত্রবর্ণান্ সর্ব্বেণ ব্যাপকং চরেৎ ॥ ৬৪
খড়্গচক্রগদাবাণ-চাপানি পরিঘং তথা। শূলং ভুশুণ্ডীঞ্চ শিরঃ শঙ্খং সন্দধতীং করৈঃ ॥ ৬৫
মহাকালীং ত্রিনয়নাং নানাভূষণভূষিতাম্। নীলাঞ্জনসমপ্রখ্যাং দশপাদাননাং ভজে ॥ ৬৬
মধুকৈটভনাশার্থং যাং তুষ্টাবাম্বুজাসনঃ। এবং ধ্যায়েন্মহাকালীং কামবীজস্বরূপিণীম্ ॥ ৬৭
অক্ষমালাঞ্চ পরশুং গদেষুকুলিশানি চ। পদ্মং ধনুষ্কুণ্ডিকাঞ্চ দণ্ডং শক্তিমসিং তথা ॥ ৬৮
চর্ম্মাম্বুজং তথা ঘণ্টাং সুরাপাত্রঞ্চ শূলকম্। পাশং সুদর্শনঞ্চৈব দধতীমরুণপ্রভাম্ ॥ ৬৯
রক্তাম্বুজাসনগতাং মায়াবীজস্বরূপিণীম্। মহালক্ষ্মীং ভজেদেবং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্ ॥ ৭০
ঘণ্টাশূলে হলং শঙ্খং মুষলঞ্চ সুদর্শনম্। ধনুর্ব্বাণান্ হস্তপদ্মৈর্দধানাং কুন্দসন্নিভাম্ ॥ ৭১
শুম্ভাদিদৈত্যসংহর্ত্রীং বাণীবীজস্বরূপিণীম্। মহাসরস্বতীং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহাম্ ॥ ৭২
যন্ত্রমস্যাঃ শৃণু প্রাজ্ঞ ত্র্যস্রং ষট্‌কোণসংযুতম্। ততোঽষ্টদলপদ্মঞ্চ চতুর্ব্বিংশতিপত্রকম্ ॥ ৭৩

ভজনা না করে, এমন কোন ব্যক্তি কোথাও নাই। এই অত্যন্ত অদ্ভুতা শিবা সকলের মাতা এবং সকলেরই উপাস্যা। ইনি অন্তর্য্যামিনীরূপিণী নিখিল বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী; দুর্গম সঙ্কট নাশ করেন বলিয়া, ইনি দুর্গা নামে বিখ্যাতা। সৃষ্টি স্থিতি নাশকারিণী মূলপ্রকৃতিরূপা উক্ত ভগবতী দুর্গা, কি শৈব, কি বৈষ্ণব—সকলেরই সর্ব্বদা উপাসনীয়া। ৫১-৫৬

তাঁহার নবাক্ষর মন্ত্র নিখিল মন্ত্রের মধ্যে উত্তম। সরস্বতী, ভুবনেশ্বরী ও কামবীজ অর্থাৎ ঐং হ্রীং ক্লীং ও তৎপরে "চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে" এই কয়টি অক্ষর পর পর যোগ করিলে, উক্ত নবাক্ষর মন্ত্র হয়; ঐ মন্ত্র উপাসকদিগের কল্পতরুস্বরূপ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ঐ মন্ত্রের ঋষি, গায়ত্রী, উষ্ণিক্ ও অনুষ্টুপ উহার ছন্দ; মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও সরস্বতী উহার দেবতা; রক্তদন্তিকা, দুর্গা ও ভ্রামরী উহার বীজ নন্দা, শাকম্ভরী ও ভীমা উঁহার শক্তি এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তিতে উহার বিনিয়োগ। ৫৭-৬১

সর্ব্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত মস্তকে উক্ত মন্ত্রের ঋষি, মুখে উহার ছন্দ এবং হৃদয়ে উহার দেবতা ও স্তনদ্বয়ে শক্তিবীজের ন্যাস করিবে। "ঐং হ্রীং ক্লীং" এই বীজত্রয়, "চামুণ্ডায়ৈ" এই অক্ষর চতুষ্টয়, এবং "বিচ্চে', এই বর্ণদ্বয় এইরূপ ক্রমিক বর্ণসমূহের সমষ্টিরূপ ষড়ঙ্গমন্ত্রের অন্তে, নমঃ, স্বাহা বৌষট্ ফট্ এই কয়েকটি পদ যথাযথ যোজনা করিবে। উক্ত মন্ত্রের এক একটি কথা যথাক্রমে শিখা, লোচনযুগল, কর্ণ, নাসিকা, মুখে ও গুহ্যে বর্ণন্যাস করিবে। তৎপরে সর্ব্বাঙ্গে সমুদয় মন্ত্রে ব্যাপক ন্যাস করিবে। ৬২-৬৪

তাহার পরে এইরূপে দেবীর ধ্যান করিবে, "যাঁহার হস্তে খড়্গ, চক্র, গদা, বাণ, চাপ, পরিঘ, শূল, ভুশুণ্ডী, নর-কপাল ও শঙ্খ বিরাজমান রহিয়াছে, যাঁহার অঙ্গকান্তি নীলাঞ্জনসদৃশ, যিনি নানাবিধ ভূষণে ভূষিতা; ভগবান্ কমলাসন মধুকৈটভবধের নিমিত্ত যাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। সেই দশপাদা দশাননা ত্রিনয়না কামবীজরূপিণী দেবী মহাকালীর ধ্যান করি।" মহালক্ষ্মীর ধ্যান যথা,—"যিনি রুদ্রাক্ষমালা, পরশু, গদা, বাণ, কুলিশ, পদ্ম, ধনু, দণ্ড, শক্তি, অসি, চর্ম্ম, ঘণ্টা, সুরাপাত্র, শূল, পাশ ও সুদর্শন চক্র ধারণ করিতেছেন, যিনি রক্তপদ্মাসনে আসীনা রহিয়াছেন, সেই মায়াবীজরূপিণী অরুণবর্ণা মহিষাসুর-মর্দ্দিনী মহালক্ষ্মীর ধ্যান করিবে।" তাহার পর "যিনি হস্তপদ্মে ঘণ্টা, শূল, হল, শঙ্খ, মুষল, সুদর্শনচক্র ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিতেছেন, যাঁহার অঙ্গকান্তি কুন্দকুসুমতুল্য, যিনি শুম্ভাদি দৈত্য সংহার করিয়াছেন, সেই বাণীবীজরূপিণী সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি মহাসরস্বতীর ধ্যান করিবে। ৬৫-৭২

হে প্রাজ্ঞ। এক্ষণে মহাসরস্বতীর যন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর; ঐ যন্ত্র মধ্যে ত্রিকোণ বহির্ভাগে ষট্‌কোণ করিয়া যন্ত্র মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া বহির্ভাগে চতুর্ব্বিংশতিপত্রযুক্ত অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিবে। তাহার

ভূগৃহেণ সমাযুক্তং যন্ত্রমেবং বিচিন্তয়েৎ। শালগ্রামে ঘটে বাপি যন্ত্রে বা প্রতিমাসু বা ॥ ৭৪
বাণলিঙ্গেঽথবা সূর্য্যে যজেদ্দেবীমনন্যধীঃ। জয়াদিশক্তিসংযুক্তে পীঠে দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥ ৭৫
পূর্ব্বকোণে সরস্বত্যা সহিতং পদ্মজং যজেৎ। শ্রিয়া সহ হরিং তত্র নৈর্ঋতে কোণকে যজেৎ ॥ ৭৬
পার্ব্বত্যা সহিতং শম্ভুং বায়ুকোণে সমর্চ্চয়েৎ। দেব্যা উত্তরতঃ পূজ্যঃ সিংহো বামে মহাসুরম্ ॥ ৭৭
মহিষং পূজয়েদন্তে ষট্‌কোণেষু যজেৎ ক্রমাৎ। নন্দজাং রক্তদন্তাঞ্চ তথা শাকম্ভরীং শিবাম্ ॥ ৭৮
দুর্গাং ভীমাং ভ্রামরীঞ্চ ততো বসুদলেষু চ। ব্রাহ্মীং মাহেশ্বরীঞ্চৈব কৌমারীং বৈষ্ণবীং তথা ॥ ৭৯
বারাহীং নারসিংহীঞ্চ ঐন্দ্রীং চামুণ্ডিকাং তথা। পূজয়েচ্চ ততঃ পশ্চাত্তত্ত্বপত্রেষু পূর্ব্বতঃ ॥ ৮০
বিষ্ণুমায়াং চেতনাঞ্চ বুদ্ধিং নিদ্রাং ক্ষুধাং তথা। ছায়াং শক্তিং পরাং তৃষ্ণাং শান্তিং জাতিঞ্চ লজ্জয়া ॥ ৮১
শান্তিং শ্রদ্ধাং কীর্ত্তিলক্ষ্মৌ ধৃতিং বৃত্তিং শ্রুতিং স্মৃতিম্। দয়াং তুষ্টিং ততঃ পুষ্টিং মাতৃভ্রান্তী ইতি ক্রমাৎ ॥ ৮২
ততো ভূপুরকোণেষু গণেশং ক্ষেত্রপালকম্। বটুকং যোগিনীশ্চাপি পূজয়েন্মতিমান্নরঃ ॥ ৮৩
ইন্দ্রাদ্যানপি তদ্ বাহ্যে বজ্রাদ্যায়ুধসংযুতান্। পূজয়েদনয়া রীত্যা দেবীং সাবরণাং ততঃ ॥ ৮৪
রাজোপচারান্ বিবিধান্ দদ্যাদম্বাপ্রতুষ্টয়ে। ততো জপেন্নবার্ণঞ্চ মন্ত্রং মন্ত্রার্থপূর্ব্বকম্ ॥ ৮৫
ততঃ সপ্তশতীস্তোত্রং দেব্যা অগ্রে তু সম্পঠেৎ। নানেন সদৃশং স্তোত্রং বিদ্যতে ভুবনত্রয়ে ॥ ৮৬
ততশ্চানেন দেবেশীং তোষয়েৎ প্রত্যহং নরঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামালয়ং জায়তে নরঃ ॥ ৮৭
ইতি তে কথিতং বিপ্র শ্রীদুর্গায়া বিধানকম্। কৃতার্থতা যেন ভবেত্তদেতৎ কথিতং তব ॥ ৮৮
সর্ব্বে দেবা হরিব্রহ্ম-প্রমুখা মনবস্তথা। মুনয়ো জ্ঞাননিষ্ঠাশ্চ যোগিনশ্চাশ্রমাস্তথা ॥ ৮৯
লক্ষ্ম্যাদয়স্তথা দেব্যঃ সর্ব্বে ধ্যায়ন্তি তাং শিবাম্। তদৈব জন্মসাফল্যং দুর্গাস্মরণমস্তি চেৎ ॥ ৯০
চতুর্দ্দশাপি মনবো ধ্যাত্বা চরণপঙ্কজম্। মনুত্বং প্রাপ্তবন্তশ্চ দেবাঃ স্বং স্বং পদং তথা ॥ ৯১
তদেতৎ সর্ব্বমাখ্যাতং রহস্যাতিরহস্যকম্। প্রকৃতীনাং পঞ্চকস্য তদংশানাঞ্চ বর্ণনম্ ॥ ৯২
শ্রুত্বৈতন্মনুজো নিত্যং পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্। লভতে নাত্র সন্দেহঃ সত্যং সত্যং ময়োদিতম্ ॥ ৯৩
অপুত্রো লভতে পুত্রং বিদ্যার্থী প্রাপ্নুয়াচ্চ তাম্। যং যং কামং স্মরেদ্বাপি তং তং শ্রুত্বা সমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯৪

পর উক্ত যন্ত্র ভূপুরযুক্ত করিয়া তন্মধ্যে দেবতার অধিষ্ঠান চিন্তা করিবে। শালগ্রামে, ঘটে, যন্ত্রে, প্রতিমায়, বাণলিঙ্গে, অথবা সূর্য্যদেবের উপরে অনন্যমনা হইয়া দেবীর পূজা করিবে। দেবীর পূজাধার উক্ত যন্ত্রের পূর্ব্বকোণে সরস্বতী, ব্রহ্মা; নৈঋ'তকোণে লক্ষ্মীর সহিত হরি এবং বায়ুকোণে পার্ব্বতীর সহিত শম্ভুর পূজা করিবে। দেবীর উত্তর ভাগে সিংহ, বামভাগে মহাসুর এবং পশ্চাদ্ভাগে মহিষের পূজা করিবে। এইরূপে যথাক্রমে ষট্‌কোণে নন্দজা, রক্তদন্তিকা, শিবা, শাকম্ভরী; দুর্গা, ভীমা এবং ভ্রামরী দেবীর পূজা করিবে। তাহার পরে পদ্মের অষ্টদলে ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী,বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী ও চামুণ্ডিকার পূজা করিবে। তাহার পরে দেবীর সম্মুখবর্ত্তী পত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পদ্মের চতুর্ব্বিংশতি পত্রে যথাক্রমে বিষ্ণুমায়া, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, শান্তি, জাতি, লজ্জা, কান্তি, শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, বৃত্তি, শ্রুতি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, পুষ্টি, মাতৃ ও ভ্রান্তির পূজা করিবে। ৭৩-৮২

তাহার পরে ধীমান্ সাধক, ভূপুরকোণে গণেশ, ক্ষেত্রপাল, বটুক এবং যোগিনীগণের পূজা করিবে। তাহার বহির্ভাগে বজ্রাদি অস্ত্র সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা করিবে; এইরূপে আবরণ দেবতাসহ দেবীর পূজা সম্পন্ন করিবে। তাহার পরে জগদম্বার পরিতুষ্টির জন্য বিবিধ রাজোপচার প্রদান করিয়া, অর্থবোধপূর্ব্বক নবাক্ষরমন্ত্রজপ করিবে। তাহার পরে দেবীর সম্মুখে সপ্তশতী স্তোত্র পাঠ করিবে। কারণ, সপ্তশতী স্তোত্রসদৃশ স্তব ত্রিভুবনে আর নাই। মানব এইরূপ নিয়মে প্রত্যহ পূজা করিয়া, সুরেশ্বরীর তুষ্টিসাধন করিলে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হয়। হে বিপ্র! যাহা দ্বারা লোক চরিতার্থতা লাভ করে, তোমার নিকটে সেই শ্রীদুর্গাদেবীর পূজাবিধি কহিলাম। ৮৩-৮৮

ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ, মনুগণ, জ্ঞাননিষ্ঠ মুনিগণ, যোগিগণ, নিখিল আশ্রমিগণ এবং লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণ সকলেই সেই ভগবতী শিবার ধ্যান করিয়া থাকেন। ভগবতী দুর্গার স্মরণমাত্রেই জন্ম সফল হয়। চতুর্দ্দশ মনুই তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া মনুত্ব লাভ করিয়াছেন। দেবগণ তাঁহার উপাসনায় স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমার নিকটে আমি গোপনীয় অপেক্ষাও গোপনীয় এই পঞ্চপ্রকৃতি এবং তদীয় অংশসমূহের বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিলাম। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, মানব এই প্রকৃতিবিবরণপ্রকরণ নিত্য শ্রবণ করিলে, পুরুষার্থচতুষ্টয় লাভ করিতে সমর্থ হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা শ্রবণ করিলে, অপুত্রক ব্যক্তি পুত্র, বিদ্যার্থী বিদ্যা, এমন কি, যে যেরূপ কামনা করিয়া শ্রবণ করিবে, সে তাহাই লাভ করিবে। ৮৯-৯৪

নবরাত্রে পঠেদেতদ্ দেব্যগ্রে তু সমাহিতঃ। পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী ভবত্যেব হি নিশ্চিতম্ ॥ ৯৫
নিত্যমেকৈকমধ্যায়ং পঠেদ্ যঃ প্রত্যহং নরঃ। তস্য বশ্যা ভবেদ্দেবী দেবীপ্রিয়করো হি সঃ ॥ ৯৬
শকুনাংশ্চ পরীক্ষেত নিত্যমস্মিন্ যথাবিধি। কুমারীদিব্যহস্তেন যদ্বা বটুকরাম্বুজাৎ ॥ ৯৭
মনোরথং তু সংকল্প্য পুস্তকং পূজয়েত্ততঃ। দেবীঞ্চ জগদীশানীং প্রণমেচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৯৮
সুস্নাতাং কন্যকাং তত্রানীয়াভ্যর্চ্চ্য যথাবিধি। শলাকাং রোপয়েন্মধ্যে তস্যা স্বর্ণেন নির্ম্মিতাম্ ॥ ৯৯
শুভং বাপ্যশুভং তত্র যদা যাতি চ তত্তবেৎ। উদাসীনেঽপ্যুদাসীনং কার্য্যং ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ১০০

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে নারদনারায়ণসংবাদে শক্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

নবমঃ স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।

নবরাত্রবিধানে পূজাকালে দেবীর অগ্রে একাগ্রচিত্তে ইহা পাঠ করিলে, জগদ্ধাত্রী নিশ্চয়ই পরিতুষ্ট হইবেন। যে মানব প্রতিদিন ইহার এক একটী অধ্যায় পাঠ করিবে, দেবী তাহার বশীভূতা হইবেন এবং সে ব্যক্তি দেবীর প্রিয়পাত্র হইবে। এই পুস্তক পাঠকালে কুমারী বা ব্রাহ্মণ বালকের হস্ত দ্বারা যথাবিধানে শুভাশুভ সকল পরীক্ষা করিয়া লইবে। যাহার যেরূপ কামনা,—তাহার উল্লেখপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া পুস্তকের পূজা করিবে এবং দেবী জগদীশ্বরীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিবে। পাঠের পূর্ব্বে সুস্নাতা কুমারীকে তথায় আনয়ন করিয়া যথাবিধি অর্চ্চনাপূর্ব্বক সেই কুমারী দ্বারা পুস্তকমধ্যে স্বর্ণশলাকা প্রোথিত করাইবে। সেই শলাকা যতদূর পর্য্যন্ত প্রোথিত হইবে, সেই পর্য্যন্ত শুভ, তৎপরে অশুভ জানিবে। যদি শলাকা একেবারেই প্রোথিত করিতে না পারে, তবে সেই পাঠ নিষ্ফল জানিবে। ৯৫-১০০

শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে নবমস্কন্ধে শক্তিমাহাত্ম্যবর্ণন নামক পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

॥ নবম স্কন্ধ সমাপ্ত ॥